তাফসীরে উসমানী

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)

মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র)

CamScanner

222637

CUL / INV / 07

তাফসীরে উসমানী

দ্বিতীয় খণ্ড

[সূরা আ'রাফ, সূরা আনফাল, সূরা তাওবা, সূরা ইউনুস, সূরা হূদ, সূরা ইউসুফ, সূরা রা'দ, সূরা ইবরাহীম, সূরা হিজ্‌র, সূরা নাহ্‌ল, সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা কাহ্‌ফ]

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.)
শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.)

অনুবাদ
মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

CHITTAGONG, BANGLADESH
CHITTAGONG UNIVERSITY LIBRARY

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে উসমানী

দ্বিতীয় খণ্ড

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.)
শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

প্রকাশকাল
বৈশাখ ঃ ১৪০৪
যিলহাজ্জ ঃ ১৪১৭
এপ্রিল ঃ ১৯৯৭

ইফাবা, অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১৪২
ইফাবা, প্রকাশনা ঃ ১৮৬৪
ইফাবা, গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭, ১২২৬
ISBN : 984--6-0347-7

প্রকাশক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০।

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ
তাওয়াক্কাল প্রেস, ৯/১০, নন্দলাল দত্ত লেন,
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০

বাঁধাই

আল-আমীন বুক বাইণ্ডিং ওয়াকর্স
৮৫, শরৎ গুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা - ১১০০।
প্রচ্ছদ ঃ নাসরীন মুস্তাফা

মূল্য ঃ ২১৫.০০ (দুই শত পনের) টাকা মাত্র।

	BY	DATE
ACCESSIONED		
CHECKED		
CATALOGUED		
TYPED		
COMPARED		

নি:
২২৫.৪১
হাসা ত
খ: 2

TAFSIR-E USMANEE (2nd Volume) (Commentary on the Holy Qur'an): by Shaikhl Hind Hazrat Maulana Mahmudul Hasan (Rh.) and Shaikhul Islam Hazrat Maulana Shabbir Ahmad Usmanee (Rh.) in Urdu, translated by Maulana A. B. M Saiful Islam into Bangla and Published by Director, Translation and Compilation Dept, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000.

April-1997.

Price Tk. 215.00 U. S. Dollar : 20.75

মহাপরিচালকের কথা

আল-কুরআন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পাক কালাম। বিশ্ব-মানবের হিদায়াতের জন্য মহানবী (সা.)-এর উপর নাযিল হয় এ কিতাব। মহানবী (সা.) আসমানী কিতাবের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্বমানবকে আহ্বান করেছেন ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যাণের পথে।

পবিত্র কুরআনের বাণী এবং বর্ণনাভংগী বহু ক্ষেত্রে অনুপম ব্যঞ্জনা, ইংগিতময়তা ও রূপকে আচ্ছাদিত। এই বৈশিষ্ট্যটি পবিত্র কুরআনের অনন্য মু'জিযারই পরিচায়ক। এ কারণেই পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্মবাণী পুরোপুরি অনুধাবন ও সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ংগম করা অনেক সময় আমাদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে। বস্তুত এ সমস্যা মুকাবিলার জন্যই উদ্ভব হয় আল-কুরআনের তাফসীর চর্চার। বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে কুরআনুল করীমের প্রগাঢ় ভাব-ব্যঞ্জনা, অন্তর্নিহিত মর্মবাণী বোধগম্য করে তোলা হয় তাফসীরের মাধ্যমে। স্বভাবতঃই মানব-কল্যাণে এ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমতে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ আল-কুরআনুল করীমের বাংলা তরজমা প্রকাশের কাজ বহুপূর্বেই সম্পন্ন করেছে। জগত-বরেণ্য মুফাসসিরগণের তাফসীরের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কালাম যথাযথভাবে হৃদয়ংগম করার লক্ষ্যেই একাধিক বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ মাতৃভাষায় প্রকাশের পদক্ষেপও আমরা গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে কয়েকখানি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে জানাই অসীম শুকরিয়া।

এ ধারানুক্রমেই তাফসীরে উসমানী শীর্ষক বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এখন দ্বিতীয় খণ্ডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হল। দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) সূচিত এই মুবারক গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.)। আমরা আশা করি প্রথম খণ্ডের ন্যায় এ খণ্ডও বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ও কুরআন-অনুসন্ধিৎসুদের প্রভূত উপকারে আসবে।

রহমানুর রহীম, তাঁর সীমাহীন রহমতে আমাদের এই প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

মোঃ মোরশেদ হোসেন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া জানাই এজন্য যে, বহু প্রত্যাশিত মশহূর তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে উসমানীর প্রথম খণ্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা তরজমা প্রকাশের তাওফীক তিনি আমাদের দিয়েছেন। মূল তাফসীর-গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ শুরু করেছিলেন উপ-মহাদেশের ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দ -এর শায়খুল হাদীছ মুহ্তারাম হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.)। তিনি পুরো কুরআন শরীফের উর্দূ তরজমা এবং চার পারা পর্যন্ত তাফসীর সম্পন্ন করার পর ইন্তিকাল করেন (১৯২০ খৃ.)। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য ছাত্র শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) উস্তাদের অসমাপ্ত কাজ অত্যন্ত যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করেন। তাঁর নামানুসারেই তাফসীর গ্রন্থটি 'তাফসীরে উসমানী' নামে পরিচিত।

প্রসংগত একটি কথা বলা প্রয়োজন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ বেশ ক'খানা তাফসীর গ্রন্থ বাংলায় তরজমা ও প্রকাশ করেছে। আরও কয়েকটি প্রকাশের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্রের সমাবেশ ঘটানোর কারণ হলো, বিষয়বস্তু ও আলোচনা উৎস এক হলেও এ সব তাফসীরের মাধ্যমে ইসলামী শাস্ত্রে দিকপাল পণ্ডিতদের দৃষ্টিভংগী ও মনীষা-বৈচিত্র্যের সংগে গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরী করে দেওয়া। বিভিন্ন মনীষীর জ্ঞান ও মেধা এত সুগভীর ও বহুধাবিস্তৃত যে, এ সব তাফসীর গ্রন্থের সমন্বিত অধ্যয়ন ও অনুশীলন বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চার দিগন্তকে সুপ্রসারিত করবে ইনশাআল্লাহ্। এই কিতাব প্রণয়নকালে লেখকদ্বয় প্রখ্যাত আলিমে দীন শাহ আবদুল কাদির মুহাদ্দিছ দেহলভী (র.)-এর বহুল পঠিত ও সমাদৃত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে মুযিহুল কুরআন'-এর অনুসরণ করেছেন। আমরা আশা করি, এ মূল্যবান কিতাবের বাংলা তরজমা বাংলা ভাষাভাষী পাঠক, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের প্রভূত সহায়তা করবে। মূল কিতাবটি এক খণ্ডে সমাপ্ত। পাঠকদের সুবিধার্থে বংগানুবাদ চার খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মূল কিতাবের মধ্যে কোন বিষয়-শিরোনাম নেই। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের এই মূল্যবান কিতাবের বিষয়বস্তু ও মর্মবাণী সহজে হৃদয়ংগম করার সুবিধার্থে আমরা অনুবাদে বিষয়-শিরোনাম সংযোজন করার স্বাধীনতাটুকু গ্রহণ করেছি।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল' আলামীন তাঁর অপার করুণায় এই কিতাবের সাহায্যে পবিত্র কুরআনকে আরও ভালোভাবে বুঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন, আমাদের সকলকে 'সীরাতাল মুস্তাকীমে' চলার সামর্থ্য নসীব করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মুহাম্মদ লুতফুল হক
পরিচালক

সূচীপত্র

শিরোনাম পৃষ্ঠা

সূরা আ'রাফ

পূর্বেকার জাতিসমূহের উপর যেভাবে শাস্তি আপতিত হয়েছে ৪
আল্লাহ্‌র জ্ঞান সব কিছু জুড়ে পরিব্যাপ্ত ৪
আমলের ওজন নির্ণয় কি করে সম্ভব? ৫
আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, ফেরেশতাদের সিজদা ও ইবলীসের অবাধ্যতার বিবরণ ৭
আদম (আ.) নিষিদ্ধ ফল কেন খেলেন ১২
ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার দু'টি শর্ত ১৮
নিজেদের কাজ সম্পর্কে কাফিরদের ধারণা ১৯
কেউ ভুল বুঝে কুফরী করলেও সে কাফির ১৯
পানাহার ও পোশাক পরিচ্ছদ উপেক্ষণীয় নয়, সীমার ভিতরে থেকে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয় ২০
পার্থিব নিআমত কাফির ও ভোগ করতে পারে, কিন্তু আখিরাতের নিআমত মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট ২১
নিদিষ্ট সময় ত্বরান্বিত না করতে পারা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের সমাধান ২২
বনী আদমের জীবন চলার পথ নির্দেশ ২৩
প্রাণ হরণের পর ফেরেশতাদের তিরস্কার ও কাফিরদের স্বীকারোক্তি ২৫
প্রত্যেক জাহান্নামী দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করার-এ ব্যাখ্যা ২৬
সুইয়ের ছিদ্রে উট প্রবেশের অর্থ ২৭
জান্নাতীদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করার অর্থ ২৮
জান্নাত লাভের জন্য কর্মবাহ্যে এবং আল্লাহ্‌র রহমত প্রকৃত কারণ ২৯
আ'রাফবাসী কারা? জান্নাতীদের প্রতি তাদের উক্তি ৩০
জাহান্নামীদের সম্বন্ধে আ'রাফবাসীদের মন্তব্য ৩১
জান্নাতবাসীদের কাছে জাহান্নামীদের মিনতি ও তাদের জবাব ৩৩
আসমান যমীন সৃষ্টি ছয় দিনে সৃষ্টির তাৎপর্য ৩৫
গুণাবলী সম্পর্কে মৌলিক দৃষ্টিভংগী ৩৫
নবী প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা ও তার দৃষ্টান্ত ৩৯
হযরত নূহ (আ.)-এর বৃত্তান্ত ৪০

পৃষ্ঠা

শিরোনাম

হযরত হূদ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায় ৪২
হযরত সালিহ (আ.) ও ছামূদ সম্প্রদায় ৪৫
হযরত লূত (আ.) ও তার সম্প্রদায় ৪৮
হযরত শু'আয়ব (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায় ৫০
হযরত শু'আয়ব (আ.)-কে কুফরে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব ও তার ব্যাখ্যা ৫২
দুনিয়ায় পাপাচারীদের সাথে নীতি ৫৫
অবিমৃশ্যতা হৃদয়ে মোহরের বহিঃ প্রকাশ ৫৮
হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা ও ফির'আওনের সুদক্ষ জাদুকর নিয়োগ ৬০
বনী ইসরাঈলদের প্রতি ফিরা'আওনের নির্যাতন ৬৬
বনী ইসরাঈলদের প্রতি মূসা (আ.)-এর সান্ত্বনা ৬৭
ফির'আওনী সম্প্রদায়দের প্রতি আল্লাহ্‌র আযাব ৬৮
বনী ইসরাঈলকে কোন দেশের অধিকারী করা হয়েছিল ৭২
ত্রিশ ও চল্লিশ এ দুই মেয়াদের তাৎপর্য ৭৫
আল্লাহ্ তা'আলাকে কি দেখা সম্ভব ৭৭
রূহানী শক্তিতে মানুষ সবার উপরে কায়িক শক্তিতে নয় ৭৭
হারূন (আ.)-এর প্রতি মূসা (আ.)-এর আচরণের তাৎপর্য ৮৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবূওয়াত বিশ্বজনীন ৮৯
মৎস্যজীবী আয়লাবাসীর অবাধ্যতা ও তার পরিণাম ৯১
ইয়াহূদীদের পরাধীনতার ভবিষ্যদ্বাণী ৯৩
ইয়াহূদীদের অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের চরিত্র ৯৫
আল্লাহ্‌র সার্বজনীন রাবূবিয়্যাত সৃষ্টির মজ্জাগত ও সর্ববাদী সম্মত বিশ্বাস ৯৭
জেনে বুঝে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করার পরিণতি ১০০
আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না কিয়ামত কবে হবে ১০৫
রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যাবতীয় ইলমে গায়বের অধিকারী ছিলেন না ১০৬
সন্তান লাভের ক্ষেত্রে পিতামাতার শির্‌ক এবং এ প্রসংগে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনার স্বরূপ ১০৮
হাতে গড়া প্রতিমার মা'বূদ হওয়ার যোগ্যতা কোথায় ১১০
সর্বাবস্থায় সহনশীল হওয়ার নির্দেশ ১১২
নিজের পক্ষ হতে নিদর্শন দেখানো নয় বরং ওহীর অনুসরণই নবীর কাজ ১১৪

শিরোনাম পৃষ্ঠা

সূরা আনফাল

যুদ্ধের অনুমতি, বদর যুদ্ধ ও প্রসঙ্গ কথা ১১৭
যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিক আল্লাহ্! প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য ১২১
বদর যুদ্ধের শুরু-শেষ সবটাই মহান আল্লাহ্র সাহায্যের সাক্ষাত নিদর্শন ১২২
প্রতিকূল পরিস্থিতি ও মহান আল্লাহ্র সাহায্য ১২৪
শয়তান বাহিনীর বিরুদ্ধে ফেরেশতা বাহিনী ১২৬
একমুঠো বালু নিক্ষেপ ও তার ফল ১২৮
মহান আল্লাহ্র সাহায্য চিরকালই সত্য পন্থীদের পক্ষে ১২৯
প্রকৃত মু'মিনের বিশ্বাস, কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য থাকে না ১৩০
অসৎ কাজে নিষেধ না করলে নিরপরাধীরাও রেহাই পাবে না ১৩২
মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভংগ করার অর্থ ও হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-এর ঘটনা ১৩৪
হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও তার ব্যর্থতা ১৩৬
আবূ জাহ্লের ধৃষ্টতা ও তার জওয়াব ১৩৭
নবীর অবস্থিতি ও ইস্তিগফার-এ দু'টি আযাব নাযিলের জন্য বাধা ১৩৮
কা'বার মুতাওয়াল্লী কেবল মুত্তাকীই হতে পারে ১৩৯
জিহাদের প্রধান লক্ষ্য ১৪২
জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ১৪২
গনীমতের মাল বন্টনের নীতিমালা ১৪৩
সাফল্যের চাবিকাঠি এবং সাহাবায়ে কিরামের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ১৪৭
আবূ জাহ্লের দম্ভোক্তি এবং তার পরিণতি ও শিক্ষা ১৪৮
কুরায়শ বাহিনীর সমর্থনে ইবলীস বাহিনী এবং আসল মুহূর্তে পলায়ন ১৪৯
চুক্তি ও অংগীকারের ক্ষেত্রে কাফিরদের নীতি এবং মুসলিমগণের করণীয় ১৫৩
বিবদমান আরব গোত্রসমূহের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি আল্লাহ্র কুদরতেরই নিদর্শন ১৫৭
মুসলিম কেন নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করে ১৫৯
কাফিরদের মুকাবিলায় কী পরিমাণ মুসলিম থাকলে রণক্ষেত্র হতে পলায়ন জায়েয নয় ১৬০
বদরের যুদ্ধ-বন্দীদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, কেন নেওয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ্র কী পসন্দ ছিল ১৬১
বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শদানে ত্রুটি হওয়া সত্ত্বেও শাস্তি না দেওয়ার কারণ ১৬৪
দারুল-হার্‌ব ও দারুল ইসলামের মুসলিমগণের মধ্যে যুদ্ধ ও সন্ধির বিধানে পার্থক্য........ ১৬৬
আল্লাহ্র বিধানে আত্মীয়গণ মীরাছের বেশী হকদার ১৬৮

শিরোনাম পৃষ্ঠা

সূরা তাওবা

সূরা আনফালের সাথে এ সূরার যোগসূত্র এবং উভয় সূরার বিষয়বস্তু ১৬৯
মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা ১৭১
নিষিদ্ধমাসসমূহ অবকাশ দেওয়ার কারণ। কালিমা পাঠকারীর সাথে তার বাহ্য অবস্থা অনুযায়ীই আচরণ হবে। সালাত ও যাকাত ত্যাগকারী সম্পর্কে বিধান ১৭৪
মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কারণ ১৭৬
জিহাদের বিধান দেওয়ার প্রকৃত রহস্য ১৭৯
মসজিদের প্রকৃত আবাদকারী কারা ১৮১
ঈমান বিহীন আমল মূল্যহীন ১৮৩
ঈমান, জিহাদ ও হিজরতের পুরস্কার ১৮৪
হুনায়নের যুদ্ধ ও মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য ১৮৭
জাযীরাতুল-আরবকে কাফির মুক্তকরণ ১৮৭
ইয়াহূদী-নাসারাদের সম্পর্কে নির্দেশ ১৯১
মুশরিকদের সাথে ইয়াহূদ-নাসারার সাদৃশ্য ১৯৫
তাবূক যুদ্ধাভিযান ও প্রসঙ্গ কথা ১৯৮
প্রিয় নবীর হিজরত ও গায়বী সাহায্য ২০০
ইসলামের সাথে মুনাফিকদের চিরাচরিত রীতি ২০৬
অনুগত বান্দার পক্ষে কোন অবস্থাই অকল্যাণকর নয় ২০৮
পার্থিব নিআমত দুনিয়াদারের জন্য শাস্তি স্বরূপ ২০৯
আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সাদকা-যাকাতের খাতসমূহের বিবরণ ২১২
মুনাফিকদের সংগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর ক্ষমাসুন্দর আচরণ ও তাদের অবমূল্যায়ন ২১৩
জিহাদের অর্থ এবং এ ক্ষেত্রে মুনাফিকদের প্রতি প্রযোজ্য নীতি ২১৯
ছালাবা ইব্‌ন হাতিবের ঘটনা ২২২
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাঈ-এর মৃত্যু, বিশ্ব-নবীর বিশ্বকরুণার ঝলক ২২৪
মুনাফিকদের কাপুরুষতা ২২৮
সাহাবায়ে কিরামের নবী-প্রেম ২৩১
কুরআনের অলৌকিক প্রভাব ও প্রিয় নবীর বিস্ময়কর কৃতিত্ব ২৩৬
মুহাজির ও আনসারদের মাহাত্ম্য ২৩৬
মুসজিদ-ই-যিরার ও আবূ আমিরের অপতৎপরতা ২৪২

বান্দার সাথে আল্লাহ্র তিজারত ২৪৭
অমুসলিমদের জন্য মাগফিরাত কামনা জায়েয নয় ২৪৯
মুশরিক পিতার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাগফিরাত কামনা ২৫০
যে তিনজন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল তাদের বৃত্তান্ত ২৫৩
হযরত আবূ খায়ছামার নবী-প্রেম ২৫৭
জিহাদ ও তলবে ইল্ম সাধারণ অবস্থায় ফরযে কিফায়া ২৫৮
কুরআন মু'মিনের ঈমান তাজা করে ২৬১

সূরা ইউনুস

কুরআন ঐশীবাণী হওয়ার প্রমাণ ২৭৩
সামুদ্রিক সফরের দৃষ্টান্ত ২৭৮
ফসল ক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত ও তার ব্যাখ্যা ২৮০
মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্র দীদারই সর্বশ্রেষ্ঠ নিআমত ২৮১
উপাস্য কর্তৃক উপাসনা অস্বীকার ২৮৩
বিশ্বের একমাত্র দিশারী-গ্রন্থ ২৮৭
দেখা ও শোনা আন্তরিক না হলে তা ফলপ্রসূ হয় না ২৯০
কুরআনের গুণাবলী ২৯৭
আনন্দ প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় হওয়ার ভিত্তি ২৯৮
মহানবী (সা.)-এর শান, মানুষের অবস্থাও আল্লাহ্র জ্ঞানের ব্যাপকতা ৩০০
আল্লাহ্র ওলীদের কোন ভয় ও দুঃখ না থাকার অর্থ ৩০১
আল্লাহ্র আউলিয়া কারা ৩০২
ওলীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সুসংবাদ ও তার ব্যাখ্যা ৩০৩
নাসারা সম্প্রদায়ের শির্কী আকীদা খণ্ডন ৩০৫
কওমে নূহের বৃত্তান্ত ও তার শিক্ষা ৩০৬
বনী ইসরাঈলের মুক্তি, ফির'আওনের সসৈন্য নিমজ্জন ৩১৬
ফির'আওনের দেহ রক্ষা ও তার তাৎপর্য ৩১৭
খৃষ্ট ধর্ম যেভাবে বিকৃতির কবলে পড়ে ৩১৮
নবীকে সন্দেহকারী না হতে বলার অর্থ কুফরীর সূচনা ও তার প্রতিকার ৩২০
হযরত ইউনুস (আ.) ও তার সম্প্রদায় ৩২১
তাওহীদের সার কথা ৩২৫

সূরা হূদ

কুরআনের শাব্দিক, অর্থগত ও অবতারণিকা গুণ সৌষ্ঠব ৩২৭
মু'মিনের সুখী জীবন ও তার রহস্য ৩২৯
ইখলাস বিহীন আমলের ফল দুনিয়াতেই পাওয়া যায়, আখিরাতে নয় ৩৩৭
স্বভাব-ধর্ম (ইসলাম) ও তাঁর স্বাক্ষী ৩৩৮
হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত ৩৪২
নূহ (আ.)-এর আহবানে তাঁর সম্প্রদায়ের জওয়াব ৩৪৩
নূহ (আ.)-এর উত্তর ৩৪৩
মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব ও নূহ (আ.)-এর জওয়াব ৩৪৪
কানআন সম্পর্কে নূহ (আ.)-এর বক্তব্য ও তার ব্যাখ্যা ৩৫৪
হযরত হূদ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায় ৩৫৬
হযরত সালিহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত ৩৬১
লূত (আ.)-এর কওমের কাছে যাওয়ার পথে ইবরাহীম (আ.)-এর বাড়ীতে ফেরেশতা দল ৩৬৪
ফেরেশতাদের খাদ্য গ্রহণ না করায় ইবরাহীম (আ.)-এর আতংকবোধ ও তার ব্যাখ্যা ৩৬৫
হযরত সারাহ (আ.)-এর হাসির কারণ ৩৬৬
কওমে লূতের প্রতি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মহানুভূতি ৩৬৮
অতিথিরূপ ফেরেশতাদের আগমনে লূত (আ.)-এর দুশ্চিন্তা ৩৬৮
মেহমানদের সংবাদ পেয়ে কওমের আচরণ ৩৬৯
মেহমানদের সম্মান রক্ষার্থে লূত (আ.)-এর চেষ্টা ৩৬৯
অতিথি কর্তৃক লূত (আ.)-কে ভরসা দান ৩৭১
লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংস ৩৭২
স্বজাতির প্রতি হযরত শুআয়ব (আ.)-এর উপদেশ ৩৭৩
সম্প্রদায়ের জওয়াব ৩৭৪
হযরত শুআয়ব (আ.) কর্তৃক নিজ অবস্থানের ব্যাখ্যা ৩৭৫
ত্রিবিধ শাস্তিতে মাদয়ানবাসীর ধ্বংস ৩৭৮
হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায় ৩৭৯
অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা ৩৮০
জান্নাতবাসীদের জান্নাতে ও জাহান্নামীদের জাহান্নামে স্থায়িত্ব ৩৮৩
পাপ পুণ্যের মত-পার্থক্য কেন ৩৮৫

শিরোনাম

	পৃষ্ঠা
কুরআনে সালাতের ওয়াক্ত	৩৮৭
জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকারী লোকজন থাকা অপরিহার্য	৩৮৮
হক-বাতিলে বিরোধের রহস্য	৩৮৯
জগত সৃজনের লক্ষ্য	৩৯০

সূরা ইউসুফ

কুরআন কেন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হল	৩৯৩
কুরআনে ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী	৩৯৪
ইয়া'কূব (আ.) ভাইদের কাছে স্বপ্নের কথা প্রকাশ করতে ইউসুফকে নিষেধ করলেন কেন?	৩৯৫
ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা কি নবী ছিল	৩৯৬
হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার সাথে নবী-জীবনের সাদৃশ্য	৩৯৮
ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি পিতার বিশেষ ভালবাসার কারণ	৩৯৯
ভাইদের চক্রান্ত	৪০০
কুয়ায় নিক্ষেপ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে না থাকার কারণ	৪০২
ইউসুফকে ভবিষ্যতের সুসংবাদ দান	৪০৩
ইয়া'কূব (আ.)-এর জওয়াব	৪০৪
মিসরযাত্রী কাফেলার হাতে ইউসুফ	৪০৫
তুচ্ছ মূল্যে ভাইকে বিক্রয়	৪০৬
মিসরে আযীযের গৃহে	৪০৭
আল্লাহ্ আশ্রয়ী চরিত্রের কাছে শয়তানী ছলনার হার	৪০৮
যুলায়খার প্রস্তাবে ইউসুফ (আ.)-এর জওয়াব	৪০৯
কুরআনে ব্যক্ত ইউসুফ (আ.)-এর মনের অবস্থার বিশ্লেষণ	৪০৯
ইউসুফ (আ.) তখন কী নিদর্শন দেখেছিলেন	৪১০
আযীযের মুখোমুখি ইউসুফ (আ.) ও যুলায়খা	৪১১
ইউসুফ (আ.)-এর নির্দোষিত প্রমাণ	৪১২
পুর-নারীদের কাছে যুলায়খার গুমর ফাঁক	৪১৩
পুর-নারীদের নিমন্ত্রণ ও ইউসুফের চারিত্রিক পবিত্রতার আরেকটি প্রমাণ	৪১৪
যুলায়খার বক্তব্য ও ইউসুফের শাসানি	৪১৫
নারীদের প্রচারণ ও আল্লাহ্র দরবারে ইউসুফের দু'আ	৪১৬

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

নিজের জন্য কোন অবস্থাতেই মন্দ কামনা করা উচিত নয় ৪১৭
ইউসুফকে কারাগারে প্রেরণ ও উদ্দেশ্য ৪১৭
ইউসুফের প্রতি কারাগার দুই যুবকের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এবং তার কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা ৪১৮
স্বপ্নের তা'বীর ৪২১
মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীর কাছে ইউসুফ (আ.)-এর অনুরোধ ও তার ফলাফল ৪২২
মিসর-রাজের স্বপ্ন ৪২৩
স্বপ্নের তা'বীর ও নবীর বদান্যতা ৪২৫
ইউসুফ (আ.)-এর মুক্তির আদেশ এবং নবূওয়াতী নিষ্পাপতা শুভ্রোজ্জ্বল রাখার স্বার্থে এ ক্ষেত্রে তার ধৈর্য-স্থৈর্য ৪২৬
রাজা কর্তৃক ঘটনার তদন্ত এবং নারী ও যুলায়খার স্বীকারোক্তি ৪২৮
আল্লাহ্‌র রহমত ছাড়া মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যায় না ৪২৯
৫২ ও ৫৩ আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন তায়মিয়া (র.) প্রমুখের অভিমত ৪২৯
রাষ্ট্রীয় ধনাগারের দায়িত্ব প্রার্থনা ও এর শিক্ষা ৪৩০
মিসরে ইউসুফ (আ.)-এর পদ-মর্যাদা ৪৩১
মিসরে ইউসুফ (আ.)-এর দরবারে ভাইদের আগমন ৪৩২
ইউসুফ (আ.) ভাইদের পুঁজি কেন প্রত্যর্পণ করলেন ৪৩৪
বিনইয়ামীন সম্পর্কে পিতার সংগে তাদের কথোপকথন ৪৩৫
মিসরে তাদের দ্বিতীয় যাত্রায় পিতার উপদেশ ৪৩৬
ইউসুফ (আ.) কর্তৃক বিনইয়ামীনকে সান্ত্বনাদান ও তার মালপত্রে রাজার পান পাত্র ৪৩৮
ইবরাহীমী শরী'আতে চোরের শাস্তি, ভাইদের মালপত্র তল্লাশি ও তার কৌশল ৪৪০
ইউসুফ (আ.) কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংশয় নিরশন ৪৪১
ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি তাদের অপবাদ ও তাঁর ধৈর্য ৪৪২
ভাইদের পরামর্শ ও বড় ভাইদের বক্তব্য ৪৪৪
ইয়া'কূব (আ.)-এর প্রতিক্রিয়া ৪৪৫
ইয়া'কূব (আ.)-এর মর্ম-যাতনা ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা ৪৪৬
ইউসুফের নিকট নিজেদের দুরবস্থা বর্ণনা ও তার প্রতিক্রিয়া ৪৪৮
ইউসুফের আত্ম-পরিচয় প্রকাশ ও মহানুভবতার অনুপম দৃষ্টান্ত ৪৪৯
পিতামাতাকে নিয়ে আসার নির্দেশ ও ইউসুফ (আ.)-এর কারামত ৪৫১

শিরোনাম

পৃষ্ঠা

আল্লাহ্‌র কুদরতের কারিশমা ৪৫১
পিতামাতাকে অভ্যর্থনা ৪৫৩
বিপদাপদে মৃত্যু কামনা ৪৫৫
কোন না কোন পর্যায়ে শির্‌কে লিপ্ত নয় এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম ... ৪৫৮
নিজ পথ সম্বন্ধ নবীর দৃপ্ত পত্যয় ও ঘোষণা ৪৫৯
কোন নারী ও বেদুঈন কখনও নবী হয়নি ঃ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ ৪৫৯
অবকাশ প্রদান ও শাস্তিদানে বিলম্ব ৪৬০
সব নৈরাশ্য ও ওয়াস-ওয়াসা কুফর নয় ৪৬১

সূরা রা'দ

আখিরাত সত্য হওয়ার যুক্তি ৪৬৪
সৃষ্টিমালার মাঝে চিন্তা করে আল্লাহ্‌র কুদরত ও পুনরুত্থান বিষয়ে উপলব্ধি ৪৬৫
নিদর্শনাবলী দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্নতা ও ভ্রমণের দৃষ্টান্ত ৪৬৭
আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ব্যাপকতা ৪৬৮
প্রতিটি মানুষের সংগে ফেরেশতা নিযুক্ত ৪৬৯
জাতীয় বিপর্যয় কখন আসে ৪৬৯
রহমতের আশা গযবের ভয় এবং তার দৃষ্টান্ত ৪৬৯
মেঘের তাসবীহ্ পাঠ এবং বিজলী ও বজ্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ৪৭০
আল্লাহ্ ও রাসূলের সংগে ধৃষ্টতার পরিণাম ৪৭২
আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ডাকার দৃষ্টান্ত ৪৭২
ছায়া কর্তৃক আল্লাহ্‌কে সিজদা ও তার ব্যাখ্যা ৪৭৩
তাওহীদ ও শির্‌কের মাধ্যমে পার্থক্য ৪৭৪
হক-বাতিলের সংঘাত ও তার দৃষ্টান্ত ৪৭৪
হক ও বাতিলপন্থীর পরিণাম ৪৭৬
প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচয় ৪৭৬
জান্নাতে সর্বপ্রথমে দারিদ্রদের প্রবেশ এবং জান্নাতবাসীদেরকে ফেরেশতাদের সালাম ৪৭৮
দুনিয়ার সুখ-দুঃখ মানুষের ভাল-মন্দের মাপকাঠি নয় ৪৮০

পৃষ্ঠা

শিরোনাম

কাফিরদের প্রার্থিত নিদর্শন না দেখানোর তাৎপর্য ৪৮০
শান্তি ও উদ্বেগহীন তা আল্লাহ্‌র যিকিরেই নিহিত ৪৮১
রহমান-এর প্রতি কাফিরদের অস্বীকৃতি ও তার জওয়াব ৪৮৩
হিদায়াতের জন্য নিদর্শনরূপে কুরআনই যথেষ্ট ৪৮৪
আল্লাহ্‌র হিদায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছেন, হিদায়াত গ্রহণ করা না করা মানুষের ইচ্ছা ৪৮৪
মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ৪৮৫
শির্‌কের অসারতা ও অযৌক্তিকতা ৪৮৬
ন্যায়নিষ্ঠ ইয়াহূদ-নাসারারাও কুরআনের গুণমুগ্ধ ছিল ৪৮৮
নবী কারও খুশী অখুশীর পরোয়া করেন না ৪৮৯
কুরআন কেন আরবী ভাষায় নাযিল হল ৪৮৯
সব নবীর ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র অভিন্ন নিয়ম কার্যকর ছিল ৪৯০
উম্মুল-কিতাব ও তাকদীর ৪৯১

সূরা ইবরাহীম

কুরআন কেন আরবী ভাষায় নাযিল করা হল ৪৯৬
কুরআনে অতীত ইতিহাস কেন বর্ণনা করা হয় ৪৯৭
কৃতজ্ঞতার পুরস্কার ও অকৃতজ্ঞতার পরিণাম ৪৯৯
মানুষের পূর্ণাংগ বংশ-লতিকা কেউ জানে না ৫০০
আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বের ধ্বনি মানুষের স্বভাব হতেই উৎসারিত ৫০১
নবীগণের দাওয়াত ৫০২
কাফিরদের জওয়াব ও তাদের চাহিদামত মু'জিযা প্রার্থনা ৫০২
নবীগণের স্পষ্ট ঘোষণা-তাঁরা মানুষ-ই; তবে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ৫০৩
ঈমানের জন্য প্রয়োজনেরও বেশী নিদর্শন দেখানো হয়েছে ৫০৩
আল্লাহ্‌র কাছে নবীগণের সাহায্য প্রার্থনা ও কাফিরদের পারিহাসমূলক আবেদন ৫০৫
জাহান্নামের শাস্তি ৫০৬
ঈমান-বিহীন সৎকর্ম আখিরাতে নিষ্ফল ৫০৭
পুনরুত্থানের প্রমাণ ৫০৮
হাশরের ময়দানে পার্থিব জীবনের নেতা ও অনুসারীদের কথোপকথন ৫০৯

পৃষ্ঠা
শয়তানের সাথে জাহান্নামীদের তর্ক-বিতর্ক ৫১০
সত্য ও মিথ্যার পারস্পরিক তুলনা ৫১২
কয়েকটি বড় বড় নিআমত বর্ণনা ৫১৬
ইবরাহীমী আদর্শ ও তাঁর কুরায়শী আওলাদের হালচাল ৫১৮
নবীগণ কেন নিজেদের সম্পর্কেও পাপ-মুক্তির দু'আ করেন ৫১৮
মক্কা-জনপদের গোড়ার কথা এবং এর সম্পর্কে ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আ ও তার ফলাফল ৫১৯

সূরা হিজর

ইসলাম গ্রহণ না করার জন্য কাফিরদের অনুতাপ ৫২৭
নবীর সঙ্গে ফেরেশতা-বাহিনী না পাঠানোর তাৎপর্য ৫৩০
কুরআন সংরক্ষণের অংগীকার ও তার বিস্ময়কর বাস্তবায়ন ৫৩০
প্রিয় নবী (সা.)-এর আবির্ভাব কাল হতে উর্ধ্বজগতে শয়তান ও জিন্নদের যাতায়াত বন্ধের ব্যবস্থা ৫৩৩
মানব সত্তায় নিহিত কিছু নিদর্শন ৫৩৭
আদমের মাঝে আমার রূহ হতে ফুঁকে দিয়েছি-এর ব্যাখ্যা ৫৩৮
জাহান্নামের সাত দরজা ৫৪২
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সকলের জন্য অবারিত, কেউ বঞ্চিত হলে নিজ দোষেই হয় ... ৫৪৩
ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে অতিথিরূপী ফেরেশতাদের আগমন ও সন্তানের সুসংবাদ দান ৫৪৪
সুসংবাদ শুনে ইবরাহীম (আ.)-এর বিস্ময় প্রকাশ ও তার তাৎপর্য ৫৪৫
রহমত হতে হতাশ হওয়া কুফরী ৫৪৬
ফেরেশতাদের প্রতি লূত (আ.)-এর উক্তি ও তার ব্যাখ্যা ৫৪৭
কুরআনে মহানবী (সা.)-এর প্রাণের কসম ৫৫০
মু'মিনের অন্তর্দৃষ্টি ৫৫১
বনের অধিবাসী ও হযরত শু'আয়ব (আ.)-এর সম্প্রদায় ৫৫২
অতীত ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ ৫৫৩
বিধর্মীদের চিত্ত বৈভবের প্রতি না তাকানোর নির্দেশ ৫৫৫
কুরআনকে ভাগ-বাটোয়ারা ও আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ৫৫৬
ইয়াকীন না আসা পর্যন্ত ইবাদত করে যাওয়ার ব্যাখ্যা ৫৫৮

শিরোনাম পৃষ্ঠা

সূরা নাহ্‌ল

ওহীকে রূপ বলার তাৎপর্য ৫৬০
তাওহীদের পক্ষে যুক্তি ৫৬১
আত্ম-দর্শন ও কুদরতের সবক ৫৬১
চতুষ্পদ জন্তুর উপকারিতা ৫৬২
রাতদিন ও চন্দ্র-সূর্যের মাঝে কুদরতের নিদর্শন ও মানুষের কল্যাণ ৫৬৫
সমুদ্রের মাঝে মানুষের কল্যাণ ও কুদরতের নিদর্শন ৫৬৬
পাহাড় সৃষ্টির তাৎপর্য ৫৬৬
দেব-দেবীসহ অপরাপর উপাস্যের হাকীকত ৫৬৮
কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের কটূক্তি ৫৬৯
কেউ কাউকে বিপথগামী করলে সমপরিমাণ পাপ ভার তাকেও বহন করতে হবে ৫৭০
আত্ম-সংশোধনে বিলম্বের নিন্দা ৫৭৪
ঔদাসীন্যের পরিণাম! অতীত কাল ৫৭৪
শির্ক ও দুষ্কৃতির বৈধতা প্রমাণে কাফিরদের যুক্তি ৫৭৫
যুক্তি খণ্ডন ৫৭৫
পরকাল কেন প্রয়োজন ৫৭৭
আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগী ব্যক্তির পুরস্কার ৫৭৮
ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলের সুফল যুগে যুগে ৫৭৯
কুরআনের পরিচয় ও নবীর দায়িত্ব ৫৮০
মহাবিশ্বের সমস্ত ছায়া-কায়া আল্লাহ্‌র সম্মুখে সিজদাবনত ৫৮২
বিপদকালে ঘোর মুশরিকরাও আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হয় ৫৮৪
কন্যা সন্তান ও প্রাক-ইসলামী আরব ৫৮৫
আল্লাহ্‌ তাৎক্ষণিক শাস্তি দিলে যা হত ৫৮৭
কাফিরদের ধারণা, দোজাহানের কল্যাণ তাদেরই জন্য ৫৮৮
কুরআন নাযিলের উদ্দেশ ৫৮৯
পশুর দুধে কুদরতের নিদর্শন ৫৯০
সৃষ্টির আরেক রহস্য মৌমাছি ৫৯২
মন্দের ভেতর থেকে ভালোর উদ্ভব ৫৯৩
জীবন, মৃত্যু ও বার্ধক্যের মাঝে কুদরতের নিদর্শন ৫৯৪
জীবিকার শ্রেণী-বিভেদ ও শিরকের অসারতা ৫৯৪

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

শির্কের পক্ষে মুশরিকদের দৃষ্টান্ত ও তার-অসারতা ৫৯৭
শির্কের খণ্ডনে কুরআনী দৃষ্টান্ত ৫৯৮
দেহ-মনে আল্লাহ্‌র নিআমত ও তার কৃতজ্ঞতা ৬০০
অকৃতজ্ঞতার পরিণতি ৬০৩
শেষ বিচারের দিন শরীকদের বক্তব্য ৬০৪
সর্বোচ্চ আদালতে নবীগণের সাক্ষ্য ৬০৫
ইসলামের সার্বজনীন জীবনদর্শন ও তার তিনটি মূলনীতি ৬০৬
অকল্যাণ-অনর্থের তিন মৌলিক শক্তি ৬০৭
নবীর শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব ৬০৮
অংগীকার রক্ষার গুরুত্ব ৬০৮
ওয়াদা ভংগের দৃষ্টান্ত ৬০৯
সৎকর্মের পুরস্কার উৎকৃষ্ট ৬১২
কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম ও আঊযবিল্লাহ্‌ পড়ার তাৎপর্য ৬১৩
নাসখ (রহিতকরণ) সম্পর্কে কাফিরদের প্রশ্ন ও তার জওয়াব ৬১৪
প্রিয় নবী (সা.)-এর নিরক্ষরতা দৃষ্টে কুরআন সম্বন্ধে কাফিরদের প্রশ্ন ও তার জওয়াব ৬১৬
চাপের মুখে ইসলাম বিরোধী কথা উচ্চারণের আবকাশ এবং সেক্ষেত্রেও বীরোচিত কর্ম ৬১৮
নিরাপদ জনপদবাসী তথা মক্কাবাসীদের অকৃতজ্ঞতা ও তার পরিণাম ৬২১
তওবার দুয়ার অবারিত ৬২৫
ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মাদর্শ ও আরব মুশরিকদের দাবী ৬২৫
প্রিয় নবী (সা.) ছিলেন মহান ইবরাহীমী মিল্লাতের পুনরুজ্জীবনকারী ৬২৭
দাওয়াতের পদ্ধতি ও তার তিনটি মূলনীতি ৬২৮

সূরা বনী ইসরাঈল

মি'রাজের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ ৬৩১
মসজিদুল আকসার বরকত এবং সেখানে প্রিয় নবীকে নেওয়ার রহস্য ৬৩৫
নবী ইসরাঈল দু'দফা ধ্বংসের কবলে ৬৩৮
কুরআন প্রদর্শিত পথই মুক্তির একমাত্র পথ ৬৩৯
মানুষের ত্বরা-প্রিয়তা ও তার পরিণাম ৬৩৯
দিন ও রাত আল্লাহ্‌র কুদরতের দু'টি নিদর্শন ৬৪০

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

পার্থিব জীবন রাত ও আখিরাত দিন সদৃশ ৬৪১
নবী প্রেরণ ছাড়া আল্লাহ্ কাউকে শাস্তি দেন না ৬৪২
শির্কের হীনতা ৬৪৫
পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ৬৪৬
বুড়ো মা-বাপের খিদমত ৬৪৭
অপব্যয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ৬৪৮
অপরিমিত ব্যয়ের পরিণাম ৬৪৯
ধনী-নির্ধন করা একান্তই আল্লাহ্র কাজ ৬৪৯
ব্যভিচার ও তার সূচনামূলক কার্যাদির প্রতি নিষেধাজ্ঞা ৬৫০
অন্যায় হত্যার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ৬৫২
ইয়াতীমের সম্পদ সম্পর্কে বিধান ৬৫২
অংগীকার রক্ষা ও সঠিক মাফ দেওয়া ৬৫২
গযবের পেছনে ছোটা ৬৫৩
দর্পিত চালচলন নিষিদ্ধ ৬৫৩
সকলেই আল্লাহ্র তাসবীহ পড়ে, কিন্তু মানুষ বোঝে না ৬৫৫
কাফিরদের উপর কুরআনের প্রভাব পড়ে না কেন ৬৫৬
পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে যুক্তি ৬৫৮
তাদের যুক্তির ভ্রান্তি ৬৫৯
মহানবী (সা.) ও তার উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ৬৬১
আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের জন্য খোদ মুশরিকদের উপাস্যদের প্রতিযোগিতা ও তাওয়াস্সুল ৬৬২
ফরমায়েশী নিদর্শন না দেখানোর রহস্য ৬৬৪
ফরমায়েশী নিদর্শন না মানা ছামূদ সম্প্রদায়ের পরিণতি ৬৬৪
আল্লাহ্র শক্তির উপর নির্ভরশীল থেকে শত্রুর নিন্দা-উপহাস উপেক্ষা করার নির্দেশ ৬৬৫
তাবত সৃষ্টির উপর বনী আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ৬৬৯
কিয়ামতে নেতাসহ ডান ও বাম পন্থীদের অবস্থা ৬৭০
কাফিরদের নানা প্রলোভনে নবী ওহী থেকে বিচ্যুতকরণের চেষ্টা ৬৭১
মহানবী (সা.)-এর অসাধারণ অবিচলতা ৬৭২
ভর্ৎসনা নয় সূক্ষ্ম সংবর্ধনা ৬৭২
মহানবী (সা.)-কে উৎখাতের চেষ্টা ও তার ফল ৬৭৩

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

মাকামে মাহমূদের ব্যাখ্যা ৬৭৪
রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োজনীয়তা ৬৭৫
মহা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ও বাস্তবায়ন ৬৭৬
আত্মিক রোগ নিরাময়ের একমাত্র ব্যবস্থাপত্র ৬৭৬
আজব মানব-চরিত্র, হতাশ ও ঔদাসীন্যের প্রান্তিকতা ৬৭৭
রূহ সম্পর্কে কোথায় প্রশ্ন করা হয়েছিল ৬৭৮
প্রশ্নটির সমালোচনা ৬৭৮
রূহ-এর স্বরূপ সন্ধানে ৬৭৯
নবীর পক্ষে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য ৬৮৯
আল্লাহ্‌র বদান্যতা ও মানুষের সংকীর্ণতা ৬৯১
বনী ইসরাঈলের মুক্তিদূত ও তার নিদর্শনাবলী ৬৯২
মহানবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠ মু'জিযা ৬৯৫
কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য, পাঠের মাহাত্ম্য এবং অল্প অল্প করে নাযিল করার তাৎপর্য ৬৯৫
আখিরী নবী ও তাঁর কিতাব সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণ ৬৯৬
কুরআন তিলাওয়াতের কণ্ঠস্বরের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ ৬৯৭

সূরা কাহ্‌ফ

প্রকৃত মুক্তি ও স্থায়ী সাফল্য কোন পথে ৭০১
আসহাবে কাহ্‌ফ লাখো বিস্ময়ের সাথে গাঁথা একটি গুটিকা ৭০২
কুরআনে এ ঘটনার অবতারণা কেন ৭০২
আসহাবে কাহ্‌ফ ও আসহাবে রাকীম-এর ঘটনা এক না ভিন্ন ৭০৪
এ বিস্ময়কর ঘটনা কেন ঘটানো হলো ৭০৫
অভিনব নিদ্রা। সাহচর্যের প্রভাব ৭০৭
নিদ্রা ভংগ ও বাজারে প্রেরণ ৭০৮
তাদের বৃত্তান্ত প্রকাশ এবং চাক্ষুষ প্রমাণে এক মস্ত বিতর্কের মীমাংসা ৭০৯
পরবর্তী ঘটনা অজানার অন্তরালে ৭১০
তারা কতজন ছিল ৭১১
"ইনশা আল্লাহ্‌" না বলা ৭১২
আসহাবে কাহ্‌ফ কতকাল ঘুমে ছিলেন ৭১৩

শিরোনাম | **পৃষ্ঠা**

একটি রসাত্মক ঘটনা ৭১৩
সাহাবায়ে কিরামের মাহাত্ম্য ৭১৪
ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধনী-গরীবের পার্থক্য নেই ৭১৫
ধনী কাফির ও গরীব মু'মিনের একটি দৃষ্টান্ত ৭১৭
ধনজন মদেমত্ত কাফির যা বলে ৭১৮
মু'মিন ব্যক্তির উত্তর ৭১৯
পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত ৭২১
স্থায়ী সৎকর্ম ৭২২
আজন্ম শত্রু শয়তানকে মানুষের কী চোখে দেখা উচিত ৭২৪
হযরত মূসা (আ.) ও খিযর (আ.)-কে দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে যাওয়ার নির্দেশ ৭২৯
যাত্রা শুরু ও গন্তব্যস্থলের নিদর্শনরূপে একটি ভাজা মাছ ৭৩০
বিস্ময়কর পন্থায় মাছটি অর্ন্তধান ও একটি মূল্যবান শিক্ষা ৭৩০
হযরত খিযর (আ.) কি নবী ছিলেন ৭৩২
হযরত খিযর (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত এবং আল্লাহ্র ও বান্দার জ্ঞানের প্রভেদ সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত দৃষ্টান্ত ৭৩২
সাহচর্যে থাকার অনুমতি প্রার্থনা ও খিযর (আ.)-এর উত্তর ৭৩০
নীরবতা অবলম্বনের শর্তে মূসা (আ.)-এর সম্মতি ও তার ভিত্তি ৭৩৩
নৌকা-বিদারণ ও মূসা (আ.)-এর আপত্তি ৭৩৪
একটি বালককে হত্যা ও মূসা (আ.)-এর আপত্তি ৭৩৫
নৌকা ছিদ্র করার রহস্য ৭৩৭
বালকটিকে হত্যার তাৎপর্য ও বহুবিধ সংশয়ের নিরশন ৭৩৮
মুফতে প্রাচীরটি সোজা করে দেওয়ার রহস্য ৭৩৯
বাদশাহ যুলকারনায়নের পরিচয় ৭৪০
পশ্চিম দিগন্তে সফর ৭৪১
প্রাচ্যের সফর ৭৪২
যুলকারনায়নের তৃতীয় সফর ৭৪৩
ইয়াজূজ-মাজূজ ও যুলকারনায়নের প্রাচীর ৭৪৪
প্রিয়নবী (সা.)-এর মানবত্বের ঘোষণা ও তাওহীদের ডাক ৭৫০

তাফসীরে উসমানী

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓصٓ ﴿١﴾ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِیْ
صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰی لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾
اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ
دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾ وَكَمْ مِّنْ
قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ﴿٤﴾
فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا
اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾

۲۰۶ آیتیں ہیں اور
۲۴ رکوع ہیں

সূরা আ'রাফ

মক্কী, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকূ'

॥ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ॥

১. আলিফ, লাম, মীম, সাদ।

২. এ কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই, এর প্রচারে যেন তোমার অন্তর সংকুচিত[১] না হয়, যাতে তুমি এর দ্বারা সতর্ক কর এবং মু'মিনগণের জন্য উপদেশ হয়।[২]

৩. তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার অনুসরণ করো এবং তিনি ব্যতীত অন্য সব বন্ধুর অনুসরণ করো না। তোমরা খুব কমই লক্ষ্য করো।[৩]

৪. আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি, যাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছিল রাত্রে অথবা দুপুরে, যখন তারা বিশ্রামরত ছিল।

৫. যখন তাদের উপর আমার আযাব পতিত হয়, তখন তাদের ডাক কেবল এ ছিল যে, তারা বলে ওঠে, অবশ্যই আমরা পাপিষ্ঠ ছিলাম।[৪]

সূরা আ'রাফ

২০৬ আয়াত, ২৪ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ॥

১. حَرَجٌ -হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) حرج -এর অর্থ করেছেন 'সন্দেহ'। এ হিসাবে فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ বাক্যটি فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ -এর সমার্থবোধক হবে। অর্থাৎ যাঁর প্রতি আল্লাহ্‌পাক কিতাব নাযিল করেছেন, সেই নবীর পক্ষে এটা মোটেই শোভন নয় যে, কিতাবের বিধান ও সংবাদাদি সম্পর্কে তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ঠাঁই পাবে। অন্যান্য তাফসীরবেত্তা আয়াতাংশকে তার বাহ্য অর্থেই গ্রহণ করেছেন, যেমন করেছেন অনুবাদক (র.)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টি হতে বাছাই করে যাঁর প্রতি নিজ কিতাব নাযিল করেছেন, তার জন্য এটা শোভন নয় যে, নির্বোধ ও যেদী লোকদের নিন্দা-উপহাস ও নিরর্থক জিজ্ঞাসাদিতে প্রভাবান্বিত হয়ে কিতাবের কোন বিষয়ের প্রচারে সংকোচ বোধ করবেন। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ -'তবে কি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কিছু বর্জন করবে এবং এতে তোমার মন সংকুচিত হবে এ জন্য যে, তারা বলে, তার নিকট ধন-ভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেন? অথবা তার সাথে ফেরেশতা আসে না কেন? (১১ ঃ ১২)। যদি খোদ নবীর অন্তরে কিতাব ও তার ভবিষ্যত সম্বন্ধে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ব্যুৎপত্তি অর্জিত না থাকে, তবে তিনি সতর্কীকরণ ও উপদেশদানের মহান দায়িত্ব দৃপ্ত ও বলিষ্ঠভাবে আদায় করতে কিভাবে সক্ষম হবেন?

২. অর্থাৎ কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য এই যে, তুমি দুনিয়াবাসীকে তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন করবে, এর স্থায়ী পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করবে। আর যারা ঈমান আনবে, তাদের জন্য বিশেষভাবে এটা এক হৃদয়গ্রাহী উপদেশ বাণী প্রমাণিত হবে।

৩. মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'আলার মহা প্রতিপালন, নিজের সূচনা ও পরিণতি, আনুগত্য ও অবাধ্যতার ফলাফলের প্রতি পুরাপুরি চিন্তা করে, তবে মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত হিদায়াত ছেড়ে মানব ও জিন্ন শয়তানদের বন্ধুত্বে ডুবে তাদের পদাঙ্কানুসরণ করার দুঃসাহস তার কখনই হবে না। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যারা আল্লাহ্

(٦) فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

(٧) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝

৬. কাজেই, যাদের প্রতি রাসূল পাঠানো হয়েছিল আমি তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব রাসূলগণকে।[৫]

৭. তারপর আমি তাদেরকে পূর্ণ জ্ঞানের সাথে তাদের অবস্থা শোনাব। আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।[৬]

তা'আলার কিতাব ও নবী-রাসূলের মুকাবিলায় এরূপ নীতি অবলম্বন করেছে, তাদেরকে যে পার্থিব শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, তা সামনে বর্ণিত হয়েছে।

পূর্বেকার জাতিসমূহের উপর যেভাবে শাস্তি আপতিত হয়েছিল

৪. অর্থাৎ তাদের অন্যায় ও সীমালংঘন এবং কুফর ও অবাধ্যতা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল এবং তারা পার্থিব ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন ও আখিরাতের আযাব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখ-নিদ্রায় ডুবে গেল, তখন সহসা তাদের উপর আমার আযাব আপতিত হল। ধ্বংসাত্মক সে শাস্তির ভয়াল দৃশ্য ও আযাবের প্রলয়মূর্তি দেখে তারা ভোগ-বিলাস সব ভুলে গেল। চারদিকে اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ 'নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম' এ কাতর স্বীকারোক্তি ছাড়া আর কিছু শোনা যায়নি। তখন যেন তাদের কাছে সত্য প্রতিভাত হল এবং তারা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, আল্লাহ্‌পাক কারও প্রতি যুলুম করেন না। আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ فَجَآءَهَا بَأْسُنَا-এর 'ف' অব্যয় সম্পর্কে মুফাসসিরগণ একাধিক মত পোষণ করেন। অনুবাদক (র.) সম্ভবত একে اَهْلَكْنٰهَا-এর ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করেছেন। যেমন, বলা হয়ে থাকে توضأ فغسل وجهه وذراعيه উযূ করল, তো হাত-মুখ ইত্যাদি ধুইল। এতে হাত-মুখ ধোয়া মূলত উযূ করারই ব্যাখ্যা। অনুরূপ, এস্থলে শাস্তি দানের অবস্থা বর্ণনা করে তাদের ধ্বংসের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

৫. যে জাতির নিকট নবী প্রেরিত হয়েছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ 'তোমরা আমার নবীর দাওয়াত কতটুকু গ্রহণ করেছিলে?' আর খোদ নবীকে জিজ্ঞাসা করা হবে مَاذَآ اُجِبْتُمْ 'উম্মতের পক্ষ হতে তোমরা কী উত্তর পেয়েছিলে?'

আল্লাহ্‌র জ্ঞান সব কিছু জুড়ে পরিব্যাপ্ত

৬. তোমাদের ছোট-বড়, অল্প-বিস্তর, প্রকাশ্য-গোপন কোন কিছুই আমার জ্ঞানের অগোচরে নয়। আমি অন্য কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরিই সব কিছুর বিন্দু-বিসর্গ জানি। আমি আমার এ অনাদি ও সর্বব্যাপী জ্ঞান অনুযায়ী তোমাদের পূর্বাপর যাবতীয়

(৮) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
(৯) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا
يَظْلِمُونَ ۝

৮. সেদিন পরিমাপ হবে যথাযথ। তারপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম।

৯. আর যাদের পাল্লা হাল্‌কা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে,[৭] যেহেতু তারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করত।[৮]

অবস্থা তোমাদের সামনে খুলে ধরব। ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামাও মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের বিপরীত হতে পারে না কেশাগ্রও। তার মাধ্যমে অবগতিকরণ নিছক নিয়ম-রক্ষা ও শাসন ব্যবস্থারই বহিঃপ্রকাশ। নচেৎ আল্লাহ্ তা'আলা আপন জ্ঞানে এসব মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন কিছুতেই।

আমলের ওজন নির্ণয় কি করে সম্ভব?

৭. কিয়ামতের দিন সকল মানুষের আমল পরিমাপ করা হবে। যার আত্মিক ও অংগ-প্রত্যংগগত আমলের ওজন ভারী হবে, সে মুক্তি পাবে এবং যার ওজন হাল্‌কা হবে, সে বরবাদ হয়ে যাবে। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) বলেন, প্রত্যেকের আমল ওজন অনুযায়ী লেখা হয়। একই কাজ যদি ইখলাস ও মুহাব্বতের সাথে শরী'আতের আদেশ অনুযায়ী যথাযথভাবে করা হয়, তবে ওজন বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে, যদি নাম-ডাক ও গর্ব-প্রদর্শনের জন্য করা হয় কিংবা শরী'আতের আদেশ অনুযায়ী ও নিয়ম মাফিক না করা হয়, তবে তার ওজন হ্রাস পায়। আখিরাতে আমলনামা ওজন করা হবে যার নেকী ভারী হবে সে মুক্তি লাভ করবে, আর নেক আমল হাল্‌কা হলে বন্দী হবে। কিছু কিছু আলিমের মতে মানুষের কর্ম সেদিন মূর্তিমান হয়ে যাবে এবং খোদ সেই মূর্তিমান কর্মকেই ওজন দেওয়া হবে। প্রশ্ন করা হয়, আমাদের কর্ম তো অস্থিতিশীল অবস্থা মাত্র, যার প্রতিটি অংশ অস্তিত্বপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই বিলীন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সেগুলোকে একত্র করে পরিমাপ করার কী উপায় থাকতে পারে? আমরা বলব, আজকাল লম্বা-চওড়া বক্তৃতা যে গ্রামোফোনে আবদ্ধ করা হয়, তা কি করে সম্ভব হয়? বক্তৃতা কি অস্থিতিশীল বিষয় নয়? –যর এক হরফ আমাদের মুখ হতে তখনই উচ্চারিত হতে পারে, যখন তার পূর্বের হরফ নিঃসৃত হয়ে বিলীন হয়ে যায়। তবু সে বক্তৃতার সমষ্টি গ্রামোফোনে কী করে জমা হয়ে গেল? কাজেই যে মহান আল্লাহ্ গ্রামোফোনের আবিষ্কারকেরও স্রষ্টা তাঁর পক্ষে এটা এমন কি কঠিন যে, তিনি আমাদের যাবতীয় কাজের পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড তৈরী করে রাখবেন, যার মাঝে বিন্দু-পরিমাণ কিছু অনুল্লেখ থাকবে না? বাকি ওজন দেওয়া সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা আমরা

(১০) وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

১০. আমি তোমাদেরকে যমীনে স্থান দিয়েছি এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছি। তোমরা খুব কমই শোক্‌র কর।[৯]

এতটুকু জানতে পারি যে, এমন তুলাদণ্ড দ্বারা ওজন দেওয়া হবে, যার দুই দিকে দুই পাল্লা, মাঝখানে কাটা ইত্যাদি সব থাকবে। তবে সে তৌলদণ্ড, পাল্লা ও পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতি কী রকম হবে, এসব বিষয় আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বের জিনিস। তাই, এসব জানার আদেশও আমাদের করা হয়নি। বরং কেবল তুলাদণ্ডই নয়, সে জগতে যা-কিছু আছে আমরা কেবল তার নাম শোনা এবং কুরআন-হাদীসে তার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করাই আমাদের কর্তব্য। এর বেশী জ্ঞানার্জন আমাদের শক্তি-সীমার উর্ধ্বে। কেননা, যে আকৃতি-প্রকৃতি ও রীতি-নীতির অধীনে সে জগতের অস্তিত্ব ও পরিচালন-ব্যবস্থা হবে, সে বিষয়ে এ জগতে বসে আমরা কোন ধারণা লাভ করতে সক্ষম নই। এ জগতের তুলাদণ্ডগুলোই দেখুন না- কত রকমের। সোনা-রূপা ও মণি-মুক্ত মাপার তুলাদণ্ড এক ধরনের। শস্যাদি মাপারটা অন্য রকমের। রেল-স্টেশনে এক রকমের তুলাদণ্ড স্থাপিত থাকে, যা দ্বারা যাত্রীদের মালপত্র মাপা হয়। আবার বায়ু, তাপ ইত্যাদির পরিমাপ-যন্ত্র আলাদা, যা দ্বারা হাওয়া, ইত্যাদির তাপ পর্যায় নির্ণয় করা হয়। আমাদের দেহাভ্যন্তরের তাপ, যা অস্থিতিশীল অবস্থা বা আপতিত গুণ বিশেষ, তা নির্ণয়ের জন্য রয়েছে থার্মোমিটার। তা বলে দেয়, এখন আমাদের শরীরে কত ডিগ্রি তাপ আছে। এ জগতে আমরা বহু রকমের তুলাদণ্ড ও পরিমাপ যন্ত্র দেখি, যাদ্বারা বস্তু ও আপতিত গুণরাজির ওজন, স্তর ইত্যাদির তারতম্য নির্ণয় করা হয়। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা এমন কী মুশকিল যে, তিনি এমন এক বাস্তব দাঁড়িপাল্লা স্থাপিত করবেন, যাদ্বারা আমদের আমলসমূহের ওজন ও স্তরের পার্থক্য প্রকাশ্যভাবে নির্ণীত হয়ে যাবে?

৮. আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করাই এমন কাজ, যাদ্বারা আয়াতের প্রাপ্য অধিকার খর্ব হয়। তাই একে كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ (যুলুম করত) শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৯. এখান থেকে উর্ধ্বজগত ও মানুষের ব্যক্তিসত্তা সংক্রান্ত কতক নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে, যাদ্বারা একদিকে বিশ্ব-সংসারের প্রজ্ঞজনোচিত শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ দান ও তাঁর অনুগ্রহরাজির উল্লেখপূর্বক তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং অন্যদিকে নবূওয়াতের আবশ্যকতা, আম্বিয়া 'আলায়হিমুস্ সালামের আগমন, তাঁদের জীবন-চরিত, তাদের অনুসারী ও বিরুদ্ধবাদীদের পরিণাম, যা এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়, তার ভূমিকা হিসাবে এ আয়াতগুলো প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

(١١) وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۚ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝

(١٢) قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۚ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۝

(١٣) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝

১১. আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, তারপর তোমাদের আকৃতি গঠন করি, তারপর ফেরেশতাদেরকে আদেশ করি যে, আদমকে সিজদা কর। তারপর তারা সকলেই সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস সে সিজদাকারীদের মধ্যে ছিল না।

১২. তিনি বললেন, আমি যখন আদেশ দিলাম, তখন কী বাধা ছিল যে, তুমি সিজদা করলে না? সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা।

১৩. তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে নেমে যাও।[১০] তুমি এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। কাজেই বের হয়ে যাও। তুমি অধম।[১১]

আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, ফেরেশতাদের সিজদা ও ইবলীসের অবাধ্যতার বিবরণ

১০. অর্থাৎ তোমাদেরকে সৃষ্টি করার আগে বসবাস ও পানাহার ইত্যাদির ব্যবস্থা করি। তারপর তোমাদের মূল উপাদান সৃষ্টি করি। তারপর সে উপাদানকে এমন চিত্তাকর্ষক নকশা ও সুন্দর-সুদৃশ্য আকৃতি দান করি, যা আর কোন সৃষ্টিতে দান করা হয়নি। তারপর সে মাটির আকৃতিকে সেই আত্মা ও প্রকৃতি দান করা হয়, যার বদৌলতে তোমাদের পিতা আদম (আ.) মহান আল্লাহ্র খলীফা মনোনীত হন, ফেরেশতাগণ তাকে সিজদা করে। তখন তোমাদের সকলের অস্তিত্ব তার অস্তিত্বে নিহিত ছিল। সে সম্মানব্যঞ্জক সিজদা করতে যে অস্বীকার করে, সে চির মরদূদ (অভিশপ্ত) সাব্যস্ত হয়। কেননা, সে সিজদা ছিল মহান আল্লাহ্র খিলাফতের নিদর্শন স্বরূপ। আলাপ-আলোচনা ও প্রকাশ্য পরীক্ষার পর ফেরেশতাগণ আদম (আ.)-এর জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব ও আত্মিক গুণাবলী সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছিল। তাই, নির্দেশ পাওয়া মাত্র তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। এভাবে মহান আল্লাহ্র খলীফার সম্মুখে তারা আপন মহান প্রতিপালকের প্রতি আনুগত্য ও পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রমাণ উপস্থিত করে। ইবলীস মূলত আগুনের সৃষ্টি জিন্ন। ইবাদতের আধিক্য ইত্যাদির কারণে সে ফেরেশতাদের কাতারে শামিল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার মূলের

দিকেই ধাবিত হয়। হযরত আদম (আ.) যে বস্তুগত কাঠামো হতে نفخت فيه من روحی (তার মাঝে আমি আপন রূহ ফুঁকে দেই)-এর রহস্যময় মর্যাদায় উত্তীর্ণ হন, সে পর্যন্ত ইবলীসের দৃষ্টি পৌছুতে পারেনি। তাই সে মহান আল্লাহ্‌র দ্ব্যর্থহীন আদেশের মুকাবিলায় নিজ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী তুলে বসল انا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين (আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন দ্বারা আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দ্বারা)। এ অস্বীকৃতি ও উন্নাসিকতা, দ্ব্যর্থহীন আদেশকে নিজ খেয়াল-খুশীবশে প্রত্যাখ্যান ও মহান আল্লাহ্‌র সাথে তর্ক-বিতর্কে অবতরণের পরিণতিতে চিরদিনের জন্য তাকে নৈকট্যের মর্যাদা হতে ধ্বংসগহ্বরে নিক্ষেপ করা হয় এবং মহান আল্লাহ্‌র রহমত হতে সুদূরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আগুনের সৃষ্টি– এটাই ছিল তার অহংকার, কিন্তু এটাই তার স্থায়ী ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আগুনের বৈশিষ্ট্য লঘুত্ব, তীক্ষ্ণতা, ক্ষিপ্রতা, উত্তেজনা, ঊর্ধ্বগামিতা ও নাশকতা। পক্ষান্তরে মাটির মধ্যে পাওয়া যায় স্থিতিশীলতা, ধীরতা, বিনয়সুলভ সহনশীলতা ও স্থাপনা। ইবলীসের উৎস আগুন। তাই সিজদার আদেশ শোনামাত্র তার আগুন উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং মত প্রকাশে সে অধীরতা ও চিত্ত-চাঞ্চল্যের পরিচয় দেয়। শেষতক অহংকার ও আত্মম্ভরিতার পথে হিংসানলে দগ্ধ হয়ে জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পতিত হয়। পক্ষান্তরে, হযরত আদম (আ.)-এর পক্ষ হতে যখন ভুল হয়ে যায়, তখন তার মৃৎ-উপাদান মহান আল্লাহ্‌র সামনে কাকুতি-মিনতি, বিনয় ও আনুগত্য এবং অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের পরিচয় প্রকাশ করে। কাজেই, তাঁর স্থিরমতিত্ব ও বিনয়ের ফল দাঁড়ায়, ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 'তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনীত করলেন, তাঁর তওবা কবূল করলেন ও তাঁকে পথ প্রদর্শন করলেন'। তাই, বলা যেতে পারে, অভিশপ্ত ইবলীস মূল ধাতু ও উপাদানের দিক থেকেও নিজ শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে হোঁচট খেয়েছে। হাফিয শামসুদ্দীন ইবনুল-কায়্যিম বাইদায়ুল-ফাওয়াইদ' গ্রন্থে আগুনের উপর মাটির শ্রেষ্ঠত্বের পনরটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যার ইচ্ছা সেখানে দেখে নিতে পারেন।

১১. অর্থাৎ জান্নাত বা আসমানে মহান আল্লাহ্‌র সেই সৃষ্টিই থাকতে পারে, যে মহান আল্লাহ্‌র পূর্ণ অনুগত ও আজ্ঞানুবর্তী হবে। সেখানে অবাধ্য অহংকারীদের কোন ঠাঁই নেই। মোদ্দা কথা, ইবলীস প্রচুর ইবাদত-বন্দেগীর বদৌলতে এ যাবত যেই অবস্থানে স্থিত ছিল, বড় কথা বলার পরিণতিতে তা হতে নিম্নে নিক্ষিপ্ত হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ইবলীসকে দীর্ঘকাল যাবৎ ফেরেশতাদের সারিতে শামিল রাখার দ্বারা ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দার এমন কি ইবলীসেরও স্বভাব-প্রকৃতি এমন করে তৈরী করেননি যে, সে কেবল মন্দের দিকে যেতেই বাধ্য থাকবে। বরং চরম পর্যায়ের অসৎ ব্যক্তিও মূল প্রকৃতির দিক থেকে এ যোগ্যতা রাখে যে, স্বেচ্ছাজনিত সাধ্য-সাধনা দ্বারা পুণ্য ও তাকওয়ার উৎকর্ষ সাধন করে ফেরেশতাদের কাতারে গিয়ে মিলিত হতে পারে।

CamScanner

(১৪) قَالَ اَنْظِرْنِیْۤ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ○

(১৫) قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ○

১৪. সে বলল, আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যেদিন সকলকে কবর হতে উত্থিত করা হবে।

১৫. তিনি বললেন, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল।[১২]

---

১২. অর্থাৎ তুমি যখন এ আবেদন করলে, তখন জেনে রাখ, মহান আল্লাহ্র অনাদি জ্ঞানে পূর্বেই স্থিরীকৃত ছিল তোমাকে অবকাশ দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ্র অপার প্রজ্ঞার চাহিদা হল, আল্লাহ্ তা'আলা আপন পরিপূর্ণ গুণাবলী ও রাজাধিরাজোচিত মহিমা ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাবেন, তখন তিনি বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করলেন। اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا 'আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং পৃথিবীও তাদের অনুরূপভাবে। তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন' (৬৫ ঃ ১২)।

অর্থাৎ আসমান-যমীনের সৃষ্টি ও তার সার্বিক শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য মানুষ যাতে মহান আল্লাহ্র অপার শক্তি ও সর্বব্যাপী জ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে উপলব্ধি লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ্ সম্পর্কিত এ উপলব্ধিকেই কোন কোন মুফাস্সিরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ আয়াতে 'ইবাদত' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বিশ্ব-সৃষ্টির এ লক্ষ্য কেবল তখনই পরিপূর্ণভাবে সাধিত হতে পারে, যখন সৃষ্টিনিচয়ের মধ্যে তাঁর সর্বপ্রকার গুণের প্রকাশ ঘটবে। আর সেটা তখনই হওয়া সম্ভব, যখন জগতে অনুগত ও আজ্ঞাবহ এবং অবাধ্য ও অপরাধী সব ধরনের সৃষ্টি বর্তমান থাকবে। সেই সঙ্গে মহান আল্লাহ্র শত্রুদের পুরাপুরি শক্তি পরীক্ষা ও তাদের জন্মগত ইখতিয়ার ও ক্ষমতার যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার করার পূর্ণমাত্রায় অবকাশ থাকবে। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্র বাহিনী জয়ী থাকবে, শত্রুদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং পরীক্ষার পর মহান আল্লাহ্র বন্ধুদের হাতেই চূড়ান্ত সাফল্য আসবে। এ ছাড়া সর্বপ্রকার গুণাবলীর প্রকাশ ঘটা কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই ভাল ও মন্দ এবং ভাল-মন্দের উৎস সৃষ্টি করার তাৎপর্য এটাই যে, বিশ্বসৃষ্টির যা উদ্দেশ্য, অর্থাৎ 'গুণাবলীর প্রকাশ' তা এ ছাড়া আর কোন উপায়ে সাধিত হওয়া সম্ভব ছিল না। وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا یَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِیْنَ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ 'তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে তারা নয়, যাদেরকে তোমার

(١٦) قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ○

১৬. সে বলল, তুমি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করলে আমিও তোমার সরল পথে তাদের জন্য অবশ্যই ওঁৎ পেতে থাকব।[১৩]

প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি তাদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন' (১১ : ১১৮-১১৯)। এ জন্যই মহাশত্রু ইবলীসকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া জরুরী হয়ে দাঁড়ায়, যাতে সে নিজ শক্তি ও উপকরণসমূহ প্রাণ ভরে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, সে সরাসরি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র মুকাবিলা করতে সক্ষম ছিল না। তাই মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁর প্রতিনিধি ও খলীফারূপে এমন এক সৃষ্টিকে মুকাবিলায় দাঁড় করানো আবশ্যক হয়ে পড়ে, যার সঙ্গে অভিশপ্ত ইবলীস স্বাধীনভাবে শক্তি পরীক্ষা করার সুযোগ পাবে। ইরশাদ হয়েছে وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُوْرًا 'তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতিতে শরীক হয়ে যাও ও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা-মাত্র' (১৭ : ৬৪)। যতক্ষণ পর্যন্ত সে সৃষ্টি প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ও খিলাফতের কর্তব্য আদায় করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ রাজকীয় বাহিনী (ফেরেশতা) দ্বারা তার সহযোগিতা করা হবে এবং তার অস্ত্র ও জনবল কম হওয়া সত্ত্বেও আপন রহমত ও অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত দুশমনদের মুকাবিলায় তাকে জয়ী ও সাফল্যমণ্ডিত করা হবে। কাজেই ভাল করে বুঝে রাখুন, এ পৃথিবী আদম ও ইবলীসের রণক্ষেত্র। দুই পক্ষে প্রাণপণ লড়াই তখনই চলতে পারে, যখন এক পক্ষ অপর পক্ষের তরফ হতে কোনরূপ লাঞ্ছনার শিকার হয়ে থাকে। তাই সৃষ্টিগতভাবেই দু'টি অবস্থা এমন এসে পড়ে, যদ্দরুন প্রত্যেকের অন্তরে অপরের প্রতি ঘৃণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। আদম (আ.)-কে সিজদা না করার পরিণামে ইবলীস অধঃপাতে যায়, অপরদিকে ইবলীসের কু-মন্ত্রণার কারণে আদম (আ.)-কে জান্নাত হতে বের হয়ে আসতে হয়। এসব কারণে উভয়ের অন্তরে পরস্পরের প্রতি চরম ঘৃণা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে এবং পরিণামে রণক্ষেত্র উত্তপ্ত হয়ে ওঠে الحرب سجال وانما العبرة للخواتيم 'যুদ্ধের পালাবদল ঘটেই থাকে, তবে শেষ ফল দ্বারাই জয়-পরাজয়ের বিচার হয়।'

১৩. অর্থাৎ লুটেরাদের মত তাদের ঈমানের উপর আক্রমণ চালাব, যাদের কারণে আমাকে এ অশুভ চক্রের সম্মুখীন হতে হল।

(١٧) ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَ
عَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ۝

(١٨) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ
جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

(١٩) وَيٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৭. তারপর আমি তাদের কাছে আসব তাদের সম্মুখ হতে, পশ্চাতদিক হতে এবং ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে।[১৪] এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।[১৫]

১৮. তিনি বললেন, তুমি এস্থান হতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও। তাদের মধ্যে যারা তোমার পথে চলবে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।[১৬]

১৯. হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর এবং যেখান থেকে ইচ্ছা আহার কর, তবে এ গাছের কাছে যেও না। তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[১৭]

---

১৪. অর্থাৎ সব দিক থেকে তাদের উপর হামলা চালাব। এ সব দিক বোঝানোর জন্য দিক-চতুষ্ঠয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫. এটা ছিল ইবলীসের অনুমান, যা সঠিক প্রমাণিত হয়। ইরশাদ হয়েছে وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ 'তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সকলেই তার অনুসরণ করল।' (৩৪ ঃ ২০)।

১৬. অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ হলে তাতে আমার কী ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে? শেষ পর্যন্ত সেই ক্ষুদ্র অনুগত দলটিই সাফল্যমণ্ডিত হবে। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ অকৃতজ্ঞরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এভাবে প্রকাশ হয়ে যাবে যে, শয়তানের বাহিনী এতটা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্‌র খলীফার ক্ষুদ্র বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়নি।

১৭. আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জন্য জান্নাতে অবাধে পানাহার করার অনুমতি ছিল, তবে বিশেষ একটি গাছ ছাড়া। কারণ তার ফল তাদের জান্নাতী জীবনের উপযুক্ত ছিল না। তাই আদেশ করা হয়, সে গাছের কাছেও যেও না, নচেৎ ক্ষতিগ্রস্ত

(২০) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○

(২১) وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ○

(২২) فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

২০. তারপর শয়তান তাদেরকে কু-মন্ত্রণা দিল, যাতে তাদের যে লজ্জাস্থান তাদের দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছিল, তা তাদের কাছে প্রকাশ করে দিতে পারে এবং সে বলল, পাছে তোমরা কখনও ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী অবস্থানকারী হয়ে যাও -এজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ গাছ সম্বন্ধে তোমাদের নিষেধ করেছেন।

২১. সে তাদের সামনে শপথ করল যে, আমি অবশ্যই তোমাদের বন্ধু।

২২. তারপর সে ধোঁকা দিয়ে তাদের আকৃষ্ট করে ফেলে।[১৮] তারপর তারা যখন গাছটির আস্বাদ নিল, তখন তাদের কাছে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে গেল।[১৯] এবং তারা নিজেদের উপর জান্নাতের পাতা জড়াতে শুরু করল।[২০] তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ গাছ সম্বন্ধে নিষেধ করিনি এবং তোমাদের বলে দেইনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

হবে। আমার মতে এখানে فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -এর তরজমা এরূপ করলেই বেশী সঙ্গতিপূর্ণ হয়, 'তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। যুলুম অর্থ ক্ষতি, কমতি, ত্রুটি ইত্যাদিও হয়ে থাকে, যেমন ولم تَظلم منه شيئا 'তা হতে কিছু কমাওনি' (কাহ্‌ফ)।

আদম (আ.) নিষিদ্ধ ফল কেন খেলেন?

১৮. আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) শয়তানের শপথ শুনে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। কারণ, মহান আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে মিথ্যা বলার দুঃসাহস কে দেখাতে পারে? হয়ত তারা মনে করেছিলেন, বাস্তবিকই এ ফল খেলে আমরা ফেরেশতায় পরিণত হব বা আমরা কখনও ধ্বংস হব না। মহান আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞাকে তাঁরা বিশেষ কোন ব্যাখ্যায় গ্রহণ করে থাকবেন। সম্ভবত তখন তাঁরা মহান আল্লাহ্‌র এ সাবধানবাণী ভুলে গিয়েছিলেন

যে, فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ 'তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى - 'নিশ্চয় এ শয়তান তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের করতে না পারে, তা হলে তুমি হতভাগ্য হয়ে যাবে।' অনুরূপ তাঁর এ খেয়ালও তখন হয়ত ছিল না যে, ফেরেশতা দিয়ে যখন তাঁকে সিজদা করানো হয়েছে, তখন আর তাঁর ফেরেশতা হওয়ার কী প্রয়োজন? ইরশাদ হয়েছে وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا 'সে ভুলে গেল, আমি তাকে স্থির-সংকল্পে পাইনি।' (তাহা ঃ ১১৫)। উল্লেখ্য, আদেশ-নিষেধ অনেক সময় বিধান হিসাবে হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় মমতারূপে। উদাহরণত ট্রেনে বিনা টিকেটে আরোহণ নিষিদ্ধ। এটা আইনগত। কোম্পানীর পাওনা ও অধিকারের উপর এ আইনের প্রভাব রয়েছে। আবার গাড়ীতে লেখা থাকে, থুথু ফেলবেন না– এতে রোগ জীবাণু ছড়ায়'। এটা মমতাসুলভ নিষেধাজ্ঞা, যেমন জীবাণু বিস্তারের কারণ উল্লেখ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনুরূপ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধও অনেক সময় আইন হিসাবে হয়, যার অন্যথাকারী আইনত অপরাধী হয় এবং যার লংঘন সেই সব অধিকারের পরিপন্থী, যা রক্ষা করা শরী'আতের লক্ষ্য ছিল। অপর কিছু আদেশ-নিষেধ আইন হিসেবে নয়, বরং কেবল মমতাই তার উৎস। যেমন- রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিকিৎসাকার্য ইত্যাদি বিষয়ক হাদীছসমূহের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরাম একথা ব্যক্ত করেছেন। সম্ভবত হযরত আদম (আ.) গাছের ফল খাওয়া সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাকে মমতাসুলভ নিষেধ মনে করেছিলেন। এজন্যই শয়তানের কু-মন্ত্রণার পর সে নিষেধাজ্ঞা লংঘনকে তিনি তেমন গুরুতর কিছু মনে করেননি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্র ও নিকটতম হওয়ার কারণে নবী-রাসূলগণের মামুলী ভুলও গুরুতর হয়ে যায়। তাই হযরত আদম (আ.) আপন ভুলের বাহ্য ভোগান্তি পোহানোর সাথে সাথে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তওবা ও ইস্তিগফার এবং কান্নাকাটিতে লিপ্ত থাকেন। শেষ পর্যন্ত তার ফলাফল তিনি এ লাভ করেন ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى 'তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনীত করলেন এবং তাঁর তওবা কবূল করলেন ও তাঁকে পথ-প্রদর্শন করলেন।'

بود ادم دیده نور قدیم * مؤئے در دیده بود کوه عظیم

১৯. অর্থাৎ আদেশ লংঘন করিয়ে জান্নাতী পোশাক অপসারিত করালো। কেননা, জান্নাতী পোশাক প্রকৃতপক্ষে তাক্ওয়ার এক মূর্ত রূপ হয়ে থাকে। কোন নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হলে তাক্ওয়ার মাঝে যতটুকু চিড় দেখা দেবে, সে পরিমাণই জান্নাতী পোশাক হতে বঞ্চিত হতে হবে। মোদ্দা কথা, শয়তান চেষ্টা করল, যাতে আদমকে দিয়ে কোনরূপ অবাধ্যতা করিয়ে জান্নাতের গৌরবজনক খিল্আত্ তাঁর দেহ হতে অপসারিত করা যায়। এটা ছিল তার প্রতিশোধ-পরায়ণতার বহিঃপ্রকাশ। এ হলো আমার মত। বাকি শাহ্ সাহেব (র.) পোশাক খোলাকে ফল খাওয়ার এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মনে

(২৩) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكتة وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

২৩. তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি যুলম্ করেছি; আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।

করেন। তিনি লিখেন, জান্নাতে পেশাব-পায়খানা ও যৌন চাহিদা পূরণে কোন প্রয়োজন ছিল না। তাদের দেহ বস্ত্রাবৃত ছিল, যা কখনও খুলত না। কারণ, খোলার কোনও প্রয়োজনই দেখা দিত না। হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) তাদের অংগ-প্রত্যংগ সম্পর্কে বিশেষ অবগত ছিলেন না। ফল খাওয়ার ভুল ঘটে গেলে মানবিক প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয়ে যায়। তাঁরা নিজ চাহিদা সম্পর্কে সচেতন হন এবং অংগ-প্রত্যংগ অবলোকন করেন।' মানবিক দুর্বলতার উপর এ যাবত যে আচরণ ছিল, সে ফল খাওয়ার পরিণামে তা উঠে গেল।

سوأة -এর আভিধানিক অর্থে বেশ ব্যাপকতা রয়েছে। কাবীল ও হাবীলের ঘটনায় বলা হয়েছে سوأة اخيه 'অর্থাৎ ভাইয়ের লাশ'। হাদীছে আছে احدى سوئتك يامقداد (হে মিকদাদ, তোমার আবৃত অঙ্গ সমূহের একটি)। এতদিন পর্যন্ত আদম (আ.)-এর দৃষ্টিতে ছিল কেবল নিজ সরলতা ও নিষ্পাপতা আর ইবলীসের দৃষ্টিতে ছিল তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা, কিন্তু ফল খাওয়ার পর আদমের দৃষ্টিতে নিজ দুর্বলতা ফুটে উঠল। আর এ ত্রুটির পর যখন তিনি তওবা ও ইসতিগফারে লিপ্ত হলেন, তখন অভিশপ্ত ইবলীস তাঁর উচ্চতর মর্যাদা ও গুণাবলী এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের ভদ্রতা ও মহানুভবতা প্রত্যক্ষ করতে পারল। সে বুঝতে পারল এ মাখলূক হোঁচট খেয়েও আমার মার খাওয়ার নয়। ইরশাদ হয়েছে اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ 'নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না'। 'আল-মা'আরিফ' প্রণেতা ইব্ন কুতায়বা (র.)-র বর্ণনা অনুযায়ী সম্ভবত এ কারণেই উক্ত বৃক্ষকে তাওরাত গ্রন্থে شجرة علم الخير و الشر - (ভাল-মন্দের জ্ঞান-বৃক্ষ) নাম দেওয়া হয়েছে।

২০. অর্থাৎ উলংগ হয়ে লজ্জায় পড়ে গেল এবং পাতা দিয়ে দেহ ঢাকতে শুরু করল। এর দ্বারা বোঝা যায়, মানুষ জন্মকালে উলংগ হলেও মজ্জাগত লজ্জা তাকে বিবস্ত্র থাকতে বাধা দেয়।

(٢٤) قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ
اِلٰى حِيْنٍ ○

(٢٥) قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ○

(٢٦) يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۖ وَلِبَا
سُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۖ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

২৪. তিনি বললেন, তোমরা নেমে যাও- তোমরা একে অপরের শত্রু হবে।[২১] এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের ঠিকানা ও উপভোগ রয়েছে।

২৫. তিনি বললেন, তোমরা সেখানেই জীবন ধারণ করবে,[২২] সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।

২৬. হে আদম-সন্তান! আমি তোমাদের প্রতি পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশ-ভূষার পরিচ্ছদ।[২৩] আর তাকওয়ার পোশাকই সর্বোৎকৃষ্ট।[২৪] এগুলো আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা করে।[২৫]

---

২১. মুফাসসিরগণের মতে এ সম্বোধন আদম, হাওয়া (আ.) ও অভিশপ্ত সকলকেই করা হয়েছিল। কেননা, আসল শত্রুতা আদম (আ.) ও ইবলীসের মাঝে। সে শত্রুতার রণক্ষেত্র বানানো হয়েছে আমাদের এ পৃথিবীকে, যার খিলাফত আদম (আ.)-এর উপর ন্যস্ত হয়।

২২. অর্থাৎ সাধারণভাবে পৃথিবীই তোমাদের আসল বাসস্থান। অস্বাভাবিকভাবে যদি কেউ কোন সময় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্যত্র উত্তোলিত হয়, যেমন হযরত 'ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে হয়েছে, তবে তা এ আয়াতের পরিপন্থী নয়। কোন ব্যক্তি যদি ভূ-পৃষ্ঠ হতে কয়েক দিন বা কয়েক ঘন্টার জন্য বিমানে অবস্থান করে বা মনে করুন তার ভিতরেই মারা যায়, তবে সেটা কি فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ (পৃথিবীতেই জীবন ধারণ করবে ও পৃথিবীতেই মৃত্যুবরণ করবে)-এর বিপরীত হয়ে যাবে, যেহেতু সে সময় সে পৃথিবীতে থাকেনি? অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ 'এর থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এর মাঝেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব এবং এর থেকে তোমাদের পুনরায় বের করব।' যাদেরকে মাটিতে দাফন করা হয়নি, তাদেরকে فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ (মাটির মধ্যেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব)-এর অন্তর্ভুক্ত কীভাবে করা হবে? বোঝা গেল এধরনের ব্যাখ্যা সামগ্রিক নীতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি।

২৩. 'অবতীর্ণ করা' দ্বারা তার উপাদান ইত্যাদি সৃষ্টি করা এবং প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া বুঝায়। যদিও 'অবতীর্ণ করা' শব্দের ব্যবহার অধিকাংশ এমন ক্ষেত্রেই

(২৭) يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

২৭. হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে, যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত হতে বের করেছিল। তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল।[২৬] সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদের দেখতে পাও না।[২৭] যারা ঈমান আনে না, শয়তানদেরকে আমি তাদের বন্ধু করেছি।[২৮]

প্রযুক্ত হয়, যেখানে এক জিনিস উপর থেকে নীচে নামানো হয়। কিন্তু অনেক সময় এর দ্বারা স্থানগত উপর-নীচ উদ্দেশ্য হয় না; বরং মর্যাদার দিক থেকে যে উপরে তার পক্ষ হতে কোন জিনিস নিম্নস্থানীয়দেরকে দান করার ক্ষেত্রেও এশব্দের প্রয়োগ হয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ 'তোমাদের জন্য গবাদি পশু হতে আট জোড়া অবতীর্ণ করেছেন' কিংবা وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ 'এবং অবতীর্ণ করেছি লোহা, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি।'

২৪. অর্থাৎ এই বাহ্য পোশাক দ্বারা তো কেবল দেহ আবৃত ও সজ্জিত হয়। এছাড়া এক অভ্যন্তরীণ পোশাকও আছে। তা দ্বারা মানুষের এমন কিছু অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা আচ্ছাদিত থাকে ও কার্যত প্রকাশ হতে পারে না, যা প্রকাশ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা তার মাঝে বিদ্যমান। এ অভ্যন্তরীণ পোশাককেই কুরআন মজীদ নাম দিয়েছে لباس التقوى 'তাকওয়ার পোশাক'। এ পোশাক অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ও পারিপাট্যের মাধ্যম হয়ে থাকে; বরং চিন্তা করলে দেখা যাবে, দৈহিক পরিচ্ছদও মূলত ঐ অভ্যন্তরীণ পোশাকে সুসজ্জিত হওয়ার জন্যই শরী'আতে কাম্য। হযরত শাহ সাহেব (র.) লিখেন, শত্রু তোমাদের জান্নাতী পোশাকের অপসারণ ঘটিয়েছে। আমি তোমাদেরকে পার্থিব জীবনে পোশাক তৈরীর ব্যবস্থা শিখিয়েছি। এখন সে পোশাক পরিধান কর, যাতে তাকওয়া থাকবে, অর্থাৎ পুরুষ রেশমী কাপড় ব্যবহার করবে না, গোড়ালির নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে না। যা নিষেধ করা হয়েছে তা করবে না। নারী এত বেশী চিকন বস্ত্র পরিধান করবে না, যা থেকে দেহ পরিদৃষ্ট হয়। তারা অলংকার প্রদর্শন করে বেড়াবে না।

২৫. অর্থাৎ এসব নিদর্শনে চিন্তা করে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তিমত্তাসুলভ দয়া ও অনুগ্রহ স্বীকার করবে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

২৬. জান্নাত হতে বহিষ্কার ও পোশাক খুলে নেওয়ার কার্যকে তার কারণের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে জান্নাত হতে বের করার

(২৮) وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

২৮. তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের এভাবে করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এ আদেশ করেছেন। বলে দাও, আল্লাহ্ মন্দ কাজের আদেশ করেন না। যে বিষয়ে তোমাদের জানা নেই, তা কেন আল্লাহ্র যিম্মায় ন্যস্ত কর?[২৯]

ও তাদের পোশাক খুলে নেওয়ার কারণ হয়েছিল শয়তান। কাজেই তোমরা তার ছলনায় পড়ো না। তার প্রতারণা সম্পর্কে সাবধান থেকো।

২৭. যে শত্রু আমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, আমাদের দৃষ্টি তার উপর পড়ে না, তার আক্রমণ অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তার প্রতিরোধ খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই তোমাদেরকে ভীষণ সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে হবে। এরূপ শত্রুর প্রতিকার এটাই যে, আমরা এমন সত্তার আশ্রয়ে চলে আসি, যিনি সে শত্রুকে দেখেন, কিন্তু সে তাঁকে দেখতে পায় না। ইরশাদ হয়েছে لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ 'কোনও দৃষ্টি তাকে দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি দৃষ্টিসমূহ দেখেন, তিনি অতি সূক্ষ্ম, সবিশেষ অবহিত।'

اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (শয়তান ও তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদের দেখ না) এটা সাধারণ অবস্থা দৃষ্টে বলা হয়েছে, এটা সামগ্রিক ও স্থায়ী নীতি নয়। অর্থাৎ প্রায়ই এমন হয়ে থাকে যে, তারা আমাদের দেখে, আমরা তাদের দেখি না। এর অর্থ এটা নয় যে, কখনও কোনও ব্যক্তি কোনও অবস্থায় তাদের দেখতে পারে না। কাজেই 'জিন্নদেরকে কোন অবস্থায় দেখা সম্ভব নয়' দাবীর পক্ষে এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা ভুল চিন্তার ফসল।

২৮. অর্থাৎ তারা তাদের বেঈমানীবশত যখন খোদ শয়তানকেই বন্ধুরূপে মনোনীত করল, যেমন সামনে বলা হয়েছে اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ তখন আমিও আর তাদের সে মনোনয়নে বাধ সাধলাম না। তারা যাকে নিজেদের বন্ধু বানাতে চাইল, তাকেই তাদের বন্ধু বানিয়ে দেওয়া হল।

২৯. অর্থাৎ মন্দ ও অশ্লীল কর্ম, যেমন নারী-পুরুষের বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ, যা এ আয়াতের শানে নুযূল, মার্জিত রুচি ও বিশুদ্ধ স্বভাবের কাছেও ঘৃণিত। এরূপ কাজের তা'লীম দেওয়া মহান আল্লাহ্র শান নয়। তিনি তো পবিত্রতা ও লজ্জা-সংকোচের উৎস। ঘৃণ্য ও অশ্লীল কাজের আদেশ তিনি কীরূপে দিতে পারেন? প্রকৃতপক্ষে সেই সব শয়তানই যতসব অশ্লীল ও মন্দ কাজের তা'লীম দেয়, যাদেরকে

(২৯) قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۝

২৯. বলে দাও, আমার প্রতিপালক আমাকে ইনসাফের আদেশ করেছেন।[৩০] এবং প্রত্যেক সালাতের সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা কর। আর তাঁর একান্ত অনুগত হয়ে তাঁকে ডাক।[৩১] প্রথমবার তোমাদেরকে যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি দ্বিতীয়বারও তোমরা সৃষ্ট হবে।[৩২]

তারা নিজ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। লক্ষ্য কর, তোমাদের আদি পিতামাতাকে শয়তান ছলনা করে বিবস্ত্র করেছিল, তাতে তাঁরা ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়ে এবং গাছের পাতা দিয়ে দেহ ঢাকতে শুরু করে। বোঝা গেল, বিবস্ত্র হওয়াটা শয়তানের পক্ষ হতে আগত এবং বস্ত্র পরিধান করা তোমাদের পিতামাতার আদর্শ। কাজেই, বিবস্ত্র হয়ে তাওয়াফ করার পক্ষে বাপ-দাদার বরাত দেওয়া কতটুকু সহীহ্ হতে পারে? তাছাড়া হযরত শাহ্ সাহেব (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী, পিতা তো শয়তান দ্বারা প্রতারিত হয়েছে, এখন পিতার বরাত কেন দাও? এ নির্লজ্জতারও কি কোন মাত্রা আছে যে, যে কাজ শয়তানের আদেশে হয়, সে সম্পর্কে বলা হয় এটা মহান আল্লাহ্র হুকুম?

৩০. রূহুল-মা'আনীতে আছে, القسط على ما قال غير واحد العدل وهو الوسط من كل شئ المتجا فى عن طرفى الافراط والتفريط অর্থাৎ 'কিস্‌ত্' অর্থ অনেকেরই বক্তব্য অনুযায়ী 'আদ্‌ল' (ন্যায় ও ইনসাফ), তথা সব কিছুর মধ্যবর্তী অবস্থা, যা বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য উভয় প্রকার প্রান্তিকতা-দোষ হতে মুক্ত।

আয়াতের সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলা সব কাজে ভারসাম্যমান ও মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকতে এবং বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য পরিহার করতে নির্দেশ করেছেন। এমতাবস্থায় অশ্লীলতার নির্দেশ তিনি কী করে দিতে পারেন?

ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার দু'টি শর্ত

৩১. অনুবাদক (র.) مسجد শব্দটিকে খুব সম্ভব মীম-যুক্ত মাসদার (ক্রিয়ামূল) হিসাবে সিজদার অর্থে গ্রহণ করে রূপকার্থে 'সালাত' তরজমা করেছেন এবং وجوه (মুখমন্ডল)-কে তার বাহ্য অর্থেই রেখেছেন। অর্থাৎ সালাত আদায়কালে আপন মুখমণ্ডল সোজা কা'বার দিকে রাখ। কিন্তু অপর কতক মুফাস্‌সির اقيموا وجوهكم -এর অর্থ করেছেন, সর্বদা একাগ্রচিত্তে স্থিতিশীলতার সঙ্গে মহান আল্লাহ্র ইবাদতে মনোযোগী থাক। ইব্‌ন কাছীর (র.)-এর মতে এর অর্থ- নিজ ইবাদতে সরল পথাবলম্বী থাক। যে পথ নবী করীম (সা.) দেখিয়েছেন তা ছেড়ে বাঁকা পথে চলো না। ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, (ক) একান্তভাবে মহান আল্লাহ্রই জন্য হবে, যেমন সামনে বলা হয়েছে- وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাক) এবং (খ) সেই শর'ঈ পন্থা

(৩০) فَرِيقًا هَدٰى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۚ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ
اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

৩০. একদলকে তিনি হিদায়াত করেছেন, আরেক দলের প্রতি অবধারিত হয়ে গেছে পথভ্রষ্টতা। তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে এবং তারা মনে করে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।৩৩

অনুযায়ী হবে, যা নবী-রাসূলগণ দেখিয়ে গেছেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, واقيموا وجوهكم মোদ্দা কথা, এ আয়াতে শরী'আতের যাবতীয় আদেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বান্দাদের পারস্পরিক লেন-দেন, আচার-ব্যবহারের সাথে যা কিছু সম্পৃক্ত তার সব قسط -এর মধ্যে এসে গেছে। আর যার সম্পর্ক মহান আল্লাহ্‌র সাথে, তা যদি দৈহিক হয়, তবে واقيموا وجوهكم -এর মাঝে। আর আত্মিক হলে وادعوه مخلصين له الدين -এর মাঝে সন্নিবিষ্ট।

৩২. অর্থাৎ মধ্যপন্থা, স্থিতিশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে চলা মানুষের জন্য জরুরী। এ কারণে যে, মৃত্যুর পর আরেক জীবন অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান জীবনের কর্মফল তখন সামনে এসে যাবে। তার চিন্তা এখনই করা দরকার। ইরশাদ হয়েছে وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ 'প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে' (৫৯ ঃ ১৮)।

নিজেদের কাজ সম্পর্কে কাফিরদের ধারণা

৩৩. অর্থাৎ যাদের জন্য গোমরাহী নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। তারা সেই সব লোক, যারা মহান আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে। মজার কথা, এরূপ প্রকাশ্য ভ্রষ্টতা সত্ত্বেও তারা মনে করে, আমরা বেশ সঠিক পথে আছি। ধর্মীয় দিক থেকে যে নীতি ও কর্মপন্থা আমরা গ্রহণ করেছি সেটাই বিশুদ্ধ। অন্যত্র বলা হয়েছে, ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا 'পার্থিব জীবনে তাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে (১৮ঃ ১০৪)।

কেউ ভুল বুঝে কুফরী করলেও সে কাফির

আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে হঠকারী কাফিরদের মত সেইসব কাফিরও فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ (আরেক দলের জন্য পথভ্রষ্টতা নির্ধারিত হয়ে গেছে)-এর অন্তর্ভুক্ত, যারা অজ্ঞতাবশত নিজেদের বাতিল পথকে হক বলে মনে করে। তাদের এ বুঝার ভুল ভাল রকমে চিন্তা-ভাবনা না করার কারণেই হোক কিংবা চিন্তা-শক্তি ও দলীল-প্রমাণের প্রয়োগজনিত কোন ত্রুটির কারণে হোক। বাহ্যত তারা চিন্তা-ভাবনার মাঝে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করলেও এরূপ প্রকাশ্য ও সমুজ্জ্বল সত্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হওয়াটাই প্রমাণ করছে যে, চিন্তা ও যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োগে কোন ত্রুটি হয়ে

(٣١) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

৩১. হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় নিজ বেশভূষা গ্রহণ কর এবং খাও ও পান কর, কিন্তু অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়কারীদের পসন্দ করেন না।[৩৪]

গেছে। বস্তুত যেসব বিষয়ে ঈমান আনার উপর মুক্তি নির্ভরশীল, তা এতই সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল যে, তা অস্বীকার করার কারণ বিদ্বেষ বা চিন্তার ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। যা হোক, কুফর এমনই এক কালকূট, যা জেনেশুনে কি ভুল বুঝে-যেভাবেই খাওয়া হোক ধ্বংস অনিবার্য। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মত। 'রূহুল-মা'আনীতে' এ বিষয়ে যে কতিপয়ের মতবিরোধ উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হলো জাহিজ ও আমবারী, যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তারা মু'তাযিলা হিসাবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও খোদ মু'তাযিলাদেরই তাদের ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। এজন্যই রূহুল-মা'আনী প্রণেতা তাদের মাযহাব উল্লেখ করার পর লিখেন والتزام ان كل كافر معاند لله تعالى الحجة البالغة بعد البعثت وظهور امر الحق كفار على علم নবূওয়াতের আবির্ভাব ও সত্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর যে সমস্ত কাফির হঠকারিতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সকলেই জেনেশুনে কাফির। মহান আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত প্রমাণ দ্বারা তাই সাব্যস্ত হয়।

পানাহার ও পোশাক পরিচ্ছদ উপেক্ষণীয় নয়, বরং সীমার ভিতরে থেকে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়

৩৪. প্রাক-ইসলামী যুগে অনেকে বিবস্ত্র হয়ে তাওয়াফ করত এবং এটাকে অনেক বড় পুণ্য ও পরহিযগারী মনে করত। অনেকে হজ্জের মওসুমে কোন রকমে প্রাণ বাঁচে–এ পরিমাণই পানাহার করত, এর বেশী নয়। অনুরূপ ঘি, চর্বি ইত্যাদি খাওয়া ছেড়ে দিত। অনেকে ছাগলের দুধ, গোশত ইত্যাদি খেত না। আলোচ্য আয়াতগুলো তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ। তাদের বলে দেওয়া হয়েছে, এসব কোন পুণ্য ও তাকওয়ার কাজ নয়। মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া পোশাক, যা তোমাদের লজ্জা ঢাকে ও দেহের শোভা বর্ধন করে, অন্য সময়ের চেয়ে ইবাদতকালে আরও বেশী ব্যবহার্য, যাতে বান্দা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর প্রদত্ত নিআমতের চিহ্ন নিয়ে হাযির হতে পারে। আল্লাহ্ তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যেসব সামগ্রী দান করেছেন তা কাজে লাগাও। শর্ত কেবল এতটুকুই, যাতে অপব্যয় না হয়।

اسراف - অর্থ সীমা লংঘন করা। এটা বিভিন্ন রকম হতে পারে, (ক) হালালকে হারাম সাব্যস্ত করা; (খ) হালালকে অতিক্রম করে হারাম বস্তুও ভোগ করতে শুরু করা; (গ) অমার্জিতভাবে ও লালসাভরে পানাহারে লিপ্ত হওয়া; (ঘ) প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও পানাহার করা; (ঙ) অসময়ে খাওয়া; (চ) এত কম খাওয়া যা স্বাস্থ্য ও

(৩২) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

৩২. বল, আল্লাহ্‌র দেওয়া বেশ-ভূষাকে, যা তিনি আপন বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যকে কে হারাম করল? বল, প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত নি'মত মু'মিনগণের জন্য পার্থিব জীবনে, বিশেষভাবে তাদেরই জন্য কিয়ামতের দিনে। এভাবেই আমি জ্ঞানীদের জন্য বিশদভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি।[৩৫]

শক্তিরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়; (ছ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি। اسراف শব্দটি এসব কিছুকেই শামিল করে। অপব্যয়ও এর একটি শাখা। এ ব্যাপকতা দৃষ্টেই এক বুযুর্গ বলেন جمع الله الطب كله فى نصف اية 'আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে অর্ধ-আয়াতের মধ্যে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন।'

পার্থিব নিআমত কাফির ও ভোগ করতে পারে, কিন্তু আখিরাতের নিআমত মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট

৩৫. নিখিল বিশ্বের সমস্ত জিনিস এজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে মানুষ উপযুক্ত পন্থায় তা দ্বারা উপকৃত হয়ে মহান স্রষ্টার ইবাদত-আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মশগুল হতে পারে। এ দৃষ্টিতে দুনিয়ার যাবতীয় নিআমত প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ও অনুগত বান্দাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে কাফিরদেরকেও এসব ব্যবহারে বাধা দেওয়া হয়নি। তারাও নিজ মেহনত ও চেষ্টা-তদবীর দ্বারা এর দ্বারা পার্থিব উপকার লাভ করে থাকে। বরং মু'মিনগণ যখন ঈমান ও তাকওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন আপাত দৃষ্টিতে এসব যবরদখলকারীদেরকেই তাদের মেহনত ও শ্রমে বেশী কৃতকার্য মনে হয়। বস্তুত, সেটাকে কাফিরদের কর্ম-তৎপরতার ফল এবং সেই সাথে মু'মিনগণের পক্ষে সতর্ক-সংকেত ও ভর্ৎসনারূপে দেখা উচিত। ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ - اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

'যারা পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, তাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে তাদের পূর্ণ কর্মফল দান করি এবং সেথায় তাদেরকে কম দেওয়া হবে না। তাদের জন্য পরলোকে আগুন ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে পরলোকে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক' (১১ : ১৫-১৬)। বাকি আখিরাতে নিআমত কেবল মু'মিনগণের জন্যই নির্দিষ্ট। কতক আলিম خالصة يوم القيامة-র ব্যাখ্যা করেছেন যে, পার্থিব নিআমত নির্জলা নয়। কেননা, এর সাথে নানা রকমের কষ্টক্লেশ ও দুঃখ-চিন্তা বরদাশত করতে হয়। কিন্তু আখিরাতের নিআমত সর্বপ্রকার আবিলতা হতে মুক্ত। 'আদ-দুররুল-মান্‌সূর' গ্রন্থে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) হতে

CamScanner

(৩৩) قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ○

(৩৪) وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَاۤءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

৩৩. বল, আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন কেবল প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা এবং পাপ,[৩৬] অন্যায় বাড়াবাড়ি ও এমন জিনিসকে আল্লাহ্র শরীক করা, যার কোন সনদ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন বিষয় আরোপ করা, যা তোমাদের জানা নেই।[৩৭]

৩৪. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য এক প্রতিশ্রুতি আছে। যখন তাদের প্রতিশ্রুতি এসে পড়বে, তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্বও করতে পারবে না এবং ত্বরাও করতে পারবে না।[৩৮]

আয়াতের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, আখিরাতে বিপদের কারণ হবে না-এ দৃষ্টিতে দুনিয়ার নিআমতসমূহ কেবল মু'মিনগণের জন্য। কুফর ও সত্যত্যাগ প্রবণতার কারণে কাফিরদের জন্য পার্থিব নিআমত শাস্তি ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৩৬. **اثم** বল্তে সাধারণভাবে সর্বপ্রকার পাপ বুঝায়। বিশেষ কতক পাপকর্মের কথা স্থান-কাল দৃষ্টে বা বিশেষ গুরুত্বের কারণে উল্লেখ করা হয়েছে। কারও মতে **اثم** এমন পাপ যার সম্পর্ক পাপকর্তা ছাড়া আর কারও সাথে থাকে না।

৩৭. যেমন তারা অশ্লীল কাজ-কর্ম সম্পর্কে বলত **والله امرنا بها** 'আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদেরকে এর আদেশ করেছেন।'

নির্দিষ্ট সময় ত্বরান্বিত না করতে পারা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের সমাধান

৩৮. বাহ্য দৃষ্টিতে প্রশ্ন হতে পারে, যখন প্রতিশ্রুত ক্ষণ এসে গেল, তখন তাকে বিলম্ব করা তো সম্ভব ছিল, যে কারণে তা রহিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, কিন্তু ত্বরান্বিত করা তো সম্ভবই নয়। কাজেই, তা রহিত করার কী অর্থ? এর সমাধানার্থে কোনও কোনও তাফসীরবেত্তা **لايستقدمون** -এর সংযোগ স্থাপন (**عطف**) করেছেন শর্তবোধক বাক্য **اذا جاء اجلهم** -এর সাথে। আবর অনেকে **جاء اجلهم** দ্বারা নৈকট্য ও দূরত্ব উভয়ই বুঝিয়েছেন। আমার মতে এত কিছুর কোন প্রয়োজন নেই। যে জিনিসে বিপরীত দুই দিক থাকে সাধারণ কথাবার্তায় তাতে জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনেক সময় উভয় দিককেই রহিত করে দেওয়া হয়; সম্ভাব্য দিককে মূল লক্ষ্য হিসাবে এবং যে দিকের কোন সম্ভাবনা থাকে না তাকে নিছক জোর সৃষ্টির কিংবা বাক্যের শ্রীবৃদ্ধির

(٣٥) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

(٣٦) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৩৫. হে আদম সন্তান! যদি তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল তোমাদের নিকট এসে তোমাদেরকে আমার আয়াত শোনায়, তখন যারা সতর্ক হয় ও সংশোধন হয়ে যায়, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

৩৬. আর যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে ও তার প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে, তারাই জাহান্নামবাসী, তারা তাতেই সর্বদা থাকবে।[৩৯]

উদ্দেশ্যে। দোকানদারের কাছ থেকে কোনও জিনিস খরিদ করার সময় ক্রেতা বলে থাকে, কিছু কম-বেশী কর'! দোকানদারও বলে দেয় 'কম-বেশী হবে না'। উভয়ের কথায় কমটাই আসল উদ্দেশ্য। বেশীর কথা কেবল নির্ধারিত মূল্যকে সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় সাব্যস্ত করার নিমিত্তই উল্লেখ করা হয়েছে। এস্থলে বাক্যের আসল উদ্দেশ্য একথা বুঝানো যে, মহান আল্লাহ্‌র ওয়াদা যখন এসে পড়বে তখন, তা টল্‌বার নয়। এক মিনিটের আগু-পিছু তাতে হতে পারে না। উদ্দেশ্য হলো, পেছানোকে রহিত করা। এগিয়ে আনার বিষয়টি পূর্ব হতেই বর্জিত ছিল, তথাপি তাকে রহিত করাটা নিছক ওয়াদা অনড় হওয়ার উপর শক্তি আরোপের একটা পদ্ধতি মাত্র। অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করে হারামকে হারাম সাব্যস্ত করে, তারা যেন আল্লাহ্‌র দেওয়া অবকাশ দেখে ধোকায় না পড়ে ও নিশ্চিন্ত না হয়। মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যেক দল ও ব্যক্তির জন্য এক সুনির্দিষ্ট সময় আছে। শাস্তির সময় যখন এসে পড়বে, তখন আর তা টলানো যাবে না।

বনী আদমের জীবন চলার পথ নির্দেশ

৩৯. আবূ ইয়াসার সুলামীর সূত্রে ইব্‌ন জারীর (র.) উদ্ধৃত করেন يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ - বাক্যের এ সম্বোধন রূহের জগতে সমস্ত আদম সন্তানকে লক্ষ্য করে করা হয়েছিল। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى (আমি বললাম, তোমরা সকলেই এস্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে ' .... ' (২ : ৩৮)। এর দ্বারাও উক্ত মত সমর্থিত হয়। কিন্তু অনেকের মতে প্রত্যেক কালে প্রত্যেক জাতির প্রতি যে সম্বোধন হত আলোচ্য আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। আমার মতে দু রুকূ' পূর্ব হতে যে বিষয়বস্তু চলে আসছে তার বিন্যাস ও গ্রন্থনাই বলে দিয়েছে যে, যেই আসল

নিবাস জান্নাতে আদম ও হাওয়াকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতর অবাধ জীবন যাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে যখন তাদেরকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত করে দেওয়া হল, তখন তাদের একনিষ্ঠ তওবা ও অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ের আকুতি দৃষ্টে আল্লাহ্ তা'আলা সমীচীন মনে করলেন, এ বঞ্চনার প্রতিকার ও সমস্ত বনী আদমকে তাদের পৈতৃক উত্তরাধিকারে প্রত্যানীত করার জন্য কিছু পথ-নির্দেশ করা হোক। সুতরাং আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণের ঘটনা শেষ করার অব্যবহৃতি পর يَابَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا .... বাক্য দ্বারা সম্বোধন করে ক্রমাগত তিন-চার রুকূ' পর্যন্ত সেই দিক-নির্দেশই তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সমস্ত মানব-সন্তানকে একই সময়ে উপস্থিত ধরে নিয়ে সাধারণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, জান্নাত হতে বের হওয়ার পর তোমাদের জন্য জান্নাতী পোশাক ও খাদ্যের স্থলে জাগতিক পোশাক-আশাক ও খাদ্র-সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছি। যদিও জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় ও ভাবনামুক্ত জীবন এখানে লাভ হবে না, তবু সর্বপ্রকার আরাম-আয়েশের সামগ্রী দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ তোমাদের দিয়েছি, যাতে তোমরা এখানে বসবাস করে নিশ্চিন্তে আপন আসল বাসস্থান ও পৈতৃক উত্তরাধিকার ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় রত থাকতে পার। তবে অভিশপ্ত শয়তানের ছল-চাতুরি হতে সাবধান থেকো, পাছে চির দিনের জন্য তোমাদেরকে সে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করে দেয়। অশ্লীলতা, পাপাচার ও সীমালংঘন পরিহার করে চলো। নিষ্ঠা ও ইবাদত-বন্দেগীর পথ অবলম্বন করো। মহান আল্লাহ্র দেওয়া নিআমত ভোগ করো। তবে প্রকৃত মালিক যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা অতিক্রম করো না। আর লক্ষ্য কর, প্রত্যেক জাতি কী ভাবে আপন আপন মেয়াদ পূর্ণ করে তার আসল ঠিকানায় পৌঁছে যায়। এর মধ্যে যদি আল্লাহ্ তা'আলা কখনও তোমাদেরই মধ্য হতে কাউকে নবী করে পাঠান, যিনি তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করে শোনাবেন, যা দ্বারা তোমরা নিজ পিতার আসল উত্তরাধিকার জান্নাত লাভ করতে উদ্বুদ্ধ হবে ও উপদেশ পাবে এবং প্রকৃত মালিকের সন্তুষ্টির পথ জানতে সক্ষম হবে, তখন তোমরা তাঁর অনুসরণ ও সাহায্য করো। মহান আল্লাহ্কে ভয় করে মন্দ কাজ ত্যাগ করো ও ভাল কাজ অবলম্বন করো। এভাবে চললে তোমাদের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ শঙ্কাহীন ও নিরাপদ। তোমরা এমন স্থানে পৌঁছে যাবে, যেখানে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু আমার আয়াতসমূহ যদি প্রত্যাখ্যান কর, অহমিকা দেখিয়ে তার অনুসরণ থেকে পাশ কাটাও, তবে মূল নিবাস ও পৈতৃক উত্তরাধিকার হতে চির বঞ্চনা এবং অনন্ত শাস্তি ছাড়া আর কিছু মেলবে না।

যারা এ আয়াত দ্বারা খতমে নবূওয়াত সম্পর্কিত অকাট্য দলীল প্রমাণের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্তকার জন্য নবী-রাসূল আগমনের দুয়ার খুলতে চায়, তাদের জন্য এস্থলে নিজ মতলব উদ্ধারের কোন সুযোগ নেই।

(٣٧) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ○

৩৭. যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা তাঁর আদেশসমূহ প্রত্যাখ্যান[৪০] করে, তাদের চেয়ে বড় যালিম আর কে? কিতাবে তাদের যে অংশ লিপিবদ্ধ আছে, তারা তা প্রাপ্ত হবে।[৪১] অবশেষে আমার প্রেরিতগণ যখন তাদের প্রাণ হরণের জন্য তাদের নিকট পৌঁছবে এবং বলবে, আল্লাহ্ ছাড়া আর যাদের তোমরা ডাকতে তারা কোথায় গেল? তখন তারা বলবে, তারা আমাদের থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে এবং তারা নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকার করে নেবে যে, নিঃসন্দেহে তারা কাফির ছিল।[৪২]

---

৪০. অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র আয়াত আবৃত্তি করে শোনান এমন সত্য নবী-রাসূলকে স্বীকার করে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য, বাকি যারা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করে, মিথ্যা আয়াত রচনা করে, মহান আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ দেয় বা কোন সত্য নবীকে বা তাঁর আনীত আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের চেয়ে বড় যালিম আর কেউ নয়।

৪১. অর্থাৎ দুনিয়ায় আয়ু, রিয্‌ক ইত্যাদি যা তাদের জন্য ধার্য আছে, বা এখানকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা যা তাকদীরে লেখা আছে তা পৌঁছবেই। তারপর মৃত্যুকালে বা মৃত্যুর পর যা কিছু ঘটবে তা সামনে বর্ণিত হয়েছে। যদি نصيبهم من الكتاب দ্বারা দুনিয়ার শাস্তি নয়, বরং আখিরাতের শাস্তি বোঝান হয়ে থাকে। তবে حتى اذا جاء تهم দ্বারা সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, সে শাস্তির সূচনা ইহ্‌লোকের শেষ মুহূর্তগুলোতেই হয়ে যায়।

প্রাণ হরণের পর ফেরেশতাদের তিরস্কার ও কাফিরদের স্বীকারোক্তি

৪২. অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যখন অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের প্রাণ হরণ করে নিকৃষ্ট অবস্থায় নিয়ে যায়, তখন তাদেরকে বলে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাদের ডাকতে, তারা কোথায় গেল যে, এখন তোমাদের কোন কাজে আসছে না? তাদের ডাক, যাতে এ বিপদ হতে তোমাদের উদ্ধার করতে পারে। তখন কাফিররা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আমরা মারাত্মক ভুলের মধ্যে ছিলাম যে, এমন সব জিনিসকে মা'বূদ ও ত্রাণকর্তা বানিয়ে নিয়েছিলাম, যারা তার উপযুক্ত ছিল না। আজ এ বিপদ মুহূর্তে তাদের কোন খোঁজ নেই, কিন্তু এ অসময়ের স্বীকারোক্তি ও অনুতাপ কী কাজে লাগতে পারে? আদেশ করা হবে ادخلوا فى امم (তোমাদের পূর্ববর্তীদের সাথে তোমরাও আগুনে প্রবেশ কর)। যেসব আয়াতে বলা হয়েছে, তারা তাদের কুফর ও শিরক

(৩৮) قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ○

৩৮. তিনি বলবেন, তোমাদের আগে যে জিন্ন ও মানবদলসমূহ গত হয়েছে, তোমরা তাদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর।[৪৩] যখন এক দল প্রবেশ করবে, তখন অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে।[৪৪] অবশেষে যখন সকলেই তাতে নিপতিত হবে, তখন তাদের পরবর্তিগণ পূর্ববর্তিগণ সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে; কাজেই, তাদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দিন। তিনি বলবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে। কিন্তু তোমরা জান না।[৪৫]

অস্বীকার করবে, তা এ আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, কিয়ামতে একাধিক ঘাঁটি ও নানা রকম অবস্থা রয়েছে। সেই সাথে মানুষের শ্রেণীও হবে অসংখ্য। কোথাও এক ঘাঁটি বা এক শ্রেণীর অবস্থা বলা হয়েছে এবং কোথাও অন্য ঘাঁটি বা শ্রেণীর।

৪৩. অর্থাৎ পূর্বাপর সকল কাফিরকেই জাহান্নামে যেতে হবে।

৪৪. সে বিপদে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল কি হবে, বরং এক জাহান্নামী অপর জাহান্নামী লাআনত ও গালমন্দ করবে। সম্ভবত অধীনস্থরা সর্দারদের বলবে, তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র লা'নত। 'তোমরা নিজেদের সাথে আমাদেরও ডোবালে। নেতারা বলবে, রে অভিশপ্তরা, আমরা না হয় গর্তে পড়েছিলাম, কিন্তু তোমরা চোখ রেখেছিলে কোথায়?

প্রত্যেক জাহান্নামী দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করবে- এ ব্যাখ্যা

৪৫. অর্থাৎ এক হিসেবে পূর্ববর্তীদের দ্বিগুণ অপরাধ। কারণ, তারা নিজেরাও বিপথগামী হয়েছে এবং পরবর্তীদের জন্য বিভ্রান্তির পথ খুলে দিয়েছে। অন্য হিসাবে পরবর্তীদের অপরাধ দ্বিগুণ, কেননা, এক তো তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, উপরন্তু পূর্ববর্তীদের অবস্থা দেখেশুনেও শিক্ষা গ্রহণ করেনি। কিংবা প্রত্যেক জাহান্নামীর আযাবই যেহেতু আপন আপন স্তর অনুযায়ী মাঝে মাঝে বৃদ্ধি পেতে থাকবে, সে দৃষ্টিতে বলা হয়েছে, প্রত্যেকের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি। এখনও তোমরা শাস্তির সূচনা পর্বে রয়েছো সামনে কী হবে, সে খবর তোমাদের নেই। অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের শাস্তি দ্বিগুণ করে দেওয়ার দ্বারা তোমাদের পরবর্তীদের আহ্লাদিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এ ব্যাখ্যা তখনই প্রযোজ্য, যখন لكل ضعف দ্বারা উভয় দলকে বোঝানো হবে। কিন্তু ইব্‌ন কাছীরের মতে এ আয়াতে পরবর্তীদের অবহিত করা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই

(৩৯) وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝

(৪০) اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ
السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَكَذٰلِكَ
نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ۝

৩৯. এবং তাদের পূর্ববর্তিগণ পরবর্তিগণকে বলবে, আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়নি, কাজেই এখন নিজেদের কৃতকর্মের কারণে শাস্তি আস্বাদন কর।[৪৬]

৪০. নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তার বিপরীতে অহংকার দেখিয়েছে, তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না[৪৭] এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না- যাবত না সুইয়ের ছিদ্রে উট প্রবেশ করে।[৪৮] পাপিষ্ঠদেরকে আমি এভাবেই প্রতিফল দেই।

আমি পূর্ববর্তীদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য তার স্তর অনুযায়ী দ্বিগুণ শাস্তি রেখেছি, যেমন, অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ 'আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফিরদের ও আল্লাহ্র পথে বাধাদানকারীদের' (নাহল ঃ ৮৮)। অন্যত্র وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ 'তারা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঁঝার সাথে আরও কিছু বোঁঝা' (আনকাবূত ঃ ১৩)। আরও ইরশাদ হয়েছে وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ 'এবং বহন করবে তাদেরও পাপ-ভার, যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করেছে' (নাহল ঃ ২৫)।

৪৬. অর্থাৎ আমাদের শাস্তি বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে তোমাদের কী লাভ হল? তোমাদের শাস্তি কি কিছুটা লাঘব হয়েছে? তা তো নয়। তোমাদেরকেও কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

৪৭. না ইহজীবনে তাদের আমল আসমানে কবূল হবে ও মর্যাদা পাবে এবং না মৃত্যুর পর তাদের আত্মা আসমানে আরোহণের অনুমতি পাবে। বিশুদ্ধ হাদীছে আছে, কাফিরের আত্মাকে মৃত্যুর পর আসমান থেকে সিজ্জীনে নিক্ষেপ করা হয়। আর মু'মিনের রূহ সপ্তম আকাশ পর্যন্ত আরোহণ করে থাকে। বিস্তারিত বর্ণনা হাদীছের কিতাবে দ্রষ্টব্য।

সুইয়ের ছিদ্রে উট প্রবেশের অর্থ

৪৮. অসম্ভব বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করে প্রতিপাদ্যের অসম্ভাব্যতা বোঝানো হয়েছে। সব ভাষাতেই এরূপ বাগ্‌ধারা আছে। যাতে কোন বিষয়ের অসম্ভব্যতা প্রমাণার্থে যে বিষয়কে অন্য এক অসম্ভব বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করে দেওয়া হয়।

(٤١) لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ

(٤٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۤ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(٤٣) وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَ
قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ
لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَنُوْدُوْۤا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৪১. তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের বিছানা এবং উপর থেকে আচ্ছাদন, এভাবেই আমি যালিমদের শাস্তি দেই।[৪৯]

৪২. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আমি তো কারও উপর তার ক্ষমতার বাইরে বোঝা চাপাই না, তারাই জান্নাতবাসী এবং তারা তাতেই সর্বদা থাকবে।[৫০]

৪৩. তাদের অন্তরে যা-কিছু ঈর্ষা ছিল তা দূর করে দেব।[৫১] তাদের তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে এবং তারা বলবে, আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ্ হিদায়াত না করলে আমরা পথ পাওয়ার ছিলাম না। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ আমাদের নিকট সত্য বাণী নিয়ে এসেছেন।[৫২] এবং আওয়ায আসবে, এই যে জান্নাত– তোমরা এর উত্তরাধিকারী হয়েছ নিজ কর্মের বদৌলতে।[৫৩]

বোঝানো হয়েছে, ক্ষুদ্র সুইয়ের সরু ছিদ্রপথে এত বড় বিশালদেহী উটের প্রবেশ যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব এসব দাম্ভিক কাফিরদের জান্নাতে প্রবেশ। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন, তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। তাঁর জ্ঞানে এ শাস্তিই তাদের জন্য স্থির হয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁর জ্ঞান ও সংবাদের ব্যত্যয় কী করে হতে পারে?

৪৯. অর্থাৎ আগুন তাদেরকে সব দিক থেকে ঘিরে রাখবে। কোনও পাশেই শান্তি মিলবে না।

৫০. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا এটি একটি অন্তর্বর্তী বাক্য, যেটি কথার মাঝখানে এনে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ঈমান ও সৎকর্মের বদলে এতবড় পুরস্কার লাভ হবে, সেটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, যা মানুষের সাধ্যাতীত বলে মনে হবে। কিংবা এর অর্থ এই যে, প্রত্যেকের কাছে ততটুকু সৎকর্মই কাম্য, যতটুকু তার সাধ্য ও ক্ষমতাধীন। তার অতিরিক্ত দাবী করা হয় না।

জান্নাতীদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করার অর্থ

৫১. نَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ (তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করে দেব)-এর অর্থ হয়ত এই যে, জান্নাতের নিআমত নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে কোন

(٤٤) وَنَادٰۤى اَصۡحٰبُ الۡجَنَّةِ اَصۡحٰبَ النَّارِ اَنۡ قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا
حَقًّا فَهَلۡ وَجَدۡتُّمۡ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقًّا ؕ قَالُوۡا نَعَمۡ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ
بَيۡنَهُمۡ اَنۡ لَّعۡنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيۡنَ ۝

৪৪. এবং জান্নাতবাসিগণ জাহান্নামীদের ডাক দিয়ে বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্য পেয়েছি, তা তোমরাও কি নিজ প্রতিপালকের ওয়াদাকে সত্য পেয়েছ? তারা বলবে, হ্যাঁ। অনন্তর এক ঘোষক তাদের মাঝে ঘোষণা করবে, যালিমদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত।

রকম হিংসা-বিদ্বেষ হবে না। প্রত্যেকেই নিজের ও অপরাপর ভাইয়ের মর্যাদা ও অবস্থান দেখে খুশী থাকবে। পক্ষান্তরে, জাহান্নামীরা বিপদের সময় একে অপরকে গালিগালাজ করবে। যেমন ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

অথবা এর অর্থ, নেক বান্দাগণের মধ্যে দুনিয়ায় কোন বিষয়ে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে তাদের অন্তর থেকে তা মুছে দেওয়া হবে। সেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি খুশী থাকবে। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমার আশা, আমি উছমান, তালহা ও যুবায়র (রা.) সেই সব লোকের মধ্যে হবো। অনুবাদক (র.) এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হিসাবেই তরজমা করেছেন।

৫২. অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র তাওফীক ও সাহায্য এবং রাসূলগণের সঠিক পথ প্রদর্শনের ফলে এ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছার সৌভাগ্য হয়েছে। নচেৎ, কোথায় আমরা আর কোথায় এ মর্যাদা!

জান্নাত লাভের জন্য কর্ম বাহ্য এবং আল্লাহ্‌র রহমত প্রকৃত কারণ

৫৩. মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কোন ফেরেশতা এ ঘোষণা দেবে যে, আজ যাবতীয় কর্ম-প্রচেষ্টা কাজে এসেছে। আশা ও মেহনতের বদৌলতে আজ তোমরা পিতা আদম (আ.)-এর উত্তরাধিকার হস্তগত করে নিয়েছ। হাদীছে আছে, 'কোনও ব্যক্তির আমল তাকে কখনই জান্নাতে পৌঁছাতে পারবে না।' তার অর্থ কর্ম-প্রচেষ্টা জান্নাত লাভের মূল কারণ নয়। বাহ্য কারণ মাত্র। জান্নাত লাভের প্রকৃত কারণ তো মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যেমন উক্ত হাদীছেই বলা হয়েছে الا ان يتغمدنى الله برحمته 'যদি না আল্লাহ্ আপন রহমতে আমাকে আচ্ছন্ন করে নেন'! তবে বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ্‌র রহমতবর্ষণ ততটুকুই হয়, যতটুকু কর্ম-প্রচেষ্টা তার থাকে। অনুবাদক (র.) বলতেন, গাড়ী তো মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-শক্তির জোরেই চলে। কর্ম হলো, সেই পতাকা যার ইশারায় গাড়ী সচল হয় কিংবা থেমে যায়।

(٤٥) الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ۝

(٤٦) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّاۢ بِسِيْمٰىهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۣ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ۝

৪৫. যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিত ও তাতে বক্রতা সন্ধান করত এবং তারা আখিরাতে অবিশ্বাসী ছিল।[৫৪]

৪৬. উভয় দলের মাঝখানে থাকবে এক প্রাচীর[৫৫] এবং আ'রাফের উপর কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দেখে চিনে নেবে ও জান্নাতবাসিগণকে ডেকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম। তারা জান্নাতে দাখিল হয়নি, তবে তারা আশাবাদী।[৫৬]

---

৫৪. আলোচ্য আয়াতসমূহে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামীদের মধ্যে কিংবা তাদের ও আ'রাফবাসীদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হবে, তা বিধৃত হয়েছে। প্রথম ও শেষ যে কথা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের মধ্যে হবে, তা এপক্ষ থেকে হোক কি ওপক্ষ থেকে, তার দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় এসব কথাবার্তা তাদের জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশের পরে হবে। কাজেই, আয়াতের শাব্দিক চাহিদা হলো, আ'রাফবাসীদের সাথে তাদের কথাবার্তাও এর পরেই হবে। যা হোক, জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশের পর নিজ অবস্থার উপর আনন্দ প্রকাশ ও জাহান্নামীদেরকে ধিক্কার ও নিন্দা করার জন্য বলবে, নবী-রাসূলগণের যবানীতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, অর্থাৎ ঈমান আনলে স্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যাবে, আমরা তা সত্য পেয়েছি। এখন হে জাহান্নামীরা! তোমরা বলতো, কুফ্‌র ও অবাধ্যতার কারণে যে হুশিয়ারী তোমাদের দেওয়া হয়েছিল তোমরাও কি তা সত্য পেয়েছ? বলা বাহুল্য, জওয়াবে তারা 'হ্যাঁ' ছাড়া আর কিইবা বলতে পারে? তখন মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবে, (এমনি তো পাপিষ্ঠ বহু আছে,কিন্তু) মহান আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত ও লা'নত সেই সব যালিমের প্রতি, যারা নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হয়েছেই, সেই সঙ্গে আখিরাতের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফিল হয়ে অন্যদেরকে সত্যপথে বাধা দিতে থাকে এবং নিজেদের কুটিল স্বভাবের কারণে দিন-রাত এ ফিকিরেই থাকত যে, সরল পথকে কী করে বাঁকা প্রমাণ করা যায়।

আ'রাফবাসী কারা? জান্নাতীদের প্রতি তাদের উক্তি

৫৫. حجاب অর্থ পর্দা, অন্তরায়। এস্থলে পর্দার প্রাচীর বোঝান হয়েছে। সূরা হাদীদে আরও স্পষ্ট বলা হয়েছে- فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ 'উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর, যাতে একটি দরজা থাকবে, (হাদীদ ঃ ১৩)। এ প্রাচীরের কারণে জান্নাতের আনন্দ জাহান্নামে এবং জাহান্নামের দুঃখ-কষ্ট জান্নাতে পৌছতে পারবে না। এর স্বরূপ ও বিস্তারিত অবস্থা আমাদের জ্ঞানের বাইরে।

(৪৭) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ۝

৪৭. আর যখন তাদের চোখ জাহান্নামীদের দিকে ঘুরে যাবে, তখন তারা বলে উঠবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।[৫৭]

---

৫৬. উক্ত মধ্যবর্তী প্রাচীরের উপরের স্থানকেই আ'রাফ বলা হয়। আ'রাফবাসী কারা? ইমাম কুরতুবী (র.) এ সম্পর্কে বারটি মত উল্লেখ করেছেন। হযরত হুযাইফা (রা.), ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.), ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম ও অধিকাংশ পূর্বসূরী উলামায়ে কিরাম হতে যে মত বর্ণিত, আমাদের নিকট তাই বেশী গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ আমল ওজন করার পর যাদের পুণ্য ভারী হবে, তারা জান্নাতী, যাদের পাপ ভারী হবে তারা জাহান্নামী। আর যাদের পাপ-পুণ্য সমান হবে তারা আ'রাফে স্থান পাবে। রিওয়ায়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আ'রাফবাসীরাও শেষ পর্যন্ত জান্নাতে চলে যাবে। তা ছাড়া, বিষয়টি এমনিতেও বুঝে আসে। কেননা, পাপী মু'মিন, পাপাচার অধিক হওয়ার কারণে যারা জাহান্নামে যাবে, তারাই যখন এক সময় জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে জান্নাত লাভ করবে, তখন আ'রাফবাসিগণের তো আরও আগেই জান্নাত লাভ করা উচিত, যেহেতু তাদের পাপ-পুণ্য বরাবর। বস্তুত, আ'রাফবাসিগণকে দক্ষিণপন্থি (أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ) -গণের একটি দুর্বল দল মনে করা উচিত। ঠিক, যেমন নৈকট্যপ্রাপ্ত অগ্রবর্তী দল (السابقون المقربون) প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-পন্থিগণেরএমন একটি ভাগ, যারা নিজেদের দৃঢ়-সংকল্পজনিত কর্মকাণ্ডের বদৌলতে সাধারণ দক্ষিণপন্থিগণের অনেক উপরে চলে গেছেন আ'রাফবাসিগণ হবেন তাদেরই বিপরীত ভাগ, যারা নিজ আমলের স্থূলতার কারণে সাধারণ দক্ষিণপন্থিগণের তুলনায় পেছনে রয়ে গেছেন। তাঁরা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামীদের মধ্যখানে থাকার কারণে উভয় শ্রেণীর লোকদেরকে তাদের বিশেষ চিহ্নাদি দেখে চিনতে পারবেন। জান্নাতীদেরকে তাদের জ্যোতির্ময় মুখচ্ছবি দ্বারা এবং জাহান্নামীদেরকে তাদের পঙ্কিল অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখ দ্বারা। মোদ্দাকথা, তারা জান্নাতীদেরকে দেখে স্বাগত সম্ভাষণ স্বরূপ সালাম জানাবেন এবং এখনও পর্যন্ত তারা যেহেতু জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে নি, তাই তার আশা-আকাংক্ষায় থাকবে। অবশেষে তাদের আশা পূরণ করা হবে।

জাহান্নামীদের সম্বন্ধে আ'রাফবাসীদের জন্য মন্তব্য

৫৭. জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থাকার কারণে আ'রাফবাসিগণের অবস্থা হবে আশা-নিরাশার মাঝামাঝি। জান্নাতিগণকে দেখে আশা সঞ্চার হবে, আর অপর দিকে তাকালে ভয় জাগবে এবং প্রার্থনা করবে, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এ জাহান্নামীদের কাতারভুক্ত করবেন না।

(٤٨) وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَىٰهُمْ قَالُوا۟ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝

(٤٩) أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۝

(٥٠) وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا۟ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ۝

৪৮. আ'রাফবাসিগণ সেই সব লোককে ডেকে বলবে, যাদেরকে তারা লক্ষণ[৫৮] দ্বারা চিনতে পারবে, তোমাদের দল ও তোমাদের কৃত অহংকার কোন কাজে আসল না।[৫৯]

৪৯. এরাই কি তারা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, এরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে না? তোমরা জান্নাতে চলে যাও। তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।[৬০]

৫০. আর জাহান্নামীরা জান্নাতবাসিগণকে ডেকে বল্‌বে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, কিংবা আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছেন তার কিছু। তারা বলবে, আল্লাহ্‌ এ উভয়কে কাফিরদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।

---

৫৮. অর্থাৎ জাহান্নামের সাজা ভোগ ছাড়াও তাদের চেহারা থেকে জাহান্নামী হওয়ার লক্ষণ ফুটে উঠবে। কিংবা এর অর্থ, তারা সেইসব লোক, যাদেরকে আ'রাফবাসিগণ দুনিয়ায়ই দেখে থাকবে। যে কারণে, সেখানে চেহারা দেখে চিনে ফেল্‌বে।

৫৯. অর্থাৎ এ বিপদের কালে তোমাদের সে সব দল ও পার্টি গেল কোথায়? আর দুনিয়ায় থাকাকালে তোমরা যে গালভরা বুলি ছাড়তে, আজ তার কী হল?

৬০. অর্থাৎ জান্নাতবাসিগণের প্রতি ইঙ্গিত করে তারা জাহান্নামীদের বলবে, এরাই কি সে সব দুরবস্থাসম্পন্ন, দুর্বল ও অসহায় লোক নয়, যাদের তুচ্ছ জ্ঞান করে তোমরা বলতে, আর সব লোক বাদ দিয়ে এদের প্রতি কি মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হতে পারে? أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ (আমাদের মধ্য হতে এদেরই প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছেন?)। আজ তো এদেরই বলা হয়েছে ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ (জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয়-দুঃখ নেই), অথচ, তোমরা এ শাস্তি ভোগ করছ।

(৫১) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْ
مَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

(৫২) وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

(৫৩) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ
مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا
لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

৫১. যারা নিজেদের দীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছিল, আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হব, যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাতকে বিস্মৃত হয়েছিল এবং যে-ভাবে তারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল।[৬১]

৫২. আমি তো তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি কিতাব, যার বিশদ ব্যাখ্যা করেছি সজ্ঞানে এবং যা মু'মিনগণের জন্য পথ-প্রদর্শক ও রহ্মত।[৬২]

৫৩. তারা কি কেবল এর মর্মবস্তু প্রকাশ পাওয়ারই প্রতীক্ষা করছে, যেদিন এর মর্মবস্তু প্রকাশ পাবে, সেদিন যারা পূর্বে তার কথা ভুলে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের রাসূল অবশ্যই সত্যবাণী এনেছিল। এখন আমাদের কোন সুপারিশকারী থাকলে আমাদের জন্য সুপারিশ করুক অথবা আমাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক, তা হলে আমরা পূর্বে যা করতাম তা হতে ভিন্নতর আমল করব। নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করত, তাও অন্তর্হিত হয়ে যাবে।[৬৩]

জান্নাতবাসীদের কাছে জাহান্নামীদের মিনতি ও তাদের জবাব

৬১. জাহান্নামীরা ভয়ার্ত ও পেরেশান হয়ে জান্নাতবাসিগণের সামনে মিনতিপূর্ণ হাত প্রসারিত করে বলবে, আমরা আগুনে জ্বলে যাচ্ছি। সামান্য কিছু পানি আমাদের উপর ঢেলে দাও এবং আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে যে নিআমত দিয়েছেন, তা হতে আমাদের কিছু ভিক্ষা দাও। জওয়াব দেওয়া হবে, কাফিরদের জন্য এসব জিনিস নিষিদ্ধ। এরাই তো সেই সব কাফির, যারা দীনকে রং-তামাশার বস্তু বানিয়েছিল এবং পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দম্ভে ফুলে গিয়েছিল। সে সুখের নেশায় পড়ে যেমন তারা আখিরাতের কোন খেয়াল রাখেনি, তেমনি আজ আমিও তাদের প্রতি খেয়াল করব না। তারা যেমন আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল, আজ আমিও তাদের আবেদন নাকচ করে দিচ্ছি।

٥٤ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّ الشَّمْسَ وَ
الْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ
الْعٰلَمِيْنَ ○

৫৪. নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি ছয় দিনে[৬৪] আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন।[৬৫] তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন।[৬৬] তিনি রাতের উপর দিন বিস্তার করেন, ফলে তা তার পেছনে অবিরাম ধাবিত হয়। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি[৬৭] সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁরই আজ্ঞানুবর্তী।[৬৮] শোন সৃজন ও আদেশ করা তাঁরই কাজ। মহিমময় আল্লাহ্, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক।[৬৯]

---

৬২. কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যার ভেতর যাবতীয় জরুরী বিষয়ের জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ বিদ্যমান। এর মাঝে প্রতিটি বিষয়ে পরিপূর্ণ সচেতনতার সাথে সবিস্তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ঈমানদারগণ তো এর দ্বারা ভরপুর উপকার লাভ করছে, কিন্তু আফসোস, এ দাম্ভিক অবিশ্বাসীরা এমন কিতাবের উপস্থিতি সত্ত্বেও নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে এতটুকু চিন্তা করেনি। এখন মনস্তাপ করে কী লাভ?

৬৩. মহান আল্লাহ্র কিতাবে শাস্তির যে ধমকি দেওয়া হয়েছে, এ কাফিররা কি অপেক্ষা করছে যে, সে ধমকির বিষয়বস্তু (শাস্তি) বাস্তবে দেখা যাক। তখন সত্য গ্রহণ করব? কিন্তু যখন তা বাস্তবায়িত হবে, অর্থাৎ এদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে, তখন কবূল করায় তো কোন লাভ হবে না। তখন তারা সুপারিশকারী খুঁজবে, যারা সুপারিশ করে মহান আল্লাহ্র শাস্তি হতে তাদের মুক্ত করবে, কিন্তু এমন কোন সুপারিশকারী তারা পাবে না। অগত্যা তারা আকাংক্ষা প্রকাশ করবে তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে পরীক্ষা করা হোক যে, এবার আমরা পূর্ব অন্যায় অপরাধের বিপরীতে কীরূপ পুণ্যবানের পরিচয় দেই ও তাক্ওয়াসুলভ কাজকর্ম করি। কিন্তু, এখন এসব আকাংক্ষায় কী লাভ, যখন নিজ হাতে নিজেদের সর্বনাশ ঘটিয়েছ। তোমরা যা-কিছু অসার পরিকল্পনা করে রেখেছিলে তা সব হাওয়ায় উড়ে গেছে।

৬৪. পূর্বের রুকূ'তে পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এ রুকূ'তে পার্থিব জীবন-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। পূর্বে قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ দ্বারা অবহিত করা হয়েছিল যে, যারা দুনিয়ায় বসে নবী-রাসূলগণ হতে মুখ ফিরিয়ে থাকত, তাদেরকেও কিয়ামতের দিনে নবীগণের সত্যতা বিশ্বাস করে নিতে হবে। এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে মহান আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও শাসন এবং নবী-রাসূলের আবশ্যকতার প্রতি ইঙ্গিত করার পর প্রসিদ্ধ কতিপয় নবীর বৃত্তান্ত ও ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, যার দ্বারা জানা যায়, তাদের প্রতি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের পরিণতি আখিরাতের পূর্বে এ দুনিয়াতেই কী ঘটেছিল। যেন বক্ষ্যমাণ রুকূ' পরবর্তী কয়েক রুকূ'র ভূমিকাস্বরূপ।

আসমান যমীন সৃষ্টি ছয় দিনে সৃষ্টির তাৎপর্য

৬৫. অর্থাৎ ছয় দিনের সমপরিমাণ সময়ে সৃষ্টি করেছেন। কেননা, প্রচলিত দিন-রাত তো সূর্যের উদয়াস্তের সাথে সম্পৃক্ত। তখন তো সূর্যই সৃষ্টি করা হয়নি, কাজেই দিন-রাত হবে কোত্থেকে? অথবা বলা যেতে পারে, এস্থলে দৃশ্যমান জগতের দিন-রাত বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং অদৃশ্য জগতের দিনরাত। যেমন কোনও মরমী কবি বলেন- غیب را ابرے وابے دیگرست * آسمان وآفتابے دیگراست

'অদৃশ্য জগতের মেঘ-পানি আলাদা এবং তার আকাশ, সূর্য ভিন্নতর।' প্রথম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আবার উলামায়ে কিরামের একাধিক মত রয়েছে। ছয় দিন দ্বারা কি আমাদের এ ছয় দিনের সময় পরিমাণই উদ্দেশ্য, না কি হাজার বছরের এক একটি দিন? যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ 'তোমার প্রতিপালকের নিকটে একদিন তোমাদের হিসাবের হাজার বছরের সমতুল্য।' আমার মতে এ শেষোক্ত রায়ই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। যা হোক, আয়াতের সারকথা, আসমান-যমীনকে সহসা সৃষ্টি করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়নি। সম্ভবত, প্রথমে এর মূল উপাদান সৃষ্টি করা হয়। তারপর তার উপযুক্ততা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে বিবর্তিত করা হয়। এভাবে ছয়দিন (ছয় হাজার বছর) পরিমাণ সময়ে তা সংশ্লিষ্ট সবকিছুসহ বর্তমান আকার-আকৃতিতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। আজও মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদির সৃজন ও জন্মদান পর্যায়ক্রমিক ধারায়ই জারি আছে। তবে এটা মহান আল্লাহ্র كن فيكون (বলেন, হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়) এ শানের পরিপন্থী নয়। কেননা, كن فيكون -এর অর্থ তো কেবল, মহান আল্লাহ্ যে বস্তুকে অস্তিত্বের যে পর্যায়ে আনয়ন করতে চান, তাঁর ইচ্ছা মাত্র তা সে পর্যায়ে চলে আসে। এ অর্থ কখনই নয় যে, তিনি কোন জিনিসকে তার অস্তিত্বের পর্যায়ক্রম পার করার ইচ্ছা করেন না, বরং সব জিনিসকে আসবাব-উপকরণের মাধ্যম ব্যতীত সহসা অস্তিত্ব দান করেন।

গুণাবলী সম্পর্কে মৌলিক দৃষ্টিভংগী

৬৬. আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী ও কার্যক্রম সম্পর্কে সর্বদা একথা মনে রাখতে হবে যে, তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য কুরআন-হাদীসে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তাঁর অধিকাংশই এমন যা সৃষ্টিরাজির গুণাবলী সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন আল্লাহ্ তা'আলাকে سميع (শ্রবণকারী), بصير (দ্রষ্টা), متكلم (বক্তা) বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোর প্রয়োগ মানুষের জন্যও করা হয়েছে। হাঁ, উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কোনও মাখলুককে سميع - بصير বলার অর্থ শ্রবণ-যন্ত্র কর্ণ ও দর্শন-যন্ত্র চক্ষু তার আছে। এখানে দু'টো জিনিস রয়েছে– এক,

চক্ষু নামক যন্ত্র, যা দেখার উৎস ও মাধ্যম হয়ে থাকে। দুই, তার ফল ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য (দর্শন) অর্থাৎ সেই বিশেষ জ্ঞান, যা চোখের দেখা দ্বারা অর্জিত হয়। মাখলুককে بصير বললে এ উৎস ও ফলশ্রুতি উভয়টাই লক্ষ্য থাকে। আর উভয়ের স্বরূপ তো আমরা জেনেই নিয়েছি। কিন্তু এ শব্দই যখন আল্লাহ্ সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে, তখন নিঃসন্দেহে সেই উৎসীয় ও দৈহিক আকৃতি-প্রকৃতি বুঝানো যেতে পারে না, যা সৃষ্টিরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং যা হতে আল্লাহ্ তা'আলা পাক ও পবিত্র। তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, দেখার উৎস তাঁর পবিত্র সত্তায় নিহিত আছে এবং তার ফল অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান অর্জিত হতে পারে তা তাঁর মাঝে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আছে। বাকি তাঁর সে উৎস কেমন এবং কিভাবে তিনি দেখেন, সে সম্পর্কে আর এর বেশী কী বলতে পারি যে, তার দেখা মাখলুক সদৃশ নয়। لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ 'তাঁর সদৃশ কিছু নেই এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।' দর্শন ও শ্রবণই কেবল নয়; বরং তার সমস্ত গুণকে এভাবেই বুঝতে হবে যে, মূল উৎস ও লক্ষ্য (কারণ ও কার্য) হিসাবে গুণসমূহ তাঁর মাঝে বিদ্যমান রয়েছে, তবে তার স্বরূপ বর্ণনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং আসমানী শরী'আত এ আদেশও আমাদের করেনি যে, এ রকম জ্ঞানোর্ধ ও বোধশক্তির বাইরের বিষয় নিয়ে আমরা পেরেশান হব। এর কিছুটা সার-সংক্ষেপ আমরা সূরা মাইদা-এর আয়াত وقالت اليهود يدالله مغلولة -এর অধীনে বর্ণনা করে এসেছি।

استوى على العرش (আরশে সমাসীন হলেন)-কেও উপরিউক্ত মূলনীতি অনুসারে বুঝতে হবে। عرش -অর্থ সিংহাসন, উচ্চস্থান। استواء -এর অর্থ অধিকাংশ মুফাস্সির করেছেন স্থির হওয়া, আসন গ্রহণ করা (যাকে অনুবাদক (র.) قرار پکڑا শব্দে ব্যক্ত করেছেন। যেন এর দ্বারা রাজ-সিংহাসনকে এমনভাবে করায়ত্ত করে রাখার কথা বুঝানো হয়েছে যে, তার কোন অংশ ও কোন কোন স্বীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা-বলয়ের বাইরে থাকবে না এবং সেই সাথে ক্ষমতা ও অধিকারের মাঝে কারও পক্ষ হতে কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধিতা পাওয়া যাবে না। সকল কাজ ও ব্যবস্থাপনা অবাধ কর্তৃত্বে সম্পাদন করা যাবে। ইহজগতে রাজা-বাদশাহদের সিংহাসনারোহণের এক তো থাকে উৎস বা বাহ্যরূপ, আরেক থাকে তার অন্তর্নিহিত বিষয় ও লক্ষ্য, অর্থাৎ রাষ্ট্রের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং কর্তৃত্ব খাটানোর ক্ষমতা অর্জিত থাকা। আল্লাহ্ তা'আলার استواء على العرش -এর মাঝে এ অন্তর্নিহিত বিষয় ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। আসমান ও যমীন তথা উর্ধ্ব ও অধঃলোক সৃষ্টি করার পর তার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব, সর্বপ্রকার রাজকীয় ও অধিকর্তাসুলভ ক্ষমতা আরোপের অবাধ অধিকার কেবল তাঁরই আছে। যেমন অন্যত্র ثم استوى على العرش -এর পর يدبر الامر 'সর্ব বিষয় পরিচালনা করেন' ইত্যাদি বাক্য এবং এস্থলে يغشى الليل النهار

(৫৫) ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○

৫৫. তোমরা আপন প্রতিপালককে ডাক বিনীতভাবে ও চুপিসারে।[৭০] তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীদের পসন্দ করেন না।[৭১]

(রাতের পর দিনের আবর্তন ঘটান) এ বিষয়বস্তুর প্রতিই ইঙ্গিত করে। বাকি থাকল استواء على العرش -এর উৎস ও বাহ্যরূপ। তো এ সম্পর্কেও সেই বিশ্বাসই পোষণ করতে হবে, যা আমরা শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদির ক্ষেত্রে বলে এসেছি। অর্থাৎ তার এমন কোন রূপ ও আকৃতি হতে পারে না, যাতে সৃষ্টির গুণ ও অনিত্যতার বৈশিষ্ট্যের লেশমাত্র থাকে। তা হলে কেমন? উত্তরে শুধু বলা যেতে পারে,

اے برتر از خیال وقیاس وگماں ووہم * وزہر چہ گفتہ اند شنیدیم وخواندہ ایم
منزل تمام گشت وبپایاں رسید عمر * ماھمچناں در اول وصف توماندہ ایم

'ওগো সেই সত্তা, যিনি ধারণা, অনুমান, কল্পনা ও অনুভূতির উর্ধ্বে! উর্ধ্বে সে সব কিছুর, যা নিখিল সৃষ্টি করেছে অদ্যাবধি ব্যক্ত, কিংবা যা শুনেছি ও পড়েছি।

আমাদের সফর হয়েছে সমাপন, আয়ু উপনীত শেষ প্রান্তে অথচ হাবুডুবু খাচ্ছি এখনও আমরা তোমার সেই প্রথম গুণের অনন্ত পারাবারে لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (তাঁর সদৃশ কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা)।

৬৭. অর্থাৎ রাতের অন্ধকারকে দিনের আলো দ্বারা ও দিনের আলোকে রাতের অন্ধকার দ্বারা ঢেকে দেন এবং তা এভাবে যে, দ্রুতবেগে একটি অন্যটিকে পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে। একদিকে রাত শেষ হয়, অন্যদিকে দিনের শুরু, দিনের অবসান ঘটে আর সঙ্গে সঙ্গে রাত উপস্থিত। মাঝখানে এক মিনিটেরও বিরতি নেই। সম্ভবত এদিকেও ইংগিত করা হয়েছে যে, এভাবেই কুফর ও পথভ্রষ্টতা এবং যুলুম ও অবাধ্যতার ঘন অন্ধকার যখন বিশ্বব্যাপী ছেয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান ও আল্লাহ্-পরিচিতির সূর্যালোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে তোলেন। বিশ্বগ্রাসী সূর্য যাবত না উদিত হয়, তাবত নবূওয়াতের চাঁদ-তারা রাতের অন্ধকারে আলো বিকিরণ ও পথ-প্রদর্শন করে।

৬৮. কোন নক্ষত্র তাঁর আদেশ ছাড়া গতিশীল হতে পারে না।

৬৯. خلق অর্থ সৃষ্টি করা এবং امر অর্থ সৃষ্টির পর সৃষ্টি সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ আদেশ-নিষেধ কিংবা শরী'আতগত বিধি-বিধান প্রদান করা। উভয়ই তাঁর কর্তৃত্ব ও ইখতিয়ারাধীন। এভাবে তিনিই যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গলের উৎস।

৭০. যখন সৃষ্টি ও আদেশ সংক্রান্ত সবকিছুর মালিক তিনিই এবং তিনিই যাবতীয় কল্যাণের উৎস, তখন নিজেদের পার্থিব ও পরজাগতিক প্রয়োজন মেটানোর আবেদন

(٥٦) وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

(٥٧) وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

৫৬. এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আর তাঁকে ডাক ভয় ও আশার সাথে।[৭২] নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণগণের নিকটবর্তী।

৫৭. এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি বৃষ্টির আগে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রবাহিত করেন। এভাবে সে বায়ু যখন ঘন মেঘ বহন করে, তখন আমি সে মেঘকে হেঁকে দেই এক মৃত জনপদের দিকে, তারপর সে মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি। তারপর তা দ্বারা উৎপাদন করি সর্ব প্রকার ফল। এভাবেই আমি মৃতদেরকে বের করব, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

তাঁরই কাছে করা উচিত। বিনয়, নম্রতা ও কাকুতি-মিনতির সাথে, লৌকিকতা বিবর্জিত মনোভাব নিয়ে একান্ত চুপিসারে তাকেই ডাকা উচিত। বুঝা গেল, দু'আ গোপনে করাই মূলত বিধেয় এবং তাই ছিল পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দীনের নীতি। প্রসঙ্গত, কোন কোন স্থানে প্রকাশ্যে ও উচ্চস্বরেও প্রার্থনা করা যেতে পারে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রূহুল-মা'আনীতে দ্রষ্টব্য।

৭১. অর্থাৎ দু'আর ক্ষেত্রে বিনয় ও আদবের যে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা লংঘন করবে না, যেমন শরী'আত ও স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী যে জিনিস সম্ভব নয় তা চাওয়া, বা পাপকর্ম ও নিরর্থক বিষয় প্রার্থনা করা কিংবা এমন বিষয় যাঞ্চনা করা, যা তাঁর মহা মর্যাদা ও শান-অনুযায়ী নয়– এ সবই দু'আর সীমালংঘনের অন্তর্ভুক্ত।

৭২. পূর্বের আয়াতে মহান আল্লাহ্‌কে ডাকার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এ আয়াতে সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ের প্রাপ্য আদায়ের তা'লীম দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পৃথিবীতে লেন-দেন, আচার-ব্যবহারের কাঠামো যখন সুষ্ঠু থাকে, তখন তোমরা তা নষ্ট করো না। আশা ও ভয়ের সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাক। তাঁর রহমত হতে নিরাশও হয়ো না এবং তাঁর শাস্তি সম্পর্কে গাফিল ও নিশ্চিন্ত হয়ে পাপাচারে দুঃসাহসী হয়ে পড়ো না। আমার মতে এস্থলে وادعوه -এর মাঝে দু'আ দ্বারা 'ইবাদত' বুঝানোই বেশী সঠিক মনে হয়, যেমন সালাতুত তাহাজ্জুদ সম্পর্কে বলা হয়েছে تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا 'তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে পৃথক থাকে। তারা তাদের প্রতিপালকের ইবাদত করে ভয় ও আশার সাথে।

(৫৮) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ۝

৫৮. যে ভূমি উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ছাড়া কিছু জন্মায় না। এভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমি আয়াতসমূহ বিবৃত করি সত্য স্বীকারকারীদের জন্য।৭৩

নবী প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা ও তার দৃষ্টান্ত

৭৩. পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে استواء على العرش (আরশে সমাসীন হওয়া)-এর সাথে চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি নভোমণ্ডলীয় বস্তুরাজিতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রভুত্ব সম্পর্কে আলোচনা ছিল। মাঝখানে বান্দাদেরকে কতক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এবার নিম্নজগত ও বায়ুমণ্ডলে তাঁর প্রভুত্বের কিছু নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অংশে কেবল সে জগত-পালকেরই একচ্ছত্র শাসন ও সার্বভৌমত্ব কার্যকর। বায়ু প্রবাহিত করা, বৃষ্টি বর্ষণ করা, বিচিত্র রকমের ফল-ফুল উৎপাদন করা, প্রত্যেক জমির যোগ্যতানুসারে শস্য ও তরি-তরকারি উৎপন্ন করা– এসব তাঁরই অপার শক্তি ও চূড়ান্ত প্রজ্ঞার নিদর্শন। প্রসঙ্গত মৃতদের পুনরুজ্জীবন ও কবর হতে উত্থানের বিষয়টিও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) বলেন, মৃত ব্যক্তিদের উত্থান এক তো হবে কিয়ামতের দিন, আরেক উত্থান ইহ-জাগতিক। অর্থাৎ অজ্ঞতা ও হীনতার মরণ-ছোবলে যাদের মৃত্যু ঘটেছে, সেই অজ্ঞ ও হীন লোকদের মাঝে তিনি মহা-মহিমান্বিত নবী পাঠালেন এবং তাদেরকে জ্ঞান ও পার্থিব প্রভুত্ব দান করলেন, তারপর যাদের যোগ্যতা ভাল ছিল তারা পূর্ণতা লাভ করলেন। আর যাদের যোগ্যতায় ঘাটতি ছিল তাদেরও অল্প-বিস্তর কল্যাণ সাধিত হল। যেন এ পুরা রুকূ'তে অবহিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আপন রহমত ও করুণাবশে তারকামালা ও চন্দ্র-সূর্যের আলো দ্বারা অন্ধকারের অবসান ঘটান, খরা মওসুমে ভূমিকে উর্বর ও শস্য-শ্যামল করার এবং মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবন-নির্বাহের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করার জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, সেই করুণাময় আল্লাহ্ আপন সৃষ্টিকে অজ্ঞতা ও অন্যায়-অনাচারের অন্ধকার হতে মুক্তি দেওয়ার জন্য কোন চন্দ্র-সূর্যের উদয় ঘটাতেন না এবং তাদের আত্মিক জীবিকা সরবরাহ ও আত্মার ক্ষেত-খামারে সেচ দানের জন্য রহমতের বারিধারা বর্ষণ করবেন না, এটা কী করে সম্ভব? নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেক যুগের প্রয়োজন ও নিজ প্রজ্ঞার চাহিদা অনুযায়ী নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাদের জ্যোতির্ময় বক্ষ হতে দুনিয়ায় আত্মিক রোশনি ছড়িয়ে পড়েছে ও ওহীর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। কাজেই, এখন থেকে পরবর্তী কয়েকটি রুকূ'তে এ নবী-রাসূল সম্পর্কেই আলোচনা। বৃষ্টি ও ভূমির দৃষ্টান্ত দ্বারা

(৫৯) لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

(৬০) قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৫৯. নিশ্চয়ই নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমাদের প্রতি এক মহা দিনের শাস্তির আশংকা করি।

৬০. তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা বলল, আমরা তোমাকে প্রকাশ্য বিভ্রান্তির মাঝে দেখছি।[৭৪]

যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছিল, বিভিন্ন রকম জমি স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে বৃষ্টি দ্বারা উপকৃত হয়, তেমনিভাবেই নবী-রাসূলগণ যে বরকত ও কল্যাণ নিয়ে আবির্ভূত হন, তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিষয়টিও যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। যারা তা দ্বারা আদৌ উপকার লাভ করে না বা করলেও তা পুরাপুরি নয়, তাদের উচিত নিজ অযোগ্যতার জন্য অশ্রুপাত করা।

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست * درباغ لاله روید ودرشوره بوم خس

'বৃষ্টির প্রকৃতিতে তো ব্যবধান নেই কোন, অথচ তার বরিষণে বাগিচায় ফোটে রক্তজবা, আর লোনা মাটিতে জন্মে অজাত বৃক্ষ।

হযরত নূহ (আ.)-এর বৃত্তান্ত

৭৪. সূরার শুরুতে হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তার পরবর্তী মহান ও প্রসিদ্ধ রাসূল হযরত নূহ্ (আ.)। তিনি বিশ্ববাসীর কাছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিলেন। বিশেষ শরী'আত দৃষ্টে তাঁর আবির্ভাবকে বিশেষভাবে তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে সীমাবদ্ধ মনে করা গেলেও, যে মৌলিক নীতিমালা সকল নবী-রাসূলের শিক্ষাতেই এক ও অভিন্ন, সে হিসাবে বলা যেতে পারে, প্রত্যেক নবীর আহ্বানের মাঝে বিশ্বের সকল মানুষই শামিল। উদাহরণ স্বরূপ, তাওহীদ ও আখিরাতে বিশ্বাসের তা'লীম ঐক্যবদ্ধভাবে সকল নবীই দিয়েছেন। এরূপ বিষয় প্রত্যাখ্যান করা প্রকৃতপক্ষে সকল নবী-রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করারই নামান্তর। যা হোক, হযরত নূহ (আ.) তাওহীদ ইত্যাদির সাধারণ দাওয়াত প্রদান করেন। হযরত আদম (আ.)-এর পর দশ প্রজন্ম এমন কাটে যে, সকল মানব সন্তানই তখন তাওহীদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী মূর্তিপূজার সূচনা হয় এভাবে ওয়াদ্দ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাস্‌র নামক কতিপয় নেক বান্দা ছিলেন, যাদের উল্লেখ সূরা নূহ-এ আছে। তাদের ইন্তিকালের পর লোকেরা তাদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করে, যাতে তা দেখে উল্লেখিত বুযুর্গগণের ইবাদত-বন্দেগীর অবস্থা স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে থাকে। কিছুকাল পার হওয়ার পর তারা সে প্রতিকৃতি অনুযায়ী মূর্তি তৈরী

(٦١) قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّ لٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○
(٦٢) اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ اَنْصَحُ لَكُمْ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○
(٦٣) اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ لِتَتَّقُوْا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

৬১. সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি কিছুতেই বিভ্রান্ত নই, বরং আমি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত।

৬২. তোমাদের কাছে আপন প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছাই এবং তোমাদেরকে উপদেশ দেই আর আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আমি এমন বিষয়াবলী জানি, যা তোমরা জান না।[৭৫]

৬৩. তোমরা কি বিস্মিত হয়েছ যে, তোমাদেরই এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে, তোমরা সতর্ক হও এবং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ হয়।[৭৬]

করে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত তা পূজা-অর্চনায় গড়ায়। উল্লেখিত বুযুর্গগণের নামেই মূর্তিগুলোর নামকরণ করা হয়। এ ব্যাধি যখন মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে পাঠান। মহা প্লাবনের পূর্ব পর্যন্ত সাড়ে নয়শ' বছর তিনি নিজ কওমকে তাওহীদ ও তাক্ওয়ার দিকে ডাকেন ও দুনিয়া-আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেন। লোকেরা তাঁকে বিভ্রান্ত ও অজ্ঞ সাব্যস্ত করে। কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। শেষে মহা প্লাবনের আযাব তাদের ঘিরে ধরল। হযরত নূহ (আ.) দু'আ করেছিলেন- لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا 'পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না (নূহ ঃ ২৬)। তাই হল; ভূ-পৃষ্ঠে একজন কাফিরও আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রেহাই পেল না। বুস্তানী তাঁর দায়িরাতুল মা'আরিফে এ প্লাবন সম্পর্কে ইউরোপীয় গবেষকদের মতামত উদ্ধৃত করেছেন।

৭৫. অর্থাৎ আমি বিন্দুমাত্র বিভ্রান্ত হইনি, বরং তোমরাই বিভ্রান্ত হয়েছ, যে কারণে মহান আল্লাহ্‌র নবীকে চিনছ না, যিনি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ ভাষায় তোমাদের কাছে মহান আল্লাহ্‌র বার্তা পৌঁছান, তোমাদের কল্যাণ কামনা করেন, উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন এবং মহান আল্লাহ্‌র নিকট হতে তিনি এমন সব জ্ঞান নিয়ে এসেছেন যে সম্পর্কে তোমরা অজ্ঞ।

৭৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরই মধ্য হতে একজনকে যদি আপন বার্তা প্রচারের জন্য বেছে নেন, তবে তাতে আশ্চর্যের কী আছে? তিনি তো আদম (আ.)-কে খিলাফত পদের জন্য বিশেষ যোগ্যতার ভিত্তিতে সমগ্র সৃষ্টির মধ্য হতে বাছাই করে

(٦٤) فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ۝

(٦٥) وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

৬৪. কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল। তারপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল তাদের রক্ষা করি এবং যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের নিমজ্জিত করি। নিঃসন্দেহে তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।[৭৭]

৬৫. এবং 'আদ সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই তাদের ভাই হূদকে।[৭৮] সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না?[৭৯]

নিয়েছেন। এখন তিনি যদি বনী আদমের মধ্য হতে পরিপূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী কাউকে নবূওয়াত ও রিসালাত পদের জন্য মনোনীত করেন, তা অসম্ভব হবে কেন? নবীর কাজ হলো, সরাসরি আল্লাহ্ পাক হতে জ্ঞান ও আলো লাভ করে অন্যদেরকে তাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা। ফলে, তারা অন্যায়-অপরাধ হতে বিরত থাকবে এবং মহান আল্লাহ্র রহমত ও করুণার বর্ষণভূমিতে পরিণত হবে।

৭৭. অর্থাৎ তারা সত্য-মিথ্যা, লাভ-লোকসান কিছুই বুঝল না। সব কিছু হতে অন্ধ হয়ে সমানে অহংকার, অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতায় প্রলিপ্ত থাকল। মূর্তিপূজা ইত্যাদি অপকর্ম কিছুতেই ত্যাগ করল না। অবশেষে নূহের সঙ্গে মুষ্টিমেয় যারা নৌকায় চড়েছিল, আমি তাদেরকে নিস্তার দিয়ে বাকি সব কাফিরের সলিল সমাধি ঘটালাম। এখন পৃথিবীতে যত মানুষের বাস, তারা সবাই সেই নৌকারোহী বরং কেবল হযরত নূহ (আ.)-এরই বংশধর।

হযরত হূদ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়

৭৮. 'আদ ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর নাতি 'ইরাম'-এর সন্তান। এ সম্প্রদায় তাঁরই সাথে সম্পৃক্ত। ইয়ামানের অন্তর্গত আহ্কাফে ছিল তাদের বাস। হযরত হূদ (আ.) এ বংশেরই লোক। এ হিসাবে তিনি তাদের জাতীয় ও গোত্রীয় ভাই।

৭৯. এ গোত্রের মাঝে মূর্তিপূজা ছড়িয়ে পড়েছিল। জীবিকাদান, বৃষ্টিবর্ষণ, আরোগ্য প্রদান ইত্যাদি নানা রকম প্রয়োজন সমাধার জন্য তারা আলাদা আলাদা দেব-দেবী বানিয়ে নিয়েছিল। তারা সে সবের পূজা করত। হূদ (আ.) তাদেরকে এ কাজে নিষেধ করেন এবং এগুরুতর অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে তাদের সাবধান করেন।

(٦٦) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا
لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ
(٦٧) قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ
(٦٨) اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ۝
(٦٩) اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَ
كُمْ ۭ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِي
الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

৬৬. তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানগণ বলল, আমরা তো দেখ্ছি তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।[৮০]

৬৭. সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি মোটেই নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্ব-পালকের পক্ষ হতে প্রেরিত।

৬৮. তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বাসযোগ্য কল্যাণকামী।[৮১]

৬৯. তোমরা কি বিস্ময়বোধ করছ যে, তোমাদেরই মধ্য হতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে? স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পর[৮২] প্রতিনিধি বানালেন এবং তোমাদেরকে দৈহিকভাবে সমৃদ্ধি দান করলেন।[৮৩] কাজেই, তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণকর, যাতে তোমাদের কল্যাণ সাধিত হয়।[৮৪]

---

৮০. অর্থাৎ তুমি নির্বোধ, যে কারণে বাপ-দাদার আদর্শ ছেড়ে দিয়ে সমস্ত জ্ঞাতি-গোষ্ঠী থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছ। সেই সঙ্গে তুমি মিথ্যুকও। কারণ, নিজের মনগড়া কথাবার্তাকে মহান আল্লাহ্‌র নামে চালিয়ে দিয়ে অযথা শাস্তির ভয় দেখাও (নাউযুবিল্লাহ্)।

৮১. অর্থাৎ আমার কোন কথাই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত নয়। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রিসালাতের যে দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে আমি তাই আদায় করছি। এটা তোমাদের নির্বুদ্ধিতা যে, যাদের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা পূর্ব হতেই নির্ভরযোগ্য, সেই সত্যিকারের কল্যাণকামীদেরকে নির্বোধ আখ্যায়িত করে খোদ নিজেদের সর্বনাশ ঘটাও।

(٧٠) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَ نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

(٧١) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○

৭০. তারা বলল, তুমি কি এলক্ষ্যেই আমাদের কাছে এসেছ যে, আমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করব আর আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের উপাসনা করত, তাদের ত্যাগ করব? তুমি যে বিষয়ে আমাদের ভয় দেখাও, তা আমাদের কাছে উপস্থিত কর- যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।[৮৫]

৭১. সে বলল, তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েই গেছে।[৮৬] কেন তোমরা আমার সাথে বিতর্ক করছ সেইসব নাম সম্বন্ধে, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ স্থির করে নিয়েছে, যার কোন সনদ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেননি। কাজেই, তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় আছি।[৮৭]

---

৮২. অর্থাৎ কওমে নূহের পর পৃথিবীতে তোমাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তাদের স্থানে তোমাদেরকে অভিবাসিত করলেন। এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হয়ত সতর্ক করা হচ্ছে যে, রাসূলকে প্রত্যাখ্যান ও দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করার কারণে যে পরিণতি তাদের ঘটেছিল, পাছে তোমাদেরও তা ঘটে বসে।

৮৩. দৈহিক প্রকাণ্ডতা ও শক্তিমত্তায় এ সম্প্রদায়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

৮৪. যে অনুগ্রহরাজি বর্ণিত হল এবং এ ছাড়া মহান আল্লাহ্‌র আরও যত করুণা আছে, তা স্মরণ করে তাঁর কৃতজ্ঞ ও অনুগত বান্দা হয়ে যাওয়া উচিত। এটা বাঞ্ছনীয় নয় যে, প্রকৃত অনুগ্রহকর্তার অবাধ্যতায় লিপ্ত থাক্‌বে।

৮৫. অর্থাৎ আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাও, তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে তা নিয়ে এস।

৮৬. অর্থাৎ তোমাদের ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতামূলক নির্লজ্জতা যখন এ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তখন মনে করতে পার তোমাদের উপর মহান আল্লাহ্‌র শাস্তি এসেই গেছে। তা আসতে আর দেরী নেই।

৮৭. তারা দেব-দেবী সম্পর্কে বলত, অমুক রিয্‌কদাতা, অমুক বৃষ্টিবর্ষণকারী, অমুক সন্তানদাতা ইত্যাদি। বস্তুত এগুলো তাদের দেওয়া আখ্যা মাত্র, যার কোন বাস্তবতা নেই। পাথরের মাঝে রাবূবিয়্যাতের গুণ কোত্থেকে আসবে? কাজেই, এসব

(৭২) فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّ
بُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

(৭৩) وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُ
وْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৭২. তারপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করি এবং তাদের মূলোচ্ছেদ করি, যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করছিল এবং ছিল না তারা বিশ্বাসী।[৮৮]

৭৩. আর ছামূদ (জাতি)-এর নিকট পাঠাই তাদের ভাই সালিহকে! সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণ এসে গেছে।[৮৯] এ যে আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী –তোমাদের জন্য নিদর্শন। কাজেই, একে আল্লাহ্‌র ভূমিতে স্বাধীনভাবে খেতে দাও এবং একে অসদ্ভাবে স্পর্শ করো না। তা হলে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করবে।[৯০]

নামের উপাস্যদের ছত্রচ্ছায়ায় বসে তোমরা তাওহীদ সম্পর্কে আমার সাথে তর্ক-বিতর্ক কর কী করে, যেখানে এদের উপাস্য হওয়া সম্পর্কে কোন দলীল-প্রমাণ নেই,বরং দলীল-প্রমাণ এগুলোকে প্রত্যাখ্যানই করে। তোমাদের মূর্খতা, অপকৃষ্টতা ও হঠকারিতার পাল্লা যখন এতটা ভরতি হয়ে আছে, তখন অপেক্ষা করতে থাক, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এ বিতর্কের ফয়সালা করে দেবেন, আমিও সে ফয়সালারই প্রতীক্ষায় আছি।

৮৮. অর্থাৎ সাত রাত ও আট দিন যাবত তাদের উপর অবিরাম ধুলোঝড় চলে। পরিণতিতে সমস্ত কাফির ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ও দুমড়ে-মুযড়ে খতম হয়ে যায়। এ ছিল প্রথম 'আদ (আদে উলা)-এর পরিণতি। এরই শাখা;দ্বিতীয় আদ (আদে ছানিয়া)-এর বৃত্তান্ত সামনে আসছে।

হযরত সালিহ্ (আ.) ও ছামূদ সম্প্রদায়

৮৯. অর্থাৎ তোমরা যে প্রমাণ চেয়েছিলে তা এসে গেছে। সালিহ্ (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁর সঙ্গে অংগীকার করেছিল যে, তুমি যদি শক্ত পাথরের ভেতর থেকে গর্ভবতী উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পার, তবে আমরা তোমার উপর ঈমান আনব। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সালিহ্ (আ.)-এর দু'আয় তাই করে দেখালেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বলা হয়েছে, তোমরা যে মু'জিযা দেখতে চেয়েছিলে তা তো আল্লাহ্ পাক দেখালেন, এখন ঈমান আনতে কিসের দ্বিধা?

CamScanner

(৭৪) وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّ تَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

(৭৫) قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

(৭৬) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِىْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

৭৪. এবং স্মরণ কর যখন তিনি 'আদ জাতির পর তোমাদেরকে প্রতিনিধি করলেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা দান করলেন যে, তোমরা নরম ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ। কাজেই, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করো না।[৯১]

৭৫. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল সেই নিরীহ লোকদের বলল, তোমরা কি নিশ্চিত জান যে, সালিহ্‌কে তার প্রতিপালক (রাসূল করে) প্রেরণ করেছেন? তারা বলল, সে যা নিয়ে এসেছে, তাতে তো আমাদের বিশ্বাস রয়েছে।

৭৬. দাম্ভিক লোকেরা বলতে লাগল, তোমরা যাতে বিশ্বাস করছ, আমরা তা মানি না।[৯২]

---

৯০. অর্থাৎ এ উটনী মহান আল্লাহ্‌র কুদরত ও আমার সত্যতার নিদর্শন। আমার দু'আয় আল্লাহ্ তা'আলা অস্বাভাবিক পন্থায় এটি সৃষ্টি করেছেন। তোমরা এর প্রাপ্য আদায়ে যত্নবান হও। একে মহান আল্লাহ্‌র জমিতে অবারিত ঘাস খেতে ও একে নিয়মিত পানি পান করতে বাধা দিও না। মোটকথা, মহান আল্লাহ্‌র এ নিদর্শনের সাথে যাকে তোমরা নিজেরা চেয়ে এনেছ, কোন রকম অসদ্ব্যবহার করো না। অন্যথায় তোমাদের মংগল নেই।

৯১. অর্থাৎ অনুগ্রহ ভুলে গিয়ে ও শির্‌ক-কুফরে লিপ্ত হয়ে পৃথিবীতে বিপর্যয় বিস্তার করো না।

৯২. সম্প্রদায়ের মধ্যে যতসব দাম্ভিক ও হঠকারী বড় বড় সরদার ছিল, তারা দুর্বল ও নিরীহ মুসলিমগণকে উপহাস করে বলত, (মান্যগণ্য ব্যক্তিরা তো আজও পর্যন্ত বুঝল না, তা) তোমরা কি জেনে ফেলেছ যে, সালিহ্ সত্যিই মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত (রাসূল)? মুসলিমগণ জওয়াব দিল, (জানা আবার কী? জানো তো তোমরাও, হাঁ)

(৭৭) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَٰصَٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

(৭৮) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ

৭৭. তারপর তারা উষ্ট্রীটি বধ করল এবং আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করল[৯৩] এবং তারা বলল, হে সালিহ! তুমি রাসূল হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাও, তা আমাদের উপর আনয়ন কর।[৯৪]

৭৮. তারপর ভূমিকম্প তাদের আঘাত হানে। ফলে, প্রভাতকালে তারা নিজ ঘরে অধঃমুখে পড়ে থাকে।[৯৫]

আমরা অন্তর দিয়ে স্বীকার করে তাতে ঈমানও এনেছি। অহংকারী ব্যক্তিরা এ বিজ্ঞ-জনোচিত জওয়াবে লজ্জিত হয়ে গিয়ে বলল, তোমরা যা মেনে নিয়েছ, আমরা এখনও পর্যন্ত তা মানতে পারছি না। তোমাদের মত হীন-পতিত কিছু সংখ্যক লোকের ঈমান আনায় এমন কী সাফল্য রয়েছে?

৯৩. বলা হয়ে থাকে, উটনীটি এত অতিকায় ও হৃষ্টপুষ্ট ছিল যে, কোন মাঠে চরতে গেলে আর সব পশু সেখান থেকে ভয়ে পালাত এবং নিজের পালার (নিয়মিত পানি পানের) দিন যে কুয়া থেকে পানি পান করত পুরা কুয়ার পানিই নিঃশেষ করে ফেলত। অর্থাৎ তার জন্ম যেমন, তেমনি স্বভাব-প্রকৃতি, আচার-আচরণও ছিল ভীষণ অস্বাভাবিক। শেষ পর্যন্ত তারা ক্রোধান্ধ হয়ে সেটি হত্যা করতে একমত হয়ে যায় এবং কুদায নামক এক হতভাগা তার পায়ের রগ কেটে দেয়। এমন কি এরপর তারা খোদ সালিহ্ (আ.)-কেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। এভাবে উট্নী ও সালিহ্ (আ.) সম্পর্কিত মহান আল্লাহ্র আদেশকে তারা চরম ধৃষ্টতার সাথে পরিত্যাগ করে।

৯৪. মানুষের মুখ থেকে এরূপ বাক্য তখনই উচ্চারিত হতে পারে, যখন মহান আল্লাহ্র আযাব ও গযবের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা তার না থাকে। প্রথম 'আদ'-এর মত ছামূদ (দ্বিতীয় 'আদ)-ও এ পর্যায়ে পৌঁছে মহান আল্লাহ্র আযাবের উপযুক্ত হয়ে যায়, যা সামনে বর্ণিত হয়েছে।

৯৫. অন্য আয়াতে বলা হয়েছে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল صيحة (মহানাদ) দ্বারা। হতে পারে নীচ থেকে ভূমিকম্প এবং উপর থেকে মহা গর্জন বা বিকট আওয়ায তাদের আক্রান্ত করেছিল।

(৭৯) فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ○

(৮০) وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

৭৯. পরে সালিহ্ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদের কল্যাণ চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের ভালবাস না।[৯৬]

৮০. এবং আমি লূতকে পাঠাই, যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীলতা কর, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বের কেউ করেনি?[৯৭]

---

৯৬. বর্ণিত আছে, সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর হযরত সালিহ্ (আ.) পবিত্র মক্কা বা শামদেশে চলে যান। যাওয়ার পথে তাদের লাশের স্তূপ দেখে এ কথা বলেছিলেন। অথবা বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেমন উক্তি করেছিলেন, সালিহ্ (আ.)-এর উক্তিও ছিল সেরূপ। কিংবা কবিরা যেমন পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ী, ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি দেখে কল্পিত ব্যক্তিদের উদ্দেশে আক্ষেপ প্রকাশ করে এও তেমনিই। কারও মতে সম্প্রদায়ের ধ্বংসের আগে তিনি এ উক্তি করেছিলেন। এ হিসাবে ঘটনার বিবরণে ধারাবাহিকতা রক্ষিত থাকে না। যা হোক, এ উক্তি দ্বারা অন্যদের বুঝানো উদ্দেশ্য যে, নির্ভরযোগ্য শুভার্থীর কথা শোনা উচিত। কোনও ব্যক্তি যখন নিজ কল্যাণকামীর কদর করে না, তখন তাকে এরূপ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়।

হযরত লূত (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়

৯৭. লূত (আ.) ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.)-এর ভাতিজা। চাচার সাথে হিজরত করে তিনিও ইরাক হতে শামদেশে আগমন করেন। তিনি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সাদূম ও তার আশপাশের লোকালয়ের সংশোধনকল্পে এবং তারা যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল তা থেকে তাদের নিবৃত্ত করার জন্য প্রেরিত হন। তারা যে অশ্লীলতায় লিপ্ত ছিল সেটা ছিল একান্ত তাদেরই উদ্ভাবিত। ইতোপূর্বে বিশ্বের কেউ এ ব্যাধির সাথে পরিচিত ছিল না। শয়তান সর্বপ্রথম সাদূমবাসীকেই এ অভিশপ্ত ও ঘৃণ্য কাজ শিক্ষা দেয়। তারপর সেখান থেকে অন্যত্র বিস্তার লাভ করে। হযরত লূত (আ.) তাদেরকে এ ন্যক্কারজনক কাজের পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করলেন এবং পৃথিবী হতে এ নোংরা কাজ মুছে ফেলতে চাইলেন। প্রচলিত বাইবেল সংকলয়িতাদের লজ্জাকর দুঃসাহসের প্রতি মাতম করা দরকার যে, যেই নিষ্পাপ ও পূত চরিত্র নবীবর দুনিয়াকে অশ্লীলতা ও পূতিগন্ধময় কার্যকলাপ হতে পবিত্র করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর প্রতি

(٨١) اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُوْنَ ۝
(٨٢) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ
يَّتَطَهَّرُوْنَ ۝
(٨٣) فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝

৮১. তোমরা তো কামোন্মাদনায় নারী ছেড়ে পুরুষদের নিকট ধাবিত হও। আসলে তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।[৯৮]

৮২. তার সম্প্রদায়ের জওয়াব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বলল, এদেরকে নিজেদের জনপদ হতে বের করে দাও। এরা বড় বেশী পাক-পবিত্র থাকতে চায়।

৮৩. তারপর তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম, তবে তার স্ত্রী ছাড়া। সে সেথাকার অবস্থানকারীদের মধ্যে থেকে যায়।[৯৯]

এমন জঘন্য না-পাক কার্যকলাপ আরোপিত করেছে, যা শুনলে যে কোন লজ্জাশীল মানুষ শিউরে ওঠে كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا 'তাদের মুখ থেকে যে উক্তি বের হয় তা জঘন্যতর, তারা শুধু মিথ্যাই বলে।

৯৮. অর্থাৎ তোমরা যে কেবল একটা পাপকর্ম করছ তাই নয়, বরং তোমাদের এ স্বভাব ও রুচি-বিরুদ্ধ কাজ প্রমাণ করছে যে, তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা হতেই বের হয়ে গিয়েছ।

৯৯. অর্থাৎ তারা শেষ কথা এ বলল যে, এ লোক যখন আমাদের সকলকে কদর্য মনে করে এবং নিজে ধোয়া-মোছা থাকতে চায়, তখন নোংরাদের মধ্যে পবিত্রের থাকা কেন? কাজেই, তাকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেওয়া উচিত, যাতে রোজকার এ বাধা খতম হয়ে যায়। কিন্তু সে অভিশপ্তরা তাঁকে কী বার করবে, খোদ আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে সসম্মানে ও নিরাপদে তাদের বাসভূমি থেকে বের করে নেন এবং তাদের উপর আযাব নাযিল করেন, যার বিবরণ সামনে আসছে। হযরত লূত (আ.)-এর আপনজনদের মধ্যে কেবল তাঁর স্ত্রী তাঁর থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং সেও শাস্তিপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ, তাদের সাথে তার যোগসাজশ ছিল। হযরত লূত (আ.)-এর কাছে কোন মেহমান আসলে সেই তাদেরকে জানিয়ে দিত এবং তাদেরকে কদাচারে প্ররোচিত করত। কারও কারও মতে পুরুষদের মত নারীদের মধ্যেও সমকামিতা ছড়িয়ে পড়েছিল। এ স্ত্রীলোকটিও তাতে লিপ্ত ছিল। মোদ্দা কথা, যারাই এ ধ্বংসাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত

(٨٤) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ○

(٨٥) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا
تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○

৮৪. আমি তাদের উপর (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম।[১০০] কাজেই, তুমি লক্ষ্য কর পাপিষ্ঠদের পরিণতি কী হয়েছে?[১০১]
৮৫. এবং মাদইয়ানে প্রেরণ করি তাদের ভাই শু'আয়বকে।[১০২] সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণ এসে গেছে।[১০৩] কাজেই, পরিমাপ ও ওজন পূর্ণ কর, মানুষকে তাদের জিনিস কমিয়ে দিও না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি সৃষ্টি করো না। এটা তোমাদের জন্য উত্তম- যদি তোমরা মু'মিন হও।[১০৪]

এবং অত্যন্ত জোরেশোরে নবীর বিরোধিতা ও অস্বীকৃতিতে লিপ্ত ছিল, কিংবা কুফ্‌র ও অশ্লীলতার সে পদ্ধতিতে তাদের সহযোগী ছিল সকলের উপরই শাস্তি নিপতিত হয়।

১০০. অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, সে জনপদটিকে উল্টিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রস্তর-বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। কোন কোন ইমামের মতে আজও সমকামীর শাস্তি এটাই যে, তাকে পর্বত-শীর্ষ বা কোন উচ্চ স্থান হতে নীচে ফেলে দেওয়া, উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করা হবে এবং অসহ্য দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে তাকে আটকে রাখা হবে।

১০১. অর্থাৎ পাপকার্য করার সময় তার অশুভ পরিণাম মনে পড়ে না। কাম পরবশতা ও স্ফূর্তির তাড়নায় এমন কাজ করে ফেলে, যা সাধারণ বুদ্ধি ও মনুষ্যত্বের পরিপন্থী। কিন্তু বুদ্ধিমানের উচিত অন্যের ঘটনা শুনে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং অন্যায়-অপকর্মের পরিণাম সর্বদা অন্তরে জাগরূক রাখা।

হযরত শু'আয়ব (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়

১০২. কুরআন মাজীদের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, হযরত শু'আয়ব (আ.) 'আইকা'বাসীর প্রতি প্রেরিত হন। মাদইয়ানের লোক ও আইকাবাসী যদি একই সম্প্রদায় হয়, তবে তো কোন দ্বন্দ্ব নেই। আর যদি পৃথক দুই সম্প্রদায় হয়, তবে তিনি উভয়ের প্রতিই প্রেরিত হয়ে থাকবেন এবং মাপে কম দেওয়ার দোষ উভয় সম্প্রদায়েই বিদ্যমান থাকবে। মোদ্দা কথা, তাওহীদ ইত্যাদির মৌলিক দাওয়াতের সাথে সাথে হযরত শু'আয়ব (আ.) বিশেষভাবে সামাজিক আচার-ব্যবহার, লেনদেন সংশোধন

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ (৮৬)
اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۠ وَانْظُرُ
وْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৮৬. তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য কোন পথে বসে থেক না। আল্লাহ্‌র পথে তাদেরকে বাধা দেবে না। আর তাতে বক্রতা তালাশ করবে না।[১০৫] এবং স্মরণ কর, যখন তোমরা (সংখ্যায় ও সম্পদে) ছিলে নিতান্তই কম, তারপর আল্লাহ্ তোমাদের বৃদ্ধি করলেন এবং লক্ষ্য কর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কী পরিণাম হয়েছিল।[১০৬]

এবং মানুষের পারস্পরিক অধিকারসমূহ রক্ষার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেমন, পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। হযরত শু'আয়ব (আ.) অত্যন্ত বাগবিদগ্ধ ছিলেন, যে কারণে তাঁর উপাধি 'খাতীবু'ল-আম্বিয়া' (নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বক্তা)।

১০৩. অর্থাৎ আমার সত্যতার দলীল প্রকাশ পেয়ে গেছে ! কাজেই, যে উপদেশ-বাণী তোমাদের শোনাই, তা গ্রহণ কর এবং যেসব বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করি, সে সম্পর্কে সাবধান থাক।

১০৪. বান্দাদের পারস্পরিক অধিকার রক্ষা ও সঠিকভাবে লেনদেন করার গুরুত্ব মহান আল্লাহ্‌র কাছে এত বেশী যে, একজন মহান নবীকে এ বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে তিনি পাঠিয়েছেন এবং তা না মানার কারণে একটা গোটা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। অথচ আজকালকার বহু পরহিযগার পর্যন্ত এর প্রতি খুব একটা লক্ষ্য রাখেন না। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত শু'আয়ব (আ.)-এর যবানীতে সতর্ক করা হয়েছে, মানুষের মা'মুলী আর্থিক ক্ষতি সাধন করা এবং দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর কুফ্‌র-শির্‌ক কিংবা খুন-খারাবী ইত্যাদির মাধ্যমে বিপর্যয় সৃষ্টি করা কোন মু'মিনের কাজ হতে পারে না।

১০৫. তারা রাস্তায় বসে থাকত দুই কারণে- (ক) পথিকদের ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে অন্যায়ভাবে অর্থ-কড়ি আদায় করা; (খ) মু'মিনদেরকে হযরত শু'আয়ব্ (আ.)-এর কাছে যাতায়াত করতে ও মহান আল্লাহ্‌র দীন গ্রহণ করতে বাধা দেওয়া এবং মহান আল্লাহ্‌র দীনে দোষ-ত্রুটি বের করা ও তার ছিদ্রান্বেষণের ফিকিরে থাকা।

১০৬. অর্থাৎ ধন ও জনবলে কম ছিলে। আল্লাহ্ তা'আলা উভয় দিক থেকে তোমাদের বৃদ্ধি সাধন করলেন- লোক সংখ্যাও বেড়ে গেল এবং তোমরা অর্থশালীও হয়ে গেলে। মহান আল্লাহ্‌র এসব অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যথার্থ কৃতজ্ঞতা তখনই আদায় হতে পারে, যখন তোমরা মহান আল্লাহ্‌র বান্দাদের হক

(৮৭) وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

(৮৮) قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۚ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ۝

৮৭. তোমাদের মধ্যে একদল আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তাতে যদি ঈমান আনে এবং একদল ঈমান না আনে, তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর- যাবত না আল্লাহ্ পাক আমাদের মাঝে ফয়সালা করেন আর তিনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।[১০৭]

৮৮. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সরদাররা বলল, হে শু'আয়ব! তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে আমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার করবই, অথবা তোমরা ফিরে আসবে আমাদের দীনে।[১০৮] সে বলল, আমরা তাতে অসম্মত হলেও?[১০৯]

চিনবে, তা রক্ষা করবে, কাজ-কর্ম সঙ্গত পন্থায় করবে এবং আত্মসংশোধনে লিপ্ত থাকবে। সেই সঙ্গে এসব নিআমতের কারণে অহংকার করবে না, বরং অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের যে পরিণতি পূর্বে হয়েছে সে দিকে লক্ষ্য রেখে মহান আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করে চলবে।

১০৭. অর্থাৎ আমি যা-কিছু নিয়ে এসেছি তোমরা যদি সমবেতভাবে তা গ্রহণ না কর, বরং মত-বিরোধেই লিপ্ত থাক, তবে একটু ধৈর্য ধর। শীঘ্রই আসমান হতে আমার ও তোমাদের মধ্যকার সব বিরোধের ফয়সালা হয়ে যাবে।

শু'আয়ব (আ.)-কে কুফরে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব ও তার ব্যাখ্যা

১০৮. عود অর্থ কোন জিনিস থেকে বের হয়ে পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়া। হযরত শু'আয়ব (আ.)-এর অনুসারীদের ক্ষেত্রে শব্দটি প্রকৃত অর্থেই প্রযোজ্য হতে পারে, যেহেতু তারা কুফর থেকে বের হয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন। বাকি হযরত শু'আয়ব (আ.) সম্পর্কে এ ধারণা অচল যে, তিনি পূর্বে (নাউযুবিল্লাহ) কুফরীতে ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় তাঁকে কুফরে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব দেওয়ার অর্থ কী? বলতে হবে, সংখ্যাধিক্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁকেও শব্দটির অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ মু'মিনগণের জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, অধিকাংশের প্রাধান্য দৃষ্টে হযরত শু'আয়ব (আ.)-কেও তার মধ্যে ধরে নেওয়া হয়েছে, তার জন্য আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। কিংবা তাঁর শানে কাফিরদের নিজস্ব ধারণা অনুসারে শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। কেননা, নবূওয়াত লাভের পূর্বে যতদিন তিনি দাওয়াত ও প্রচারকার্য শুরু করেননি, ততদিন মাদইয়ানবাসীর কুফরী

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا
(৮৯) وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ
عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ
الْفٰتِحِيْنَ ۝

৮৯. নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলাম[১১০] যদি তোমাদের দীন হতে আল্লাহ্ আমাদেরকে মুক্তি দেওয়ার পর আবার আমরা তাতে ফিরে যাই।[১১১] তাতে প্রত্যাবর্তন আমাদের কাজ নয়- যদি না আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আমাদের প্রতিপালক আপন জ্ঞানে সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ্‌রই প্রতি আমরা নির্ভর করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্য ফয়সালা করুন। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।[১১২]

কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর নীরবতা দেখে তারা মনে করে থাকবে, ইনিও আমাদের দলের এবং আমাদের রীতি-নীতিতে সন্তুষ্ট। অথবা عود (প্রত্যাবর্তন) দ্বারা রূপকার্থে কেবল 'গমন' বুঝানো হয়েছে, যেমন কতক মুফাসসির বলেছেন।

১০৯. অর্থাৎ দলীল-প্রমাণের আলোকে তোমাদের এ ধ্বংসাত্মক কুফরী কর্মকাণ্ডের প্রতি আমরা প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করার পরও কি তোমরা যবরদস্তি আমাদেরকে সে বিষের পেয়ালা পান করাতে চাও?

১১০. বাতিল ও মিথ্যা ধর্মকে সত্য বলাই মহান আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। একজন মহান নবী ও তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারীদের পক্ষে এটা কী করে সম্ভব যে, তারা সত্য ত্যাগ করে মিথ্যা গ্রহণ করে নেবেন নিজ সত্যতা ও মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আদিষ্ট হওয়া সম্পর্কিত যে সত্য দাবী এ যাবত করছিলেন তাকেও মিথ্যা ও বানোয়াট বলে স্বীকার করে নেবেন?

১১১. কাউকে তো প্রথম থেকেই মুক্তি দিয়েছেন, অর্থাৎ তাকে কুফরে প্রবেশই করতে দেননি, যেমন হযরত শু'আয়ব (আ.)। আর কাউকে কুফরে প্রবেশের পর তা থেকে বের করে এনেছেন, যেমন মু'মিন সাধারণ।

১১২. অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বা তোমাদের চাপে কুফরে প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। হাঁ, মনে কর, যদি আমাদের কারও সম্বন্ধে মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই এমন থাকে, তবে তাঁর সে ইচ্ছা কে ঠেকাতে পারে? তাঁর অপার প্রজ্ঞা এটাকেই সমীচীন মনে করলে সেখানে আর কথা চলে না। কেননা, সর্ব প্রকার কল্যাণ ও উপযোগিতা তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। মোদ্দা কথা, তোমাদের ধমককে আমরা ভয় পাই না। কারণ, এক মহান আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের পূর্ণ ভরসা আছে। কারও ইচ্ছায় কিছু হয় না, যা হওয়ার তা তাঁরই ইচ্ছা ও

(৯০) وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ

(৯১) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۝

(৯২) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ۝

৯০. তার সম্প্রদায়ের কাফির সরদাররা বলল, তোমরা যদি শু'আয়বের অনুসরণ কর, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১১৩]

৯১. তারপর ভূমিকম্প এসে তাদের আক্রান্ত করে। ফলে, প্রভাতকালে তারা নিজ গৃহে অধমুখে পড়ে থাকল।[১১৪]

৯২. যারা শু'আয়বকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, মনে হল তারা যেন কখনও সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শু'আয়বকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল।[১১৫]

সর্বব্যাপী জ্ঞানের অধীনে হবে। তাই আমরা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালার জন্যও তাঁরই কাছে প্রার্থনা করি। কারণ, এমন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় সত্তা অপেক্ষা উত্তম ফয়সালা আর কারও হতে পারে না। হযরত শু'আয়ব (আ.)-এর এ কথা দ্বারা অনুমান করা যায়, আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালামের অন্তর মহান আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও গৌরববোধ এবং আনুগত্য ও দুর্বলতার উপলব্ধিতে কী পরিমাণ ব্যাপকতা ও গভীরতার সাথে আকীর্ণ থাকে। এবং প্রতিটি মুহূর্ত ও সর্ব-অবস্থায় সর্ব প্রকার আসবাব-উপকরণ হতে অনপেক্ষ হয়ে কীভাবে সেই এক ও লা-শারীক আল্লাহ্র প্রতি তাঁদের আস্থা ও নির্ভরশীলতা পাহাড়ের চেয়েও বেশী সুদৃঢ় ও অনড় থাকে।

১১৩. অর্থাৎ বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে ধর্মীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর মাপে ঠিক দিয়ে হবে পার্থিব দিক থেকে।

১১৪. শু'আয়ব (আ.)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কিত আয়াতসমূহ একত্র করলে বুঝা যায়, তাদের প্রতি তিন ধরনের আযাব এসেছিল– মেঘ, নিনাদ ও ভূমিকম্প। অর্থাৎ প্রথমে তাদের উপর মেঘমালা ছেয়ে যায়, যার মাঝে ছিল তীব্র বিদ্যুচ্ছটা ও আগুনের হল্কা। তারপর আকাশ হতে ভয়াল হৃদয়বিদারক গর্জন আসে এবং নীচ থেকে ভূমিকা। (ইব্ন কাছীর)

১১৫. তারা হযরত শু'আয়ব (আ.) ও তাঁর অনুসারীদেরকে জনপদ হতে বহিষ্কার করার হুমকি দিয়েছিল, কিন্তু কোথায় তারা ও কোথায় তাদের জনপদ- সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তারা বলত, হযরত শু'আয়ব (আ.) ও তাঁর অনুসারিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু দেখা গেল, তারা নিজেরাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়ে গেছে।

(٩٣) فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ
فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ

(٩٤) وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآ
ءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ○

(٩٥) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّ
آءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

৯৩. তারপর সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার প্রতিপালকের বার্তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি। এখন আমি কাফিরদের জন্য কী আক্ষেপ করব?[১১৬]

৯৪. আমি যে-কোন জনপদেই নবী পাঠিয়েছি, তার অধিবাসীদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে।

৯৫. তারপর আমি পরিবর্তিত করি অকল্যাণের স্থানে কল্যাণ, অবশেষে তারা আগে বেড়ে যায় এবং তারা বলতে শুরু করে, আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও দুঃখ-সুখ স্পর্শ করেছে। কাজেই, আমি অকস্মাৎ তাদের পাকড়াও করি, যখন তাদের কোন চৈতন্য থাকে না।[১১৭]

---

১১৬. অর্থাৎ এখন সে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের জন্য আক্ষেপ করে লাভ কী, তাদেরকে তো সর্বতোভাবে সমঝানো হয়েছিল। হৃদয়গ্রাহী উপদেশেও কমতি করা হয়নি। ভবিষ্যত পরিণাম সম্পর্কেও সাবধান করা হয়েছিল। কিন্তু তারা কোন কিছুতে কর্ণপাত করেনি। বরং পরম শুভাকাংক্ষীদের সাথে সর্বদা মারমুখীই থেকেছে।

দুনিয়ায় পাপচারীদের সাথে নীতি

১১৭. নবী-রাসূল প্রেরণের পর সাধারণভাবে মানুষ যখন তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে এবং তাদের মুকাবিলায় এগিয়ে আসে, তখন প্রাথমিক সতর্কীকরণ হিসাবে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদেরকে রোগ-ব্যাধি, খরা ও নানা ধরনের বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত করা হয়, যাতে অবিশ্বাসীরা অনুতপ্ত হয়ে অন্যায়-অনাচার হতে ফিরে আসে ও মহান আল্লাহ্‌র দরবারে ঝুঁকে পড়ে। এসব সতর্কীকরণ দ্বারা তারা প্রভাবিত না হলে বিপদ-আপদ হটিয়ে তদস্থলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ঢেলে দেওয়া হয়, হয়ত মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে প্রভাবান্বিত হয়ে কিছুটা লজ্জিত হবে বা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে নতি স্বীকার করবে কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে

(৯৬) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(৯৭) اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ○

৯৬. যদি জনপদবাসী ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি আসমান ও যমীনের নিআমত তাদের জন্য অবারিত করে দিতাম। কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করল। কাজেই, তাদের কৃতকর্মের দরুন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।[১১৮]

৯৭. তবে কি জনপদবাসীরা এ বিষয়ে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমার শাস্তি তাদের উপর এসে পৌঁছুবে রাত্রিকালে, যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন?

গিয়ে সম্পূর্ণরূপে গাফিল হয়ে পড়বে। সুস্বাস্থ্য, ধন ও জনবল এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি যত বাড়বে তাদের দম্ভ ও ঔদাসীন্যও তত মাত্রা ছাড়াবে। এক পর্যায়ে তারা পেছনের দুঃখ-কষ্টকে এ বলে ভুলে যাবে যে, সুখ-দুঃখের এ আবর্তন-ধারা আগে থেকেই চলে আসছে। আমাদের কুফরের কোন দখল এতে নেই। নচেৎ, এখন এ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের লাভ হত না। আসলে এসব কালচক্রের নিয়ম। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছিল। এ পর্যায়ে পৌঁছার পর সহসা মহান আল্লাহ্র আযাব তাদের চেপে ধরে। আরাম-আয়েশে বিভোর সে সম্প্রদায়ের তাঁর কোন খোঁজই থাকে না। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) চমৎকার লিখেছেন, বান্দাকে দুনিয়ায় পাপের সাজা দেওয়া হলে তওবার আশা থাকে। কিন্তু পাপাচার যখন অবাধে করতে দেওয়া হয়, তখন বুঝতে হবে সেটা মহান আল্লাহ্র ফাঁদ। যে কোনও সময় ধরা পড়ার আশংকা। যেমন বিষ পানের পর যদি বমি হয়, তবে বাঁচার আশা থাকে। কিন্তু যদি বিষপান হয় নির্ঝঞ্ঝাট, তা হলে বুঝতে হবে কর্ম সাবাড়!

১১৮. অর্থাৎ বান্দাদের প্রতি আমার কোন খেদ নেই। যারা আমার শাস্তিতে আক্রান্ত হয়, সে তাদের নিজেদেরই কর্মফল। তারা যদি আমার নবীগণকে মানত, সত্যের সামনে নতি স্বীকার করত এবং কুফ্র ও পাপাচার ত্যাগ করে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করত, তা হলে আমি আসমানী ও যমীনী নিআমত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিতাম। ইমাম রাযী (র.) বলেন,

بركات -শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণকে বরকত শব্দে ব্যক্ত করা হয় এবং কখনও কোনও বিষয়ের অন্তর্নিহিত প্রবৃদ্ধি বা ফায়দার আধিক্যের উপরও এ শব্দ প্রয়োগ করা হয়। কাজেই, আয়াতের মর্ম হবে, ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করলে আসমান ও যমীনের সেই সব নিআমত অবারিত করে দেওয়া হয়, যা হয় স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন কিংবা যার অন্তর্নিহিত প্রবৃদ্ধি ও যার উপকারিতা হয় বিপুল– এরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়, যা কাফির ও অবিশ্বাসীরা দিন

اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ○
(৯৮) اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى
(৯৯) اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ○
(১০০) اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ
اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○

৯৮. না কি জনপদবাসীরা এ বিষয়ে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমার শাস্তি তাদের নিকট এসে পৌঁছবে পূর্বাহ্নে, যখন তারা থাকবে খেলাধুলায় মত্ত?[১১৯]

৯৯. তারা কি নির্ভয় হয়ে গেছে আল্লাহ্‌র মার সম্পর্কে? আল্লাহ্‌র মার সম্পর্কে নির্ভয় তো হয় না কেউ- ক্ষতিগ্রস্তরা ছাড়া।[১২০]

১০০. যারা দেশের উত্তরাধিকারী হয়েছে তথাকার অধিবাসীরা ধ্বংস হওয়ার পর, তাদের নিকট কি এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করতে[১২১] পারি? আমি মোহর করে দিয়েছি তাদের অন্তরে, কাজেই তারা শোনে না।

কতকের অবকাশ ও সুবিধারূপে লাভ করে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা তাদের পার্থিব জীবনে, নয়ত আখিরাতে অবশ্যই আত্মনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১১৯. অর্থাৎ যখন আরাম-আয়েশে বিভোর হয়ে শুয়ে থাকে বা দুনিয়ার কাজ-কারবার ও খেলাধুলায় মেতে থাকে, তখন অকস্মাৎ মহান আল্লাহ্‌র শাস্তি এসে তাদের ঘিরে ফেলে। এ ব্যাপারে তারা কেন নিশ্চিত ও নির্ভয় হয়ে আছে? অথচ যেসব কারণে পূর্বেকার জাতিসমূহের উপর শাস্তি এসেছিল, তা এদের মধ্যেও পুরাদস্তুর বিদ্যমান, অর্থাৎ কুফর ও অবিশ্বাস এবং সায়্যিদুল আম্বিয়া (সা.)-এর সঙ্গে যুদ্ধ ও মুকাবিলা।

১২০. আরাম-আয়েশে আত্মহারা থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহ্‌র যে অতর্কিত শাস্তি আঘাত হানে, তাকেই مكر الله (মহান আল্লাহ্‌র মার) বলা হয়েছে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে মত্ত থেকে মহান আল্লাহ্‌র অতর্কিত আযাব সম্পর্কে উদাসীন হয় তারাই, অশুভ কর্মতৎপরতা যাদেরকে চরমভাবে পদস্খলিত করেছে। মু'মিনের শান তো, তারা কোনও অবস্থাতেই মহান আল্লাহ্‌কে ভোলে না।

ظفر اس کو آدمی نہ جانئے گا * گو ہو کیسا ہی صاحب فہم وذکاء
جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی * جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

যুফার, মানুষ তুমি গণ্য করো না তাকে
তা হোক সে যতই জ্ঞান-গরিমার মালিক;
হাসি-আনন্দে যে রাখে না আল্লাহ্‌র স্মরণ
রাগ-রোষে যে হারায় তাঁর ভয়।

১২১. পূর্ববর্তীদেরকে যেমন পাকড়াও করেছি, তেমনি তোমাদেরও করতে পারি।

(১০১) تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ○

(১০২) وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ

১০১. এসব জনপদ সম্পর্কে কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমাকে শোনাই। তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ অবশ্যই এসেছিল নিদর্শনাবলী নিয়ে। কিন্তু পূর্বে তারা যে বিষয় প্রত্যাখ্যান করেছিল তাতে তারা কিছুতেই ঈমান আনবার ছিল না। এভাবেই আল্লাহ্ কাফিরদের অন্তরে মোহর করে দেন।[১২২]

১০২. আমি তাদের অধিকাংশকেই অংগীকার রক্ষক পাইনি। আমি তো তাদের অধিকাংশকে অবাধ্যই পেয়েছি।[১২৩]

অবিমৃশ্যতা হৃদয়ে মোহরেরই বহিঃপ্রকাশ

১২২. অর্থাৎ যে একবার অস্বীকার করে বসেছে, তা আর কোন অবস্থাতেই তারা স্বীকার করে নেওয়ার নয়, তা যতই নিদর্শন দেখুক, কি দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে যাক। আল্লাহ্ তা'আলার মুকাবিলায় যখন কোন জাতির যেদ ও অবিমৃশ্যতা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন স্বভাবতই তাদের সংশোধন ও সত্য গ্রহণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। এরই নাম অন্তরে মোহর লেগে যাওয়া। এস্থলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অন্তরে মোহর করে দেওয়ার কী অর্থ?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ (তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ নিদর্শনাবলী নিয়ে অবশ্যই এসেছিল)-এর দ্বারা জানা গেল যে, কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, কওমে লূত ও মাদইয়ানবাসী প্রভৃতি জনপদবাসীদের নিকট যে সকল নবী-রাসূল প্রেরিত হন, তাদের সকলকেই সুস্পষ্ট নিদর্শন (بينات) দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। কাজেই, হূদ (আ.)-এর সম্প্রদায় যে বলল يَاهُوْدُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ (হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আননি) এটা নিছক তাদের হঠকারিতা ও অবিমৃশ্য মনোবৃত্তি।

১২৩. عهد দ্বারা হয়ত সাধারণভাবে যে-কোনও প্রতিশ্রুতি বুঝান হয়েছে কিংবা বিশেষভাবে الست بربكم (আমি কি তোমাদের রব্ব নই?)-এর প্রতিশ্রুতি। অথবা বিপদাপদে পড়ে তারা যেসব অংগীকার করত, তা বুঝান উদ্দেশ্য। যেমন, এ বিপদ দূর হয়ে গেলে আমরা অবশ্যই ঈমান আনব। ফির'আওনী সম্প্রদায় বলেছিল لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَائِيْلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ 'তুমি যদি আমাদের থেকে এ বিপদ সরিয়ে দাও, তবে আমরা অবশ্যই তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সঙ্গে পাঠাব। তারপর যেই আমি তাদের থেকে বিপদ সরিয়ে নিলাম, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিল'।

(١٠٣) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

(١٠٤) وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(١٠٥) حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

১০৩. তারপর আমি তাদের[১২৪] পরে পরেই মূসাকে পাঠালাম আমার নিদর্শনাবলীসহ ফির'আওন ও তার প্রধানদের নিকট। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। কাজেই, লক্ষ্য কর, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কী হয়েছিল।[১২৫]

১০৪. এবং মূসা বলল, হে ফির'আওন! আমি বিশ্ব-প্রতিপালকের রাসূল।

১০৫. আমি প্রতিষ্ঠিত এ বিষয়ের উপর যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সত্য ছাড়া বলব না। আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি।[১২৬] কাজেই, বনী ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে যেতে দাও।[১২৭]

---

১২৪. অর্থাৎ নূহ (আ.), হূদ (আ.), সালিহ্ (আ.), লূত (আ.) ও শু'আয়ব (আ.) –যাঁদের উল্লেখ পূর্বে করা হল, মূসা (আ.) তাঁদের সকলের পরে আগমন করেন। বিশিষ্ট নবীগণের উল্লেখান্তে মাঝখানে কাফির ও অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌র গৃহীত নীতি তুলে ধরা হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান কাফিরদেরকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়। মধ্যবর্তী সে আলোচনা শেষে আবার নবূওয়াত ধারার এক মহান নবীর বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

১২৫. যারা মহান আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে অস্বীকার করে, তাঁর নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে ও তার অবমূল্যায়ন করে মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টদের দিয়ে নিজের পূজা-অর্চনা করায়, তাদের চেয়ে বড় ফাসাদকারী আর কে হতে পারে? সামনে এ সম্পর্কিত জরুরী ঘটনাবলী তুলে ধরার পর তাদের পরিণাম ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১২৬. অধিকাংশ মুফাস্‌সির حقيق শব্দের অর্থ করেছেন 'উপযুক্ত'। সে হিসাবে على অব্যয়টি ' ب ' অর্থে হবে। অর্থাৎ এটাই আমার শানের উপযুক্ত কাজ যে, আমি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কোন অসত্য ও বাতিল কথা বলব না। কেউ এর অর্থ করেছেন حريص 'প্রত্যাশী'। কিন্তু, অনুবাদক (র.) حقيق শব্দটিকে প্রতিষ্ঠিত, বিদ্যমান অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ আমি বিন্দুমাত্র অস্থিরতা ও দোদুল্যমানতা ব্যতিরেকে পূর্ণ প্রত্যয় ও দৃঢ়তার সাথে এ নীতিতে প্রতিষ্ঠিত আছি যে, সত্য ছাড়া কিছু মুখ থেকে বের করব না এবং মহান আল্লাহ্‌র বার্তা কোনরূপ কমবেশী না করে যথাযথভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছাব। তোমাদের প্রত্যাখ্যান ও হুমকি-ধমকির কারণে বিন্দুমাত্র অস্থির হব না।

CamScanner

(১০৬) قَالَ اِنۡ كُنۡتَ جِئۡتَ بِاٰيَةٍ فَاۡتِ بِهَاۤ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ○

(১০৭) فَاَلۡقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعۡبَانٌ مُّبِيۡنٌ ○

(১০৮) وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيۡضَآءُ لِلنّٰظِرِيۡنَ ○

১০৬. সে বলল, তুমি যদি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো, তবে তা উপস্থিত কর- যদি সত্যবাদী হও।
১০৭. তখন সে নিজ লাঠি (যমীনে) ফেলে দিল এবং তৎক্ষণাৎ তা সাক্ষাত অজগর হয়ে গেল।[১২৮]
১০৮. এবং সে নিজ হাত বের করল আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে শুভ্র-সমুজ্জ্বল প্রতিভাত হল।[১২৯]

---

১২৭. এমনিতে তো হযরত মূসা (আ.) ফির'আওনকে নানাভাবে উপদেশ প্রদান করেন, যেমন অন্যান্য আয়াতে আছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে فَقُلۡ هَلۡ لَّكَ اِلٰۤى اَنۡ تَزَكّٰى وَاَهۡدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخۡشٰى - (হে মূসা! তুমি গিয়ে ফির'আওনকে বল, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পরিশুদ্ধ হও, আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ দেখাই, যাতে তুমি তাকে ভয় কর?) (নাযি'আত ঃ ১৮-১৯)। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল বনী ইসরাঈলকে ফির'আওনী সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্ত করা, যারা ছিল নবীগণের বংশধর এবং যাদেরকে ফির'আওনী সম্প্রদায় নিকৃষ্ট জানোয়ারের মত গোলাম বানিয়ে অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতনে পিষ্ট করে যাচ্ছিল। এস্থলে ফির'আওনকে সম্বোধন করে সে বিষয়ের প্রতিই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে তোমার কয়েদ ও দাসত্ব হতে মুক্তি দাও, যাতে তারা স্বাধীনভাবে আপন প্রতিপালকের ইবাদত- বন্দেগীতে লিপ্ত হতে পারে এবং আমার সাথে তাদের প্রিয় ভূমি শামে চলে যেতে পারে। কেননা, তাদের উর্ধতন পুরুষ হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.) ইরাক হতে হিজরত করে শামদেশেই নিবাস গেড়েছিলেন। তারপর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কারণে বনী ইসরাঈল মিসরের বাসিন্দা হয়ে যায়। এখন যেহেতু এখানকার কিবতী সম্প্রদায় তাদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করছে তাই তাদেরকে কিবতীদের দাসত্ব-শৃংখল হতে মুক্ত করে তাদের পিতৃভূমিতে ওয়াপস করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা ও ফির'আনের সুদক্ষ জাদুকর

১২৮. লাঠিটির অজগর হওয়ার মাঝে কারও কোনরূপ সংশয়-সন্দেহের অবকাশ ছিল না। বলা হয়ে থাকে, অজগরটি বিশাল হা করে ফির'আওনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ফির'আওন ভড়কে গিয়ে মূসা (আ.)-কে তা ধরতে অনুরোধ করল। মূসা (আ.) স্পর্শ করা মাত্র সেটি আবার লাঠি হয়ে গেল।

১২৯. অর্থাৎ বগলের ভিতর হাত চাপা দিয়ে যখন বের করলেন, সবাই চাক্ষুষ দেখল সে হাত অস্বাভাবিক শুভ্র ও উজ্জ্বল। এ ঔজ্জ্বল্য শ্বেতী ইত্যাদি কোন ব্যাধি

(১০৯) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيمٌ ○

(১১০) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ○

(১১১) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِينَ ○

(১১২) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيمٍ ○

১০৯. ফির'আওন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, এতো একজন সুদক্ষ জাদুকর।[১৩০]

১১০. সে চায় তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে। কাজেই, তোমাদের কী পরামর্শ?[১৩১]

১১১. তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দাও এবং পরগনায় পরগনায় সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও।

১১২. যেন তারা তোমার নিকট সকল সুদক্ষ জাদুকরকে উপস্থিত করে।[১৩২]

কারণে ছিল না; বরং অনুমান করা যায় এটা ছিল জ্যোতির্ময় অন্তরালোক, যা অলৌকিকভাবে হাতের দ্বারা বিকিরিত হত।

১৩০. সম্ভবত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ দেখে ফির'আওন ভীষণ ঘাবড়ে যায়। তাই পরামর্শের জন্য লোক ডাকে। প্রথমে সে নিজেই (যেমন আশ-শু'আরায় বলা হয়েছে), তারপর তার পক্ষ হতে বড় বড় লিডারগণ এ মত ব্যক্ত করে যে, মূসা (আ.) একজন বড় ও সুদক্ষ জাদুকর (নাঊযুবিল্লাহ্)। কেননা, হযরত মূসা (আ.)-এর থেকে যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল, বাহ্য দৃষ্টিতে জাদুর চেয়ে কোন ভাল ব্যাখ্যা তাদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না।

১৩১. অর্থাৎ সে আশ্চর্য ও অভাবিত জাদু দেখিয়ে মানুষকে নিজের ভক্ত বানিয়ে ফেলবে এবং এভাবে দেশে প্রভাব সৃষ্টি করে এবং বনী ইসরাঈলের সাহায্য ও মুক্তির নাম নিয়ে এদেশের আসল বাসিন্দা কিবতীদেরকে তাদের মাতৃভূমি (মিসর) হতে উৎখাত করবে। এসব পরিস্থিতি ভেবে পরামর্শ দাও আমাদের কী করা উচিত।

১৩২. পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হল, ফির'আওনের কাছে আবেদন করা হবে, তিনি যেন মূসা ও তাঁর ভাইয়ের ব্যাপারে তড়িঘড়ি কোন পদক্ষেপ না নেন। তাদের উত্তম প্রতিষেধক ও ফলপ্রসূ জওয়াব হতে পারে যে, দেশের সর্বত্র চাপরাসি পাঠিয়ে এদের চেয়েও বড় ও সুদক্ষ জাদুকরদেরকে একত্র করা হবে এবং তাদের দ্বারা এদের দু'ভাইয়ের মুকাবিলা করানো হবে। কাজেই তাই করা হল।

(١١٣) وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ○

(١١٤) قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

(١١٥) قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ○

(١١٦) قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ
بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ○

১১৩. জাদুকরেরা ফির'আওনের কাছে এসে বলল, আমরা যদি জয়ী হই, তবে আমাদের জন্য কিছু পারিশ্রমিক থাকবে তো?[১৩৩]

১১৪. সে বলল, হাঁ এবং নিশ্চয়ই তোমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে।[১৩৪]

১১৫. তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর, নয় তো আমরাই নিক্ষেপ করছি।[১৩৫]

১১৬. তিনি বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর।[১৩৬] যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকদের চোখে জাদু করল, তাদেরকে আতংকিত করল এবং তারা মস্তবড় জাদু দেখাল।[১৩৭]

---

১৩৩. জাদুকরেরা ফির'আওনকে اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا (আমরা পারিশ্রমিক পাব তো?) বলে সূচনাতেই জানিয়ে দিল, নবীগণ কোন পেশাদারী ব্যক্তি হন না। তাদের প্রথম কথা হয় مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ 'আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো আল্লাহ্‌রই কাছে।'

১৩৪. অর্থাৎ পারিশ্রমিক আর কি, সে তো পাবেই, তার চেয়ে বড় কথা, তোমরা আমার দরবারের লোক হয়ে যাবে এবং বিশেষ পরিষদের কাতারে চলে আসবে।

১৩৫. এটা সম্ভবত এ জন্য বলেছিল যে, ইতোপূর্বে তো হযরত মূসা (আ.) ফির'আওনের সামনে লাঠি নিক্ষেপ করে মহান আল্লাহ্‌র হুকুমে অজগর বানিয়ে দেখিয়েছিলেন।

১৩৬. অর্থাৎ এ মুকাবিলাই যখন তোমাদের কাম্য এবং এর উপরই যখন শেষ ফয়সালা মওকুফ রাখছি, তখন তোমরাই প্রথম নিক্ষেপ কর এবং পূর্ণরূপে শক্তি-পরীক্ষা করে নাও। কেননা, মিথ্যা ও বাতিলের পরিপূর্ণ প্রকাশ ও শক্তি প্রদর্শনের পর যখন সত্যের জয় চাক্ষুষ হয়ে যাবে, আশা করা যায় তখন তা অন্তরে বেশী রেখাপাত করবে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে এস্থলে হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ হতে জাদুর সাথে মু'জিযার মুকাবিলা ছিল না, বরং এটা ছিল দু'টি উপায়ের মধ্যে এমন একটি গ্রহণ, যা বাতিলের অসারতা ও হকের জয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অধিকতর সহায়ক ছিল।

(١١٧) وَ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰی مُوۡسٰۤی اَنۡ اَلۡقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِیَ تَلۡقَفُ مَا یَاۡفِكُوۡنَ ۚ

(١١٨) فَوَقَعَ الۡحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ۚ

(١١٩) فَغُلِبُوۡا هُنَالِكَ وَ انۡقَلَبُوۡا صٰغِرِیۡنَ ۚ

(١٢٠) وَ اُلۡقِیَ السَّحَرَۃُ سٰجِدِیۡنَ ۚ

১১৭. এবং আমি মূসার প্রতি আদেশ পাঠালাম, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। সহসা তা তাদের সৃষ্ট তেলেসমাত গ্রাস করতে লাগল।
১১৮. কাজেই সত্য প্রকাশ হয়ে গেল এবং তারা যা কিছু করেছিল, তা মিথ্যা সাব্যস্ত হল।
১১৯. সেখানেই তারা হেরে গেল এবং ফিরে গেল লাঞ্ছিত হয়ে।
১২০. এবং জাদুকরেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।[১৩৮]

---

১৩৭. অর্থাৎ জাদুবলে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়ে তারা সমাবেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং মানুষকে ঘাবড়িয়ে দিল। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তারা লাঠি ও রশি মাটিতে ছেড়ে দিল। সকলের কাছে মনে হল, যেন ময়দান জুড়ে শুধু সাপ ছোটাছুটি করছে (یُخَیَّلُ اِلَیۡهِ مِنۡ سِحۡرِهِمۡ اَنَّهَا تَسۡعٰی)। এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, ফির'আওনের জাদুকরেরা তখন যে ভোজবাজি দেখিয়েছিল, তাতে বস্তুর বাস্তব প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি, বরং সে ছিল কেবল দৃষ্টি-বিভ্রম ও চোখের ধাঁধা। কিন্তু তাই বলে একথা প্রমাণ করা যাবে না যে, জাদুর সকল প্রকারই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ (অর্থাৎ জাদু মাত্রই দৃষ্টি-বিভ্রমী। সম্ভবত তারা মনে করেছিল আমরা জাদুর এ প্রাথমিক পর্যায় দ্বারাই মূসা (আ.)-কে কাবু করে ফেলব। অসম্ভব নয়,কিছুটা সুযোগ পেলে এর চেয়েও বড় ধরনের কোন জাদু তারা দেখাত। কিন্তু মূসা (আ.)-এর মু'জিযা প্রথম পালাতেই জাদুর নৈরাশ্যব্যঞ্জক পরাজয় ঘটিয়ে দেয়। লড়াই সামনে অব্যাহত রাখার মত কোন অবকাশই আর থাকলো না।

১৩৮. অর্থাৎ মূসা (আ.)-এর লাঠি সাপ হয়ে তাদের সমস্ত লাঠি ও রশি গিলে ফেলল এবং সব খেলা সেখানেই সাঙ্গ হয়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে জাদুকরদের চেতনা হল, এ তো জাদু নয়, আরও বড় কিছু। ফির'আওনের দলবল তো ভরা সমাবেশে পরাজয় স্বীকার করল ও ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ময়দান ত্যাগ করল, আর জাদুকরেরা মহান আল্লাহ্র নিদর্শন দেখে স্বতঃস্ফূর্ত সিজদায় গড়িয়ে পড়ল। বর্ণিত আছে, হযরত মূসা ও হারূন (আ.) সত্যের বিজয়ে শুকরানা সিজদা আদায় করলেন এবং তখনই

(১২১) قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(১২২) رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

(১২৩) قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

১২১. তারা বলল, আমরা বিশ্ব-পালকের প্রতি ঈমান আনলাম।

১২২. যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।[১৩৯]

১২৩. ফির'আওন বলল, আমার অনুমতির আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই এটা এক চক্রান্ত, যা তোমরা সবাই মিলে এ নগরে করেছ, যাতে এর অধিবাসীদেরকে এখান থেকে উচ্ছেদ করতে পার। তবে তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।[১৪০]

জাদুকরেরাও সিজদাবনত হল। اُلْقِىَ السَّحَرَةُ শব্দটি ইংগিত করছে, তাদেরকে এমন এক দুর্বার অবস্থা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, যদ্দরূন সিজদা না করে তাদের কোন উপায় ছিল না। মহান আল্লাহ্‌র রহমতের কী অপূর্ব তামাশা! মা'বূদের দয়ার কথা কি বলবো? এইমাত্রও যারা মহান আল্লাহ্‌র নবীর সাথে শক্তি পরীক্ষায় রত ছিল, সিজদা হতে মাথা তুলতে না তুলতে তারা সবাই মহান আল্লাহ্‌র বন্ধু ও কামিল বুযুর্গে রূপান্তরিত হল!

১৩৯. ফির'আওনও নিজেকে اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (আমিই তোমাদের বড় প্রতিপালক) বল্‌ত। এ কারণেই সম্ভবত رب العالمين -এর সাথে رب موسى وهارون (মূসা ও হারূন (আ.)-এরও প্রতিপালক) বলা দরকার হয়েছে। এর মাঝে এ ইংগিতও রয়ে গেছে যে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক তিনিই, যিনি বাহ্য আসবাব-উপকরণ ছাড়াই কেবল আপন রাবূবিয়্যাতের জোরে দুনিয়ার জঘন্যতর দাম্ভিকের উপর মূসা ও হারূনকে (আ.) সর্বসমক্ষে বিজয়ী করে দেখিয়েছেন।

১৪০. অর্থাৎ এটা তোমাদের জাদুকরদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র। মূসা (আ.) তোমাদের গুরু হয়ে থাকবে। তাকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছ। তারপর সবাই নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় পরাজিত করে দেখিয়েছ, যাতে উপস্থিত লোকদের উপর তার প্রভাব পড়ে। এ গভীর ষড়যন্ত্র দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এদেশের মূল অধিবাসীদেরকে উচ্ছেদ করে তোমরা নিজেরা মিসরের রাজত্ব দখল করবে। বস্তুত ফির'আওন তার পরাজয়ের গ্লানি ঢাকার ও মানুষকে আহমক বানানোর উদ্দেশ্যেই এ বক্তৃতা ঝেড়েছিল। (فاستخف قومه فاطاعوه) - কিন্তু ফির'আওন ও তার সম্প্রদায় যে জিনিসের আশংকা করছিল মহান আল্লাহ্‌র কুদরতে শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ 'এবং ফির'আওন, হামান ও তাদের বাহিনীকে সেই জিনিস দেখাব, যা তারা তাদের দিক থেকে আশংকা করত।' (২৮ : ৬)

(١٢٤) لَاُقَطِّعَنَّ اَيۡدِيَكُمۡ وَاَرۡجُلَكُمۡ مِّنۡ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ○

(١٢٥) قَالُوۡۤا اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنۡقَلِبُوۡنَ ○

(١٢٦) وَمَا تَنۡقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنۡ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتۡنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّتَوَفَّنَا مُسۡلِمِيۡنَ ○

১২৪. আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও বিপরীত দিকের পা কেটে ফেলব, এরপর তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।

১২৫. তারা বলল, আমাদের তো আপন প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতেই হবে।[১৪১]

১২৬. আমাদের প্রতি তোমার শত্রুতা এ কারণেই যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে ঈমান এনেছি, যখন আমাদের কাছে পৌঁছেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ধৈর্যের ঢাকনা খুলে দাও এবং আমাদের মৃত্যু ঘটাও মুসলিমরূপে।[১৪২]

---

১৪১. জাদুকরগণ তাওহীদ ও মহান আল্লাহ্র সাক্ষাত লাভের বাসনা-মদিরা পান করে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। জান্নাত ও জাহান্নাম যেন তারা চোখে দেখতে পেয়েছিল। তাই এসব তর্জন-গর্জনের তারা কী পরওয়া করবে? তারা সাফ বলে দিল, অসুবিধা নেই, যা করার করতে পার। আমাদেরকে তো মহান আল্লাহ্র কাছেই যেতে হবে। তা তোমার মাথা ডিঙিয়ে গেলে ক্ষতি কি? সেখানকার শাস্তি অপেক্ষা এখানকার শাস্তি ঢের সহজ। তা ছাড়া, তাঁর রহমত ও সন্তুষ্টির পথে দুনিয়ার যতবড় কষ্টই হোক, তা সহ্য করা আশিকদের পক্ষে মুশকিল নয় মোটেই।

هنيئا لا رباب النعيم نعيمهم * وللعاشق المسكين مايتجرع

'বিত্তবানদের জন্য তাদের বিত্ত হোক তৃপ্তিকর।

নিঃস্ব প্রেমিকের তরে কিঞ্চিৎ সুরাই মহাসুখের।'

১৪২. অর্থাৎ যেই প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্বীকার করে নেওয়ার কারণে তোমার দৃষ্টিতে আমরা অপরাধী হয়ে গেছি, সেই প্রতিপালকের কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন তোমার যুলুম-নির্যাতনের মুখে অবিচল থাকার ধৈর্য আমাদের দান করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এমন যাতে না হয় যে, মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণের বিপরীত কোন কাজ কোনরূপ ভয়ভীতির মুখে করে বসি।

(١٢٧) وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَ قَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ اٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْیٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَ اِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ○

১২৭. ফির'আওনী সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, তুমি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করার[১৪৩] এবং তোমাকে ও তোমার দেবতাগণকে বর্জিত করে ফেলার[১৪৪] সুযোগ কেন দিচ্ছ? সে বলল, এবার আমি তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করব এবং নারীদেরকে জীবিত রাখব। আমরা তো তাদের উপর প্রবল।[১৪৫]

---

১৪৩. সত্যের নিদর্শন দেখে যখন জাদুকরগণ সিজদায় পড়ে গেল এবং বনী ইসরাঈলও মূসা (আ.)-এর সমর্থন করতে শুরু করল, বরং কতক কিবতীও তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল, তখন ফির'আওনী নেতৃবর্গ ঘাবড়ে গেল এবং এ বলে ফির'আওনকে কঠোরতা অবলম্বনে প্ররোচিত করতে লাগল যে, মূসা (আ.) ও তার সম্প্রদায়কে আর সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। তা হলে তারা রাজ্যময় বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এবং জনসাধারণকে নিজ দলে ভিড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করবে। এভাবে তারা ভবিষ্যতে আপনার ও আপনার স্থিরীকৃত উপাস্যদের পূজা-অর্চনা দেশ থেকে উঠিয়ে দেবে।

১৪৪. ফির'আওন নিজেকে বলত الرب الاعلى (সর্বোচ্চ প্রতিপালক)। সম্ভবত নিজের এ সর্বোচ্চতার প্রতিষ্ঠাকল্পে সে নিম্নস্তরের কিছু উপাস্যও বানিয়ে রেখেছিল। তাদেরকেই এস্থলে الهتك (তোমার উপাস্যগণ) বলা হয়েছে। কেউ বলেন, সেগুলো ছিল গরু ইত্যাদির প্রতিমূর্তি। কারও মতে সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলী। আবার কেউ বলেন, ফির'আওন তার নিজের পূজা করানোর জন্য নিজ মূর্তি বানিয়ে দেশময় বিতরণ করেছিল। যা হোক, 'বড় রব্ব' বলতে সে নিজেকেই বুঝাত এবং مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ - বলে মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করত (নাউযবিল্লাহ্)।

বনী ইসরাঈলদের প্রতি ফিরা'আওনের নির্যাতন

১৪৫. মূসা (আ.)-এর জন্মের আগে থেকেই ফির'আওন বনী ইসরাঈলের উপর নির্যাতন জারি রেখেছিল। সে তাদের প্রতিটি ছেলে সন্তানকে এ আশংকায় হত্যা করত যে, না জানি এ সেই ইসরাঈলী, যার হাতে তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে বলে জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। মেয়েদেরকে সেবা গ্রহণের জন্য জীবিত রাখত। এবার মূসা (আ.)-এর প্রভাব দেখে ভয় হল, তার প্রশিক্ষণ ও সাহায্যে বনী ইসরাঈল শক্তিশালী না হয়ে বসে। তাই সে তাদের সন্ত্রস্ত ও দাবিয়ে রাখার জন্য নিজ ক্ষমতা ও মদমত্ততায় সেই পুরানো স্কিম আবার চালু করল। এ নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত শুনে স্বভাবতই তারা উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে। হযরত মূসা (আ.)-এর যে প্রতিকার বাতলিয়েছেন তা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(১২৮) قَالَ مُوۡسٰی لِقَوۡمِهِ اسۡتَعِیۡنُوۡا بِاللّٰهِ وَ اصۡبِرُوۡا ۚ اِنَّ الۡاَرۡضَ لِلّٰهِ ۟ۙ یُوۡرِثُهَا مَنۡ یَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ ؕ وَ الۡعَاقِبَۃُ لِلۡمُتَّقِیۡنَ ○

(১২৯) قَالُوۡۤا اُوۡذِیۡنَا مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ تَاۡتِیَنَا وَ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جِئۡتَنَا ؕ قَالَ عَسٰی رَبُّکُمۡ اَنۡ یُّهۡلِکَ عَدُوَّکُمۡ وَ یَسۡتَخۡلِفَکُمۡ فِی الۡاَرۡضِ فَیَنۡظُرَ کَیۡفَ تَعۡمَلُوۡنَ ○

১২৮. মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং সবর কর। নিশ্চয়ই যমীন আল্লাহ্‌র। তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করেন। এবং শেষ পর্যন্ত মঙ্গল মুত্তাকীদেরই জন্য।[১৪৬]

১২৯. তারা বলল, তোমার আবির্ভাবের পূর্বেও আমরা নির্যাতন ভোগ করেছি এবং তোমার আবির্ভাবের পরও।[১৪৭] সে বলল, তোমাদের প্রতিপালক শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে দেশে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারপর তোমরা কী কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন।[১৪৮]

---

১৪৬. অর্থাৎ উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। মহান আল্লাহ্‌র সামনে কারও শক্তি খাটে না। রাজ্য তাঁরই। তিনি যাকে সমীচীন মনে করেন, তাকে এর অধিকারী করেন। কাজেই, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁর কাছেই সাহায্য চাও। তাঁরই দিকে লক্ষ্য রাখ, তাঁকেই ভয় কর। ধৈর্য ও তাকওয়ার পন্থা অবলম্বন কর। বিশ্বাস রাখ, শেষ কামিয়াবী কেবল মুত্তাকিগণের জন্য।

১৪৭. অর্থাৎ আমরা তো হামেশাই মুসীবতে আছি। তোমার আবির্ভাবের পূর্বে আমাদেরকে বিনা মজুরীতে খাটানো হত, তাও চরম লাঞ্ছনার সাথে এবং আমাদের ছেলে সন্তানদের করা হত হত্যা। আর তোমার আবির্ভাবের পরও আমাদের উপর নানা রকম নির্যাতন চল্‌ছে। এখন আবার সন্তান হত্যারও পরামর্শ চল্‌ছে। জানি না, এ দুর্দিনের শেষ কোথায়!

বনী ইসরাঈলদের প্রতি মূসা (আ.)-এর সান্ত্বনা

১৪৮. হযরত মূসা (আ.) সান্ত্বনা দিলেন, এত ঘাবড়ে যেও না। মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য আসন্ন। তোমরা দেখতে পাবে, তোমাদের শত্রুদের নির্মূল করা হবে এবং তোমাদেরকে তাদের ধন-সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে। এখন অভাব-অনটন ও পরাধীনতা দ্বারা যেমন তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন, তখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা দিয়ে পরীক্ষা করা হবে তোমরা নিআমতের কতটুকু কদর কর ও কী পরিমাণ কৃতজ্ঞ থাক। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) বলেন, এ বক্তব্য মুসলিমগণের শোনানোর জন্য এ স্থলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরা মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। তখন মুসলিমগণও এরূপই নির্যাতিত ছিল। كفته آيدر حديث ديگراں একজনকে বলে অন্যকে বুঝানোর রীতিতে এ সুসংবাদ তাদের দেওয়া হয়েছে।

(١٣٠) وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

(١٣١) فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১৩০. এবং আমি ফির'আওনী সম্পদায়কে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতিতে ধৃত করি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

১৩১. যখন তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হয়, তখন বলতে শুরু করে, এটাই আমাদের উপযুক্ত। আর যখন কোন অকল্যাণ সাধিত হয়, তখন মূসা ও তার সঙ্গীদের অপয়া সাব্যস্ত করতে থাকে। শোন, তাদের অকল্যাণ তো আল্লাহ্রই কাছে; কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।[১৪৯]

ফির'আওনী সম্প্রদায়দের প্রতি আল্লাহ্র আযাব

১৪৯. পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল, 'আল্লাহ্ পাক শীঘ্রই তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন'। এখান থেকে সেই প্রতিশ্রুত ধ্বংস সাধনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছুটা বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ পারার শুরুতে وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّاۤ اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ আয়াতের অধীনে মহান আল্লাহ্র যে নীতি বর্ণিত হয়েছিল, সে অনুযায়ী তিনি প্রাথমিক সতর্কীকরণ হিসাবে ফির'আওনীদেরকে দুর্ভিক্ষ, খরা ইত্যাদি সাধারণ বিপদাপদে আক্রান্ত করেন, যাতে তাদের নিদ্রা-ভংগ হয় এবং মূসা (আ.)-এর নবীসুলভ উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু তারা কী সেই লোক? তারা এসব সতর্ক-সংকেতের কোন তোয়াক্কাই করেনি; বরং আরও বেশী যেদী ও বে-আদব হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ثم بدلنا مكان السئية الحسنة (তারপর অকল্যাণের পরিবর্তে কল্যাণ দান করি)-এর নীতি অনুযায়ী দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দূর হয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য দেখা দেয়। তখন বলতে শুরু করে, দেখ, এ অবস্থাই তো আমাদের সৌভাগ্যের উপযুক্ত। মাঝখানে যদি আবার কখনও প্রতিকূল কোন অবস্থা দেখা দেয় ও দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হতে হয়, তখন বলে, মূসা (আ.) ও তার সাথীদের দুর্ভাগ্য হেতুই এ অবস্থা (নাউযুবিল্লাহ্)। اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এরই জওয়াব দিয়েছেন যে, নিজেদের দুর্ভাগ্য ও কু-নিয়তিকে মহান আল্লাহ্র মকবূল বান্দাগণের উপর কেন চাপাও? তোমাদের এ দুরবস্থার প্রকৃত কারণ তো মহান আল্লাহ্র জানা। আর তা তোমাদের অন্যায়-অনাচার এবং অবাধ্যতা ও দুষ্টামি। এ কারণেরই ভিত্তিতে মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে সাময়িক শাস্তি ও সতর্কীকরণ হিসাবে দুর্ভাগ্যের কিছু অংশ তোমরা ভোগ করছ। তোমাদের কুফর ও অন্যায় অপরাধের প্রকৃত কু-ফল অর্থাৎ পুরাপুরি

(١٣٢) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

(١٣٣) فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ
الدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۚ فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

১৩২. এবং তারা বলতে লাগল, আমাদেরকে জাদু করার জন্য তুমি যত নিদর্শনই আমাদের কাছে উপস্থিত কর না কেন, আমরা তোমার প্রতি কিছুতেই ঈমান আনব না।[১৫০]

১৩৩. তারপর আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠাই প্লাবন,[১৫১] পঙ্গপাল, আটালি[১৫২] ব্যাঙ ও রক্ত- পৃথক পৃথক অনেকগুলো নিদর্শন। তথাপি তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে। আর তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।[১৫৩]

শাস্তি তো এখনও মহান আল্লাহ্‌র কাছে রক্ষিত আছে, যা দুনিয়া বা আখিরাতে নির্ধারিত সময়ে তোমাদের ভোগ করতেই হবে। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা এখনও পর্যন্ত জানে না।

১৫০. মূসা (আ.)-এর মু'জিযা ও নিদর্শনাবলী দেখে তারা বলত, তুমি আমাদের উপর যত জাদুই চালাও এবং নিজ ধারণা মত যত নিদর্শনই প্রদর্শন কর, আমরা কিছুতেই তোমার কথা মানবার নই। তারা যখন নিজেদের এ শেষ সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিল এবং নিজেদের জন্য সত্য গ্রহণের সকল দুয়ার রুদ্ধ করে দিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর একের পর এক বড় ধরনের কতগুলো বিপদ চাপিয়ে দিলেন। সামনের আয়াতে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

১৫১. অর্থাৎ প্রবল বর্ষণ ও ঢলের প্লাবন কিংবা প্লেগের কারণে মৃত্যুর প্লাবন। মুফাস্‌সিরগণ উভয় মতই ব্যক্ত করেছেন।

১৫২. **قمل** অর্থ আটালি (গবাদি পশুর রক্ত শোষক উকুন কীট বিশেষ), অনুবাদক (র.) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। কারও মতে এর অর্থ কেউ বলেন, গম ইত্যাদি শস্যের পোকা, যা শস্যাদি খেয়ে নষ্ট করে দেয়। মোটকথা, তাদের দেহ, কাপড়-চোপড়, শস্য ইত্যাদি সব কিছুতে উকুন, পোকার উপদ্রব দেখা দেয়।

১৫৩. অর্থাৎ অল্প-অল্প বিরতির পর এসব নিদর্শন দেখানো হয়। কিন্তু তারা এমনই অহংকারী, অপরাধপ্রবণ ও পুরানো পাপী যে, কোন নিদর্শনই তারা মানতে রাযী হয়নি। সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, ফির'আওন যখন মূসা (আ.)-এর উত্থাপিত বনী ইসরাঈলের স্বাধীনতার দাবী প্রত্যাখ্যান করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল বৃষ্টির প্লাবন পাঠালেন। তাতে ফসলাদি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিল। উদ্বিগ্ন হয়ে তারা মূসা (আ.)-কে অনুরোধ করল, তুমি যদি মহান

(١٣٤) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ

১৩৪. যখন তাদের উপর কোন আযাব পতিত হত, তখন বলত, হে মূসা! তোমার প্রতিপালক তোমাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন[১৫৪] তদনুযায়ী তুমি আমাদের জন্য তাঁর কাছে দু'আ কর। তুমি যদি আমাদের থেকে এ আযাব অপসারিত করে দাও, তবে আমরা অবশ্যই তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে যেতে দেব।

আল্লাহ্‌কে বলে এ বিপদ সরিয়ে দাও, তবে আমরা বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিয়ে তোমার সাথে যেতে দেব। মূসা (আ.)-এর দু'আয় বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং ক্ষতির পরিবর্তে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেল। কিন্তু ফির'আওনীরা শাস্তি হতে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজ প্রতিশ্রুতি লংঘন করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভরা ফসলের উপর পঙ্গপাল পাঠিয়ে দিলেন। তারা তা দেখে আবার ঘাবড়ে গেল যে, এ নতুন বিপদ আবার কোত্থেকে? তারা পুনরায় মূসা (আ.)-এর কাছে দু'আর আবেদন জানাল এবং পাক্কা ওয়াদা করল, এ বিপদ টলে গেলে আমরা বনী ইসরাঈলকে অবশ্যই স্বাধীনতা দান করব। এ আযাবও টলে যাওয়ার পর তারা আগের ন্যায় নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে এবং ওয়াদা ভুলে যায়। তারপর ফসল তুলে যখন গোলায় ভরল, তখন মহান আল্লাহ্‌র হুকুমে শস্যে পোকা লাগল। তারা আবার মূসা (আ.)-কে দিয়ে দু'আ করায় এবং অত্যন্ত মযবূত অংগীকার করে। কিন্তু সে অবস্থার অবসান ঘটা মাত্র আবার সেই অবাধ্যতা ও ওয়াদা-খেলাফীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর মহান আল্লাহ্ তাদের পানাহারের স্বাদ ঘুচিয়ে দেন। এত বিপুল পরিমাণে ব্যাঙ সৃষ্টি করে দেন যে, পানাহার সামগ্রীতে শুধু ব্যাঙই ব্যাঙ চোখে পড়ত। কথা বলার বা খানা খাওয়ার জন্য হা করলেই মুখের ভেতর ব্যাঙ ঢুকে যেত। মোদ্দা কথা, ব্যাঙের উপদ্রবে তাদের জীবন যাপন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। আবার অন্যদিকে পান করার জন্য যে পানিই নেওয়া হত মহান আল্লাহ্‌র হুকুমে তা পাত্র বা মুখের ভেতর রক্তে পরিণত হয়ে যেত। এভাবে তারা পানাহার করতে অপারগ হয়ে গেলে। কিন্তু তথাপি দর্প ও অহংকারের শেষ হল না।

১৫৪. অর্থাৎ তিনি দু'আর যে কার্যকর পদ্ধতি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সে অনুযায়ী দু'আ কর। বা মহান আল্লাহ্‌র নবী হওয়া হিসাবে দু'আ কর। এ হিসাবে عهد (প্রতিশ্রুতি) দ্বারা নবুওয়াত বুঝান হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ ও নবীর মাঝখানে এক ধরনের প্রতিশ্রুতি থাকে যে, আল্লাহ্ পাক নবীকে সাহায্য ও সম্মান দান করবেন এবং নবী তাঁর বার্তা প্রচারে কোন ত্রুটি করবেন না। এছাড়া بما عهد عندك-এর عهد

(১৩৫) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

(১৩৬) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○

(১৩৭) وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ○

১৩৫. তারপর আমি যখন তাদের উপর থেকে শাস্তি তুলে নেই এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যে পর্যন্ত তারা পৌঁছবার ছিল, তখনই তারা প্রতিশ্রুতি ভংগ করে।[১৫৫]

১৩৬. কাজেই, আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নেই এবং তাদেরকে সাগরে নিমজ্জিত করি। কারণ, তারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করত এবং সে সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করত।[১৫৬]

১৩৭. যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হত,[১৫৭] তাদেরকে আমি সেই ভূ-খণ্ডের পূর্ব-পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করলাম, যাতে আমি বরকত নিহিত রেখেছিলাম।[১৫৮] এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি তোমার প্রতিপালকের শুভ অংগীকার পূর্ণ হয়ে গেল, তাদের ধৈর্য ধারণের বদৌলতে। আর ফির'আওন ও তার সম্প্রদায় যা-কিছু নির্মাণ করেছিল এবং যে সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী করেছিল, তা ধ্বংস করে দিলাম।[১৫৯]

(প্রতিশ্রুতি) দ্বারা সেই প্রতিশ্রুতি বুঝান যেতে পারে, যা নবীগণের মাধ্যমে তাদের উম্মতের সঙ্গে করা হয়। অর্থাৎ তোমরা কুফ্‌র ও অবাধ্যতা পরিত্যাগ করলে মহান আল্লাহ্‌র আযাব তুলে নেওয়া হবে।

১৫৫. এ মেয়াদকাল দ্বারা হয়ত মৃত্যু ও সাগরে নিমজ্জিত হওয়া পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে কিংবা এক বিপদের পর অন্য বিপদ আসা পর্যন্ত সময়কে।

১৫৬. কয়েকজন মুফাসসিরের মতে رجز দ্বারা প্লেগ বুঝান হয়েছে। যেমন, কোন কোন হাদীছে সে অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এসব আয়াতকে পূর্বেকার আয়াতগুলোরই ব্যাখ্যা মনে করেন। 'মূযিহুল-কুরআনে' আছে, তাদের উপর এক সপ্তাহ্ অন্তর এসব আযাব আসত। প্রথমে হযরত মূসা (আ.) ফির'আওনকে বলে আসতেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অমুক আযাব নাযিল করবেন। তারপর সে আযাবই আসত। অনন্যোপায় হয়ে তারা হযরত মূসা (আ.)-কে খোশামোদ করত। তাঁর দু'আয় তা দূর হয়ে যেত। পরে তারা আবার অবিশ্বাসী হয়ে যেত। অবশেষে তাদের মধ্যে মহামারী দেখা দেয়। মাঝরাতে গোটা নগরের

প্রত্যেকের প্রথম ছেলে মারা যায়। তারা মৃতদের শোক ও সৎকারে ব্যস্ত। সেই অবকাশে হযরত মূসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। কয়েক দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর ফির'আওন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছে তাদের প্রায় ধরে ফেলে। কিন্তু আল্লাহ্র অনুগ্রহে তারা নিরাপদে ওপার পৌঁছে যায় আর ফির'আওন সসৈন্যে হয় নিমজ্জিত।

১৫৭. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে।

বনী ইসরাঈলকে কোন্ দেশের অধিকারী করা হয়েছিল?

১৫৮. অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা শামদেশ বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সে দেশে প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ বহু বরকত নিহিত রেখেছেন। বাহ্য বরকত তো এই যে, দেশটি নেহায়েত সবুজ-শ্যামল, মনোরম ও উর্বর। আর অভ্যন্তরীণ বরকত এই যে, এদেশ অসংখ্য নবী-রাসূলের জন্ম ও বাসস্থান। বহু পয়গাম্বর এখানে রয়েছেন শায়িত। বনী ইসরাঈল মিসর হতে বের হয়ে বহুকাল যাবত তীহ মরুভূমিতে দিগ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষে হযরত ইউশা' (আ.)-এর নেতৃত্বে আমালিকা জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং নিজেদের পূর্ব পুরুষের বাসভূমি শামদেশ অধিকার করে নেয়। কোন কোন তাফসীরবেত্তা এদেশ দ্বারা মিসর বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আমি ফির'আওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করে বনী ইসরাঈলকে মিসরের রাজ-ক্ষমতার উত্তরাধিকারী করি, যাতে তারা স্বাধীনভাবে জীবন উপভোগ করতে পারে। যেমন ইরশাদ হয়েছে—

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ۔

'তারা পেছনে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস-উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এ সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে' (৪৪ ঃ ২৫-২৮)। আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ۔

'আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফির'আওন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তাদের পক্ষ হতে তারা আশংকা করত' (২৮ ঃ ৫-৬)।

(١٣٨) وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۚ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○

১৩৮. এবং আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দেই। তারপর এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হয়, যারা তাদের প্রতিমা পূজায় রত ছিল।[১৬০] তারা বলল, হে মূসা! আমাদের পূজার জন্যও একটি দেবতা গড়ে দাও, যেমন তাদের দেবতা আছে। সে বলল, তোমরা তো মূর্খতা প্রকাশ করেছ।[১৬১]

এ ব্যাখ্যা হিসাবে মিসরের বাহ্য প্রাচুর্য তো বলার অপেক্ষা রাখে না, আর অভ্যন্তরীণ প্রাচুর্য এই হিসাবে হয়ে থাকবে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) সেখানেই সমাহিত, হযরত ইয়া'কূব (আ.) সেখানে চলে যান এবং সবশেষে হযরত মূসা (আ.) জন্ম ও শৈশব হতে শুরু করে জীবনের সুদীর্ঘকাল সেখানে অতিবাহিত করেন। ইমাম বাগাবী (র.) মুফাসসিরগণের উভয় মত একত্র করে এস্থলে উভয় স্থানকেই আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন।

১৫৯. অর্থাৎ বনী ইসরাঈল যখন ফির'আওনী সম্প্রদায়ের ধ্বংসাত্মক নির্যাতনী তাণ্ডবের সম্মুখে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, মূসা (আ.)-এর উপদেশ মত আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করে এবং মহান আল্লাহ্র নবীর সাহায্যে এগিয়ে আসে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ ও نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا عَدُوَّكُمْ আয়াতে তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূর্ণ করলেন। ফির'আওন ও তার সম্প্রদায় নিজেদের ঠাট ও দর্প প্রদর্শনের জন্য যে নিয়ম-কানূন বানিয়ে রেখেছিল, তা সব ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের উচ্চ-সুরম্য সব প্রাসাদ ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়। সত্যই اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً 'রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাতে নাশকতা চালায় এবং তার অধিবাসীদের মধ্যে যারা সম্মানিত, তাদের অপদস্থ করে।'

১৬০. কেউ বলেন, এরা ছিল লুখাম গোত্রের লোক। কারও মতে কিনানী আমালিকা সম্প্রদায়। বলা হয়ে থাকে, তাদের দেবতা ছিল গাভী আকৃতির।

১৬১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য ও শান এবং তাঁর গৌরব ও পবিত্রতা সম্পর্কে তোমরা দেখছি নিতান্তই অজ্ঞ। আসল কথা দীর্ঘকাল যাবত মিসরীয় পৌত্তলিকদের অধীনে জীবন যাপন করার কারণে তাদের শিরকী রসম-রেওয়াজ ও কর্মকাণ্ডের প্রতি বনী ইসরাঈল মাঝে-মধ্যেই ঝুঁকে পড়ছিল। এ যে বেহুদা, অজ্ঞতাসুলভ দরখাস্ত—এও মিসরের পরিবেশ ও তথাকার পৌত্তলিকদের সাহচর্য দ্বারা

(١٣٩) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(١٤٠) قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

(١٤١) وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

১৩৯. এইসব লোক- ধ্বংস হয়ে যাবে সেই জিনিস যাতে তারা লিপ্ত আছে এবং তারা যা করে তা ভ্রান্ত।[১৬২]

১৪০. সে বলল, আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য মা'বূদ সন্ধান করব, অথচ তিনি তোমাদেরকে নিখিলবিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন?[১৬৩]

১৪১. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদের মুক্তি দিলাম ফির'আওনী সম্প্রদায়ের কবল থেকে। যারা তোমাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। হত্যা করত তোমাদের ছেলে সন্তানদের এবং তোমাদের নারীদের রাখত জীবিত। আর তার মাঝে রয়েছে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ।[১৬৪]

তারা যে দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ। হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, অজ্ঞ লোক নিরাকার মা'বূদের ইবাদতে তৃপ্তি পায় না। তাদের চাই সাকার উপাস্য। বনী ইসরাঈল যখন গো-পূজারী সম্প্রদায়কে দেখল, তখন তাদেরও আগ্রহ জন্মাল। শেষ পর্যন্ত তারা সোনা দিয়ে বাছুর তৈরী করল ও তার পূজা করে ছাড়ল।

১৬২. অর্থাৎ তাদের পৌত্তলিক ধর্ম আগামীতে আমার ও সত্যপন্থীদের হাতে ধ্বংস হবে। আর তারা যা-কিছু আচার-অনুষ্ঠান করে, তা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত, নিষ্ফল, বেহুদা ও ভিত্তিহীন।

১৬৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার মহা অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা ও ন্যায়পরায়ণতার দাবী কি এটাই যে, গায়রুল্লাহ্র পূজা করে মহান আল্লাহ্র সঙ্গে বিদ্রোহ করা হবে? পরন্তু, এটা কত বড়ই না লজ্জার কথা যে, যে সৃষ্টিকে আল্লাহ্ বিশ্ব-জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, সে স্বহস্তে নির্মিত মূর্তির সামনে সিজদাবনত হবে। অধম কি উত্তমের উপাস্য হতে পারে?

১৬৪. এর ব্যাখ্যা প্রথম পারার দ্বিতীয় পাদে দ্রষ্টব্য। এরূপ বিষয়বস্তু সেখানেও গেছে। অর্থাৎ যেই আল্লাহ্ পাক সবে মাত্র তোমাদের প্রতি এত বড় অনুগ্রহ করলেন, তাঁকে ছেড়ে তোমরা কাঠ-পাথরের সামনে মাথা নোওয়াও?

وَ وٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَ قَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَ اَصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ (١٤٢)

১৪২. এবং আমি মূসার সাথে ত্রিশ রাতের ওয়াদা করি এবং আরও দশ দ্বারা তা পূর্ণ করি। এভাবে তোমার প্রতিপালকের মেয়াদ চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়।[১৬৫] এবং মূসা আপন ভাই হারূনকে বলল, আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সংশোধন করতে থাকবে এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।[১৬৬]

ত্রিশ ও চল্লিশ এ দুই মেয়াদের তাৎপর্য

১৬৫. বনী ইসরাঈল যখন নানা রকম বিপদাপদ ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা হতে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আবেদন করল, আমাদের জন্য কোন আসমানী শরী'আত নিয়ে আসুন। আমরা স্থির মনে তার অনুসরণ করে দেখাই। হযরত মূসা (আ.) মহান আল্লাহ্র দরবারে তাদের আবেদন পেশ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বনিম্ন ত্রিশ ও সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনের ওয়াদা করলেন যে, এ সময়কাল যদি তুমি ক্রমাগত রোযা রাখ ও তূর পাহাড়ে ই'তিকাফরত থাক, তবে তোমাকে তাওরাত শরীফ প্রদান করা হবে। কম ও বেশী এ দু'টি মেয়াদ নির্ধারণ করার কারণ এ হয়ে থাকবে যে, রিয়াযাত ও সাধনায় মগ্ন থাকাকালে বান্দা হিসাবে করণীয় কর্তব্য পালন ও নৈকট্য লাভের আদব রক্ষায় কোনরূপ বিচ্যুতি না ঘটলে ত্রিশ দিনের অল্প মেয়াদই যথেষ্ট হবে, নচেৎ সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশ দিনের রোযা পূর্ণ করতে হবে। কিংবা ত্রিশ দিনের মেয়াদ ছিল আবশ্যিক ও চল্লিশ দিন ঐচ্ছিক মুস্তাহাব পর্যায়ে যা মূল মেয়াদের সম্পূরক রূপে প্রদত্ত। ঠিক যেমন হযরত শু'আয়ব (আ.) মূসা (আ.)-এর কাছে কন্যা দানের সময় বলেছিলেন عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ (বিবাহ দিতে চাই এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা (কাসাস ঃ ২৭)। এযুগের কতিপয় লেখক বলেছেন, আসল মেয়াদ চল্লিশ দিনেরই ছিল, যেমন সূরা বাকারায় বলা হয়েছে। আর এখানেও فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖ -এর মাঝে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে চল্লিশ দিনের বর্ণনা দেওয়ার এটা একটা ধরন যে, আমি ত্রিশ দিনের ওয়াদা করেছিলাম, যার পরিশিষ্ট ছিল আরও দশ দিন। এরূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য, এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা যে, এক মাস যুল্-কা'দা পূর্ণ করে পরবর্তী মাস (যুল-হাজ্জাহ) থেকে আরও দশ দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এভাবে যুল্কা'দা এর ১ম তারিখ হতে শুরু হয়ে ১০ই যুল্-হাজ্জা পর্যন্ত চিল্লা পূর্ণ হয়েছে। যেমন, অধিকাংশ পূর্বসূরী বুযুর্গানে দীন হতে বর্ণিত আছে।

(১৪৩) وَلَمَّا جَآءَ مُوسٰى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ
اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْ
فَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَا
قَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৪৩. এবং মূসা যখন আমার ওয়াদায় উপনীত হল এবং তার সঙ্গে তার প্রতিপালক কথা বললেন, তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব।[১৬৭] তিনি বললেন, তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না।[১৬৮] তুমি বরং পাহাড়টির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তা যদি স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।[১৬৯] তারপর তার প্রতিপালক যখন পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল।[১৭০] তারপর যখন তার সংজ্ঞা ফিরে আসল, তখন বলল, তোমার সত্তা পবিত্র, আমি তোমার কাছে তওবা করলাম এবং আমি সবার আগে বিশ্বাস আনলাম।[১৭১]

'মূযিহুল-কুরআনে' আছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ওয়াদা দিলেন, পাহাড়ে ত্রিশ রাত নির্জন-বাস কর। তোমার সম্প্রদায়কে আমি তাওরাত দান করব। এ মেয়াদকালের মধ্যে তিনি এক দিন মিসওয়াক করেছিলেন। তাঁর মুখের সুগন্ধি ফেরেশতাদের মুগ্ধ করে দেয়। তারপর তা নিঃশেষ হয়ে গেলে আরও দশ রাত বৃদ্ধি করে মেয়াদ পূর্ণ করে দেওয়া হয়।

১৬৬. অর্থাৎ আমার অনুপস্থিতিতে আমার ভাগের কাজও তুমিই আনজাম দিও। কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের যে বিশেষ ইখতিয়ার মূসা (আ.)-এর হাতে ছিল, তা হযরত হারূনের উপর ন্যস্ত করা হল। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের অস্থিরচিত্ততা ও বিশ্বাসগত শৈথিল্য সম্পর্কে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা রাখতেন। তাই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিলেন যে, এরা যদি আমার অনুপস্থিতিতে কোনরূপ গোলমাল করে, তবে তাদের সংশোধনের চেষ্টা করবে এবং আমার কর্মপদ্ধতি অনুসারে চলবে। মহান আল্লাহ্রই ইচ্ছা, মূসা (আ.) তো এ উপদেশ দিয়ে ওদিকে চলে গেলেন, এদিকে বনী ইসরাঈল বাছুরপূজা শুরু করে দেয়। প্রচলিত বাইবেল সংকলকগণ যাই বলুক, হযরত হারূন (আ.) তাদের বিভ্রান্তি ও তার প্রতি নিজ অসন্তুষ্টির কথা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন। মূসা (আ.) যে আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন তদনুযায়ী তাদের সংশোধন করতে সর্বাত্মকভাবে তিনি সচেষ্ট থাকেন। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বলেন, يَا قَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِىْ 'হে আমার সম্প্রদায়!

তোমরা এ বাছুর দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছ। তোমাদের প্রতিপালক তো রাহ্মান। কাজেই, তোমরা আমার অনুসরণ কর ও আমার আদেশ মান।'

১৬৭. চল্লিশ দিনের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কোন ধরনে ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রঙে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। সরাসরি মহান আল্লাহ্র কথা শ্রবণের অন্তহীন স্বাদ ও মাধুর্যে মাতোয়ারা নবীর অন্তরে জেগে উঠল উদগ্র বাসনা– যদি কথকের দর্শন লাভ করা যেত! সহসা আবেদন করে বসলেন- رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার-আমার মাঝের পর্দা ও সব অন্তরায় হটিয়ে দাও। তোমার অবারিত নূরের চেহারাখানি সামনে তুলে ধর– এক নজর তোমায় দেখব। কি দেখা সম্ভব?

আল্লাহ্ তা'আলাকে কি দেখা সম্ভব?

১৬৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় বসে মাখলুকের এ নশ্বর অস্তিত্ব ও অস্থায়ী শক্তি অক্ষয় অবিনশ্বর, মহা প্রতাপান্বিত ও অসীম গৌরবময় সত্তার দর্শন ধারণ করতে সক্ষম নয়। এ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মৃত্যুর পূর্বে কারও পক্ষে দুনিয়ায় বসে মহান আল্লাহ্র দর্শন লাভ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়, যদিও যৌক্তিক দিক থেকে অসম্ভবও নয়। কেননা, যৌক্তিক দিক থেকেও সম্ভব না হলে মূসা (আ.)-এর মত একজন সম্মানিত নবী একটা অসম্ভব বিষয়ে আবেদন করবেন এরূপ ধারণা করা যায় না। আহ্লুস সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতের মত এটাই যে, দুনিয়ায় বসে যৌক্তিকভাবে মহান আল্লাহ্র দর্শন লাভ সম্ভব, কিন্তু শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা ঘটবার নয়। পক্ষান্তরে, আখিরাতে যে মু'মিনগণ তাঁকে দেখতে পাবে, তা কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। বাকি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মি'রাজ রজনীতে তাঁকে দেখেছেন কিনা এ বিষয়ে মত-বিরোধ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ সূরা নাজমে এ সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

রূহানী শক্তিতে মানুষ সবার উপরে, কায়িক শক্তিতে নয়।

১৬৯. অর্থাৎ তুমি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাক। আমি আমার রূপ ও সৌন্দর্যের এক বিন্দু জ্যোতি তাতে প্রকাশ করছি। পাহাড়ের মত মযবুত ও কঠিন জিনিস যদি তা বরদাশত করতে পারে, তবে তুমিও তা বরদাশত করলে করতেও পার। নচেৎ বুঝে নিও পাহাড়ের পক্ষে যা ধারণ করা সম্ভব হয়নি, কোন মানুষের বস্তুগত গঠন-প্রকৃতি ও দৈহিক চক্ষু তা কী করে ধারণ করতে পারে? সত্য বটে, মানুষ আত্মিক ও রূহানী শক্তিতে যমীন, আসমান, পাহাড় তথা সকল সৃষ্টির উপরে। এ কারণেই তো মূসা (আ.) যে ওহীর ধারক ছিলেন, এমন কি অপরাপর মানুষও যে মহা আমানতের বাহক, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি কিছুই তা বহন করার ক্ষমতা রাখে না। ইরশাদ হয়েছে اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ 'আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করেছিলাম, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শঙ্কিত হল, কিন্তু মানুষ তা বহন করল' (আহযাব ঃ ৭২)। আরও ইশাদ হয়েছে, لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ

(١٤٤) قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ بِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

১৪৪. তিনি বললেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার বার্তা প্রেরণ ও আমার বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। কাজেই আমি তোমাকে যা দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও।[১৭২]

لَرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ 'যদি আমি এ কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম, তুমি দেখতে তা আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ হয়ে গেছে' (হাশর ঃ ২১)। কিন্তু তবু যে বিষয়ের সম্পর্ক বাহ্য চক্ষু ও বস্তুগত শক্তির সাথে, সে ক্ষেত্রে মানুষ অন্যান্য অতিকায় সৃষ্টি অপেক্ষা যথেষ্ট দুর্বল। ইরশাদ হয়েছে لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ 'মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' (মু'মিন ঃ ৫৭)। অন্যত্র বলা হয়েছে- وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا 'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে' (নিসা ঃ ২৮)। এস্থলে মানব-অস্তিত্বে এ দুর্বলতার প্রতিই মূসা (আ.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

১৭০. আল্লাহ্ তা'আলার তাজাল্লী বা জ্যোতির প্রকাশ নানা রকমের হয়ে থাকে। এটা তাঁর ইচ্ছা যে, কোন-জিনিসে কিরূপ তাজাল্লী ফেলবেন। পাহাড়ের উপর জ্যোতিপাত হওয়া মাত্র তা পাহাড়ের বিশেষ অংশকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। মূসা (আ.) সে স্থানের নিকটবর্তী ছিলেন। যদ্দরুন এ স্থানগত নৈকট্য ও পাহাড়ের ভয়াবহ দৃশ্য দর্শনের এতটা প্রভাব তাঁর উপর পড়ে যে, তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে যান। যেমন যে জিনিস বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়, তা তৎক্ষণাৎ পুড়ে কয়লা হয়ে যায়। যারা কাছে থাকে অনেক সময় তারাও কমবেশী আঘাতপ্রাপ্ত হয়। যদিও তাজাল্লীর সাথে এর তুলনা চলে না।

১৭১. অর্থাৎ তুমি কোন মাখলুক সদৃশ হবে বা কোন নশ্বর চোখ তোমাকে দেখতে সক্ষম হবে—এর থেকে তুমি পবিত্র। তোমার পবিত্রতা ও গৌরবের তো চাহিদা তোমার অনুমতি চাড়া কোন বিষয়ের আবেদন তোমার কাছে করা যাবে না। আগ্রহের তীব্রতায় আমি যে এক অনুচিত বিষয়ে তোমার অনুমতি ছাড়া আবেদন করে ফেলেছি তজ্জন্য আমি তওবা করছি। আমি সমকালীন সমস্ত মানুষের আগে তোমার গৌরব ও মহিমার প্রত্যয় পোষণ করছি এবং আমিই প্রথম সেই ব্যক্তি, যে চাক্ষুষ ও হাতে-কলমে উপলব্ধি করতে পেরেছে ইহলোকে বসে এ চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভ করা যায় না।

১৭২. অর্থাৎ দীদার না হয় লাভ করতে পারনি, কিন্তু এ মর্যাদাই কি কম কিছু যে, আমি তোমাকে নবী বানিয়েছি, তাওরাত দিয়েছি এবং সরাসরি তোমার সাথে কথা

(١٤٥) وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۗ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ

১৪৫. আমি তার জন্য ফলকে লিখে দেই সর্ব প্রকারের উপদেশ ও সর্ববিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ।[১৭৩] কাজেই এগুলো শক্তভাবে ধর এবং আপন সম্প্রদায়কে এর উত্তম বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দাও। শীঘ্রই আমি অবাধ্যদের বাসস্থান তোমাদের দেখাব।[১৭৪]

বলেছি। কাজেই যে পরিমাণ বখশিশ আমার পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছে, তা গ্রহণ করে নাও এবং সেই বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত থাক, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা شاكرين (কৃতজ্ঞগণ)-এর মর্যাদাপূর্ণ উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

১৭৩. কেউ বলেন পবিত্র তাওরাত সে ফলকগুলোতে লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু কতক উলামার মত, এগুলো তাওরাতের বাইরে। তাওরাত নাযিলের পূর্বে এগুলো দেওয়া হয়েছিল। যা হোক, দর্শন লাভ না হওয়ায় যে মর্মপীড়া হযরত মূসা (আ.) বোধ করছিলেন, তার কিছুটা উপশম ও প্রতিবিধান স্বরূপ ফলকগুলো দান করা হয়। এর মাঝে সব রকমের উপদেশ ও সমস্ত জরুরী বিধান বিস্তারিত লেখা ছিল (ইব্ন কাছীর)।

১৭৪. অর্থাৎ নিজেও ফলকগুলি দৃঢ়ভাবে ও সাবধানতার সাথে ধরে রাখ, যাতে হাত থেকে পড়ে না যায় এবং নিজ সম্প্রদায়কে বুঝাও, তারা যেন এতে বর্ণিত উত্তম হিদায়াতসমূহ দৃঢ়তার সাথে মেনে বলে। এমন উত্তম জিনিস যেন তারা হাত- ছাড়া না করে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ احسنها। (এর যা উত্তম) শব্দ দ্বারা হয়ত একথা বুঝানো হয়েছে যে, এর মাঝে উত্তম ছাড়া কিছু নেই। কিংবা এর অর্থ এতে বর্ণিত বিধান তো এমনিতে সবই ভাল। কিন্তু তন্মধ্যে কতক অপেক্ষাকৃত উত্তম। যেমন যালিমের প্রতিশোধ গ্রহণ জায়েয ও ভাল, কিন্তু তার চেয়ে ধৈর্যধারণ ও ক্ষমা প্রদর্শন উৎকৃষ্টতর ও আযীমাত (উচ্চমানের নিষ্ঠা)। এর দ্বারা যেন বনী ইসরাঈলকে উৎসাহ দেওয়া হল, তারা যা-কিছু উৎকৃষ্টতর ও উচ্চমানের নিষ্ঠার পরিচায়ক তা করতে সচেষ্ট থাকে ও মহান আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ অনুগত বান্দায় পরিণত হয়। যদি অবাধ্যতা প্রকাশ করে, তবে তাদেরকে অবাধ্যদের আবাসস্থল দেখিয়ে দেওয়া হবে, অর্থাৎ আখিরাতে জাহান্নাম এবং দুনিয়ায় ধ্বংস ও লাঞ্ছনা (আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তা হতে রক্ষা করুন) [ইব্ন কাছীর ও বাগাবী]। কারও মতে অবাধ্যদের আবাসস্থল বলে শাম বা মিসর বুঝানো হয়েছে, যা ছিল অবাধ্য 'আমালিকা ও ফির'আওনী সম্প্রদায়ের দেশ। এ অনুযায়ী এ আয়াত বনী ইসরাঈলের পক্ষে একটি সুসংবাদ যে, তোমরা পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করলে অবাধ্যদের দেশ তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে। তবে প্রথম ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধতর। ইব্ন কাছীর তাই প্রমাণ করেছেন।

CamScanner

(١٤٦) سَاَصۡرِفُ عَنۡ اٰیٰتِیَ الَّذِیۡنَ یَتَکَبَّرُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ بِغَیۡرِ الۡحَقِّ ؕ وَ اِنۡ یَّرَوۡا کُلَّ اٰیَۃٍ لَّا یُؤۡمِنُوۡا بِہَا ۚ وَ اِنۡ یَّرَوۡا سَبِیۡلَ الرُّشۡدِ لَا یَتَّخِذُوۡہُ سَبِیۡلًا ۚ وَ اِنۡ یَّرَوۡا سَبِیۡلَ الۡغَیِّ یَتَّخِذُوۡہُ سَبِیۡلًا ؕ ذٰلِکَ بِاَنَّہُمۡ کَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَا وَ کَانُوۡا عَنۡہَا غٰفِلِیۡنَ ۝

(١٤٧) وَ الَّذِیۡنَ کَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَا وَ لِقَآءِ الۡاٰخِرَۃِ حَبِطَتۡ اَعۡمَالُہُمۡ ؕ ہَلۡ یُجۡزَوۡنَ اِلَّا مَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ۝

১৪৬. যারা পৃথিবীতে অন্যায়-দম্ভ করে বেড়ায় আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী হতে ঘুরিয়ে দেব। তারা সমুদয় নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা হিদায়াতের পথ দেখলেও তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করবে না, কিন্তু যদি ভ্রান্ত পথ দেখে, তবে তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। এটা এ হেতু যে, তারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা মনে করেছে এবং তারা সে সম্বন্ধে ছিল গাফিল।[১৭৫]

১৪৭. আর যারা আমার আয়াতসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করে, তাদের শ্রম বৃথা যাবে। তারা যে কাজ করত তারই বদলা পাবে।[১৭৬]

---

১৭৫. যারা আল্লাহ্ পাক ও নবীর মুকাবিলায় অন্যায় অহংকার করে বেড়ায় এবং দম্ভ ও উন্নাসিকতা যাদেরকে মহান আল্লাহ্‌র বিধানাবলী গ্রহণের অনুমতি দেয় না, আমিও আপন আয়াতসমূহ হতে তাদের অন্তর অন্যদিকে ফিরিয়ে দেব, যাতে ভবিষ্যতে তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক না হয়। এদের তো অবস্থা এরূপ যে, যত নিদর্শনই তারা দেখুক এবং যত আয়াতই শুনুক নিজ অবস্থান থেকে তারা টলবার নয়। হিদায়াতের রাজপথ যত প্রশস্ত ও সমুজ্জ্বলই হোক, সে পথে তারা চলবার নয়। কিন্তু কু-প্রবৃত্তির বশবর্তিতায় ভ্রান্ত পথে চলে দ্রুত বেগে। প্রত্যাখ্যানবৃত্তি ও গাফলতি যখন মজ্জাগত হয়ে পড়ে, তখন হৃদয়ের বিকৃতি সাধিত হয় এবং তখনই মানুষ এ পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

১৭৬. অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র বিধান মানার তাওফীক হবে না এবং যা করবে তা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবে না। যেমন করবে তেমনই প্রতিফল পাবে। হ্যাঁ, তাদের নিষ্প্রাণ ও মৃত সৎকর্মসমূহের যে বদলা লাভ করার তা ইহজগতেই পেয়ে যাবে।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ
(১৪৮) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ○
وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْ
(১৪৯) حَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

১৪৮. মূসার সম্প্রদায় তার পশ্চাতে নিজেদের অলংকার দ্বারা গড়ল এক বাছুর[১৭৭] এক অবয়ব যার ছিল গরুর ডাক তারা কি দেখেল না যে, তা তাদের সাথে কথাও বলে না ও তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা তাকে উপাস্য বানিয়ে নিল এবং তারা ছিল যালিম।[১৭৮]

১৪৯. এবং যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং উপলব্ধি করল,আমরা নিশ্চিত বিপথগামী হয়েছি, তখন তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে আমরা নিঃসন্দেহে ধ্বংস হয়ে যাব।[১৭৯]

---

১৭৭. যেসব অলংকার গলিয়ে তারা বাছুর গড়েছিল, সেগুলো আসলে ছিল ফির'আওনের গোষ্ঠী কিবতীদের। তাদের কাছ থেকে বনী ইসরাঈল তা হস্তগত করেছিল, যেমন সূরা 'তা-হা'-তে আছে وَحُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ 'আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা' (তাহা ঃ ৮৭)।

১৭৮. সূরা তা-হা-তে এ বাছুর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আসবে। এস্থলে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতা তুলে ধরা হয়েছে যে, নিজ হাতে গড়া পুতুলের ভেতর থেকে হাম্বা রব শুনেই তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেল এবং বাছুরকে মহান আল্লাহ্ মনে করে বসল। অথচ, তার সে অর্থহীন রবের মাঝে না ছিল কোন বক্তব্য ও আদেশ-উপদেশ এবং না হত তার মাধ্যমে পার্থিব বা পরকালীন কোন দিক-নির্দেশ। এরূপ অর্থহীন রব তো কোন জিনিসকে মানুষের পর্যায়েও উন্নীত করতে পারে না, মহান স্রষ্টার পর্যায়ে তো দূরের কথা। এটা কত বড় অবিচার ও অন্যায় যে, একটা তুচ্ছ জীবের পুতুলকে তারা আল্লাহ্ বলে বসল। আসল কথা এরূপ অবিবেচনাপ্রসূত কথা বলার অভ্যাস তাদের আগেও ছিল এবং সে কারণেই তো মূসা (আ.)-এর কাছে আবেদন করেছিল اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ (আ'রাফ ঃ ১৩৮)।

১৭৯. নিজেদের বোধবুদ্ধিহীনতা ও বাঁকা চরিত্রের কারণে তারা এমন নীতি বিরুদ্ধ ও বেঢপ কাণ্ড করেছিল যে, মূসা (আ.)-এর তিরস্কার ও তম্বীহের পর যখন বাতিলের উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে গেল এবং বোধবুদ্ধি কিছুটা ফিরে আসল, তখন নিজেরাও নিজেদের কাণ্ড-কারখানার উপর ভীষণ অনুতপ্ত হল। অনুশোচনার তীব্রতায়

(١٥٠) وَ لَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْ
نِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَ اَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَ اَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّ
هٗۤ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَ كَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۖ
فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَ لَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

১৫০. মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে[১৮০] নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসল, তখন বলল, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কী নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বই না করেছ![১৮১] আপন প্রতিপালকের আদেশের পূর্বে তোমরা কেন তাড়াহুড়া করলে?[১৮২] এবং সে ফলকগুলো ফেলে দিল ও নিজ ভাইয়ের মাথা ধরে নিজের দিকে টানতে লাগল।[১৮৩] সে বলল, হে আমার মায়ের সন্তান! লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং তারা আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। কাজেই, তুমি আমার প্রতি শত্রুকে হাসিও না এবং আমাকে অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করো না।[১৮৪]

তারা যেন আংগুল কামড়াতে লাগল ও ভয়-বিহ্বলতায় একেবারেই মুষড়ে পড়েছিল তারা বলতে লাগল, এখন কী উপায় হবে! আল্লাহ্ পাক যদি দয়া না করেন এব তওবা ও ক্ষমার কোন উপায় না করে দেন, তবে আমরা নির্ঘাত ধ্বংস ও স্থায়ী ক্ষতিতে নিপতিত হব।

১৮০. কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা শুরুতেই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন সামিরী তোমার সম্প্রদায়কে বিপথগামী করেছে। একথা শুনে হযরত মূসা (আ.) ভীষণ মর্মাহত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

১৮১. এ বক্তব্য ছিল বাছুরপূজারীদের প্রতি। অর্থাৎ আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার বেশ প্রতিনিধিত্ব করেছ! আমি যে বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করতা (মহান আল্লাহ্র তাওহীদ), তাই লংঘন করে তোমরা এ বলে বাছুরপূজায় লিপ্ত হলে যে, هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى (এই তোমাদের ও মূসার উপাস্য)। কিংবা এ বক্তব্যে লক্ষ্য হযরত হারূন (আ.)। অর্থাৎ اُخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ (তুমি আমার সম্প্রদায়ের মাঝে আমার প্রতিনিধিত্ব করো) বলে প্রতিনিধিত্বের যে দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, তুমি তা ভাল রকম আদায় করনি। তোমার তো কর্তব্য ছিল তাদেরকে বাধা দেওয়া এবং দৃঢ়তার সাথে এ ফিতনার মুকাবিলা করা, যেমন সূরা 'তা-হা'-তে বিস্তারিত আসবে।

১৮২. আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য বিধান আনতেই তো গিয়েছিলাম। চল্লিশ দিনের মেয়াদও আল্লাহ্ তা'আলাই স্থির করে দিয়েছিলেন। তোমরা মহান আল্লাহ্র স্থিরীকৃত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার ও তাঁর বিধান নিয়ে আসার

অপেক্ষা করলে না। কিছু দীর্ঘ সময়ও তো অতিবাহিত হয়নি যে, তোমরা উদ্বিগ্ন হয়ে এত জলদি নিজেদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র আযাব ও গযবকে দাওয়াত দিলে! أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (তবে কি প্রতিশ্রুত কাল তোমাদের কাছে সুদীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি নাযিলকৃত অংগীকার ভংগ করলে? (তা-হা ঃ ৮৬)।

হারূন (আ.)-এর প্রতি মূসা (আ.)-এর আচরণের তাৎপর্য

১৮৩. সম্প্রদায়ের উপরিউক্ত মুশরিকী কাণ্ড-কারখানা দেখে এবং হারূন (আ.)-এর নম্রতা ও শৈথিল্য প্রদর্শনের ধারণা করে হযরত মূসা (আ.) এতটা ক্ষুব্ধ এবং দীনী মূল্যবোধ ও ঈমানী চেতনার তাড়নায় এতই আত্মনিয়ন্ত্রণ-রহিত হয়ে পড়েছিলেন যে, এক পর্যায়ে তিনি হারূন (আ.)-এর দিকে এগিয়ে আসেন এবং ঈমানী জযবায় তাঁর দাড়ি ও মাথার চুল টেনে ধরেন। হারূন (আ.)-এর অবমাননা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না মোটেই, কেননা, হারূন (আ.) নিজেও একজন নবী এবং বয়সে মূসা (আ.)-এর তিন বছরের বড়। একজন সম্মানিত নবীর পক্ষে এটা কী করে সম্ভব যে, অপর একজন নবীর বিন্দুমাত্র অসম্মান করবেন, যেখানে সে নবী তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাইও হন? আসলে হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ হতে একাজ তখনই সংঘটিত হয়েছিল, যখন সম্প্রদায়ের গুরুতর অপরাধের কারণে বুগ্য্ ফি'ল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ক্রোধ) ও রোষে অভিভূত হয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত হারূন (আ.) সম্পর্কে তার ধারণা, সম্ভবত তিনি অবস্থা শোধরানোর পূর্ণ চেষ্টা করেননি, অথচ তাঁকে এ ব্যাপারে তাকীদ করে গিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই হারূন (আ.) ও নবী এবং বয়সেও বড়। কিন্তু পদ মর্যাদায় মূসা (আ.) তাঁর চেয়ে বড় ছিলেন। ব্যবস্থাপনা ও প্রাশসনিক ব্যাপারে হারূনকে (আ.) তাঁর মন্ত্রী করা হয়েছিল। এস্থলে কার্যত মূসা (আ.)-এর প্রশাসনিক ও কর্তৃত্বসুলভ শান প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর পক্ষ হতে এ কৈফিয়ত তলব ও কঠিন আচরণ হারূন (আ.) দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেছেন বলে যে ধারণা তাঁর হয়েছিল তজ্জন্য যেন এক কর্মগত তিরস্কার ছিল। এর দ্বারা সম্প্রদায়কেও পূর্ণরূপে সচেতন করা হয়েছে যে, তাওহীদের মদিরায় নবীর অন্তর কীরূপ মোহিত এবং শিরক ও কুফরের ক্লেদ-কালিমার প্রতি কী পরিমাণে বিদ্বিষ্ট থাকে। এ ব্যাপারে সামান্য মাত্র শৈথিল্য ও নীরবতাকেও তিনি বরদাশত করতে পারেন না। এমন কি অন্য নবী সম্পর্কেও যদি তার এরূপ ধারণা হয় যে, শিরকের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কিছুটা শৈথিল্য হয়ে গেছে, তবে তাঁর সম্মান এবং মহান আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর মর্যাদাও তাকে এরূপ কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ হতে নিবৃত্ত করতে পারে না। মোদ্দা কথা, হযরত মূসা (আ.)এ অবস্থায় শরী'আতের দৃষ্টিতে অপারগ ছিলেন। এ ক্রোধাতিশয্য ও জিজ্ঞাসাবাদের হুলস্থুলের মধ্যে তাঁর হাত থেকে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত ফলকগুলো পড়ে যায়। সতর্কতার সঙ্গে সেগুলো ধরে না রাখার কারণে القاء (ফেলে দেওয়া)-এর কঠোর শব্দে বিষয়টি ব্যক্ত

(١٥١) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِاَخِيْ وَ اَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

(١٥٢) اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ○

১৫১. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে আশ্রয় দাও আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।[১৮৫]

১৫২. নিশ্চয়ই যারা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবে। অপবাদ আরোপকারীদেরকে আমি এ শাস্তিই দিয়ে থাকি।[১৮৬]

করা হয়েছে। কেননা, তিনি বাহ্যত خذها بقوة (দৃঢ়ভাবে ধর)-এর আদেশ পালন করতে পারেননি। কয়েক জন মুফাস্‌সিরের মত হযরত হারূনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় হাত খালি করার জন্য সেগুলো তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে ও সজোরে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত হারূন ও ফলকের সাথে যে আচরণ তাঁর পক্ষ হতে প্রকাশ পেয়েছে, তার বহির্দৃশ্য যেহেতু পসন্দনীয় ছিল না, যদিও নিয়্যাতের দিক থেকে তিনি অপারগ ছিলেন, তাই পরে رب اغفرلى বলে তিনি মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

১৮৪. হারূন (আ.) মূসা (আ.)-এর আপন ভাই ছিলেন। তাই মায়ের সম্পর্ক তুলে সম্বোধন করে তাঁকে নম্র আচরণ ও সদয় ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা তাঁর লক্ষ্য ছিল। এ আয়াতে হারূন (আ.)-এর নির্দোষিতা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে আমার সাধ্য অনুযায়ী বুঝানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা আমাকে একটুও কেয়ার করেনি, পরন্তু আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কাজেই তুমি এরূপ আচরণ করে আমার প্রতি তাদের হাসি সঞ্চার করো না এবং ক্রোধ প্রকাশ ও তিরস্কার করার ক্ষেত্রেও আমাকে যালিমদের কাতারে গণ্য করো না।

১৮৫. অর্থাৎ ক্রোধের আতিশয্যে যে বাড়াবাড়ি বা ইজতিহাদী (উদ্ভাবনী ও চিন্তাগত) ত্রুটি আমার দ্বারা হয়ে গেছে, তা আমার নিয়্যত যতই ভাল হোক, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার ভাই হারূনের মর্যাদা ও শান দৃষ্টে সম্প্রদায়ের সংশোধন কার্যে কোনরূপ ত্রুটি যদি তার দ্বারা হয়ে থাকে, তবে তাকেও ক্ষমা কর।

১৮৬. এটা সেই গযব, যা প্রথম পারার দ্বিতীয় পাদে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা বাছুরপূজায় অংশ নেয়নি এবং বাধাও দেয়নি, তারা বাছুরপূজারীদেরকে হত্যা করবে। এর দ্বারা বুঝা যায়, মুরতাদদের শাস্তি হত্যা।

(١٥٣) وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۡ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِ
هَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○
(١٥٤) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۚ وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى
وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ○
(١٥٥) وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّ
جْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ۭ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
السُّفَهَاۤءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ۭ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاۤءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَاۤءُ ۭ
اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ○

১৫৩. এবং যারা অসৎ কার্য করে তারপর তওবা করে ও ঈমান আনে,তা তোমার প্রতিপালক তওবার পর অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৮৭]

১৫৪. এবং যখন ক্রোধ প্রশমিত হল, তখন সে ফলক তুলে নিল। তাতে যা লিপিবদ্ধ ছিল, তাতে হিদায়াত ও রহমত ছিল সেই সব লোকের জন্য, যারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে।

১৫৫. এবং মূসা আমার প্রতিশ্রুত ক্ষণে উপস্থিত করার জন্য তার সম্প্রদায় হতে সত্তর জন লোক মনোনীত করল। তারপর যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে এবং আমাকে পূর্বেই ধ্বংস করতে পারতে! আমাদের সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকগুলো যা করেছে, সেজন্য কি তুমি আমাদের ধ্বংস করে দেবে? বস্তুত এসব তোমার পরীক্ষা। এতে তুমি যাকে যাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে রাখ। তুমিই আমাদের অভিভাবক! কাজেই, আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং তুমিই সর্বোত্তম ক্ষমাশীল।[১৮৮]

---

১৮৭. অর্থাৎ অসৎ কার্য, এমন কি শির্ক ও কুফর করার পরও যদি তওবা করা ও ঈমান আনা হয়, তবে গাফূরুর-রাহীমের কাছে করুণা ও ক্ষমার কিছু কমতি নেই। এ ক্ষমার সম্পর্ক আখিরাতের সাথে। ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে, বাছুরপূজারীদেরকে যে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে, সেটা ছিল তাদের তওবা কবূলের শর্ত। ইরশাদ হয়েছে تُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তওবা কর, কাজেই তোমরা নিজেদের হত্যা কর' (বাকারা)। কাজেই, তাদের জন্য আখিরাতের শাস্তি অবশিষ্ট নেই। পার্থিব শাস্তির পর পরকালীন অবস্থার বর্ণনা এস্থলে ঠিক সেই রকমের, যেমন অন্যত্র اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا (পুরুষ চোর ও নারী চোর- উভয়ের হাত কেটে দাও)-এর পর বলা হয়েছে فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ

عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (তারপর যে তওবা করবে ও সংশোধন হয়ে যাবে, আল্লাহ্ পাক তার তওবা কবূল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৮৮. এ সম্পর্কে এমতই বিশুদ্ধতর মনে হয় যে, মূসা (আ.)-কে তাওরাত প্রদানের জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল, এ সময় তার বিপরীত। তা ছাড়া, বক্ষ্যমাণ আয়াতসমূহের ক্রমবিন্যাস দ্বারা দৃশ্যত বুঝা যায়, এ ঘটনা বাছুরপূজা ও তার শাস্তি আরোপের পরে ঘটেছিল। তবে সূরা নিসায় বলা হয়েছে –

فَقَالُوْۤا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ -

(তারা বলল, আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্ দেখাও। ফলে, তাদের আঘাত হানে মহানাদ তাদের যুলুমের কারণে। তারপর তারা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাদি আসার পর বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে)। এ দ্বারা আরও পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, বাছুরপূজার ঘটনা ঘটেছিল আলোচ্য ঘটনার পর। প্রকৃত ব্যাপার মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এ ঘটনার সারমর্ম প্রথম পারার দ্বিতীয় পাদে বর্ণিত হয়েছে। বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছিল, আমরা তোমার কথা তখনই বিশ্বাস করতে পারি, যখন নিজ কানে মহান আল্লাহ্ থেকে শুনতে পাব। তিনি তাদের মধ্য হতে সত্তর জনকে বেছে নিলেন। তারা ছিল বনী ইসরাঈলের নেতৃপুরুষ। তাদের নিয়ে তিনি তূর পাহাড়ে উপস্থিত হলেন। তারা আল্লাহ্ তা'আলার কথা শুনতে পেল। তখন বলল, যাবত না তাকে প্রকাশ্যে স্বচক্ষে দেখতে পাব, তাবত আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। এ ধৃষ্টতার কারণে তারা নীচ থেকে ভূমিকম্প এবং উপর থেকে বজ্রধ্বনির শাস্তিতে আক্রান্ত হল এবং কাঁপতে কাঁপতেই মরে গেল বা মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে গেল। মূসা (আ.) নিজেকে তাদের সাথে মিলিয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি যদি ধ্বংস করবারই ছিলে, তবে এদের সকলকে এখানে ডাকার ও কথা শোনানোর আগেই ধ্বংস করে দিতে, বরং সেই সাথে আমাকেও। কারণ, আমিই তো তাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছি। তোমার সে ইচ্ছায় বাধ সাধার সাধ্য কার ছিল? তুমি যখন তা করনি, বরং আমাদের নিয়ে আসার এবং তাদেরকে কথা শোনার জন্য এখানে আসার ইজাযত দিলে, তখন কী করে ধারণা করা যায়, তুমি আমাদেরকে এখানে ডেকে এনে কতগুলো নির্বোধের নির্বুদ্ধিতার শাস্তিতে আমাদের সকলকেই ধ্বংস করে দেবে? নিশ্চয়ই ভূমিকম্প ও বজ্রধ্বনির এই দৃশ্য তোমার পক্ষ হতে আমাদের পরীক্ষা স্বরূপ। এরূপ কঠিন পরীক্ষায় স্থির রাখা, না রাখা সেও তোমারই ক্ষমতাধীন। এরূপ বিপজ্জনক ও পিচ্ছিল পরিস্থিতিতে তুমিই আমাদের সাহায্যকারী ও রক্ষাকর্তা। তোমারই সর্বকল্যাণের উৎসস্থল সত্তার কাছে এ আশা করা যায় যে, তুমি আমাদের সকলের বিগত ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি ক্ষমা করে দেবে এবং ভবিষ্যতে আপন

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ
(١٥٦) قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَا
كْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝
(١٥٧) اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْ
بًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ
وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا
النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১৫৬. এবং লিখে দাও আমাদের জন্য পার্থিব জীবনে কল্যাণ এবং আখিরাতেও। আমরা তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। তিনি বললেন, যার প্রতি ইচ্ছা আমি স্বীয় শাস্তি নিপতিত করি, এবং আমার অনুগ্রহ সর্বব্যাপী। কাজেই, আমি তা লিপিবদ্ধ করব তাদের জন্য, যারা ভীতি পোষণ করে ও যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস রাখে।[১৮৯]

১৫৭. যে সব লোক সেই উম্মী নবী[১৯০] ও রাসূলের অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তারা নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পায়,[১৯১] যে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করে, অসৎকার্যে নিষেধ করে, তাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তু হালাল করে, তাদের প্রতি অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং তাদের উপর থেকে নামায় তাদের বোঝা ও সেই শৃংখল, যা তাদের উপর ছিল।[১৯২] কাজেই, যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও তার সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং যে নূর তার সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে,[১৯৩] তার অনুসরণ করে, তারাই কৃতকার্য।

অনুগ্রহে আমাদেরকে এরূপ ভুল-ত্রুটির শিকার হতে দেবে না। হযরত মূসা (আ.)-এর এ দু'আয় তাদেরকে ক্ষমা করা হয় এবং তাদেরকে নবজীবন দান করা হয়। ইরশাদ হয়েছে ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ 'তারপর আমি তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।'

১৮৯. হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, হযরত মূসা (আ.) স্বীয় উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের যে কল্যাণ কামনা করেন, তা দ্বারা হয়ত উদ্দেশ্য এ ছিল যে, তারা যেন দুনিয়া ও আখিরাতে সব জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়। জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমার আযাব ও রহমত দল বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়। আযাব তো তার প্রতিই পতিত হয়, যার প্রতি মহান আল্লাহ্র ইচ্ছা। কিন্তু সাধারণ

রহমত সকল মাখলুকের জন্যই ব্যাপক। আর যে বিশেষ রহমত তুমি প্রার্থনা করছ, তা সেই সম্প্রদায়ের ভাগ্যে লিখে রেখেছি, যারা আল্লাহ্-ভীতি পোষণ করে, অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায় করে বা আত্মশুদ্ধি অবলম্বন করে এবং মহান আল্লাহ্র যাবতীয় বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে অর্থাৎ এটা আখিরী উম্মতের প্রাপ্য। তারাই সমস্ত আসমানী কিতাবে ঈমান আনবে। হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মতের মধ্যে যারা সর্বশেষ কিতাবে ঈমান এনেছে, তারা এ নিআমতের অধিকারী হয়েছে এবং মূসা (আ.)-এর দু'আ তাদের ক্ষেত্রে কবূল হয়েছে।

১৯০. امی - শব্দটি হয়ত ' ام ' হতে গঠিত, যার অর্থ জননী। শিশু যখন মায়ের পেট হতে জন্মগ্রহণ করে, তখন সে যেমন কারও শিষ্য থাকে না, তেমনি নবী করীম (সা.) সারা জীবনে কোন মাখলুকের সামনে ছাত্র হয়ে বসেননি। বরং যে জ্ঞান ও বিদ্যা এবং বোধি ও রহস্য-কথা তাঁর থেকে উৎসারিত হয়েছে তার এক-দশমাংশও পেশ করার মত যোগ্যতা আর কোন মাখলুকের নেই। কাজেই এ হিসাবে 'উম্মী নবী'-এর আখ্যা তাঁর পক্ষে শত গৌরবের বিষয়। অথবা মক্কা মুকাররামার উপাধি 'উম্মুল-কুরা' হতে উম্মী শব্দের উৎপত্তি, যা ছিল তাঁর জন্মস্থান। (অর্থাৎ উম্মুল-কুরায় যে নবীর জন্ম)।

১৯১. অর্থাৎ প্রিয়নবী (সা.)-এর শুভাগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁর গুণাবলী পূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে। এমন কি সে সময় হতে অদ্যাবধি সাড়ে তেরশ' বছরের (মূলকিতাব) কাটছাঁটের পরও বর্তমান বাইবেলে তাঁর সম্পর্কে বহু সুসংবাদ ও ইশারা-ইংগিত বিদ্যমান। প্রত্যেক কালের উলামায়ে কিরাম মানুষের সামনে তার উদ্ধৃতি পেশ করে আসছেন।

১৯২. অর্থাৎ ইয়াহূদীদের প্রতি যেসব কঠিন বিধান ছিল, তা এ দীনে সহজ করে দেওয়া হয়েছে। তাদের দুষ্কার্য ও বাড়াবাড়ির কারণে বহু উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তুতে তাদের জন্য আইনের কষাকষি ছিল, যেমন ইরশাদ হয়েছে- فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ 'ভাল ভাল যা ইয়াহূদীদের জন্য বৈধ ছিল, তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি তাদের সীমালংঘনের কারণে' (নিসা ঃ ১৬০), সেগুলোও এ উম্মতের জন্য আসান হয়ে যায়। আর মদ, শূকর ইত্যাদি ঘৃণ্য দ্রব্য এবং সূদ ইত্যাদি কদর্য বিষয়, যা তারা হালাল করে রেখেছিল, প্রিয় নবী (সা.) তার নিষিদ্ধতা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে দেন। মোদ্দা কথা, উম্মতের বহু বোঝা তিনি হালকা করে দেন এবং বহু গ্রন্থি-বাঁধন খুলে দেন। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে بعثت بالحنيفية السمحة 'আমি উদার একনিষ্ঠ ধর্মাদর্শসহ প্রেরিত হয়েছি।'

১৯৩. 'নূর' দ্বারা ওহী বুঝান হয়েছে, তা মাতলূ (কুরআন) হোক, কি গায়র মাতলূ (হাদীছ)।

(১৫৮) قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ
الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

(১৫৯) وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰىۤ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ○

(১৬০) وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۚ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰىۤ اِذِ
اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا
عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۚ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ
كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

১৫৮. বল, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। কাজেই, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ্ ও তাঁর সমস্ত বাণীতে বিশ্বাস রাখে এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা পথ পাও।[১৯৪]

১৫৯. মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল এমন আছে, যারা সত্যের পথ দেখায় ও সে অনুযায়ী ন্যায়-বিচার করে।[১৯৫]

১৬০. আমি তাদেরকে বারটি গোত্রে তথা বড় বড় দলে[১৯৬] বিভক্ত করেছি এবং মূসার সম্প্রদায় যখন তার কাছে পানি প্রার্থনা করল, তখন তার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, নিজ লাঠি দ্বারা ওই পাথরে আঘাত কর। ফলে, তা হতে বারটি প্রস্রবণ উৎসারিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাট চিনে নিল এবং তাদের উপর মেঘের ছায়া বিস্তার করলাম। তাদের উপর অবতীর্ণ করলাম মান্না ও সালওয়া। ভাল যেসব জিনিস তোমাদের রিযক্ দিয়েছি তা হতে খাও। তারা আমার কিছু বিগড়াতে পারেনি, বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবূওয়াত বিশ্বজনীন

১৯৪. অর্থাৎ আপনার নবূওয়াত বিশ্ব-মানবতার জন্য ব্যাপক। আরবের নিরক্ষর জনগণ কিংবা ইয়াহূদী-নাসারার জন্য সীমিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন সার্বজনীন শাহানশাহ্, তেমনি প্রিয়নবী (সা.) তাঁর সার্বজনীন রাসূল। এখন হিদায়াত ও সাফল্য অর্জনের এ ছাড়া কোন পথ নেই যে, তিনি যে বিশ্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ সত্য নিয়ে এসেছেন কেবল তারই অনুসরণ করা হবে। তিনিই সেই নবী, যার প্রতি ঈমান আনয়ন সমস্ত নবী-রাসূল ও সকল আসমানী কিতাবে ঈমান আনয়নের সমার্থক।

(١٦١) وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ○

(١٦٢) فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ○

১৬১. এবং যখন তাদের আদেশ করা হল, এ জনপদে বাস কর[১৯৭] এবং এর যেথা ইচ্ছা আহার কর। আর বল– 'আমাদের ক্ষমা করে দাও' এবং সিজদাবনত অবস্থায় দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, তা হলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব। আমি সৎকর্মশীলদেরকে অবশ্যই বেশী দেব।[১৯৮]

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যালিমগণ অন্য কথা দ্বারা সে কথাকে পরিবর্তন করে ফেলল, যা তাদের বলা হয়েছিল। কাজেই, আমি আসমান হতে তাদের উপর শাস্তি পাঠালাম তাদের সীমালংঘনের কারণে।[১৯৯]

---

১৯৫. অধিকাংশ ইয়াহূদী ঔদ্ধত্য ও বে-ইনসাফীর পথ আঁকড়ে ধরলেও কিছু সংখ্যক এমন ভাগ্যবানও আছে, যারা অন্যদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান জানায় এবং নিজেরাও সত্য ও অন্যায়ের পথ অনুসরণ করে– 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা.) প্রমুখ তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

১৯৬. তাদের বারজন পূর্বপুরুষ থেকে বারটি গোত্র জন্ম নিয়েছিল। সংশোধন কার্য ও পরিচালনার সুবিধার্থে তাদেরকে আলাদাভাবে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর প্রত্যেক গোত্রে একজন করে নেতা মনোনীত করা হয়, যাদের কাজ ছিল তাদের তত্ত্বাবধান করা ও সংশোধনের খোঁজখবর রাখা بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا তাদের মধ্যে বারজন নকীব মনোনীত করি)।

১৯৭. অধিকাংশের মত এ জনপদ দ্বারা 'আরীহা' বুঝানো হয়েছে।

১৯৮. অর্থাৎ সবে এক নগর জয় হল। সামনে সমগ্র দেশ অধিকার করবে (মূযিহুল-কুরআন)। অথবা গুনাহ্ মাফ করার পর সৎকর্মশীলগণের সওয়াব ও পুরস্কার বাড়িয়ে দেব (যেমন অন্যান্য তাফসীর-গ্রন্থে বলা হয়েছে)।

১৯৯. এসব তীহ্ মরুভূমির ঘটনা। সূরা বাকারায় প্রথম পারার দ্বিতীয় পাদে এর বর্ণনা রয়েছে। সেখানকার টীকা দ্রষ্টব্য।

(١٦٣) وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ
فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّ يَوْمَ لَا يَسْبِتُوْ
نَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝
(١٦٤) وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ
مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

১৬৩. এবং তাদেরকে সমুদ্র-তীরবর্তী জনপদের অবস্থা জিজ্ঞাসা কর,[২০০] যখন তারা শনিবার সংক্রান্ত বিধানে সীমালংঘন করতে থাকে। শনিবার দিনে মাছ পানির উপর ভেসে তাদের কাছে চলে আসত, কিন্তু শনিবার না হলে তা আসত না। এভাবে আমি তাদের পরীক্ষা করি, যেহেতু তারা ছিল অবাধ্য।[২০১]

১৬৪. এবং যখন তাদের মধ্যে এক দল বলেছিল, যাদের আল্লাহ্ ধ্বংস করতে বা কঠোর শাস্তি দিতে চান,[২০২] তোমরা তাদের কেন নসীহত করছ? তারা বলেছিল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব-মুক্তির লক্ষ্যে এবং হয়ত তারা সতর্ক হবে এজন্য।[২০৩]

মৎস্যজীবী আয়লাবাসীর অবাধ্যতা ও তার পরিণাম

২০০. অর্থাৎ সমকালীন ইয়াহূদীদের কাছে দাঊদ (আ.)-এর আমলের সেই ইয়াহূদীদের ঘটনা জিজ্ঞাসা কর। এটা তাদের প্রতি এক ধরনের ভর্ৎসনা ও সতর্ক-সংকেত। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ জনপদের নাম 'আয়লা'। লোহিত সাগরের উপকূলে মাদইয়ান ও তীহের মাঝখানে অবস্থিত ছিল। তারা ছিল মৎস্যজীবী ইয়াহূদী।

২০১. আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি শনিবারে মাছ শিকার নিষিদ্ধ করেছিলেন। সীমালংঘন ও আইন অমান্য করা ছিল আয়লাবাসীর চির অভ্যাস। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হল। শনিবারে সমুদ্র তীরে প্রচুর পরিমাণ মাছ চলে আসত এবং পানির উপর ভাসত। অন্যান্য দিন আর দেখা যেত না। তারা ধৈর্য ধরতে পারল না। আল্লাহ্র প্রকাশ্য আদেশের বিপরীতে তারা চাতুর্যের আশ্রয় নিল। তারা সাগরের সাথে খাল কাটল। শনিবারে তার ভেতর মাছ চলে আসলে তারা বের হওয়ার পথ বন্ধ করে দিত এবং পরবর্তী দিন রবিবার তা শিকার করত। যাতে শনিবারে শিকার করেছে বলে ধরা না যায়। এভাবে তারা যেন মহান আল্লাহ্কে ধোঁকা দিতে চাইল। শেষ পর্যন্ত দুনিয়াতেই এর শাস্তি ভোগ করতে হয়। তাদেরকে বিকৃত করে হীন বানরে পরিণত করা হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হল, মহান আল্লাহ্র সামনে কোনরূপ কৌশল ও ছল-চাতুরী চলে না।

২০২. প্রতীয়মান হয়, তারা যখন মহান আল্লাহ্র আদেশের বিরুদ্ধে চাতুর্য শুরু করে, তখন দেশের মানুষ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত

(১৬৫) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَـِٕيْسٍۭ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝

১৬৫. তারপর তারা যখন ভুলে গেল সে উপদেশ, যা তাদের দেওয়া হয়েছিল, তখন যারা অসৎকাজে নিষেধ করত, তাদের মুক্তি আমি দেই এবং অপরাধীদেরকে তাদের অবাধ্যতার কারণে নিকৃষ্ট শাস্তিতে আক্রান্ত করি।[২০৪]

তাই হয়ে থাকে। একত, সেইসব লোক, যারা উপরিউক্ত কৌশলের আশ্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য আদেশ লংঘন করে। দ্বিতীয় দল তাদের, যারা তাদের উপদেশ দান করছিল এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করছিল ও আমর বিল-মা'রূফের দায়িত্ব পালনে রত ছিল। তৃতীয় দল তাদেরকে কয়েকবার উপদেশ দেয়, এরপর তাদের ঔদ্ধত্যের কারণে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে বসে যায়। চতুর্থ দল তাদের হয়ে থাকবে, যারা এ ধৃষ্টতামূলক কাজে শরীকও হয়নি আবার নিবৃত্ত করার জন্য মুখও খোলেনি—সম্পূর্ণ আলাদা ও নীরব থেকেছে। শেষোক্ত দুই দল অবিশ্রান্ত উপদেশদাতাদের বলে থাকবে, এই উদ্ধতদের পেছনে খেটে কেন খামাকা দেমাগ খারাপ করছ? এদের পক্ষ হতে সত্য গ্রহণের কোন আশা আছে কি? এদেরকে অবশ্যই দুই অবস্থার যে-কোন একটির সম্মুখীন হতে হবেঃ হয় আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবেন কিংবা কোন কঠিন শাস্তিতে আক্রান্ত করবেন। এরা আর কোন উপদেশে কর্ণপাত করবার নয়।

২০৩. অর্থাৎ বুঝাতে থাকলে হয়ত এক সময় সতর্ক হবে এবং এসব অপতৎপরতা হতে নিবৃত্ত হবে। নচেৎ অন্ততপক্ষে আমরা তো মহান আল্লাহ্র কাছে এ বলে বাঁচতে পারব যে, আল্লাহ্! আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদেরকে বুঝাতে ও উপদেশ দিতে কোন ত্রুটি করিনি। এরা না মানলে আমরা কী করতে পারি? মোদ্দা কথা, এ উপদেশদাতাগণ প্রথমত তাদের ব্যাপারে হতাশ ছিলেন না, দ্বিতীয়ত তারা উচ্চতর সংকল্পের (عزيمت) পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছিলেন, যদ্দরুন হতাশা সত্ত্বেও তাদের পিছু ছাড়েননি।

২০৪. অর্থাৎ সে না-লায়েকরা তামাম নসীহত এমনভাবে ভুলে যায়, যেন তারা কখনও তা শোনেইনি। তখন আমি উপদেশদাতাদের রক্ষা করে যালিমদের কঠোর শাস্তি দান করি। اَلَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ আয়াতাংশের ব্যাপকার্থ দৃষ্টে বুঝা যায়, যারা উপদেশ দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ....لم تعظون قوما (তোমরা কেন তাদের উপদেশ দিচ্ছ...) বলতে শুরু করে দেয় এবং যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উপদেশদানে রত থাকে, তারা উভয় দলই মুক্তি পেয়ে যায়। কেবল যালিমরাই শাস্তি ভোগ করে। 'ইকরামা (র.) থেকেও এমনই বর্ণিত আছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.)-ও তাঁর

(١٦٦) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ۝
(١٦٧) وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْ
مُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৬৬. তাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তা যখন ঔদ্ধত্য সহকারে করে যেতে লাগল, তখন আমি হুকুম করলাম, ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।[২০৫]
১৬৭. এবং স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে এমন লোকদের প্রেরণ করবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিতে থাকবে।[২০৬] নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[২০৭]

(ইকরামার) উপলব্ধির প্রশংসা করেন যে দল শুরু হতে শেষ পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের ব্যাপারে কুরআন মাজীদে নীরব থাকেন। ইব্ন কাছীর (র.) সুন্দর বলেছেন,

فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون مرحا فيمدحوا ولا ارتكبوا -

'আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধকারীদের মুক্তি ও অপরাধীদের ধ্বংসপ্রাপ্তির কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। আর যারা নীরবতা অবলম্বন করেছিল, তাদের ব্যাপারে তিনিও নীরব। কারণ, প্রতিদান কর্মজাতীয়ই হয়ে থাকে। কাজেই, তারা না প্রশংসার উপযুক্ত যে প্রশংসা করা হবে আর না গুরুতর অপরাধে তারা অভিযুক্ত যে নিন্দা করা হবে (ইব্ন কাছীর, পৃঃ ৫৭৬)। তারপর তিনি ইকরামা (র.)-এর ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দেন।

২০৫. সম্ভবত প্রথমে অন্য কোন শাস্তি এসেছিল। যখন পুরাপুরি সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখনই হীন বানর বানিয়ে দেওয়া হয়। অথবা ..... فلما عتوا -কে পূর্বেকার আয়াত ..... فلمانسوا ماذكروابه -এর ব্যাখ্যা ধরা হবে। অর্থাৎ এ বানরে পরিণত করাই ছিল সেই عذاب بئيس (কঠোর শাস্তি)। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) বলেন, নিষেধকারিগণ শিকারকারীদের সাথে মেলামেশা ছেড়ে দিল। তারা মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করল। একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠার পর অন্যদের কোন সাড়াশব্দ তারা পেল না। প্রাচীরের উপর উঠে দেখল, প্রত্যেকের ঘরে বানর। স্ব-স্ব আত্মীয়দের চিনতে পেরে বানরগুলো তাদের পায়ে মাথা কুটে কাঁদতে লাগল। এভাবে তিন দিন অত্যন্ত হীনাবস্থায় কাটানোর পর তারা মারা গেল।

ইয়াহূদীদের পরাধীনতার ভবিষ্যদ্বাণী

২০৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে দৃপ্ত ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে, ইয়াহূদীরা যদি আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-নিষেধ পালন ছেড়ে দেয়, তবে কিয়ামতের

(১৬৮) وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

১৬৮. এবং দেশে আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন করে দেই।[২০৮] তাদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন্যরূপ এবং আমি তাদেরকে সুখে-দুঃখে পরীক্ষা করি, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।[২০৯]

নিকটকাল পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর একের পর এক এমন সব লোককে চাপিয়ে দেবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তিতে আক্রান্ত রাখবে। নিকৃষ্ট শাস্তি দ্বারা এস্থলে পরাধীন জীবন বুঝান হয়েছে। কাজেই, ইয়াহূদী জাতি কখনও গ্রীক ও কালদীয় সম্রাটদের শাসনাধীন থাকে, কখনও বুখতে নাস্‌সার প্রমুখ তাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যুলুমের অনুশীলনী করেছে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র যামানা পর্যন্ত তারা পারসিকদের করদ প্রজা হয়ে থাকে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর মুসলিম শাসকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। মোট কথা, তখন থেকে আজ অবধি জাতি হিসাবে তারা সম্মানজনক ও স্বাধীন জীবন লাভ করতে পারেনি। বরং যখন যেখানে থেকেছে অধিকাংশ রাজা ও শাসকদের পক্ষ হতে তারা অশেষ লাঞ্ছনা ও কঠিন নির্যাতনের শিকার হয়েই থেকেছে। তাদের ধন-সম্পদ প্রভৃতি কোন কিছুই সে দাসত্ব ও পরাধীনতার অভিশাপ হতে তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। শেষতক তারা যখন দাজ্জালের সহযোগী হয়ে আবির্ভূত হবে, তখন তারা হযরত মাসীহ্ (আ.)-এর মুসলিম সঙ্গীদের তরবারিতলে নিক্ষিপ্ত হবে, যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

২০৭. অর্থাৎ যারা অন্যায়-অপরাধ হতে নিবৃত্ত হবে না, অনেক সময় দুনিয়াতেই তাদের উপর অবিলম্বে শাস্তি প্রেরণ শুরু হয়ে যায়। আবার যত ঘোর অপরাধীই হোক, সে যদি তওবা করে ও অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে তাঁর ক্ষমা ও দয়াও অসীম– ক্ষমা করতে দেরী হয় না।

২০৮. ইয়াহূদীদের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তারা আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোন ঐক্যবদ্ধ শক্তি আর বাকি থাকল না। ধর্মীয় দিক থেকেও তারা নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। তাদের সে অবস্থা এ উম্মতকে শিক্ষাগ্রহণের লক্ষ্যে শোনান হয়েছে।

২০৯. অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সৎলোকও ছিল, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল কাফির ও ফাসিকদের। সেই গরিষ্ঠদের জন্যও আমি মহান আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনের নানা সুযোগ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেই। কখনও তাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখি। কখনও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করি, যাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বা বিপদে ভয় পেয়ে তওবা করতে প্রস্তুত হয় ও আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

(١٦٩) فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১৬৯. তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় অযোগ্য উত্তর-পুরুষগণ, যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়ে এ তুচ্ছ জীবনের সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, আমাদের ক্ষমা হয়ে যাবে। যদি অনুরূপ সামগ্রী আবারও তাদের সামনে আসে, তবে তাও নিয়ে নেয়।২১০ তাদের থেকে কী অংগীকার নেওয়া হয়নি কিতাবে যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে তারা সত্য ছাড়া বলবে না? এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে, তা তারা পাঠও করেছে। বস্তুত মুত্তাকীদের জন্য আখিরাতের নিবাস শ্রেয়—তোমরা কি বোঝ না?২১১

ইয়াহূদীদের অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের চরিত্র

২১০. অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের মধ্যে তো কিছু সংখ্যক নেককারও ছিল, কিন্তু পরবর্তীরা এতই অযোগ্য হয় যে, তারা যে কিতাব (তাওরাত শরীফ)-এর বাহক ও উত্তরাধিকারী হয়েছিল দুনিয়াবী তুচ্ছ স্বার্থের বিনিময়ে তারা তার আয়াত বিকৃত বা গোপন করা এবং ঘুষ নিয়ে তাওরাতের বিধানের বিপরীত ফয়সালা দেওয়া শুরু করে দেয়। তদুপরি গযবের কথা এই যে, তারা এরূপ না-লায়েকী ও উগ্রবৃত্তিতে প্রলিপ্ত থেকে এই দাবী ও বিশ্বাস করত যে, এসব কারণে আমাদের ক্ষতির কোন আশংকা নেই। আমরা তো মহান আল্লাহ্‌র সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র। আমরা পাপ করলেও তিনি তা অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা প্রস্তুত থাকে। সুযোগ হলে ভবিষ্যতে আবারও ঘুষ নিয়ে এরূপ বেঈমানীর পুনরাবৃত্তি করবে। পূর্ব অপরাধের দরুন অনুতপ্ত হবে ও ভবিষ্যতে এরূপ কুকর্ম না করার সংকল্প করবে কি উল্টো আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে একই অপরাধ ও বেঈমানীর পুনরাবৃত্তি করতে বদ্ধপরিকর থাকে। এর চেয়ে বেশী নির্বুদ্ধিতা ও নির্লজ্জতা আর কী হতে পারে?

২১১. তাওরাতে অংগীকার নেওয়া হয়েছিল মহান আল্লাহ্‌র সাথে সত্য ছাড়া কিছুর সম্বন্ধ স্থাপন করবে না। এখানে সেই অংগীকারের কথা বলা হয়েছে। এরা যে কিতাবে ছুরি-কাঁচি চালিয়ে নিজেদের মনগড়া কথাকে আল্লাহ্‌র নামে চালিয়ে দিয়েছে, তা সে অংগীকারের কথা কি এদের জানা নেই? এরা তো মহান আল্লাহ্‌র কিতাব তাওরাত নিজেরা পড়ে এবং অন্যকেও পড়ায়। এমতাবস্থায় কী করে বলা যেতে পারে তার বিষয়বস্তু তাদের জানা নেই বা জানলেও মনে নেই? সত্যি কথা, পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে তারা দীন ও ঈমান বিক্রি করে ফেলেছে। আখিরাতের সুখ-দুঃখের দিক

(১৭০) وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝

(১৭১) وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْۤا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

১৭০. যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে এবং সালাত কায়েম করে তো আমি সৎকর্মশীলদের ছওয়াব নষ্ট করব না।[২১২]

১৭১. এবং যখন তাদের উপর পাহাড় উত্তোলন করি মেঘ-সদৃশ এবং তারা আশংকা করত তা তাদের উপর পতিত হবে। আমি বললাম, এতে যা আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা সাবধানী হও।[২১৩]

থেকে তারা চোখ বন্ধ করে রেখেছে। তারা এতটুকুও বোঝে না যে, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখিরাতের নিবাস ও তথাকার আরাম-আয়েশ দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা শতগুণ শ্রেয় ও উৎকৃষ্ট। এখনও যদি তাদের চৈতন্য হত।

২১২. অর্থাৎ তওবা ও আত্ম-সংশোধনের দুয়ার আজও খোলা। যারা অপরাধীদের রাস্তা ত্যাগ করে তাওরাতের প্রকৃত হিদায়াত আঁকড়ে ধরবে এবং তারই নির্দেশ ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এখন কুরআন মাজীদের আঁচল ধরে রাখবে ও সালাত ইত্যাদি ইবাদতের হক যথাযথভাবে আদায় করবে, মোদ্দা কথা, নিজ ও অপরের সংশোধনে যত্নবান হবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরিশ্রম পণ্ড করবেন না। নিঃসন্দেহে তারা নিজ শ্রমের সুফল আস্বাদন করবে।

২১৩. অর্থাৎ তাদেরকে যে ميثاق الكتاب (অংগীকার ও স্বীকারোক্তি) স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা এত যত্ন ও গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয়েছিল যে, প্রথমে পাহাড় উত্তোলিত করে তাদের উপর ধরা হয়, তারপর বলা হয়, তোমাদেরকে (তাওরাত ইত্যাদি) যা-কিছু দেওয়া হয়েছে, তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং যে উপদেশ তোমাদের দেওয়া হয়েছে তা সর্বদা স্মরণ রাখ, তা না হলে মনে রেখ আল্লাহ্ তা'আলা এ পাহাড় চাপা দিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে পারেন। এত গুরুত্ব ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে যে কথা ও কড়ার তাদের থেকে নেওয়া হয়েছিল, আফসোস! তারা তা সবই সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। এ 'পাহাড় উত্তোলন'-এর ঘটনা সূরা বাকারায় প্রথম পারায় দ্বিতীয় পাদে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

(১৭২) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ۝

(১৭৩) أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِ
هِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۝

১৭২. এবং যখন তোমার প্রতিপালক বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের আওলাদকে বের করলেন এবং তাদের নিজেদের পক্ষে স্বীকারোক্তি নিলেন, 'আমি কি তোমাদের রব্ব নই?' তারা বলল, হাঁ, আমরা স্বীকার করলাম; পাছে কিয়ামতের দিন তোমরা বলে বস এ বিষয়ে তো আমরা জ্ঞাত ছিলাম না।

১৭৩. কিংবা বল যে, শিরক তো আমাদের পূর্বে আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ উদ্ভাবন করেছিল এবং আমরা তাদের পর তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?[২১৪]

আল্লাহ্‌র সার্বজনীন রাবূবিয়্যাত সৃষ্টির মজ্জাগত ও সর্ববাদী সম্মত বিশ্বাস

২১৪. বিশেষ প্রতিশ্রুতির বর্ণনা শেষে এবার সর্ববাদীসম্মত প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা। সমস্ত বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস ও আসমানী ধর্মগুলোর ভিত্তি হলো, মানুষ মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সার্বজনীন রাবূবিয়্যাতে বিশ্বাস রাখবে। এরই উপর ধর্মের গোটা ইমারত স্থাপিত। এ বিশ্বাস না থাকলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে চিন্তা-বুদ্ধির দিক-নির্দেশ এবং নবী-রাসূলের হিদায়াত কোন কাজে আসতে পারে না। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে আসমানী ধর্মের সকল মূলনীতি ও তার শাখা-প্রশাখা শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্‌র সার্বজনীন রাবূবিয়্যাতের এ আকীদাতে গিয়েই মিলিত হয়। বরং তারই ভাঁজে ভাঁজে তা সংস্থিত। সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধি, ওহী ও ইলহাম এ সার-সংক্ষেপেরই বিশদ ব্যাখ্যা। সমস্ত আসমানী শিক্ষামালার সূচনা ও পরিসমাপ্তি এবং সকল ঈমানী হিদায়াতের সারবত্তা- এ হিদায়াতী বীজকে অবারিত বদান্যতায় মানব জাতির ব্যষ্টি নিচয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার ছিল, যাতে প্রতিটি মানুষ বোধবুদ্ধি এবং ওহী-ইলহামের সেচ দ্বারা সে বীজকে ঈমান ও তাওহীদের পূর্ণাঙ্গ মহীরুহে পরিণত করতে পারে। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বনী আদমের অন্তরে শুরুতেই যদি এ বীজ বপন করা না হত এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এ মৌলিক বিষয়ের গ্রন্থি-মোচনের দায়িত্ব বোধবুদ্ধির উপর ন্যস্ত করা হত, তা হলে নিঃসন্দেহে এ বিষয়টিও যুক্তিবিদ্যার গোলক-ধাঁধায় পড়ে একটি বিচার্য বিষয়ে পর্যবসিত হত, যার উপর সর্বজনের তো দূরের কথা অধিকাংশের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বিচার-বিশ্লেষণ ও দলীল-প্রমাণের ঝকমারি অধিকাংশ ঐকমত্যের চেয়ে বেশী বিরোধ-সংঘাতেরই জন্ম দেয়। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে মানব সন্তানের

মাঝে বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি এবং ওহী ও ইলহামের আলো গ্রহণের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন, সেখানে মজ্জাগতভাবে সেই বুনিয়াদী আকীদার শিক্ষা দ্বারাও তাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন, যার সার-সংক্ষেপের মাঝে সমুদয় আসমানী হিদায়াত বিশদ ভাবে ছিল মোড়ানো ও সংস্থাপিত এবং যা ব্যতিরেকে ধর্ম-প্রাসাদের কোন স্তম্ভ খাড়া থাকতে পারত না। এ সেই খোদায়ী আদি শিক্ষারই ফলে মানবসন্তান প্রতি যুগে ও বিশ্বের প্রতি কোণে মহান আল্লাহ্‌র বিশ্বজনীন রাবূবিয়্যাত সম্পর্কে কোনও না কোনও পর্যায়ে একমত থেকেছে। মুষ্টিমেয় যে সব লোক বোধবুদ্ধি ও আত্মার ব্যাধিগ্রস্ততার কারণে এ সাধারণ মজ্জাগত উপলব্ধির বিরুদ্ধে অন্য কিছু বলার চেষ্টা করেছে, তারা শেষ পর্যন্ত বিশ্ববাসীর সম্মুখে, বরং খোদ নিজের দৃষ্টিতেও ঠিক সেই রকম মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হয়েছে, যেমন- কোন জ্বর ইত্যাদিতে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্যকে তেতো ও বিস্বাদ বললে মিথ্যুক সাব্যস্ত হয়। মোদ্দা কথা, সৃষ্টির সূচনা হতে আজ অবধি মহান আল্লাহ্‌র বিশ্বজনীন রাবুবিয়্যাতের উপর সর্বস্তরের মানব সন্তানের ঐকমত্য ও একাত্মতা এ কথার যবরদস্ত প্রমাণ যে, এ বিশ্বাস বোধবুদ্ধির স্ফুরণের পূর্বেই প্রকৃত স্রষ্টার পক্ষ হতে মানবসন্তানকে তা'লীম দেওয়া হয়েছে। নচেৎ বিচার-বিশ্লেষণ ও দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে এরূপ ঐকমত্য সৃষ্টি বলতে গেলে অসম্ভবই ছিল। এটা কুরআন মাজীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, সে বক্ষ্যমাণ আয়াতে আকীদা-বিশ্বাসের এ স্বভাবজাত সাম্যের মূল রহস্যের উপর আলোকপাত করেছে। সত্য বটে আমাদের স্মরণ নেই এ বুনিয়াদী আকীদার তা'লীম আমাদেরকে কখন কোথায় এবং কী পরিবেশে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একজন অধ্যাপক ও লেখক যেমন নিশ্চিত জানে যে, শৈশবে কেউ তাকে প্রথম শব্দ উচ্চারণ শিখিয়েছে, যেখান থেকে উন্নতি লাভ করতে করতে সে আজ এ স্তরে উপনীত হয়েছে, যদিও তার স্মরণ নেই কে সে শব্দ উচ্চারণ কখন, কোথায় কী পরিবেশে তাকে শিখিয়েছিল। কিংবা আদৌ শিখানো হয়েছিল কিনা! হাঁ, বর্তমান ফলাফল ও আলামত দৃষ্টে এ প্রত্যয় তার রয়েছে যে, এরূপ অবশ্যই হয়েছিল। অনুরূপ দেশ-কাল ও জাতিগত বৈপরীত্য সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্‌র রাবূবিয়্যাতের আকীদায় সমস্ত মানব সন্তানের ঐকমত্য সাধিত হওয়া এ কথার খোলা সাক্ষ্য যে, স্বভাবের সূচনা পর্বেই এ জিনিস কোন শিক্ষকের মাধ্যমে তারা লাভ করেছে। বাকি শিক্ষাদানের পরিবেশ, পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়গুলো মনে না থাকাটা তা স্বীকার করে নেওয়ার পক্ষে অন্তরায় হতে পারে না। এ আদি ও স্বভাবগত তা'লীম যার লক্ষণীয় প্রভাব আজ অবধি মানুষের মেযাজ-প্রকৃতিতে বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিটি মানুষকে মহান আল্লাহ্‌র দলীল-প্রমাণের সামনে লা-জওয়াব করে দেয়। যে ব্যক্তি নিজের শিরক ও ধর্মদ্রোহিতাকে সঠিক প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে অবচেতনা, অনবগতি কিংবা পূর্ব-পুরুষের অন্ধ অনুকরণকে অজুহাতরূপে পেশ করে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার এ অকাট্য প্রমাণকেই চূড়ান্ত জওয়াব রূপে পেশ করা যেতে পারে, যার মাঝে মৌল মানব-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○ (١٧٤)

(١٧٥) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ
الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ○

(١٧٦) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ
فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذٰلِكَ
مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

১৭৪. এভাবে আমি বক্তব্য বিশদভাবে বিবৃত করি, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।[২১৫]

১৭৫. এবং তুমি তাদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত শোনাও, যাকে আমি দিয়েছিলাম আপন নিদর্শনাদি, তারপর সে তা থেকে বের হয়ে আসে, পরিণতিতে শয়তান তার পিছু নেয় এবং সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৬. আমি ইচ্ছা করলে সে সব নিদর্শন দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং অনুসরণ করে নিজের প্রবৃত্তির। তার অবস্থা কুকুর সদৃশ। তার উপর তুমি বোঝা চাপালে সে হাঁপাতে থাকে এবং না চাপালেও হাঁপায়। এটা সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে। কাজেই, তুমি বৃত্তান্ত বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা করে।[২১৬]

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর আওলাদকে এবং তাদের পৃষ্ঠদেশ হতে আপন আপন আওলাদকে বের করেন। তারপর সকলের থেকে আপন রাবূবিয়্যাতের স্বীকারোক্তি নেন এবং তারপর আবার তাদেরকে পৃষ্ঠদেশে ফিরিয়ে দেন। এর অর্থ আল্লাহ্কে নিরংকুশ রব মানার ব্যাপারে প্রত্যেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পিতৃ-পুরুষের অন্ধ অনুসরণ করা কেন? পিতা শির্ক করলেও সন্তানের কর্তব্য ঈমান আনা। প্রশ্ন হতে পারে, সে প্রতিশ্রুতি তো স্মরণ নেই। কাজেই তার ফায়দা কি হল? জওয়াবে বলব, তার দাগ প্রত্যেকের অন্তরে আছে। প্রত্যেকের মুখে উচ্চারিতও হয়, আল্লাহ্ সকলের স্রষ্টা।' নিখিল বিশ্ব এক বাক্যে এটা স্বীকার করছে। কেউ অস্বীকার করলে বা শিরকে লিপ্ত হলে সেটা ত্রুটিপূর্ণ বোধবুদ্ধির ফলশ্রুতি। যদ্দরুন সে নিজেই মিথ্যুক সাব্যস্ত হয়।

২১৫. মূযিহুল কুরআনে আছে, এ ঘটনা ইয়াহূদীদের শোনানো হয়েছে। মুশরিকদের মত তারাও প্রতিশ্রুতি হতে ফিরে গেছে।

222637

জেনে বুঝে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করার পরিণতি

২১৬. অধিকাংশ তাফসীরবেত্তার মতে এ আয়াত 'বাল্‌'আম ইব্‌ন বা'উরা' সম্পর্কে অবতীর্ণ। সে একজন আলিম ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন দরবেশ ছিল। পরে মহান আল্লাহ্‌র আয়াত ও হিদায়াত ছেড়ে নারীর প্ররোচনা ও অর্থ-লালসার বশবর্তীতে হযরত মূসা (আ.)-এর মুকাবিলায় নিজের শক্তি আরোপে ও অপকৌশল বাতলে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর তো কিছু বিগড়াতে পারল না, নিজেই চির অভিশপ্ত হয়ে গেল। মহান আল্লাহ্‌র আয়াতের যে জ্ঞান তাকে দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ্ পাক চাইলে তার মাধ্যমে তাকে অনেক বড় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারতেন। এবং এটা তখনই সম্ভব হত, যখন নিজের ইলম অনুযায়ী আমল ও আয়াতের অনুসরণ করার তাওফীক তার হত। কিন্তু এমন হল না। কেননা, সে নিজেই আসমানী বরকত ও আয়াত হতে মুখ ফিরিয়ে পার্থিব স্বাদ-আহ্লাদ ও আনন্দ-স্ফূর্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে। সে কু-প্রবৃত্তির পেছনে পেছনে চলছিল। আর শয়তানও তাকে হেঁকে যাচ্ছিল। শেষতক, ঘোর খল ও পথভ্রষ্টদের কাতারে গিয়ে শামিল হয়ে যায়। তখন তার অবস্থা হয়ে যায় কুকুর-সদৃশ। জিহ্বা বাইরে ঝুলন্ত, অবিশ্রান্ত হাঁপানিরত। তার উপর বোঝা চাপালে বা তাড়া করলে কিংবা কিছু না বলে এমনিতেই ছেড়ে দিলেও সে সর্বাবস্থায়ই হাঁপাবে এবং জিহ্বা বাইরে ঝুলে থাকবে। কেননা, প্রকৃতিগতভাবে হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা হেতু সে স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতায় তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়তে এবং ঠাণ্ডা ও তাজা হাওয়া গ্রহণ করতে পারে না। পার্থিব হীন স্বার্থে রসনা সংযোগকারী কুকুরদেরও সেই একই অবস্থা। নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে আয়াত দেওয়া না দেওয়া এবং সতর্ক না করা তাদের পক্ষে বরাবর سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (তুমি তাদেরকে সতর্ক কর বা না কর, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান। তারা ঈমান আনবে না—বাকারা ঃ ৬)। পার্থিব লালসায় তাদের জিহ্বা বাইরে এসে গেছে। আয়াত বর্জনের অভিশাপে মানসিক উদ্বেগ-অস্থিরতার চিত্র 'অবিরাম হাঁপানো'-এর দৃষ্টান্ত দ্বারা ফুটে উঠেছে। সম্ভবত বাল্‌আমের আভ্যন্তরীণ ও বাতেনী অবস্থা পরিস্ফুট করার জন্য (اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ) কথাটিতে একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। আবার হতে পারে দুনিয়া বা আখিরাতে তার জন্য এ শাস্তি স্থির করা হয়েছে যে, বাহ্য বা প্রকাশ্যভাবে কুকুরের মত তার জিহ্বা বাইরে ঝুলে থাকবে এবং উদ্বিগ্ন ও ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের মত হামেশা হাঁপাতে থাকবে (আল্লাহ্ পানাহ)।

আয়াতের শানে নুযূল যাই হোক, এর দ্বারা সেই প্রবৃত্তিপূজারী লোকদের পরিণতি বিবৃত করা হয়েছে, যারা সত্য গ্রহণ করার বা পূর্ণ উপলব্ধি লাভের পর কেবল পার্থিব লালসা ও হীন স্বার্থের বশবর্তিতায় মহান আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ ত্যাগ করে শয়তানের ইশারায় চলতে শুরু করে এবং মহান আল্লাহ্‌র গৃহীত প্রতিশ্রুতির বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না। এর দ্বারা যেন ইয়াহূদীদেরকেও সাবধান করা হয়েছে যে, কেবল

(১৭৭) سَآءَ مَثَلًا ۨالْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝

(১৭৮) مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

(১৭৯) وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ
لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۡ وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۡ وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

১৭৭. যেসব লোক আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করে, কতই না নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তাদের।[২১৭]

১৭৮. আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান, সে-ই পথ পায়। আর যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[২১৮]

১৭৯. এবং আমি জাহান্নামের জন্য বহু জিন্ন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি।[২১৯] তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না। তারা পশুর মত, বরং তার চেয়েও বেশী বিপথগামী। তারাই গাফিল।[২২০]

কিতাবের ইল্‌ম কোন কাজে আসবে না– যাবত না সত্যিকার অর্থে তার অনুসরণ করা হবে। ইরশাদ হয়েছে مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا 'যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্ব-ভার অর্পণ করা হয়েছিল, তারপর তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গাধার মত (জুমু'আঃ ৫)। 'উলামায়ে ছূ'-এর জন্য এ আয়াতে শিক্ষণীয় সবক রয়েছে– যদি তারা চিন্তা করে।

২১৭. মুশরিকদের রদ করার জন্য কুরআন মাজীদে বিভিন্নস্থানে মাকড়সা, মশা, মাছি ইত্যাদির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এদের দৃষ্টান্ত এতই নিকৃষ্ট যে, কোন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি যথাসম্ভব নিজের সঙ্গে সে দৃষ্টান্ত খাপ খাওয়াতে দেবে না। যেসব নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতক এর ব্যতিক্রম, তারা শুধু নিজেদেরই ক্ষতি করে।

২১৮. জ্ঞান-গরিমা তখনই কাজে আসে, যখন মহান আল্লাহ্‌র হিদায়াত ও সাহায্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান অনুযায়ী চলার তাওফীক হয়। তিনি যাকে সরল পথে চলার তাওফীক না দেন, সে যত বড় জ্ঞানী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিই হোক, লোকসান ও ক্ষতি ছাড়া কিছুই তার হস্তগত হতে পারে না। কাজেই, নিজ জ্ঞান-গরিমার অহংকার না করে বরং সর্বদা মহান আল্লাহ্‌র কাছে হিদায়াতের তাওফীক প্রার্থনা করা উচিত।

২১৯. দৃশ্যত এ আয়াত وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ -এর পরিপন্থী মনে হয়। তাই কোন কোন তাফসীরকারক لِيَعْبُدُوْنَ -এর 'ل' -কে উদ্দেশ্যবোধক এবং

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۠ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۭ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ (১৮০)

১৮০. আল্লাহ্‌রই জন্য সব উত্তম নাম। সুতরাং সে নাম ধরেই তোমরা তাঁকে ডাক। যারা তাঁর নামে বক্র পন্থাবলম্বন করে, তাদের পরিত্যাগ কর। তারা নিজ কৃতকর্মের বদলা সহসাই পাবে।[২২১]

এস্থলে لجهنم -এর ' ل ' -কে পরিণামবোধক অব্যয় অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য ইবাদত। কিন্তু বহু জিন্ন ও মানুষ এ মূল উদ্দেশ্য পূরণ না করার পরিণামে জাহান্নামে প্রেরিত হবে। এ পরিণাম দৃষ্টে বলা যেতে পারে, যেন তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে জাহান্নামের জন্য। এর দৃষ্টান্ত হলো, এ আয়াত- فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا (তাকে তুলে নিল ফির'আওনী সম্প্রদায়, যাতে সে হয় তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ)। অন্যান্য মুহাক্কিক আলিমগণের মতে এরূপ ঝকমারি নিষ্প্রয়োজন। তাদের মতে উভয় স্থলেই ' ل ' উদ্দেশ্যবোধক। তবে ليعبدون -এর মাঝে সে উদ্দেশ্য বিধানগত এবং لجهنم -এর মাঝে সৃষ্টিগত (تكويني)।

২২০. অর্থাৎ অন্তঃকরণ, কান, চোখ সবই আছে, কিন্তু না সে অন্তর দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে চিন্তা করে, না কুদরতের নিদর্শনাবলীতে গভীর দৃষ্টিতে তাকায় ও পর্যবেক্ষণ করে এবং না মহান আল্লাহ্‌র বাণী নিষ্ঠার সাথে শোনে। চতুষ্পদ জন্তুর সমস্ত অনুভব-উপলব্ধি যেমন পাশবিক চাহিদার চৌহদ্দীতে সীমাবদ্ধ থাকে, তাদেরও অবস্থা তেমনিই। মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া যাবতীয় শক্তি পার্থিব আনন্দ-স্ফূর্তি লোটা এবং প্রবৃত্তির চাহিদা চরিতার্থ করার জন্যই নিয়োজিত করে রেখেছে। মানবীয় যোগ্যতা ও ফেরেশতাসুলভ গুণাবলী অর্জনের কোন বালাই তাদের নেই। বরং চিন্তা করলে দেখা যাবে, তাদের অবস্থা পশুরও অধম। মালিক ডাক দিলে পশু চলে আসে। ধমক দিলে থেমে পড়ে। কিন্তু এরা তাদের প্রকৃত মালিকের ডাকে কর্ণপাত করে না। পশু-পক্ষী তাদের স্বভাবজাত শক্তিকে সে কাজেই ব্যয় করে, যা আল্লাহ্ তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তার বেশী করার যোগ্যতাই তাদের নেই। কিন্তু এদের মাঝে আধ্যাত্মিক ও মরমিয়া উৎকর্ষ লাভের যে স্বভাবজাত শক্তি ও যোগ্যতা নিহিত রাখা হয়েছিল, তা সর্বনাশা ঔদাসীন্য ও বিপথগামিতা দ্বারা নিজ হাতে নষ্ট ও ভ্রষ্ট করে ফেলেছে।

২২১. গাফিলদের অবস্থা তুলে ধরার পর মু'মিনগণকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা গাফলতি করো না। মহান আল্লাহ্‌র স্মরণ দ্বারা গাফলাত দূর হয়। কাজেই, তোমরা হামেশা তাঁকে উত্তম নামে ডাক ও উত্তম গুণে তাঁকে স্মরণ কর। যারা তাঁর নাম ও গুণ সম্বন্ধে বক্রনীতি অবলম্বন করে, তাদের ছেড়ে দাও। তারা যেমন করবে,

(১৮১) وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝

(১৮২) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا
يَعْلَمُوْنَ ۝

(১৮৩) وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۗ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝

(১৮৪) اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ٜ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ
مُّبِيْنٌ ۝

১৮১. যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন একদল লোক আছে, যারা ন্যায় পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ীই ন্যায় বিচার করে।[২২২]

১৮২. এবং যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে ধরব, এমন স্থান থেকে যা তারা জানতেও পারবে না।

১৮৩. এবং আমি তাদেরকে অবকাশ দিব। নিশ্চয়ই আমার কৌশল অত্যন্ত পাকা।[২২৩]

১৮৪. তারা কি চিন্তা করে দেখে না যে, তাদের সঙ্গীর কোন উন্মাদনা নেই, সে তো স্পষ্ট সতর্ককারী।

তেমন ফল পাবে। মহান আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে বক্র পন্থা হলো, তাঁর প্রতি এমন নাম ও গুণ আরোপ করা, যার অনুমতি শরী'আত দেয়নি এবং যা তাঁর গৌরব ও মহিমার পক্ষে শোভন নয়। কিংবা তার জন্য নির্ধারিত নাম ও গুণাবলীকে গায়রুল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করা হল বা তার অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিয়ম-নীতিহীন টানা-হেঁচড়া করা হল, অথবা জাদু-টোনা ইত্যাদি পাপকার্যে তাঁর নাম ব্যবহার করা হল। এসবই বক্রপন্থা।

২২২. এদল মহানবী (সা.)-এর উম্মত, যারা সর্বপ্রকার বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য এবং বক্রতা ত্যাগ করে সত্য ও ন্যায় এবং ভারসাম্যবান পন্থা অবলম্বন করে এবং সেদিকেই মানুষকে ডাকে। সামনে এদের বিরুদ্ধবাদী ও সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

২২৩. সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী অপরাধীদেরকে অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি প্রদান করা হয় না; বরং পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দুয়ার খুলে দেওয়া হয়। পরিণামে মহান আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে অন্যায়-অনাচারে আরও বেশী স্পর্ধিত হয়ে ওঠে। এভাবে যে চরম শাস্তি তাদের উপর আরোপ করার ছিল ক্রমে ক্রমে নিজেদেরকে প্রকাশ্যভাবে তার উপযুক্ত প্রমাণ করে দেয়। এটাই হলো মহান আল্লাহ্ কর্তৃক অবকাশ ও সুযোগ প্রদান। তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও নির্লজ্জতার কারণে মনে করে, আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করা হয়েছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে চরম শাস্তির জন্য

(১৮৫) أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ○

(১৮৬) مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ○

১৮৫. তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও সব কিছুর যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তার মাঝে এবং এ বিষয়ের মাঝে যে, তাদের প্রতিশ্রুতকাল হয়ত নিকটবর্তী হয়ে গেছে?[২২৪] কাজেই, এর পর আর কোন কথায় তারা ঈমান আনবে।[২২৫]

১৮৬. আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই, আল্লাহ তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের মত ঘূর্ণায়মান ছেড়ে রাখেন।[২২৬]

তৈরী করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্র 'কাইদ' (দাওয়াই, গোপন কৌশল) হলো, এমন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা, যা দৃশ্যত অনুকম্পা, কিন্তু আসলে আযাব ও গযব। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্র কৌশল অত্যন্ত মযবূত ও বলিষ্ঠ, যা কোনভাবেই রদ করা সম্ভব নয়।

২২৪. অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার ও তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে গাফিল হয়ে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? এসব আয়াতের বাহক তো (নাঊযুবিল্লাহ্) কোন বোধবুদ্ধিহীন পাগল নয়। তিনি তাঁর পুরা জীবন তোমাদেরই মধ্যে কাটিয়েছেন। তাঁর ছোট-বড় সব অবস্থা তোমরা জ্ঞাত। আগে থেকেই তাঁর বুদ্ধিমত্তা, সচেতনতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি সর্বজনের কাছে স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ। যার নিকট হতে নিয়ে এসেছেন, তিনি বিশ্ব-জগতের প্রভু, সার্বভৌম শাসক এবং সব কিছুর স্রষ্টা। তাঁর বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় বিশ্ব-ব্যবস্থা, বরং তাঁর সৃষ্ট ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি জিনিসের মাঝে যদি চিন্তা কর, তবে দেখবে সে সৃষ্টিগত নিদর্শনসমূহ অবতারিত নিদর্শনসমূহের (কুরআনী আয়াতের) নিশ্চিত সমর্থন করবে। এরপরও মহান আল্লাহ্র আয়াতে বিশ্বাস না করার আর কী অজুহাত থাকতে পারে? তাদের বোঝা উচিত, হয়ত তাদের মৃত্যু ও ধ্বংসের নির্ধারিত কাল কাছে এসে গেছে। কাজেই মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থার জন্য অবিলম্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত।

২২৫. অর্থাৎ কুরআনের আয়াতে ঈমান না আনলে দুনিয়ায় এমন আর কী কথা ও বাণী আছে, যাতে তারা ঈমান আনবে বলে আশা করা যায়? জেনে রাখ, ঈমানের অমূল্য সম্পদ ওসব হতভাগার নসীবেই নেই।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ
(١٨٧) رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؔۘ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ
اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

১৮৭. তারা তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে,তা কবে সংঘটিত হবে? বল, তার সংবাদ তো আমার প্রতিপালকেরই কাছে রয়েছে। তিনিই তাকে তার সুনির্দিষ্ট সময়ে উন্মোচিত করবেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তা একটি দুর্বহ বিষয়। তা তোমাদের উপর আকস্মিকভাবে আপতিত হবে।২২৭ তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে, যেন তুমি তার সন্ধানে আছ। বল, তার খবর কেবল আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক উপলব্ধি করে না।২২৮

---

২২৬. হিদায়াত ও গুমরাহী সব মহান আল্লাহ্‌রই হাতে। তিনি না চাইলে হিদায়াতের সর্বপ্রকার উপকরণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তা কোন কাজে আসবে না। হ্যাঁ, তিনি আপন নীতি অনুযায়ী তখনই হিদায়াতের তাওফীক দান করেন, যখন বান্দা স্বেচ্ছায় সে পথে চলার ইচ্ছা করে। কিন্তু, যে ব্যক্তি জেনেশুনে অন্যায়-অবাধ্যতার পথ আঁকড়ে ধরে আল্লাহ্-তা'আলাও তাকে পথ-প্রদর্শনের পরও সে অবস্থাতেই রেখে দেন।

আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না কিয়ামত কবে হবে?

২২৭. পূর্বে عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ -এর মাঝে বিশেষভাবে উপরিউক্ত সম্প্রদায়ের اجل (মৃত্যু) সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা জানে না, তা কখন আসবে। এবার সমগ্র বিশ্বের اجل (কিয়ামত) সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে যে, কেউ যখন নিজ মৃত্যু সম্পর্কেই জ্ঞাত নয় তা কখন আসেব, তখন সমগ্র বিশ্বের মৃত্যুর সন-তারিখ কে বলতে পারে? তার সুনির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান কেবল সেই সত্তারই কাছে আছে, যিনি যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। আর কেউ তা জানে না। তিনিই যথাযথ সময়ে তা সংঘটিত করে প্রকাশ করে দেবেন যে, তাঁর জ্ঞানে তার এ সময় নির্দিষ্ট ছিল। আসমান-যমীনে সে এক দুর্বহ ঘটনা। তার সংবাদও দুর্বহ, যা আল্লাহ্ পাক ছাড়া কারও অর্জিত হতে পারে না। সে ঘটনার বহু আলামত যদিও আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম, বিশেষত আমাদের আখিরী নবী (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, তথাপি সেসব আলামত প্রকাশ পাওয়ার পরও যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন তা সকলের অবচেতনাবস্থায় সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবেই আসবে। বুখারী শরীফসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

২২৮. এদের প্রশ্নের ধারা দেখে মনে হয়, তারা যেন প্রিয়নবী (সা.) সম্পর্কে ধারণা করে তিনিও বুঝি এরই তত্ত্ব-তালাশ ও অনুসন্ধানে রত আছেন এবং অনুসন্ধানের

(১৮৮) قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۖۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

১৮৮. বল, আমি আমার নিজের ভালোরও মালিক নই এবং মন্দেরও নয়। তবে আল্লাহ্ যা চান তাই হয়। আমি যদি অদৃশ্য বিষয় জানতাম, তবে প্রভূত কল্যাণ অর্জন করে নিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে কখনও স্পর্শ করত না।২২৯ আমি তো মু'মিন সম্প্রদায়কে সতর্ককারী ও সুসংবাদ- দাতা।

পর তার জ্ঞান লাভেও সমর্থ হয়েছেন। অথচ এ জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট। বিশেষ কোন কল্যাণ দৃষ্টে যে বিষয়ে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন, তার পেছনে আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম কখনও পড়েন না এবং যা ইচ্ছা চেষ্টা করে জেনে নেবেন, সে ইখতিয়ারও তাঁদের নেই। তাঁদের পদমর্যাদাগত বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে যে জ্ঞান ও বোধির অফুরান ফল্গুধারা তাঁদের জন্য উৎসারিত হয়, পরম কৃতজ্ঞতাভরে তাঁরা তাই গ্রহণ করে নেন। কিন্তু জীব-জানোয়াতুল্য মূর্খরা এসবের কী বুঝবে?

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যাবতীয় ইল্‌মে গায়বের অধিকারী ছিলেন না

২২৯. এ আয়াতে বলা হয়েছে, কোন বান্দা সে যত বড়ই হোক, না সে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী, না সবজান্তা। যেই সায়্যিদুল মুরসালীন (সা.)-কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমুদয় মানুষের জ্ঞানের বাহক ও ইহ জগতের সমস্ত বোধি ভাণ্ডারের কুঞ্জিধারী করা হয়েছে, তাঁকেই এ ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে যে, অন্যদের তো ছাল আমি আমার নিজেরই কোন হিত সাধন করতে বা অহিত রদ করতে পারি না। মহান আল্লাহ্‌র যতটুকু ইচ্ছা ততটুকুই আমার ক্ষমতা। আমি যদি অদৃশ্যের সব খবরাখবর জেনে ফেলতাম, তবে এমন বহু কল্যাণ ও সাফল্য আমি অর্জন করে নিতাম, যা অদৃশ্য-জ্ঞানের অভাবে অনেক সময় লাভ করা সম্ভব হয় না। অনুরূপ কোন অবাঞ্ছিত অবস্থারও সম্মুখীন আমি হতাম না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ইফ্‌ক (উম্মুল-মু'মিনীন 'আইশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ)-এর ঘটনায় কত দিনই না ওহী না আসার কারণে প্রিয়নবী (সা.)-কে নিদারুণ মর্ম যাতনার ভেতর কাটাতে হয়েছে। বিদায় হজ্জে তো তিনি পরিষ্কার ইরশাদ করেছেন- لو استقبلت من امرى ما استدبرت لما سقت الهدى (পরে যা দেখা দিয়েছে তা যদি আমি আগে জানতাম, তবে কিছুতেই হাদ্‌ইর পশু সঙ্গে আনতাম না)। এরূপ হাজারও ঘটনা রয়েছে, সর্বজ্ঞান থাকা অবস্থায় অতি সহজেই যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হত। এসব কিছু অপেক্ষা আশ্চর্য হলো, 'হাদীছে জিবরাঈল' নামক প্রসিদ্ধ হাদীছের কোন কোন বর্ণনায় প্রিয়নবী (সা.) স্পষ্ট বলেছেন যে, এটাই প্রথম ঘটনা, আমি জিবরাঈলকে তার ফিরে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا (১৮৯)
لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ
دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○
(১৯০) فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

১৮৯. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক আত্মা হতে এবং তা হতেই তার সংগিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করে। তারপর যখন নর আচ্ছন্ন করে নারীকে, তখন সে লঘু গর্ভ ধারণ করে এবং তা নিয়ে সে চলাফেরা করতে থাকে। তারপর যখন গুরুভার হয়, তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ডেকে বলে, তুমি যদি আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান কর, তবে আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব।

১৯০. তারপর যখন তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ সন্তান দিলেন, তখন তারা তাদের উভয়কে যা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে (আল্লাহ্র) শরীক স্থির করতে লাগল। তারা যে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তা হতে ঊর্ধ্বে।[২৩০]

চিনতে পারিনি। তার উঠে চলে যাওয়ার পরই জানতে পেরেছি তিনি ছিলেন জিবরাঈল। মুহাদ্দীছগণের স্পষ্ট উক্তি মতে এটা নবী-জীবনের শেষ দিকের ঘটনা। এতে কিয়ামত সম্পর্কে জিবরাঈলের প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ما المسئول عنها باعلم من السائل 'এ সম্পর্কে যার কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশী জানে না'। যেন বাতলে দিলেন সর্বজ্ঞান আল্লাহ্ পাক ছাড়া কারও নেই। অদৃশ্য-জ্ঞান তো দূরের কথা দৃশ্যমান বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞানও মহান আল্লাহ্র দানেই লাভ হতে পারে। যে কোনও সময় তিনি অনিচ্ছা করলে আমরা দৃশ্যগোচর বিষয়ের উপলব্ধি হতেও বঞ্চিত থাকব। মোদ্দা কথা, এ আয়াতে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইখতিয়ার ও সর্ব বিষয়ে জ্ঞান নবূওয়াতের অপরিহার্য গুণ নয়, যেমন কোন কোন মূর্খ ধারণা করে থাকে। হাঁ, শরী'আত সংক্রান্ত জ্ঞান, যা নবী-রাসূলগণের পদ-মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত, তা পূর্ণাঙ্গরূপে থাক্‌তে হবে। কিন্তু বিশ্ব-স্বার্থ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা যতটুকু সমীচীন মনে করেন দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রিয়নবী (সা.) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের ঊর্ধ্বে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এমন অপরিসীম জ্ঞান ও বোধি দান করেছিলেন, যা আয়ত্ত করা আর কোন সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়।

সন্তান লাভের ক্ষেত্রে পিতামাতার শির্ক এবং এ প্রসংগে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনা স্বরূপ

২৩০. আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.) হতে সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম (আ.)-এর মানসিক শান্তি ও স্থিরতা লাভের জন্য তাঁরই মধ্য হতে তাঁর সংগিনী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। তারপর তাদের উভয় হতে বংশধারা জারি হয়। পুরুষ যখন নারীর সঙ্গে যৌন চাহিদা পূরণ করে, তখন নারীর গর্ভ সঞ্চার ঘটে। প্রথম অবস্থায় নারীর বিশেষ কষ্ট হয় না। স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করতে থাকে। ক্রমে পেট বড় হয়। কে জানে তার ভেতর কী জিনিস গুপ্ত আছে! কাজেই, নরনারী মিলে মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে, হে আল্লাহ্! তুমি যদি আপন অনুগ্রহে সুস্থ পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান কর, তবে আমরা উভয়ে, বরং আমাদের বংশধরেরাও তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে থাকবে। আল্লাহ্ পাক যখন তাদের মনোবাসনা পূরণ করেন, তখন তাঁরা তাঁরই দেওয়া জিনিসে অন্যদেরকে শরীক করতে থাকে। কেউ বিশ্বাস পোষণ করে, এ সন্তান অমুক (জীবিত বা মৃত) মাখলুক আমাদেরকে দান করেছে। কেউ আবার এ বিশ্বাস পোষণ না করলেও কার্যত এরূপ মাখলুকের নামে মানত বা নযরানা প্রদান করে। কিংবা নব জাতকের কপাল তার সামনে ঝুঁকিয়ে দেয়। অথবা তার এমন নামকরণ করে, যাতে শিরকের প্রকাশ ঘটে। যেমন 'আবদুল উয্যা (উয্যার দাস), আব্দি শামস (সূর্যের দাস) ইত্যাদি। মোদ্দা কথা, প্রকৃত অনুগ্রহকারীর যা প্রাপ্য ছিল, তা বিশ্বাসগতভাবে বা কার্যত অন্যকে প্রদান করে। ভাল করে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বস্তরের শির্ক হতে ঊর্ধ্বে। হযরত হাসান বসরী (র.) প্রমুখের মত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) নয়, বরং সাধারণভাবে মানুষের অবস্থা চিত্রিত করা হয়েছে। শুরুতে هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا -এর মাঝে কেবল ভূমিকাস্বরূপ হযরত আদম ও হাওয়ার (আ.) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর সাধারণভাবে নর-নারীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে। সাধারণত এমন বহু ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে যে, প্রথমে ব্যক্তি বিশেষের উল্লেখ করা হয়, তারপর সেই সূত্র ধরে গোটা জাতি হয় আলোচ্য বিষয়। উদাহরণত, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ (আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ– সূরা মুল্ক ঃ ৫)-এর মাঝে যেসব নক্ষত্রকে مصابيح (প্রদীপমালা) বলা হয়েছে, সেগুলো টুট্‌বার নয়, যা নিক্ষেপ করে শয়তানকে বিতাড়ন করা হয়। বরং এস্থলে বিশেষ مصابيح (প্রদীপরূপ নক্ষত্র)-এর উল্লেখপূর্বক জাতিগতভাবে নক্ষত্রের বিষয় অবতারণা করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা হিসাবে جعلاله شركاء -এর মাঝে কোন প্রশ্ন আসে না। কিন্তু অধিকাংশ পূর্বসূরী তাফসীরকার থেকে একথাই বর্ণিত হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতসমূহে কেবল হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর ঘটনা বিবৃত

হয়েছে। বলা হয় যে, ইবলীস একজন নেক্কারের রূপ ধরে হযরত হাওয়া (আ.)-এর কাছে এসে ছলনা দিয়ে তার থেকে ওয়াদা নিল যে, তার ছেলে হলে নাম রাখবেন আবদুল-হারিছ। হাওয়া (আ.) হযরত আদম (আ.)-কেও রাযী করে ফেললেন। ছেলে সন্তান জন্ম নিলে উভয়ে তার নাম রাখলেন আবদুল-হারিছ। হারিছ ছিল ইবলীসের নাম, ফেরেশতাদের মধ্যে তাকে এ নামেই ডাকা হত। বলা বাহুল্য, নামের মধ্যে আভিধানিক অর্থ লক্ষ্য থাকে না আর থাকলেও হারিছের সাথে আব্দ-এর সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা এটা অনিবার্য হয়ে যায় না যে, এর দ্বারা হারিছকে (নাঊযুবিল্লাহ) মা'বূদ মনে করে নেওয়া হবে। আরবে অতিথিপরায়ণকে 'আবদুয্-যায়ফ' বলা হয় অর্থাৎ অতিথির গোলাম। এর অর্থ কি মেযবান মেহমানের পূজা করে? কাজেই, আব্দুল-হারিছ নামকরণের উপরিউক্ত ঘটনা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে তাতে একথা বলা যাবে না যে, হযরত আদম (আ.) সত্যিকারের শির্ক করে ফেলেছিলেন, যা নবী হিসাবে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী। হাঁ, আপাতদৃষ্টিতে শির্কের গন্ধ আসে সন্তানের এমন নামকরণ করা একজন নিষ্পাপ নবীর সমুচ্চ মর্যাদা ও তাওহীদী চেতনার জন্য শোভনীয় নয়। কুরআন মাজীদের রীতি হলো, মহান আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা নবী-রাসূলগণের ছোট ছোট ত্রুটি ও মা'মূলী হোঁচটকেও কঠোর ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, নীতি আছে حسنات الابرار سيئات للمقربين 'সাধারণের ভালটাও অনেক সময় নিকটজনের ক্ষেত্রে দোষের হয়ে যায়।' তাই তো হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনায় বলা হয়েছে فَظَنَّ اَن لَّن نَّقدِرَ عَلَيه (সে ধারণা করল, আমি তাকে বাগে পাব না)। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدكُذِبُوا (এমন কি যখন রাসূলগণ নিরাশ হয়ে গেল এবং তারা মনে করল তাদের মিথ্যা বলা হয়েছে) [উল্লেখ্য, এটা বলা হয়েছে কতক মুফাস্সিরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী]। অনুরূপ এস্থলেও হযরত আদম (আ.)-এর সমুচ্চ মর্যাদা দৃষ্টে শিরকের দুর্গন্ধযুক্ত নামকরণ করাকে নিন্দা জ্ঞাপনের জন্য এ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে যে- جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيمَا اٰتٰهُمَا (আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া জিনিসে অংশীদার বানাতে লাগল) অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে শিরকের সন্দেহ জাগে এরূপ নাম রাখা তাদের উচ্চ মর্যাদার জন্য শোভনীয় নয়। যদিও তা প্রকৃত অর্থে শিরক ছিল না। সম্ভবত এজন্যই বিষয়টিকে فَقَدْ اَشْرَكَا (তারা শিরক করল) এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে প্রকাশ না করে, বরং এর জন্য جعلا له شركاء فيما اتاهما – এ দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হাফিয ইমাদুদ-দীন ইব্ন কাছীর (র.) বলেন, 'আবদুল-হারিছ' নামকরণ সংক্রান্ত যে হাদীছ তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি তিনটি কারণে ত্রুটিপূর্ণ। বাকি সাহাবী ও তাবি'ঈগণের যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, তা সম্ভবত আহ্লি কিতাবের বর্ণনা হতে প্রাপ্ত।

(١٩١) أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ۝

(١٩٢) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝

(١٩٣) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ
أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝

(١٩٤) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝

(١٩٥) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَّمْشُونَ بِهَآ ز أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَّبْطِشُونَ بِهَآ ز أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ
يُبْصِرُونَ بِهَآ ز أَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ
فَلَا تُنْظِرُونِ ۝

১৯১. তারা কি এমন জিনিসকে শরীক স্থির করে, যারা একটি জিনিসও সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারাই সৃষ্ট?[২৩১]

১৯২. এবং তারা না তাদের কোন সাহায্য করতে পারে আর না পারে নিজেদের কোন সাহায্য করতে।

১৯৩. এবং তোমরা যদি তাদের হিদায়াতের পথে আহ্বান কর, তবে তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেবে না। তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর বা চুপ থাক উভয়ই তাদের জন্য সমান।

১৯৪. তোমরা আল্লাহ্ ভিন্ন আর যাদের আহ্বান করো, তারা তোমাদেরই মত বান্দা। আচ্ছা, তোমরা তাদের আহ্বান করো এবং তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিক- যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

১৯৫. তাদের কি পা আছে, যা দ্বারা তারা চলাফেরা করে, না কি এদের হাত আছে, যা দিয়ে তারা ধরে, না তাদের চোখ আছে, যা দিয়ে দেখে কিংবা তাদের কান আছে, যা দিয়ে শোনে? বল, তোমরা আহ্বান করো তোমাদের শরীকদের, তারপর আমার ক্ষতি করার চেষ্টা কর এবং আমাকে সুযোগ দিও না।[২৩২]

---

২৩১. পূর্বে এক পর্যায়ের শির্ক সম্পর্কে আলোচনা ছিল। তারই সূত্র ধরে এসব আয়াতে প্রতিমাপূজা রদ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে কাউকে সৃষ্টি করতে পারে না, বরং নিজেই তোমাদের হাতে গড়া, সে তোমাদের মা'বূদ কী করে হতে পারে?

হাতে গড়া প্রতিমার মা'বূদ হওয়ার যোগ্যতা কোথায়?

২৩২. যে সব দেব-দেবীকে তোমরা উপাস্য বানিয়ে নিয়েছ এবং উলূহিয়্যাতের (মা'বূদ হবার) মর্যাদা দিয়েছ, তারা তোমাদের কি কাজে আসবে, তারা নিজেদেরই

(১৯৬) إِنَّ وَلِيِّـۧ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ○

(১৯৭) وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ○

১৯৬. আমার পৃষ্ঠপোষক তো আল্লাহ্, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনি সৎকর্মশীলগণের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন।২৩৩

১৯৭. আর তাকে ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা আহবান করো, তারা তোমাদের সাহায্য করতে পারে না এবং না পারে আত্মরক্ষা করতে।

তো রক্ষা করার শক্তি রাখে না। এমন কি তারা সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এক সৃষ্টি অপর সৃষ্টির উপর যে গুণাবলী দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভ করে তা থেকেও তারা বঞ্চিত। তোমরা তাদের বাহ্যিক হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি বানাও বটে, কিন্তু এসব অংগের মাঝে সে শক্তি তো নেই, যার ভিত্তিতে এদেরকে অংগ বলা যেতে পারে। তোমরা ডাকলে সে কৃত্রিম পা দিয়ে তারা হেঁটে আসতে পারে না। তারা না হাত দিয়ে কিছু ধরতে পারে, না চোখ দিয়ে দেখতে পারে আর না কানে শোনে। ডাকতে ডাকতে তোমাদের গলা ফেটে গেলেও তারা তা শোনবার বা চলে আসার ও সাড়া দেওয়ার নয়। তোমরা তাদের সামনে সরব হও, কি নীরব– উভয়ই তাদের জন্য সমান। তাতে কোন উপকার লাভ হয় না। আশ্চর্যের কথা, যে জিনিস সৃষ্ট ও অধীনস্থ হওয়ার ব্যাপারে তোমাদেরই মত দুর্বল ও অক্ষম, বরং অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের গুণাবলীতে তোমাদেরও অধম, তাকে উপাস্য বানিয়ে নেওয়া হয় এবং যে তা রদ করে, তাকে বিপদের ভয় দেখানো হয়। পবিত্র মক্কার মুশরিকরা নবী করীম (সা.)-কে বলত, তুমি আমাদের দেব-দেবীর বেআদবী থেকে ক্ষান্ত হও। নচেৎ কে জানে তারা তোমাকে কী বিপদে আক্রান্ত করে বসে। ইরশাদ হয়েছে- وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ (তারা তোমাকে মহান আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়– যুমার ঃ ৩৬)। قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ দ্বারা তারই জওয়াব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের শরীকদেরকে আহবান করো এবং আমার বিরুদ্ধে তোমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ও চক্রান্ত কাজে লাগাও। আমাকে এক মুহূর্তেরও অবকাশ দিও না। এভাবে দেখ, তোমরা আমার কী বিগড়াতে পার।

২৩৩. অর্থাৎ যিনি আমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন ও আমাকে রিসালাতের পদে অধিষ্ঠিত করেছেন, তিনিই সমগ্র বিশ্বের মুকাবিলায় আমার পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করবেন। কেননা, আপন নেক বান্দাগণের সাহায্য ও নিরাপত্তা বিধান তিনি নিজেই করে থাকেন।

১১২

(১৯৮) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ○

(১৯৯) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ○

(২০০) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

১৯৮. যদি তোমরা তাদেরকে আহবান করো সত্য পথের দিকে, তবে কিছুই শোনবে না। তুমি দেখবে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তারা কিছুই দেখে না।[২৩৪]

১৯৯. তুমি ক্ষমায় অভ্যস্ত হও, সৎকাজের আদেশ কর এবং অজ্ঞ লোকদের উপেক্ষা কর।

২০০. যদি শয়তানের কু-মন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনিই শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।[২৩৫]

---

২৩৪. অর্থাৎ দৃশ্যত চোখ তো স্থাপিত রয়েছে, কিন্তু তাতে দৃষ্টিশক্তি কোথায়?

সর্বাবস্থায় সহনশীল হওয়ার নির্দেশ

২৩৫. خذ العفو -এর কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে। তার অধিকাংশের সারমর্ম, কঠোরতা প্রদর্শন ও রুক্ষ ব্যবহার পরিহার করে চলো। অনুবাদক (র.) তাকেই 'ক্ষমায় অভ্যস্ত হও' (درگزر کی عادت کر) শব্দে ব্যক্ত করেছেন। পূর্বের আয়াতসমূহে মূর্তিপূজকদেরকে নির্বোধ ও অজ্ঞ সাব্যস্ত করা হয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে অজ্ঞ মুশরিকদের পক্ষ হতে ক্ষিপ্ততা বশে অপ্রীতিকর কোন আচরণ বা অশ্রাব্য কোন উক্তি করে বসার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হও। নসীহত করতে ক্ষান্ত হয়ো না। ন্যায়সঙ্গত কথা বলতে থাক ও অজ্ঞদের পাশ কাটিয়ে চল। অর্থাৎ তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত আচার-আচরণের ব্যাপারে রোজ মাথা ঘামানোর দরকার নেই। সময় আসলে মুহূর্তের মধ্যে সব কিছুর নিকাশ করা হবে। মানবিক প্রবৃত্তি বশে তাদের কোন অনুচিত তৎপরতার কারণে যদি কখনও রাগ এসে পড়ে এবং অভিশপ্ত শয়তান দূর হতে প্ররোচনা দিয়ে তোমাকে এমন কোন কাজে প্রস্তুত করতে চায়, যা যথার্থ কল্যাণধর্মী নয় বা যা তোমার সমুচ্চ চরিত্র মাধুরী এবং পরম জ্ঞান ও সহিষ্ণুতার পক্ষে শোভন নয়, তবে কালবিলম্ব না করে মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। তোমার নিষ্পাপতা ও সমুন্নত মর্যাদার মুকাবিলায় তাদের কোন চক্রান্ত সফল হতে পারবে না। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থীর কথা শোনেন ও সকল অবস্থা জানেন। তিনি নিজেই তোমার হিফাযতের দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন।

(٢٠١) إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۝

(٢٠٢) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ۝

(٢٠٣) وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى إِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

২০১. যাদের অন্তরে ভয় আছে, যখনই শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয় সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের চোখ খুলে যায়।

২০২. আর যারা শয়তানের ভাই, তাদেরকে শয়তান ভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে এবং এ বিষয়ে কোন ত্রুটি করে না।[২৩৬]

২০৩. তুমি যখন তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে না যাও, তখন তারা বলে, তুমি নিজের পক্ষ হতেই একটা কিছু বেছে আনলে না কেন? বলে দাও, আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে আদেশ আমার নিকট আসে, আমি তো তারই অনুসরণ করি। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশবাণী এবং মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[২৩৭]

---

২৩৬. পূর্বে কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সম্বোধন করে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যদিও অপরাপর সকলেও সে নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবার মুত্তাকী সাধারণের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিয়ে কাবু করে ফেলবে ও তাদের উপর নিজের চক্রান্ত সফল করবে সে সাধ্য তার নেই। মুত্তাকীদের শান তো এই যে, শয়তানের প্ররোচনায় তারা ক্রমাগত গাফলতীর শিকার কখনও হয় না। যদি কখনও সামান্যও ঔদাসীন্য দেখা দেয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে সতর্ক হয়ে যায়। হোঁচট খেলে তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে ফেলে আর নিজেকে সামাল দেওয়ার সাথে সাথেই চোখ খুলে যায়, ঔদাসীন্যের পর্দা হটে যায়, পাপ-পুণ্যের পরিণাম সামনে দৃষ্টিগোচর হয় এবং ক্ষিপ্রগতিতে অশোভন কাজ হতে নিবৃত্ত হয়। পক্ষান্তরে, যারা মুত্তাকী নয়, যাদের অন্তরে মহান আল্লাহ্‌র ভয় নেই এবং যাদেরকে শয়তানের ভাই বললেই বেশী সংগত হয়, তাদের তো অবস্থা এই যে, শয়তান তাদেরকে ক্রমাগত বিভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। এ প্রচেষ্টায় সে বিন্দুমাত্র কমতি করে না। এ দিকে তারাও শয়তানের অনুসরণে ত্রুটি করে না। এভাবে তারা শয়তানদের অহংকার ও ঔদ্ধত্য আরও বাড়িয়ে দেয়। মোদ্দা কথা, মুত্তাকীগণের

(٢٠٤) وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

২০৪. এবং যখন কুরআন পড়া হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে শোন ও নীরব থাক, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত হয়।[২৩৮]

বৈশিষ্ট্য এ হওয়া উচিত যে, শয়তান প্রবঞ্চনা করার সাথে সাথেই তারা মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করবে। একটুও সময় নষ্ট করবে না। নচেৎ গাফলতী দীর্ঘায়িত হয়ে মহান আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসার তাওফীকই লাভ হবে না।

নিজের পক্ষ হতে নিদর্শন দেখানো নয় বরং ওহীর অনুসরণই নবীর কাজ

২৩৭. কখনও ওহী আসতে বিলম্ব হলে কাফিররা উপহাস করে বলত, এখন নিজের পক্ষ হতে কোন আয়াত বানিয়ে দাও না কেন? পুরা কুরআন তো তোমার বানানোই (নাউযুবিল্লাহ্)। আবার কখনও কষ্ট দেওয়ার জন্য এমন নিদর্শন (মু'জিযা) দাবী করত, যা দেখানো বিশেষ রহস্য দৃষ্টে মহান আল্লাহ্‌র কাম্য ছিল না। কাজেই, তিনি সে দাবী প্রত্যাখ্যান করলে তারা বলত- لولا اجتبيتها অর্থাৎ তুমি তোমার আল্লাহ্‌কে বলে আমাদের প্রার্থিত নিদর্শন কেন বেছে আনলে না? উভয় কথার জওয়াবে ইরশাদ হয়েছে- قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ অর্থাৎ তাদের বলে দাও, নবীর কাজ এটা নয় যে, নিজের পক্ষ হতে কোন কিছু বানিয়ে মহান আল্লাহ্‌র নামে চালিয়ে দেবে বা মানুষের কথায় পড়ে মহান আল্লাহ্‌র কাছে এমন বিষয় প্রার্থনা করবে, যা দেওয়া তাঁর অপার প্রজ্ঞার পরিপন্থী কিংবা যা প্রার্থনা করার অনুমতি নেই। তাঁর কাজ শুধু আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যে ওহী আসে তা কবূল করা, তার অনুসরণ করা এবং অন্যকে অনুসরণ করার আহ্বান জানানো। বাকি যে সব আয়াত বা নিদর্শন আমার কাছে চাও, সে ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো, পাক কুরআনের চাইতে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে? তার চেয়ে আজিমুশ-শান মু'জিযা আর কী হবে? এটাতো নিখিল বিশ্বের জন্য শিক্ষণীয় জ্ঞান, রহস্য ও উপদেশের ভাণ্ডার। মু'মিনগণের জন্য বিশেষ ধরনের হিদায়াত ও রহমত এর মাঝে নিহিত রয়েছে। একেই বা মানবার জন্য তোমরা কখন প্রস্তুত ছিলে যে, প্রার্থিত আয়াত ও নিদর্শন দিলে তা মেনে নিবে?

২৩৮. কুরআন যখন এরূপ অমূল্য সম্পদ এবং জ্ঞান ও হিদায়াতের খনি, তখন তা পাঠকালে শ্রোতার কর্তব্য ও দেয় হলো, সে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে সেদিকে কান লাগিয়ে রাখবে এবং মানার উদ্দেশ্যে শুনবে। কোন রকমের কথাবার্তা, হৈচৈ করবে না। সব চিন্তা ছেড়ে আদব সহকারে চুপ করে থাকবে, যাতে মহান আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়ার উপযুক্ত হওয়া যায়। এ নিয়মে যদি কাফিরও কুরআন শোনে, তবে অসম্ভব কি সেও মহান আল্লাহ্‌র রহমতে ঈমানদার হয়ে যেতে পারবে। পূর্ব থেকে মু'মিন হলে সে ওলী হয়ে যেতে পারবে। আর কিছু না হোক অন্ততপক্ষে এ কাজের ছওয়াব তো পাওয়া যাবে।

(٢٠٥) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝

(٢٠٦) اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۝

২০৫. এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন প্রতিপালককে স্মরণ করতে থাক মনে মনে, সবিনয়ে, সভয়ে ও অনুচ্চ স্বরে[২৩৯] এবং তুমি উদাসীন থেকো না।

২০৬. নিশ্চয়ই যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে আছে, তারা তাঁর বন্দেগী করতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে না। তারা তাঁর পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করে এবং তাঁকেই সিজদা করে।[২৪০]

অনেক আলিম এ আয়াত থেকে এ মাসআলাও বের করেছেন যে, সালাতে ইমাম যখন কিরাআত পড়বে মুকতাদীর তখন চুপ করে তা শোনা উচিত। হযরত আবূ মূসা (রা.) ও আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন واذا قرأ فانصتوا (সালাতে ইমাম যখন কিরাআত পড়ে, তখন চুপ থাক)। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জায়গা এটা নয়। মুসলিম শরীফের ভাষ্যে আমি এ সম্পর্কে পক্ষে-বিপক্ষে বিশদ আলোচনা করেছি।

২৩৯. সবচেয়ে বড় যিক্‌র কুরআন মাজীদ। তার আদব উপরে বর্ণিত হয়েছে। এবার সাধারণভাবে মহান আল্লাহ্‌র যিক্‌রের কিছু আদব বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র যিক্‌রের আসল প্রাণ তো এই যে, মুখে যা বলা হবে, সেদিকে অন্তরে ধ্যান থাকবে। তা হলে যিক্‌রের প্রকৃত উপকারিতা লাভ হবে এবং মন ও জিহ্বা উভয় অংগ মহান আল্লাহ্‌র যিক্‌রে মশগুল থাকবে। যিক্‌র করার সময় অন্তর বিনয়-বিগলিত থাকা উচিত। সত্যিকারে প্রেম ও ভীতির সাথে যিক্‌র করা বাঞ্ছনীয়। ঠিক যেমন কোন খোশামোদকারী ও ভয়ার্ত লোক কাউকে ডেকে থাকে। যিকরকারীর সুর ও স্বর এবং হাবভাবে বিনয় ও ভয়ের লক্ষণ পরিস্ফুট থাকা চাই। যিক্‌র এবং যার যিক্‌র করা হয়, তাঁর সম্মান ও গৌরবে কণ্ঠস্বর নরম ও মৃদুমন্দ থাকাই স্বাভাবিক وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا - 'দয়াময়ের জন্য সকল আওয়ায বিনয়-নম্র হয়ে যায়। তুমি চাপা কণ্ঠ ছাড়া কিছু শোনবে না।' এজন্য বেশী চিৎকার করতে নিষেধ করা হয়েছে। বিনীত স্বরে চুপিসারে বা সশব্দে যিক্‌র করলে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্মরণ করবেন। একজন প্রেমিকের জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে?

২৪০. অর্থাৎ দিনরাত বিশেষত সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর স্মরণ হতে গাফিল থেকো না। সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাই যখন তাঁর বন্দেগী করতে লজ্জাবোধ করে না, বরং সর্বক্ষণ তাঁরই স্মরণে মশগুল থাকে, তাঁরই সিজদা করে, তখন মানুষের জন্য তো তাঁর যিক্‌র, ইবাদত ও সিজদায় গাফিল না থাকা আরও বেশী জরুরী। এ আয়াত পাঠ করেও সিজদা করা উচিত।

সূরা আনফাল[১]

৭৫ আয়াত, ১০ রুকূ', মাদানী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ॥

(١) یَسۡـَٔلُوۡنَکَ عَنِ الۡاَنۡفَالِ ؕ قُلِ الۡاَنۡفَالُ لِلّٰہِ وَ الرَّسُوۡلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰہَ وَ اَصۡلِحُوۡا
ذَاتَ بَیۡنِکُمۡ ۪ وَ اَطِیۡعُوا اللّٰہَ وَ رَسُوۡلَہٗۤ اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ○

১. তোমার কাছে গনীমতের বিধান জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, গনীমতের সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। কাজেই, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্‌ভাব প্রতিষ্ঠা কর। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর–যদি তোমরা ঈমান রাখ।

যুদ্ধের অনুমতি, বদর যুদ্ধ ও প্রসঙ্গ কথা

১. এ সূরা বদর যুদ্ধের পর মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কা শরীফে তের বছরের জীবনে মুষ্টিমেয় মুসলিমের উপর মুশরিকরা যে পাশবিক ও হৃদয়বিদায়ক নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং মযলূম মুসলিমগণ যে ধৈর্য-স্থৈর্য, অস্বাভাবিক স্থিতিশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে তের বছর যাবত সে ভয়াল বিপদ ও সংকটের মুকাবিলা করে যান, দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। কুরায়শ ও তার মিত্ররা যুলুম-অত্যাচারের কোন পন্থাই বাদ দেয়নি, কিন্তু তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমগণকে সে বর্বর যালিমদের মুকাবিলায় হাত তোলার অনুমতি দেননি। ধৈর্য-স্থৈর্যের যে পরীক্ষা তাদের নেওয়া হচ্ছিল তার চূড়ান্ত পর্যায় ছিল এই যে, পবিত্র মাতৃভূমি, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ সব কিছু ত্যাগ করে তাদেরকে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের সন্তুষ্টির পথ-পরিক্রমার জন্য বের হয়ে পড়তে হয়। মুশরিকদের যুলুম ও অহমিকা এবং মুসিলমগণের দুঃখ-কষ্ট ও অসহায়ত্ব সীমা ছাড়িয়ে গেল। এদিকে মু'মিনগণের অন্তর দেশ ও জাতি, বিবি-বাচ্চা ও ধন-সম্পদ তথা মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর সব কিছুর বন্ধন হতে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে কেবল মহান আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রেম

এবং তাওহীদ ও ইখলাসের মহাসম্পদে এমন সমাকীর্ণ হয়ে গেল, যেন সেখানে গায়রুল্লাহ্‌র জন্য এক তিল ঠাঁইও বাকি নেই। তখন অবিরাম তের বছরব্যাপী সর্বাত্মক নির্যাতনের শিকার সে মযলূমদেরকে যালিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হল, যারা দেশ ত্যাগের পরও নিরাপত্তার স্বাদ ভোগ করতে পারছিল না। তাদের জন্য ঘোষিত হলো,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ - الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ -

'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিস্কৃত করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ (হজ্জ ঃ ৩৯-৪০)। মুসলিমগণের পক্ষ হতে মক্কা শরীফে প্রথম হামলা চালানোর পক্ষে পবিত্র মক্কা মুআয্যমাহ্‌র সম্মান ও মর্যাদা একটা বড় অন্তরায় ছিল। তাই হিজরতের পর প্রায় দেড় বছর পর্যন্ত তাদের কর্ম-প্রক্রিয়া ছিল শাম ও ইয়ামানের পথে মুশরিকদের যেসব বাণিজ্য-কাফেলা যাতায়াত করত, সেগুলোর উপর চড়াও হয়ে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেওয়া এবং নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলা। কাজেই হিজরতের প্রথম বর্ষে 'আবওয়া', 'বুওয়াত', 'উশায়রাঃ প্রভৃতি যুদ্ধাভিযানগুলো এ ধারাতেই সংঘটিত হয়। হাদীছ ও সীরাতগ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত রয়েছে। হিজরী দ্বিতীয় বছর আবূ সুফ্‌য়ানের নেতৃত্বে কুরায়শদের একটি বৃহৎ বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া গমন করে এবং সেখান থেকে বিপুল মালামাল নিয়ে ফেরত রওয়ানা হয়। এ কাফেলায় ছিল কুরায়শের ষাটজন লোক, এক হাজার উট এবং পঞ্চাশ হাজার দীনার মূল্যের মালামাল। মুসলিম শরীফের বর্ণনা মতে তাদের সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের গতিরোধ করা হবে কিনা? তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী অনেকেই এ অভিযানে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকে। কেননা, বড় ধরনের কোন যুদ্ধ হবে বলে তাদের আশংকা ছিল না যে, তজ্জন্য বিপুল পরিমাণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে বা অনেক লোকের দরকার পড়বে। দ্বিতীয়ত, আনসারগণের সম্পর্কে সাধারণত ধারণা করা হয় যে, কোন হানাদার মদীনা তয়্যিবাতে চড়াও হলে বা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর হামলা চালালে কেবল সেই ক্ষেত্রে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহায্য-সহযোগিতা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। নিজেদের পক্ষ হতে কোন আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে, তার ধরন-ধারণ যাই হোক না কেন, সে ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার বিষয়টি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পরামর্শ সভার এ

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হযরত আবূ বকর (রা.), উমর (রা.) এবং আনসার-প্রধান সা'দ ইব্ন উবাদা (রা.) জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তিনশ'র কিছু বেশী লোক নিয়ে কাফেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যেহেতু কোন বড় ও সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে সংঘর্ষের আশংকা তাঁদের মনে ছিল না, তাই সৈন্য সংখ্যা ও রণসামগ্রীর প্রতি অতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাৎক্ষণিকভাবে যারা উপস্থিত ছিল, হালকা কিছু অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তারাই রওয়ানা হয়ে যায়। বুখারী শরীফের বর্ণনায় হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) এ জন্যই বলেন, বদর যুদ্ধে যারা শরীক হয়নি, তারা কোনরূপ তিরস্কৃত হয়নি। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কেবল বাণিজ্য কাফেলার উদ্দেশ্যেই বের হয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে দেন। আবূ সুফ্য়ান রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অভিপ্রায় টের পেয়ে গেল। পত্রপাঠ সে মক্কা শরীফে লোক পাঠাল। সেখানে থেকে পূর্ণ রণ-প্রস্তুতিসহ এক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী রওয়ানা দিল। কুরায়শ গোত্রের বড় বড় লিডাররাও এতে যোগ দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাফরা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। যখন জানতে পারলেন, আবূ জাহ্লসহ কাফির-নেতৃবর্গের অধীনে বিশাল মুশরিক বাহিনী ধেয়ে আসছে, তখন এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতি সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামকে অবহিত করলেন। তাদের জানালেন যে, এখন তোমাদের সামনে দু'টি দল রয়েছে। একটি বাণিজ্য কাফেলা, অন্যটি সামরিক বাহিনী। মহান আল্লাহ্র ইচ্ছা, তিনি দু'দলের কোন একটির উপর তোমাদের চড়াও করবেন। তোমরা বল, কোন দলের দিকে অগ্রসর হতে চাও? তাঁরা যেহেতু সশস্ত্র বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেনি, তাই নিজেদের সৈন্য সংখ্যা ও রণ-সামগ্রীর স্বল্পতা দৃষ্টে কেউ কেউ মত দিল, বাণিজ্য দলের উপর আক্রমণ করাটাই বেশী সমীচীন ও সহজ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ মতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। হযরত আবূ বকর (রা.), উমর (রা.) ও মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা.) তেজস্বী ও উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দ্বারা তার জবাব দিলেন। সবশেষে হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা.)-এর বক্তৃতার পর এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হল যে, সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধেই বীরত্ব প্রদর্শন করা হবে। বদর ময়দানে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদেরকে মহা সাফল্য দান করলেন। কাফিরদের সত্তর জন বড় বড় লিডার নিহত হল এবং আরও সত্তর জন হল বন্দী। এভাবে কুফ্রী শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল। আলোচ্য সূরায় সাধারণভাবে এ ঘটনারই বিভিন্ন অংশ বর্ণিত হয়েছে। যারা ধারণা করেন এ সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শুরু হতেই এমন এক সশস্ত্র বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য বের হয়েছিলেন, যারা মদীনা শরীফের উপর চড়াও হওয়ার জন্য ধেয়ে আসছিল, শুরু হতে শেষ অবধি কখনই তিনি বাণিজ্য দলের উপর হামলা করার নিয়্যাত করেননি, তারা প্রকৃত পক্ষে নিজেদের একটি মনগড়া নীতির

(২) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○

(৩) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ○

২. মু'মিন তো তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হলে ভয়ে শিহরিত হয়, যাদের সামনে আল্লাহ্‌র বাণী পাঠ করা হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং যারা স্বীয় প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।

৩. যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করছি, তা হতে ব্যয় করে।

উপর হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থসমূহের সমস্ত বর্ণনা এবং কুরআন মাজীদের ইশারা-ইঙ্গিতগুলো কুরবানী করতে চাচ্ছে। এ কথা আমাদের বোধগম্য নয় যে, যে কাফিরদের থাবা হতে মুসলিমগণের জানমাল কিছুই নিস্তার পায়নি এবং না ভবিষ্যতে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাদের দৈহিক ক্ষতি সাধন এমন কি প্রাণে মারা পর্যন্ত তো বৈধ বিবেচিত হবে, কিন্তু বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন হয়ে যাবে সভ্যতা ও মানবতা বিরোধী। অর্থাৎ যুলুম, অন্যায়-অনাচার ও কুফরীর কারণে তাদের জান তো নিরাপত্তা হারাবে, কিন্তু মাল থাকবে দস্তুরমত নিরাপদ। বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলে যাক না, তবু জীবন নির্বাহের উপকরণ থেকে বঞ্চিত করা চলবে না ان هذا الشئ عجاب - 'এ যে কত বড় আশ্চর্যের বিষয়!'

অনেকের দাবী, যারা হানাদার নয়, তাদের উপর মুসলিমগণের পক্ষ হতে শুরুতে আক্রমণ চালানো জাইয নয়, কেননা সেটা কুরআনের এ আয়াতের পরিপন্থী যে, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ 'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।' একথা ঠিক যে, এ বিষয়টির কোন সম্পর্ক আলোচ্য ঘটনার সাথে নেই। কেননা, মক্কা শরীফের কাফিররা মুসলিমগণের উপর আগেই নানা রকমের যুলুম-নির্যাতন করে রেখেছিল। ভবিষ্যতের জন্যও দস্তুরমত হুমকি-ধমকি দিয়ে যাচ্ছিল। বরং এ ব্যাপারে তাদের ষড়যন্ত্র ও যোগাযোগ ও যথারীতি চালু ছিল। কিন্তু তবু বিষয়টি এমনিতেও সঠিক নয়। কেননা, উক্ত আয়াত হিজরতের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিল। পরবর্তীতে অন্য আয়াত নাযিল হয়ে (আক্রমণাত্মক ও প্রতিরোধমূলক) সর্বপ্রকার যুদ্ধের বিধান প্রদান করে। এ টীকা রচনায় আমার সহযোগী প্রিয়ভাজন মওলবী মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া তার 'আল-জিহাদুল-কাবীর' শীর্ষক পুস্তিকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ অধমও 'আশ-শিহাব' পুস্তিকায় সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছে এবং এ টীকা গ্রন্থেরও বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় কথা এসে যাবে।

(٤) أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

৪. তারাই প্রকৃত মু'মিন, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।[২]

যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিক আল্লাহ্ ঃ প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য

২. বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমত সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। নও জোয়ানরা সম্মুখভাগে থেকে লড়াই করেছিল বলে তারা মনে করত, গনীমতের সমস্ত মাল তাদেরই প্রাপ্য। প্রবীণদের বক্তব্য ছিল আমরা তোমাদের পেছনে থাকায় তোমরা আমাদেরই উপর ভর করে ও আমাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় লড়াই করেছ, যদ্দরুন বিজয় সূচিত হয়েছে। কাজেই গনীমতের অধিকার আমাদেরই। অপর একদল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। তারা নিজেদেরকে সে মালের হকদার মনে করত। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধজয় কেবল মহান আল্লাহ্র সাহায্যেই সাধিত হয়। কারও পোষকতা ও শাক্তিমত্তায় নয়। কাজেই, গনীমতেরও মালিক মহান আল্লাহ্ই। নবী তাঁর প্রতিনিধি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে যেভাবে আদেশ করেন, সে অনুযায়ীই গনীমত বন্টন করতে হয়। (এ বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে আসবে)। পরিপক্ব মুসলিমগণের কাজ সব ব্যাপারে মহান আল্লাহ্কে ভয় করা। তারা নিজেদের মধ্যে মিল-মুহাব্বতে থাকবে। তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হবে না। নিজ খেয়াল-খুশী ও চাহিদা ইত্যাদি উপেক্ষা করে কেবল মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুমই মেনে চলবে। কোন বিষয়ের মাঝখানে যখন মহান আল্লাহ্র নাম এসে যাবে, তখন ভয়ে কেঁপে উঠবে। মহান আল্লাহ্র আয়াত ও আদেশ শোনার দ্বারা তাদের ঈমান ও প্রত্যয় আরও দৃঢ় হয়ে উঠবে এবং তা এতটা মযবূত হয়ে যাবে যে, কোন বিষয়েই তারা মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কারও উপর ভরসা করবে না। তাঁরই সামনে আনুগত্যের শির নুইয়ে দেবে। তাঁরই নামে ধন-সম্পদ ব্যয় করবে। মোদ্দা কথা, বিশ্বাস, চরিত্র, কর্ম ও সম্পদ সব কিছু দ্বারা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে তৎপর থাকবে। এদেরকেই সাচ্চা ও পাক্কা মু'মিন বলা যেতে পারে। তাদের জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে রয়েছে নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী সুউচ্চ আসন ও সান্নিধ্যপূর্ণ অবস্থান। তাদের ছোট-খাট ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর তাদের দেওয়া হবে সম্মানজনক জীবিকা। হে আল্লাহ্! আপন অনুগ্রহে আমাদেরও তা দান করুন।

(٥) كَمَآ اَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۡۢ بَيۡتِكَ بِالۡحَقِّ ۪ وَاِنَّ فَرِيۡقًا مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ لَكٰرِهُوۡنَ ۙ

(٦) يُجَادِلُوۡنَكَ فِى الۡحَقِّ بَعۡدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوۡنَ اِلَى الۡمَوۡتِ وَهُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ ؕ

৫. যেমন আল্লাহ্ তোমাকে ন্যায্য কাজের জন্য তোমার ঘর হতে বের করেছেন এবং মু'মিনগণের এক দল ছিল তাতে অসম্মত।

৬. তারা তোমার সঙ্গে সত্য নিয়ে বিতর্ক করে- তা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরও, যেন তারা মৃত্যুর দিকে তাড়িত হয়ে চলেছে এবং তারা তা চাক্ষুষ দেখ্ছে।[৩]

বদর যুদ্ধের শুরু-শেষ সবটাই মহান আল্লাহ্র সাহায্যের সাক্ষাত নিদর্শন

৩. অর্থাৎ চিন্তা করে দেখ, বদর যুদ্ধে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত মুসলিমগণের পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও তাওফীক কীভাবে সক্রিয় ছিল। আল্লাহ্ তা'আলাই তো দীনে ইসলামের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপন নবীকে একটি অনিবার্য বিষয় অর্থাৎ কাফিরদের সাথে জিহাদ করার জন্য পবিত্র মদীনার বাইরে বদর ময়দানে বের করে আনেন। মুসলিমগণের একটি দল তো কুরায়শ বাহিনীর সাথে লড়াই করতে রাযী ছিল না। তারা এমন একটি সত্য ও স্থিরীকৃত বিষয়ে ইতস্তত করছিল ও নানা ধরনের অজুহাত দেখাচ্ছিল, যে সম্পর্কে নবীর মাধ্যমে তারা অবগতি লাভ করতে পেরেছিল যে, নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালাকৃত একটি অটল বিষয় (অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমগণের বিজয় লাভ)। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে উপস্থিত হওয়া যেমন কঠিন বিষয়, তাদের কাছে আবূ জাহলের বাহিনীর সঙ্গে মুকাবিলা করাও তদ্রূপ কঠিন কাজ মনে হচ্ছিল। তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় তাওফীকে তাদেরকে রণক্ষেত্রে নিয়ে যান এবং স্বীয় সাহায্যক্রমে বিজয়ী বেশে ফিরিয়ে আনেন। এ অভিযানের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সবটাই যখন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃকই সাধিত হয়েছে, তখন গনীমতের সম্পদও তো তারই হবে। কাজেই, তিনি স্বীয় নবীর মাধ্যমে যেখানে যেভাবে বন্টন করতে নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা তাই কর।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ كَمَا اَخۡرَجَكَ -এর كَ (সাদৃশ্যবোধক) অব্যয়কে আমি স্বীয় আলোচনায় কেবল সাদৃশ্য বিধানের অর্থেই নেইনি; বরং সেই সঙ্গে আবূ হায়্যানের মতানুসারে 'কারণ ও হেতু জ্ঞাপন'-এর অর্থও অবলম্বন করেছি। উলামায়ে কিরাম وَاذۡكُرُوۡهُ كَمَا هَدٰىكُمۡ -এর মাঝেও তাই করেছেন। আমি اَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۡۢ بَيۡتِكَ ...... আয়াতের বিষয়বস্তুকে الۡاَنۡفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ -এর একটি কারণ সাব্যস্ত করেছি। আবূ

(٧) وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ
ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ
يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝
(٨) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

৭. আর যখন আল্লাহ্ তোমাদের দুই দলের একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে, তা তোমাদের অধিকারে আসবে এবং তোমরা চাচ্ছিলে যেটি নিষ্কণ্টক, সেটি তোমাদের অধিকারে আসুক, কিন্তু আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফিরদের মূলোচ্ছেদ করতে।

৮. যাতে তিনি সত্যকে সত্যে পরিণত ও মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারেন- যদিও পাপিষ্ঠরা অসন্তুষ্ট হয়।[8]

হায়্যানের মত اعزك الله ইত্যাদি উহ্য মানিনি। তা ছাড়া, আয়াতের ব্যাখ্যায় 'রূহুল-মাআনী' প্রণেতার ভাষ্য অনুযায়ী ইঙ্গিত করে দিয়েছি যে, اخرجك ربك من بيتك -এর মাঝে কেবল ঘর থেকে বের হওয়ার মুহূর্তটিকে বুঝানো হয়নি; বরং ঘর থেকে বের হওয়া হতে যুদ্ধ শুরু পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়কে বুঝান উদ্দেশ্য, যার মাঝে وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ - (বিশ্বাসীদের এক দল তা পসন্দ করেনি, তারা সত্য সম্বন্ধে তোমার সাথে বিতর্ক করে) ইত্যাদি অবস্থাগুলো ঘটেছিল। একদলের অপসন্দ তো পবিত্র মদীনা হতে বের হওয়া মুহূর্তেই প্রকাশ পায়, যা পূর্বে এ সূরার ১নং টীকায় সহীহ্ মুসলিম ও তাবারীর বরাতে বর্ণনা করেছি। বিতর্কের বিষয়টি সম্ভবত দেখা দেয় 'সাফরা' নামক স্থানে, যখন তারা কুরায়শ বাহিনীর আগমন সম্পর্কে জানতে পারে। বিষয়টি এভাবে উপলব্ধি করতে পারলে সেই সব বিভ্রান্তিকর উক্তির মূলোৎপাটন হয়ে যায়, যা এস্থলে কতক পথভ্রষ্টের মুখ থেকে উদ্গীর্ণ হয়েছে।

৪. মুসলিমগণের ইচ্ছা ছিল বাণিজ্য দলের উপর হামলা হোক, যাতে কাঁটা না ফোটে, আবার বিপুল অর্থ-সম্পদও হস্তগত হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ্র মরযী ছিল এই মুষ্টিমেয় নিঃসম্বল দলকে বিশাল সশস্ত্র বাহিনীর মুকাবিলায় লাগিয়ে দিয়ে নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে সত্যে পরিণত করে দেখানো এবং পবিত্র মক্কার কাফিরদের মূলোৎপাটন করা, যাতে এভাবে বিস্ময়কর পন্থায় তাঁর ওয়াদার সত্যতা প্রকাশ পেয়ে সত্যের জয় ও মিথ্যার লয় সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা কাফিরদের যতই অপসন্দ হোক। বস্তুত তাই হয়েছিল। বদর প্রান্তরে কুরায়শদের সত্তর জন নেতা নিহত হয়, যাদের মধ্যে খোদ আবূ জাহ্লও ছিল। আরও সত্তর জন বন্দী হয়। এভাবে কুফরের মেরুদণ্ড ভেঙে যায় এবং পবিত্র মক্কার মুশরিকদের ভিত্তিমূল নড়বড়ে হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্রই সকল প্রশংসা।

(৯) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ
الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ○

(১০) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا
مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

(১১) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً
لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ
وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ○

৯. যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তিনি তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিলেন যে, আমি তোমাদের সাহায্যে প্রেরণ করব ক্রমাগত এক হাজার ফেরেশতা।

১০. আর এতো আল্লাহ্ কেবল শুভ সংবাদ দিলেন এবং যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। সাহায্য তো কেবল আল্লাহ্রই নিকট হতে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৫]

১১. যখন তিনি নিজের পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন এবং তোমাদের উপর আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, তোমাদের উপর হতে শয়তানের অপবিত্রতা দূর করার জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তা দ্বারা তোমাদের পা স্থির করার জন্য।[৬]

---

৫. সূরা আলে ইমরানে চতুর্থ পারার প্রথম পাদে অনুরূপ বিষয়বস্তুরই আয়াত গেছে। এর ব্যাখ্যা সেখানে দ্রষ্টব্য। তবে সেখানে ফেরেশতাগণের সংখ্যা তিন হতে পাঁচ হাজার বলা হয়েছিল। ঘটনা একটিই হলে বলা হবে প্রথমে এক হাজার ফেরেশতার বাহিনী এসে থাকবে, তারপর দ্বিতীয় বাহিনী, যার সংখ্যা ছিল তিন হতে পাঁচ হাজার পর্যন্ত। مردفين শব্দ দ্বারা হয়ত এ দিকেই ইঙ্গিত হয়েছে।

প্রতিকূল পরিস্থিতি ও মহান আল্লাহ্র সাহায্য

৬. প্রকৃতপক্ষে বদর যুদ্ধ মুসলিমগণের জন্য একটি পরীক্ষা ছিল। তারা সংখ্যায় ছিল কম। তাও নিঃসম্বল, সশস্ত্র বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্যও তারা বের হয়নি। তাদের বিপরীতে ছিল তিনগুণ বেশী সৈন্য। তারা পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মহা দম্ভে ও মদোন্মত্ত অবস্থায় বের হয়েছিল। মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে এটাই ছিল উল্লেখ

(١٢) اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ
سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ
وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ؕ

১২. যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রত্যাদেশ করলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, কাজেই মু'মিনগণের হৃদয় স্থির রাখ। আমি কাফিরদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করব। তারপর তোমরা আঘাত কর গর্দানের উপর এবং কেটে ফেল তাদের আংগুলের অগ্রভাগ।

করার মত প্রথম লড়াই। কাফির বাহিনী আগেই এসে যুতসই জায়গা দখল করে রেখেছিল। পানি ইত্যাদিও ছিল তাদের আয়ত্তে। মুসলিমগণ ছিল নিম্নভাগে, যা ছিল অত্যধিক বালুময়; চলতে গেলে পা ডেবে যেত। একটু বাতাসেই ধুলোবালি উড়ত এবং সে ছিল আরেক অস্বস্তি। পানির অভাবে উযূ-গোসলের যেমন সমস্যা, তেমনি ছিল পিপাসার কষ্ট। বাহ্যত এসব ছিল পরাজয়ের লক্ষণ, যা দেখে মুসলিমগণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। শয়তান প্ররোচনা দিতে লাগল, তোমরা যদি বাস্তবিকই মহান আল্লাহ্র প্রিয় হতে, তবে তাঁর সাহায্য অবশ্যই তোমাদের পক্ষে হত এবং এরূপ অস্বস্তিকর ও হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি দেখা দিত না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। ময়দানের সব বালু জমে গেল। উযূ-গোসলের সমস্যা কেটে গেল। পিপাসা নিবারণের জন্য পানির অভাব থাকল না। ধুলোবালি হতেও মুক্তি পাওয়া গেল। অন্য-দিকে কাফিররা যে স্থলে অবস্থান নিয়েছিল, সেখানে কাঁদা হয়ে গেল। এখন পিচ্ছিল ময়দানে চলাফেরাই দায় হয়ে পড়ল। মুসলিমগণের বাহ্যিক পেরেশানী দূর হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এক প্রকার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দিলেন। তারপর যখন চোখ খুলল, তখন আর তাদের অন্তরে ভয়-ভীতির লেশমাত্র নেই। কোনও রিওয়ায়াতে আছে, হযরত রাসূলে কারীম (সা.) ও আবূ বকর (রা.) রাতভর দু'আয় মশগুল ছিলেন। শেষ দিকে প্রিয়নবী (সা.) হালকা তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তা কেটে যেতেই তিনি বললেন, শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। জিবরাঈল তোমাদের সাহায্য করতে আসছেন। তারপর তিনি তাঁবুর বাইরে চলে আসলেন। তখন তাঁর পবিত্র রসনায় উচ্চারিত হচ্ছিল- سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ 'শত্রুবাহিনী পরাস্ত হবে ও তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে।' মোদ্দা কথা, রহমতের সে বারিধারা দেহকে অপবিত্রতা হতে এবং অন্তরকে শয়তানী প্ররোচনা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিল। বালু জমে যাওয়ায় যেমন পা স্থির হয়ে গেল, তেমনি ভয়-ভীতি দূর হওয়ায় অন্তর মযবূত হল।

(১৩) ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

(১৪) ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَأَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ○

১৩. এটা এই হেতু যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী হয়ে গিয়েছে। আর কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরোধী হলে আল্লাহ্র শাস্তি তো সুকঠিন।

১৪. এ তোমরা আস্বাদন করে নাও, আর জেনে রাখ, কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।[৭]

শয়তান-বাহিনীর বিরুদ্ধে ফেরেশতা বাহিনী

৭. বদর যুদ্ধের গুরুত্ব এর দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, এ যুদ্ধে অভিশপ্ত ইবলীস কিনানা গোত্রের অধিপতি সুরাকা ইব্‌ন মালিকের আকৃতি ধরে আবূ জাহলের কাছে আসল এবং মুশরিকদেরকে খুব উৎসাহ ও বাহ্‌বা দিল। সে তাদের বলল, আজ তোমাদের উপর কেউ জয়ী হতে পারবে না। আমি ও আমার গোটা বাহিনী তোমাদের পক্ষে আছি। ইবলীসের পতাকা তলে তার বিশাল বাহিনী সমবেত ছিল। সামনে এ ঘটনার বিবরণ আসবে। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.) ও মীকাঈল (আ.)-এর নেতৃত্বে রাজকীয় বাহিনী পাঠালেন এবং সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, (এদিকে শয়তান-বাহিনী মানুষের আকৃতি ধরে কাফিরদের উৎসাহ বর্ধন করে এবং তাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়, সেই সঙ্গে মুসলিমগণকে প্ররোচনা দিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে) তোমরা দুর্বল ও মযলূম মুসলিমগণের অন্তর সুদৃঢ় করে তোল। এদিকে তোমরা তাদের মনোবল জোগাবে, আর ওদিকে আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব। তোমরা মুসলিমগণের সঙ্গে থেকে যালিম কাফিরদের গর্দানে আঘাত কর ও আংগুলের মাথা কেটে দাও। কেননা, আজ ওই সব মানব ও দানব কাফির একজোট হয়ে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নেমেছে। কাজেই, তারা বুঝে নিক আল্লাহ্দ্রোহীদেরকে কী কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়। তাদের আসল শাস্তি 'তো আখিরাতে, তবে দুনিয়াতেও তার কিছুটা নমুনা দেখে নিক ও মহান আল্লাহ্র আযাবের কিছুটা মজা বুঝে নিক। বর্ণিত আছে, বদর যুদ্ধে লোকে ফেরেশতাদেরকে দেখতে পেয়েছিল এবং তাদের হাতে নিহতদেরকে অন্যান্য নিহতদের থেকে আলাদা শনাক্ত করতে পারছিল। যদি কখনও মানব ও দানব শয়তান অসাধারণ প্রক্রিয়ায় সত্যের মুকাবিলায় একজোট হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা হকপন্থী ও তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাহায্যে কীরূপ অসাধারণ

(١٥) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ۝

(١٦) وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

(١٧) فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

১৫. হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন রণক্ষেত্রে কাফিরদের মুখোমুখি হবে, তখন তোমরা তাদেরকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না।[৮]

১৬. সেদিন যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন কিংবা মূল দলে স্থানগ্রহণ ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহ্‌র ক্রোধ নিয়েই প্রত্যাবর্তন করে এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা।[৯]

১৭. কাজেই, তোমরা তাদের হত্যা করনি, বরং আল্লাহ্ তাদের হত্যা করেছেন। তুমি যখন একমুঠো ধুলো নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি তা নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহ্ তা নিক্ষেপ করেছেন। আর যাতে মু'মিনগণের প্রতি তিনি নিজের পক্ষ হতে করতে পারেন প্রভূত অনুগ্রহ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।[১০]

পদ্ধতিতে ফেরেশতা বাহিনী পেরণ করেন তার এক নমুনা তিনি বদর যুদ্ধে দেখিয়ে দিয়েছেন। হাঁ, জয়-পরাজয় তথা ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় কাজই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও ক্ষমতায়ই সাধিত হয়। না তাঁর ফেরেশতার প্রয়োজন আছে, না মানুষের। আবার ফেরেশতার মাধ্যমেও কোন কাজ করালে তিনি এক একজন ফেরেশতাকে এমন শক্তিশালী করেছেন যে, তাদের একজনই একটা জনপদকে উল্টিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল কার্যকারণ ও আসবার-উপকরণের শৃংখলে বাঁধা জগতে ঈষৎ সতর্কীকরণ হিসাবে শয়তান-বাহিনীর অসাধারণ লম্ফ-ঝম্পের জওয়াব দেওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা তাই করেছেন।

৮. فرار من الزحف অর্থাৎ জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন ও কাফিরদেরকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন একটি মহাপাপ। কাফিররা মুসলিমগণের দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত ফুকাহায়ে কিরাম পৃষ্ঠ-প্রদর্শনের অনুমতি দেন না।

৯. কোন রণকৌশল হিসাবে যদি পেছনে হটা হয়, তবে সেটা অপরাধ নয়, যেমন অনেক সময় পশ্চাদপসরণ করে পুনরাক্রমণ করলে তার শক্তি অনেক বেশী হয়।

(١٨) ذٰلِكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৮. এটা তো হল, আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ কাফিরদের চক্রান্ত দুর্বল করে দেবেন।[১১]

কোনও খণ্ডদল কেন্দ্রীয় বাহিনী হতে হয়ত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, তখন তারা আত্মরক্ষার্থে পেছনে হটে মূল দলের সাথে মিলতে পারে। পশ্চাদপসরণের উদ্দেশ্য যদি কেবল প্রাণ নিয়ে পলায়ন হয়, তবে সেটাই মহাপাপ।

একমুঠো বালু নিক্ষেপ ও তার ফল

১০. যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একমুঠো বালু তুলে কাফিরদের উপর নিক্ষেপ করলেন এবং তিন বার বললেন- شاهت الوجوه 'সব চেহারা কদর্য হয়ে যাক'! মহান আল্লাহ্র কুদরতে সে বালু সকল কাফিরের চোখে গিয়ে পড়ে। তারা চোখ কচলাতে লাগল। মুসলিম বাহিনী সহসা তাদের উপর তীব্র বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বহু কাফির মারা পড়ে। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে, বাহ্যত সে বালু তুমি নিজ হাতে ছুঁড়লেও প্রকৃতপক্ষে কোন মানুষের এ কাজ স্বভাবত এরূপ হতে পারে না যে, একমুঠো বালু প্রতিপক্ষের সকলের চোখে পড়ে একটি সশস্ত্র বাহিনীর পরাজয়ের কারণ হয়ে যাবে। বস্তুত এ ছিল মহান আল্লাহ্র কুদরতী হাতের নিক্ষেপ, যে হাত একমুঠো বালু দ্বারা শত্রু সৈন্যের পশ্চাদপসরণ ঘটালেন। তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, তাও নিঃসম্বল। তোমাদের সে শক্তি কোথায় ছিল যে, কেবল বাহুবলে কাফিরদেরকে এমন চরম মার দেবে? এ মহান আল্লাহ্র কুদরতেরই কারিশমা যে, তিনি এরূপ দাম্ভিক অবাধ্যদেরকে ধ্বংসমুখে নিক্ষেপ করেন। এ কথা ঠিক যে, বাহ্যত তোমাদের হাতেই কাজ নেওয়া হয়েছে এবং তাতে এমন অস্বাভাবিক শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে, যা তোমরা নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টায় অর্জন করতে পারতে না। এটা করার উদ্দেশ্য মহান আল্লাহ্র কুদরতের প্রকাশ ঘটানো এবং মুসলিমগণের উপর পূর্ণ অনুগ্রহ ও কৃপা বর্ষণ করা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণের দু'আ শুনেন ও তাদের কাজকর্ম, অবস্থা ইত্যাদি সম্যক জানেন। তিনি এও জানেন যে, প্রিয় বান্দাদের প্রতি কখন কীভাবে অনুগ্রহ করা ঠিক হবে।

১১. অর্থাৎ বদর যুদ্ধে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সব চেষ্টা ও পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন, তেমনি ভবিষ্যতেও তাদের যাবতীয় চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেবেন।

(১৯) اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(২০) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝

১৯. তোমরা যদি ফয়সালা চাও, তবে তোমাদের কাছে তো ফয়সালা পৌঁছে গেছে, কিন্তু যদি তোমরা নিবৃত্ত হও, তবে সে তোমাদের জন্য শ্রেয়। আর তোমরা যদি এর পুনরাবৃত্তি কর, তবে আমিও এর পুনরাবৃত্তি করব। তোমাদের দল তোমাদের কোন কাজে আসবে না– যদিও তা সংখ্যায় বেশী হয়। জেনে রেখ, আল্লাহ্ মু'মিনগণের সাথে।[১২]

২০. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান এবং তা হতে মুখ ফিরিও না, শোনার পর।[১৩]

মহান আল্লাহ্র সাহায্য চিরকালই সত্যপন্থীদের পক্ষে

১২. এ বক্তব্যের লক্ষ্য পবিত্র মক্কার কাফিরগণ। হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তারা বলত- مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ফয়সালা কবে হবে? পূর্ণাঙ্গ ফয়সালা কিয়ামতেই হবে, কিন্তু এক পর্যায়ের ফয়সালা তোমরা আজ বদর ময়দানেও দেখে নিয়েছ। তোমরা অস্বাভাবিক পন্থায় দুর্বল মুসলিমগণের হাতে কেমন সাজা পেলে! এখন যদি নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধাচরণ এবং শির্ক ও কুফ্র হতে বিরত হও, তবে তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি এভাবেই লড়াই কর, তবে আমিও এভাবেই মুসলিমগণের সাহায্য করব এবং পরিণামে তোমরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। মহান আল্লাহ্র সাহায্য যখন মুসলিমগণের পক্ষে, তখন তোমাদের দল ও সংঘবদ্ধতা যত বড়ই হোক, কোন কাজে আসবে না। কোনও রিওয়ায়াতে আছে, আবূ জাহ্ল প্রমুখ পবিত্র মক্কা হতে রওয়ানা কালে কা'বার গিলাফ ধরে বলেছিল, হে আল্লাহ্! উভয় দলের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানী, তাদের জয়ী করো এবং অনর্থ সৃষ্টিকারীদের দমন কর। فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ -এর দ্বারা তারও জওয়াব হয়ে গেল। যারা বাস্তবিক পক্ষে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান ছিল, তারা জয়লাভ করে, আর ফাসাদকারীরা হয় পরাস্ত, লাঞ্ছিত।

১৩. পূর্বে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণের সাথে। এবার মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মু'মিনগণের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, তা শিক্ষা দেওয়া

(২১) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝

(২২) إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

২১. এবং তোমরা তাদের অনুরূপ হয়ো না, যারা বলে শুনলাম, অথচ তারা শোনে না।[১৪]

২২. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট সর্বনিকৃষ্ট জীব হলো সেই বধির ও মূক, যারা কিছুই বোঝে না।[১৫]

হয়েছে। যদি তা মেনে চলে, তবেই তারা মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন লাভের উপযুক্ত হবে। বলা হয়েছে যে, একজন প্রকৃত মু'মিনের কাজ কায়মনে মহান আল্লাহ্‌র আজ্ঞানুবর্তী থাকা। পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বিপদ-আপদ যতই তাকে অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করুক, সে যখন মহান আল্লাহ্‌র বাণী শুনে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে এবং স্বীকারও করে নিয়েছে, তখন কথায়-কাজে কোনও অবস্থাতেই সে তা হতে মুখ ফেরাবে না।

প্রকৃত মু'মিনের বিশ্বাস, কথা ও কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না

১৪. অর্থাৎ মুখে বলে, আমরা শুনলাম, কিন্তু এটা কোন্ ধরনের শ্রবণ যে, সোজা কথা শুনে তা বুঝতে পারে না বা বুঝেও কবূল করে না? ইয়াহূদীরা মূসা (আ.)-কে বলেছিল, سمعنا وعصينا (আমরা শুনলাম, কিন্তু মানলাম না)। পবিত্র মক্কার মুশরিকরা যা বলত, তা সামনে উদ্ধৃত হচ্ছে যে- قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا অর্থাৎ তুমি যে কুরআন শোনাও, তা আমরা শুনেছি। আমরা ইচ্ছা করলে এরূপ কথা বানিয়ে দিতে পারি। পবিত্র মদীনার মুনাফিকদের তো চরিত্রই ছিল, নবী করীম (সা.) ও মুসলিমগণের সামনে মুখে যা স্বীকার করত তা অন্তরে পুরাপুরি অবিশ্বাস করত। কাজেই, প্রকৃত মু'মিনের নীতি ইয়াহূদী, মুশরিক বা মুনাফিকদের মত না হওয়া উচিত। তার শান তো হবে এই যে, মহান আল্লাহ্‌র আদেশ ও রাসূলে কারীম (সা.)-এর নির্দেশের উপর সে অন্তরে, কথায় ও কাজে এবং সামনে ও পেছনে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদিত থাকবে।

১৫. আল্লাহ্ পাক যাদেরকে কথা বলার জন্য মুখ, শুনার জন্য কান এবং বুঝার জন্য মন-মস্তিষ্ক দিয়েছেন। তারপর তারা এসব শক্তি নষ্ট করে ফেলে, না মুখে সত্য বলার ও সত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার তাওফীক হয়েছে, না কান দিয়ে সত্য শুনেছে এবং না মন-মস্তিষ্ক দিয়ে সত্য বুঝার চেষ্টা করেছে। মোট কথা, মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া শক্তিসমূহকে আসল কাজে লাগায়নি, যে জন্য সেগুলো দেওয়া হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তারা পশুরও অধম।

(২৩) وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ۭ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

(২৪) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

২৩. আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু জানতেন (দেখতেন), তাবে তাদেরকে শোনাতেন। কিন্তু এখন তিনি তাদের শোনালে তারা অবশ্যই মুখ ফিরিয়ে পালাবে।[১৬]

২৪. হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিবে।[১৭] আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে বাধা দিয়ে রাখেন এবং নিশ্চয়ই তাঁরই নিকট তোমাদের সম্পর্কে একত্র হতে হবে।[১৮]

---

১৬. অর্থাৎ আসলে এদের মধ্যে কল্যাণের বীজই নেই। মানুষ প্রকৃত কল্যাণ তখনই লাভ করতে পারে, যখন তার অন্তরে সত্য পাওয়ার সত্যিকারের জ্বালা এবং হিদায়াতের আলো গ্রহণের যোগ্যতা থাকে। যে সম্প্রদায় সত্য অনুসন্ধান করার বিন্দুমাত্র আগ্রহও রাখে না, আল্লাহ্ পাকের দেওয়া শক্তিসমূহকে নিজ হাতে নষ্ট করে ফেলে, দিন দিন তারা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাটুকুও হারিয়ে ফেলে। একেই আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, মহান আল্লাহ্ তাদের অন্তরে কল্যাণ ও হিদায়াত গ্রহণের যোগ্যতা দেখেননি। তাদের মধ্যে যদি কিছুমাত্রও যোগ্যতা দেখতেন, তবে নিজ নীতি অনুযায়ী তিনি তাদেরকে অবশ্যই নিজ আয়াত শোনায়ে-সমঝিয়ে দিতেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যদি তাদেরকে শোনানো ও বুঝানো হয়, তবে এইসব যেদী ও হঠকারী লোক বুঝেও গ্রহণ ও স্বীকার করার নয়।

১৭. অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমাদের যে কাজের প্রতি আহ্বান করেন (যেমন জিহাদ ইত্যাদি) তন্মধ্যে তোমাদের আপাদমস্তক কল্যাণই নিহিত। তার দাওয়াতী পয়গাম মূলত তোমাদের জন্য দুনিয়ায় সম্মানজনক জীবন ও আখিরাতে স্থায়ী যিন্দেগীরই আহবান। কাজেই মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আহবানে সাড়া দেওয়াই হওয়া উচিত মু'মিনের শান। যখন যেদিকে তাদের আহবান আসে আর সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সেদিকেই তাদের ধাবিত হতে হবে।

১৮. অর্থাৎ আদেশ পালনে কালক্ষেপণ করো না। কিছুক্ষণ পর মনের অবস্থা এমন নাও থাকতে পারে। মন মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। বরং মন মহান আল্লাহ্র হাতে। তিনি যেদিকে ইচ্ছা তা ফিরিয়ে দেন। একথা ঠিক, তিনি নিজ অনুগ্রহক্রমে শুরুতেই

(২৫) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

২৫. তোমরা সতর্ক থাক সেই ফিতনার ব্যাপারে, যা তোমাদের মধ্যে যারা যালিম বিশেষ করে তাদের উপরই পতিত হবে না এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র শাস্তি সুকঠিন।[১৯]

কারও মনকে বাধাগ্রস্ত করেন না ও তাতে মোহর লাগান না। বান্দা যখন আদেশ পালনে ক্রমাগত অবহেলা করতে থাকে, তখন তারই পরিণামে তিনি অন্তরকে ফিরিয়ে রাখেন। সে যখন সত্য ত্যাগ করে হঠকারিতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তার অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন (মূযিহুল কুরআন)। কতক তাফসীরবেত্তা يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ -কে নৈকট্য বর্ণনার অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার এত নিকটবর্তী, যতটা নিকটে তার অন্তরও নয়। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 'আমি গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষা ও তার বেশী নিকটবর্তী' (কাফ ঃ ১৬)। কাজেই, খাঁটি মনে মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর। তোমাদের মনের অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী জানেন। তাঁর কাজে খিয়ানত চলে না। তাঁর কাছে একদিন সকলকেই একত্র হতে হবে। সেখানে গোপনীয় সব কিছু উন্মোচিত করে দেওয়া হবে।

অসৎ কাজে নিষেধ না করলে নিরপরাধীরাও রেহাই পাবে না

১৯. মনে করুন, এক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক অন্যায়-অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে। সামান্য কিছু সংখ্যক লোক তা থেকে পৃথক থাকে বটে, কিন্তু তারাও এক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শন করে। তারা তাদের উপদেশও দেয় না এবং তাদের কাজে ঘৃণাও প্রকাশ করে না। এভাবে অন্যায়-অবাধ্যতার ফিতনায় সংখ্যাগুরু যালিম ও সংখ্যালঘু নমনীয়তা প্রদর্শনকারী সবাই জড়িয়ে পড়ে। কাজেই, যখন আযাব আসবে তখন অপরাধের পর্যায় অনুযায়ী সকলেই তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কেউ বাঁচতে পারবে না। এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালনের জন্য নিজেও প্রস্তুত থাক এবং অবাধ্যদেরও উপদেশ দিতে থাক। তারা যদি না মানে, তবে তাদের প্রতি নিজেদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ কর। তবে হযরত শাহ্ সাহেব (র.) আয়াতের অর্থ এই নিয়েছেন যে, এমন ফাসাদ (গুনাহ্), যার প্রতিফল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অতিক্রম করে অন্যদের মাঝেও সংক্রমিত হয়, তা থেকে মুসলিমগণকে বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। পূর্বে বলা হয়েছিল, মহান

(٢٦) وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

(٢٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

২৬. স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে অল্প সংখ্যক, দেশে পরাভূত অবস্থায় নিপতিত। আশংকা করতে লোকেরা তোমাদেরকে অকস্মাৎ ধরে নিয়ে যাবে। তারপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, নিজ সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দান করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।[২০]

২৭. হে মু'মিনগণ! তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভংগ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতের মধ্যেও খিয়ানত করো না।[২১]

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালনের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বিলম্ব ও অবহেলা করো না, পাছে বিলম্ব করার কারণে অন্তর ঘুরে যায়। এবার সতর্ক করা হয়েছে, সৎলোকেরা যদি অবহেলা করে,তবে সাধারণ লোক বিলকুল ছেড়েই দেবে। তখন কুপ্রথা চালু হয়ে যাবে, যার ভোগান্তি পোহাতে হবে সকলকেই। যেমন, যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসীরা যদি অলসতা করে, তবে ভীতুরা তো পালিয়েই যাবে। তখন পরাজয় ঘটলে সাহসীরাও নিস্তার পাবে না।

২০. অর্থাৎ নিজেদের স্বল্পতা ও দুর্বলতা দেখে মহান আল্লাহ্র আদেশ (জিহাদ) পালনে অবহেলা দেখিও না। লক্ষ্য করে দেখ, হিজরতের আগে, বরং হিজরতের পরেও তোমাদের সংখ্যা ছিল সামান্য। সম্বলও ছিল না। তোমাদের দুর্বলতা দৃষ্টে মানুষের মনে লালসা জাগত, কখন তোমাদেরকে হযম করে ফেলবে। তোমাদের প্রতি মুহূর্তেই আশংকা থাকত, ইসলামের শত্রুরা না জানি কখন তোমাদেরকে টেনে- হেঁচড়ে নিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পবিত্র মদীনায় আশ্রয় দিয়েছেন। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে দৃষ্টান্তহীন ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত করে দিয়েছেন। তারপর বদর যুদ্ধে কীরূপ চাক্ষুষ গায়বী সাহায্য দিয়ে কাফিরদের মূলোৎপাটন করেছেন। সেই সঙ্গে তোমরা বিজয়মাল্য, গনীমতের মাল ও বন্দী-মুক্তিপণ লাভ করেছ। মোদ্দা কথা, তিনি তোমাদেরকে হালাল, উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় বস্তু এবং নানা রকমের নিআমত তোমাদেরকে দান করেছেন, যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাক।

মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভংগ করার অর্থ ও হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-এর ঘটনা

২১. মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের খিয়ানত হলো, তাদের আদেশ অমান্য করা, মুখে নিজেকে মুসলিম, কিন্তু কাজ কাফিরদের মত করা, যে কাজে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিয়োজিত করেছেন, তার মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করা, গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা ইত্যাদি। মোট কথা, মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কিংবা বান্দার পক্ষ হতে যে সব আমানত তোমাদের উপর ন্যস্ত করা হয়, তাতে খিয়ানত করা হতে বেঁচে থাক। মহান আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার যত রকমের হক হতে পারে সব এর মধ্যে এসে গেছে। রিওয়ায়াতে আছে, বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে সন্ধির আবেদন জানায় এবং বনূ নাযীরের সাথে যেরূপ আচরণ করা হয়েছে অনুরূপ আচরণ প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, না, আমি তোমাদেরকে এতটুকু সুযোগ দিব যে, তোমরা সা'দ ইব্‌ন মু'আযকে সালিস বানিয়ে নাও। সে তোমাদের সম্পর্কে যে ফয়সালা করবে, তাই মানা হবে। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুমতি নিয়ে আবূ লুবাবা (রা.)-কে ডেকে নেয় এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, এ ব্যাপারে আপনার কী মত? আমরা সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা.)-কে সালিস মানব, কি মানব না? হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-এর ধন-সম্পদ ও পরিবারবর্গ বনূ কুরায়যার মাঝে ছিল। তাই তিনি তাদের উপকার করার চেষ্টা করতেন। তিনি হাত দিয়ে নিজ গলদেশে ইংগিত করলেন। অর্থাৎ সা'দ ইব্‌ন মু'আযের বিচার মানলে তোমরা যবাহ্ হয়ে যাবে। এই ইশারা করা মাত্রই আবূ লুবাবা (রা.)-এর অন্তকরণ বলে উঠল, তুমি মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসলেন এবং একটি খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে অংগীকার করলেন, যাবত না মৃত্যু হয় কিংবা মহান আল্লাহ্ আমার তওবা কবূল করেন, তাবত আমি পানাহার গ্রহণ করব না। সাত-আট দিন পর্যন্ত তিনি এভাবেই বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত অনাহারে বেহুশ হয়ে পড়লেন। অবশেষে সুসংবাদ আসল আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তওবা কবূল করেছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর পবিত্র হাতে আমাকে খুলে না দিলে আমি নিজে নিজেকে খুলব না। প্রিয়নবী শুনে চলে আসলেন এবং নিজ হাতে নিজ বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন। ইব্‌ন 'আব্দিল-বার্র দাবী করেন, এ ঘটনা তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে ঘটেছিল। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(২৮) وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

(২৯) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

২৮. এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে দুর্ভোগে ফেলার বস্তু, আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহা প্রতিদান।[২২]

২৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল, তবে তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন[২৩] এবং তোমাদের পাপ মোচন করে দেবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহশীল।

---

২২. মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির স্বার্থে অন্যের হক আত্মসাৎ করে। তাই, সতর্ক করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমানতদারীর যে মূল্য রক্ষিত আছে, তা এখানকার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

২৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে যদি তাকওয়ার পন্থা অবলম্বন কর, তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের ও তোমাদের বিরোধীদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। দুনিয়ায়ও এবং আখিরাতেও। দুনিয়ায় তো এভাবে যে, তোমাদেরকে সম্মান দান করবেন ও তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন বা ধ্বংস করে দেবেন, যেমন বদরে করেছেন। আর আখিরাতে এভাবে যে, তোমরা স্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ইরশাদ হয়েছে وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ 'হে অপরাধিগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও (ইয়াসীনঃ ৫৯)। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ আজ মীমাংসার দিন (আল মুরসালাত ঃ ৩৮)। দ্বিতীয় কথা তাকওয়ার বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরে এক প্রকার আলো জ্বালিয়ে দিবেন, যা দ্বারা তোমরা স্বকীয় উপলব্ধি দ্বারাই সত্য-মিথ্যা ও পাপ-পুণ্যের মধ্যে ফয়সালা করতে পারবে। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, বদর যুদ্ধের জয় সম্পর্কে মুসলিমগণের কারও ধারণা হয়ে থাকবে যে, এ জয় কোন আকস্মিক ঘটনা। কাজেই, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অগোচরে কাফিরদের কোন উপকার সাধনের ইচ্ছা করে থাকবে, যাতে পবিত্র মক্কায় অবস্থিত তাদের ঘর-বাড়ী ও পরিবার-পরিজনকে কাফিররা কষ্ট না দেয়। কাজেই, প্রথম আয়াতে বিশ্বাস ভংগ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে ফয়সালা হয়ে যাবে। তোমাদের ঘর-বাড়ী কাফিরদের আয়ত্তাধীন থাকবে না।

(৩০) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ○

(৩১) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ○

৩০. আর যখন কাফিররা তোমাকে বন্দী করার বা হত্যা করার কিংবা তোমাকে নির্বাসিত করার জন্য ষড়যন্ত্র করছিল। বস্তুত তারাও ষড়যন্ত্র করছিল এবং আল্লাহ্ও কৌশল করছিলেন আর আল্লাহ্র কৌশল সর্বোৎকৃষ্ট।[২৪]

৩১. যখন তাদের কাছে কেউ আমার আয়াত পাঠ করে, তখন তারা বলে, আমরা তো শুনলাম। ইচ্ছা করলে আমরাও অনুরূপ বলতে পারি। এতো পূর্ববর্তীদের বৃত্তান্ত ছাড়া কিছু নয়।[২৫]

হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও তার ব্যর্থতা

২৪. হিজরতের পূর্বে পবিত্র মক্কার কাফিররা দারুন-নাদওয়ায় একত্র হয়ে পরামর্শ করে মুহাম্মাদ (সা.)-এর ব্যাপারে কী করা হবে। সে তো সমগ্র সম্প্রদায়কে অস্থির করে ফেলেছে। বাইরের কিছু লোক তার জালে ফেঁসে গিয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে হয়ত এক সময় বিরাট শক্তি সঞ্চয় করে ফেলবে। তখন তার মুকাবিলা করা মুশকিল হয়ে পড়বে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত দিল। কেউ বলল, বন্দী করে রাখা হোক এবং পঙ্গু করে ফেলা হোক। কেউ বলল, দেশ থেকে বের করে দেওয়া হোক, তাতে আমরা নিত্যকার ঝামেলা হতে মুক্তি পেতে পারব। শেষ পর্যন্ত আবূ জাহ্লের রায় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, প্রত্যেক গোত্র হতে একজন করে যুবক মনোনীত করা হবে এবং তারা সবাই মিলে একই সঙ্গে তাঁর উপর তরবারি চালাবে। যাতে বনূ হাশিম সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম না হয়। যদি রক্তপণ দিতে হয়, তবে সব গোত্র ভাগ করে দিবে। এদিকে তো হতভাগারা এরূপ ষড়যন্ত্র করছিল। অন্যদিকে তা নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সূক্ষ্ম কৌশল গ্রহণ করছিলেন। ফেরেশতা এসে প্রিয়নবী (সা.)-কে তা জানিয়ে দিলেন। তিনি নিজ বিছানায় হযরত আলী (রা.)-কে শুইয়ে দিলেন। তারপর ঘাতক দলের চোখেমুখে একমুঠো ধুলোবালি ছুঁড়ে দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। তাঁর ও হযরত আলীর (রা.) একটা পশমও ছেঁড়া গেল না, বরং দুশমনই ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে গেল। যারা তাঁকে হত্যার পরামর্শ দিয়েছিল, তারাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। বুঝিয়ে দেওয়া হল, আল্লাহ্ পাক যার সঙ্গী হন, কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। তিনি আপন নবীকে যেভাবে রক্ষা করেছেন পবিত্র মক্কায় অবস্থিত তোমাদের ঘর-বাড়ী ও পরিবারবর্গকেও তদ্রূপ রক্ষা করতে পারেন। শত্রু শক্তিশালী হয়ে থাকলে রক্ষক তো মহাশক্তিধর।

(৩২) وَ اِذۡ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنۡ کَانَ هٰذَا هُوَ الۡحَقَّ مِنۡ عِنۡدِکَ فَاَمۡطِرۡ عَلَیۡنَا حِجَارَۃً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائۡتِنَا بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ ○

৩২. যখন তারা বলছিল, হে আল্লাহ্! এটাই যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য দীন হয়, তবে আকাশ হতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদের উপর কোন কঠিন শাস্তি নিয়ে আস।[২৬]

---

২৫. নায্‌র ইব্‌ন হারিছ বলত, আমরা ইচ্ছা করলে কুরআনতুল্য কথা বানিয়ে দিতে পারি। এতে কিস্‌সা-কাহিনী ছাড়া আর কী আছে? কিন্তু কুরআন তো এরই উপর সমস্ত বিবাদের মীমাংসা ছেড়ে দিয়েছিল, তা তারা ইচ্ছা করল না কেন? কোন এক লোক নাকি বলেছিল, আমার ঘোড়া ছুটলে এক দিনে লণ্ডন পৌছতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো ছোটে না তো! যা হোক, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বৃত্তান্ত শুনে তারা বলত, এসব তো কিস্‌সা-কাহিনী। এবার বদর প্রান্তরে তারা প্রত্যক্ষ করেছে, কেবল গল্প নয়, বরং বাস্তব বিষয়। পূর্ববর্তীদের মত তোমাদের উপরও ওয়াদা অনুযায়ী শাস্তি এসে গেছে।

আবূ জাহলের ধৃষ্টতা ও তার জওয়াব

২৬. এ আয়াতে পবিত্র মক্কার মুশরিকদের চরম মূর্খতা, অন্যায়, অবাধ্যতা ও হঠকারিতা তুলে ধরা হয়েছে। তারা বলত, হে আল্লাহ্! এই যে দীনকে আমরা এত দিন পর্যন্ত এত জোরালো ভাবে প্রত্যাখ্যান করে আসছি, এটাই যদি তোমার কাছে সত্য দীন হয়ে থাকে, তবে আর দেরী কেন? বিগত জাতিগুলোর মত আমাদের উপরও কেন পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় না? কিংবা অনুরূপ অন্য কোন শাস্তি দিয়ে কেন আমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা হয় না? বর্ণিত আছে যে, আবূ জাহ্‌ল পবিত্র মক্কা হতে বের হওয়ার সময় কা'বার সামনে বসে এ দু'আ করেছিল। যে প্রার্থনা সে করেছিল, তার কিছু নমুনা সে বদর যুদ্ধে প্রত্যক্ষ করেছে। উনসত্তর জন সর্দারসহ সে নিজেও দুর্বল, নিঃসম্বল মুসলিমগণের হাতে প্রাণ হারায়। আরও সত্তর জন নেতা বন্দিত্বের লাঞ্ছনা ভোগ করে। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মূলোচ্ছেদ করেন। কওমে লূতের মত তাদের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষিত হয়নি ঠিক, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে কারীম (সা.)-এর হাতে যে একমুঠো বালু নিক্ষেপ করান, তা আসমানী পাথর বর্ষণেরই এক ক্ষুদ্র নিদর্শন ছিল। فَلَمۡ تَقۡتُلُوۡهُمۡ وَلٰکِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمۡ وَمَا رَمَیۡتَ اِذۡ رَمَیۡتَ وَلٰکِنَّ اللّٰهَ رَمٰی 'তোমরা তাদেরকে বধ করনি– আল্লাহ্ই তাদেরকে বধ করেছেন এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করনি– আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছেন।

(৩৩) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

৩৩. আল্লাহ্ কখনই তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার নন– যাবত তুমি তাদের মধ্যে থাকবে।[২৭] এবং আল্লাহ্ কখনই তাদের শাস্তি দেবেন না– যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে।[২৮]

২৭. আল্লাহ্ তা'আলার নীতি নবীগণকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তিনি যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করেন, তখন আপন নবীকে তাদের মাঝ থেকে আলাদা করে নেন। পবিত্র মক্কাবাসীদেরকে বদর প্রান্তরে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে তিনি নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে পবিত্র মক্কা হতে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

নবীর অবস্থিতি ও ইস্তিগ্ফার–এ দু'টি আযাব নাযিলের জন্য বাধা

২৮. আযাব অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে দু'টি জিনিস বাধা হয়ে থাকে। এক. যাদের আযাব দেওয়া হবে, তাদের মধ্যে নবীর অবস্থান। দুই. তাদের ইস্তিগ্ফার (ক্ষমা প্রার্থনা)। পবিত্র মক্কায় হযরত (সা.)-এর অবস্থিতির কারণে আযাব আটকে ছিল। তিনি সরে যাওয়ার পর তাদের উপর আযাব আসে। অনুরূপ অপরাধীরা যতক্ষণ পর্যন্ত অনুতপ্ত থাকে ও তওবা করে, ততক্ষণ তাদের পাকড়াও করা হয় না, তা যত বড় অপরাধ ও পাপই হোক। প্রিয়নবী (সা.) বলেন, পাপীদের আশ্রয় দু'টি– একটি আমার অস্তিত্ব এবং আরেকটি ইস্তিগ্ফার (মূযিহুল-কুরআন)।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ -এর যে অর্থ অনুবাদক (র.) করেছেন কতক মুফাসসির হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু অধিকাংশের মতে এর অর্থ নিম্নরূপ ঃ

মুশরিকরা যে অস্বাভাবিক ধরনের শাস্তি প্রার্থনা করছিল, যা দ্বারা পুরা সম্প্রদায় এক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে, তার পক্ষে দু'টি জিনিস বাধা ছিল। এক. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অস্তিত্ব। তাঁর বরকতে ঐ উম্মতের উপর এমন অস্বাভাবিক শাস্তি আসবে না, যা দ্বারা পুরা সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে, তা সে উম্মত দাওয়াতী উম্মতই হোক না কেন (অর্থাৎ যাদের কাছে ইসলাম-এর আহ্বান পৌঁছেছে, কিন্তু তারা সাড়া দেয়নি)। হাঁ, ব্যক্তি বিশেষ বা কিছু সংখ্যকের উপর যদি শাস্তি আসে, তবে সেটা এর পরিপন্থী নয়। দুই. ইস্তিগ্ফার ও ক্ষমা-প্রার্থনাকারীদের অবস্থিতি– তা তারা মুসলিম হোক, কি অমুসলিম। বর্ণিত আছে, পবিত্র মক্কার মুশরিকরাও তালবিয়া, তাওয়াফ ইত্যাদিতে غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ (তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি)

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُوْنَ ۝ (٣٤)

৩৪. কি কারণে আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন না, যেখানে তারা মাসজিদুল-হারাম হতে নিবৃত্ত করে, অথচ তারা তার তত্ত্বাবধায়ক নয়? তার তত্ত্বাবধায়ক তো তারাই, যারা মুত্তাকী। কিন্তু তাদের অধিকাংশের সে অবগতি নেই।[২৯]

বলত। হাঁ, যে শাস্তি অস্বাভাবিক নয় এমন মা'মূলী শাস্তি, যেমন খরা, মহামারী, বহু লোকের খুনখারাবী ইত্যাদি তো নবী ও কিছু সংখ্যক ইস্তিগ্‌ফারকারীর অবস্থিতি সত্ত্বেও আসতে পারে। মানুষ যখন অন্যায়-অনাচার করতে থাকবে, তখন মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এরূপ সতর্কীকরণমূলক শাস্তি আসবেই না বা কেন। সামনে এরই বর্ণনা হচ্ছে।

কা'বার মুতাওয়াল্লী কেবল মুত্তাকীই হতে পারে

২৯. অর্থাৎ শাস্তি না আসার কারণ তো উপরিউক্ত দু'টি বিষয়। নচেৎ তোমাদের অন্যায়, অবাধ্যতা ও উগ্রবৃত্তি তো এ মাত্রায় পৌঁছে গেছে যে, এখন সহসাই শাস্তি দান করা উচিত। এরচেয়ে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে যে, তাওহীদপন্থীদেরকে হারাম শরীফে আসতে বা ইবাদত-বন্দেগী করতে বাধা দেওয়ার জন্য নানা রকম কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। বরং তাদেরকে তাদের মাতৃভূমি পবিত্র মক্কা মুকার্‌রামা হতে বের করে দিবার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে এই সব পবিত্রাত্মা ইবাদত-প্রেমী বান্দাগণ আর কোনদিন এখানে আসতেই না পারে। তদুপরি গযবের কথা, এসব অন্যায়কে বৈধ করার জন্য এই বাহানা দেখানো যে, আমরা হারাম শরীফের তত্ত্বাবধায়ক ও মুতাওয়াল্লী। আমাদের ইখতিয়ার আছে, যাকে ইচ্ছা ঢুকতে দেব, যাকে ইচ্ছা বাধা দেব। এটা আমাদের অধিকার। অথচ এমন অধিকার মুতাওয়াল্লীরও নেই যে, সে মসজিদে মানুষকে সালাত ও ইবাদতে বাধা দেবে। আর তারা তো আসলে মুতাওয়াল্লীও হতে পারে না। হারাম শরীফের মুতাওয়াল্লী কেবল মুত্তাকী বান্দাগণই হতে পারে। মুশরিক ও পাপিষ্ঠরা এর অধিকার পেতে পারে না। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খতাবশত মনে করছে যে, আমরা ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর এবং অমুক গোত্রের লোক। পুরুষানুক্রমে আমরা কা'বার মুতাওয়াল্লী। এর জন্য কোন শর্ত-শরায়েতের দরকার নেই। তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে যারা মুত্তাকী, তারাই এর হকদার। এরূপ বে-ইনসাফদের অধিকার নেই যে, নিজে যার উপর প্রসন্ন নয়, তাকেই কা'বায় প্রবেশে বাধা দেবে।

(৩৫) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○

(৩৬) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ○

৩৫. কা'বাঘরের নিকট তাদের সালাত শিস দেওয়া ও করতালি বাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই, তোমরা নিজ কুফ্রীর বদলে শাস্তি আস্বাদন কর।[৩০]

৩৬. নিশ্চয়ই যারা কাফির, তারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেওয়ার জন্য স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।[৩১] কাজেই, এখনও তারা ব্যয় করবে, অবশেষে তা হবে তাদের জন্য মনস্তাপের কারণ এবং পরিশেষে তারা হবে পরাস্ত। আর যারা কাফির, তাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে।[৩২]

---

৩০. অর্থাৎ প্রকৃত মুসল্লীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দেয়। অথচ তাদের নিজেদের সালাতের কী ধরন! তাদের সালাত, উলংগ হয়ে তাওয়াফ করা, যিক্‌রের স্থলে শিস দেওয়া ও তালি বাজানো, যেমন আজও বহু সম্প্রদায় ঘন্টা পেটানো ও শিংগা ফুঁকাকে অনেক বড় ইবাদত মনে করে। মোদ্দা কথা, তারা নিজেরাও মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না, অন্যদেরও করতে দেয় না। কতগুলো অর্থহীন ও ফালতু কাজকে ইবাদত নাম দিয়ে রেখেছে কেবল। কেউ বলেন, তারা যে শিস দিত ও করতালি বাজাত, তার উদ্দেশ্য ছিল কেবল মুসলিমগণের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটানো। কিংবা তারা উপহাস ও তামাশা করার জন্য এরূপ করত।

৩১. বদর যুদ্ধে মুশরিকদের বার জন সর্দার সৈন্যদের খাবার-দাবারের দায়িত্ব নিয়েছিল। কথা ছিল প্রত্যেকে এক একদিন করে সৈন্যদের খাওয়াবে। সে অনুযায়ী রোজ এক একজনের পক্ষ হতে দশটি করে উট যবাহ্ করা হত। তারপর যখন পরাজয় ঘটল, তখন তারা পবিত্র মক্কায় গিয়ে আবূ সুফ্য়ান প্রমুখকে বলল, বাণিজ্য দল যে মালামাল নিয়ে এসেছে, তার সমুদয় মুহাম্মাদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ব্যয় করা হোক। সকলে এতে রাযী হয়ে গেল। আলোচ্য আয়াতে সে ব্যয়ের কথাই বলা হয়েছে।

৩২. যখন দুনিয়ায় পরাস্ত ও লাঞ্ছিত এবং আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, তখন অনুতাপে আংগুল কামড়াবে আর বলবে, হায়! ধনও গেল, জয়ও লাভ হল না। কাজেই, প্রথমে বদরে, তারপর উহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে আর্থিক ও কায়িক শক্তি ব্যয় করে। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। শেষতক ধ্বংস বা লাঞ্ছিত হয়েছে অথবা অনুতপ্ত হয়ে কুফর হতে তওবা করেছে।

CamScanner

(৩৭) لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ
فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝
(৩৮) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا
فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۝
(৩৯) وَقٰتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا
فَإِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

৩৭. যাতে আল্লাহ্ অপবিত্রকে পবিত্র হতে পৃথক করে দিতে পারেন এবং অপবিত্রের এককে অপরের উপর রাখবেন। তারপর তাদেরকে স্তূপীকৃত করবেন। তারপর তাদের নিক্ষেপ করবেন জাহান্নামে।[৩৩] তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[৩৪]

৩৮. তুমি কাফিরদের বলে দাও, তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে তাদের পেছনের সবকিছু ক্ষমা করা হবে।[৩৫] কিন্তু যদি পুনরাবৃত্তি করে, তবে পূর্ববর্তীদের রাস্তাতে তো পড়েই গেছে।[৩৬]

৩৯. এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যাবত না ফাসাদ নিঃশেষ হয়[৩৭] এবং বিধান সব আল্লাহ্রই হয়ে যায়।[৩৮] তারপর তারা যদি বিরত হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ দেখেন।[৩৯]

---

৩৩. মূযিহুল-কুরআনে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা পর্যায়ক্রমে ইসলামকে জয়ী করবেন। এর মাঝে কাফিররা নিজেদের আর্থিক ও দৈহিক শক্তি ব্যয় করবে, যাতে ভাল-মন্দ পৃথক হয়ে যায়। অর্থাৎ যাদের ভাগ্যে ইসলাম লেখা আছে, তারা মুসলিম হয়ে যাবে। আর যারা কুফ্র অবস্থায় মারা যাওয়ার, তারা স্তূপীকৃত হয়ে জাহান্নামে যাবে।

৩৪. অর্থাৎ পার্থিব ও পরকালীন উভয় প্রকারের ক্ষতি তারা স্বীকার করেছে।

৩৫. অর্থাৎ এখনও যদি কুফর ও অবাধ্যতা এবং ইসলামের শত্রুতা হতে ফিরে আসে, নবী করীম (সা.)-এর আনুগত্য স্বীকার করে নেয়, তবে কুফরী অবস্থায় যা কিছু পাপ তাদের হয়ে গেছে তা সবই ক্ষমা করা হবে। الاسلام يهدم ما كان قبله 'ইসলাম পূর্ববর্তী সব কিছু মিটিয়ে দেয়।' তবে বান্দার হক মাফ হবে না। তার বিধান আলাদা।

৩৬. অর্থাৎ পূর্বেকার লোক যেমন নবীদের অস্বীকৃতি ও শত্রুতার কারণে ধ্বংস হয়েছে,তদ্রূপ ধ্বংস এদের উপরও আসবে। বা বদর যুদ্ধে তাদের সতীর্থদের যেমন শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তেমনি তাদেরও শাস্তি দেওয়া হবে।

জিহাদের প্রধান লক্ষ্য

৩৭. অর্থাৎ কাফিরদের যাতে শক্তি না থাকে, যা দ্বারা ঈমানের পথে বাধা দিতে বা সত্য দীনের মৃত্যু ঘটানোর হুমকি দিতে পারে। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই কোথাও কাফিররা শক্তিশালী হয়েছে, সেখানে মুসলিমদের ঈমান ও ইসলাম বিপদগ্রস্ত হয়েছে। স্পেনের দৃষ্টান্ত সকলের সামনে। শক্তি ও সুযোগ হাতে আসা মাত্র কীভাবে সেখানে মুসলিম নিধন করা হয়েছে বা তাদের মুরতাদ বানানো হয়েছে! মোদ্দা কথা, জিহাদ ও সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য, যাতে মুসলিমগণ নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারে এবং তাদের ঈমান ও তাওহীদের অমূল্য সম্পদ কাফিরদের হাত হতে রক্ষিত থাকে ('ফিত্‌না' শব্দের এ ব্যাখ্যাই হযরত ইব্‌ন উমর (রা.) প্রমুখ সাহাবী হতে হাদীছ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে)।

জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য

৩৮. জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য কুফ্‌রের শক্তিনাশ। আইন ও বিধান কেবল মহান আল্লাহ্‌রই চল্‌বে। দীনে ইসলাম আর সব ধর্মের উপর শক্তিশালী হবে (ليظهره على الدين كله) তা অন্যান্য বাতিল ধর্ম বিদ্যমান থাকুক, যেমন খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে হয়েছিল কিংবা সেগুলো খতম হয়ে যাক, যেমন হযরত মাসীহ (আ.)-এর পুনরাগমনের পর হবে। যা হোক, আলোচ্য আয়াত এ কথার সুস্পষ্ট দলীল যে, যাবত না উপরিউক্ত উভয় লক্ষ্য অর্জিত হয়, তাবত মুসলিম জাতির জন্য আক্রমণাত্মক ও প্রতিরোধমূলক উভয় প্রকার জিহাদ বিধেয়। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে- الجهاد ماض الى يوم القيامة (জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে)। জিহাদের বিস্তারিত বিধি-বিধান ও শর্তাবলী ফিক্‌হী গ্রন্থাবলীতে দ্রষ্টব্য।

৩৯. অর্থাৎ প্রকাশ্যে যারা কুফ্‌র ও অন্যায়-অনাচার ত্যাগ করবে, তাদের সাথে যুদ্ধ নয়। তাদের মনের অবস্থা এবং ভবিষ্যত গতিবিধি আল্লাহ্ তা'আলার হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা যে কাজই করুক, তা মহান আল্লাহ্‌র চোখের আড়ালে করতে পারবে না। মুসলিমগণের প্রতি আদেশ, তারা কেবল বাহ্য অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। হাদীছে আছে, امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منى دماء هم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عزوجل 'আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবত না তারা বলে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। যখন তারা তা বলবে, তখন আমার পক্ষ হতে তারা তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে ফেলবে। তবে সে জানমালের কারণেই যদি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, সে ভিন্ন কথা। তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার হিসাব মহান আল্লাহ্‌ই নেবেন।

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۭ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝ (٤٠)

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي (٤١)

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا

عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيْرٌ ۝

৪০. আর যদি তারা না মানে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক। কতই না উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।[৪০]

৪১. এবং জেনে রাখ, তোমরা যে কোনও জিনিস হতে যা গনীমত রূপে পাও, তা হতে এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র এবং রাসূলের, তার আত্মীয়-স্বজনের এবং ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের[৪১]– যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহ্র প্রতি এবং সেই বিষয়ের প্রতি, যা আমি নাযিল করেছি আমার বান্দার প্রতি মীমাংসার দিন।[৪২] যে দিন দুই বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।[৪৩]

---

৪০. অর্থাৎ মুসলিমগণের উচিত মহান আল্লাহ্র তত্ত্বাবধান ও সাহায্যের উপর ভরসা রেখে জিহাদ করা এবং কাফিরদের ধন ও জনবল দেখে ভয় না পাওয়া। বদর যুদ্ধে তো প্রত্যক্ষ করেছ, আল্লাহ্ মুসলিমগণকে কীভাবে সাহায্য ও অভিভাবকত্ব দান করেছেন।

গনীমতের মাল বন্টনের নীতিমালা

৪১. সূরার শুরুতে ইরশাদ হয়েছে- قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ বল, গনীমত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। এবার তার কিছুটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে যে গনীমত লাভ হবে, তার এক-পঞ্চমাংশ মহান আল্লাহ্র প্রাপ্য। তাঁর প্রতিনিধিরূপে তাঁর নবী সে অংশ বুঝে নেবেন এবং পাঁচটি খাতে তা ব্যয় করবেন। (ক) নিজের ব্যক্তিগত কাজে; (খ) তাঁর সেইসব আত্মীয়-স্বজন (বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব)-এর প্রতি যারা প্রথম থেকে মহান আল্লাহ্র কাজে রাসূলের সাহায্য-সহযোগিতা করেছে এবং ইসলামের জন্য কিংবা কেবল আত্মীয়তার স্বার্থে তাঁর সমর্থন করেছে। অন্যদিকে যাকাত ইত্যাদি গ্রহণ তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেছে; (গ) ইয়াতীমদের প্রতি; (ঘ) দরিদ্র মুসলিমগণের প্রতি এবং (ঙ) মুসাফিরদের প্রতি। গনীমতের বাকি চার অংশ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে। পদাতিক সৈন্য পাবে এক

(٤٢) اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ؕ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَىَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ

৪২. যখন তোমরা ছিলে নিকটবর্তী প্রান্তে এবং তারা ছিল দূরবর্তী প্রান্তে।[৪৪] আর কাফেলা তোমাদের থেকে নিম্নভূমিতে নেমে গিয়েছিল।[৪৫] তোমরা যদি পরস্পরে ওয়াদা করতে, তবে তোমরা ওয়াদাস্থলে এক সঙ্গে পৌঁছতে না,[৪৬] কিন্তু আল্লাহ্‌র তো একটি কাজ করার ছিল, যা ছিল স্থিরীকৃত, যাতে যে ধ্বংস হওয়ার সে যেন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকার সে যেন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জীবিত থাকে।[৪৭] আল্লাহ্‌ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৪৮]

ভাগ এবং আরোহীরা দুই ভাগ। রাসূলে কারীম (সা.)-এর ওফাতের পর খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) ব্যয়ের উপরিউক্ত পাঁচ খাতের মধ্যে হানাফী উলামায়ে কিরামের মতে কেবল শেষোক্ত তিনটি বাকি আছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর তিরোধানের পর তাঁর ব্যক্তিগত ব্যয় আর নেই এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের অংশও অবশিষ্ট নেই, যা তারা তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার কারণে লাভ করত। তবে গরীব-মিসকীনের যে অংশ তাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর আত্মীয়বর্গের মধ্যে যাঁরা গরীব, তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কোন কোন আলিমের মতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর পর উক্ত এক-পঞ্চমাংশের এক– পঞ্চমাংশ আমীরুল-মু'মিনীনের প্রাপ্য হওয়া উচিত।

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, গনীমতের মাল হতে যখন খুমুস বের করা হত, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তা হতে কিছু অংশ কা'বাঘরের জন্য রেখে দিতেন। কতক ফকীহের মতে যেখান থেকে বায়তুল্লাহ্‌ অনেক দূরে, সেখানে কিছু অংশ মসজিদের জন্য রেখে দেওয়া চাই।

৪২. মীমাংসার দিন বলে 'বদর যুদ্ধ' বুঝানো হয়েছে, যাতে হক-বাতিলের দ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট মীমাংসা হয়ে যায়। সেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর কামিল বান্দাগণকে বিজয় ও সাহায্য দান করেন, ফেরেশতাদের সাহায্যকারী দল পাঠান এবং প্রশান্তি ও স্বস্তির অবস্থা অবতীর্ণ করেন। কাজেই, যারা মহান আল্লাহ্‌র ও তাঁর গায়বী সাহায্যের উপর বিশ্বাস রাখে, তাদের পক্ষে গনীমতের মাল হতে মহান আল্লাহ্‌র নামে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে ফেলা কিছু কঠিন কাজ নয়।

৪৩. সেদিন যেমন সাহায্য ও জয় দান করেছিলেন, তেমনি ভবিষ্যতেও তিনি তোমাদেরকে জয়ী করতে পারেন।

(٤٣) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

৪৩. যখন আল্লাহ্ স্বপ্নযোগে তোমাকে সে কাফিরদের অল্প সংখ্যক দেখালেন।[৪৯] যদি তিনি তোমাকে তাদেরকে অধিক সংখ্যক দেখাতেন, তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং কাজে মতবিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। অন্তরে যে-কথা আছে, তা তিনি বিশেষভাবে অবহিত।[৫০]

---

৪৪. 'নিকটবর্তী প্রান্ত' দ্বারা রণক্ষেত্রের সেই দিককে বুঝান হয়েছে, যা পবিত্র মদীনার কাছে ছিল। অনুরূপ দূরবর্তী প্রান্ত হবে সেই দিক, যা পবিত্র মদীনা হতে দূরে ছিল।

৪৫. অর্থাৎ আবূ সুফ্য়ানের বাণিজ্য দল নিম্নদিকে সরে গিয়ে সাগরের তীর ধরে অগ্রসর হচ্ছিল। সে দল ও মুসলিমগণের মাঝে অন্তরায় ছিল কুরায়শ বাহিনী।

৪৬. অর্থাৎ উভয় দল পূর্ব থেকে কোন সময় নির্ধারণ করে যেতে চাইলে, তাতে মতভেদ ঘটার বা নির্দিষ্ট সময়ে যথাস্থানে পৌঁছতে কোনও পক্ষ হতে ইতস্তত ভাব দেখা দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কেননা, এ দিকে মুসলিমগণ কাফিরদের রণ-সামগ্রী ও সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের কারণে ভীত ছিল, অন্যদিকে কাফিররা মুসলিমগণের সত্যতা, আল্লাহ্পরস্তি ও নির্ভীকতা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। যুদ্ধের ঝুঁকি গ্রহণে বা যুদ্ধে শরীক হতে উভয় পক্ষ হতেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দেওয়ার অবকাশ ছিল।

৪৭. অর্থাৎ কুরায়শ বাহিনী এসেছিল তাদের বাণিজ্য দলের সাহায্যার্থে। বাণিজ্য দল তো বেঁচে গেল। আর উভয় বাহিনী এক ময়দানের দুই কিনারায় এস ছাউনি ফেলল। কেউ কারও সম্পর্কে অবগত ছিল না। এটা ছিল মহান আল্লাহ্র ব্যবস্থাধীন। তোমরা স্বেচ্ছায় গেলে এভাবে সময়মত পৌঁছতে পারতে না। এ যুদ্ধে মুসলিমগণের বিজয়ে কাফিরদের কাছে নবীর সত্যতা পরিস্ফুট হয়ে গেল। যে নিহত হল, সে সত্য জেনেই নিহত হল, আর যে বেঁচে থাকল, সেও সত্যের পরিচয় পেয়েই বেঁচে থাকল, যাতে মহান আল্লাহ্র প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায় (মূযিহুল-কুরআন)। মৃত্যু ও জীবন দ্বারা কুফ্র ও ঈমানও বুঝান উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ এখন যে ঈমান আনবে আর যে কুফরকে আঁকড়ে ধরবে উভয়ের ঈমান ও কুফর সত্য প্রকাশ হওয়ার পরই হবে।

৪৮. অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ দুর্বল মযলূমদের ফরিয়াদ শুনেন এবং তিনি জানেন কীভাবে তাদের সাহায্য করতে হবে। তোমরা দেখেছ বদর যুদ্ধে তিনি মুসলিমগণের ফরিয়াদ কীভাবে শুনেছেন এবং কীরূপ সাহায্য তাদের করেছেন।

৪৯. অর্থাৎ মুসলিমগণের উচিত মহান আল্লাহ্র সাহায্যের উপর ভরসা করে জিহাদে শরীক থাকা এবং কাফিরদের অস্ত্রবল ও সংখ্যাধিক্য দেখে প্রভাবিত না

(٤٤) وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

(٤٥) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৪৪. মুকাবিলার সময় তিনি যখন সে বাহিনীকে দেখালেন তোমাদের চোখে স্বল্প সংখ্যক এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে স্বল্পসংখ্যক, যাতে আল্লাহ্ যে কাজ স্থিরীকৃত ছিল তা সম্পন্ন করে ফেলেন। সমস্ত কাজ আল্লাহ্ পর্যন্তই পৌছায়।[৫১]

৪৫. হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর সম্মুখীন হও, তখন অবিচলিত থাক এবং মহান আল্লাহ্কে বেশী পরিমাণে স্মরণ কর,[৫২] যাতে তোমরা কৃতকার্য হও।

হওয়া। বদর যুদ্ধে তো দেখেছ মহান আল্লাহ্ মুসলিমগণকে কত উত্তম সাহায্য করেছেন।

৫০. অর্থাৎ তাদেরকে বিপুল সংখ্যক মনে করে কেউ যুদ্ধ করার হিম্মত করত, কেউ করত না। এভাবে মতবিরোধ দেখা দিয়ে আসল কাজ বিঘ্নিত হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা.)-কে স্বপ্নযোগে তাদের সংখ্যা কম দেখিয়ে তোমাদেরকে কাপুরুষতা ও পারস্পরিক মতবিরোধ হতে রক্ষা করেছেন। তিনি ভাল করে জানেন, কোন্ জিনিসে মনে হিম্মত ও সাহস সঞ্চার হয় এবং কিসে দুর্বলতা ও কাপুরুষতা দেখা দেয়।

৫১. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বপ্নে এবং মুজাহিদগণ যুদ্ধকালে কাফিরদেরকে অল্প সংখ্যক দেখতে পান, যাতে সাহসের সাথে লড়াই করতে পারেন। নবীর স্বপ্ন মিথ্যা হয় না। কাজেই, তাদের মধ্যে স্থায়ী কাফির অল্পই ছিল। অধিকাংশই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা এরূপও হতে পারে যে, স্বল্প সংখ্যক দ্বারা তাদের পরাজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাকি কাফিরদের চোখে যে মুসলিমগণের সংখ্যা কম দেখা দিয়েছিল, তা তাঁরা তো বাস্তবেই স্বল্প-সংখ্যক ছিলেন। এটা সেই সময়ের কথা যখন উভয় পক্ষ মুকাবিলার জন্য মুখোমুখি হয়। তারপর মুসলিম মুজাহিদগণ যখন বীরত্বের সাথে অভিযান চালায় এবং ফেরেশতাদের-সাহায্যকারী দলও এসে পৌছায়, তখন কাফিরদের চোখে মুসলিমগণ দ্বিগুণ পরিদৃষ্ট হয়। সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ হয়েছে وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ 'অন্য দল ছিল কাফির। তারা তাদেরকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখছিল' (৩ঃ১৩)।

(٤٦) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ
وَاصْبِرُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

৪৬. এবং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, নিজেরা বিবাদ কর না, তা হলে, সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের তেজ চলে যাবে।[৫৩] তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সাথে।[৫৪]

---

৫২. সালাত, দু'আ, তাকবীর তথা সব রকমের যিক্র এর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ্র যিক্রের ফলে যিক্রকারীর অন্তর সুদৃঢ় ও নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, জিহাদে যার প্রয়োজন সর্বাধিক। সাহাবায়ে কিরামের সবচেয়ে বড় অস্ত্র তো এটাই ছিল। ইরশাদ হয়েছে- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ 'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়, জেনে রাখ, আল্লাহ্র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়' (রা'দ ঃ ২৮)।

৫৩. অর্থাৎ তেজ ও দাপট চলে গিয়ে শত্রুর প্রতি তোমাদের যে প্রভাব ও সশ্রদ্ধ ভয় তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। এমতাবস্থায় তোমরা বিজয় অর্জন করবে কী করে?

সাফল্যের চাবিকাঠি এবং সাহাবায়ে কিরামের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন

৫৪. যুদ্ধকালে যা-কিছু কষ্ট-ক্লেশ সামনে আসে, তা ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে বরদাশত কর, হিম্মতহারা হয়ো না। হিম্মত যার থাকে মহান আল্লাহ্ই তার সহায়ক। এ আয়াতে মুসলিমগণকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সাফল্যের চাবিকাঠি কী? ধন ও জনবল ইত্যাদি দ্বারা সাফল্য অর্জিত হয় না। বরং সাফল্য লাভ হয় অবিচলতা, ধৈর্য-স্থৈর্য, মনোবল, চিত্তের স্বস্তি, মহান আল্লাহ্র যিক্র, আল্লাহ্ , রাসূল ও তাঁদের স্থলাভিষিক্ত নেতৃত্বের আনুগত্য এবং পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি দ্বারা। মন চায় এখানে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে ইব্ন কাছীর (র.)-এর কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করে দেই, যা অতলান্ত ঈমান ও ঐকান্তিকতা হতে উৎসারিত। তিনি বলেন ঃ

وقد كان للصحابة رضى الله عنهم فى باب الشجاعة والائتمار بما امرهم الله ورسوله به وامتثال ما ارشدهم اليه ما لم يكن لاحد من الامم والقرون قبلهم ولايكون لاحد ممن بعدهم فانهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما امرهم فتحوا القلوب والاقاليم شرقا وغربا فى المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة الى جيوش سائر الاقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش واصناف السودان والقبط وطوائف بنى ادم قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الاديان وامتدت الممالك الا سلامية فى مشارق الارض ومغاربها فى اقل من ثلاثين سنة فرضى الله عنهم وارضاهم اجمعين وحشرنا فى زمرتهم انه كريم تواب ـ

(٤٧) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ○

৪৭. তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজ ঘর হতে বের হয়েছিল এবং তারা আল্লাহ্র পথে বাধা দিত। তারা যা কিছু করে, তা আল্লাহ্র আয়ত্তাধীন।[৫৫]

'সৎ সাহস, আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ পালন ও হিদায়াতের অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তাদের পূর্বে আর কোন জাতির মাঝে তার নজীর নেই এবং তাদের পরেও কেউ তার নজীর দেখাতে পারবে না। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্য এবং তাঁর আনুগত্যের বরকতে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিশাল জনপদ ও সেই সাথে জনতার হৃদয় জয় করে ফেলেছিলেন, অথচ তাদের ধন ও জনবল ছিল সামান্যই। তার বিপরীতে ছিল রোম, পারস্য, তুর্ক, মঙ্গোল, বারবার, সুদানের বিভিন্ন জাতি, কিবতী তথা বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশাল সেনাবাহিনী ও বিপুল ধন-সম্পদ। কিন্তু রাসূলের মুষ্টিমেয় সাহাবীর সম্মুখে সকলেই হয় পদানত। অবশেষে মহান আল্লাহ্র কালিমা বুলন্দ হয় ও তাঁর দীন আর সব দীনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা উদয়াচল হতে অস্তাচল পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং এর জন্য সময় লেগেছিল ত্রিশ বছরেরও কম। আল্লাহ্ পাক তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদেরও সন্তুষ্ট করুন। আমাদেরকে হাশরের ময়দানে তাঁদেরই দলে স্থান দিন। নিশ্চয়ই তিনি দয়ালু, তওবা কবূলকারী।

আবূ জাহ্লের দম্ভোক্তি এবং তার পরিণতি ও শিক্ষা

৫৫. আবূ জাহ্লের বাহিনী অত্যন্ত ধুমধাম ও গান-বাদ্যের সাথে বের হয়েছিল, যাতে মুসলিমগণ তা দেখে ভয় পেয়ে যায় এবং অন্যান্য আরব গোত্রসমূহের উপর তাদের প্রভাব পড়ে। রাস্তায় তারা আবূ সুফ্য়ানের বার্তা পেল যে, তার দল বিপদ হতে বেঁচে গেছে। কাজেই, তোমরা পবিত্র মক্কায় ফিরে যাও। আবূ জাহ্ল দম্ভভরে বলল, বদর প্রান্তরে গিয়ে নাচ-গানের জলসা করার পরই আমরা পবিত্র মক্কায় ফিরে যেতে পারি। সেখানে গায়িকারা আনন্দ ও সাফল্যের গান করবে, মদ পান হবে, ফুর্তি করব এবং উট যবাহ্ করে তিন দিন পর্যন্ত আরব গোত্রসমূহকে আপ্যায়ন করব। যাতে এ দিনটি আরবদের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে তাকে এবং ওই মুষ্টিমেয় মুসলিম হীনবল হয়ে পড়ে। ফলে, ভবিষ্যতে আর কখনও আমাদের মুকাবিলা করার দুঃসাহস দেখাবে না। কিন্তু আবূ জাহ্ল কি জানত তার এসব পরিকল্পনা আল্লাহ্ তা'আলার আয়ত্তাধীন?

(٤٨) وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ
النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ
إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ○

৪৮. এবং যখন শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেয় এবং বলে, আজ মানুষের মধ্যে কেউ তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না এবং আমি তোমাদের সাহায্যকারী। তারপর যখন উভয় দল মুখোমুখি হয়, তখন সে পেছনে সরে পড়ে এবং বলে, আমি তোমাদের সঙ্গে নই, আমি দেখছি যা তোমরা দেখ না। আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি সুকঠিন।[৫৬]

যা-কিছু চিন্তা-ভাবনা করছে তা চলতে দেওয়া না দেওয়া মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা? বরং তিনি চাইলে এসব পরিকল্পনা তাদের বিরুদ্ধেও নিয়ে যেতে পারেন এবং বস্তুত তাই হয়েছিল। বদরের পানি ও সুরা পাত্রের বদলে তাদেরকে মরণ-পেয়ালায় চুমুক দিতে হয়েছে। আনন্দ-ফুর্তির জলসা তো করতে পারেনি, তবে বদর হতে পবিত্র মক্কা পর্যন্ত মাতম ও শোক মিছিল বয়ে নিয়েছিল। যে অর্থ তারা অহংকার ও উল্লাসের প্রদর্শনীতে ব্যয় করতে চেয়েছিল, তা মুসলিমগণের গনীমতের লোক্‌মায় পরিণত হয়। বদর প্রান্তরে ঈমান ও তাওহীদের কালজয়ী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়ে যায়। এই ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডটিতে যেন আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত জাতি ও ধর্মের ভাগ্যের ফয়সালা করে দেন। মোদ্দা কথা, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, জিহাদ কেবল খুনোখুনি ও রক্তপাতের নাম নয়। বরং এটা এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইবাদত করে দর্প দেখালে বা লোক-দেখানোর জন্য করলে তা কবূল হয় না। কাজেই, দর্প ও অহংকার এবং নাম-ডাক ফলানোর ক্ষেত্রে কাফিরদের পদাঙ্কানুসরণ করো না।

কুরায়শ বাহিনীর সমর্থনে ইবলীস বাহিনী এবং আসল মুহূর্তে পলায়ন

৫৬. কুরায়শরা শক্তি ও সংহতির উপর দর্পিত ছিল। তবে বনূ কিনানার সাথে তাদের দ্বন্দ্ব-কলহ লেগে থাকত। পাছে তারা বিজয়ের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এ রকম একটা আশংকা তাদের মনে ছিল। কালবিলম্ব না করে শয়তান তাদের পিঠ চাপড়ায় এবং তাদের সাহস সঞ্চারের জন্য বনূ কিনানার প্রধান নেতা সুরাকা ইব্‌ন মালিকের রূপ ধরে আবূ জাহ্‌লের সামনে উপস্থিত হয়। সঙ্গে তার বিশাল ইবলীস বাহিনী। সে তাকে আশ্বস্ত করে যে, আমরা সকলে তোমাদের সাহায্য ও সমর্থনে

আছি। কিনানা গোত্রের পক্ষ হতে নিশ্চিন্ত থাক। আমি তোমাদের পক্ষে রয়েছি। কিন্তু বদরে যুদ্ধ যখন তুমুল আকার ধারণ করে, জিবরাঈল (আ.) প্রমুখ ফেরেশতাকে ইবলীস চাক্ষুষ দেখতে পায়, তখন সে আবূ জাহ্লের হাত হতে হাত ছাড়িয়ে নেয় এবং উল্টো দিকে পালাতে লাগে। আবূ জাহ্ল বলে, সুরাকা! এই আসল সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা? কোথায় যাও? সে বলে, আমি তোমাদের সাথে থাকতে পারি না। আমি এমন জিনিস দেখতে পেয়েছি, যা তোমরা, দেখ না (অর্থাৎ ফেরেশতাদের বাহিনী)। মহান আল্লাহ্‌র (এই বাহিনীর) ভয়ে আমার প্রাণ বসে গেছে। আর দাঁড়ানোর সাহস হয় না। কি জানি কখন কোন্ বিপদ এসে পড়ে। কাতাদা (র.) বলেন, অভিশপ্ত শয়তান মিথ্যা বলেছে। মহান আল্লাহ্‌র কোন ভয় তার অন্তরে ছিল না। হ্যাঁ, সে জানত, কুরায়শ বাহিনী ধ্বংস গহ্বরে পতিত হবে। কোন শক্তি তাদের রক্ষা করতে পারবে না। এটা তার পুরানো অভ্যাস যে, অনুসারীদেরকে ধোঁকা দিয়ে ও বিপদে ফেলে দরকারী মুহূর্তে সটকে পড়ে। এখানেও সেই চরিত্রেরই প্রকাশ ঘটিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلاَّ غُرُوْرًا 'সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের অন্তরে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে এবং শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র' (নিসা ঃ ১২০)। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ 'এরা শয়তান তুল্য, যে মানুষকে বলে, কুফ্‌রী কর। তারপর যখন সে কুফ্‌রী করে, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি' (হাশর ঃ ১৬)। আরও ইশরাদ হয়েছে -

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

'যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না। আমি কেবল তোমাদেরকে ডাক দিয়েছিলাম এবং তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই, তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না। তোমরা নিজেদেরই প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই, তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে মহান আল্লাহ্‌র শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যালিমদের জন্য তো রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' (সূরা ইবরাহীম ঃ ২২)।

(৪৯) إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝
(৫০) وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝
(৫১) ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

৪৯. যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা বলতে লাগল, এরা নিজ দীনের উপর দর্পিত। আর কেউ আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করলে আল্লাহ্ তো পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।[৫৭]

৫০. তুমি যদি দেখতে যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডল ও পশ্চাদদেশে আঘাত করে জান কবয করছে এবং বলছে, তোমরা দহন-যন্ত্রণা ভোগ কর।[৫৮]

৫১. তোমরা নিজ হাতে যা অগ্রে প্রেরণ করেছিলে এ তারই বদলা এবং এই জন্য যে, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না।[৫৯]

---

৫৭. মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় ছিল মুষ্টিমেয়, তাও নিঃসম্বল। তবু তাদের এরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখে মুনাফিক ও দুর্বলমনা মু'মিনগণ বলতে লাগল, মুসলিমগণ নিজ দীন নিয়ে গর্বিত এবং সত্যের উপর আছে এই ধারণায় দর্পিত। এ কারণেই তারা নিজেদেরকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তার জওয়াব দিচ্ছেন, এটা অহংকার নয়, আল্লাহ্‌নির্ভরতা। মহান আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতার উপর যার নির্ভর আছে এবং যে বিশ্বাস রাখে তাঁর পক্ষ থেকে যেটা হবে সেটা নিশ্চিত কল্যাণকর ও সঠিকই হবে, সে সত্যের ব্যাপারে এমনই নির্ভীক ও সাহসী হয়ে যায়।

৫৮. অর্থাৎ আঘাত করে বলে, এখন তো এটা গ্রহণ কর, সামনে জাহান্নামের আযাব তো আছেই। বহু মুফাসসির একেও বদর যুদ্ধের সঙ্গেই সম্পৃক্ত করেন। অর্থাৎ তখন যে কাফিরদের মারা হত, তাদের সাথে ফেরেশতাদের ব্যবহার এরূপই ছিল। তবে আয়াতের শব্দসমূহ সমস্ত কাফিরের জন্য ব্যাপক। তাই, এ ব্যাখ্যাই বেশী সঠিক মনে হয় যে, এটা বরযখ (মৃত্যু ও তৎপরবর্তী সময়, যার সীমা হাশরের পূর্ব পর্যন্ত)-এর ঘটনা। বদর যুদ্ধের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, দুনিয়ায় সে কাফিরদের এই পরিণতি ঘটেছে, বরযখে হবে এই, আর আখিরাতে যা হবে তা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না।

৫৯. অর্থাৎ এসব তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি। নচেৎ মহান আল্লাহ্‌র নিকট যুলুমের কোন প্রশ্নই আসে না। (নাউযুবিল্লাহ্) যদি তাঁর দরবারে তিল বরাবর যুলুমেরও সম্ভাবনা থাকত, তবে তিনি যালিম কেন, যাল্লাম (মহাযালিম)-ই তো হতেন। কেননা, যে কোনও গুণ তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণই তো থাকা চাই।

(৫২) كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

(৫৩) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(৫৪) كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

৫২. ফিরআওনী সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীদের নীতিতুল্য, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করেছে। কাজেই, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের পাপের জন্য পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা।[৬০]

৫৩. এর কারণ এই যে, আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়কে যে নিআমত দান করেছিলেন, তা তিনি পরিবর্তন করার নন, যাবত না তারা নিজেরাই পরিবর্তন করে ফেলে নিজেদের মনের কথা। এবং এই যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৬১]

৫৪. ফির'আওনী সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের নীতিতুল্য, যারা আপন প্রতিপালকের কথা প্রত্যাখ্যান করেছিল, অনন্তর আমি তাদেরকে তাদের পাপের দরুন ধ্বংস করি এবং আমি ফিরআওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করি। তারা সকলেই ছিল যালিম।[৬২]

---

৬০. অর্থাৎ আবহমান কাল হতে এ নীতিই চলে আসছে, যখন মানুষ মহান আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যান করতে থাকে বা নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কোন না কোন শাস্তি অবশ্যই প্রদান করেন।

৬১. অর্থাৎ মানুষ যখন খামখেয়ালীপনা ও অন্যায় অপকীর্তি দ্বারা পুণ্যের স্বভাবগত শক্তি ও যোগ্যতা নষ্ট করে ফেলে। মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ নিআমতসমূহকে তাঁর নির্দেশিত কাজে ব্যবহার না করে, বরং উল্টা তাঁর বিরুদ্ধাচরণে লাগানো শুরু করে দেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে আপন নিআমত ছিনিয়ে নেন এবং অনুগ্রহকে শাস্তিতে রূপান্তরিত করে দেন। তিনি বান্দার সব কথা শুনেন, সব অবস্থা জানেন। কোন জিনিস তাঁর কাছে গোপন থাকতে পারে না। কাজেই, যার সাথে যে ব্যবহার তিনি করবেন, তা যথাযথই হবে। হযরত শাহ সাহেব (র.) লিখেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়্যত ও বিশ্বাস পরিবর্তন না হয়, ততক্ষণ মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া নিআমত ছিনিয়ে নেয়া হয় না। যেন তিনি ما بانفسهم দ্বারা বিশেষভাবে নিয়্যত ও বিশ্বাস অর্থ গ্রহণ করেছেন। তরজমা দ্বারাও সেটাই ফুটে ওঠে।

(٥٥) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥

(٥٦) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥

৫৫. আল্লাহ্‌র কাছে সর্বনিকৃষ্টতম জীব তারা, যারা অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, তারপর আর ঈমান আনছে না।

৫৬. তাদের মধ্যে যাদের সাথে তুমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, তারপর তারা প্রতিবারেই নিজ চুক্তি ভংগ করেছে, তারা ভয় করে না।৬৩

---

৬২. ফিরআওনী সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে তাদের পাপের পরিণামে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এবং বিশেষভাবে ফির'আওনীদেরকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। এসব কিছু তখনই হয়েছে, যখন তারা মহান আল্লাহ্‌র সঙ্গে বিদ্রোহ ও অন্যায়-অনাচার করে খোদ নিজেদের উপর যুলুম করেছে। নচেৎ, কোন মাখলুকের সাথে মহান আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই।

চুক্তি ও অংগীকারের ক্ষেত্রে কাফিরদের নীতি এবং মুসলিমগণের করণীয়

৬৩. যারা চিরদিনের জন্য কুফ্‌রে নিমজ্জিত হয়েছে, পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্বাস ভংগ ও ওয়াদা খিলাফীতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তারা মহান আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম প্রাণী। ওয়াদা খিলাফী ও বিশ্বাসহননে ফির'আওনী গোষ্ঠীর এমনই চরিত্র ছিল।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَامُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ-

'আর যখন তাদের উপর শাস্তি আসত, তারা বলত, হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার সাথে তাঁর যে অংগীকার রয়েছে তদনুযায়ী। যদি তুমি আমাদের উপর হতে শাস্তি অপসারিত কর, তবে আমরা তো তোমার উপর ঈমান আনবই এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সাথে যেতে দেব। যখনই তাদের উপর হতে শাস্তি অপসারিত করতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্য, যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অংগীকার ভংগ করত' (আ'রাফ : ১৩৪-১৩৫)। প্রিয়নবী (সা.)-এর সময় বনূ কুরায়যা প্রভৃতি ইয়াহূদী গোত্রগুলোরও এ চরিত্রই ছিল। তারা তাঁর সঙ্গে অংগীকার করত, আমরা পবিত্র মক্কার মুশরিকদের

(৫৭) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ○
(৫৮) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ○

৫৭. কাজেই, কখনও যদি তাদের যুদ্ধে পাও, তবে তাদের এমন শাস্তি দেবে, যা দেখে তাদের পশ্চাদবর্তীরা যেন পালিয়ে যায়, যাতে তাদের শিক্ষা হয়।

৫৮. যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভংগের আশংকা কর, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে এমনভাবে ছুঁড়ে মার, যাতে তোমরা ও তারা সমান সমান হয়ে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতারকদের পসন্দ করেন না।[৬৪]

সাহায্য করব না। কিন্তু পরে তাদের ঠিকই সাহায্য করত। জিজ্ঞাসা করলে বলত, আমাদের অংগীকারের কথা স্মরণ ছিল না। এমনই তারা বারংবার করত। সামনে বলা হয়েছে এরূপ বিশ্বাসঘাতকদের সাথে কীরূপ আচরণ করতে হবে।

৬৪. অর্থাৎ এসব প্রতারক বিশ্বাসঘাতকরা যদি প্রকাশ্যে চুক্তি ভংগ করে তোমাদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতরণ করে, তবে তাদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দেবে, যা দেখে তাদের পশ্চাদবর্তী লোকেরা বা পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষা লাভ করে এবং কখনও অংগীকার ভংগের সাহস না পায়। যদি তারা প্রকাশ্যে চুক্তি ভংগ না করে, বরং লক্ষণ ও হাবভাব দেখে মনে হয় তারা চুক্তি ভংগ করতে প্রস্তুত, তা হলে তোমাদের জন্য অনুমতি আছে, তোমরা ভাল মনে করলে তাদের অংগীকার প্রত্যাখ্যান করবে এবং চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যাতে কোনও পক্ষ পূর্বের চুক্তি সম্বন্ধে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে না থাকে এবং উভয়পক্ষ সমানভাবে সতর্কতা অবলম্বনের সুযোগ পেয়ে নিজ নিজ প্রস্তুতি সমাধা ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে লিপ্ত হতে পারে। তোমাদের পক্ষ হতে যেন কোনরূপ খিয়ানত ও অবিশ্বাস প্রকাশ না পায়। সব কিছু যেন সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা কোনরূপ বিশ্বাসহনন পসন্দ করেন না, তা কাফিরদের বিরুদ্ধে হলেও। হাদীছের কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত মু'আবিয়া (রা.) ও রোম সরকারের মধ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। মেয়াদ বাকি থাকতেই হযরত মু'আবিয়া (রা.) রোমের সীমান্ত এলাকার দিকে সেনাবাহিনী পাঠানো শুরু করলেন। উদ্দেশ্য ছিল সীমান্তের কাছাকাছি গিয়ে এভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকা, যাতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া মাত্রই আক্রমণ করা যায়। যখন এ কাজের আয়োজন চলছিল, তখন জনৈক বৃদ্ধ আরোহী এই বলতে বলতে এগিয়ে আসলেন الله اكبر الله اكبر وفاء لا غدر 'আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ! চুক্তি ভংগ নয়, চুক্তি পূরণ! কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখন কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে চুক্তি হয়, তখন যেন তার কোন গ্রন্থি খোলাও না হয়, বাঁধাও না হয়, যাবত না চুক্তির মেয়াদ

(৫৯) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۚ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ○

(৬০) وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

৫৯. কাফিররা যেন মনে না করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়ে গেছে। তারা কখনই আমাদের হতবল করতে পারবে না।[৬৫]

৬০. তাদের মুকাবিলার জন্য তোমরা যা কিছু শক্তি ও পালিত ঘোড়া[৬৬] সংগ্রহ করতে সক্ষম হও, তা তৈরী রাখ। তা দ্বারা ত্রাস সৃষ্টি হবে আল্লাহ্‌র শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের উপর এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদের উপর, যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ্ জানেন।[৬৭] আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যা-কিছু ব্যয় করবে, তোমরা তা পুরাপুরিই লাভ করবে, তোমাদের প্রাপ্য বাকি থাকবে না।[৬৮]

পূর্ণ হয়। কিংবা অপর পক্ষকে সম আচরণের সাথে চুক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এ সংবাদ হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলেন। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সে বৃদ্ধ ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত 'আম্‌র ইবন আম্‌বাসা (রা.)।

৬৫. চুক্তিভংগ সম্পর্কে যে বিধান উপরে বর্ণিত হল, তা দেখে কাফিররা এই ভেবে খুশী হতে পারত যে, এটা মুসলিমগণের মাত্রাতিরিক্ত সরলতা। তাদের কাছে যখন বিশ্বাস-ভংগ ও খিয়ানত জায়েয নয়, তখন আমরা অবগতি লাভের পর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করার মত সুযোগ পাব। তার উত্তরে বলা হয়েছে, তোমরা যতই ব্যবস্থা গ্রহণ কর ও প্রস্তুতি নাও, মুসলিমগণের হাতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে যখন পরাস্ত ও লাঞ্ছিত করতে এবং দুনিয়া বা আখিরাতে শাস্তি দিতে মনস্থ করবেন, তখন তোমরা কোন কৌশলেই তাকে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সীমানা হতেও কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে না। এর দ্বারা যেন মুসলিমগণের আশ্বস্ত করা হল যে, তারা মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে যদি তাঁর বিধি-বিধান মেনে চলতে থাকে, তবে তারা সকলের উপর জয়ী হতে পারবে।

৬৬. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার অর্থ বৈধ ও জরুরী আসবাব– উপকরণ পরিত্যাগ করা নয়। বরং মুসলিমগণের পক্ষে যথাসাধ্য যুদ্ধ-উপকরণ সংগ্রহ করা ফরয। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র যুগে যুদ্ধ-সামগ্রী বলতে বুঝাত, ঘোড়া চালানো শেখা, তরবারি চালনা ও তীরন্দাজী ইত্যাদির প্রশিক্ষণ নেওয়া। বর্তমানে রাইফেল,

(٦١) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৬১. তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকো এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করো। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।[৬৯]

কামান, যুদ্ধ বিমান, রণতরী, সামরিক পোশাক-আশাক ইত্যাদি তৈরী করা, ব্যবহার করতে শেখা তথা সময়-বিষয়ক যাবতীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ যুদ্ধ-সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত, এমন কি ব্যায়াম, প্যারেড ইত্যাদিও। ভবিষ্যতে যেসব রণ-উপকরণ আবিষ্কৃত হবে, তাও আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্যভুক্ত। ঘোড়া সম্পর্কে তো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং ইরশাদ করেন, الخيل معقود فى نواصبها الخير الى يوم القيامة 'ঘোড়ার কপালে কিয়ামত কাল পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত রাখা হয়েছে।' হাদীছে আরও আছে, যে ব্যক্তি জিহাদের নিয়্যতে ঘোড়া পালে, সে তার পানাহার তথা প্রতি কদমে কদমে ছওয়াব পায়। তার খোরাক ইত্যাদি পর্যন্ত কিয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে।

৬৭. অর্থাৎ রণ-সামগ্রী ও প্রস্তুতি হচ্ছে শত্রুদের উপর প্রভাব ফেলার ও তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার বাহ্য কারণ বিশেষ। বিজয় ও সাফল্যের আসল কারণ তো আল্লাহ্‌র সাহায্য, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর নির্দিষ্টভাবে যাদের তোমরা জান না তারা হচ্ছে, মুসলমানীর মুখোশ পরিহিত মুনাফিক অথবা ইয়াহূদী গোত্র বনূ কুরায়যা কিংবা রোম, পারস্য প্রভৃতি দেশের অধিবাসী, যাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

৬৮. এর দ্বারা আর্থিক জিহাদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ জিহাদের প্রস্তুতিতে যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে, তার পরিপূর্ণ বিনিময় পাবে। এক দিরহামের বদলে সাতশ' দিরহাম। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন (وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ)। অনেক সময় দুনিয়াতেও তার বহুগুণ বেশী বিনিময় লাভ হয়ে যায়।

৬৯. মুসলিমগণের প্রস্তুতি ও বীরত্বসুলভ ত্যাগ-তিতিক্ষা দেখে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে কাফিররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করবে ও সন্ধি প্রস্তাব করবে। তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলা হয়েছে। আপনিও নিজ বিবেচনা অনুযায়ী সন্ধির হাত বাড়িয়ে দিন। কেননা, জিহাদ দ্বারা রক্তপাত নয়, বরং মহান আল্লাহ্‌র কালিমাকে বুলন্দ করা ও ফিতনার মূলোৎপাটন উদ্দেশ্য। যদি রক্তপাত ছাড়াই এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তবে অনর্থক রক্তপাতের কী দরকার? কাফিররা সন্ধির আড়ালে যদি প্রতারণা করতে চায়, তবে পরওয়া করবেন না, মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন। তিনি তাদের অভিপ্রায় জানেন এবং তাদের গোপন পরামর্শ শোনেন। তাঁর সাহায্যের সামনে তাদের দুরভিসন্ধি কোন কাজে আসবে না। আপনি নিজের নিয়্যত পরিষ্কার রাখুন।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۚ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ (٦٢)
بِنَصْرِهٖ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۚ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ (٦٣)
قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

৬২. তারা যদি তোমাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে আপন সাহায্য ও মুসলিমগণের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।[৭০]

৬৩. আর তিনি তাদের অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবও যদি ব্যয় করতে, তবু তুমি তাদের অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।[৭১]

---

৭০. সন্ধি করে যদি তারা প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা রাখে, তবে আপনি ফিকির করবেন না। আপনার সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি তাদের সব ছল-চাতুরী নস্যাৎ করে দেবেন। তিনিই বদর-যুদ্ধে আপনাকে গায়বী সাহায্য করেছিলেন এবং প্রকাশ্যভাবে আত্মনিবেদিত মুসলিমগণকে আপনার কাজে লাগিয়েছেন।

বিবদমান আরব গোত্রসমূহের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি আল্লাহ্র কুদরতেরই নিদর্শন

৭১. ইসলাম-পূর্ব আরবে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ধোঁকা-প্রতারণা চরম আকার ধারণ করেছিল। তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এক গোত্র অপর গোত্রের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিত। আর একবার লড়াই শুরু হলে শত শত বছরেও যে আগুন নিভত না। পবিত্র মদীনার দু'টি শক্তিশালী গোত্র ছিল আওস ও খাযরাজ। দীর্ঘদিন যাবত তাদের পরস্পরে শত্রুতা ও কলহ চলছিল, যা কোনক্রমেই শেষ হচ্ছিল না। এক গোত্র অপর গোত্রের রক্তের পিপাসা ও ইয্যতের ক্ষুধায় অনুক্ষণ তড়পাত। এমনই পরিস্থিতিতে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাওহীদ ও মা'রিফাত এবং ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বিশ্বজনীন পয়গাম নিয়ে আবির্ভূত হন। মানুষ তাঁকেও একটি দলের প্রবক্তা ধরে নেয় এবং সকলে সম্মিলিতভাবে শত্রুতা ও বিরোধিতার রোখ তাঁর দিকে ফিরিয়ে দেয়। পুরানো সব শত্রুতা ছেড়ে দিয়ে সর্বপ্রকার দুশমনীর জন্য প্রিয়নবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তাকেই লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেয়। তারা তাঁর নসীহত-উপদেশকে ভয় পেত। তাঁর নিকট হতে সর্বদা দূরে থাকার চেষ্টা করত। দুনিয়ার এমন কোন শক্তি ছিল না, যা সেসব হিংস্রের ভিড়ে ও পশুর পালে মহান আল্লাহ্র মা'রিফাত ও নবী-প্রেমের রূহ সঞ্চার

(٦٤) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(٦٥) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝

৬৪. হে নবী! তোমার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ্ এবং তোমার সঙ্গে যেসব মুসলিম আছে তারা।[৭২]

৬৫. হে নবী! মুসলিমগণকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল থাকলে দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকলে এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ, তারা বোধশক্তিহীন।[৭৩]

করে এবং তাদেরকে তাওহীদী সুরায় মাতোয়ারা করে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির শৃংখলে আবদ্ধ করতে সক্ষম হত। তাদেরকে সেই মহা পবিত্র সত্তার না কেনা গোলাম ও আত্মনিবেদিত আশিক বানিয়ে দিতে পারত, যার চেয়ে বেশী ঘৃণ্য তাদের কাছে দু'দিন আগেও কেউ ছিল না। নিঃসন্দেহে ভূ-পৃষ্ঠের সমগ্র ধনরাশি ব্যয় করেও এ উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব ছিল না, যা মহান আল্লাহ্‌র রহমত ও সাহায্যে এত সহজে সাধিত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের একের প্রতি অন্যের মনে সহোদর ভাইয়ের চেয়েও বেশী ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। তারপর প্রিয়নবী (সা.)-এর বরকতময় সত্তাকে তাদের সম্মিলিত ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। এভাবে সকলের মনকে মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে দেওয়া মহান আল্লাহ্‌র কুদরতেরই কারিশ্‌মা। এরূপ তীব্র প্রয়োজন মুহূর্তে সকলকে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির একই কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত করে দেওয়া তাঁর অপার প্রজ্ঞারই নিদর্শন।

৭২. এ আয়াতের দুই অর্থ হতে পারে। প্রাচীন বিশেষজ্ঞগণের অধিকাংশের মতে এর অর্থ, হে নবী! তোমার ও তোমার সাথীদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। অর্থাৎ সংখ্যার স্বল্পতা ও সম্বলহীনতার কারণে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী অর্থ করেছেন, হে নবী! প্রকৃতপক্ষে একা মহান আল্লাহ্ই তোমার জন্য যথেষ্ট এবং বাহ্য সম্বল হিসাবে যথেষ্ট মুসলিমের দল, তা যত ছোটই হোক। পূর্বে যে বলা হয়েছিল اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ (তোমাকে শক্তিশালী করেছেন নিজের সাহায্য ও মু'মিনগণের দ্বারা) এটা তারই সারমর্ম।

মুসলিম কেন নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করে?

৭৩. এ আয়াতে মুসলিমগণকে জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নিজেরা সংখ্যায় অল্প হলেও হতোদ্যম হবে না। মহান আল্লাহ্‌র রহমতে দশগুণ বেশী কাফিরের বিরুদ্ধেও তোমরা জয়ী হতে পারবে। কারণ, একজন মুসলিম সংগ্রাম করে কেবল মহান আল্লাহ্‌র জন্য। সে মহান আল্লাহ্‌কে চিনে, তাঁর সন্তুষ্টি বুঝে, এই উপলব্ধিতে রণক্ষেত্রে কদম ফেলে যে, মহান আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুই প্রকৃত জীবন। তার বিশ্বাস, আমার সমস্ত ত্যাগের ফল আখিরাতে অবশ্যই লাভ হবে, তাতে আমি জয়ী হই কি পরাজিত। মহান আল্লাহ্‌র কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যে কষ্ট-ক্লেশ আমি ভোগ করছি, তার বদৌলতে আমি স্থায়ী সুখ ও অনন্ত আনন্দ লাভ করতে পারব। মুসলিম যখন এই চেতনায় যুদ্ধ করে, তখন মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য তার সঙ্গে থাকে। মৃত্যুর ভয় তার থাকে না। কাজেই, তখন সে পূর্ণ সাহস ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যায়। কাফিরের পক্ষে এ রহস্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই সে কেবল নশ্বর ও তুচ্ছ বস্তুর জন্য পশুর মত লড়াই করে। সে আত্মিক শক্তি ও গায়বী সাহায্য হতে বঞ্চিত থাকে। এরই ভিত্তিতে সুসংবাদ ও খোশখবরের রঙে আদেশ করা হয়েছে, মু'মিনগণের উচিত তাদের চেয়ে দশগুণ বেশী সংখ্যক কাফিরের সঙ্গে অবিচলিত থেকে যুদ্ধ করা। তারা বিশজন হলেও দু'শ' কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পিছপা হবে না। একশ' হলে হাজারকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ বিশ ও একশ' সংখ্যার উল্লেখ এই কারণে করা হয়ে থাকবে যে, তখন মুসলিমগণের সংখ্যা অনুযায়ী হয়ত ক্ষুদ্র বাহিনীতে (সারিয়্যা) সর্বনিম্ন বিশজন এবং বড় দলে (জায়শ) একশ' সৈন্য থাকত। এর পরের আয়াত কিছুকাল পরে নাযিল হয়। তখন মুসলিমগণের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। তখন 'সারিয়্যা' হত অন্তত একশ' সৈন্যের এবং 'জায়শ' হত এক হাজারের। উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য বর্ণনা কালে সংখ্যার এই ব্যবধান দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, পরবর্তী আয়াত নাযিলের সময় মুসলিমগণের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

(٦٦) اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

৬৬. এখন আল্লাহ্ তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে একশ' জন ধৈর্যশীল থাকলে দু'শ' জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে মহান আল্লাহ্র হুকুমে দু'হাজারের উপর বিজয়ী হবে। মহান আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সাথে আছেন।[৭৪]

কাফিরদের মুকাবিলায় কী পরিমাণ মুসলিম থাকলে রণক্ষেত্র হতে পলায়ন জায়েয নয়

৭৪. বুখারী শরীফে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, পূর্বের আয়াতে মুসলিমগণকে তাদের দশগুণ বেশী কাফিরের মুকাবিলায় অবিচলিত থাকবে আদেশ দেওয়া হলে তাদের পক্ষে সেটা কঠিন মনে হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয় اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ ..... অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এক প্রকার দুর্বলতা ও অলসতা দেখে পূর্বের আদেশ তুলে নিয়েছেন। এখন নিজেদের তুলনায় দ্বিগুণ শত্রুর বিরুদ্ধেই কেবল অবিচলিত থাকা জরুরী এবং পলায়ন নিষিদ্ধ। এই যে দুর্বলতা ও আলস্যের পরিপ্রেক্ষিতে হুকুমকে সহজ করা হয়, তার কারণ কয়েকটি হতে পারে। হিজরতের প্রথম দিকে মুসলিমগণের সংখ্যা ছিল হাতে গণা কয়েকজন। তাদের শক্তি ও দাপট ছিল সুবিদিত। কিছুকাল পর তাঁদের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েন। নতুন ফসল যারা আসেন, তাদের মধ্যে পুরানো আনসার ও মুহাজিরদের মত বিচক্ষণতা, ধৈর্য-স্থৈর্য এবং তাঁদের মত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের পরাকাষ্ঠা ছিল না। সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নিজেদের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক দৃষ্টে আল্লাহ্-নির্ভরতার মধ্যেও ঈষৎ ঘাটতি দেখা দিয়ে থাকবে। এটাও মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য যে, কোন কঠিন কাজ স্বল্প সংখ্যক লোকের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হলে কর্মীদের মধ্যে কর্মপ্রেরণা বেশী হয়। প্রত্যেকেই নিজ সাধ্যের অতিরিক্ত হিম্মত দেখায়। সে কাজই যখন অনেক বড় দলের উপর অর্পিত হয়, তখন প্রত্যেকেই অন্যের অপেক্ষায় থাকে এবং মনে করে দায়িত্ব তো আর আমার একার নয়। এ হিসাবেই আগ্রহ, উদ্দীপনা ও হিম্মতে কমতি দেখা দেয়। হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, প্রথম দিকের মুসলিমগণ ইয়াকীন ও প্রত্যয়ে ছিলেন পরিপূর্ণ। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল নিজেদের চেয়ে দশগুণ কাফিরদের সঙ্গে জিহাদ করতে হবে। পরবর্তীকালের মুসলিমগণ এক কদম পিছনে ছিলেন। তাদের প্রতি

(٦٧) مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ
تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৬৭. নবীর উচিত নয় বন্দীদেরকে নিজের কাছে রেখে দেওয়া, যাবত না দেশে ব্যাপক রক্তপাত করা হয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সামগ্রী আর আল্লাহ্ চান আখিরাত। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।৭৫

আদেশ হয়, দ্বিগুণ বেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। এখন এ আদেশই বলবত আছে। কিন্তু দ্বিগুণের বেশী সংখ্যকের উপর আক্রমণ চালাতে পারলে সে বড় ফযীলতের কথা। হযরত (সা.)-এর আমলে এক হাজার মুসলিম আশি হাজার কাফিরের সঙ্গে লড়াই করেছেন। মূতার যুদ্ধে মুসলিমগণের সংখ্যা ছিল তিন হাজার আর শত্রু বাহিনী দুই লাখ। এ ধরনের ঘটনা দ্বারা আল্-হামদু লিল্লাহ্ ইসলামের ইতিহাস পূর্তি হয়ে আছে।

বদরের যুদ্ধ-বন্দীদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, কেন নেওয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ্র কী পসন্দ ছিল

৭৫. বদরের যুদ্ধে মুসলিমগণের হাতে সত্তর জন কাফির বন্দী হয়। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমগণের সামনে দু'টি উপায় তুলে ধরেন ঃ (ক) হত্যা করা, কিংবা (খ) মুক্তি পণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শর্ত ছিল পরবর্তী বছর সম সংখ্যক মুসলিমকে শাহাদত বরণ করতে হবে। এদুটোর মধ্যে যে কোনও একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার প্রদান মূলত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা ছিল, যাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মুসলিমগণ স্বীয় রায় ও স্বভাব অনুযায়ী কোন্ দিকে ঝোঁকে। যেমন উম্মুল-মু'মিনীনগণকে দু'টি পন্থার মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল- اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ 'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর, তবে এসো ......(আহযাব ঃ ২৮, ২৯)। মি'রাজে প্রিয়নবী (সা.)-এর সামনে দুধ ও শরারের দু'টি পাত্র পেশ করা হয়েছিল। তিনি তা হতে দুধ গ্রহণ করেন। জিবরাঈল বললেন, আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত পথহারা হয়ে যেত। যা হোক, আলোচ্য বিষয়ে প্রিয়নবী (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে পরামর্শ করলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এসব কয়েদী আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বেরাদর। তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিলেই ভাল। অসম্ভব কি এই অনুগ্রহ ও সদয় ব্যবহারের ফলে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তারা নিজেরা, তাদের আওলাদ ও অনুগত লোক আমাদের বাহুবল বৃদ্ধি করবে? তা ছাড়া, তাৎক্ষণিক যে অর্থ আমাদের হাতে আসবে,

যাবে। বাকি সামনের বছর যদি তা জিহাদ প্রভৃতি দীনের কাজে ব্যবহার করা যাবে। বাকি সামনের বছর যদি আমাদের মধ্যে সত্তর জনকে শহীদ হতে হয়, তবে ক্ষতি নেই। শাহাদতের মর্যাদা লাভ হবে। স্বভাবগত দয়া ও মমত্ববোধ, সেই সঙ্গে আত্মীয়ের প্রতি সদয় আচরণের প্রেরণায় রাসূলে কারীম (সা.)-এর মনের ঝোঁকও এই মতের দিকেই ছিল। বরং অধিকাংশ সাহাবীর মনোভাবও এ রকমই ছিল। আবূ বকর (রা.) যে কারণ দেখিয়েছেন, তার ভিত্তিতে অনেকে এবং কেই কেই কেবল আর্থিক সুবিধার দিক বিবেচনা করে এমতের সঙ্গেই ঐকমত্য প্রকাশ করেছিলেন (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا-এর দ্বারাও এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেমন হাফিয ইব্ন হাজার, ইবনুল-কায়্যিম প্রমুখ ব্যক্ত করেছেন)। কিন্তু হযরত উমর (রা.) ও সা'দ ইব্ন মু'আয (রা.)-এর বিরোধিতা করেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, হে রাসূল! এসব বন্দী কুফরের ইমাম ও মুশরিকদের নেতা। (এদেরকে হত্যা করা হলে কুফর ও শির্কের মাথা ভেঙ্গে যাবে। সমস্ত মুশরিকের উপর ভীতি ছড়িয়ে পড়বে। ভবিষ্যতে মুসলিমগণকে কষ্ট দেওয়ার এবং মহান আল্লাহ্র পথে বাধা দেওয়ার হিম্মত তাদের থাকবে না)। এর দ্বারা মহান আল্লাহ্র সম্মুখে মুশরিকদের প্রতি আমাদের চরম ঘৃণা ও পরিপূর্ণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ হয়ে যাবে যে, আমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে নিজ আত্মীয়-স্বজন ও আর্থিক সুবিধার কোন পরওয়া করিনি। তাই আমার ভাল মনে হয়, এ বন্দীদের মধ্যে যারা আমাদের যার আত্মীয় ও আপনজন সে তাকে হত্যা করবে। মোট কথা, আলোচনা-পর্যালোচনার পর আবূ বকর (রা.)-এর পরামর্শই গৃহীত হল। কেননা, সেদিকেই রায় বেশী পড়েছিল এবং খোদ নবী করীম (সা.) স্বভাবগত মমতা ও দয়ার কারণে সেদিকেই ঝোঁকা ছিলেন। এমনিতেও নৈতিক ও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণে সাধারণ অবস্থায় সে রায়ই বেশী সঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু ইসলাম তখন যে পরিস্থিতির উপর দিয়ে চলছিল, সে দৃষ্টে তখন কাফিরদের মুকাবিলায় প্রচণ্ড কোমরভাঙ্গা আচরণ করাই ছিল সময়ের দাবী। তের বছরের নির্যাতিত মুসলিমগণের জন্য শয়তানের পূজারীদের উপর একথা প্রমাণ করে দেওয়ার এটাই ছিল প্রথম সুযোগ যে, তোমাদের পারস্পরিক আত্মীয়তা, ধন ও জনবল, সামরিক শক্তি কোন কিছুই তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্র তরবারি হতে রক্ষা করতে পারে না। প্রথমেই যালিম মুশরিকদেরকে একবার ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিতে পারলে পরে নম্র আচরণ ও আত্মীয়ের প্রতি সদয় ব্যবহার করার অনেক সুযোগ পাওয়া যেত এবং তা আরও বেশী ফলপ্রসূ হত। অন্যদিকে সত্তরজন মুসলিম নিহত হবে– একথার উপর রাযী হওয়া মা'মুলী বিষয় ছিল না। তাই এ রায়কে গ্রহণ করা তখনকার স্বার্থ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় আল্লাহ্র মনঃপূত ছিল না। আয়াত مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ-এর মাঝে তাঁর এই অপসন্দের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটাকে সাহাবায়ে কিরামের কঠিন ইজতিহাদী ও চিন্তাগত ভুল সাব্যস্ত করা হয়েছে। যারা আর্থিক সুবিধার দিকে লক্ষ্য করে এর সঙ্গে

(٦٨) لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

৬৮. পূর্ব হতে আল্লাহ্ কর্তৃক লিপিবদ্ধ একটি বিষয় যদি না থাকত, তবে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত।[৭৬]

ঐকমত্য প্রকাশ করে তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে- تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার নশ্বর সামগ্রীর দিকে তাকাচ্ছ, অথচ মু'মিনের লক্ষ্য থাকা উচিত আখিরাতের প্রতি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের কাজ স্বীয় কুদরত ও ক্ষমতা বলে বাহ্য আসবাব-উপকরণ ছাড়াই সম্পন্ন করতে পারেন। যা হোক, মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়াকে তখনকার পরিস্থিতি দৃষ্টে কঠিন ভুল সাব্যস্ত করা হয়েছে। একথা মনে রাখতে হবে যে, রিওয়ায়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে কেবল এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, কেবল দয়া ও আত্মীয়তা রক্ষার তাগিদেই তাঁর ঝোঁক এ রায়ের দিকে ছিল। তবে কতিপয় সাহাবী আর্থিক সুবিধাকে লক্ষ্য করে এবং তাদের অধিকাংশ অন্যান্য দীনী স্বার্থ ও নৈতিকতার অনুপ্রেরণায় সেই সঙ্গে আর্থিক সুবিধাকেও সামনে রেখে এ মত প্রকাশ করছিলেন। অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শে আংশিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে আর্থিক লাভের দিকটি অবশ্যই বিবেচিত হয়েছিল। যে কোনও পর্যায়ে আর্থিক লাভের চিন্তায় বুগ্য ফিল্লাহ্ (আল্লাহ্র জন্য দুশমনী)-এর মাঝে ত্রুটি করা এবং মূল উদ্দেশ্য 'জিহাদ'-এর মাঝে অবহেলা প্রদর্শন করা, সেই সঙ্গে স্বেচ্ছায় সত্তর জন মুসলিমের নিহত হওয়াকে স্বীকার করে নেওয়াকে সাহাবায়ে কিরামের মত নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের সম্মান-মর্যাদার পরিপন্থী গণ্য করা হয়েছে। এজন্যই আলোচ্য আয়াতসমূহে কঠিন তিরস্কার মিশ্রিত ভংগি অবলম্বন করা হয়েছে। হাদীছে আছে, এক যুদ্ধে এক সাহাবীর মাথা যখম হয়ে যায়। তার গোসলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মাথায় পানি ব্যবহার তার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ছিল। সঙ্গীদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললেন, পানির বর্তমানে আমরা তোমার জন্য অন্য কোন সুযোগ দেখছি না। তিনি গোসল করলেন এবং মারা গেলেন। বিষয়টি যখন প্রিয়নবী (সা.) জানতে পারলেন, বললেন, قتلوه قتلهم الله 'তারা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন।' এতদদ্বারা বুঝা যায়, ইজতিহাদী ভুল যদি অতি স্পষ্ট ও বিপজ্জনক হয়, তবে তজ্জন্য তিরস্কার করা যায়। কেননা, তখন ধরে নেওয়া যায় মুজতাহিদ তার ইজতিহাদী শক্তি পুরোপুরি প্রয়োগ করতে ত্রুটি করেছে।

বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ দানে ত্রুটি হওয়া সত্ত্বেও শাস্তি না দেওয়ার কারণ

৭৬. অর্থাৎ এমনিতে এ ত্রুটি এমন ছিল যে, যারা পার্থিব সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করে এরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন, তারা কঠিন শাস্তির উপযুক্ত ছিলেন, কিন্তু শাস্তিদানের জন্য এমন একটি জিনিস বাধা ছিল, যার সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই নিয়ে রেখেছিলেন। কী সে জিনিস? নিম্ন-বর্ণিত বিষয়গুলোর যে কোনটি হতে পারে- (ক) এরূপ ইজতিহাদী ভুলের কারণে মুজতাহিদকে শাস্তি দেওয়া হবে না, (খ) যে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার আদেশ বা নিষেধ যতক্ষণ না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা করলে তিনি শাস্তি দান করেন না, (গ) বদর যুদ্ধের মুজাহিদগণের ভুল-ত্রুটি আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন, (ঘ) ভুলবশত যে পদ্ধতি আগেভাগেই অবলম্বন করা হয়েছিল অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া, তা যে পরবর্তীতে অনুমোদিত হবে, তা মহান আল্লাহ্র জ্ঞানে স্থিরীকৃত ছিল। ইরশাদ হয়েছে- فَاِمَّا مَنًّاۢ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً 'এর পর হয় অনুগ্রহ, নয়ত মুক্তিপণ' (৪৭ : ৪), (ঙ) এটাও গৃহীত সিদ্ধান্ত যে, যতক্ষণ নবী করীম (সা.)-এর অবস্থিতি তাদের মধ্যে থাকবে বা তারা নিষ্ঠার সাথে ইস্‌তিগ্‌ফার করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি আসবে না, (চ) বন্দীদের অনেকের ভাগ্যে ইসলাম গ্রহণ লেখা ছিল। মোদ্দা কথা, এ ধরনের কোন বাধা যদি না থাকত, তবে ত্রুটি এত বড় ও জঘন্য ছিল যে, তজ্জন্য কঠোর শাস্তি নাযিল হওয়ারই কথা ছিল। হাদীছে আছে, এ হুশিয়ারী বাণীর পর এ ধরনের ভুলের কারণে যে ভয়াবহ শাস্তি আসতে পারত, তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অতি কাছে এনে দেখানো হয়। সে যেন উক্ত হুশিয়ারী বাণীকে আরও জোরদার ও ক্রিয়াশীল করার একটা পন্থা ছিল। তিনি সে দৃশ্য দেখে কাঁদতে লাগলেন। উমর (রা.) কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমার সামনে তাদের শাস্তি তুলে ধরা হয়েছে, যা তাদের উপর আপতিত হত– যদি না উপরিউক্ত বাধা থাকত। মনে রাখতে হবে তাঁর সামনে এ আযাব তুলে ধরা হয়েছিল ঠিক সেই রকমের, যেমন সূর্যগ্রহণের সালাত আদায়কালে জান্নাত-জাহান্নামকে কিবলার দিকের দেওয়ালে চিত্রিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ সম্ভাব্য সেই শাস্তির নমুনা তাঁকে দেখাবার ছিল, ব্যস, তাই করা হয়েছে।

(٦٩) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۟

(٧٠) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۟

(٧١) وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۟

৬৯. যুদ্ধে যে হালাল ও উত্তম গনীমত তোমরা লাভ করেছ, তা তোমরা ভোগ কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৭৭]

৭০. হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত বন্দীদেরকে বল, আল্লাহ্‌ যদি তোমাদের অন্তরে ভাল কিছু দেখেন, তবে তোমাদের নিকট হতে যা নেওয়া হয়েছে তা হতে উত্তম কিছু তিনি তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্‌ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭১. আর তারা যদি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে চায়, তবে পূর্বেও তো তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তারপর তিনি তাদেরকে ধরিয়ে দেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৭৮]

---

৭৭. উপরিউক্ত তিরস্কার ও ধমকের ফলে মুসলিমগণ ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তারা মনে করলেন গনীমতের মাল আর স্পর্শ করা উচিত নয়। বন্দীদের মুক্তিপণও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ আয়াতে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, তা মহান আল্লাহ্‌র দান, স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করতে পার। হাঁ, জিহাদ করতে গিয়ে গনীমতের মাল ইত্যাদিকেই লক্ষ্যবস্তু বানানো বা এতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়, যদ্দরুন উচ্চতর লক্ষ্য ও সামগ্রিক কল্যাণে ঔদাসীন্য দেখা দেয়। সন্দেহ নেই, সাময়িক স্বার্থ ও পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তোমরা ভুল পন্থা অবলম্বন করে ফেলেছ, কিন্তু তাই বলে সম্পদের মধ্যে তো আর কোন দোষ নেই। আল্লাহ্‌কে ভয় করে চললে তিনি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

৭৮. কতিপয় কয়েদী নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিল (যেমন হযরত 'আব্বাস (রা.) প্রমুখ। তাদের বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্‌ দেখবেন, তোমাদের অন্তরে বাস্তবিকই ঈমান ও বিশ্বাস আছে কিনা। থাকলে এখন তোমাদের থেকে যে মুক্তিপণ নেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশী ও উৎকৃষ্ট কিছু তিনি তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদের পেছনের সব পাপ মোচন করবেন। কিন্তু ইসলাম প্রকাশ দ্বারা যদি নিছক নবীকে ধোঁকা দেওয়া উদ্দেশ্য হয় বা প্রতারণা করার

(৭২) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن
شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا
عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

৭২. যারা ঈমান এনেছে, গৃহ ত্যাগ করেছে, নিজের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছে এবং যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে, তারা একে অন্যের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু গৃহ ত্যাগ করেনি, তাদের বন্ধুত্বের কিছু প্রয়োজন তোমাদের নেই– যাবত না তারা গৃহ ত্যাগ করে। তারা যদি দীন সম্বন্ধে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।[৭৯]

ইচ্ছা থাকে, তবে পূর্বে কৃত প্রতারণার যে শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছ ভবিষ্যতেও তদ্রূপ শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে। পূর্বেকার প্রতারণা বলতে 'আলাস্তু বিরাব্বিকুম' (আমি কি তোমাদের রব্ব নই?)-এর অংগীকার ভংগ করে তারা যে কুফর ও শির্ক অবলম্বন করেছিল, তাই অথবা যেসব বনূ হাশিম আবূ তালিবের সাথে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাহায্য-সহযোগিতা করতে ঐকমত্য প্রকাশ করেছিল, তারা তা পরিত্যাগ করে যে বদর যুদ্ধে কাফিরদের সাথে মিলে যুদ্ধে যোগদান করেছিল, তাই বুঝান হয়েছে, যার পরিণতিতে আজ তাদেরকে কিভাবে মুসলিমগণের হাতে বন্দী হতে হয়েছে। কাজেই, সাবধান! মহান আল্লাহ্‌র কাছে নিজ মনের ইচ্ছা ও গোপন অভিপ্রায় গোপন করতে পারবে না। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লিখেন, মহান আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণ হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে, তারা বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়, আর যারা গ্রহণ করেনি, তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়।

দারুল-হার্ব ও দারুল-ইসলামের মুসলিমগণের মধ্যে যুদ্ধ ও সন্ধির বিধানে পার্থক্য

৭৯. কয়েদীদের মধ্যে কিছু এমনও ছিল, যারা অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হিজরত করতে পারেনি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে বদর যুদ্ধে কাফিরদের সাথে শরীক থাকতে হয়েছে। এরূপ মুসলিমগণের কী বিধান তা এ আয়াতে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লিখেন, রাসূলে কারীম

(৭৩) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ۝

৭৩. যারা কাফির, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমরা এটা না করলে দেশে ফিতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দেবে।৮০

(সা.)-এর সাহাবী দু রকমের ছিলেন– মুহাজির ও আনসার। যারা দেশ ও জ্ঞাতি পরিত্যাগ করেছিলেন, তারা মুহাজির। আর যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন ও সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন তারা আনসার। এ দুই দলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ভ্রাতৃ-বন্ধন স্থাপিত করে দিয়েছিলেন। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে যত মুসলিম উপস্থিত, তাদের সকলের সন্ধি ও যুদ্ধ এক। এদের মিত্র সকলেরই মিত্র, এদের শত্রু সকলেরই শত্রু। বরং হিজরতের শুরু ভাগে উক্ত ভ্রাতৃবন্ধনের ভিত্তিতে একজন অপর জনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হত। যে মুসলিম নিজ দেশেই থেকে গেছে, যেখানে কাফিরদের আধিপত্য অর্থাৎ যারা দারুল-হার্ব থেকে হিজরত করেনি, তাদের যুদ্ধ ও সন্ধিতে দারুল-ইসলামের আনসার-মুহাজির কোন মুসলিমই শরীক নয়। দারুল-হারবের মুসলিমগণ যদি কোন কাফির গোষ্ঠীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়, তবে দারুল-ইসলামের স্বাধীন মুসলিমগণ তা মানতে বাধ্য নয়। বরং তারা ভাল মনে করলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে। হাঁ, একথা ঠিক যে, দারুল-হারবের মুসলিমগণ যখন কোন দীনী বিষয়ে স্বাধীন মুসলিমগণের সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন নিজ সাধ্য অনুযায়ী তাদের সাহায্য করা কর্তব্য। কিন্তু যাদের সঙ্গে স্বাধীন দেশের মুসলিমগণ সন্ধিবদ্ধ আছে, তাদের বিরুদ্ধে সে সন্ধির মেয়াদের মধ্যে দারুল-হারবের মুসলিমগণের কিছুতেই সাহায্য করা যাবে না। অনুরূপ মুহাজির ও আসনারগণের মধ্যে পরস্পরের উত্তরাধিকারের যে বিধান দেওয়া হয়েছিল, তাতেও দারুল-হারবের মুসলিমগণ শামিল ছিল না।

৮০. অর্থাৎ কাফির ও মুসলিমের মধ্যে না প্রকৃত বন্ধত্ব আছে, না তাদের একে অন্যের ওয়ারিস হতে পারে। হাঁ, একজন কাফির অপর কাফিরের বন্ধু বটে এবং ওয়ারিসও। বরং তোমাদের সাথে শত্রুতা করতে দুনিয়ার তাবত কাফির এক ও অভিন্ন। তারা যেখানেই পাবে দুর্বল মুসলিমকে উৎপীড়ন করবে। কাজেই, এর বিপরীতে এক মুসলিম যদি অপর মুসলিমের বন্ধু ও সাহায্যকারী না হয় বা দুর্বল মুসলিম যদি নিজেকে স্বাধীন মুসলিমদের বন্ধুত্বে আনয়নের চেষ্টা না করে, তবে কঠিন বিপর্যয় ও মারাত্মক ফিতনা দেখা দেবে। অর্থাৎ দুর্বল মুসলিমের নিরাপত্তা থাকবে না, তার ঈমান পর্যন্ত বিপদের মুখে থাকবে।

(٧٤) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ
اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

(٧٥) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُو
لُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে, গৃহ ত্যাগ করেছে ও আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই খাঁটি মুসলিম। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজন জীবিকা।[৮১]

৭৫. যারা পরে ঈমান এনেছে, গৃহ ত্যাগ করেছে ও তোমাদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহ্‌র বিধানে নিজেরা একে অন্যের বেশী হকদার।[৮২] নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে অবগত।[৮৩]

---

৮১. অর্থাৎ দুনিয়ায়ও এবং আখিরাতেও। যারা ঘরে বসে আছে, তাদের চেয়ে নেতার সঙ্গে বের হয়ে পড়া মুসলিমগণ উত্তম। আখিরাতে তাদের জন্য অনেক বড় বখশিশ আছে, আর দুনিয়ার সম্মানজনক জীবিকা, অর্থাৎ গনীমত ও অন্যান্য উন্নতমানের অধিকার।

আল্লাহ্‌র বিধানের আত্মীয়গণ মীরাছের বেশী হকদার হবে

৮২. অর্থাৎ পরবর্তীতে যত লোকই মুহাজিরগণের মধ্যে শামিল হবে, তারা বিধি-বিধানের দিক থেকে প্রথম মুহাজিরগণের সমপর্যায়ে এসে যাবে। হিজরত আগে-পরে হওয়ার কারণে যুদ্ধ ও সন্ধি বা উত্তরাধিকার ইত্যাদির বিধানে কোন তারতম্য ঘটবে না। হাঁ, পুরানো মুহাজিরগণের কোন আত্মীয় যদি পরে ইসলাম গ্রহণ করে বা পরে হিজরত করে, তাদের সাথে যোগ দেয়, তবে সে সেই পুরানো মুহাজিরের মীরাছের বেশী হকদার হবে, যদিও পুরানো বন্ধুত্ব অন্যদের সাথে রয়েছে।

৮৩. তিনিই জানেন কার অধিকার কী পরিমাণ হওয়া উচিত। কাজেই, তাঁর বিধি-বিধানের ভিত্তি সম্পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর।

সূরা তাওবা

১২৯ আয়াত, ১৬ রুকূ', মাদানী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ॥

(١) بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖۤ اِلَى الَّذِيۡنَ عٰهَدْتُّمۡ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَؕ

১. আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ হতে সেই সব মুশরিককে স্পষ্ট জওয়াব,[১] যাদের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি হয়েছিল।

সূরা আনফালের সাথে এ সূরার যোগসূত্র এবং উভয় সূরার বিষয়বস্তু

১. সূরা আনফাল হিজরতের প্রথম দিকে এবং সূরা বরায়াত শেষ দিকে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিয়ম ছিল পাক কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হলে বলে দিতেন, এটাকে অমুক সূরার অমুক স্থানে বসাও। কিন্তু সূরা তাওবা বা বরায়াত-এর আয়াতসমূহ সম্পর্কে তিনি এরূপ কিছু বলেননি। এর দ্বারা বুঝা যায়, তা একটি পৃথক সূরা। অন্য কোন সূরার অংশ নয়। কিন্তু সাধারণ নিয়ম ছিল, কোন নতুন সূরা নাযিল হলে তা অন্য সূরা হতে পৃথক করার জন্য শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ্'সহ নাযিল হত। সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ আসেনি। ফলে বুঝা যায়, তা স্বতন্ত্র সূরা নয়। এসব দিকে লক্ষ্য করে কুরআন মাজীদের উছমানী কপিতে এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লেখা হয়নি। তবে লিখতে গিয়ে এ সূরা ও সূরা আনফালের মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা রাখা হয়। যাতে সম্পূর্ণরূপে আলাদা সূরাও বুঝা না যায়, আবার অন্য সূরার অংশও না হয়। বাকি এ সূরাকে আনফালের অব্যবহিত পর স্থান দেওয়ার কারণ এই যে, সূরা আনফাল আগে নাযিল হয়েছে; অকারণে তাকে পরে কেন নেওয়া হবে? আবার উভয় সূরার আলোচ্য বিষয় এতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরস্পর জড়িত যে, সূরা বরায়াতকে সূরা আনফালের পরিশিষ্ট বলা যেতে পারে। সূরা আনফালের পুরোটাই বদর যুদ্ধ ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্বলিত। বদর দিবসকে কুরআন মাজীদ 'ইয়াওমুল-ফুরকান' (পার্থক্যকারী দিবস বা মীমাংসার দিন) নাম দিয়েছে। কেননা, এ

দিনটি সত্য ও মিথ্যা, ইসলাম ও কুফর এবং তাওহীদপন্থী ও অংশীবাদীদের পজিশান সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে দেখিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বদরের যুদ্ধ খালিস ইসলামের বিশ্বজনীন ও শক্তিশালী ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের ভিত্তিপ্রস্তর ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন-কার্য ছিল। 'কাফিররা একে অপরের বন্ধু' (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) -এই চিরাচরিত নিয়মের বিপরীতে সূরা আনফালের উপসংহারে যেই খাঁটি ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে বলা হয়েছিল– 'যদি তোমরা তা না কর, তবে দেশে ফিতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দেবে (الاتفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد كبير) তার সুস্পষ্ট দাবী যে, সে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের জন্য দুনিয়ায় বাহ্যিকভাবেও একটা শক্তিশালী কেন্দ্র থাকতে হবে। বলা বাহুল্য, সেটা জাযীরাতুল-আরব (আরব উপদ্বীপ)-এর বাইরে হতে পারে না, যার মূল কেন্দ্র মক্কা মুআয্যমা।

আনফালের শেষে এও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, যে সব মুসলিম মক্কা মুকাররমা ও অন্যান্য স্থান হতে হিজরত করে আসেনি এবং কাফিরদের ছায়াতলে জীবন যাপন করছে, দারুল-ইসলামের স্বাধীন মুসলিমগণের উপর তাদের বন্ধুত্ব রক্ষার কোন দায়-দায়িত্ব নেই (مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا)। হাঁ, যথাসাধ্য তাদের দীনী সাহায্য করা কর্তব্য। এর থেকে একথা বের হয়ে আসে যে, ইসলামী বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বকে দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য ইসলামের কেন্দ্রস্থলে দু'টি বিষয়ের একটি না একটি অবশ্যই হতে হবে ঃ (ক) হয় সমগ্র আরবের মুসলিমগণ দেশ ত্যাগ করে পবিত্র মদীনায় এসে যাবে এবং অবাধে ইসলামী ভ্রাতৃত্বে শামিল হয়ে পড়বে, অথবা (খ) স্বাধীন মুসলিমগণ সাহসিকতাপূর্ণ ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে কুফ্রের শক্তি চূর্ণ করে জাযীরাতুল-আরবে এমন পরিবেশ গড়ে তুল্বে, যাতে কোন মুসলিমের আর হিজরত করার প্রয়োজনই বাকি না থাকে। অর্থাৎ প্রায় পুরা আরব উপদ্বীপই খাঁটি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এমন সুরক্ষিত কেন্দ্র ও অবিমিশ্র আবাসভূমি বনে যাবে, যার সঙ্গে বিশ্ব-ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অত্যন্ত দৃঢ় ও গৌরবিত ভবিষ্যত সম্পৃক্ত থাকতে পারে। এই দ্বিতীয় পন্থাই এমন ছিল, যা দ্বারা নিত্য নতুন ফিতনার মূলোৎপাটন হতে পারত। এর দ্বারাই ইসলামের কেন্দ্রস্থল কাফিরদের অভ্যন্তরীণ ফিতনা হতে বিলকুল পাক সাফ হয়ে এবং ভবিষ্যতের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিপর্যয় হতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে সমগ্র বিশ্বকে আপন নিখিল ভ্রাতৃত্বের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের আহ্বান জানাতে পারত। এই পবিত্র ও মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মুসলিমগণ দ্বিতীয় হিজরীতে বদর প্রান্তর অভিমুখে তার প্রথম কদম রেখেছিল, যা শেষ পর্যন্ত ৮ হিজরীতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে পরিণতিতে পৌঁছে। ইসলামের প্রচার বা হিফাযতের পথে যেসব ফিতনা অন্তরায় সৃষ্টি করে যাচ্ছিল পবিত্র মক্কা বিজয় তার মূলে কুঠারাঘাত হানে। তবে 'যুদ্ধ কর যাবত না ফিতনা নির্মূল হয়' (وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ) –এ আদেশ পালনার্থে

(২) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ○

২. কাজেই, তোমরা দেশে চার মাসকাল পরিভ্রমণ করে লও এবং জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না এবং এটাও যে, আল্লাহ্‌ কাফিরদের লাঞ্ছনাকারী।[২]

দরকার ছিল ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কেন্দ্রস্থল ও ইলাহী হুকূমতের বিকাশভূমি (জাযীরাতুল-আরব)-কে ফিতনা-ফাসাদের জীবাণু হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে ফেলা, যাতে সেখান থেকে নিখিল বিশ্বে দীনে ইসলাম ও সত্যিকারের সভ্যতা-সংস্কৃতির দাওয়াত দেওয়ার সময় প্রায় গোটা জাযীরাতুল-আরব একাত্ম ও এক সুর বিশিষ্ট থাকে এবং অভ্যন্তরীণ কোন দুর্বলতা বা বিশৃংখলা বাইরের বাধা-বিপত্তির সাথে মিলে এ পবিত্র মিশনের কোন ক্ষতিসাধন করতে না পারে। কাজেই, জাযীরাতুল-আরবকে সর্ব প্রকার দুর্বলতা ও ফিতনা-ফাসাদ হতে মুক্ত রাখার এবং তাকে বিশ্বজনীন ইসলামী দাওয়াতের উচ্চতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্রস্থলকে নির্ভেজাল ইসলামী রঙ্গে রঙ্গীন করে তোলা। তার হৃদয়-মন হতে সত্যের ডাক ছাড়া অন্য কোন আওয়ায বের হয়ে দুনিয়াবাসীর কানে পৌঁছতে পারবে না। গোটা উপদ্বীপ সমগ্র বিশ্বের শিক্ষক ও দিশারীতে পরিণত হবে এবং এখান থেকে চিরদিনের জন্য ঈমান ও কুফরের দ্বন্দ্ব খতম হয়ে যাবে। বস্তুত এটাই সূরা বরায়াতের আলোচ্য বিষয়ের সারকথা। কাজেই, কিছু দিনের মধ্যেই মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সত্যের শক্তিতে ইসলামের কেন্দ্র কুফরের সর্বপ্রকার ফিতনা-ফাসাদ হতে মুক্ত হয়ে যায় এবং সমগ্র আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই ব্যক্তির মত সমগ্র বিশ্বে হিদায়াতের আলো ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বিস্তার করার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়। মহান আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা। মোদ্দা কথা, সূরা আনফালে যে জিনিসের সূচনা ছিল সূরা বরায়াতে তা সমাপ্ত করা হয়েছে। তাই শেষের সাথে শুরুর যোগাযোগ হিসাবে সূরা বরায়াতকে আনফালের সাথে পরিশিষ্ট হিসাবে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। উলামায়ে কিরাম তাদের তাফসীর-গ্রন্থে আরও কিছু যোগসূত্র উল্লেখ করেছেন।

মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা

২. হিজরী ৬ সনে হুদায়বিয়া নামক স্থানে যখন রাসূলে কারীম (সা.) ও কুরায়শদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তখন খুযা'আ গোত্র মুসলিমগণের এবং বনূ বাক্‌র কুরায়শদের সাথে মিত্রতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু বনূ বাক্‌র সে সন্ধির সম্মান

(৩) وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِیْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

৩. বড় হজ্জের দিনে[৩] আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে মানুষকে শুনিয়ে দেওয়া যে, মুশরিকদের সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক থাকল না এবং তাঁর রাসূলেরও নয়। তোমরা যদি তওবা কর, তবে সেটা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি অমান্য কর, তবে জেনে রেখ, তোমরা আল্লাহ্কে কখনই হীনবল করতে পারবে না। এবং কাফিরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।[৪]

রক্ষা করেনি। তারা খুযাআ গোত্রের উপর হামলা করে বসে। কুরায়শরাও অস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা হানাদারদের সহযোগিতা করে। এভাবে কুরায়শ ও তাদের মিত্র উভয়ে হুদায়বিয়ার সন্ধি লংঘন করে। এর জওয়াবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হিজরী ৮ সনে পবিত্র মক্কা অভিযান করেন এবং অতিসহজেই নগর দখল করে নেন। উপরিউক্ত গোত্রগুলো ছাড়া অন্যান্য বহু আরব গোত্রের সঙ্গেও মুসলিমগণের মেয়াদী ও মেয়াদবিহীন চুক্তি ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে সে চুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আবার অনেকগুলো গোত্র এমনও ছিল, যাদের সঙ্গে কোনরূপ চুক্তি ছিল না। আলোচ্য সূরার বিভিন্ন আয়াত উল্লেখিত বিভিন্ন রকমের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ। প্রথমদিকের আয়াতগুলোর সম্পর্ক খুব সম্ভব সেই সব মুশরিকের সঙ্গে, যাদের সাথে চুক্তি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মেয়াদ নির্ধারিত ছিল না। তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ভবিষ্যতে আমরা আর সে চুক্তি বহাল রাখতে চাই না। তোমাদেরকে চার মাসের সুযোগ দেওয়া হলো। এর ভেতর তোমরা মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, নচেৎ দেশ ত্যাগ করে ঈমান ও তাওহীদের কেন্দ্রস্থলকে তোমাদের অস্তিত্ব হতে মুক্ত করে দাও কিংবা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হও। তবে ভাল করে মনে রেখ, তোমরা মহান আল্লাহ্র ইচ্ছাকে ব্যাহত করতেপারবে না। যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের লাঞ্ছিত করবেন। তোমরা আপন ছল-চাতুরী ও কলা-কৌশল দ্বারা তাকে ব্যর্থ করতে পারবে না। বাকি যেসব গোত্রের সঙ্গে কোনও চুক্তিই হয়নি, তাদেরও চার মাসের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকবে। এ আয়াতসহ পরবর্তী আয়াতসমূহ হিজরী ৯ সালে হজ্জের সময় হযরত আলী (রা.) আরব গোত্রসমূহের সামনে ঘোষণা করেছিলেন।

৩. হজ্জকে আকবার (বড়) বলা হয়েছে 'উমরার সঙ্গে তুলনা করে। উমরা হচ্ছে ছোট হজ্জ। يوم الحج الاكبر দ্বারা দশ তারিখ ঈদুল আযহার দিন অথবা নয় তারিখ আরাফার দিন বুঝান হয়েছে।

(٤) اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْۤا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

(٥) فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৪. তবে যেই মুশরিকদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ ছিলে, তারপর তোমাদের সাথে কোন ত্রুটি তারা করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে মেয়াদ পর্যন্ত তাদের চুক্তি পূরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সাবধানীদের পসন্দ করেন।[৫]

৫. তারপর যখন নিরাপত্তার মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, তাদের বন্দী কর, অবরোধ কর এবং সর্বত্র তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬]

---

৪. এ ঘোষণা সম্ভবত সেইসব গোত্র সম্পর্কে ছিল, যারা মেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে নিজেরাই তা লংঘন করে। বনূ বাক্র, কুরায়শ প্রভৃতি–এর অন্তর্ভুক্ত। বলা হয়েছে, এদের সাথে তার চুক্তি বাকি নেই। এরা যদি শির্ক ও কুফর হতে ওবা করে, তবে তাদের ইহকাল-পরকাল উভয় শুধরে যাবে। অন্যথায় মহান আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা (জাযীরাতুল-আরবের মুক্তকরণ), তা অবশ্যই পূরণ হবে। কোন শক্তি ও ষড়যন্ত্র তা ঠেকাতে পারবে না। সেই সঙ্গে কাফিরদেরকেও তাদের কুফর ও অপকর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এসব গোত্র যদিও হিজরী ৮ সনে পবিত্র মক্কা বিজয় হওয়ার পূর্বেই চুক্তি ভংগ করেছিল, বরং বলতে হবে তার জওয়াবেই পবিত্র মক্কা বিজিত হয়েছিল, তথাপি ৯ হিজরীতে হজ্জের সময় তাদের সম্পর্কেও ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ ধরনের যত লোক আছে, তাদের কারুর সঙ্গে কোনরূপ চুক্তি বাকি থাকল না।

৫. এ ব্যতিক্রম সেই সব গোত্রের জন্য, যাদের সঙ্গে মেয়াদী চুক্তি ছিল এবং তারা তা রক্ষা করে চলে, চুক্তি রক্ষায় কোনরূপ ত্রুটি তারা কখনও করেনি। নিজেরাও চুক্তি বিরুদ্ধ কোন কাজ করেনি, অন্যকেও সেরূপ কিছু করতে সাহায্য করেনি (যেমন বনূ দামরা, বনূ মুদলিজ প্রভৃতি গোত্র) তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়, সম্পাদিত চুক্তির

মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত মুসলিমগণ তার সম্মান রক্ষা করে চলবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোন নতুন চুক্তি সম্পাদিত হবে না। তখন তাদের জন্যও সেই পথই থাকবে, যা অন্যদের জন্য ছিল।

নিষিদ্ধ মাসসমূহে অবকাশ দেওয়ার কারণ। কালিমা পাঠকারীর সাথে তার বাহ্য অবস্থা অনুযায়ীই আচরণ হবে। সালাত ও যাকাত ত্যাগকারী সম্পর্কে বিধান।

৬. ব্যতিক্রম শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করার পর এবার উদ্দিষ্ট শ্রেণীর বিধান বলা হয়েছে যে, এসব প্রতিশ্রুতি ভংগকারীদের সঙ্গে এখন যদিও কোন চুক্তি বাকি থাকল না এবং সে দৃষ্টে এখনই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু তথাপি 'পবিত্র মাসসমূহের' মর্যাদা রক্ষার্থে তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক যুদ্ধ পরিচালনা করা যাচ্ছে না। তার কারণ এও হতে পারে যে, তখনও পর্যন্ত এসব মাসে নিজেদের পক্ষ হতে প্রথমে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ থেকে থাকবে কিংবা এমনও হতে পারে যে, সামান্য ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি পসন্দ করা হয়নি। কেননা, পুরুষানুক্রমে তারা দেখে আসছে এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। যা হোক, নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তাদের অবকাশ দেওয়া হয় যে, এর ভেতর যার ইচ্ছা নিজের ব্যবস্থা করে নিক। এরপর জাযীরাতুল-আরবকে পবিত্রকরণের খাতিরে যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর নেই। যুদ্ধে যা-কিছু হয়ে থাকে (হত্যা, গ্রেফতার, অবরোধ, কলা-কৌশল ইত্যাদি) সবই হবে। তবে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে যদি মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যার বাহ্য লক্ষণ সালাত ও যাকাত আদায়, তবে তখন আর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাদের পথ বন্ধ করার অনুমতি মুসলিমগণের জন্য নেই। বাকি তাদের অন্তরে কী আছে না আছে তা মহান আল্লাহ্ই দেখবেন। মুসলিমগণের আচরণ হবে তাদের বাহ্য অবস্থা অনুযায়ী। এ আয়াত দ্বারা জানা গেল, কোন ব্যক্তি কালিমা পড়ার পর যদি সালাত আদায় না করে, যাকাত না দেয়, তবে মুসলিমগণ তার পথ বন্ধ করতে পারে। ইমাম আহ্মদ (র.), শাফিঈ (র.) ও মালিক (র.)-এর মতে ইসলামী সরকারের কর্তব্য সালাত তরককারী তওবা না করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। ইমাম আহ্মদ (র.)-এর মতে এ মৃত্যুদণ্ড হবে মুরতাদ হিসাবে এবং ইমাম শাফিঈ (র.) ও মালিক (র.)-এর মতে সালাত তরকের শাস্তি হিসাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তাকে কঠিন বেত্রাঘাত করা হবে এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। এভাবে হয় তার মৃত্যু ঘটবে, নয় তওবা করে নিষ্কৃতি পাবে। মোদ্দা কথা, সম্পূর্ণ রেহাই কোন ইমামের মতেই পাবে না। আর যারা যাকাত দেবে না, সরকার তাদের অর্থ-সম্পদ হতে জোরপূর্বক যাকাত উসূল করবে। যদি তারা সম্মিলিতভাবে সরকারের মুকাবিলা করে, তবে তাদের সোজা পথে আনয়নের জন্য যুদ্ধই করা হবে। এরূপ যাকাত অনাদায়কারীদের বিরুদ্ধে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যুদ্ধ করেছিলেন। হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে সে ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ।

(٦) وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ
ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

(٧) كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَّا الَّذِ
يْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৬. কোনও মুশরিক যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তুমি তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে মহান আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায়। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। এটা এই জন্য যে, তারা জ্ঞানের অধিকারী নয়।[৭]

৭. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে মুশরিকদের জন্য কী করে চুক্তি বলবত থাকতে পারে? তবে যাদের সঙ্গে তোমরা মসজিদুল-হারামের পার্শ্বে চুক্তি সম্পন্ন করেছিলে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে সরলতা বজায় রাখবে, ততক্ষণ তোমরাও তাদের সঙ্গে সরল থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সাবধানীদের পসন্দ করেন।

---

৭. পূর্বে বলা হয়েছিল, কুফর হতে তওবা করে ইসলামে দাখিল হলে নিরাপদ হয়ে যাবে। এখন কারও ক্ষেত্রে এমন হতে পারে, ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী তার জানা নেই। এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ ও সংশয় নিরসনের জন্য সে মুসলিমগণের কাছে আসতে চায়। তার ব্যাপারে নির্দেশ কী? তাই বলা হয়েছে, তাকে নিজ আশ্রয়ে গ্রহণ করে মহান আল্লাহ্‌র বাণী ও ইসলামের শিক্ষা ও দলীল-প্রমাণ শোনাও। যদি গ্রহণ না করে, তবে তাকে হত্যা করো না, বরং নিরাপদ কোন স্থানে পৌঁছে দাও, যেখানে পৌঁছলে সে নিরাপদ ও নিরুপদ্রব হয়ে যাবে। তারপর সে অন্যান্য কাফিরদের কাতারে চলে যাবে। এই নিরাপত্তা প্রদানের নির্দেশ এই জন্য যে, ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী ও তার স্বরূপ তাদের জানা নেই। কাজেই, তাদের সামনে সত্যকে সমুজ্জ্বল করে তুলে ধরতে হবে। তারপরও যদি হঠকারিতা প্রদর্শন করে, তবে تبين الرشد من الغى (বিভ্রান্তি হতে হিদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া)-এর পর দীনের মাঝে কোন যবরদস্তি নেই।

(৮) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ○

৮. কী করে চুক্তি থাকবে, যেখানে তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তা ও অংগীকারের কোন মর্যাদা তারা দেয় না? তারা মুখের কথায় তোমাদের খুশী করে, কিন্তু তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশই অংগীকার ভংগকারী।[৮]

মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কারণ

৮. পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল এস্থলে তার তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। এই আরব মুশরিকদের সাথে কিসের চুক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতে তাদের সাথে আর কিসের সন্ধি স্থাপিত হতে পারে, যাদের আচার-আচরণ তোমাদের সাথে সম্পূর্ণ নীতি-বিবর্জিত! কখনও যদি তোমাদের উপর তারা বিন্দু মাত্র সুযোগ লাভ করে, তবে উৎপীড়ন ও ক্ষতি সাধনে তারা না কোন আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে, না কথা ও কড়ারের মর্যাদা দেয়। ঘটনাক্রমে তোমাদের উপর তাদের সে সামর্থ্য ও সুযোগ নেই, তাই কেবল মৌখিক ওয়াদা-অংগীকার দিয়ে তোমাদের খুশী রাখতে চায়। নচেৎ তাদের অন্তর এক মিনিটের জন্যও সে অংগীকারে সম্মত নয়। অনুক্ষণ সে অংগীকার ভংগের সুযোগ সন্ধান করে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিশ্বাসঘাতক ও ওয়াদাখেলাফী। দু-একজন যদি ওয়াদা রক্ষার চিন্তা করেও, তা সংখ্যাধিক্যের মুকাবিলায় কোন কাজে আসে না। মোট কথা, এরূপ প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক সম্প্রদায়ের সাথে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কিসের চুক্তি হতে পারে? অবশ্য যেসব গোত্রের সঙ্গে তোমরা বিশেষভাবে মসজিদুল-হারামের পার্শ্বে বসে চুক্তি সম্পন্ন করেছ, তোমরা তা ভংগের সূচনাকারী হয়ো না। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তা রক্ষা করে সোজা পথে চলবে, ততক্ষণ তোমরাও তাদের সঙ্গে সোজাসুজি চল এবং সাবধানে থাক, যাতে এমন কোন তুচ্ছ আচরণও তোমাদের দ্বারা ঘটে না যায়, যা দ্বারা ওয়াদা ভংগের আবিলতায় তোমাদের চারিত্রিক পবিত্রতা বিনষ্ট হয়। যারা পরিপূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করে, তারাই মহান আল্লাহ্র প্রিয়। কাজেই, বনূ কিনানা প্রভৃতি গোত্র প্রতিশ্রুতি ভংগ না করলে মুসলিমগণও অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও সাবধানতার সঙ্গে নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করে। সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণাকালে তাদের চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হতে আরও নয় মাস বাকি ছিল। সে নয় মাসও চুক্তির সম্মান রক্ষা করা হয়।

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ (৯)
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝ (১০)

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ (১১)
ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

৯. তারা অল্প মূল্যে আল্লাহ্র আদেশ বেচে দিয়েছে, তদুপরি বাধা দিয়েছে আল্লাহ্র পথে। তারা যা করছে তা নেহায়েত মন্দ।[৯]

১০. তারা কোনও মুসলিমের ব্যাপারে আত্মীয়তা ও অংগীকারের কোনও মর্যাদা দেয় না। তারাই সীমালংঘনকারী।[১০]

১১. যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে শরী'আতের বিধানে তারা তোমাদের ভাই।[১১] যারা জ্ঞানবান, তাদের জন্য আমি বিধানাবলী বিস্তারিত বিবৃত করি

---

৯. অর্থাৎ এ মুশরিকরা এমনই লোক যে, তারা তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থে ও নিজেদের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করার খাতিরে মহান আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ ও আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করতে ইতস্তত করেনি। তারা নিজেরাও মহান আল্লাহ্র পথে চলেনি, অন্যদেরও চলতে বাধা দিয়েছে। এরূপ গর্হিত ও ন্যক্কারজনক কাজে যারা লিপ্ত, এতটুকু আল্লাহ্র ভয় যাদের নেই, তারা ওয়াদা ভংগের পরিণামকে কী ভয় করবে এবং কতটুকু তারা নিজ কথা ও প্রতিজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে?

১০. অর্থাৎ কেবল তোমাদের সাথেই নয়, বরং মুসলিম নাম শুনলেই ওদের গাত্রদাহ শুরু হয়। কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তারা তার ক্ষতি করার জন্য আত্মীয়তা ও কথার মূল্য সব শিকেয় তুলে রাখে। এ ব্যাপারে তাদের যুলুম ও বাড়াবাড়ির মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

১১. অর্থাৎ এখনও যদি কুফর হতে তওবা করে দীনী বিধান (সালাত, যাকাত ইত্যাদি) পালনে যত্নবান হয়, তবে কেবল ভবিষ্যতের জন্য নিরাপত্তা লাভ করবে তাই নয়, বরং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেইসব অধিকারও লাভ করবে, যা অন্যান্য মুসলিমগণ লাভ করে থাকে। যা কিছু অন্যায়-অপকৃতি ও বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বে করেছে সব ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লিখেন, আয়াতে যে বলা হয়েছে শরীআতের বিধানে তারা তোমাদের ভাই, এর দ্বারা বুঝা যায়, যার কার্যকলাপ দ্বারা মনে হয় সে প্রকাশ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। অন্তরে বিশ্বাস নেই, তাকে বাহ্য হুকুম-আহকামেই মুসলিম ধরা হবে, বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হবে না।

(১২) وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ۝

(১৩) اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১২. তারা যদি নিজেরা অংগীকার করার পর নিজেদের শপথ ভংগ করে এবং তোমাদের দীনের নিন্দা করে, তবে কুফরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যুদ্ধ কর, নিশ্চয়ই তাদের শপথ কোন শপথই নয়, যাতে তারা নিবৃত্ত হয়।[১২]

১৩. তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজ শপথ ভংগ করেছে ও রাসূলকে বহিষ্কার করার দুরভিসন্ধি নিয়েছে? এবং তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? বস্তুত আল্লাহ্‌কেই বেশী ভয় করা উচিত-যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।[১৩]

---

১২. অর্থাৎ যদি ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি ভেংগে ফেলে (যেমন বনূ বাক্‌র চুক্তি লংঘন করে বনু খুযাআর উপর হামলা চালায় এবং কুরায়শও সে হানাদারদের সাহায্য করে) এবং কুফ্‌র হতে নিবৃত্ত না হয়ে উল্টো সত্য দীন সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ও স্পর্ধামূলক ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত থাকে, তবে বুঝে নেবে এ ধরনের লোক কুফ্‌রের সর্দার ও নেতা। তাদের তৎপরতা দেখে ও তাদের কথা শুনে বহু দুশ্চরিত্র ও নির্বোধ প্রকৃতির লোক তাদের অনুসারী হয়ে যায়। এরূপ দলপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তাদের কোন কথা ও শপথ এবং ওয়াদা ও অংগীকার আর বাকি থাকেনি। তোমাদের হাতে কিছুটা শাস্তি পেয়ে তারা অন্যায় ও অবাধ্যতা হতে নিবৃত্ত হলেও হতে পারে।

১৩. কুরায়শরা চুক্তি ও অংগীকার ভেঙ্গে ফেলেছিল। কারণ, চুক্তির বিরুদ্ধে তারা বনূ খুযাআর মুকাবিলায় বনূ বাক্‌রকে সাহায্য করে। হিজরতের আগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে পবিত্র মাতৃভূমি মক্কা হতে বহিস্কার করার চক্রান্ত করে এবং সে চক্রান্তের কারণেই তিনি পবিত্র মক্কাহ্‌ ছেড়ে বের হন। (اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ .....) পবিত্র মক্কাতে নিরপরাধ নিরীহ মুসলিমগণের উপর যুলুম-নির্যাতনের সূচনা করে। এবং আবূ সুফ্‌য়ানের বাণিজ্য দল নিরাপদে ফিরে গেলে তারা মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দর্পভরে বদর প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরও তারা চুক্তি ভংগের সূচনা করেছিল। কেননা, মুসলিমগণের মিত্র বনূ খুযাআর বিরুদ্ধে সর্বদা বনূ বাক্‌রকে উসকাতে থাকে এবং অস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে তাদের সাহায্য করে। শেষ পর্যন্ত মুসলিমগণ তাদের সঙ্গে লড়াই করে এবং পবিত্র মক্কা মুকাররমাকে মুশরিকদের থেকে পবিত্র করে।

(١٤) قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(١٥) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১৪. তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যাতে আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দান করেন, তাদের লাঞ্ছিত করেন, তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করেন এবং মু'মিনগণের অন্তর ঠাণ্ডা করেন।

১৫. এবং তাদের অন্তরের দাহ দূর করেন। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তওবার সুযোগ দেবেন।[১৪] আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১৫]

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا... -এর উদ্দেশ্য এই প্রতীয়মান হয় যে, যে-কোনও সম্প্রদায় এ ধরনের কার্যকলাপ করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে মুসলিমদের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়। তাদের সামরিক শক্তি ও জনবলের ভয় যদি মনে জাগে, তো মুসলিমগণের তো সবচেয়ে বেশী ভয় আল্লাহ্কেই করা উচিত। অন্তরে যখন মহান আল্লাহ্র ভয় এসে যাবে, তখন আর সব ভয় দূর হয়ে যাবে। বান্দা সর্বদা মহান আল্লাহ্র না-ফরমানী হতে দূরে থাকবে, তার শাস্তি ও গযবের ভয়ে প্রকম্পিত থাকবে -এটাই ঈমানের দাবী। লাভ-ক্ষতি সব মহান আল্লাহ্রই হাতে। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন মাখলুক কারও সামান্যতম ইষ্ট-অনিষ্টও সাধন করতে সক্ষম নয়।

জিহাদের বিধান দেওয়ার প্রকৃত রহস্য

১৪. এ আয়াতে জিহাদ বিধেয় হওয়ার আসল রহস্য ও কারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে বিগত জাতিসমূহের যে বৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে, তা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন সম্প্রদায় যখন কুফ্র ও অন্যায়-অনাচার এবং আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালামের অস্বীকৃতি ও শত্রুতায় সীমার বাইরে চলে যেত, তখন আসমান হতে তাদের উপর কোন ধ্বংসাত্মক শাস্তি নাযিল করা হত, যা দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে তাদের সব অন্যায়-অনাচার ও কুফ্রী কর্ম-কাণ্ডের অবসান হয়ে যেত। ইরশাদ হয়েছে–

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ (١٦)
يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ○

১৬. তোমরা কি মনে কর তোমরা নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে, অথচ আল্লাহ্ এখনও পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে তাদের জেনে নেননি, যারা জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ ব্যতীত আর কাউকে অন্তরংগ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। তোমরা যা করছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অবগত।[১৬]

'প্রত্যেককেই তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, তাদের কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কাউকে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেননি। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল' (আনকাবূত ঃ ৪০)। নিঃসন্দেহে এসব শাস্তি অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্তমূলক ছিল। এ ধরনের শাস্তির পর শাস্তিপ্রাপ্তদের আর দুনিয়ায় বেঁচে থেকে নিজ লাঞ্ছনা-গঞ্জনার চিত্র চোখে দেখতে হত না এবং ভবিষ্যতে তওবা করে শুধরে যাওয়ারও কোন সুযোগ তাদের থাকত না। জিহাদের বিধান প্রদানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কাফির ও হঠকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সরাসরি শাস্তি না দিয়ে বিশ্বাসী ও অনুগত বান্দাদের হাতে শাস্তি দেওয়ানো। এ পদ্ধতির শাস্তি দানের মাঝে অপরাধীদের লাঞ্ছনা ও নিষ্ঠাবানদের মর্যাদা অধিকতর নিহিত থাকে। এতে অনুগত বান্দাদের বিজয় ও সাফল্য প্রকাশ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাদের মন এই দেখে ঠাণ্ডা হয় যে, যারা গতকাল পর্যন্ত তাদেরকে হীন ও দুর্বল মনে করে যুলুম-নির্যাতন ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ চর্চার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে রেখেছিল, আজ মহান আল্লাহ্‌র রহমত ও সাহায্যে তারা তাদেরই দয়া ও কৃপা এবং ন্যায় ও ইনসাফের উপর নির্ভরশীল। কুফ্‌র ও বাতিলের শৌর্য ও বহিসৌন্দর্য দেখে যেসব সত্যপন্থী দমে গিয়েছিল বা কাফিরদের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে না পারার কারণে যে সব দুর্বল ও মযলূম মুসলিমের অন্তরে ক্ষোভ ও দুঃখ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ দ্বারা তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করছিল। সর্বোপরি খোদ অপরাধীদের পক্ষেও শাস্তিদানে এ পদ্ধতি তুলনামূলক বেশী উপকারী। কেননা, শাস্তি লাভের পরও তাদের জন্য তওবার দুয়ার খোলা রয়েছে। অসম্ভব কি পরিস্থিতি দ্বারা শিক্ষাগ্রহণ করে তাদের অনেকের তওবা নসীব হবে? বস্তুত প্রিয়নবী (সা.)-এর আমলে তাই হয়েছিল। অল্প দিনের মধ্যে সমগ্র আরব খাঁটি মনে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে নেয়।

১৫. অর্থাৎ প্রত্যেকের অবস্থা জেনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেক যুগে সময়োপযোগী বিধান প্রদান করেন।

(١٧) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ
بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝

(١٨) اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ
وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ
الْمُهْتَدِيْنَ ۝

১৭. আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ আবাদ করা মুশরিকদের কাজ হতে পারে না, যেখানে তারা নিজেদের সম্পর্কে কুফরের স্বীকারোক্তি করছে। তারা এমন, যাদের সকল কর্ম বৃথা গেছে এবং তারা অনন্তকাল আগুনের মাঝে থাকবে।

১৮. মসজিদসমূহ তো তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনে ঈমান এনেছে, সালাত কায়েম করেছে, যাকাত আদায়ে যত্নবান থেকেছে এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া কাউকে ভয় করেনি। তারা আশাবাদী যে, তারা হিদায়াত- প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৭]

---

১৬. এ আয়াতে জিহাদ বিধেয় হওয়ার আরেকটি রহস্য বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ ঈমান ও বন্দেগীর মৌখিক দাবীদার তো কতই আছে, কিন্তু যতক্ষণ না কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয়, ততক্ষণ খঁটি-ভেজাল প্রমাণিত হয় না। জিহাদের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌ পরীক্ষা করতে চান এমন মুসলিম কতজন আছে, যারা তাঁর পথে জানমাল নেছার করতে প্রস্তুত আছে এবং মহান আল্লাহ্‌, রাসূল ও মু'মিনগণ ব্যতীত আর কাউকে অন্তরংগ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে চায় না, তা তারা যত নিকটাত্মীয়ই তার হোক না কেন। এই মাপকাঠিতেই মু'মিনের ঈমান যাচাই করা যায়। যতক্ষণ না কার্যকর জিহাদ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মৌখিক জমা-খরচ দ্বারা সাফল্য অর্জন করা যায় না। কার্যও যা করা হবে তার যথাযথ খোঁজখবর আল্লাহ্‌ রাখেন। তার পেছনে সততা ও নিষ্ঠা আছে না লোক-দেখানোই সার, সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সজাগ। কর্ম যেমন হবে, তাঁর পক্ষ হতে ফলও তেমনি লাভ হবে।

মসজিদের প্রকৃত আবাদকারী কারা?

১৭. পূর্বে বলা হয়েছিল মুসলিমগণকে পরীক্ষা না নিয়ে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে না। বরং জিহাদ প্রভৃতি বড় বড় ও দৃঢ়সংকল্প নির্ভর কাজে তাদের অবিচলতা যাচাই করা হবে। দেখা হবে দুনিয়ার তাবত সম্পর্কের উপর মহান আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের দিককে তারা কতটুকু প্রাধান্য দেয়? আলোচ্য রুকূতে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্‌র

মসজিদসমূহকে প্রকৃতপক্ষে এরূপ কৃতসংকল্প মুসলিমগণই আবাদ রাখতে পারে। মসজিদের সত্যিকারের আবাদকরণ তো এই যে, তাতে এক আল্লাহ্রই ইবাদত হবে এবং তা হবে তাঁর শান মত। তাতে মহান আল্লাহ্র যিক্রকারিগণের সংখ্যা অধিক হবে, যারা অবারিতভাবে তাঁর স্মরণে লিপ্ত থাকবে। অর্থহীন ও আজেবাজে কাজ হতে সে পবিত্র স্থানকে সংরক্ষণ করা হবে। কাফির-মুশরিকদের দ্বারা এ মহান লক্ষ্য কীভাবে অর্জিত হতে পারে? দেখুন, মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে নিজেদেরকে মসজিদুল-হারামের মুতাওয়াল্লী ও খাদিম বলত, কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় খেদমত(?) ছিল এই যে, তারা পাথর দ্বারা অসংখ্য মূর্তি নির্মাণ করে কা'বার অভ্যন্তরে স্থাপিত করে রেখেছিল। তারা তাদেরই পূজা-অর্চনা করত, তাদেরই নামে নযরানা দিত ও মানত করত। অনেকে আবার বিবস্ত্র হয়ে তাওয়াফ করত। মহান আল্লাহ্র যিক্রের স্থলে শিস দিত ও করতালি বাজাত। এক মহান আল্লাহ্র সত্যিকারের উপাসকদের সেখানে ঢুকতেই দিত না। হিসাব করলে তাদের বড় ইবাদত এই-ই পাওয়া যায় যে, তারা হাজীগণের জন্য পানির, হরম শরীফের ভেতর আলোর, খানায়ে কা'বার গিলাফের ব্যবস্থা করত। কখনও প্রয়োজন দেখা দিলে কা'বার মেরামতের কাজও তারাই আনজাম দিত, কিন্তু এসব কাজ ছিল সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ ও রূহবিহীন। কেননা, মুশরিকরা যখন মহান আল্লাহ্র সত্যিকারের পরিচয়ই জানে না, তখন কোন কাজে তাদের মনোযোগের কিবলা ও নিষ্ঠার কেন্দ্রস্থল মহান আল্লাহ্র এক ও লা শরীক এবং সর্বগুণের আধার-সত্তা হতে পারে না। এজন্যই তাদের কোন আমল মহান আল্লাহ্র কাছে জীবন্ত ও হিসাবের নয়। একেই حبطت اعمالهم (তাদের কর্ম বৃথা গেছে) শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। মোদ্দা কথা, যেই কাফির-মুশরিকরা নিজেদের কথা ও কাজ দ্বারা সর্বদা নিজেদের কুফর ও শির্কের পক্ষে সাক্ষ্য পেশ করে যাচ্ছে, তারা এর উপযুক্ত মোটেই নয় যে, তাদের দ্বারা মহান আল্লাহ্র মসজিদসমূহ, বিশেষত মসজিদুল-হারামের সত্যিকারের আবাদ হবে। এটা কেবল তাদেরই পক্ষে শোভা পায়, যারা মন থেকে এক আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে ঈমান এনেছে, অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা সালাত কায়েমে মশগুল থাকে, অর্থ-সম্পদ হতে নিয়ম মাফিক যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না। এজন্যই তারা মসজিদসমূহের সংরক্ষণ ও পবিত্রকরণের লক্ষ্যে জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকে। এই যে সব মু'মিন অন্তর ও মুখ, হাত-পা ও ধন-সম্পদ সব কিছু দিয়ে সর্বাত্মকভাবে মহান আল্লাহ্র আনুগত্য করে, তাদের প্রকৃত দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে মসজিদসমূহকে আবাদ রাখা এবং মসজিদ আবাদের মিথ্যা দাবীদার মুশরিকদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া, তা তারা যতই নিকটাত্মীয় হোক না কেন। কেননা, তাদের অবস্থিতি মহান আল্লাহ্র মসজিদসমূহের হিফাযত নয়, বরং ধ্বংসের কারণ।

(১৯) اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاۤجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۘ

১৯. হাজীগণের পানি পান করানো ও মসজিদুল-হারামের স্থাপনাকে কি তোমরা তাদের সমজ্ঞান কর, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে? আল্লাহ্র নিকট এরা সমতুল্য নয়। আল্লাহ্ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।[১৮]

ঈমানবিহীন আমল মূল্যহীন

১৮. মক্কার মুশরিকদের বড় অহংকার ছিল আমরা হাজীগণের খিদমত করি, তাদের পানাহার করাই, কাপড় দেই এবং মসজিদুল-হারামের মেরামত, কা'বায় গিলাফ, তেল-বাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করি। মুসলিমরা যদি জিহাদ, হিজরত ইত্যাদির গর্ব করে তবে আমাদের কাছেও ইবাদতের এত সব পুঁজি রয়েছে। একবার হযরত 'আব্বাস (রা.)-ও হযরত আলী (রা.)-এর সঙ্গে এরূপ কথাবার্তা বলেছিলেন। বরং সহীহ্ মুসলিম শরীফে আছে, একদিন কতিপয় মুসলিম নিজেরা কথা কাটাকাটি করছিলেন ঃ কেউ বলছিলেন, আমার মতে ইসলাম গ্রহণের পর হাজীগণের পানি পান করানোর চেয়ে বড় কোন ইবাদত নেই। অপর একজন বললেন, আমার মতে ইসলাম গ্রহণের পর সর্বোত্তম ইবাদত মসজিদুল-হারামের খিদমত করা (যেমন ঝাড়ু দেওয়া, আলো জ্বালানো)। তৃতীয়জন বলল, মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা সর্বোত্তম ইবাদত ও সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। হযরত উমর (রা.) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা জুমু'আর সময় রাসূলুল্লাহ্র মিম্বরের পাশে বসে এরূপ তর্ক-বিতর্ক করছ? ধৈর্য ধর, জুমু'আ শেষ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যাবে। কাজেই, জুমু'আর পর তাঁর কাছে প্রশ্ন করা হলে তখন এ আয়াত নাযিল হয় اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاۤجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ..... অর্থাৎ হাজীগণকে পানি পান করানো ও মসজিদুল-হারামকে বাহ্যিকভাবে আবাদ করা মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও তাঁর পথে জিহাদ-এর কোনটিরই সমান হতে পারে না (শ্রেষ্ঠ হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না)। এখানে জিহাদের সঙ্গে মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়নের উল্লেখ হয়ত এই জন্য করা হয়েছে যে, এর দ্বারা মুশরিকদের অহংকার ও গৌরবের জওয়াবও দেওয়া উদ্দেশ্য। সমস্ত ইবাদতের রূহ মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান। এ রূহ ব্যতিরেকে পানি পান করানো বা মসজিদুল-হারামের খিদমত করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ ও মৃত কর্ম। এরূপ

(২০) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

(২১) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ○

(২২) خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

২০. যারা ঈমান এনেছে ও গৃহ ত্যাগ করে এসেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে এবং তারাই কৃতকার্য।

২১. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দেন আপন অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির এবং এমন উদ্যানের, যার মাঝে রয়েছে তাদের স্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্য।

২২. তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান।[১৯]

নিষ্প্রাণ কর্ম এক সজীব ও প্রাণবন্ত কর্মের সমতুল্য কী করে হতে পারে? ইরশাদ হয়েছে- وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاۤءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ 'জীবিত ও মৃত সমান নয়' (ফাতির ঃ ২২)। আর যদি কেবল মু'মিনগণের আমলসমূহের মধ্যেই পরস্পর তুলনা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে ঈমানের উল্লেখ জিহাদের ভূমিকা স্বরূপ করা হয়ে থাকবে। আসল উদ্দেশ্য জিহাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ আমলের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা। ঈমানের উল্লেখ দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ হোক বা অন্য কোন আমল; তা ঈমান ব্যতিরেকে সম্পূর্ণই মূল্যহীন। জিহাদ ইত্যাদি দৃঢ়সংকল্পজনিত কর্মের মূল্যায়নও ঈমানের ভিত্তিতেই হবে। এ রহস্য কেবল তারাই উপলব্ধি করতে পারে, যারা সুষ্ঠু জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী। অন্যায় ও অনুচিত কার্যকলাপকারী যালিমদের দৃষ্টি এ গূঢ় রহস্য পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না।

ঈমান, জিহাদ ও হিজরতের পুরস্কার

১৯. অর্থাৎ তাঁর কাছে পুরস্কার ও মর্যাদার কোন কমতি নেই। যাকে যত ইচ্ছা দান করবেন। পূর্বের আয়াতে তিনটি জিনিসের উল্লেখ ছিলঃ ঈমান, জিহাদ ও হিজরত। এ তিনটি সম্পর্কে সুসংবাদও দেওয়া হয়েছে তিনটি জিনিস দ্বারা ঃ রহমত, রিদওয়ান (সন্তুষ্টি) ও খুলুদ ফিলজান্না (জান্নাতের স্থায়ীবাস)। আবূ হায়্যান (র.)

(٢٣) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝

(٢٤) قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ۝

২৩. হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না- যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পসন্দ করে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারাই গুনাহ্গার।[২০]

২৪. বল, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশী প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা তোমরা কর এবং তোমাদের বসতবাড়ী, যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর- যাবত না আল্লাহ্ আপন নির্দেশ পাঠান। আল্লাহ্ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।[২১]

লিখেন, ঈমান দ্বারাই রহমত লাভ হয়। ঈমান না হলে আখিরাতে মহান আল্লাহ্র রহমত ও দয়া হতে এক ফোঁটাও লাভ হবে না। রিদওয়ান একটি অত্যুচ্চ মর্যাদা। এটা মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদের পুরস্কার। মহান আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ প্রবৃত্তির সব চাহিদা ও ব্যক্তিগত সম্পর্কাদি ছিন্ন করে মহান আল্লাহ্র রাহে নিজ জানমাল ব্যয় করে, তাঁর সন্তুষ্টি বিধানার্থে চরম কুরবানী পেশ করে। কাজেই তার পুরস্কারও সর্বোচ্চ পর্যায়েরই হওয়া দরকার। আর তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির মর্যাদা। বাকি থাকল হিজরত। প্রিয় দেশ ও ঘর-বাড়ী ত্যাগ করাকেই হিজরত বলে। তাই মুহাজিরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তোমার দেশ অপেক্ষা উত্তম দেশ এবং তোমার বাড়ী অপেক্ষা উত্তম বাড়ী তোমাকে দেওয়া হবে তাতে তুমি আরাম-আয়েশের শ্রেষ্ঠতম উপকরণসহ অনন্তকাল থাকবে। সেখান থেকে আর কোনও দিন হিজরত করার প্রয়োজন দেখা দেবে না।

২০. পূর্বে বলা হয়েছিল জিহাদ ও হিজরত শ্রেষ্ঠ ও উচ্চস্তরের আমল। অনেক সময় আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সম্পর্ক এদু'টিতে বিঘ্ন ঘটায়। তাই বলা হয়েছে, যাদের কাছে ঈমানের চেয়ে কুফরই বেশী প্রিয় একজন মু'মিন তাদের কী করে

(২৫) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ
كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ
وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۝

(২৬) ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَنْزَلَ جُنُوْدًا
لَّمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝

২৫. আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের দিন যখন তোমরা উৎফুল্ল হয়েছিলে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে যায়। পরন্তু তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে হটে যাও।

২৬. তারপর আল্লাহ্ তার নিকট হতে প্রশান্তি বর্ষণ করেন আপন রাসূল ও মু'মিনগণের উপর এবং এমন এক বাহিনী প্রেরণ করেন, যাদের তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি দান করেন। আর এটাই কাফিরের সাজা।[২২]

প্রিয়পাত্র বানাতে পারে? তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা মু'মিনের পক্ষে শোভনীয় নয়। তা হলে এসব সম্বন্ধ তার হিজরত ও জিহাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এরূপ যারা করে, তারা গুনাহ্গার হয়ে নিজেদের প্রতিই যুলুম করছে।

২১. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ পালনে এবং হিজরত বা জিহাদ করার পথে যদি এই ধারণা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় যে, আত্মীয়তা ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাবে, অর্থ-সম্পদ হাতছাড়া হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা পড়বে এবং আরাম-আয়েশের ঘর-বাড়ী ছেড়ে অশান্তি ভোগ করতে হবে, তা হলে মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে শাস্তি-বিধান আসার অপেক্ষা কর, যে শাস্তি এই দেহ পালন ও দুনিয়ার সুখ-সন্ধানের কারণে আপতিত হবে। যারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব বা পার্থিব আরাম-আয়েশের জালে আটকা পড়ে মহান আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ অমান্য করে, তারা প্রকৃত সাফল্যের পথ লাভ করতে পারে না। হাদীছে আছে, তোমরা যখন গরুর লেজ ধরে ক্ষেত-খামারে তৃপ্ত হয়ে যাবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ্ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, যা হতে তোমরা কখনও নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না- যাবত না নিজ দীন (আল্লাহ্র পথে জিহাদ)-এর দিকে ফিরে আসবে।

হুনায়নের যুদ্ধ ও মহান আল্লাহ্র সাহায্য

২২. পূর্বের আয়াতে সতর্ক করা হয়েছিল মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদকালে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, আত্মীয়-স্বজন, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদির প্রতি যেন মু'মিনগণের খেয়াল না যায়। এ আয়াতে বলা হয়েছে, এমন কি খোদ নিজ সৈন্যদল ও সংখ্যাধিক্যের গর্বও মুজাহিদগণের করা উচিত নয়। জয় ও সাফল্য কেবল মহান আল্লাহ্র সাহায্যেই অর্জিত হয়। ইতোপূর্বে বহু ক্ষেত্রে তোমরা এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছ। বদর, বনূ কুরায়যা, বনূ নাযীর, হুদায়বিয়া প্রভৃতি স্থলে যা-কিছু ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে, তা কেবল মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও গায়বী সাহায্যেরই কারিশমা ছিল। আর সব শেষে এই হুনায়নের ঘটনা তো আসমানী সাহায্যের এমনই বিস্ময়কর ও চাক্ষুষ নিদর্শন, যার স্বীকারোক্তি ঘোর দুশমনকে পর্যন্ত করতে হয়েছে।

পবিত্র মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সংবাদ পেলেন– হাওয়াযিন, ছাকীফ প্রভৃতি আরব গোত্রসমূহ এক বিশাল সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত করে বিপুল রসদ সামগ্রীসহ মুসলিমগণের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর পাঁয়তারা করছে। পত্রপাঠ তিনি দশ হাজার আনসার ও মুহাজির বাহিনী নিয়ে তায়িফ অভিমুখে যাত্রা করলেন। এদের সকলেই প্রিয়নবী (সা.)-এর সঙ্গে পবিত্র মদীনা হতে পবিত্র মক্কা অভিযানে আগমন করেছিলেন। তাদের সাথে দু'হাজার নব্য মুসলিমও যোগদান করেছিলেন, যারা সবে পবিত্র মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই-ই সর্বপ্রথম বার হাজার সদস্যের মত এক বিপুল সেনাদল পরিপূর্ণ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রণাঙ্গনে অগ্রসর হয়। এ দৃশ্য দেখে কতক সাহাবীর খুশীর সীমা থাকল না। তারা অবচেতন মনে বলে উঠলেন (যখন আমরা ছিলাম নিতান্তই স্বল্প, তখনও আমরা সর্বদা জয়লাভই করেছি। কাজেই,) আজ আমাদের এত বড় বাহিনী কারও কাছে পরাস্ত হওয়ার নয়। মুসলিম মুজাহিদীনের মুখে এ ধরনের বাক্যের প্রকাশ বিশ্বপালক আল্লাহ্ মালিকের দরবারে পসন্দ হয়নি। পবিত্র মক্কা হতে কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। প্রতিপক্ষে সৈন্য ছিল চার হাজার। তারা মাথায় কাফন বেঁধে এবং নারী ও শিশুদের সাথে নিয়ে একটি মীমাংসাকর যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে বের হয়েছিল। উট, ঘোড়া, গৃহপালিত জন্তু এবং ঘরের সঞ্চিত সব মালামাল কুড়িয়ে কুড়িয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। তীরন্দাজীতে সমগ্র আরবে হাওয়াযিন গোত্রের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাদের সুদক্ষ তীরন্দাজ বাহিনী হুনায়ন পর্বতের ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছিল। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, যুদ্ধের প্রথম অংশে কাফির বাহিনী পরাস্ত হয় এবং প্রচুর মালামাল রেখে তারা পশ্চাদপসরণ করে। এ অবস্থা দেখে মুসলিম সৈন্যগণ গনীমত কুড়াতে লেগে যায়। এ সময় অকস্মাৎ

হাওয়াযিন গোত্রের তীরন্দাজ বাহিনী ঘাঁটি হতে বের হয়ে তুমুল আক্রমণ শুরু করে। চারদিক হতে তারা বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ করতে থাকে। ফলে, মুসলিম সৈন্যগণের এক স্থানে স্থির থাকাই মুশকিল হয়ে পড়ে। প্রথম নব্য মুসলিমগণ পলায়ন শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত সকলেরই পা ফসকে গেল। পৃথিবী সুপ্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তখন সংকীর্ণ হয়ে গেল। কোথায় পালাবে সে জায়গা কেউ খুঁজে পাচ্ছিল না। মাত্র কয়েকজন সঙ্গীসহ প্রিয়নবী (সা.) কাফিরদের জটলার মাঝে ছিলেন। রণক্ষেত্রে হযরত আবূ বকর (রা.), উমর (রা.), আব্বাস (রা.), আলী (রা.), আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) প্রমুখসহ আনুমানিক একশ' বা আশিজন, বরং কতক ঐতিহাসিকের মতে সর্ব সাকল্যে দশজন পুণ্যাত্মা টিকে থেকেছিলেন, যাদেরকে তখন পাহাড়ের চেয়ে বেশী অবিচলিত মনে হচ্ছিল। এটা ছিল এমনই এক বিশেষ মুহূর্ত, যখন বিশ্ব তার চর্মচক্ষু দ্বারা নবীসুলভ সততা ও আল্লাহ্-নির্ভরতা এবং অলৌকিক বিক্রমের বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে নিয়েছিল। মহানবী (সা.) সাদা অশ্বতরে সওয়ার। আব্বাস (রা.) এক রিকাব এবং আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারিছ অন্য রিকাব ধরে দণ্ডায়মান। চার হাজার সশস্ত্র সৈন্য চরম জিঘাংসার সাথে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। চারদিক থেকে তীরের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। সঙ্গিগণ সব বিশৃংখল হয়ে গেছে, কিন্তু পরম বন্ধু তাঁর সঙ্গে। রব্বানী সাহায্য ও আসমানী প্রশান্তির অদৃশ্য বৃষ্টি তাঁর উপর ও তার গনা-গুনতি সঙ্গীদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। যার প্রভাব পলায়নপর সঙ্গীদের পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। হাওয়াযিন ও ছাকীফ বাহিনীর চাপ যেদিক বৃদ্ধি পাচ্ছিল প্রিয়নবী (সা.)-এর সওয়ারীর মুখ তখনও সেদিকেই আছে এবং তিনি সেদিকেই অশ্বতর ধাবিত করার চেষ্টা করছেন। তারপর মহান আল্লাহ্র কাছে কাতর প্রার্থনায় রত আর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে দৃপ্ত ও ধীর-বলিষ্ঠ শ্লোগান انا النبى لا كذب : انا ابن عبد المطلب 'নিঃসন্দেহে আমি সত্য নবী, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।' সে অবস্থায়ই তিনি সাহাবিগণকে ডাক দিলেন الى عباد الله انا رسول الله 'আমার কাছে আস হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আমি আল্লাহ্র রাসূল! তারপর হযরত আব্বাস (রা.), অতি বলিষ্ঠ ছিল যাঁর কণ্ঠস্বর, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশে বাবুল বৃক্ষতলের সঙ্গিগণকে ডাক দিলেন, যাঁরা হযরতের হাতে হাত রেখে জীবনপণ অংগীকার করেছিলেন। সে ডাক কানে পৌঁছা মাত্র তারা পলায়ন ছেড়ে সওয়ারীর মুখ রণক্ষেত্রের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। যার উট ঘুরতে বিলম্ব করছিল তিনি গায়ে বর্ম চড়িয়ে নীচে লাফিয়ে পড়লেন এবং সওয়ারী ছেড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে ছুটে চললেন। এ সময়ই মহানবী (সা.) একমুঠো বালু তুলে কাফির সৈন্যদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। মহান আল্লাহ্র কুদরতে তা প্রত্যেক কাফিরের চোখে-মুখে গিয়ে পড়ল। অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান

(২৭) ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(২৮) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَ اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

২৭. এরপরও আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তওবার সুযোগ দেবেন। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৩]

২৮. হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। কাজেই, এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকটেও না আসতে পারে।[২৪] যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর, তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ভবিষ্যতে তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে ঐশ্বর্যশালী করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[২৫]

হতে ফেরেশ্তা বাহিনী পাঠালেন। অদৃশ্যভাবে তাদের কারণে মুসলিম শক্তি-সাহস বৃদ্ধি পেল। কাফিরদের মনে ভয়-ত্রাস দেখা দিল। তারপর কাফিররা বালুর কারণে চোখ কচলাতে লাগল। নিকটের মুসলিমগণ ঘুরে অভিযান শুরু করে দিল। মুহূর্তের মধ্যে মেঘ কেটে গেল। পলায়নরত মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট ফিরে এসে দেখলেন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। হাজার হাজার বন্দী তাঁর সামনে বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই সঙ্গে স্তূপাকার গনীমতের মাল। فسبحان من بيده ملكوت كل شئ (পবিত্র মহান সেই সত্তা, যাঁর হাতে সব কিছুর কর্তৃত্ব)। এভাবে কাফিরদেরকে দুনিয়ায়ও শাস্তি দেওয়া হয়।

২৩. সুতরাং হাওয়াযিন প্রভৃতি গোত্র এরপর তওবার সৌভাগ্য লাভ করে এবং অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ করে।

জাযীরাতুল-আরবকে কাফিরমুক্তকরণ

২৪. আল্লাহ্ তা'আলা যখন শিরকের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে জাযীরাতুল-আরবের কেন্দ্রস্থল মক্কা মুআয্যমাকে বিজিত করিয়ে দিলেন এবং আরব গোত্রসমূহও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল, তখন হিজরী ৯ সনে ঘোষণা দেওয়া হল, ভবিষ্যতে আর কোন মুশরিক (বা কাফির) যেন মসজিদুল-হারামে প্রবেশ না করে, এমন কি তার ধারে-কাছে অর্থাৎ হারামের সীমানার মধ্যেও নয়। কেননা, শির্ক ও কুফরের অপবিত্রতায় তাদের অন্তর এতই না-পাক ও পূতিগন্ধময় হয়ে গেছে যে, তা আর

(২৯) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝

২৯. যারা আহলে কিতাব, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না ও পরকালেও নয় এবং যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিষিদ্ধ করেছেন, তাকে নিষিদ্ধ মনে করে না এবং সত্য দীন গ্রহণ করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্‌ইয়া দেয়।[২৬]

তাওহীদ ও ঈমানের এই সর্ববৃহৎ ও পবিত্রতম কেন্দ্রে প্রবেশ করার উপযুক্ত নেই। বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, এর পরে সমগ্র জাযীরাতুল-আরব হতে মুশরিক, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বের করে দেওয়ার আদেশ করা হয়। হযরতের শেষ ওসীয়ত অনুযায়ী হযরত উমর (রা.)-এর আমলে সে নির্দেশ কার্যকর করা হয়। এখন সেখানে স্থায়ী বাসিন্দা বা অধিকর্তারূপে কোন কাফিরের প্রবেশে মুসলিমগণের সম্মত থাকা জায়েয নয়। বরং সামর্থ্য অনুযায়ী জাযীরাতুল আরবকে কাফির হতে পবিত্র রাখা তাদের কর্তব্য। অবশ্য হানাফী মতে কোন কাফির পর্যটকরূপে অস্থায়ীভাবে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সেখানে যেতে পারে– যদি সরকার তাকে প্রবেশ করতে অনুমতি দেওয়াকে ক্ষতিকর মনে না করে। হজ্জ, উমরা পালনের উদ্দেশ্যে সেখানে কোন কাফিরের প্রবেশ অনুমোদনযোগ্য নয়। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে– لا يحجن بعد العام مشرك 'শোন, এরপর আর কোন কাফির হজ্জ করতে পারবে না।'

২৫. হারাম শরীফে মুশরিকদের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়ায় মুসলিমগণের আশংকা হল, এতে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষতি হবে। তারা যেসব পণ্য-সামগ্রী নিয়ে আসত, সেগুলোও আর আসবে না। তাই আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, তজ্জন্য ঘাবড়িও না। তোমাদেরকে ঐশ্বর্য প্রদান তো কেবল তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছা করলে এতে সময় লাগবে না। বস্তুত, তাই হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র দেশটাকেই মুসলিম বানিয়ে দিলেন। দেশ-বিদেশ হতে বাণিজ্যিক মালামাল আসতে লাগল। প্রচুর বৃষ্টিপাতও হল। বিপুল পরিমাণ ফল-ফসল উৎপন্ন হল। চারদিকে ইসলামের দিগ্বিজয় সূচিত হল। গনীমতের দুয়ার খুলে গেল। মোদ্দা কথা, আল্লাহ্ তা'আলা ঐশ্বর্যের নানা রকম উপায় অবারিত করে দিলেন। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্‌র কোন আদেশই তাৎপর্যহীন নয়।

(৩০) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ○

৩০. ইয়াহূদীরা বলে, উযায়র আল্লাহ্‌র ছেলে।[২৭] খৃষ্টানরা বলে, মাসীহ্ আল্লাহ্‌র ছেলে। এসব তাদের মুখের কথা। পূর্ববর্তী কাফিরদের কথার অনুকরণ তারা করে।[২৮] আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন। কোথা হতে তারা বিমুখ হয়?[২৯]

ইয়াহূদী-নাসারাদের সম্পর্কে নির্দেশ

২৬. মুশরিকদের বিষয় খতম এবং দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কিছুটা শৃংখল হয়ে যাওয়ার পর নির্দেশ আসল, আহলে কিতাবের শক্তি ও দর্প চূর্ণ কর। মুশরিকদের তো অস্তিত্ব হতেই আরবকে পবিত্র করা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ইয়াহূদী-নাসারার ক্ষেত্রে তখন পর্যন্ত কেবল এতটুকুই লক্ষ্য ছিল, তারা যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে না পারে এবং তার প্রচার-প্রসার ও উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে না থাকে। তাই অনুমতি দেওয়া হয় যে, তারা যদি অধীনস্থ প্রজা হয়ে জিযইয়া দিতে রাযী থাকে, তবে কোন অসুবিধা নেই, গ্রহণ করে নাও। তারপর ইসলামী সরকারের দায়িত্ব তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা। পক্ষান্তরে, তারা যদি জিযইয়াহ্ দিতে সম্মত না হয়, তবে মুশরিকদের অনুরূপ ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধেও নেওয়া হবে (অর্থাৎ জিহাদ ও লড়াই)। কেননা, এরাও মহান আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি যথার্থভাবে ঈমান রাখে না। মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কোন নির্দেশের তারা পরওয়া করে না। রাসূলে কারীম (সা.) তো দূরের কথা, যে নবীকে তারা স্বীকার করে, সেই মাসীহ্ (আ.)-এরও সত্যিকার অনুসরণ তারা করে না। তারা অনুসরণ করে কেবল নিজ খেয়াল-খুশীর। যে সত্য দীন ইতোপূর্বে হযরত মাসীহ্ (আ.) প্রমুখ নবী নিয়ে এসেছিলেন এবং বর্তমানে আখিরী নবী যা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, তার কোনটাই তারা মানে না। বরং তাদের চেষ্টা কিভাবে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রজ্বলিত প্রদীপকে মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দেবে, যেমন সামনে বর্ণিত হচ্ছে। এরূপ অসৎমতী ও দুরাচারদের যদি এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে দেশে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা এবং শির্ক ও কুফরের আগুন জ্বলতেই থাকবে।

২৭. রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, তখন কতক ইয়াহূদীর বিশ্বাস ছিল, হযরত উযায়র (আ.) মহান আল্লাহ্‌র ছেলে। সাধারণভাবে সব ইয়াহূদী অবশ্য এরূপ আকীদা পোষণ করত না। অনেক আলিমের মতে তো এখন আর সে বিশ্বাসে বিশ্বাসী কোন

(٣١) اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ
ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ۝

৩১. তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগিগণকে তাদের খোদা বানিয়ে নিয়েছে[30] এবং মারইয়ামের ছেলে মাসীহ্ (আ.)-কেও। অথচ তাদেরকে একই মা'বূদের ইবাদত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছাড়া আর কারও বন্দেগী নেই। তিনি তাদের শরীক স্থাপন হতে পবিত্র।

ইয়াহূদীর অস্তিত্ব নেই। নবী যুগে ইয়াহূদীদের কোন উপদল এর প্রবক্তা না হলে তখনকার ইয়াহূদীরা অবশ্যই কুরআনের এ বর্ণনাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করত, যেমন- اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ (তাওবা ঃ ৩১) আয়াতটি শুনে হযরত 'আদী ইব্ন হাতিম (রা.) প্রশ্ন করেছিলেন, আহ্বার ও রাহিবদের তো কেউ রব্ব মানে না! রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার যে উত্তর প্রদান করেন, তা সামনে বর্ণিত হচ্ছে। উযায়র (আ.)-কে মহান আল্লাহ্র ছেলে বলে বিশ্বাস করার যে আকীদাকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, তার প্রতিবাদ তারা কখনও করেছে বলে কোথাও পাওয়া যায় না, যা দ্বারা প্রমাণিত হয়, তখন এ আকীদা পোষণকারী কিছু লোক তাদের মধ্যে অবশ্যই ছিল। হাঁ, কাল পরিক্রমায় যেমন বহুজাতি ও ধর্ম লীন হয়ে গেছে, তদ্রূপ ইয়াহূদীদের সে উপদলটিও যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সেটা অসম্ভব কিছু নয়। বাকি আমাদের কাছে একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বুযুর্গ (মরহুম হাজী আমীর খান শাহ্) বর্ণনা করেছেন যে, ফিলিস্তীন ভ্রমণকালে এমন কিছু ইয়াহূদীর তিনি সাক্ষাত পেয়েছেন, যাদেরকে এ আকীদার কারণেই উযাইরী বলা হয়।

২৮. অর্থাৎ মাসীহ্ (আ.) স্বয়ং মহান আল্লাহ্ বা মহান আল্লাহ্র ছেলে, ইত্যাদি আকীদাসমূহ পুরাতন মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, বরং তাদেরই অনুকরণে এগুলো অবলম্বন করা হয়েছে। সূরা মায়িদার টীকায় আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।

২৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাদের ধ্বংস করুন- তাওহীদের সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল আলো পৌছার পরও তারা কোন্ অন্ধকারের দিকে ছুটছে?

৩০. তাদের ধর্ম নেতারা হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বানিয়েও যদি কোন মাসআলা বর্ণনা করত, তবে তারা সেটাকেই চূড়ান্ত কথা মনে করত এবং ভাবত, ব্যস, মহান আল্লাহ্র কাছে আমরা মুক্তি পেয়ে যাব। আসমানী কিতাবের কোন ধার তারা ধারত না। আহ্বার ও রাহিবদের দেওয়া বিধান অনুযায়ীই তারা চলত।

(৩২) يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِــُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

(৩৩) هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

৩২. তারা তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহ্‌র জ্যোতি নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতির পূর্ণতাবিধান না করে ছাড়বেন না– তা কাফিররা যতই অপ্রীতিকর মনে করুক।[৩১]

৩৩. তিনিই আর সব দীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্য হিদায়াত ও সত্য দীনসহ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন– তা মুশরিকরা যতই অপ্রীতিকর মনে করুক।[৩২]

ওদিকে সে আহবার ও রাহিবদের অবস্থা ছিল এই যে, তুচ্ছ আর্থিক বা মর্যাদাগত স্বার্থ দেখলেই তারা শরীআতের বিধান পরিবর্তন করে ফেলত, যেমন সামনে দু-তিন আয়াত পর বর্ণিত হবে। মোদ্দা কথা, হালাল-হারামের বিধান প্রদানের যে পদ ও ক্ষমতা ছিল মহান আল্লাহ্‌র, তা ধর্মনেতাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ হিসাবেই বলা হয়েছে, তারা তাদের পণ্ডিত ও দরবেশদেরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে। প্রিয়নবী (সা.) হযরত আদী ইব্‌ন হাতিমের প্রশ্নের জওয়াবে এরকমই ব্যাখ্যা প্রদান করেন। হযরত হুযায়ফা (রা.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লিখেন, আলিম যতক্ষণ শরীআত হতে বুঝে কিছু বলবে, ততক্ষণ তা সর্বসাধারণের জন্য সনদ। কিন্তু যখন বুঝা যাবে তার কথা নিজের মনগড়া বা কোন লোভ-লালসাপ্রসূত, তখন তা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩১. অর্থাৎ খাঁটি তাওহীদ ও ইসলামের সূর্য চমকে ওঠার পর এসব অপাঙক্তেয় কথা ও অংশীবাদীসুলভ দাবী-দাওয়া আর কী করে টিকে থাকতে পারে? ভিত্তিহীন ও অসার কথাবার্তা বানিয়ে ও অহেতুক তর্ক-বিতর্ক করে সত্যের আলোকে নির্বাপিত করার চেষ্টা তো ঠিক এরকমের, যেন কোন আহমক ফুঁ দিয়ে চন্দ্র বা সূর্যের আলো নেভানোর চেষ্টা করছে। মনে রেখ, হিংসার আগুনে তারা যতই জ্বলুক, মহান আল্লাহ্ কিন্তু ইসলামের জ্যোতি পরিপূর্ণরূপে বিস্তার করে ছাড়বেন।

৩২. দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তো অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয়, আল-হামদু লিল্লাহ্ সর্বকালেই সর্বসমক্ষে ভাস্বর হয়ে আছে। বাকি রাজত্ব ও কর্তৃত্বের দিক থেকে এ বিজয় তখনই অর্জিত হয়েছে এবং হবে যখন মুসলিম উম্মাহ্ ইসলামের মূলনীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, ঈমান ও তাক্ওয়ার পথে সুদৃঢ় এবং মহান আল্লাহ্‌র পথে

(٣٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

৩৪. হে মু'মিনগণ আহ্‌লে কিতাবের অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ-সম্পদ ভোগ করে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়।[৩৩] আর যারা সোনা-রূপা পুঁতে রাখে এবং আল্লাহ্‌র পথে তা ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।[৩৪]

জিহাদে অবিচলিত ছিল এবং ভবিষ্যতে থাকবে। আর সত্য দীনের এমন সামগ্রিক বিজয়, যা দ্বারা বাতিল ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তা মাসীহ্ (আ.)-এর পুনরাগমনের পর কিয়ামতের পূর্বে সাধিত হবে।

৩৩. অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে শরী'আতের বিধান ও মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া সংবাদসমূহ পরিবর্তন করে ফেলে। ওদিকে সর্বসাধারণ তাদেরকে ইলাহীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত কর রেখেছে, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। তারা উল্টাপাল্টা যাই বলে, তাই তাদের কাছে চূড়ান্ত কথা। এভাবে তাদের ধর্মযাজকরা নযরানা আদায়, উৎকোচ গ্রহণ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম রাখার স্বার্থে আম জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ও ভেলকি জালে আবদ্ধ করে সত্য পথ হতে নিবৃত্ত রাখে। কেননা, আম লোক যদি তাদের জাল থেকে বেরিয়ে যায় ও সত্য দীন গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদের সব আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে। এ অবস্থা শুনিয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌কে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তিনটি দল যদি নষ্ট ও পথহারা হয়ে যায় এবং নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য ছেড়ে দেয়, তবে সেটাই একটা জাতির ধ্বংস ও বরবাদির বড় কারণ। তারা হলো, ধর্মযাজক, ধনিক শ্রেণী ও নেতৃবর্গ। এদের মধ্যে দু'দল সম্পর্কে আলোচনা গেল, তৃতীয় দল (নেতৃবর্গ)-এর উল্লেখ সামনে আসছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র.) কত সুন্দর বলেছেন- وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها 'রাজা-বাদশাহ্, উলামায়ে ছূ' ও বদ দরবেশ ছাড়া দীন কি আর কেউ নষ্ট করে?'

৩৪. যারা অর্থ সঞ্চয় করে, তা হালাল পথেই হোক না কেন, কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না (যাকাত দেয় না এবং অন্যান্য ওয়াজিব হক আদায় করে না), তাদের জন্য এ শাস্তি। এর দ্বারাই সেই সব পণ্ডিত ও দরবেশগণের অবস্থা বুঝে নাও, যারা সত্য গোপন বা পরিবর্তন করত, অর্থ সঞ্চয় করে এবং নেতৃত্ব কায়েম রাখার লোভে জনগণকে মহান আল্লাহ্‌র পথ হতে ফিরিয়ে রাখে। মোদ্দা কথা, ধন-দৌলত সেটাই ভাল, যা আখিরাতে বিপদের কারণ না হয়।

(৩৫) يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ
وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

(৩৬) اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۬ فَلَا
تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ
كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৩৫. যেদিন সে অর্থ-সম্পদের উপর জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে, তারপর তার দ্বারা তাদের মাথা, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশ দাগানো হবে, (বলা হবে) এই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঁতে রেখেছিলে। কাজেই তোমরা যা পুঁততে, তার স্বাদ গ্রহণ কর।[৩৫]

৩৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্‌র বিধানে মাসের গণনা বার মাস। তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানের। এটাই সরল দীন।[৩৬] কাজেই, এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না। তোমরা সমস্ত কাফিরের সঙ্গে সর্বাবস্থায় যুদ্ধ কর, যেমন তারা সর্বাবস্থায় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জেনে রেখ, আল্লাহ্ মুত্তাকিগণের সাথে।[৩৭]

---

৩৫. কৃপণ ধনীকে যখন মহান আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে বলা হয়, তখন তার কপাল কুঁচকে যায়। বেশী বললে পার্শ্বদেশ ঘুরিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবু রক্ষা না পেলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সেখান থেকে সটকে পড়ে। এ জন্যই সোনা-রূপা উত্তপ্ত করে উক্ত তিন স্থানে (কপাল, পাঁজর ও পিঠে) দাগ দেওয়া হবে,যাতে বিত্ত সঞ্চয়ের মজা বুঝতে পারে।

মুশরিকদের সাথে ইয়াহূদ-নাসারার সাদৃশ্য

৩৬. আমার মতে উপর থেকে আলোচ্য বিষয়ের যোগসূত্র নিম্নরূপ ঃ

পূর্বের রুকূ'তে মুশরিকদের পর আহ্‌লে কিতাব (ইয়াহূদ-নাসারা)-এর সঙ্গে জিহাদ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বক্ষ্যমাণ রুকূ'র শুরুতে বলা হয়েছে, তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও রীতি-নীতিও মুশরিকদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে মহান আল্লাহ্‌র কন্যা বলত, এরা উযায়র (আ.) ও মাসীহ্ (আ.)-কে

মহান আল্লাহ্‌র ছেলে বলে। বরং খৃষ্টানদের মাঝে মাসীহ্ (আ.)-এর ছেলে হওয়ার ধারণা মুশরিকদের অনুসরণেই সৃষ্ট। মুশরিকরা দেব-দেবীকে ঈশ্বরের মর্যাদা দেয়, আর এরা মাসীহ্ (আ.) ও রূহুল-কুদসকে আল্লাহ্ সাব্যস্ত করে। এরা কিতাবের দাবী সত্ত্বেও তাদের ধর্মযাজক ও রাহিবদের দেওয়া আইন-কানুনকে শরীআতের বিকল্প বানিয়ে নিয়েছে, অর্থাৎ তাদের পণ্ডিত ও দরবেশ শ্রেণী উৎকোচ নিয়ে ও অবৈধ অর্থ গ্রহণ করে যে জিনিসকে হারাম বা হালাল সাব্যস্ত করে, তারা আসমানী বিধানের পরিবর্তে তাই গ্রহণ করে নেয়। এ নীতিও মুশরিকের নীতি-সদৃশ। তাদের ধর্ম যাজকরাও যা ইচ্ছা হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করত, যার বিস্তারিত বিবরণ সূরা আন'আমে দেওয়া হয়েছে। এস্থলেও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। প্রাচীন কাল হতে আরবে এ রীতি চলে আসছিল যে, বছরের বার মাসের মধ্যে চারটি মাসকে তারা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার মাসরূপে মান্য করত। মাস চারটি হচ্ছে য়ু'ল-কা'দা, যুল-হিজ্জা, মুহার্‌রম ও রজব। এ সময়ে ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামারি-কাটাকাটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হত। হজ্জ, উমরা ও বাণিজ্যিক কাজ-কারবারে নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে সফর করা যেত। এদিনে কোন ব্যক্তি তার পিতার হত্যাকারীকে পর্যন্ত কিছু বলত না। কোন কোন আলিম তো লিখেছেন, মূল ইবরাহীমী ধর্মে এ মাস চতুষ্টয় সম্মানিত মাস রূপে স্থিরীকৃত ছিল। প্রাক-ইসলামী যুগে আরব দেশে মূর্খতা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, পারস্পরিক কলহ ও হানাহানির ক্ষেত্রে গোত্রসমূহের পাশবিকতা ও রক্ত-পিপাসা যখন আর কোন আসমানী ও যমীনী আইন-কানূনের অধীন থাকল না, তখন তারা 'নাসী'-এর রীতি উদ্‌ভাবন করে। অর্থাৎ কখনও যদি কোন শক্তিধর গোত্রের ইচ্ছা হত মুহার্‌রম মাসে যুদ্ধ করবে, তখন তাদের একজন নেতা ঘোষণা করে দিত, এ বছর আমরা মুহার্‌রম মাসকে সম্মানিত মাস হতে বাদ দিয়ে তদস্থলে সফর মাসকে সম্মানিত মাস স্থির করলাম। আবার পরবর্তী বছর বলে দিত, এ বছর যথা নিয়মে মুহার্‌রম মাস নিষিদ্ধ ও সফর মাস বৈধ থাকবে। এভাবে তারা বছরের নিষিদ্ধ চার মাসের হিসাব তো ঠিক রাখত, কিন্তু তার নিরূপণে নিজেদের ইচ্ছা মত রদবদল করত। ইব্‌ন কাছীর (র.)-এর গবেষণা অনুযায়ী নাসী তথা মাস আগুপিছু করার রীতি কেবল মুহার্‌রম ও সফর মাসের ক্ষেত্রেই ছিল এবং এর পদ্ধতি ওইটাই ছিল যা উপরে বর্ণিত হল। প্রখ্যাত ইতিহাসিক ইব্‌ন ইসহাক (র.) লেখেন, এ রীতি সর্বপ্রথম যে চালু করে তার নাম ছিল 'কালমুস কিনানী'। তারপর পুরুষানুক্রমে তার বংশে এটা চলতে থাকে। অবশেষে তার বংশধর আবূ ছুমামাঃ জুনাদা ইব্‌ন আওফ কিনানীর নিয়ম ছিল যে, সে প্রতি বছর হজ্জ মওসুমে ঘোষণা করে দিত এ বছর নিষিদ্ধ মাসের মাঝে মুহার্‌রম মাস থাকবে, না সফর মাস। এভাবে মুহার্‌রম ও সফর মাসের উভয়টিই কখনও হালাল করা হত এবং কখনও হারাম। সাধারণভাবে মানুষ তাই গ্রহণ করে নিত। মোটকথা, প্রাক-ইসলামী

(৩৭) إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

৩৭. এই যে মাসকে পিছিয়ে দেওয়া, এটা কুফ্‌রী যুগে বাড়ানো জিনিস। এর দ্বারা কাফির পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। এক বছর তারা এ মাসকে হালাল করে এবং অন্য বছর হারাম করে। যাতে সেই সব মাসের গণনা পূর্ণ করতে পারে, যাকে আল্লাহ্ সম্মানের জন্য স্থির করেছেন। তারপর তারা সেই মাসকে হালাল করে নেয়, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন। তাদের কাজ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পথ দেখান না।[৩৮]

যুগে যেসব জিনিস কাফিরদের কুফ্‌র ও গুমরাহী বৃদ্ধি করত, তন্মধ্যে একটা এটাও ছিল যে, মহান আল্লাহ্‌র হারাম বা হালাল করা মাসকে রদবদল করার অধিকার কিনানা গোত্রের একজন নেতাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক এমন অবস্থা ইয়াহূদ-নাসারারও ছিল। হালাল-হারাম করার ক্ষমতা তারা স্বার্থপর ও অর্থগৃধ্নু পণ্ডিত ও দরবেশদের হাতে অর্পণ করেছিল। উভয় সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য তুলে ধরার জন্য 'নাসী'-এর প্রথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ ...... আয়াত তা রদ করার ভূমিকাস্বরূপ। অর্থাৎ আজ নয়, বরং যেদিন আসমান-যমীন সৃজিত হয়েছে, সে দিন হতে বহু শর'ঈ বিধান জারী করার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে বছরে বার মাস স্থির করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটি হচ্ছে আশহুরে হুরুম (সম্মানের মাস)। এ সময় গুনাহ্ ও অন্যায়-অনাচার পরিহারে অধিকতর যত্নবান থাকা উচিত। এটাই ইব্‌রাহীম (আ.)-এর সরল দীন।

৩৭. হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যে কোন সময় বৈধ (কাজেই, তাবূকের যুদ্ধ রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল, যার বৃত্তান্ত সামনে আসছে)। নিজেদের মধ্যে যুলুম সর্বদাই অবৈধ, এসব মাসে আরও বেশী। এটাই অধিকাংশ আলিমের মত। তবে উত্তম কোন কাফির এসব মাসের সম্মান রক্ষা করলে আমরাও তাদের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ বাধাব না।

৩৮. অর্থাৎ তারা মন্দ কাজকে ভাল মনে করছে। বোধবুদ্ধিই যদি উল্টে যায়, তবে মঙ্গলের পথ আর কী করে লাভ হতে পারে? এ আয়াতে যে 'নাসী'-এর প্রথা বর্ণিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা পূর্বের আয়াতে ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ -এর টীকায় দেওয়া হয়েছে।

CamScanner

(৩৮) يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝

৩৮. হে মু'মিনগণ! তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয় আল্লাহ্র পথে বের হয়ে পড়, তখন তোমরা মাটিতে পড়ে যাও? তোমরা কি আখিরাত ছেড়ে পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? আখিরাতের বিপরীতে পার্থিব জীবনের ভোগ তো অতি নগণ্য।[৩৯]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কোনও কোনও সম্প্রদায় মাসের হিসাব ঠিক রাখার জন্য প্রতি তৃতীয় বর্ষে বছরের অতিরিক্ত দিনগুলো যোজনা করে একটা ত্রয়োদশ মাস তৈরী করে থাকে, যার নাম 'লওন্দ'। এটা নাসীর অন্তর্ভুক্ত নয়। নাসীর ব্যাখ্যায় কোন কোন পূর্বসূরী মনীষী হতে বর্ণিত আছে, প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের লোক বছরে মাসের সংখ্যা পরিবর্তন করত, যেমন বার মাসকে চৌদ্দ মাস। কিংবা হিসাব এমন ওলটপালট করত, যদ্দরুন যেটা ছিল যুল্-কা'দা, তা হয়ে যেত যুল্-হিজ্জা। এমন কি হিজরী ৯ সালে আবূ বকর (রা.) যে হজ্জের নেতৃত্ব দেন, তাও তাদের হিসাবে যুল-কা'দায় হয়েছিল। হাদীছে আছে, ان الزمان قد استدار كهيئته 'কাল তার অবস্থায় ঘুরে গেছে'-এর ব্যাখ্যাও উপরিউক্ত নিয়ম অনুসারেই করা হয়েছে। ইব্ন কাছীর (র.) এ সবই ধরেছেন, যার ইচ্ছা দেখে নিতে পারেন। এস্থলে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। যদি আশা অনুযায়ী কখনও পূর্ণাঙ্গ তাফসীর রচনার তাওফীক হয়, তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

তাবূক যুদ্ধাভিযান ও প্রসঙ্গ কথা

৩৯. এখান থেকে মু'মিনগণকে তাবূক যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। পূর্বের রুকূ'র আগের রুকূ'তে قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ দ্বারা আহলে কিতাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। মাঝখানে প্রসঙ্গক্রমে যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তার যোগসূত্র জায়গায় জায়গায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে সব যেন বক্ষ্যমাণ রুকূ'র ভূমিকা স্বরূপ ছিল। আর বক্ষ্যমাণ রুকূ' তাবূক যুদ্ধের বিবরণের ভূমিকা। পবিত্র মক্কা বিজয় ও হুনায়ন যুদ্ধের পর হিজরী ৯ সনে নবী কারীম (সা.) জানতে পারলেন, সিরিয়ার খৃস্টান রাজা (গাস্সান-রাজ) রোমান কায়সারের সহযোগিতায় পবিত্র মদীনায় আক্রমণ চালাতে চায়। তিনি সিরিয়ার সীমান্তে অগ্রসর

হয়ে তাদের জওয়াব দেওয়া সমীচীন মনে করলেন। তিনি সাধারণভাবে সকল মুসলিমকে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে আদেশ করলেন। প্রচণ্ড গরমের দিন ছিল। সেই সঙ্গে খরা মওসুম। গাছে খেজুর পেকে গিয়েছিল। ছায়ার বাইরে অবস্থান সহজসাধ্য ছিল না। এমতাবস্থায় এত দূর-দূরান্তের সফর করে কেবল গাসসান, রাজই নয়, বরং রোম-সম্রাটের সার্বিক মদদপুষ্ট সুবিশাল ও শক্তিধর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া চারটিখানি কথা ছিল না। এরূপ দুঃসাহসিক অভিযানে প্রাণ মুঠোয় নিয়ে কদম তোলার হিম্মত নিষ্ঠাবান মু'মিন ছাড়া আর কার হতে পারে? কাজেই মুনাফিকরা মিথ্যা ছলছুতা দেখিয়ে পিছিয়ে থাকতে লাগল। কতক মুসলিমও এরূপ কঠিন সময়ে একটা দীর্ঘ ও বন্ধুর অভিযানের প্রস্তুতি নিতে গড়িমসি করছিল। তাদের অনেকে তো শেষ পর্যন্ত রওয়ানা হয়ে যায় এবং সামান্য কয়েক জন এমন থেকে যায়, যাদেরকে তাদের গড়িমসি ও আলস্য এই মহা মর্যাদার শরীকানা হতে বঞ্চিত করে রাখে। মহানবী (সা.) প্রায় ত্রিশ হাজার নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদের দুর্বার বাহিনী নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান এবং তাবূক নামক স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রোম-সম্রাটের কাছে চিঠি লেখেন। তার অন্তরে মহানবী (সা.)-এর সত্যতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু সম্প্রদায়ের সমর্থন না থাকায় ইসলাম গ্রহণ হতে বঞ্চিত থাকেন। সিরিয়াবাসী মহানবী (সা.)-এর অভিপ্রায় জানতে পেরে রোম-সম্রাটের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। কিন্তু সে কোন সাহায্য করল না। ফলে তারা বশ্যতা স্বীকার করে নিল, কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করল না। এর কিছুকাল পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর আমলে সমগ্র সিরিয়া বিজিত হয়। রাসূলে কারীম (সা.) তাবূক হতে কৃতকার্য ও জয়ী হয়ে ফিরে আসেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের শৌর্য-বিক্রমে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভিত কাঁপিয়ে দিলেন। মুনাফিকরা চরম লাঞ্ছিত হয়। যে কতিপয় মুসলিম নিছক অলসতা বশে অভিযান হতে বিরত থেকেছিলেন, তারা নিরতিশয় অনুতপ্ত হলেন। এ রুকূ'র শুরু হতে বহু দূর পর্যন্ত এরই আলোচনা। তবে বেশীর ভাগ মুনাফিকের অপতৎপরতা বিবৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও মুসলিমগণকে সম্বোধন করে তাদের অবস্থাও ব্যক্ত করা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ আয়াতে মুসলিমগণকে অত্যন্ত জোরালোভাবে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তুচ্ছ আরাম-আয়েশের জন্য জিহাদ ত্যাগ করা উচ্চ হতে নিম্নে পতিত হওয়ারই নামান্তর। প্রকৃত মু'মিনের দৃষ্টিতে আখিরাতের বিপরীতে পার্থিব আরাম-আয়েশের কোন মূল্য থাকা উচিত নয়। হাদীছে আছে, মহান আল্লাহ্র কাছে দুনিয়ার মূল্য যদি একটা মশার একটি পাখার সমানও হত, তা হলে তিনি কোন কাফিরকে এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না।

(৩৯) إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

(৪০) إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

৩৯. তোমরা যদি বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং পরিবর্তে তোমাদের ভিন্ন অপর জাতির আবির্ভাব ঘটাবেন। তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।[৪০]

৪০. তোমরা যদি রাসূলের সাহায্য না কর, তো আল্লাহ্ তার সাহায্য করেছেন। যখন কাফিররা তাকে বহিষ্কার করেছিল, আর সে ছিল দু'জনের একজন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল। সে তখন তাঁর সঙ্গীকে বলছিল, চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সংগে আছেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁর প্রতি নিজের পক্ষ হতে প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন এক সেনাদল প্রেরণ করেন, যাদের তোমরা দেখনি। আর তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন। আল্লাহ্র কথাই সদা সবার উপরে। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।[৪১]

---

৪০. অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র কাজ তোমাদের উপর নির্ভরশীল নয়। তোমরা অলসতা করলে তিনি আপন নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবলে অন্য কোন সম্প্রদায়কে সত্য দীনের সেবায় দাঁড় করিয়ে দেবেন। তোমরা এ সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। যা তোমাদের সমূহ ক্ষতির কারণ হবে।

منت منه که خدمت سلطان همی کنی * منت شناس ازو که بخدمت گذاشتت

"বাদশাহের খিদমত করছ বলে মনে করো না তার প্রতি দয়া করেছ, বরং তোমার প্রতি তার কৃপা স্বীকার কর যে, তিনি তোমাকে খিদমত করার সুযোগ দিয়েছেন।"

প্রিয়নবীর হিজরত ও গায়বী সাহায্য

৪১. অর্থাৎ তোমরা যদি নবী করীম (সা.)-কে সাহায্য না কর তো না করবে, তাঁর সাফল্য-বিজয় তোমাদের উপর কিছু নির্ভরশীল নয়। একটা সময় তো এমনও

গেছে, যখন এক গুহা-বন্ধু ছাড়া তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না। মুষ্টিমেয় মুসলিম পবিত্র মক্কাবাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হিজরত করে চলে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁকেও হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হয়। মুশরিকরা সলা-পরামর্শ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল, প্রত্যেক গোত্র হতে একজন করে যুবক মনোনীত করা হবে এবং তারা সকলে মিলে একযোগে প্রিয়নবী (সা.)-এর উপর তরবারি চালাবে, যাতে রক্তপণ দিতে হলে সব গোত্রের উপর তা ভাগ করে দেওয়া যায় এবং রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য গোটা আরবের বিরুদ্ধে লড়াই করার হিম্মত বনূ হাশিমের না হয়। যে রাতে এ ন্যক্কারজনক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কথা ছিল, সে রাতে প্রিয়নবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে নিজ বিছানায় শুইয়ে দেন, যাতে তিনি চলে যাওয়ার পর হযরত আলী (রা.) মানুষের আমানতসমূহ যথাযথ মালিকের হাতে প্রত্যর্পণ করেন। তিনি আলী (রা.)-কে আশ্বস্ত করেন যে, কেউ তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। তারপর তিনি যালিমদের ভীড়ের মাঝখান থেকে বের হয়ে আসেন। তখন তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়েছিল شاهت الوجوه (সব মুখ কদর্য ও ভয়ার্ত হোক) এবং তিনি তাদের দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন একমুঠো বালু। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে সাথে নিলেন। পথে পবিত্র মক্কা হতে কয়েক মাইল দূরে ছাওর পবর্তের গুহায় আশ্রয় নিলেন। গুহাটি ছিল পাহাড়ের শীর্ষদেশে। ভিতরে প্রবেশের একটি মাত্র পথ ছিল এবং তাও এত সংকীর্ণ যে, দাঁড়িয়ে বা বসে তাতে প্রবেশ করা যেত না। কেবল শুয়ে প্রবেশ সম্ভব ছিল। প্রথমে হযরত আবূ বকর (রা.) ভিতরে ঢুকলেন এবং গুহা পরিষ্কার করলেন। ভিতরে অনেকগুলো ছোট ছোট গর্ত ছিল। তিনি কাপড় দিয়ে তা বন্ধ করে দিলেন, যাতে সাপ-বিচ্ছু কিছু থাকলে দংশন করতে না পারে। একটি ছিদ্র বাকি ছিল। তা পায়ে চাপা দিয়ে রাখলেন। সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়ার পর প্রিয়নবী (সা.)-কে ভিতরে আসতে বললেন। সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর উরুতে মাথা রেখে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সহসা একটি সাপ হযরত সিদ্দীক (রা.)-এর পায়ে দংশন করল, কিন্তু তিনি পা নাড়লেন না, পাছে প্রিয়নবী (সা.)-এর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে। ইতোমধ্যে হযরতের চোখ খুলে গেল এবং ঘটনা জানতে পারলেন। তিনি সিদ্দীক (রা.)-এর পায়ে নিজের পবিত্র লালা লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপশম হয়ে গেল। ওদিকে কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসন্ধানে বের হয়ে পড়ল। সঙ্গে একজন পদ-চিহ্ন বেত্তাকেও নিল। পায়ের দাগ নিরূপণে তার বিশেষ দক্ষতা ছিল। সে ছাওর-গুহা পর্যন্ত পদ-চিহ্ন শনাক্ত করতে সক্ষম হল। কিন্তু মহান আল্লাহ্র কুদরত– গুহার দরজায় মাকড়সা জাল বিস্তার করে এবং জংলী কবুতর ডিম পাড়ে। সে দৃশ্য দেখে সবাই তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করল এবং বলল, এই মাকড়সার জাল তো মনে হয় মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্মেরও আগের। ভেতরে কেউ প্রবেশ করলে এই জাল ও ডিম আস্ত

(৪১) اِنۡفِرُوۡا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوۡا بِاَمۡوَالِكُمۡ وَ اَنۡفُسِكُمۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمۡ خَیۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ۝

৪১. তোমরা বের হয়ে পড় হালকা অবস্থায় হোক বা ভারী অবস্থায়[৪২] এবং আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করো নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এটা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়– যদি তোমাদের বোধশক্তি থাকে।[৪৩]

থাকল কী করে? আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ভেতর থেকে কাফিরদের পা দেখতে পেলেন। তাঁর ভয় হলো, যেই প্রাণাধিক প্রিয়নবীর জন্য সবকিছু কুরবানী করে দিয়েছেন, না জানি তাঁকে কাফিররা দেখে ফেলে। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওরা যদি সামান্য একটু ঝুঁকে পায়ের দিকে লক্ষ্য করে, তাহলে তো আমাদের দেখে ফেলবে। মহানবী (সা.) বললেন, হে আবূ বকর! তোমার কী ধারণা সেই দু'য়ের সম্পর্কে, যাদের তৃতীয়জন মহান আল্লাহ্? অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ যখন আমাদের সঙ্গে, তখন কিসের ভয়? এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী (সা.)-এর অন্তরে এবং তাঁর বরকতে সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর অন্তরে বিশেষ রকমের স্বস্তি ও প্রশান্তি নাযিল করেন। সেই সঙ্গে ফেরেশতাদের বাহিনী দ্বারা তাঁর সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এটা তো সেই গায়বী সাহায্যেরই কারিশমা যে, যেই মাকড়সার জালকে বলা হয় দুর্বলতম ঘর, তাই বড় বড় সুরক্ষিত দুর্গাপেক্ষা আত্মরক্ষার বড় মাধ্যম হয়ে গেল। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সংকল্প পদদলিত ও তাদের ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ করেন। প্রিয়নবী (সা.) তিন দিন গুহায় কাটানোর পর নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে যান। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্‌র কালিমাই শেষ পর্যন্ত সমুচ্চ থাকে। তিনি সব কিছুর উপর প্রবল। তার কোন কাজই রহস্যবিহীন নয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কেউ কেউ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوۡدٍ لَّمۡ تَرَوۡهَا (এবং এমন সৈন্য দ্বারা তার সাহায্য করেন, যাদের তোমরা দেখনি) দ্বারা বদর ও হুনায়নের যুদ্ধে যে ফেরেশতা বাহিনী অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের বুঝিয়েছেন, কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর দ্বারা বাহ্যত এটাই প্রতীয়মান হয়, যা আমরা বর্ণনা করেছি।

৪২. অর্থাৎ পদযোগে ও সওয়ার হয়ে, স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থায় ও অভাব-অনটনে, যৌবনে ও বার্ধক্যে। মোদ্দা কথা, যে অবস্থায়ই হোক না কেন বের হয়ে পড়। যুদ্ধের সার্বজনীন আহ্বানকালে কোন রকম ওজর দেখিও না।

৪৩. অর্থাৎ পার্থিব ও পরকালীন সব দিক থেকে।

(٤٢) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُونَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ○

(٤٣) عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ○

৪২. যদি সম্পদ হত নিকটে ও সফর হত সহজ, তবে নিশ্চয়ই তারা তোমাদের সঙ্গে যোগদান করত,কিন্তু তাদের চোখে যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল।[৪৪] এখন তারা আল্লাহ্র শপথ করে বলবে, আমাদের পক্ষে সম্ভব হলে অবশ্যই তোমার সঙ্গে বের হতাম। তারা নিজেদেরকে দুর্ভোগে ফেলে। আল্লাহ্ জানেন তারা মিথ্যাবাদী।[৪৫]

৪৩. আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কারা সত্যবাদী তা তোমার কাছে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদের অব্যাহতি দিলে?[৪৬]

---

৪৪. মুনাফিকদের বলা হয়েছে যে, সফর সহজ হলে এবং অনায়াসে গনীমতের মাল হস্তগত হওয়ার আশা থাকলে তারা ঝটপট তোমাদের সঙ্গে বের হয়ে পড়ত। কিন্তু এরূপ কঠিন রাস্তা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে কতটুকু সম্ভব?

৪৫. হয় তারা বের হওয়ার আগেই মহান আল্লাহ্র নামে শপথ করে নানা রকম ছল-ছুতা দেখাবে যাতে আপনি তাদেরকে পবিত্র মদীনায় থেকে যাওয়ার অনুমতি দেন অথবা আপনি ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম করবে ও বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে, যাতে নিজেদের মুনাফিকী আড়াল করা যায়। অথচ মহান আল্লাহ্র কাছে তাদের মিথ্যা কথা ও কপটতা গোপন থাকতে পারে না। এই কপটতা, প্রতারণা ও মিথ্যা শপথ শেষ পর্যন্ত তাদেরই জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৪৬. মুনাফিকরা যখন মিথ্যা ওজর-আপত্তি দেখিয়ে পবিত্র মদীনায় থেকে যাওয়ার অনুমতি চাইত, তখন প্রিয়নবী (সা.) তাদের ধোঁকা ও প্রতারণা বুঝেও না বোঝার ভান করে এবং এই কথা মনে করে অনুমতি দিয়ে দিতেন যে, তারা সংগে থাকলে তাতে অনর্থ ছাড়া কোন লাভ নেই। আয়াতে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, অনুমতি না দিলেই ভাল হত। কেননা, তখন স্পষ্ট হয়ে যেত, তাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা না করাকে তারা আপনার অনুমতির উপর ছেড়ে রাখেনি। যুদ্ধে যাওয়ার তাওফীক তাদের কস্মিনকালেও হত না, কিন্তু আপনার সামনে তাদের মিথ্যা তো উন্মোচিত হয়ে যেত। কাজেই, অনুমতি প্রদান কিছু অপরাধ ছিল না, তবে তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী

(٤٤) لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝

(٤٥) اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ۝

(٤٦) وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ۝

৪৪. যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনে ঈমান এনেছে, তারা নিজ নিজ জান-মাল দ্বারা জিহাদ করা হতে তোমার কাছে ছুটি প্রার্থনা করে না। আর আল্লাহ্ মুত্তাকিগণের সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

৪৫. তোমার কাছে ছুটি তো তারাই প্রার্থনা করে, যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনকে বিশ্বাস করে না এবং তাদের অন্তর দ্বিধাগ্রস্ত। তারা আপন সংশয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।[৪৭]

৪৬. তাদের বের হওয়ার ইচ্ছা থাকলে নিশ্চয়ই তার জন্য কিছু প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের অভিযাত্রা পসন্দ করেননি। কাজেই, তিনি তাদের বিরত রাখেন এবং তাদের বলা হয়, যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক।[৪৮]

অনুমতি না দেওয়াটাই বেশী সমীচীন ছিল। এই উৎকৃষ্ট ও উত্তম পন্থা ত্যাগ করার কারণে عفا الله عنك দ্বারা বক্তব্য শুরু করা হয়েছে, অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। عفو (ক্ষমা করা) শব্দের প্রয়োগের জন্য অপরাধ থাকা অপরিহার্য নয়। কোন কোন তাফসীরবেত্তা এস্থলে বাক্যের শুরুতে عفا الله عنك -এর ব্যবহারকে দু'আ ও সম্মানজনক সম্বোধনের অর্থে গ্রহণ করেছেন। আরবীয় বাক্-রীতিতে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। তবে পূর্বসূরীদের থেকে এর ওই ব্যাখ্যাই বর্ণিত আছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তা ছাড়া, لم اذنت لهم (কেন তাদের অনুমতি দিলে?)-এর দ্বারাও তার সমর্থন পাওয়া যায়।

৪৭. অর্থাৎ যাদের অন্তরে ঈমান ও তাকওয়ার জ্যোতি আছে, জিহাদ হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য এভাবে আগেভাবে ছুটি চাওয়া তাদের চরিত্র নয়। তাদের অবস্থা তো এ পারার শুরুতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ আসবাব-উপকরণ ইত্যাদির অভাবে যদি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা হতে বঞ্চিত থাকতে হয়, তবে সে দুঃখে তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়। নির্লজ্জের মত জিহাদ হতে পরিত্রাণ লাভের অনুমতি প্রার্থনা তারাই করে, যাদের মহান আল্লাহ্র

(٤٧) لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○

৪৭. তারা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের অনিষ্টই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের অভ্যন্তরে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াত তোমাদের মাঝে অনর্থ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে।[৪৯] তোমাদের মধ্যে তাদের কিছু গুপ্তচর আছে। আল্লাহ্ যালিমদের ভাল করে জানেন।[৫০]

ওয়াদার উপর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই এবং আখিরাতের জীবন সম্পর্কে নেই কোন ধারণা। ইসলাম ও মুসলিমগণের বিজয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব সুসংবাদ দান করেছেন, সে সম্পর্কে তারা বরাবরই সন্দিহান।

৪৮. ঘর থেকে বের হওয়ার কোন ইচ্ছাই তাদের নেই। নচেৎ তজ্জন্য কিছুটা হলেও তো ব্যবস্থা গ্রহণ করত। জিহাদের আদেশ শোনা মাত্রই মিথ্যা উযর-ওজুহাত নিয়ে ছোটাছুটি করত না। আসল কথা, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অংশগ্রহণকে পসন্দই করেননি। তারা গেলে শুধু অনর্থই সৃষ্টি করত। বরং যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ফলে তারা টের পেয়ে যাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে মু'মিনগণ তাদের খড়কুটা বরাবর পরওয়া করে না। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুজাহিদগণের কাতারে শামিল হওয়া থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন এবং তাও এমন পন্থায় যে, সে ফিরে থাকার দায়-দায়িত্ব তাদেরই উপর বর্তায়। যেন তাদেরকে অদৃশ্যভাবে বলে দেওয়া হল, যাও স্ত্রী-বাচ্চা ও বিকলাঙ্গদের সাথে ঘরে বসে থাক। আর তাদের মিথ্যা ওজুহাতের জওয়াবে প্রিয়নবী (সা.) যে তাদেরকে ঘরে বসে থাকার অনুমতি দিলেন, সেও প্রকৃত পক্ষে মহান আল্লাহ্রই ইঙ্গিত ছিল। কাজেই 'অদৃশ্যভাবে'—এই শব্দ যোগ করারও দরকার নেই।

৪৯. অর্থাৎ তোমাদের সংগে বের হলে নিজেদের কাপুরুষতার দ্বারা অন্যদের হিম্মতও দমিয়ে দিত, লাগানি-ভাংগানির মাধ্যমে মুসলিমগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালাত। আর মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে তাদেরকে কাফিরদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে সচেষ্ট থাকত। মোট কথা, এদের শরীকানা দ্বারা ক্ষতি-বৃদ্ধি ও ফিতনা সৃষ্টি ছাড়া ভাল কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এসব কারণেই তাদের যাওয়ার তাওফীক হয়নি।

৫০. অর্থাৎ এখনও তাদের গুপ্তচর বা এমন কিছু সরলমনা লোক তোমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে, যারা তাদের কথা শোনে এবং অল্প-বিস্তর প্রভাবান্বিত হয় (ইব্ন কাছীর)। যদিও সে রকম ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারে না, যা ওইসব দুষ্টমতিদের শরীকানা দ্বারা হতে পারত। বরং এরূপ গুপ্তচরদের সঙ্গে থাকাটা এক হিসাবে

(৪৮) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ هُمْ كٰرِهُوْنَ ۝

(৪৯) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝

৪৮. তারা পূর্ব হতেই অনর্থ সৃষ্টির পাঁয়তারা এবং তোমার কাজ বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করে আসছে– যাবত না এসে পৌঁছল সত্য প্রতিশ্রুতি এবং জয়ী হল আল্লাহ্‌র আদেশ– যদিও তারা অপসন্দ করেছে।[৫১]

৪৯. তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, আমাকে ছুটি দিন এবং আমাকে বিভ্রান্তিতে ফেল্‌বেন না। শোন, তারা তো বিভ্রান্তিতে পড়েই আছে। নিঃসন্দেহে জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে।[৫২]

উপকারীও। কারণ, তারা মুসলিমগণের হিম্মত ও অবিচলতা ইত্যাদি চাক্ষুষ দেখে যখন দলের লোকদের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে, তখন তাদের অন্তরে মুসলিমগণের প্রভাব ও ত্রাস সৃষ্টি হবে।

ইসলামের সাথে মুনাফিকদের চিরাচরিত রীতি

৫১. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মদীনায় পবিত্র শুভাগমন করেন, তখন পবিত্র মদীনার ইয়াহূদী ও মুনাফিকরা তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম অপতৎপরতা চালাতে থাকে। ইসলামের ক্রমোন্নতি ঠেকানোর জন্য তারা বহু কিছুই করে। কিন্তু বদরের ময়দানে যখন কুফর ও শির্‌কের বড় বড় স্তম্ভ ভেংগে পড়ে এবং ইসলামের বিজয় বিস্ময়করভাবে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠে, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাঈ ও তার সাথীরা বলল, ان هذا امر قد توجه এ জিনিস দেখছি আর ঠেকানো যাবে না। কাজেই, বহু লোক ভয় পেয়ে কেবল মুখে মুখে কালিমা পড়া শুরু করে দিল। কিন্তু অন্তরে যেহেতু কুফ্‌র লুক্কায়িত ছিল, তাই দিন দিন ইসলামের সাফল্য ও বিজয় দেখে তারা মনে মনে জ্বলত। মোট কথা, তাদের প্রতারণা ও অনর্থ সৃষ্টির চেষ্টা নতুন কিছু নয়। শুরু হতেই তারা এ নীতি অবলম্বন করে আস্‌ছে। উহুদের যুদ্ধে এরা নিজেদের দলবল নিয়ে পথের মাঝখান থেকে ফিরে এসেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা দেখতে পেরেছে সত্য কীভাবে বিজয় লাভ করে ও মিথ্যা কেমন লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হয়।

৫২. জুদ্‌দ ইব্‌ন কায়স ছিল এক বড় মুনাফিক। সে বলল, হযরত! আমাকে পবিত্র মদীনাতেই থাকতে দিন। রোমান নারীরা যা সুন্দরী, তাদের দেখলে আমি ঠিক

(৫০) اِنۡ تُصِبۡكَ حَسَنَةٌ تَسُؤۡهُمۡ ۚ وَ اِنۡ تُصِبۡكَ مُصِیۡبَةٌ یَّقُوۡلُوۡا قَدۡ اَخَذۡنَاۤ اَمۡرَنَا مِنۡ قَبۡلُ وَ یَتَوَلَّوۡا وَّ هُمۡ فَرِحُوۡنَ ○

(৫১) قُلۡ لَّنۡ یُّصِیۡبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوۡلٰىنَا ۚ وَ عَلَی اللّٰهِ فَلۡیَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ○

(৫২) قُلۡ هَلۡ تَرَبَّصُوۡنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ اِحۡدَی الۡحُسۡنَیَیۡنِ ؕ وَ نَحۡنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمۡ اَنۡ یُّصِیۡبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنۡ عِنۡدِهٖۤ اَوۡ بِاَیۡدِیۡنَا ۫ۖ فَتَرَبَّصُوۡۤا اِنَّا مَعَكُمۡ مُّتَرَبِّصُوۡنَ ○

৫০. তোমাদের কোন মংগল সাধিত হলে তা তাদের খারাপ লাগে আর যদি তোমার কোন বিপদ আসে, তখন তারা বলে, আমরা তো আগেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম, তারপর তারা আহলাদিত হয়ে সরে পড়ে।[৫৩]

৫১. বল, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া আমাদের আর কিছু হবে না। তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক। মুসলিমগণের উচিত- আল্লাহ্রই উপর নির্ভর করা।

৫২. বল, তোমরা কি আমাদের জন্য দু'টি মংগলের যে কোনও একটিরই প্রতীক্ষা করছ? আর আমরা তো তোমাদের জন্য এই প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন শাস্তি নিক্ষেপ করবেন নিজের পক্ষ হতে অথবা আমাদের হাতের দ্বারা। কাজেই, তোমরা অপেক্ষা করতে থাক। আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ আছি।[৫৪]

থাকতে পারব না। কাজেই, সেখানে নিয়ে আমাকে গুমরাহীতে ফেলবেন না। আয়াতে বলা হয়েছে, এরূপ নির্লজ্জ উক্তি করে এবং স্বীয় কাপুরুষতা ও কুফ্রের উপর মিথ্যা পরহিযগারীর ঢাকনা দিয়ে তারা তো গুমরাহীর গহ্বরে নিপতিত হয়েই আছে। আর ভবিষ্যতে কুফ্র ও মুনাফিকীর বদৌলতে জাহান্নামের কুণ্ডেও তোমাদের নিক্ষিপ্ত হতে হবে। কারও মতে এ আয়াতের সম্পর্ক সাধারণভাবে সকল মুনাফিকের সাথে। সে হিসাবে لاتفتنى -এর অর্থ হবে, আমাদেরকে সংগে নিয়ে অর্থ-সম্পদ ইত্যাদির দিক থেকে আমাদেরকে ক্ষতির সম্মুখীন করবেন না। তারই জওয়াব দেওয়া হয়েছে - اَلاَ فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوا - ।

৫৩. মুনাফিকদের স্বভাব ছিল যখন মুসলিমগণ বিজয় ও সাফল্য অর্জন করত, তখন হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরত। পক্ষান্তরে যখন তাদের কোন অসুবিধা ঘটত, যেমন

(৫৩) قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۖ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

৫৩. বল, তোমরা ইচ্ছায়ই অর্থ ব্যয় কর কি অনিচ্ছায়, তোমাদের পক্ষ হতে তা কখনই কবুল হবে না। নিশ্চয়ই তোমরা অবাধ্য লোক।[৫৫]

কিছু মুসলিম শহীদ বা আহত হয়ে গেল, তখন গর্বভরে বলত, আমরা দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে আগেভাগেই নিজেদের হিফাযতের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। আমরা জানতাম, পরিণতি এরূপই ঘটবে। তাই আমরা তাদের সাথে যাইনি। মোদ্দা কথা, তারা আনন্দে বগল বাজাতে বাজাতে ও দম্ভোক্তি করতে করতে মজলিস ত্যাগ করত ও ঘরে ফিরে যেত।

অনুগত বান্দার পক্ষে কোন অবস্থাই অকল্যাণকর নয়

৫৪. অর্থাৎ সংকট ও আনুকূল্য যা যে সময়ের জন্য নির্দিষ্ট, তা টল্‌বার নয়। দুনিয়ায় তার সম্মুখীন হতেই হবে। তবে আমরা যেহেতু প্রকাশ্যে ও গোপনে এক আল্লাহ্‌কেই নিজেদের প্রকৃত কর্মবিধায়ক ও প্রতিপালক মনে করি, তাই তাঁর ফয়সালার সম্মুখে আমরা নতশির। কোন বিপদ আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য হতে টলাতে পারে না। তার উপর আমাদের এ বিশ্বাস রয়েছে যে, তিনি সাময়িক দুঃখ-কষ্টকে আখিরাতে তো নিশ্চিত এবং অনেক সময় দুনিয়াতেও সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন। এমতাবস্থায়, তোমরা আমাদের সম্পর্কে দু'টি মংগলের যে কোন একটির আশা রাখতে পার। যদি মহান আল্লাহ্‌র পথে মৃত হয়, তবে শাহাদত ও জান্নাত আর ফিরে আসলে ছওয়াব ও গনীমত অবশ্যই লাভ হবে। বিশুদ্ধ হাদীছে আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদগণের সম্পর্কে এসব জিনিসের ওয়াদা করেছেন। পক্ষান্তরে তোমাদের সম্পর্কে তো আমরা প্রতীক্ষায় আছি যে, দুই অমংগলের একটা না একটা তোমাদের অবশ্যই স্পর্শ করবে। হয় মুনাফিকী ও অন্যায়-অপকীর্তির কারণে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সরাসরি তোমাদের উপর আযাব নাযিল হবে অথবা আমাদের হাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়াবেন, যা তোমাদেরকে চরম লাঞ্ছিত করে তোমাদের মুনাফিকীর মুখোশ খুলে দেবে। মোট কথা, তোমাদের ও আমাদের উভয়ের উচিত পরস্পরের পরিণাম দেখার জন্য অপেক্ষমাণ থাকা। শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে যাবে, কার পরিণতি ভাল এবং কে বেশী দূরদর্শী ছিল!

৫৫. জুদ্‌দ ইব্‌ন কায়স রোমান নারীদের ফিতনায় পড়ার ওজুহাত দেখিয়ে আরও বলেছিল যে, হযরত! আমি নিজে তো যেতে পারি না, তবে আর্থিক সহযোগিতা

(٥٤) وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْ
لِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۝
(٥٥) فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

৫৪. তাদের অর্থ ব্যয় গ্রহণ কেবল একারণেই নিষিদ্ধ হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে এবং তারা শৈথিল্যের সাথে সালাতে উপস্থিত হয়। আর অর্থ ব্যয় করে অনিচ্ছার সাথে।[৫৬]

৫৫. সুতরাং তুমি তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা বিস্মিত হয়ো না। আল্লাহ্ তো তাদেরকে এসব দ্বারা পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। তাদের আত্মা যখন দেহত্যাগ করবে, তখন তারা কাফিরই থাকবে।[৫৭]

করতে পারি। তার জওয়াবে বলা হয়েছে যে, অবিশ্বাসীর অর্থ ব্যয় গ্রহণযোগ্য নয়, তা স্বেচ্ছায় ব্যয় করুক, কি অনিচ্ছায়। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় মহান আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার তাওফীক তাদের কোথায়? وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ 'তারা অনিচ্ছার সাথেই ব্যয় করে।' তথাপি ধরে নিলাম তারা খুশীর সাথেই ব্যয় করল, কিন্তু তবু তা আল্লাহ্ কবূল করবেন না। সামনের আয়াতে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

৫৬. কবূল না হওয়ার আসল কারণ তো তাদের কুফর, যেমন পূর্বে বহু জায়গায় আমরা ইংগিত করে এসেছি যে, কাফিরের প্রতিটি আমলই নিষ্প্রাণ, বাকি সালাতে আলস্যভরে আগমন, অনিচ্ছার সাথে অর্থ ব্যয়– এসব কুফরের বাহ্য আলামত।

পার্থিব নিআমত দুনিয়াদারের জন্য শাস্তিস্বরূপ

৫৭. প্রশ্ন জাগতে পারত যে, তারা যখন এতই অভিশপ্ত, তখন তাদেরকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি নিআমতের এত প্রাচুর্য দেওয়া হল কেন? তার জওয়াবে বলা হয়েছে যে, এসব নিআমত তাদের জন্য বড়ই আযাবের কারণ। সুস্বাদু ও উপাদেয় খাবার সুস্থ ব্যক্তির তো স্বাস্থ্য ও শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু সে খাবারই অসুস্থ ব্যক্তিকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেয়। পার্থিব নিআমত (সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি)-এর অবস্থাও অনুরূপ। স্বভাব খারাপ হওয়ার কারণে একজন কাফিরের পক্ষে এগুলো মরণ-বিষ। কাফিররা দুনিয়ার লোভ ও আসক্তিতে নিমজ্জিত থাকে। তাই প্রথমত এর সঞ্চয়ে প্রাণান্ত কষ্ট স্বীকার করে। তারপর এর কোন ক্ষতি হয়ে গেলে আসক্তি অনুপাতে দুঃখও তাকে চেপে বসে। একটি মুহূর্তও তার সঞ্চিত সম্পদের চিন্তা ও

(٥٦) وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ○

(٥٧) لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ○

৫৬. তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, তারা নিশ্চয়ই তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুত তারা এমন লোক, যারা তোমাদের ভয় করে।

৫৭. তারা যদি কোন আশ্রয়স্থল বা গুহা কিংবা মাথা গোঁজার ঠাঁই পায়, তবে সে দিকেই তারা পালাবে ক্ষিপ্রগতিতে।[৫৮]

ক্ষতির আশংকা ছাড়া কাটে না। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু যখন তাকে এসব প্রিয় বস্তু হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তখনকার দুঃখ-বেদনার তো কোন মাপজোখ চলে না। মোদ্দা কথা দুনিয়া- প্রেমিক ও অর্থগৃধ্নু ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি ও আরাম লাভ করতে পারে না। ইউরোপ-আমেরিকার বড় বড় অর্থশালী ব্যক্তিদের উক্তি একথার সাক্ষ্য বহন করে।

কিন্তু মু'মিন বান্দা, যারা অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে উপাস্য ও জীবনের লক্ষ্যবস্তু মনে করে না, তাদের অন্তরে দুনিয়া আসক্তির ব্যাধি না থাকার কারণে এসব জিনিসই তাদের জন্য নিআমত হয়ে যায় এবং তাদের দীনী কাজে সহায়তা দান করে। তা ছাড়া, অধিকাংশ কাফির ধন ও জনের আধিক্যে দর্পিত হয়ে কুফ্‌র ও অবাধ্যতায় আরও বেশী দুর্বিনীত হয়ে ওঠে এবং সে কারণে সে আমৃত্যু কাফিরই থেকে যায়। পবিত্র মদীনার যে মুনাফিকদের সম্পর্কে এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে, তাদের তো অবস্থা ছিল এই যে, জিহাদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কপটতা ও লোক-দেখানোর মনোবৃত্তি নিয়ে অর্থ ব্যয় করত। অপরদিকে তাদের সন্তানদের মধ্যে অনেকে একনিষ্ঠ মনে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে জিহাদে শরীক থাকত। এ দুটো বিষয়ই ছিল মুনাফিকদের সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। এভাবে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের পার্থিব জীবনে আযাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, এর অর্থ, তুমি বিস্ময়বোধ করো না যে, বেদীনকে আল্লাহ্ পাক নিআমত কেন দিলেন? সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তার জন্য আযাব। কারণ, সে চিন্তায় সর্বক্ষণ সে অস্থির থাকে। মৃত্যু পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও সে চিন্তামুক্ত হতে পারে না যে, তওবা করবে বা সৎকাজে মন দেবে।

৫৮. অর্থাৎ কুফ্‌র প্রকাশ হতে গেলে পাছে তাদের সাথেও কাফিরদের অনুরূপ আচরণ করা হয়, কেবল এই কারণে তারা শপথ করে বলে, আমরা তো তোমাদেরই (মুসলিমগণের) দলভুক্ত। অথচ এটা নির্জলা মিথ্যা। আজ যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল

(৫৮) وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّلۡمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ‌ۚ فَاِنۡ اُعۡطُوۡا مِنۡهَا رَضُوۡا وَاِنۡ
لَّمۡ يُعۡطَوۡا مِنۡهَاۤ اِذَا هُمۡ يَسۡخَطُوۡنَ ۝

(৫৯) وَلَوۡ اَنَّهُمۡ رَضُوۡا مَاۤ اٰتٰٮهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗ ۙ وَقَالُوۡا حَسۡبُنَا اللّٰهُ
سَيُؤۡتِيۡنَا اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ وَرَسُوۡلُهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوۡنَ ۝

৫৮. তাদের মধ্যে কতক লোক এমন, যারা সাদকা বন্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে। তারপর তার কিছু যদি তাদের ভাগে পড়ে, তবে খুশী হয়ে যায়, আর কিছু না পেলে তখন হয় বিক্ষুব্ধ।[৫৯]

৫৯. কতই না ভাল হত মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যদি তারা খুশী থাকত এবং বলত, আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি নিজ কৃপায় আমাদের দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও। আমরা তো আল্লাহ্কেই চাই।[৬০]

পেয়ে যায় বা কোন গুহায় লুকিয়ে জীবন যাপন করার সুযোগ পায় কিংবা অন্ততপক্ষে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁইও পায়। মোদ্দা কথা, মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ হতে কোনরূপ ভয় না থাকে, তবে সব দাবী ছেড়ে নির্দ্বিধায় সেদিকেই ছুটে পালাবে। কিন্তু যেহেতু না ইসলামী রাষ্ট্রের মুকাবিলা করার মত শক্তি তাদের আছে আর না পাচ্ছে কোন আশ্রয়স্থল তাই শপথ করে করে যত মিথ্যা ওজুহাত দেখিয়ে চলেছে।

৫৯. কতক মুনাফিক ও কিছু বদ্দু সাদকা ও গনীমত বন্টনকালে পার্থিব লালসা ও ব্যক্তি-স্বার্থের কারণে এই বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমালোচনা করত যে, বন্টনে ইনসাফের পরিচয় দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাদের এ আপত্তি ততক্ষণই থাকত, যতক্ষণ তাদেরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী অংশ দেওয়া না হত। যদি তাদের মনমত অংশ দিয়ে তাদের লালসা চরিতার্থ করা যেত, তখন তারা ভীষণ খুশী হয়ে যেত, আর কোন আপত্তি তাদের থাকত না। মোট কথা, অর্থ-সম্পদই ছিল তাদের পরম লক্ষ্যবস্তু। সামনে বলা হয়েছে একজন ঈমানের দাবীদারের লক্ষ্যবস্তু এমন হওয়া উচিত নয়।

৬০. অর্থাৎ সর্বোত্তম পন্থা তো এই যে, আল্লাহ্ পাক যা কিছু নবীর হাত দিয়ে দেওয়ান, তাতে মানুষ সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট থাকবে। কেবল মহান আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করবে এবং মনে করবে তিনি ইচ্ছা করলে ভবিষ্যতে নিজ করুণায় বহু কিছু দান করতে পারেন। মোট কথা, দুনিয়ার নশ্বর ভোগ-সামগ্রীকে লক্ষ্যবস্তু বানাবে না। কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল-ইয্যতের নৈকট্য ও সন্তুষ্টিই কামনা করবে এবং মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে প্রকাশ্য ও গোপন যে সম্পদ লাভ হবে, তাতে প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট থাকবে।

(٦٠) اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

৬০. যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও যাকাতের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য, যাদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য। এ আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৬১]

আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সাদকা-যাকাতের খাতসমূহের বিবরণ

৬১. যেহেতু সাদকা-বন্টন নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তাই স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে, সাদকার বন্টননীতি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে স্থিরীকৃত। তিনি সাদকা ইত্যাদি বন্টনের খাত নির্ধারিত করে তার তালিকা রাসূলে কারীম (সা.)-এর হাতে অর্পণ করেছেন। তিনি সে অনুযায়ীই বন্টন করেন এবং করবেন। কারও খেয়াল-খুশী অনুসারে তা চলতে পারে না। হাদীছ শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সাদকার বন্টন নবী-অনবী কারও ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেননি। বরং তিনি নিজেই এর খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সর্বমোট খাত আটটি ঃ (১) ফুকারা (যারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব); (২) মাসাকীন (যাদের প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ নেই); (৩) আমিলীন (ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হতে সাদকা ইত্যাদি উসূলের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ); (৪) মুআল্লাফাতুল-কুলূব (যাদের সম্পর্কে ইসলাম গ্রহণের আশা আছে বা যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু ঈমান দুর্বল। অধিকাংশ শরীআত বিশেষজ্ঞের মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের পর এই খাতটি বাকি নেই); (৫) রিকাব (যে গোলামের সাথে তার মালিকের এই চুক্তি হয়েছে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করতে পারলে তাকে আযাদ করে দেওয়া হবে, সেই গোলামের মুক্তিলাভে সহযোগিতা করা বা গোলাম কিনে আযাদ করে দেওয়া কিংবা বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করানো); (৬) গারিমীন (যারা কোন বিপদে পড়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বা কারও যামানত ইত্যাদির বোঝা যাদের পিঠ বাঁকা করে ফেলেছে); (৭) সাবীলুল্লাহ্ (জিহাদ ইত্যাদিতে যোগদানকারীদের সাহায্য করা); (৮) ইবনে সাবীল। সফরে থাকা অবস্থায় নিসাব পরিমাণ অর্থ যে মুসাফিরের হাতে নেই, যদিও বাড়ীতে তার বিপুল অর্থ-সম্পদ থাকে)। হানাফী মাযহাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে তামলীক (মালিক বানিয়ে দেওয়া) জরুরী এবং দারিদ্র্য শর্ত। বিস্তারিত আলোচনা ফিকহী গ্রন্থাবলীতে দ্রষ্টব্য।

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ۭ قُلْ اُذُنُ
خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (٦١)
مِنْكُمْ ۭ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৬১. এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ নবী সম্পর্কে কটূক্তি করে এবং বলে, এই ব্যক্তি তো কেবল কান। বল,কান তো তোমাদের মংগলেরই জন্য। সে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং মুসলিমগণের কথা বিশ্বাস করে। আর তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিন, সে তাদের জন্য রহমত এবং যারা আল্লাহ্‌র রাসূল সম্বন্ধে কটূক্তি করে, তাদের জন্য আছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।৬২

মুনাফিকদের সংগে রাসূলুল্লাহ্‌(সা.)-এর ক্ষমাসুন্দর আচরণ ও তাদের অবমূল্যায়ন

৬২. মুনাফিকরা নিজেরা একত্র হয়ে ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে অশোভন উক্তি করত। কেউ যদি বলত, আমাদের এসব কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কানে পৌঁছে যাবে, তখন বলত, পরওয়া কি? তার সামনে এসবের ঝুটমুট ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করে নেব। সে তো একেবারেই কান। যে যা বলে বিশ্বাস করে নেয়। তাকে কথায় নিয়ে আসা কঠিন কিছু নয়। আসল কথা, প্রিয়নবী (সা.) ছিলেন অত্যন্ত মহানুভব, লাজুক ও ধরী প্রকৃতির। মিথ্যুকের মিথ্যা বুঝেশুনেও কিছু বলতেন না। তিনি তাঁর মহান চরিত্রের ভিত্তিতে বুঝেও না বুঝার ভান করতেন এবং তাদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু সে নির্বোধেরা মনে করত, তিনি বুঝতেই পারেন নি। আল্লাহ্ তা'আলা তার জওয়াব দিয়েছেন যে, তিনি যদি কান হয়েও থাকেন, তা তোমাদের মংগলের জন্যই। নবীর এ চরিত্র তোমাদের জন্য উপকারী। নয়ত তোমরা প্রথমেই ধরা খেয়ে যেতে। তাছাড়া এটাও সম্ভব যে, তাঁর এ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও মহৎ চরিত্রের কদর করে এক সময় তোমরা হিদায়াত লাভ করবে। তোমাদের মিথ্যা শুনে তিনি যে নীরবতা অবলম্বন করেন, তার কারণ এ নয় যে, তোমাদের কথায় তাঁর বিশ্বাস জন্মায়। তাঁর বিশ্বাস তো কেবল মহান আল্লাহ্‌র প্রতি এবং মুঁমিনগণের কথার প্রতি। হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে যে ঈমানের দাবীদার, তাঁর পক্ষে নবীর নীরবতা এক প্রকারের রহমত বৈ কি! যে কারণে তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করে দাঁতভাংগা জওয়াব দেওয়া হয় না, নচেৎ লাঞ্ছনার সীমা থাকত না। বাকি মু'নাফিকদের অপতৎপরতা মহান আল্লাহ্‌র অগোচরে নয়। রাসূলের পশ্চাতে তারা সে দুমুখোপনা করে বা هو اذن (সে কান) বলে যে কষ্ট তাকে দেয়, তার জন্য তারা কঠিন শাস্তির অপেক্ষায় থাকুক।

(٦٢) يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

(٦٣) اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ○

(٦٤) يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ○

৬২. তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে, অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকেই সন্তুষ্ট করা বেশী জরুরী ছিল– যদি তারা ঈমানদার হয়ে থাকে।[৬৩]

৬৩. তারা কি জানে না যে, কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যাতে তারা থাকবে সব সময়। এটাই চরম লাঞ্ছনা।[৬৪]

৬৪. মুনাফিকরা ভয় করে, এমন কোন সূরা মুসলিমগণের প্রতি নাযিল না হয়, যা তাদের অন্তরে যা আছে তা ব্যক্ত করে দেয়। বল, বিদ্রূপ করতে থাক। তোমরা যা ভয় করছ, তা আল্লাহ্ উন্মোচিত করেই ছাড়বেন।[৬৫]

---

৬৩. হযরত শাহ্ সাহেব (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোনও সময় তাদের প্রতারণা ধরলে তারা মুসলিমগণের সামনে শপথ করে বলত, আমাদের মনে অসদুদ্দেশ্য ছিল না। এভাবে তারা তাদের সন্তুষ্ট করে নিজেদের দিকে টেনে নিতে চাইত। চিন্তা করত না যে, এসব ছল-চাতুরী মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সংগে চলবে না। তাদের দাবী মতে সত্যিকারের ঈমান তাদের থাকলে সব কিছু ছেড়ে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করারই চেষ্টা তাদের করা উচিত ছিল।

৬৪. অর্থাৎ যে লাঞ্ছনা হতে তারা বাঁচতে চেয়েছিল, তার চেয়ে এটা আরও বড় লাঞ্ছনা।

৬৫. মুনাফিকরা তাদের মজলিসে ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে দুমুখোপনা করত। খাঁটি মু'মিনগণের সম্পর্কে কটূক্তি করত। দীনের মৌলিক বিষয়াদি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত। তারপর যখন চিন্তা হ্‌ত এসব তো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কানে যেতে পারে, তখন বলত, ক্ষতি কি, সে তো কান ছাড়া কিছু নয়। আমরা তার সামনে গিয়ে যে ব্যাখ্যা দেব, তাই মেনে নেবে। কিন্তু অনেক সময় যেহেতু ওহীর মাধ্যমে তাদের কপটতা ও কুমতির মুখোশ খুলে যেত, তাই এ ভয়ও জাগত, কি জানি, এমন

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ
(٦٥) وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ○

৬৫. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও আনন্দ-ফুর্তি করছিলাম।৬৬ বল, তোমরা কি আল্লাহ্ ও তাঁর বিধান এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে?৬৭

কোনও সূরা নাযিল হয়ে পড়ে কিনা, যা আমাদের গোপন আলাপ-আলোচনা ও ভিতরকার উঞ্ছবৃত্তি ফাঁস করে দেবে। আসলে, স্বভাবগত দুর্বলতা ও কাপুরুষতার কারণে মুনাফিকদের অন্তর কোন এক দিকে স্থির থাকত না। তাদের অন্তর সর্বদা দোদুল্যমান থাকত। কখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ক্ষমাপরায়ণতা ও মহানুভবতা দেখে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করত, কিন্তু পরক্ষণেই কুরআনী বজ্রের গুরু-গম্ভীর ধ্বনিতে তা প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠত। তাই বলা হয়েছে, এটাই ভাল, তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক, কৌতুক-উপহাসের হীনকর্ম চালিয়ে যাও এবং নবী সম্পর্কে هو اذن -এর ধৃষ্টতামূলক উক্তি করে নিজেদের সান্ত্বনা দিতে থাক। শেষ পর্যন্ত তোমরা যা আশংকা কর, তা আল্লাহ্ পাক অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন এবং তোমাদের ছল-চাতুরী সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দেবেন।

৬৬. তাবূকের যাত্রাপথে কোন মুনাফিক উপহাস করে বলেছিল, এই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ (সা.))-কে দেখ, শামের গ্রাম-গঞ্জ ও রোমের নগর-বন্দর জয়ের স্বপ্ন দেখে। সে রোমানদের সংগে যুদ্ধ করাকে আরবদের আত্মকলহের মত মনে করে বসে আছে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, আগামীকাল আমাদের সকলকে রোমান সৈন্যদের সামনে রশিতে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। আমাদের এই অথর্ব, মিথ্যুক ও কাপুরুষ কারিগণ (সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম) রোমের প্রশিক্ষিত ফৌজের বিরুদ্ধে কী লড়াই করবে? ইত্যাদি, ইত্যাদি। মুসলিমগণকে রোমান সৈন্যদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত ও প্রভাবিত করে তোলার জন্য তারা এই যা কিছু বলছিল, তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কানে পৌঁছে গেল। তিনি ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন তারা বলল, হযরত! আমরা কি এসব বিশ্বাস আদৌ রাখি! আমরা তো ফুর্তি করেই এসব বলছিলাম মাত্র, যাতে কথাবার্তার মধ্যে সহজে পথ এগিয়ে যায়।

৬৭. অর্থাৎ আনন্দ-ফুর্তির কি এটাই জায়গা যে, মহান আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাদের বিধানাবলী নিয়ে রং-তামাশা করা হবে? আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলকে উপহাস এবং শরী'আতের বিধানের অবমাননা তো এমন জিনিস যে, মুখে-মুখে ঠাট্টাচ্ছলেও যদি এসব করা হয়, তাও জঘন্য কুফরী– মুনাফিকদের মত অসদুদ্দেশ্য ও বদ মতলবে করলে তো কথাই নেই।

(٦٦) لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

(٦٧) اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

(٦٨) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৬৬. ওজুহাত দেখানোর চেষ্টা করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ। আমি যদি তোমাদের কতককে ক্ষমা করে দেই, তবে শাস্তিও দেব কতককে। কারণ, তারা পাপিষ্ঠ।[৬৮]

৬৭. মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী সবার একই চাল-চরিত্র। তারা খারাপ কাজ শেখায় এবং ভাল কাজে বাধা দেয়। আর তারা মুঠো বন্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, ফলে তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মুনাফিকরাই অবাধ্য।[৬৯]

৬৮. মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী এবং কাফিরদেরকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাতে তারা পড়ে থাকবে সদা। তাই তাদের জন্য যথেষ্ট[৭০] এবং আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।[৭১]

---

৬৮. অর্থাৎ মিথ্যা ওজুহাত দেখিয়ে ও ছল-ছুতা দাঁড় করিয়ে কোন লাভ হবে না। মুনাফিকী ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের শাস্তি যার পাওনা তার তা পেতেই হবে। হাঁ, এখনও যে খাঁটি মনে তওবা করে নিজ অপরাধ হতে নিবৃত্ত হবে, তাদেরকে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করে দেবেন বা আগেই যারা কাফির ও মুনাফিক হওয়া সত্ত্বেও এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ হতে দূরে থেকেছে, তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

৬৯. অর্থাৎ এই অসৎমতি মুনাফিকরাই সবচেয়ে বড় অপরাধী। তারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মৌখিক ইসলামের স্বীকারোক্তি দেওয়া সত্ত্বেও দিবারাত্র এই ধান্ধায়ই থাকে যে, যে কোনও ছল ও কৌশলে মানুষকে কীভাবে ভাল কাজ হতে নিবৃত্ত ও মন্দ কাজে আগ্রহী করে তোলবে। যেখানে অর্থ ব্যয় দরকার, সেখানে তারা মুঠো বন্ধ করে রাখে। মোটকথা, তারা মুখে তো কালিমা রটে ঠিকই, কিন্তু না তাদের মুখ দ্বারা কারও সাহায্য হয়, না তাদের অর্থ কারও উপকারে আসে। তারা যখন আল্লাহ্‌কে এভাবে ছেড়ে দিয়েছে, তখন আল্লাহ্‌ও তাদের পরিত্যাগ করেছেন। পরিত্যাগ করে কোথা নিক্ষেপ করেছেন? সামনের আয়াতে তা বলা হয়েছে।

(٦٩) كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّ اَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّ
اَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَا
لُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

(٧٠) اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۬ۙ وَ قَوْمِ
اِبْرٰهِيْمَ وَ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا
كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

৬৯. যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোক শক্তিতে তোমাদের চেয়ে প্রবল ছিল এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল তোমাদের চেয়ে বেশী। তাদের ভাগে যা ছিল, তা তারা ভোগ করে গেছে।[৭২] তোমরাও নিজ অংশ ভোগ করেছ, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তিগণ তাদের অংশ ভোগ করে গেছে এবং তাদের চালে তোমরাও চল।[৭৩] তারা তো সেই লোক, যাদের কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[৭৪]

৭০. তাদের নিকট কি তাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ পৌঁছেনি? নূহের সম্প্রদায়, আদ, ছামূদ, ইবরাহীমের সম্প্রদায়, মাদইয়ানবাসী ও বিধ্বস্ত জনপদসমূহের[৭৫] সংবাদ? তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। আল্লাহ্ তো তাদের প্রতি যুলুম করবার ছিলেন না, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করত।[৭৬]

---

৭০. অর্থাৎ এটা এমন উপযুক্ত শাস্তি, যার পর আর অন্য শাস্তির প্রয়োজন নেই।

৭১. এর অর্থ হয়ত এই যে, দুনিয়ায়ও আল্লাহ্‌র লা'নতের ফল তাদের ক্রমাগত ভোগ করতে হবে। অথবা পূর্বের কথাকেই এর দ্বারা জোরদার করা হয়েছে।

৭২. অর্থাৎ পার্থিব স্বাদ-আহ্লাদের যে অংশ তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তা ভোগ করে গেছে। পরিণাম কি হবে সে চিন্তা করেনি।

৭৩. অর্থাৎ তোমরাও তাদের মত শেষ পরিণাম সম্পর্কে গাফিল হয়ে পার্থিব নশ্বর ভোগ-সামগ্রীর যতটুকু তোমাদের ভাগে ছিল তা ভোগ করে যাচ্ছ, এবং তারই জন্য যত চেষ্টা-চরিত্র করে চলেছ। মনে রেখ, তাদের যে পরিণতি ঘটেছে, তা তোমাদেরও ঘটতে পারে। ধন ও জনবল এবং দৈহিক শক্তি তাদের তোমাদের চেয়ে বেশী ছিল, কিন্তু তবু মহান আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে তারা বাঁচতে পারেনি। সেখানে তোমাদের ভরসা কিসের উপর যে, মহান আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে এতটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ?

(৭১) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰۤئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

৭১. মু'মিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজ শিক্ষা দেয় এবং অসৎকাজে বাধা দেয়, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরই প্রতি আল্লাহ্ করুণা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৭৭]

---

৭৪. অর্থাৎ পার্থিব ও পরকালীন কোন বরকত ও মর্যাদা তাদের ভাগ্যে জুটেনি। পার্থিব আনন্দ-স্ফূর্তির যে অংশ বাহ্যত তারা লাভ করেছিল, প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদেরকে অবকাশ প্রদান, বরং তাঁর শাস্তি। যেমন দু'রুকূ' আগে فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। তার আগেও কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৭৫. নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় প্লাবনে, আদ জাতি ঝঞ্ঝাবাতে ও ছামূদ জাতি মহা নিনাদে ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বিস্ময়কর অলৌকিক কাণ্ড দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাহায্য করেছিলেন, যা দেখে তাঁর সম্প্রদায় চরম অপদস্থ ও ব্যর্থকাম হয়। তাদের রাজা নমরূদ অত্যন্ত হীন অবস্থায় প্রাণ হারায়। মাদইয়ানবাসী মহানাদ, ভূমিকম্প ইত্যাদি দ্বারা ধ্বংস হয়। লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়কে বাসভূমিসহ উল্টিয়ে দেওয়া হয় এবং উপর হতে তাদের উপর পাথর বর্ষণ করা হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায় ছাড়া বাকি সব জাতির বৃত্তান্ত সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে।

৭৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ কাউকে অকারণে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেন না। মানুষ নিজেই এরূপ অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে যদ্দরুন আল্লাহ্‌র শাস্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

৭৭. রুকূ'র শুরুতে মুনাফিকদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। এস্থলে তার বিপরীতে মু'মিনগণের বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ মুনাফিকরা যেখানে মানুষকে পুণ্যকাজে বাধা দিয়ে পাপ কাজে উৎসাহিত করে, সেখানে মু'মিনগণ তাদেরকে পাপকর্ম হতে ছাড়িয়ে পুণ্যকাজে উদ্বুদ্ধ করে। মুনাফিকদের মুঠো বন্ধ। মু'মিনগণের হাত খোলা। তারা কঞ্জুসীর কারণে খরচ করতে পারে না। এরা তাদের ধন-সম্পদের যাবতীয় হক (যাকাত ইত্যাদি) আদায় করে। তারা মহান আল্লাহ্‌কে বিল্‌কুল্ ভুলে আছে। এরা পাঁচ ওয়াক্ত মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং সব কাজে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধান মেনে চলে। এজন্য তারা অভিশাপের উপযুক্ত হয়ে গেছে, আর এরা বিশেষ রহমতের আশাবাদী।

(৭২) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ
اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

(৭৩) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৭২. আল্লাহ্ মু'মিন নর ও নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তাতেই থাকবে সদা এবং স্থায়ী উদ্যানে উত্তম বাসস্থানের। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই এসব কিছু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সেটাই মহা সাফল্য।[৭৮]

৭৩. হে নবী! মুনাফিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর এবং তাদের প্রতি কঠোরাচরণ কর। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তা নিকৃষ্ট ঠিকানা।[৭৯]

---

৭৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বপ্রকার নিআমতের উর্ধ্বে, জান্নাতও কেবল এজন্যই প্রার্থনীয় যে, সেটা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির স্থান। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে মু'মিনগণকে দৈহিক ও আত্মিক সব রকমের নিআমত ও আনন্দ দান করবেন। কিন্তু সবচে' বড় নিআমত হবে পরম প্রেমাস্পদের স্থায়ী সন্তুষ্টি। বিশুদ্ধ হাদীছে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসিগণকে ডাক দিবেন। তারা লাব্বায়কা বলে সাড়া দেবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, هل رضيتم তোমরা খুশি হলে তো? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! খুশী না হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? আপনি তো আমাদের প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের অনুগ্রহ করেছেন। ইরশাদ হবে, هل اعطيكم افضل من ذلك 'আমি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছি সে সব কিছুর চেয়েও বড় এক জিনিস নিতে চাও কি? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, এর চেয়ে বড় আর কী থাকতে পারে? তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন, احل عليكم رضو انى فلا اسخط عليكم بعده ابدا 'আমি আমার স্থায়ী সন্তুষ্টি তোমাদের প্রতি বর্ষণ করছি, এর পর আর কখনও তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না।' আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এবং সকল মু'মিনকে এ মহা নিআমত দান করুন।

জিহাদের অর্থ এবং এ ক্ষেত্রে মুনাফিকদের প্রতি প্রযোজ্যনীতি

৭৯. 'জিহাদ' অর্থ কোন অপ্রিয় জিনিস রোধ করার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে চেষ্টা করা। এ চেষ্টা অস্ত্র দ্বারা হতে পারে, মুখ দ্বারা হতে পারে, কলম দ্বারা হতে পারে এবং কখনও অন্য কোনও পন্থায়ও হতে পারে। 'মুনাফিক সম্প্রদায়' যারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তরে ঈমান নেই, তাদের সংগে অস্ত্র দ্বারা জিহাদ বিধেয় নয়। এ

(৭৪) يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

৭৪. তারা আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে, 'আমরা বলিনি'। অথচ তারা নিঃসন্দেহে কুফরী কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হয়ে গেছে।[৮০] আর তারা সেই বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা পায়নি।[৮১] এসব কিছু ছিল এরই বদলা যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায় তাদেরকে সম্পদশালী করেছিলেন। তো তারা যদি তওবা করে, সেটা তাদের জন্য উত্তম। আর যদি অমান্য করে, তবে আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ায় ও আখিরাতে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং পৃথিবীতে তাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।[৮২]

ব্যাপারে গোটা উম্মত একমত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলে এরূপ কোন জিহাদ সংঘটিত হয়নি। এজন্যই আলোচ্য আয়াতে 'জিহাদ' শব্দটি সাধারণ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তরবারি, মুখ ও কলম, যখন যার বিরুদ্ধে যেরূপ জিহাদ সংগত, তাই যেন করা হয়। কতক শরীআত বিশেষজ্ঞের মতে যদি মুনাফিকদের মুনাফিকী সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তবে তাদের বিরুদ্ধেও অস্ত্রের জিহাদ প্রযোজ্য। যা হোক, তাবূকের যুদ্ধ মুনাফিকদের মুনাফিকীর মুখোশ খুলে দিয়েছিল। তাই এ আয়াতে তাদের সম্পর্কে কিছুটা কঠোর পন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রিয়নবী (সা.) স্বভাবগতভাবেই ছিলেন অত্যন্ত কোমল চরিত্রের। ইরশাদ হয়েছে- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ - 'আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত' (আলে ইমরান ঃ ১৫৯)। তদুপরি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দেশ ছিল وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ 'যারা তোমার অনুসরণ করে সেই মু'মিনগণের প্রতি বিনয়ী হও (শুআরা ঃ ২১৫)'। মুনাফিকরা বাহ্যত মু'মিনগণের দলভুক্ত, কাজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের সংগেও ক্ষমা-সুন্দর ও কোমল আচরণ করতেন। তাবূক যুদ্ধের ক্ষেত্রে মুনাফিকরা যখন খোলাখুলিভাবে নির্লজ্জতা, হঠকারিতা এবং বিদ্বেষ ও শত্রুতামূলক কর্মপন্থা অবলম্বন করে, তখন নির্দেশ হয়, এবার তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন কর। এ দুষ্টরা ভাল ব্যবহার ও নম্রতা দ্বারা পথে আসবার নয়।

৮০. মুনাফিকরা পিছনে বসে বসে নবী করীম (সা.) ও ইসলাম সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি করত। এ সম্পর্কে সূরা 'মুনাফিকূন'-এর বিস্তারিত আসবে। তাদের সেসব উক্তি কোন মুসলিম রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এ কর্ণগোচর করলে তারা তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করত এবং শপথ করে বলত, আমরা এমন কথা বলিনি। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে মুসলিম বর্ণনাকারীদের প্রত্যয়ন করলেন যে, নিশ্চয়ই তারা সে কথা মুখে উচ্চারণ করেছে এবং তারা নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করার পর দীন-ই-ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে এমন সব কথা বলে, যা একমাত্র কাফিরদের মুখ হতেই বের হতে পারে।

৮১. তাবূক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুজাহিদদের থেকে পৃথক হয়ে একটি পার্বত্য পথ অতিক্রম করছিলেন। প্রায় বারজন মুনাফিক মুখ ঢেকে সেই পথে অগ্রসর হল এবং চাইল রাতের অন্ধকারে তাঁর উপর হাত চালাবে এবং (নাউযুবিল্লাহ্) তাঁকে পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দেবে। হযরত হুযায়ফা (রা.) ও আম্মার (রা.) তাঁর সংগে ছিলেন। হযরত আম্মার (রা.)-কে তারা ঘিরে রাখল, কিন্তু হুযায়ফা (রা.) অত্যন্ত বীরত্বের সংগে তাদের উটগুলোর গতিরোধ করতে সক্ষম হলেন। মুখ ঢেকে রাখার কারণে তাদেরকে হযরত হুযায়ফা (রা.) ও আম্মার (রা.) চিনতে পারলেন না। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে নাম-ধামসহ তাদের পরিচয় জানিয়ে দিলেন। তবে নিষেধ করলেন যেন কারুর কাছে প্রকাশ না করেন। এ ঘটনার প্রতিই وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا বাক্যে ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে ন্যক্কারজনক সংকল্প তারা করেছিল আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীতে তা সফল হয়নি। কোন কোন তাফসীর বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, একবার মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে আত্মকলহের সূত্রপাত হয়েছিল। মুনাফিকরা প্ররোচনা দিয়ে মুনাফিক ও আনসারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের মিলিয়ে দেন। সূরা মুনাফিকূনে এ ঘটনা আসবে।

৮২. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দু'আয় আল্লাহ্ তাদেরকে বিত্তবান করে দেন এবং ঋণভাণ্ডার হতে তাদের মুক্ত করেন। মুসলিমগণের সাথে মিলে-মিশে থাকার কারণে গনীমত হতে অংশ লাভ করতে থাকে। প্রিয়নবী (সা.)-এর বরকতে ফসলাদিও ভাল জন্মাতে থাকে। কিন্তু এসব অনুগ্রহের তারা এই বদলা দেয় যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের সংগে প্রতারণা শুরু করে দিল এবং নবী করীম (সা.) ও মুসলিমগণকে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগল। এখনও যদি তারা তাওবা করে এবং অন্যায়-অনাচার ও নেমকহারামী হতে নিবৃত্ত হয়, তবে তাদের মংগল আছে। নয়ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি দিবেন, যা থেকে তাদেরকে রক্ষা করার মত ভূ-পৃষ্ঠে কাউকে পাবে না। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, 'জুলাস' নামক এক ব্যক্তি এ আয়াত শুনে খাঁটি মনে তাওবা করে এবং পরবর্তী জীবন ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করে দেয়।

(৭৫) وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

(৭৬) فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

৭৫. তাদের মধ্যে কতক এমন যারা আল্লাহ্‌র সংগে অংগীকার করেছিল, যদি তিনি আমাদেরকে আপন কৃপা হতে দান করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই দান-খয়রাত করব এবং আমরা পুণ্যবানদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব।

৭৬. তারপর যখন তাদেরকে আপন কৃপা হতে দান করলেন, তখন তারা কার্পণ্য করল এবং অগ্রাহ্য করে ফিরে গেল।[৮৩]

ছা'লাবা ইব্‌ন হাতিবের ঘটনা

৮৩. ছা'লাবা ইব্‌ন হাতিব আনসারী নামক এক ব্যক্তি হযরতের কাছে আরয করে, দু'আ করুন, আমি যেন বিত্তশালী হয়ে যাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, ছা'লাবা! স্বল্পের উপর যদি মহান আল্লাহ্‌র শোকর কর, তবে সেটা সেই প্রাচুর্যের চেয়ে শ্রেয় যার হক তুমি আদায় করতে পারবে না। সে পুনরায় সেই আরয করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, ছা'লাবা, এটা কি তোমার পসন্দ নয় যে, তুমি আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যতই অপসন্দ করলেন, সে ততই পীড়াপীড়ি করতে লাগল এবং সে অংগীকার করল, মহান আল্লাহ্ যদি আমাকে বিত্ত দেন, তবে আমি তার পুরাপুরি হক আদায় করব। শেষ পর্যন্ত প্রিয়নবী (সা.) দু'আ করলেন। তার ছাগল এত বেড়ে গেল যে, তাকে পবিত্র মদীনার বাইরে এক পল্লীতে গিয়ে বাস করতে হল এবং তা এতই বিস্তৃত হয়ে গেল যে, তাতে ব্যতিব্যস্ত থেকে ক্রমে তার জুমু'আ ও জামাআত পর্যন্ত ছুটে যেতে লাগল। কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ হতে যাকাত আদায়কারী তার কাছে যাকাত উসূল করতে গেল। সে বলল, যাকাতকে তো জিয্‌ইয়ার ভাই বলে মনে হয়। দু' একবার টাল-বাহানা করে শেষ পর্যন্ত যাকাত দিতে সাফ অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তিন বার বললেন ويح ثعلبة 'ধিক ছা'লাবা'! এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। তার কোনও আত্মীয় এ সংবাদ তার কাছে পৌঁছালে সে অগত্যা অনিচ্ছুক মনে যাকাত নিয়ে হাযির হল। প্রিয়নবী (সা.) বললেন, আল্লাহ্ আমাকে তোমার যাকাত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। একথা শুনে সে হায় হায় করতে লাগল। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক যাকাত গ্রহণ না করাটা তার জন্য ভীষণ লজ্জা ও অসম্মানের বিষয় ছিল। কুখ্যাতির ভয়ে সে মাথায় ধুলো নিক্ষেপ করছিল, কিন্তু অন্তরে ঠিকই মুনাফিকী বদ্ধমূল ছিল।

(৭৭) فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ○

(৭৮) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

৭৭. তার পরিণামে তাদের অন্তরে কপটতা স্থির করলেন তাঁর সংগে তাদের সাক্ষাতকার কাল পর্যন্ত -এই হেতু যে, তারা আল্লাহ্‌র সংগে যে অংগীকার করেছিল তা ভংগ করেছে এবং এই হেতু যে, তারা মিথ্যা বলত।[৮৪]

৭৮. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাদের গোপন বিষয় ও পরামর্শ জানেন এবং আল্লাহ্ যাবতীয় গুপ্ত বিষয় সম্যক অবগত?[৮৫]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট সে যাকাত নিয়ে হাযির হল। তিনিও কবূল করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর হযরত উমর (রা.) এবং তারপরে হযরত উছমান (রা.)-এর খিদমতেও সে যাকাত পেশ করল। তাঁরাও প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রত্যেকে একথাই বলতেন যে, যে জিনিস রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রত্যাখ্যান করেছেন আমরা তা গ্রহণ করতে পারি না। শেষ পর্যন্ত এই মুনাফিকী অবস্থায়ই হযরত উছমান (রা.)-এর আমলে তার জীবনাবসান ঘটে।

৮৪. অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র সংগে সরাসরি ওয়াদাখেলাপী করার এবং মিথ্যাচার করার শাস্তিতে তাদের কঞ্জুসী ও অবমাননার ফল এ হল যে, চিরদিনের জন্য তাদের অন্তরে মুনাফিকী বদ্ধমূল হয়ে গেল, যা মৃত্যু পর্যন্ত উৎপাটিত হওয়ার নয়। এটাই মহান আল্লাহ্‌র চিরায়ত নীতি। যখন কোন ব্যক্তি ভাল কি মন্দ খাসলাত নিজেই গ্রহণ করে নেয়, তখন তার ক্রমাগত অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তির ফলে তা তার স্থায়ী চরিত্রে পরিণত হয়ে যায়। মন্দ খাসলাতের এই স্থায়িত্ব ও বদ্ধমূলতাকে কখনও কখনও খাতাম ও তাবা' (মোহর করে দেওয়া) শব্দে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে।

৮৫. অর্থাৎ তারা যত ওয়াদাই করুক, ওজুহাত তৈরী করুক বা নিরুপায় হয়ে অর্থ-সম্পদ পেশ করুক; আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিয়্যত ও উদ্দেশ্য ঢের জানেন। নিজের দলের লোকদের সাথে বসে যে গোপন পরামর্শ তারা করে, সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। তিনি জানেন, কী মনে ও কী অভিপ্রায়ে যাকাত হাযির করা হয়েছিল এবং ওয়াদা করা হয়েছিল لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ 'আমরা অবশ্যই দান খয়রাত করব ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'

(৭৯) اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(৮০) اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

৭৯. যারা নিন্দা করে সেই মুসলিমগণকে, যারা অন্তর খুলে দান-খয়রাত করে এবং যারা নিজেদের শ্রম ছাড়া আর কিছুর অধিকারী নয়, আর তাদের বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ও তাদের বিদ্রূপ করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি।[৮৬]

৮০. তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা নাই কর, তুমি যদি সত্তরবারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবু আল্লাহ্ তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না। এটা এই হেতু যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর আল্লাহ্ অবাধ্য লোকদের হিদায়াত দান করেন না।[৮৭]

---

৮৬. একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে দান-খয়রাত করতে উৎসাহ দেন। হযরত আবদুর রাহ্মান ইব্ন আওফ (রা.) চার হাজার (দীনার বা দিরহাম) পেশ করলেন। 'আসিম ইব্ন আদী (রা.) একশ' ওয়াসাক খেজুর (যার মূল্য ছিল চার হাজার দিরহাম) দান করলেন। তা দেখে মুনাফিকরা বলতে লাগল, এদের তো উদ্দেশ্য লোক-দেখানো ও নাম-ফোটান। আবূ আকীল হাবহাব (রা.) ছিলেন একজন দরিদ্র সাহাবী। তিনি তাঁর কষ্টার্জিত খেজুর থেকে এক সা' এনে সাদকা করলেন। তা দেখে তো তারা হেসেই খুন। বলতে লাগল, এ তো দেখছি খামোখা রক্ত মাখিয়ে জোর করে শহীদদের কাতারভুক্ত হতে চায়। তার এই এক সা' খেজুর কী কাজে আসবে? মোটকথা, অল্প পরিমাণে দানকারী ও বেশী দানকারী কেউই তাদের জিভের বিষ থেকে নিস্তার পেত না। কারও প্রতি দিত অপবাদ, কাউকে করত পরিহাস। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ 'আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরিহাস করেছেন।' অর্থাৎ তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের বদলা দিয়েছেন। বাহ্যত তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য কিছুদিন মুক্ত ছেড়ে রাখা হয়েছে,কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাদের সুখের শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে। কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাঈ-এর মৃত্যু, বিশ্ব-নবীর বিশ্ব-করুণার ঝলক

৮৭. অর্থাৎ মুনাফিকদের জন্য আপনি যতবারই ইস্তিগফার করুন না কেন, তাদের জন্য তা বিলকুল বৃথা ও নিষ্ফল। আল্লাহ্ পাক ওই হতভাগা কাফির ও

(৮১) فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ○

৮১. যারা পশ্চাতে রয়ে গেল, তারা আল্লাহ্‌র রাসূল থেকে আলাদা হয়ে বসে থাকাতে খুশী হয়ে গেল এবং তারা ভড়কে গেল তাদের ধন-সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে।[৮৮] আর তারা বলল, গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।[৮৯] বল, জাহান্নামের আগুন তীব্র গরম। যদি তারা বুঝত।[৯০]

অবাধ্যদের কস্মিনকালেও ক্ষমা করবেন না। ঘটনা এই যে, পবিত্র মদীনায় মুনাফিককুল শিরোমণি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাঈ মারা গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার কাফনে নিজ মুবারক জামা দিয়ে দেন এবং মুখে পবিত্র লালা লাগিয়ে দেন। তারপর তার জানাযা আদায় করেন ও তার জন্য মাগফিরাত কামনা করেন। হযরত উমর (রা.) এ ব্যাপারে বলছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ তো সেই পাপিষ্ঠ, যে অমুক অমুক দিন এই এই ন্যক্কারজনক কাজ করেছিল, সে ছিল সর্বদা কুফর ও নিফাকের ঝাণ্ডাবাহী। আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ 'তিনি বললেন, হে উমর! আমাকে মাগফিরাত কামনা করতে নিষেধ করা হয়নি, বরং করা না করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তাদের ক্ষমা না করা তো মহান আল্লাহ্‌র কাজ। অর্থাৎ তাদের পক্ষে আমার ইসতিগফার যদি ফলপ্রসূ না হয়, তো না হল, অসম্ভব কি অন্যদের পক্ষে আমার এ কর্মপন্থা সুফল বয়ে আনবে? অন্য লোক ঘোর শত্রুর প্রতিও দয়ালু নবীর এ মহানুভবতা, অবারিত অনুকম্পা ও গভীর মমত্ববোধ দেখে ইসলাম ও ইসলামের নবীর প্রতি আকৃষ্ট হলেও তো হতে পারে? বস্তুত, তাই হয়েছিল। সহীহ বুখারীর এক রিওয়ায়াতে আছে, প্রিয়নবী (সা.) বলেন, আমি যদি জানতাম সত্তরবারের বেশী ইস্তিগফার করলে তার মাগফিরাত হতে পারে, তবে আমি তাও করতাম। এ হাদীছে তিনি যেন ইংগিত করছেন হযরত উমর (রা.)-এর মত তিনিও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনাকে নিষ্ফল মনে করছিলেন, পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, 'আল্লাহ্‌প্রেমে ক্রোধ'-এর প্রেরণায় হযরত উমর (রা.)-এর দৃষ্টি এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর নবী করীম (সা.)-এর দৃষ্টি ছিল মৃত ব্যক্তির উপকার- অপকারের উপর। সার্বজনীন নবীসুলভ মমত্ববোধের প্রকাশ ও জীবিতদের উপকার ছিল তার লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার নির্দেশ আছে, وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ 'আর কখনও তাদের কেউ মারা গেলে তার জানাযা পড়ো না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়িও না। এ প্রত্যাদেশ মুনাফিকদের জানাযা পড়তে ও তাদের দাফন-কাফনে শরীক হতে সাফ নিষেধ করে দেয়। কেননা, এ কর্মপন্থা দ্বারা মুনাফিকদের হিম্মত বৃদ্ধি ও মু'মিনগণের মনোভংগের আশংকা ছিল। তখন থেকে আর প্রিয়নবী (সা.) কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি।

(৮২) فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّ لْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(৮৩) فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّ لَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ○

৮২. কাজেই, তারা কিছু হেসে নিক, তারা কাঁদবে প্রচুর–তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।[৯১]

৮৩. আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাদের কোন দলের কাছে ফিরিয়ে আনেন,[৯২] তারপর তারা অভিযানে বের হবার জন্য তোমার অনুমতি চায়, তবে বলে দিও, তোমরা আমার সংগে কক্ষণও বের হবে না এবং আমার সংগী হয়ে কখনও কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথম বার বসে থাকাই পসন্দ করেছিল, সুতরাং যারা পেছনে থাকে, তাদের সাথে বসেই থাক।[৯৩]

---

৮৮. এর সম্পর্ক সেইসব মুনাফিকদের সাথে, যারা তাবূক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ হতে পিছিয়ে ছিল। অর্থাৎ মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, তারা দোষনীয় ও নিন্দণীয় কাজ করে খুশী হয় এবং পুণ্যের কাজ দেখলে ঘাবড়িয়ে পিছু হটে। পরন্তু যারা পুণ্যের কাজ করে তাদের সমালোচনা করে বেড়ায়, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। এই যাদের চরিত্র, নবীর ইস্‌তিগফার দ্বারা তাদের কী উপকার হতে পারে? এর দ্বারা গুনাহ্গার ও গোমরাহের পার্থক্য ফুটে ওঠে। এমন কী গুনাহ্ আছে, যা নবীর সুপারিশ দ্বারা মোচন হয় না? ইরশাদ হয়েছে- وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا 'যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে, তখন তারা তোমার নিকট আসলে ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে, তারা অবশ্যই আল্লাহ্কে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে' (৪ ঃ ৬৪)। কিন্তু যার আকীদা-বিশ্বাসই খারাপ, তার জন্য নবীর সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনাও কোন কাজ দেয় না।

৮৯. হয়ত মুনাফিকরা একে অন্যকে বলত, কিংবা তারা কোন মু'মিনকে বলে থাকবে, যাতে তার হিম্মত পড়ে যায়।

৯০. অর্থাৎ বোধবুদ্ধি থাকলে লক্ষ্য করত যে, এখানকার তাপ হতে পালিয়ে যে তাপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তা কত বেশী তীব্র। এ যেন রোদ হতে সরে এসে আগুনে ঠাঁই গ্রহণ। হাদীছ শরীফে আছে, জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুন অপেক্ষা উনসত্তর গুণ বেশী তীব্র। মহান আল্লাহ্র কাছে আমরা তা থেকে পানাহ্ চাই।

CamScanner

(٨٤) وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ
كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

৮৪. কখনও তাদের কেউ মারা গেলে তুমি তার জানাযা পড়ো না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়িও না।[৯৪] তারা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নাফরমান অবস্থায় মারা গেছে।[৯৫]

---

৯১. অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্য নিজ কীর্তিকলাপের উপর খুশী থাক ও হেসে নাও। আগামীতে এসব কৃতকর্মের পরিণামে রয়েছে চির ক্রন্দন।

৯২. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাবূকে ছিলেন, মুনাফিকরা পবিত্র মদীনায়। তাঁর ফিরে আসার আগে কতক মুনাফিকের মৃত্যু ঘটা অসম্ভব ছিল না। তাই বলা হয়েছে اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ 'তাদের কোনও দলের কাছে।'

৯৩. অর্থাৎ এখন আর যদি এরা কোন যুদ্ধে তোমাদের সংগে যোগদান করার অনুমতি চায়, তবে বলে দিও, ব্যস তোমাদের হিম্মত ও বীরত্বের অভিনয় উন্মীলিত হয়ে গেছে। প্রথম বারেই তোমাদের মনের অবস্থা বুঝা হয়ে গেছে। আর কখনও তোমরা আমাদের সংগে না বের হতে পারবে এবং না পারবে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বাহাদুরী দেখাতে। কাজেই, তোমাদের আর কষ্ট করার দরকার নেই। নারী, শিশু, পংগু ও বুড়োদের সাথে ঘরের ভেতর ঢুকে বসে থাক। যে অবস্থাকে তোমরা প্রথম বারেই নিজেদের জন্য পসন্দ করেছিলে এখন সমীচীন এটাই যে, সে অবস্থাতেই জীবন সাঙ্গ কর, যাতে মহান আল্লাহ্র আযাব ভালভাবে চাখতে পার।

৯৪. অর্থাৎ দু'আর ও ইস্তিগফারের জন্য বা দাফন-কাফনের ব্যবস্থার জন্য।

৯৫. এ আয়াত নাযিল হয়, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাঈ-এর ঘটনার পর, যা কয়েক আয়াত পূর্বে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুনাফিকদের জানাযা পড়া চূড়ান্তরূপে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারূক (রা.) সেইসব লোকের জানাযায় সতর্কতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করতেন না, যাদের জানাযা হতে হযরত হুযায়ফা (রা.) দূরে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে বহু মুনাফিকের নাম পরিচয় জানিয়ে দিয়েছিলেন। এজন্যই তাঁর উপাধি ছিল صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর গোপন তথ্যের ধারক।

(৮৫) وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

(৮৬) وَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ۝

(৮৭) رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

৮৫. তুমি তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেখে বিস্ময় বোধ করো না। আল্লাহ্ তো চান এসব জিনিস দ্বারা তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তিতে ফেলে রাখতে এবং যাতে কাফির থাকা অবস্থায়ই তাদের আত্মা দেহ-ত্যাগ করে।[৯৬]
৮৬. যখন কোনও সূরা নাযিল হয় এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর রাসূলের সংগী হয়ে সংগ্রাম কর, তখন তাদের মধ্যে সামর্থ্যবানরা তোমার কাছে ছুটি চায় এবং বলে, আমাদের ছেড়ে দিন আমরা বসে থাকা লোকদের সংগে থেকে যাই।
৮৭. পশ্চাতে অবস্থানকারী নারীদের সাথে থেকে যেতেই তারা খুশী[৯৭] এবং তাদের অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়েছে, ফলে তারা উপলব্ধি করে না।[৯৮]

---

৯৬. চার রুকূ' আগে এই একই বিষয়ের আয়াত চলে গেছে। এ সম্পর্কে সেখানকার টীকা দ্রষ্টব্য।

মুনাফিকদের কাপুরুষতা

৯৭. অর্থাৎ কুরআনের কোন সূরায় যখন তম্বীহ্ করা হয় পূর্ণ নিষ্ঠা ও পরিপক্কতার সাথে ঈমান আন এবং তার নিদর্শনস্বরূপ বিশ্বনবীর সংগী হয়ে মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদে বের হও, তখন এসব মুনাফিক জান বাঁচানোর চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে যাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে, তারা পর্যন্ত মিথ্যা ওজুহাত দাঁড় করিয়ে ছুটি প্রার্থনা করতে আসে এবং বলে, হযরত আমাদেরকে এখানে পবিত্র মদীনাতেই থাকতে দিন। অর্থাৎ চরম নির্লজ্জতা ও কাপুরুষতার কারণে যুদ্ধের নাম শোনা মাত্র অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সাথে ঘরের ভেতর ঢুকে বসে থাকাই তাদের পসন্দ। হাঁ, যখন যুদ্ধ ইত্যাদির কোন আশংকা না থাকে ও নিরাপদ পরিস্থিতি বিরাজ করে, তখন কথার জাল বুনতে ও কেঁচির মত রসনা চালনা করতে তাদের জুড়ি নেই। আল্লাহ্

(৮৮) لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ
وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۫ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○
(৮৯) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○
(৯০) وَ جَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا
اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৮৮. কিন্তু রাসূল এবং তাঁর সংগে যারা ঈমান এনেছে, তারা তাদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে এবং তাদেরই জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম।

৮৯. আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উদ্যান, যার তলদেশে নদীসমূহ বয়ে চলে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।[৯৯]

৯০. ওজুহাত প্রদর্শনকারী যাযাবর লোক অব্যাহতি লাভের জন্য আসল, আর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল তারা বসে থাকল। তাদের মধ্যে যারা কাফির, তারা মর্মন্তুদ শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।[১০০]

তা'আলার ইশরাদ করেন–

فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ۔

'যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উলটিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায়, তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে (সূরা আহ্যাব ঃ ১৯)।

৯৮. অর্থাৎ মিথ্যাচার, মুনাফিকী, জিহাদ হতে পাশ কাটিয়ে চলা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশ অমান্য ইত্যাদি অপকর্মের কারণে তাদের অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়েছে। এখন মোটা মোটা দোষও তাদের চোখে পড়ে না এবং যেখানে চরম নির্লজ্জতা ও কাপুরুষতার উপর অনুতপ্ত হওয়ার কথা ছিল, সেখানে উল্টো গর্ব করে ও হর্ষোৎফুল্ল হয়।

৯৯. মুনাফিকদের বিপরীতে খাঁটি মু'মিনদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে যে, দেখ এরা মহান আল্লাহ্র অনুগত বান্দা, যারা তাঁর রাহে জানমাল পেশ করতে দ্বিধা করে না– তা যত বড় বিপজ্জনক ক্ষেত্রই হোক। ইসলামের সাহায্য ও ইসলামের নবীর পাশে পাশে তারা যে কোন রকম কুরবানী দিতে সদা প্রস্তুত থাকে। সফলতা তো এদের হবে না কার হবে?

(৯১) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৯১. যারা দুর্বল, অসুস্থ কিংবা অর্থ-ব্যয়ে অসমর্থ, তাদের কোন অপরাধ নেই, যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি থাকে একনিষ্ঠ। সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি নেই দোষারোপের কোন পথ।[১০১] আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১০২]

---

১০০. অর্থাৎ পবিত্র মদীনাবাসিগণের মধ্যে কপট ও নিষ্ঠাবান উভয় শ্রেণীর লোক আছে, তেমনি পল্লীবাসীদের মধ্যেও সব রকমের লোক বিদ্যমান। তন্মধ্যে এস্থলে দুই শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিষ্ঠাবান পল্লীবাসিগণের কথা এ রুকূ'র শেষে وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আয়াতে আসবে। এস্থলে যেই দুই দল পল্লীবাসী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে (ওজুহাত পেশকারী ও যারা ঘরে বসে থেকেছিল), তন্মধ্যে প্রথম দল (معذرون ওজুহাত পেশকারী) সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের একাধিক মত প্রকাশিত হয়েছে যে, আসলে তারা কারা ছিল? মিথ্যা বাহানা প্রদর্শনকারী মুনাফিক (যেমন তরজমা দ্বারা পরিস্ফুট হয়েছে) না কি সেই সব মুসলিম, যাদের সত্যিকারের ওযর ছিল এবং বাস্তবিকই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অপারগ ছিল। প্রথম মত গ্রহণ করলে আয়াতে দুই প্রকার মুনাফিক সম্পর্কে বর্ণনা হবে। المعذرون তো সেইসব মুনাফিক, যারা কেবল বাহ্য নীতি-নিয়ম রক্ষার্থে মিথ্যা ওজুহাত খাড়া করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে ছুটি চেয়ে নিচ্ছিল। আর القاعدون বলতে সেই মুনাফিকদের বুঝাবে, যার, একেত ঈমানের মিথ্যা দাবী করেছিল, পরন্তু অনুমতি গ্রহণেরও কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। জিহাদের নাম শোনামাত্র ঘরের ভেতর ঢুকে বসে থাকল। লজ্জা-শরমের বালাই রেখে ওজুহাত পর্যন্ত পেশ করতে আসল না। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ দ্বারা উভয় দলকেই বুঝাবে। অর্থ হবে এই, উভয় দলের মধ্যে যারা জীবনের শেষ অবধি কুফরে কায়েম থাকবে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। যারা তওবার তাওফীক লাভ করবে, তারা এ সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে معذرون দ্বারা যদি নিষ্ঠাবান মু'মিনগণকে বুঝান হয়, যারা বাস্তবিকই অপারগ ছিল, তা হলে قاعدون বলতে মুনাফিকদের বুঝাবে এবং سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ হুশিয়ারী তাদেরই জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রথম দলের উল্লেখ দ্বারা কেবল এটা বুঝানই উদ্দেশ্য যে, তাদের ওযর গৃহীত হয়েছে।

১০১. মিথ্যা ওজুহাত প্রদর্শনকারীদের পর এবার সত্যিকার অর্থেই যারা অপারগ, তাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যার সারকথা এই যে, ওযর তো অনেক সময় এমন

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ
(৯২) اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ص تَوَلَّوْا وَّ اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا
مَا يُنْفِقُوْنَ ۝

৯২. এবং অপরাধ নেই তাদেরও, যারা তোমার কাছে যখন এই আশায় আসল যে, তুমি তাদের বাহন দেবে, তখন তুমি বললে, তোমাদেরকে বহন করানোর মত কোন জিনিস আমার কাছে নেই। ফলে তারা এই দুঃখে অশ্রু বিগলিত নেত্রে ফিরে গেল যে, অর্থ ব্যয়ের কোন সামর্থ্য তাদের নেই।১০৩

ব্যক্তিগত হয়ে থাকে, যা সৃষ্টির অপরিহার্য বিষয়। যেমন বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা, কোন মানুষই স্বভাবত এর থেকে মুক্ত হতে পারে না। অনেক সময় সাময়িক ওযরও দেখা দেয়। এটা আবার দুই প্রকার দৈহিক, যেমন রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি এবং বৈষয়িক, যেমন দারিদ্র্য, পথ-খরচার অভাব ইত্যাদি। তাবূকের যুদ্ধে যেহেতু অনেক দূর পথ অতিক্রম করে যাওয়ার একটা ব্যাপার ছিল, তাই বাহন না থাকার ওযরকেও যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়, যেমন সামনে আসছে।

১০২. অর্থাৎ যারা বাস্তবিকই অক্ষম, যদি তাদের অন্তর সাফ থাকে, আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে সম্পর্কের গরমিল না থাকে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, নিজে যোগদান করতে না পারলেও যোগদানকারীদের হতোদ্যম করার চেষ্টা করে না), বরং নিজের সাধ্যমত সৎকর্ম সাধন ও নিষ্ঠার পরিচয় দানে যত্নবান থাকে, এরূপ নিষ্ঠাবানগণের পক্ষ হতে মানবিক দুর্বলতাবশত কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলেও আল্লাহ্ তা'আলা নিজ মেহেরবানীতে তাদের ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়।

সাহাবায়ে কিরামের নবী-প্রেম

১০৩. সুবহানাল্লাহ্! নবী করীম (সা.)-এর সাহচর্য সাহাবায়ে কিরামের অন্তরে আল্লাহ্-প্রেমের এমন নেশা সৃষ্টি করেছিল, যার দৃষ্টান্ত কোন জাতি ও ধর্মের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সক্ষম ও সামর্থবান সাহাবিগণকে দেখুন, তারা কীভাবে মহান আল্লাহ্র পথে জান-মাল সব কিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকেন এবং কী আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে কঠিন থেকে কঠিনতর কুরবানী দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লক্ষ্য করুন, নিঃসম্বল ও সামর্থহীন সাহাবিগণের প্রতি এই দুঃখেই তারা কেঁদে সারা যে, এতটুকু সামর্থ্য আমাদের কেন হল না, যাতে পরম প্রিয়ের পথে উৎসর্গিত হওয়ার জন্য নিজেকে পেশ করতে পারতাম। সহীহ্ হাদীছে আছে, প্রিয়নবী (সা.) একবার মুজাহিদগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা মদীনায় এমন কিছু লোক রেখে এসেছ,

(৯৩) اِنَّمَا السَّبِيۡلُ عَلَى الَّذِيۡنَ يَسۡتَاۡذِنُوۡنَكَ وَهُمۡ اَغۡنِيَآءُ‌ۚ رَضُوۡا بِاَنۡ يَّكُوۡنُوۡا مَعَ الۡخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ۝

(৯৪) يَعۡتَذِرُوۡنَ اِلَيۡكُمۡ اِذَا رَجَعۡتُمۡ اِلَيۡهِمۡ‌ؕ قُلْ لَّا تَعۡتَذِرُوۡا لَنۡ نُّؤۡمِنَ لَـكُمۡ قَدۡ نَـبَّاَنَا اللّٰهُ مِنۡ اَخۡبَارِكُمۡ‌ؕ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَـكُمۡ وَرَسُوۡلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوۡنَ اِلٰى عٰلِمِ الۡغَيۡبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ۝

৯৩. অভিযোগের হেতু তো আছে তাদের বিরুদ্ধে যারা বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে। পশ্চাতে অবস্থানকারিণীদের সংগে থেকে যেতেই তারা খুশী। আল্লাহ্ তাদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন, ফলে তারা উপলব্ধি করতে পারে না।[১০৪]

৯৪. তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের কাছে ওজুহাত পেশ করবে। বলে দাও, ওজুহাত দেখিও না। আমরা তোমাদের কথা কখনই বিশ্বাস করব না। আল্লাহ্ তোমাদের অবস্থা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এবং শীঘ্রই আল্লাহ্ তোমাদের কাজ দেখবেন এবং তাঁর রাসূলও। এরপর তোমরা প্রত্যানীত হবে সেই অদৃশ্য-দৃশ্য জ্ঞাতার কাছে। তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা-কিছু তোমরা করছিলে।[১০৫]

যারা প্রতিটি কদমে তোমাদের সাথে ছওয়াবে শরীক। তোমরা মহান আল্লাহ্র পথে যে কদম রাখ, যে উপত্যকা পার হও, কি গিরি-সংকট অতিক্রম কর, তাতে তারা তোমাদের সংগে সংগে থাকে। তারা সেইসব লোক বাস্তবিক ওযরের কারণে যারা তোমাদের সংগে আসতে পারেনি। হাসান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, উক্ত বক্তব্যের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এই আয়াত পাঠ করেন–

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ ....

১০৪. অর্থাৎ যুদ্ধে অংশগ্রহণের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাশ কাটিয়ে চলে এবং অত্যন্ত নির্লজ্জতার সংগে অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সাথে হাতে চুরি পরে বসে থাকার হীনতাকে স্বীকার করে নেয়। বস্তুত গুনাহ্-চর্চা করতে করতে মানুষের অন্তর এমনই বিকৃত ও কলুষিত হয়ে যায় যে, তার আর ভাল-মন্দ দোষ-গুণ বিচার করার মত যোগ্যতা থাকে না। নির্লজ্জ আচার-আচরণ করতে করতে কোন লোক যখন এরূপ বদ্ধ পাগল হয়ে যায় যে, অনুতপ্ত হওয়ার স্থলে সে উল্টা দর্প ও উল্লাস শুরু করে দেয়, তখন বুঝতে হবে আল্লাহ্ পাক তার অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের রক্ষা করুন।

(৯৫) سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

৯৫. তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের সামনে আল্লাহ্র শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাদের উপেক্ষা করো। তারা তো অপবিত্র। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম - তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলে।[১০৬]

---

১০৫. অর্থাৎ তাবূক যাত্রাকালে মুনাফিকরা যেমন নানা রকমের ছলছুতা দেখিয়েছিল, তেমনি তোমরা যখন মদীনায় ফিরে আসবে, তখন তারা মিথ্যা ওজুহাত পেশ করে তোমাদেরকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করবে। তারা শপথ করে বলবে, হযরত! আপনার সংগে যাওয়ার পূর্ণ ইচ্ছা আমাদের ছিল, কিন্তু অমুক অমুক উযর ও বিপত্তি দেখা দেওয়ায় আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ি। আপনি বলে দিন, মিথ্যা ওজুহাতে কোন লাভ নেই। তোমাদের এ সমস্ত ওজুহাত সম্পূর্ণ নিরর্থক ও নিষ্ফল। তোমাদের মিথ্যাচার ও কপটতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অবহিত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমরা তোমাদের এসব প্রলাপোক্তি কী করে বিশ্বাস করতে পারি? এখন পেছনের কাহিনী ছাড়। আগামীতে তোমরা কী কর্মপন্থা অবলম্বন কর তাই দেখা হবে। লক্ষ্য করা হবে, তোমরা নিজেদের দাবী কতটুকু বাস্তবে প্রমাণ কর। সত্য-মিথ্যা সব প্রকাশ হয়ে যাবে। মোট কথা, দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতার কাছে গোপন অভিপ্রায় ও নিয়্যত বা কাজকর্ম কোন কিছুই গোপন থাকে না। তাঁরই কাছে সকলকে যেতে হবে। প্রতিদান দেওয়ার সময় তিনি তোমাদের প্রতিটি ছোট-বড়, প্রকাশ্য-গুপ্ত কর্ম উন্মোচিত করে দেবেন এবং সে অনুযায়ীই প্রতিদান দেওয়া হবে।

১০৬. তাবূক হতে প্রত্যাবর্তনের পর মুনাফিকরা মিথ্যা শপথসহ যে বানোয়াট ওজুহাত পেশ করছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের শপথ ও আপাতমধুর কথাবার্তা দ্বারা নবী কারীম (সা.) ও মুসলিমদেরকে তাদের ব্যাপারে প্রসন্ন ও আশ্বস্ত করে ফেলা, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে তাদের কোনরূপ তিরস্কার ও জিজ্ঞাসাবাদ না করা হয়। আগের মতই সব কিছু অপ্রকাশ্য থাকে এবং মুসলিমগণ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিলেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা কোন ব্যবস্থা না নিলেই ভাল। তবে এটা এ কারণে নয় যে, তোমরা তাদের প্রতি প্রসন্ন ও আশ্বস্ত। বরং এ কারণে যে, তারা চরম অপবিত্র ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক। এরা এতটা পঙ্কিল হয়ে গেছে যে, তাদের আর পাক-পবিত্র হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এই ময়লার পোঁটলাকে দূরে ফেলে দেওয়া ও তার থেকে আলাদা থাকাই শ্রেয়। আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের দেখে নেবেন।

(৯৬) يَحۡلِفُوۡنَ لَكُمۡ لِتَرۡضَوۡا عَنۡهُمۡ ۚ فَاِنۡ تَرۡضَوۡا عَنۡهُمۡ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرۡضٰى عَنِ الۡقَوۡمِ الۡفٰسِقِيۡنَ ○

(৯৭) اَلۡاَعۡرَابُ اَشَدُّ كُفۡرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجۡدَرُ اَلَّا يَعۡلَمُوۡا حُدُوۡدَ مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوۡلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ○

৯৬. তারা তোমাদের সামনে শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও। তোমরা তাদের প্রতি রাযী হলেও আল্লাহ্ তো অবাধ্য লোকদের প্রতি রাযী হন না।[১০৭]

৯৭. কুফর ও কপটতায় বেদুঈনরা কঠোরতর এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি যে সব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন, তা না শেখারই যোগ্য।[১০৮] আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১০৯]

---

১০৭. তাদের চেষ্টা হল, কী করে ছল-চাতুরী ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে মুসলিমদের খুশী করে ফেলবে। মনে করুন, কথার চাতুর্যে মাখলুক খুশী হয়ে গেল, কিন্তু তার ফায়দা কি–যদি না খালিক রাযী হন? আল্লাহ্র সামনে তো কোন ছল-চাতুরী চলে না। যেন সতর্ক করে দেওয়া হল, আল্লাহ্ যার প্রতি খুশী নন, কোন অনুগত ও মু'মিন বান্দা তার প্রতি কী করে প্রসন্ন হতে পারে? সুতরাং মিথ্যা কথা দিয়ে নবী (সা.) ও তাঁর সংগীদের খুশী করে ফেলার দুরাশা যেন তারা মগজ থেকে বের করে দেয়। তাদের সাথে উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যমূলক আচরণ এ কথার প্রমাণ নয় যে, মুসলিমগণ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, যার সম্পর্কে জানা আছে সে মুনাফিক, তার সংগে উপেক্ষামূলক আচরণ বৈধ, কিন্তু অন্তরংগতা ও মুহাব্বত বৈধ নয়।

১০৮. এ পর্যন্ত মদীনার মুনাফিক ও খাঁটি মু'মিনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। এবার গ্রাম্য বেদুঈন-এর অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে। তাদের মধ্যেও কয়েক রকমের লোক ছিল। কাফির, মুনাফিক ও খাঁটি মুসলিম। মরুতে যারা বাস করে, তারা স্বভাবতই সাধারণভাবে রুক্ষ স্বভাব ও কঠোর চরিত্রের হয়ে থাকে। হাদীছে আছে, مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا 'যে মরুতে বাস করে, সে রুক্ষ হয়ে যায়। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চর্চা ও আলোচনার স্থান থেকে তারা দূরে থাকে, যে কারণে তারা ভদ্রতা ও কৃষ্টি-সভ্যতার প্রভাব এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞার আলো ক্বচিৎ গ্রহণ করে। এ কারণেই শহুরে কাফির ও মুনাফিকদের তুলনায় তাদের কুফর ও মুনাফিকী বেশী কঠোর হয়ে থাকে। উলামা ও পুণ্যবানদের সাহচর্যে থাকার সুযোগও তাদের হয় না, যাতে তারা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি যে সব সংস্কার ও আত্মশুদ্ধিমূলক বিধি-বিধান নাযিল করেছেন, তা জেনে নেবে। 'ইল্ম ও মা'রিফাতই হল এমন জিনিস, যা মানুষের মনকে কোমল

(৯৮) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

(৯৯) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۗ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৯৮. বেদুঈনদের মধ্যে কতক লোক আছে, যারা নিজেদের অর্থ-ব্যয়কে জরিমানা মনে করে এবং অপেক্ষা করে তোমাদের বিরুদ্ধে দুর্দিনের। দুর্দিন তো তাদের উপরই আসবে। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[১১০]

৯৯. কতক বেদুঈন আছে, যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনে এবং নিজেদের অর্থ-ব্যয়কে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় বলে গণ্য করে। শোন, নিশ্চয়ই তা তাদের জন্য নৈকট্য লাভের উপায়। আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১১১]

করে ও তাকে সুসভ্য করে তোলে। এতটা অজ্ঞতায় যারা নিমজ্জিত, তাদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে, তাদের অন্তর হবে পাথরের মত। কুফর ও নিফাকের যে রাস্তায় তারা পা রাখবে জীব-জানোয়ারের মত চোখ বুঁজে তাতেই অগ্রসর হতে থাকবে। বহু হাদীছে বেদুঈন আরবদের রুক্ষ চরিত্রের কথা বিবৃত হয়েছে। এক হাদীছে আছে, এক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আরয করেছিল, আপনারা আপনাদের শিশুদের চুম্বন করেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি আমার সন্তানদের কখনও চুমা খাইনি। প্রিয়নবী (সা.) বললেন, তা আমি কী করব– যদি আল্লাহ্ তোমার হৃদয় থেকে মায়া-মমতা উঠিয়ে নিয়ে থাকেন!

১০৯. অর্থাৎ আদম সন্তানের সকল স্তর জুড়ে তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত। তিনি নিজ প্রজ্ঞাবলে প্রতিটি স্তরের সাথে তার যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যবহার করে থাকেন। হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, বেদুঈনদের চরিত্রে অবাধ্যতা, স্বার্থপরতা ও মূর্খতা থাকে অতি মাত্রায়। সুতরাং প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তাদের যোগ্যতার অধিক কাজ তাদের কাছে চান না এবং সংগত কারণেই উচ্চ মর্যাদাও তাদের দান করেন না।

১১০. অর্থাৎ বেদুঈন মুনাফিকদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে কখনও কিছু ব্যয় করতে হলে এমনই অনিচ্ছার সংগে তা করে, যেন কোন জরিমানা আদায় করছে। তারা এখনও পর্যন্ত অপেক্ষায় আছে, ভাগ্যচক্রে যদি

১০০) وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১০০. যারা অগ্রগামী, সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও সাহায্যকারী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন উদ্যান, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত–তারা তাতেই থাকবে চিরকাল। এটাই মহা সাফল্য।[১১২]

মুসলিমদের কোন বিপর্যয় ঘটত, তবে আমরা আনন্দে তবলা বাজাতাম। তারা খবর রাখে না যে, ভাগ্যের বিপর্যয় তাদেরই প্রতি ধেয়ে আসছে। ইসলাম তো অবশ্যই জয় লাভ করবে। তখন এ মুনাফিকদের লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। আল্লাহ্ প্রত্যেকের কথা ও আবেদন শোনেন। তিনি জানেন কারা সম্মান পাওয়ার যোগ্য আর কাদের প্রাপ্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা।

কুরআনের অলৌকিক প্রভাব ও প্রিয়নবীর বিস্ময়কর কৃতিত্ব

১১১. এখানে কুরআন মাজীদের অলৌকিক প্রভাব ও নবী করীম (সা.)-এর বিস্ময়কর কৃতিত্ব তুলে ধরা হয়েছে যে, সেই কঠোর স্বভাব, পাষাণ প্রাণ ও রুক্ষ চরিত্রের বেদুঈন, কুফর ও নিফাক এবং অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার কারণে যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত আদব-কায়দা বুঝবারই উপযুক্ত ছিল না, নবী করীম (সা.)-এর তা'লীম ও কুরআন মাজীদের আহ্বান তাদেরই মধ্যে এমন একদল জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান লোক সৃষ্টি করে দিল, যারা আদি-অন্ত সব কিছুতে ঈমান রাখে, আল্লাহ্র পথে অর্থ-ব্যয় করে এবং তা করে কেবল আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ ও রাসূল (সা.)-এর দু'আ পাওয়ার আশায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সুসংবাদ দিলেন যে, নিঃসন্দেহে তারা যথার্থ আশাই পোষণ করছে এবং তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় রহমতে ঠাঁই দিবেন। বাকি থাকল নবী (সা.)-এর দু'আ– এতো তারা নিজ কানে শোনে ও চাক্ষুষ দেখে যে, কোন লোক যাকাত ইত্যাদি নিয়ে আসলে নবী করীম (সা.) তাকে দু'আ দিয়ে ধন্য করেন। তাঁর এ দু'আর ফল হল আল্লাহ্র রহমত ও তাঁর নৈকট্য লাভ, যার ওয়াদা পূর্বে দেওয়া হয়েছিল।

মুহাজির ও আনসারদের মাহাত্ম্য

১১২. বেদুঈন মু'মিনদের পর প্রথম সারির মু'মিনদের সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। অর্থাৎ যেসব মুহাজির হিজরতের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতার

(١٠١) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ
مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۛ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ
اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۞

১০১. তোমাদের আশেপাশে যেসব বেদুঈন আছে, তাদের কেউ কেউ হল মুনাফিক। আর কতক মদীনাবাসীও মুনাফিকীতে অবিচল। তুমি তাদের জান না। আমি তাদের জানি।[১১৩] আমি তাদের দুর্বার শাস্তি দেব। পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহাশাস্তির দিকে।[১১৪]

মর্যাদা ও প্রথমে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং যে সকল আনসার তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতায় অগ্রবর্তী থেকেছেন। মোদ্দা কথায় সত্যগ্রহণ ও ইসলামের সেবায় যারা যে পরিমাণ অগ্রবর্তী হয়ে শরীক থেকেছেন। এরপর যারা নিষ্ঠার সাথে ইসলামের সেই অগ্রবর্তীদলের অনুসরণ করেছেন, তারা যে যার স্তর অনুসারে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও সত্যিকারের সাফল্য অর্জন করে নিয়েছেন। তাঁরা যেমন সানন্দ চিত্তে ও দ্বিধাহীন মনে আল্লাহ্ তা'আলার শরীআতে ও সৃষ্টি সম্পর্কিত বিধানাবলী শিরোধার্য করে নিয়েছেন, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টির ফরমান দান করে অপরিসীম অনুগ্রহ ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ اَلسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ -এর ব্যাখ্যায় প্রাচীন মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কারও মতে এরা সেই সব মুহাজির ও আনসার, যারা হিজরতের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারও মতে, যারা উভয় কিবলা (বায়তুল্লাহ্ ও বায়তুল-মুকাদ্দাস)-এর দিকে সালাত আদায় করতে পেরেছিলেন। কেউ বলেন, বদর যুদ্ধ পর্যন্ত যারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তারাই এর অন্তর্ভুক্ত। কেউ হুদায়বিয়া পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে 'সাবিকুনাল-আওওয়ালূন' সাব্যস্ত করেছেন। কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে সমস্ত মুহাজির ও আনসার অবশিষ্ট মুসলিম এবং পরবর্তী প্রজন্মের তুলনায় 'সাবিকূনাল আওওয়ালূন'। আমাদের দৃষ্টিতে এসব মতামতের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। অগ্রগামিতা ও প্রথম হওয়ার বিষয়টি একটি আপেক্ষিক জিনিস। একই ব্যক্তি বা দল এক হিসাবে অগ্রগামী, অন্য হিসাবে পশ্চাতবর্তী গণ্য হতে পারে। যেমন আমরা টীকায় ইংগিত করেছি। যে দল বা ব্যক্তি যে পর্যায়ের অগ্রগামী হবে, সে পরিমাণেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও সত্যিকারের সাফল্য লাভ করবে। কেননা, প্রথম হওয়া ও অগ্রগামিতার মত সন্তুষ্টি ও সাফল্যের মধ্যেও বহু স্তর রয়েছে।

১১৩. পূর্বে বেদুঈনদের সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মাঝখানে বেদুঈন মু'মিনদের আলোচনা প্রসঙ্গে মুহাজির ও আনসারদের কথা এসে গিয়েছিল। এবার আলোচ্য আয়াতে মদীনা ও তার আশেপাশে বসবাসকারীদের সম্পর্কে বর্ণনা হচ্ছে। মদীনা ও

(১০২) وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ۭ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১০২. আবার অপর কতক লোক আছে, যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে- তারা মিশ্রিত করে ফেলেছে এক সৎকর্মের সাথে অপর অসৎকর্ম। সম্ভবত আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১১৫]

তার চারপাশের কিছু লোক মুনাফিকীতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল এবং এতেই তারা থাকে অবিচল। আর তাদের এ নিফাক এতই গোপন ও গভীর ছিল যে, তাদের নিকট অবস্থান ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অসাধারণ দূরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টি সত্ত্বেও এমনকি তিনি পর্যন্ত লক্ষণ ও হাবভাব দ্বারা নিশ্চিতরূপে ও নির্দিষ্টভাবে তাদের মুনাফিকী সম্পর্কে অবগতি লাভে সক্ষম হননি। এ কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই জানতেন। সাধারণত চেহারা, কথাবার্তা ও ধরন-ধারণ দ্বারা মুনাফিকদেরকে শনাক্ত করা যেত, যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ 'আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে। তবে তুমি অবশ্যই কথার ভংগিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবগত (৪৭ ঃ ৩০)। কিন্তু এদের মুনাফিকী ছিল অতি গভীরে। এরূপ বাহ্য লক্ষণ দ্বারা তাদের ভিতরের অবস্থা জানা সম্ভব ছিল না।

১১৪. মহা শাস্তি তো জাহান্নামে। اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ 'মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে (৪ ঃ ১৪৫)। তার আগে অন্ততপক্ষে দু'বার তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। একবার কবরে, আরেক বার পার্থিব জীবনে। ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এক জুমু'আয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মিম্বরে দাড়িয়ে প্রায় ছত্রিশ জন লোকের নাম ধরে ধরে বলেন- اُخْرُجْ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ বের হয়ে যাও- তুমি মুনাফিক'। এ লাঞ্ছনাও এক প্রকারের শাস্তিই ছিল। অথবা সেই শাস্তি বুঝান হয়েছে যা সূরাতেই পূর্বে বলা হয়েছে- فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্ তাদের জন্য দুনিয়ায় শাস্তিতে পরিণত করেছেন। কিংবা তাদের মধ্যে কতক অনাহার ইত্যাদি যমীনের ও আসমানী বিপদে পড়ে লাঞ্ছনার সাথে মরবে। তা ছাড়া, ইসলামের ক্রমোন্নতি দেখে হিংসায় দগ্ধীভূত হওয়া ও দাঁত-পেষাও কিছু কম শাস্তি নয়। আমার মতে এসব রকমের শাস্তিই দুইবার শাস্তির আওতাভুক্ত। 'দুই' দ্বারা হয়ত সাধারণভাবে বহু বুঝান হয়েছে, যেমন- ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ (তারপর তুমি দু'বার তথা বারবার দৃষ্টি ফেরাও)-এর মাঝে তাই হয়েছে। কিংবা প্রকারগত দ্বৈত বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ কবরের আযাব ও মৃত্যু-পূর্ব আযাব।

(১০৩) خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ، اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ، وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

১০৩. তাদের সম্পদ হতে যাকাত[১১৬] গ্রহণ কর, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও বরকতময় করবে ও তাদেরকে দু'আ দেবে। তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তি। আল্লাহ্ তো সব কিছু শোনেন ও জানেন।[১১৭]

---

১১৫. মদীনাবাসীদের মধ্যে একদিকে যেমন ছিল পূর্বে কথিত উদ্ধত মুনাফিক দল, যারা নিজেদের দুষ্কৃতি ও অন্যায়-অপরাধ মুনাফিকীর আড়ালে লুকিয়ে রাখত এবং তাতে কঠোরভাবে দৃঢ় থাকত, তেমনি এমনসব মুসলিমও ছিল, যাদের দ্বারা মানবিক দুর্বলতাবশে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে গেলে যারপর নেই অনুতপ্ত হত এবং অকপটে নিজ অপরাধ স্বীকার করত। তাদের কাজ ছিল ভাল-মন্দ মিশ্রিত। মন্দ কাজ তো ছিল এটাই যে, গণ-আহবান সত্ত্বেও তারা প্রিয়নবী (সা.)-এর সংগে তাবূক যুদ্ধে উপস্থিত থাকেনি। এরপর এ অনুপস্থিতির কারণে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও দুঃখিত হওয়া, প্রকাশ্যে ও অন্তরে তওবা করা এবং সালাত, সওম, যাকাত ও হজ্জ আদায় বা অন্যান্য যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি সৎকর্মসমূহে যত্নবান থাকা-এসব তাদের পুণ্য কাজের তালিকাভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের লোকদেরকে ক্ষমার আশা দিয়েছেন। তাফসীরবেত্তাগণ লিখেছেন, এ আয়াত হযরত আবূ লুবাবা (রা.) ও তাঁর কতিপয় সংগী সম্পর্কে অবতীর্ণ, যারা নিছক অলসতা ও একটু দৈহিক অবকাশের জন্য তাবূক যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারা যখন জানতে পারলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাবূক হতে ফিরে এসেছেন, তখন তারা চরম অনুতপ্ত হন এবং মসজিদে গিয়ে নিজেদেরকে খুঁটির সংগে বেঁধে ফেলেন। তাঁরা কসম করলেন, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের অপরাধ ক্ষমা করে নিজ হাতে তাঁদের বাঁধন খুলে দেবেন, তাঁরা এভাবেই বাঁধা থাকবেন। তিনি এ অবস্থা দেখে বললেন, আল্লাহ্র কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাদেরকে বন্ধনমুক্ত করার আদেশ দেন আমি নিজে মুক্ত করতে পারব না। শেষ পর্যন্ত এ আয়াত নাযিল হয় এবং তিনি তাদেরকে মুক্ত করে তওবা কবূলের সুসংবাদ শোনান। বর্ণিত আছে, মুক্ত হওয়ার পর তারা তওবার অংশ হিসাবে আল্লাহ্র পথে সাদকা করার জন্য কিছু অর্থ-সম্পদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হন। পরবর্তী আয়াতটি সে সম্পর্কেই অবতীর্ণ।

১১৬. বিদগ্ধ অনুবাদক (র.) 'সাদকা' শব্দের অর্থ করেছেন 'যাকাত'। কিন্তু সাদকা শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে রেখে দিলে যাকাত ও নফল দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত হত এবং সেটাই শ্রেয়। কেননা, অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী এ আয়াতটি তাদেরই সম্পর্কে অবতীর্ণ, যারা তওবার পূর্ণতাবিধানের জন্য সাদকা নিয়ে হাযির হয়েছিলেন।

(১০৪) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

১০৪. তারা কি জানে না আল্লাহ্ নিজেই তাঁর বান্দাদের তওবা কবূল করেন ও যাকাত গ্রহণ করেন? আর আল্লাহ্ই তওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু?[১১৮]

যেমন এইমাত্র বলা হল। হাঁ শব্দ যেহেতু ব্যাপক অর্থবোধক, তাই সংশ্লিষ্ট ঘটনার মাঝে আয়াতকে সীমিত রাখা নিষ্প্রয়োজন। এজন্যই পূর্বেকার আলিমগণ আয়াতটিকে যাকাতের মাসআলায়ও পেশ করেছেন।

১১৭. তওবা দ্বারা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। অর্থাৎ সেজন্য আর কৈফিয়ত তলব করা হবে না। তবে যে আত্মিক অন্ধকার, আবিলতা ইত্যাদি গুনাহের স্বভাবজাত ফল, তা অবশিষ্ট থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়, যা বিশেষভাবে সাদকা ও সাধারণভাবে যে কোন সৎকর্ম দ্বারা দূর হয়ে যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে, সাদকা গুনাহের প্রতিক্রিয়াদি হতে পাক-সাফ করে এবং ধন-সম্পদের বরকত বাড়িয়ে দেয় (যাকাতের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি)।

তা ছাড়া সাদকা করার একটি বড় ফায়দা তো ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাদকাকারীদের জন্য দু'আ করতেন, যার ফলে দাতার উৎসাহ বৃদ্ধি পেত ও অন্তরে প্রশান্তি লাভ হত। এমনকি দাতার পরবর্তী বংশধরগণ পর্যন্ত একের পর এক সে দু'আর বরকত লাভ করতে থাকত। ইমামগণের মতে এখনও মুসলিম সরকার প্রধানের জন্য এটা বিধেয় যে, নবী করীম (সা.)-এর স্থলাভিষিক্তরূপে সে দাতার জন্য দু'আ করবে। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে সালাত শব্দ ব্যবহার করবে না। কেননা, এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

১১৮. অর্থাৎ তওবা ও সাদকা কবূল করার সম্পূর্ণ ইখতিয়ার এককভাবে আল্লাহ্র। কেননা, তিনিই জানেন কে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে কবূলের শর্তাবলী রক্ষা করে তওবা ও সাদকা করেছে। এ জন্যই পূর্বে কতিপয় ব্যক্তিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের যাকাত গ্রহণ স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। মুনাফিকদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের দান-খয়রাত চিরদিনের তরে প্রত্যাখ্যাত এবং তাদের জন্য দু'আ ও ইসতিগফারও নিষ্ফল। এমনকি তাদের জানাযা নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের তওবা কবূল করা হয়েছে এবং তাদের সাদকা গ্রহণ করে নিতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সংগে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের জীবিত-মৃত সকলের জন্য দু'আ করেন।

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ
(١٠٥) اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝
وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ
(١٠٦) ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

১০৫. বল, তোমরা কাজ করে যাও। শীঘ্রই আল্লাহ্ তোমাদের কাজ দেখে নেবেন এবং তাঁর রাসূল, মু'মিনগণ ও তোমরা শীঘ্রই প্রত্যানীত হবে সেই সত্তার নিকট, যিনি সমস্ত অদৃশ্য ও দৃশ্যমান জিনিস সম্পর্কে জ্ঞাত। এরপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।[১১৯]

১০৬. আর অপর কতক লোক সম্বন্ধে অবকাশ থাকল আল্লাহ্র আদেশের উপর। হয় তিনি তাদের শাস্তি দেবেন অথবা তাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১২০]

---

১১৯. অর্থাৎ তওবা ইত্যাদি দ্বারা বিগত ভুল-ত্রুটি মার্জনা হয়ে গেছে। এবার ভবিষ্যতে দেখা যাবে তোমরা কতটুকু ন্যায়-নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার বাস্তব নমুনা দেখাতে পার। এ যুদ্ধে ভুল হয়েছে, জিহাদ আরও হবে। যে ক্ষেত্রে নবী করীম (সা.) বা তাঁর খলীফাদের সম্মুখে পরীক্ষা হবে তোমরা কেমন কাজ কর। এরপর আল্লাহ্র কাছে গিয়ে প্রতিটি কাজের পুরোপুরি বদলা লাভ করবে। কেননা, তিনিই যাবতীয় প্রকাশ্য-গোপন বিষয়, বাইরের কাজ ও মনের অভিপ্রায় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তিনি প্রত্যেকের সংগে তার বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার করবেন (আয়াতের প্রদত্ত ব্যাখ্যায় হযরত শাহ্ সাহেব (র.)-এর অভিরুচি অনুসৃত হয়েছে। কেননা, আয়াতের বর্ণনা-শৈলীর সাথে এটাই বেশী সংগতিপূর্ণ)।

১২০. এখানে মদীনাবাসীদের মধ্যে আরেকটি ক্ষুদ্র দলের উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত তাবূক যুদ্ধে যারা শরীক হয়নি, তারা তিন ধরনের লোক ছিল। এক. মুনাফিক শ্রেণী, যারা কপটতা ও মুনাফকী করে যুদ্ধে যোগদান হতে বিরত থাকে। দুই. কতিপয় মু'মিন, যারা অলসতাবশত ও দৈহিক কষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য জিহাদে শরীক হননি। এরা আবার দু'রকমের ছিলেন। অধিকাংশই তাঁরা যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাওয়া মাত্র নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সংগে বেঁধে ফেলেন। পূর্বের আয়াতে এদের সম্পর্কে আলোচনা ছিল। বাকি তিন জন লোক এমন ছিলেন, যারা না খুঁটির সাথে নিজেদের বাঁধেন, আর না বানানো ওজুহাত পেশ করে দোষ-স্খলনের চেষ্টা করেন। বাস্তবে যা হয়েছিল এবং যে ত্রুটি তাদের দ্বারা ঘটে গিয়েছিল, কোনরূপ হেরফের না করে অকপটে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মুখে তা স্বীকার করে নেন।

(١٠٧) وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ كُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

১০৭. আর যারা একটি মসজিদ বানিয়েছে যিদ ও কুফ্রীর বশবর্তী হয়ে, মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে এবং প্রথম থেকেই যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে তার গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্য তারা তো শপথ করে বলবে, আমরা সদুদ্দেশ্যেই এটা করেছিলাম। আল্লাহ্ সাক্ষী যে, তারা মিথ্যাবাদী।[১২১]

তাঁদের সম্পর্কে নাযিল হয়- وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ তাদের বিষয়টি এখনও স্থগিত রাখা হয়েছে। কিছু দিন আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষা কর। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দেবেন, কিংবা ক্ষমা করে দেবেন। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী যা সমীচীন তাই করা হবে। নবী করীম (সা.) তাদের তিন জনকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা নিলেন যে, সকল মুসলিমকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন আল্লাহ্র আদেশ না আসা পর্যন্ত তাদের তিন জনের সংগে কোন সম্বন্ধ না রাখেন এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ বয়কট করে চলেন। পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে। তারপর তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সামনের রুকূ'র পরিশিষ্টে তাঁদের তিন জনের নাম এবং ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হবে।

মসজিদ-ই-যিরার ও আবূ আমিরের অপতৎপরতা

১২১. পূর্বে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছিল, যাদের দ্বারা বাহ্যত একটি অন্যায় কাজ হয়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ জিহাদে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকা), কিন্তু 'আকীদা-বিশ্বাস ঠিক থাকা এবং অন্যায় স্বীকার করার কারণে তাদের ক্ষমা করা হয়। এবার এমন একদল লোকের কথা বলা হচ্ছে, যারা বাহ্যত একটি ভাল কাজ (মসজিদ নির্মাণ) করে, কিন্তু 'আকীদা- বিশ্বাস খারাপ হওয়ায় তা তাদের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনা এই যে, নবী কারীম (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে আসার পর প্রথমে মদীনার বাইরে বনূ আম্‌র ইব্‌ন আওফ গোত্রের মহল্লায় অবস্থান করেন। কিছুদিন পর মদীনা শহরে আগমন করেন এবং এখানে মসজিদে নববী নির্মিত হয়। এর আগে তিনি যে মহল্লায় সালাত আদায় করতেন, সেখানকার লোকেরা একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে নেয়, যা 'মসজিদে কুবা' নামে খ্যাত। প্রিয়নবী (সা.) প্রায়শ শনিবার দিন সে মসজিদে যেতেন এবং দু রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তিনি এ সালাতের অনেক বেশী ফযীলত বর্ণনা করতেন।

কতক মুনাফিকের তা দেখে জিদ হল। তারা চাইল সে মসজিদের কাছেই মসজিদ নাম দিয়ে একটি ঘর বানাবে এবং নিজেদেরকে একটি পৃথক দলের রূপ দেবে। সরলমনা কিছু মুসলিমকেও তারা কুবার মসজিদ থেকে আলাদা করে তাদের দিকে টেনে আনার চেষ্টা চালাল। প্রকৃতপক্ষে এ ন্যক্কারজনক তৎপরতার মূল হোতা ছিল খাযরাজ গোত্রের আবূ আমির নামক জনৈক খৃস্টান ধর্মযাজক। সে হিজরতের আগে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে সংসারত্যাগীর জীবন যাপন করছিল। মদীনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোক বিশেষত খাযরাজ গোত্র তার সাধুতা ও ধার্মিকতার বিশেষ ভক্ত ছিল এবং তারা তাকে বেশ সম্মান করত। প্রিয়নবী (সা.)-এর শুভাগমনের বরকতে যখন মদীনায় ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার সূর্যচ্ছটার বিকিরণ ঘটছিল, তখন এ ধরনের সাধু-সন্তের আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে শুরু করল। তা সূর্যালোকের সামনে নিভে যাওয়া পিদিমকে পুছেই বা কে? এ অবস্থা দেখে আবূ আমির প্রমাদ গুনল। প্রিয়নবী (সা.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। বললেন, আমি প্রকৃত ইবরাহীমী ধর্মাদর্শ নিয়ে এসেছি। সে বলল, আমি আগে থেকেই তাতে প্রতিষ্ঠিত আছি। কিন্তু আপনি তাতে নিজের পক্ষ থেকে ইবরাহীমী ধর্মাদর্শের পরিপন্থী বহু কিছু জুড়ে দিয়েছেন। প্রিয়নবী (সা.) অত্যন্ত জোরালোভাবে তার বক্তব্য খণ্ডন করলেন। শেষ পর্যন্ত আবূ আমিরের মুখ থেকে বের হয়ে গেল, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যুক, আল্লাহ্ যেন বিদেশ-বিভুঁইয়ে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটান। প্রিয়নবী (সা.) বললেন, আমীন (আল্লাহ্ কবূল কর)।

বদর যুদ্ধের পর যখন ইসলামের শিকড় আরও মযবূত হয়ে ওঠে এবং ইসলামের ক্রমবিকাশ ও উত্তরোত্তর উন্নতি হিংসুকদের চোখ ধাঁধাতে শুরু করে, তখন আবূ আমির আর সহ্য করতে পারল না। সে মক্কাবাসীদেরকে প্রিয়নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে যুদ্ধে নামানোর অভিপ্রায়ে সেখানে পালিয়ে গেল। অবশেষে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হল। এ যুদ্ধে সে নিজেও কুরায়শদের সংগে আসল। সংঘর্ষ শুরুর পূর্বে সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার প্রাক-ইসলামী ভক্ত মদীনার আনসারদেরকে ডাক দিয়ে নিজের দিকে ঝুঁকানোর চেষ্টা করল। আহ্‌মক এতটুকু বুঝল না যে, নবূওয়াতী তৎপরতার সামনে তার সে পুরানো জাদুর কোন কার্যকারিতা থাকতে পারে না। সুতরাং যে আনসারগণ এক কালে তাকে রাহিব নামে ডাকত, তারা জওয়াব দিলেন, রে পাপিষ্ঠ, আল্লাহ্‌র শত্রু! আল্লাহ্ যেন তোর চোখ কোন কালেই ঠাণ্ডা না করেন। তুই ভেবেছিস, আল্লাহ্‌র রাসূলের বিরুদ্ধে আমরা তোর পক্ষাবলম্বন করব? তাঁদের এই হতাশাকর জওয়াব শুনে তার কিছুটা সম্বিত ফিরে এল। ক্রোধান্ধ হয়ে সে বলে উঠল, হে মুহাম্মাদ! এরপর থেকে যে-কোনও সম্প্রদায় তোমার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, আমি সর্বদা তাদের সংগে থাকব। সুতরাং হুনায়নের যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি রণক্ষেত্রে সে কাফিরদের সংগে থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তারই দুষ্কর্মে উহুদের

যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মারাত্মকভাবে আহত হন। উভয় দলের মাঝখানে সে কতগুলো গুপ্ত খাদ তৈরী করে রেখেছিল। তাতেই প্রিয়নবী (সা.)-এর মুবারক চেহারা ও দাঁত শহীদ হওয়ার ঘটনা ঘটে। হুনায়নের যুদ্ধের পর যখন আবূ আমির উপলব্ধি করল, এখন আর আরবের কোন শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে সফল হতে পারবে না, তখন সে শামদেশে পালিয়ে গেল। সেখান থেকে মদীনার মুনাফিকদের চিঠি লিখল, আমি রোম সম্রাটের সহায়তায় মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে এক দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে আসছি, যারা নিমিষের মধ্যে তার সব পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দেবে। তারা মুসলিমদেরকে পায়ে পিষে ফেলবে (নাউযুবিল্লাহ্)। তোমরা শীঘ্র মসজিদের নামে একটি ইমারত তৈরী কর, যেখানে সালাতের বাহানায় একত্র হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যে-কোনও রকম ষড়যন্ত্র করা সম্ভব হবে। কাসেদ সেখানেই তোমাদের কাছে আমার চিঠিপত্র হস্তান্তর করবে। আর আমি নিজে যখন ফিরে আসব, তখন সেটা আমার থাকার ও আমাদের মিলিত হওয়ার একটা উপযুক্ত স্থানও হবে। এই সব জঘন্য লক্ষ্যেই মসজিদ-ই যিরার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা প্রিয়নবী (সা.)-এর সম্মুখে বাহানা দেখিয়েছিল এই বলে, হে রাসূল! আল্লাহ্র শপথ! আমাদের উদ্দেশ্য অসৎ নয়। ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদি অসুবিধার কারণে, বিশেষত অসুস্থ-অসমর্থ ও অভাবগ্রস্তদের পক্ষে কুবার মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এদিকে লক্ষ্য করেই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে মুসল্লীদের সুবিধা হয়। সেই সাথে কুবার মসজিদে স্থান-সংকুলানের যে সমস্যা তারও কিছুটা সমাধান হয়। আপনি যদি একবার গিয়ে সেখানে সালাত আদায় করতেন, তবে আমাদের জন্য বরকত ও সৌভাগ্যের কারণ হত। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আচরণ দ্বারা সরলপ্রাণ মুসলিমদেরকে তাদের জালে ফাঁসানো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাবূকের পথে রওয়ানা হতে যাচ্ছেন। তাই তিনি বললেন, আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে ফিরে আসার পর এটা করা যাবে। তাবূক হতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি যখন মদীনার উপকণ্ঠে উপস্থিত, সেইক্ষণে হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে আসেন, যাতে মুনাফিকদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করে মসজিদ-ই যিরারের গোমর ফাঁক করে দেওয়া হয়। তিনি মালিক ইব্‌ন দুখশুম (রা.) ও মা'ন ইব্‌ন আদী (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন মসজিদ নামে নির্মিত সেই প্রতারণার আখড়াটি ধূলিসাৎ করে দিয়ে আসে। তারা তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করলেন এবং ইমারতটি জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দিলেন। এভাবে পাপিষ্ঠ আবূ আমির ও মুনাফিকদের সব আশা তাদের অন্তরেই দাফন হয়ে গেল। আবূ আমির তার দু'আ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর 'আমীন' অনুযায়ী শামদেশের অন্তর্গত কানসারীন নামক স্থানে নিসংগ ও অসহায় অবস্থায় ভবলীলা সাংগ করে- فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক' (৬ : ৪৫)।

(১০৮) لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ۗ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۗ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ○

(১০৯) اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১০৮. তুমি তাতে কখনও দাঁড়িও না। তবে যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছিল সেটাই এর উপযুক্ত যে, তুমি তাতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা পবিত্র থাকতে ভালবাসে এবং যারা পবিত্র যাকে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন।[১২২]

১০৯. তা যে ব্যক্তি আল্লাহ্-ভীতি ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর স্বীয় ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে সেই উত্তম, না কি ওই ব্যক্তি, যে স্বীয় ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে এক খাদের পতনোন্মুখ কিনারায়, ফলে যা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়?[১২৩] আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত- প্রাপ্ত করেন না।[১২৪]

আলোচ্য আয়াতে مَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ (যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে) দ্বারা এই পাপিষ্ঠ আবূ আমিরকেই বুঝানো হয়েছে।

১২২. অর্থাৎ যে মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে কেবল যিদ, কুফ্‌র, মুনাফিকী, ইসলামের শত্রুতা এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরোধিতার উপর আপনি কখনও তাতে সালাতে দাঁড়াবেন না। আপনার সালাত আদায়ের উপযুক্ত তো সেই মসজিদ, যার ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির উপর স্থাপিত হয়েছে (তা মসজিদে নব্বীই হোক, কি কুবার মসজিদ হোক)। তার মুসল্লিগণ পাপাচার, অন্যায়-অনাচার ও সর্বপ্রকার আবিলতা হতে নিজেদের বাইর ও অন্তরকে পবিত্র রাখতে যত্নবান থাকে। এ জন্যই তো আল্লাহ্ পাক তাদের ভালবাসেন। হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুবাবাসীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা পাক-পবিত্রতার জন্য বিশেষ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাক যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের প্রশংসা করলেন? তারা বললেন, আমরা ঢেলা ব্যবহার করার পর পানি দ্বারা পাক-পবিত্র হই। অর্থাৎ বাইর ও অন্তরের সাধারণ পাক-পবিত্রতা ছাড়াও তারা এই অতিরিক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। এ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আয়াতে কুবার মসজিদকে লক্ষ্য করে উক্ত কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন রিওয়ায়াতে স্পষ্ট আছে যে, لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى দ্বারা মসজিদে নববীকে বুঝান হয়েছে। উলামায়ে কিরাম এ সম্পর্কে অনেক কিছু আলোচনা করেছেন। আমি সহীহ্ মুসলিম শরীফের ভাষ্য গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আমার নিজ মত ব্যক্ত করে বর্ণনাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছি। এস্থলে সে আলোচনার অবকাশ নেই।

(১১০) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّآ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

(১১১) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۟ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১১০. তারা যে ইমারত তৈরী করেছে, সেজন্য তাদের অন্তরে সর্বদা সংশয় থেকে যাবে– যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১২৫]

১১১. আল্লাহ্ মুসলিমগণ থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে কিনে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত। তারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাওরাত, ইন্জীল ও কুরআনে সত্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাঁর যিম্মায়। আর আল্লাহ্র চেয়ে বেশী প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে? সুতরাং যে লেনদেন তোমরা তাঁর সংগে করেছ, সে জন্য আনন্দিত হও। আর এটাই তো মহা সাফল্য।[১২৬]

---

১২৩. অর্থাৎ যে কাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাকওয়া, প্রত্যয়, নিষ্ঠা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি যাচনার উপর, তা অত্যন্ত মযবূত ও স্থিতিশীল হয়। পক্ষান্তরে যার বুনিয়াদ হয় সন্দেহ, মুনাফিকী, কপটতা ও প্রতারণার উপর, তা অস্থায়িত্ব, দুর্বলতা ও অশুভ পরিণামের দিক থেকে ঠিক এ রকমের যেন কোন ইমারত এক খাদের তীরে স্থাপিত করা হল, যা একটু পানি বেড়ে গেলে, কি ঢেউয়ের আঘাত লাগলে নিমিষে বিধ্বস্ত হয়ে খাদের ভেতর পতিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত জাহান্নামের কুণ্ডে গিয়ে পৌঁছে।

১২৪. অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে কোন সৎকর্ম করলেও (যেমন মসজিদ নির্মাণ), যুলুম ও অবিচারের অশুভ পরিণামে তা ফলপ্রসূ হয় না।

১২৫. ريبة -এর তরজমা করেছেন شبه সংশয় অর্থাৎ মুনাফিকী। আয়াতের মর্ম এই যে, এ অসৎ কাজের পরিণাম ফল এই দাঁড়াল যে, যতক্ষণ না মৃত্যু তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, হামেশা তাদের অন্তরে মুনাফিকী বিদ্যমান থাকবে। এ সূরাতেই পূর্বে ইরশাদ হয়েছে- فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ 'পরিণামে তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করলেন আল্লাহ্র সাথে তাদের সাক্ষাত-দিবস পর্যন্ত, কারণ তারা আল্লাহ্র নিকট যে অংগীকার করেছিল, তা ভংগ করেছিল এবং তারা ছিল মিথ্যাচারী' (৯ ঃ ৭৭)।

কোন কোন তাফসীরকারক ريبة অর্থ করেছেন খচখচ করা অর্থাৎ তারা অসদুদ্দেশ্যে যে ইমারত তৈরী করেছিল, যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে অবহিত করে তাদের সে ঘৃণ্য উদ্দেশ্য নস্যাৎ করে দেন। তার স্মরণ জীবনভর তাদের অন্তরে কাঁটার মত খচখচ করতে থাকবে। তবে পূর্বসূরীদের মতে প্রথম ব্যাখ্যাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য, যেমন ইব্‌ন কাছীর (র.) বর্ণনা করেছেন।

বান্দার সাথে আল্লাহ্‌র তিজারত

১২৬. এর বেশী লাভজনক ব্যবসা ও মহা সাফল্য আর কী হতে পারে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের তুচ্ছ জানমালের ক্রেতা হবেন? আমাদের জানমাল তো তাঁরই মালিকানাধীন এবং তাঁরই সৃষ্টি। মামুলী সম্বন্ধের কারণে তিনি এ জানমালকে আমাদের সংগে সম্পৃক্ত করে একে পণ্য সাব্যস্ত করেছেন, যা বেচাকেনায় মূল লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকে। আবার জান্নাত হেন সমুচ্চ স্থানকে এর মূল্য বলে অভিহিত করেছেন, যা পণ্য লাভ করার মাধ্যম হয়ে থাকে।

এক হাদীছে নবী কারীম (সা.) বলেন, জান্নাতে এমন সব নিআমত থাকবে, যা না কোন চোখ কখনও দেখেছে, না কোন কান শুনেছে এবং না কোন মানব-মন তার কল্পনা পর্যন্ত করতে পেরেছে। এবার চিন্তা করুন, যে জান ও মাল নাম মাত্রই আমাদের, তাকে জান্নাতের মূল্য বলা হয়নি। তা হলে আল্লাহ্ আ'আলা বিক্রেতা এবং আমরা ক্রেতা হতাম। বস্তুত এটা আল্লাহ্‌র পরম অনুগ্রহ ও মেহেরবানী যে, এই অতি তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়ে (অথচ তাও প্রকৃতপক্ষে তাঁরই) জান্নাতের মত অবিনশ্বর ও মহামূল্যবান বস্তু তিনি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যেমন- بالجنة -এর স্থলে بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ বলার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

نیم جاں بستاند وصد جاں دهد * آنچه درهمت نیایداں دید

'আধা প্রাণ বাঁধা রেখে দেয় শত প্রাণ, যা চাওয়ার সাহস নেই তাই করে দান।'

পরন্তু আমাদের জানমাল কিনে সংগে সংগে তা আমাদের ভোগদখল, হতে নিয়ে গেছেন এমনও নয়, কেবল এতটুকুই তাঁর কাম্য যে, যখন প্রয়োজন হয় তখন যেন তাঁর রাহে জানমাল পেশ করতে প্রস্তুত থাকি। এক্ষেত্রে কোন কার্পণ্য না করি– তা তিনি গ্রহণ করুন আর নাই করুন। কিনে নেওয়ার পরও তিনি এসব আমাদেরই কাছে রেখে দিয়েছেন। তাই ইরশাদ করেছেন- يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ অর্থাৎ উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ্‌র রাহে জানমাল উপস্থিত করা। এর পর অপরকে হত্যা করাই হোক আর নিজেরই শাহাদত নসীব হোক উভয় অবস্থায়ই বেচাকেনা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং নিশ্চিতরূপে মূল্য লাভের উপযুক্ত হয়ে যাবে।

(١١٢) اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১১২. তারা তওবাকারী, ইবাদত-বন্দেগীকারী, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী, নিরাসক্ত জীবন-যাপনকারী,[১২৭] রুকূ'সিজদা আদায়কারী সৎকাজের আদেশ দানকারী, অসৎ কাজে নিষেধকারী[১২৮] এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষাকারী। তুমি মু'মিনদের শুভ সংবাদ শুনিয়ে দাও।[১২৯]

কারও সন্দেহ জাগতে পারত যে, লেনদেনটি তো নিঃসন্দেহে বহুত লাভজনক, কিন্তু মূল্য যে নগদ নয়? তাই জওয়াব দেওয়া হয়েছে- وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ 'অর্থাৎ বিনিময় মূল্য খোয়া যাওয়ার কোন আশংকা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত গুরুত্বের সংগে মযবূত দস্তাবেজ লিখে দিয়েছেন। তার অন্যথা হওয়া অসম্ভব। আল্লাহ্র চেয়েও বেশী সত্যবাদী, কথা রক্ষাকারী ও ওয়াদা পালনকারী কেউ হতে পারে? কখনও নয়! সুতরাং তাঁর বাকীও অন্যদের নগদের চেয়ে সহস্র গুণ বেশী সত্য ও উত্তম হবে। সুতরাং মু'মিনদের জন্য আনন্দিত হওয়ার এবং নিজেদের ভাগ্যের জন্য গর্ববোধ করার এর চেয়ে উত্তম ক্ষেত্র আর কী হতে পারে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল- আলামীন তাদের ক্রেতা হয়েছেন এবং তাও হয়েছেন এরূপ শান সহকারে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) সত্যিই বলেছেন, এটা সেই বেচাকেনা, যা আমরা পরে আর ভেংগে ফেলার পথ রাখতে চাই না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মত অক্ষমদেরকে আখিরাতে এই মু'মিনদের কাতারে স্থান দিন। আমীন!

১২৭. কেউ কেউ سائحون অর্থ করেছেন রোযাদার। কেননা, রোযাদার ব্যক্তি পানাহার ইত্যাদি ভোগ-সামগ্রী হতে সম্বন্ধহীন হয়ে রূহানী স্তরসমূহ ও ফেরেশতামূলভ পর্যায়গুলো পরিভ্রমণ করে থাকে। কারও মতে এ আখ্যা দ্বারা মুহাজিরদের বুঝানো হয়েছে, যারা ঘর-বাড়ীর সাথে সম্বন্ধ ছিন্ন করে ইসলামী রাষ্ট্রে গিয়ে বসবাস করেন। কেউ বলেন, এটা মুজাহিদদের জন্য প্রযোজ্য। মুজাহিদ এমন কি তার প্রাণের সাথেও সম্বন্ধ ত্যাগ করে আল্লাহ্র রাহে উৎসর্গিত হওয়ার জন্য বের হয়ে যায়। কারও মতে শব্দটি তালিবে ইল্মদের জন্য, যারা দেশ, আত্মীয়-স্বজন, আরাম-আয়েশ ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে ইল্ম অন্বেষণের জন্য বের হয়ে পড়ে। কিন্তু অনুবাদ, (র.) যে তরজমা করেছেন, তার মাঝে এসবই এসে যায়। যদিও অধিকাংশ পূর্বসূরীর নিকট প্রথমোক্ত তাফসীরই বেশী গ্রহণযোগ্য। হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, নিরাসক্ত হয়ে থাকার অর্থ এই হয়ে থাকবে যে, দুনিয়ায় তারা মন বসায় না।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○ (١١٣)

১১৩. আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মুসলিমদের পক্ষে সমীচীন নয়, যখন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওরা জাহান্নামী।[১৩০]

---

১২৮. অর্থাৎ নিজে সংশোধন হওয়ার সাথে সাথে অন্যকেও সংশোধন করার চেষ্টায় রত থাকে। যেন তাদের কাজই হচ্ছে স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টির কল্যাণকামিতা।

১২৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পাপ-পুণ্যের যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা লংঘন করে না। সার কথা, শরী'আতের আদেশ ব্যতীত একটি পাও ফেলে না।

এসব হচ্ছে সেই সব মু'মিনের বৈশিষ্ট্য, যারা তাদের জানমাল আল্লাহ্র কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।

অমুসলিমদের জন্য মাগফিরাত কামনা জায়েয নয়

১৩০. মু'মিনগণ যখন তাদের জানমালের দিক দিয়ে আল্লাহ্র কাছে বিক্রি হয়ে গেছে, তখন তাদের কর্তব্য হচ্ছে একান্তভাবে তাঁরই জন্য নিবেদিত হয়ে থাকা। যাদের সম্পর্কে স্পষ্ট জানা গেছে তারা আল্লাহ্র দুশমন ও জাহান্নামী, তাদের সংগে ভালবাসা ও বন্ধুত্বসুলভ কোন সম্পর্ক রাখবে না। তা সে আল্লাহ্র দুশমনগণ তাদের পিতামাতা, চাচা, মামা, ভাই, বন্ধু যাই হোক না কেন। যে আল্লাহ্র দুশমন ও বিদ্রোহী, সে তাদের বন্ধু হয় কি করে? সুতরাং যার সম্পর্কে জানা যাবে সে নিশ্চিত জাহান্নামী, তা ওহী দ্বারাই জানা যাক, কি প্রকাশ্যে শির্ক ও কুফর অবস্থায় তার মৃত্যু দ্বারাই বুঝা যাক; তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, এ আয়াত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মা আমিনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন হাদীছে আছে, এর সম্পর্ক তাঁর চাচা আবূ তালিবের সাথে। কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, মুসলিমগণ তাদের মৃত মুশরিক বাপ-দাদাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে চেয়েছিলেন, এ আয়াতে তাদের নিষেধ করে দেওয়া হয়। তবে শানে নুযূল যাই হোক না কেন, আয়াতের বিধান এই যে, যাদের সম্পর্কে জানা যাবে শিরক ও কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা জায়েয নয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পিতামাতা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মত বিভিন্ন। কেউ কেউ তাদেরকে মু'মিন ও মুক্তিপ্রাপ্ত প্রমাণ করার জন্য স্বতন্ত্র পুস্তিকাও রচনা করেছেন। হাদীছের ভাষ্যকারগণ এ সম্বন্ধে মুহাদ্দিছসুলভ ও তাত্ত্বিক

(١١٤) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ۝

১১৪. ইবরাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল কেবল তার সংগে ওয়াদা করেছিল বলে। পরে যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু, তখন তার থেকে বিরূপ হয়ে গেল। নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল অত্যন্ত কোমলহৃদয় ও সহনশীল।[১৩১]

পর্যালোচনা করেছেন। এ বিষয়টি অত্যন্ত নাযুক। সুতরাং এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন ও আলোচনা-পর্যালোচনা হতে বিরত থাকাই হচ্ছে সতর্কতামূলক পন্থা ও নিরাপদ রাস্তা। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। তিনিই সব বিষয়ে সঠিক ফয়সালা দানকারী।

মুশরিক পিতার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাগফিরাত কামনা

১৩১. সূরা মারয়ামে আছে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর পিতা যখন সত্য মেনে নিতে অস্বীকার করল, এমন কি জিদের বশবর্তীতে তাঁকে হত্যা করে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দিল, তখন তিনি পিতামাতার সম্মান রক্ষার্থে বললেন- سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا অর্থাৎ আমি আপনার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত কামনা করব। এ ওয়াদা অনুযায়ী তিনি পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকলেন। অন্য আয়াতে স্পষ্ট আছে واغفرلابى 'আমার পিতাকে ক্ষমা করুন'। এর অর্থ কখনই এরূপ নয় যে, একজন মুশরিকের শির্‌কে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তার ক্ষমার প্রত্যাশা তিনি করতেন। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল, আপনি তাকে শিরক ত্যাগ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের তাওফীক দিন, যাতে ইসলাম গ্রহণ তার ক্ষমা লাভের কারণ হয়। হাদীছে আছে ان الا سلام يهدم ما كان قبله 'ইসলাম তার পূর্বের সব অপরাধ মিটিয়ে দেয়।'

কুরআন মাজীদে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ইস্‌তিগফারের কথা পড়ে কোন কোন সাহাবীর খেয়াল হল, আমরাও আমাদের মুশরিক পিতামাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি না কেন। তার জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, ইব্‌রাহীম (আ.) তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেবল সেই সময় পর্যন্ত নিজ পিতার জন্য ইস্‌তিগফার করেছিলেন, যতক্ষণ না নিশ্চিতরূপে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুফর ও শির্‌ক এবং আল্লাহ্‌দ্রোহিতার অবস্থায়ই তার মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তো তওবা করে মুসলিম হয়ে যাওয়ার ও ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যখন কুফ্‌র ও

(١١٥) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(١١٦) اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

১১৫. আল্লাহ্ এমন নন যে, কোন সম্প্রদায়কে পথে আনার পর তাদেরকে বিপথগামী করবেন- যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন সেই বিষয়, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব বিষয়ে অবহিত।[১৩২]

১১৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলারই রাজত্ব। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।[১৩৩]

শিরক অবস্থায় মৃত্যুবরণ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে সত্যের প্রতি শত্রুতা হতে ফিরে আসবার ছিল না, তখন ইব্রাহীম (আ.) তার প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ হয়ে গেলেন এবং দু'আ ও ইস্তিগফার হতে ক্ষান্ত হলেন। পূর্বে মমতা ও মনের কোমলতার কারণে দু'আ করতেন। যখন তওবা করার ও সুপথে ফিরে আসার সম্ভাবনা আর থাকল না, তখন তিনি তাঁর কল্যাণকামিতার হাত গুটিয়ে নিলেন এবং এ দুর্বিপাককে নবীসুলভ ধৈর্যের সাথে বরণ করে নিলেন। হাদীছে আছে, হাশরের ময়দানে ইবরাহীম (আ.) আরয করবেন, হে আল্লাহ্! তোমার ওয়াদা আছে আমাকে লাঞ্ছিত করবে না। কিন্তু এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা আর কী হতে পারে যে, আজ আমার পিতা সর্ব সমক্ষে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে? তখন তাঁর পিতার আকৃতি পরিবর্তন হয়ে একটি হায়েনায় রূপান্তরিত হবে এবং ফেরেশতারা তাকে টেনে, হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। সম্ভবত এটা এই জন্য করা হবে, যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে। কারণ, লাঞ্ছনা নির্ভর করে চেনার উপর। যখন কেউ চিনবেই না যে, কী জিনিস জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে, তখন পুত্রের লাঞ্ছনারও কোন কারণ থাকবে না।

১৩২. অর্থাৎ প্রমাণাদি চূড়ান্তকরণ ও সত্যের উদ্ভাসনের আগে আল্লাহ্ কাউকে বিপথগামী করেন না। বিপথগামিতা তো এই যে, আল্লাহ্ স্বীয়-বিধিবিধান সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেওয়ার পরও তা পালন না করা। যেন ইংগিত করে দেওয়া হল, নিষেধাজ্ঞার পূর্বে যারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে তাদের অপরাধ ধরা হবে না। কিন্তু অবগতি লাভের পর এরূপ করলে তা গুমরাহী সাব্যস্ত হবে।

(۱۱۷) لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۙ

১১৭. আল্লাহ্ দয়াপরবশ হয়েছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা সংকট মুহূর্তে[১৩৪]তার সংগে থেকেছে, এমন কি তাদের এক দলের মন ফিরে যাওয়ার উপক্রম হওয়ার পরও। এরপর আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।[১৩৫]

---

১৩৩. রাজত্ব যখন তাঁর, তখন আইনও তাঁরই চলবে। তিনি স্বীয় অপার জ্ঞান ও সার্বভৌম শক্তি বলে যে বিধি-নিষেধ জারী করেন নির্দ্বিধায় নিঃশঙ্ক চিত্তে তা পালন করে যাওয়াই বান্দার কাজ। এক্ষেত্রে কারও খুশী-অখুশীর পরোয়া সে করবে না। কেননা, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ কাজে আসবার নয়।

১৩৪. 'সংকট মুহূর্ত' দ্বারা তাবূক যুদ্ধের কালকে বুঝান হয়েছে। এ সময়টি ছিল নানা রকম সংকটে সমাকীর্ণ। প্রচণ্ড গরম, সুদীর্ঘ পথ, খেজুর তোলার মওসুম, সে কালের বৃহত্তম শক্তির বিরুদ্ধে সেনাভিযান এবং তদুপরি বাহ্যিক সহায়-সম্বলের এত অভাব যে, রোজ একটি করে খেজুর দু'জন সৈন্যকে ভাগ করে খেতে হত। বরং শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে, একটি খেজুর বহু সৈন্য পালাক্রমে চুষে পানি পান করে নিত। পানিও যখন শেষ হয়ে গেল, তখন উটের সরঞ্জাম নিংড়িয়ে পান করতে হয়েছিল। বাহন সমস্যাও ছিল প্রকট। দশ দশজন লোকের একটি মাত্র উট ছিল। তারা একের পর এক তাতে সওয়ার হয়ে মনযিল অতিক্রম করছিল। এই সেই আত্মত্যাগ ও আনুগত্যের চেতনা, যা মুষ্টিমেয় একটি দলকে সমগ্র বিশ্ব-সম্প্রদায়ের উপর জয়ী করে তোলে। আল্লাহ্রই সমস্ত প্রশংসা, এসব তাঁরই অনুগ্রহ।

১৩৫. নবী করীম (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ অগণিত এবং তাঁর বদৌলতে মুহাজির ও আনসারদের প্রতিও আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ কৃপা ও অনুকম্পা বর্ষিত হতে থাকে। তিনি তাদেরকে ঈমান ও পরম জ্ঞানের অধিকারী করেন, নবীর অনুসরণ, আল্লাহ্র রাহে জিহাদ ও অনেক বড় বড় কাজ সম্পাদনের তাওফীক দেন। এরপর এত বড় সংকটময় মুহূর্ত, যখন বিপদ ও সমস্যার জটলা দেখে এমন কি কতক মু'মিনেরও মন টলমল করছিল এবং নবী-সংগ ত্যাগের উপক্রম হয়ে পড়ছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আবার তাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করেন এবং তাদের হাত ধরে এরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়-সন্দেহের অনুবর্তন হতে রক্ষা করেন। মু'মিনদের হিম্মত বুলন্দ ও তাদের সংকল্প দৃঢ় করেন।

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ
بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ (١١٨)
ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

১১৮. এবং সেই তিন ব্যক্তির প্রতি, যাদের পেছনে[১৩৬] রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে ওঠে এবং তাদের জন্য তাদের জীবনও সংকীর্ণ হয়ে যায় আর তারা উপলব্ধি করে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন, যাতে তারা ফিরে আসে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ই দয়াময়, পরম দয়ালু।[১৩৭]

যে তিনজন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল তাদের বৃত্তান্ত

১৩৬. এরা হচ্ছেন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.), হিলাল ইব্‌ন উমায়্যা (রা.) ও মুরারা ইব্‌ন রাবী' (রা.)। তাঁরা নিষ্ঠাবান মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও কেবল দৈহিক কষ্টভোগ হতে বেঁচে থাকার জন্যই তাবূক যুদ্ধ হতে বঞ্চিত থেকেছিলেন। তাঁদের শরী'আতসম্মত কোন ওযর ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (রা.) তাবূক হতে ফিরে আসলে, না তাঁরা মুনাফিকদের মত কোন মিথ্যা ওজুহাত পেশ করেন, আর না অপর কতক সাহাবীর মত নিজেদেরকে খুঁটির সাথে বাঁধেন। বাস্তবে যা হয়েছিল অকপটে প্রকাশ করেন এবং নিজেদের অপরাধ ও ত্রুটির কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন। ফলত, মুনাফিকদের বিষয়টি তো বাহ্যত ক্ষমার চোখে দেখে তাঁদের অবস্থা আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। যেসব সাহাবী নিজেদেরকে খুঁটির সংগে বেঁধেছিলেন, তাঁদের তওবা কবূল করে নেওয়া হয়। আর এই তিনজনকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ফয়সালা কিছুকালের জন্য মুলতবী রাখা হয়। পঞ্চাশ দিন গত হওয়ার পর তাঁদের তওবা কবূল হয়। এটাই خلفوا (পেছনে রাখা, স্থগিত রাখা)-এর অর্থ, যেমন বুখারী শরীফে খোদ কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে।

১৩৭. উল্লেখিত তিনজনের মধ্যে হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) নিজ ঘটনা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফ প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এখানে তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হচ্ছে।

হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) বলেন, তাবূকের অভিযান ছিল অত্যন্ত কঠিন ও দুর্লঙ্ঘ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সকল লোকজনকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দান করেন। সকলেই সাধ্যানুসারে সফরের সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করতে মশগুল হয়ে গেল। কিন্তু

আমার কোন চিন্তা-ফিকির ছিল না। মনে করেছিলাম, যখন ইচ্ছা প্রস্তুত হয়ে সংগে সংগে চলে যাব। কেননা আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে তখন বেশ সচ্ছলতা ছিল। একটি কেন দু'টি বাহন আমার বর্তমান ছিল। আমি তো এই ঔদাসীন্যে চুর হয়ে আছি। অন্যদিকে নবী করীম (সা.) ত্রিশ হাজার মুজাহিদকে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিলেন। তখনও আমার ধারণা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রওয়ানা হয়ে গেলেও অসুবিধা কি? পরবর্তী মনযিলে আমি তাঁকে ধরে ফেলব। এভাবেই আজ-কাল করতে করতে সময় পার হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাবূক পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলেন- ما فعل كعب بن مالك কা'ব ইব্‌ন মালিকের কী হয়েছে? বনূ সালিমা গোত্রের একজন বলল, হে রাসূল! আরামপ্রিয়তা ও আত্মাভিমান তাকে বের হতে দেয়নি। মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) বললেন, তুমি খুবই মন্দ বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তার মাঝে ভাল ছাড়া কিছু দেখিনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এসব কথাবার্তা শুনে চুপ করে থাকলেন।

কা'ব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) চলে যাওয়ার পর আমি এই কারণেই অত্যন্ত বেশী নিঃসঙ্গতা বোধ করছিলাম যে, সমগ্র মদীনায় পাক্কা মুনাফিক অথবা মাযূর মুসলিমগণ ছাড়া আর কোন লোক আমার চোখে পড়ছিল না। যা হোক, অগত্যা আমার মনে নানা রকমের মিথ্যা পরিকল্পনা উদয় হতে লাগল। একবার মনে করলাম, অমুক অসুবিধা দেখিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে নেব। কিন্তু যখন জানতে পারলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিরাপদে মদীনায় ফিরে এসেছেন, মন থেকে সব মিথ্যা হাওয়ায় উড়ে যায়। আমি স্থির করে ফেলি সত্য ছাড়া কিছু বলব না। সে দরবারে সত্য ছাড়া মুক্তিদাতা আর কিছু নেই।

প্রিয়নবী (সা.) মসজিদে উপবিষ্ট। সাহাবায়ে কিরামও সেখানে উপস্থিত। মুনাফিকরা মিথ্যা ছলনা-বাহানা দেখিয়ে প্রকাশ্য ধরা হতে রেহাই পেয়ে যাচ্ছিল। আমি সোজা তাঁর সামনে গিয়ে হাযির। সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি ক্রোধ মিশ্রিত হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, অনুপস্থিতির হেতু কী?

আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যদি এ মুহূর্তে কোন দুনিয়াদারের সামনে হতাম তো দেখতেন কীভাবে বাক-চাতুর্থ ও মিথ্যা বাহানা দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করে নিতাম। কিন্তু এস্থলে তো বিষয়টি এমন এক পবিত্র সত্তার সাথে জড়িত, যাঁকে আমি মিথ্যা বলে খুশী করে ফেললেও অনতিবিলম্বেই আল্লাহ্ তাঁকে সত্য কথা জানিয়ে দিয়ে আমার প্রতি নারায করে ফেলবেন। পক্ষান্তরে সত্য বলে যদি আমাকে তাঁর সাময়িক অসন্তুষ্টি বরণ করে নিতেও হয়, তবু আমার আশা রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে পরিণাম মংগল হবে। এবং শেষ পর্যন্ত সত্য কথাই আমাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের অসন্তুষ্টি হতে মুক্তি দান করবে।

হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বাস্তব কথা হচ্ছে অনুপস্থিত থাকার কোন ওযর আমার ছিল না। হযরতের সংগী হওয়ার সৌভাগ্য হতে যখন আমি বঞ্চিত হই, তখনকার চেয়ে বেশী সচ্ছল আমি আর কখনও ছিলাম না। আমি অপরাধী। এখন আপনার ইখতিয়ার আমার ব্যাপারে যে কোন ফয়সালা গ্রহণ করতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এই এক ব্যক্তিকে পাওয়া গেল, যে সত্য কথা বলেছে। আচ্ছা যাও এবং আল্লাহ্ কী ফয়সালা করেন তার অপেক্ষা কর।

আমি উঠলাম। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম হিলাল ইব্‌ন উমায়্যা ও মুরারা ইব্‌ন রাবী'। এই দুই ব্যক্তির অবস্থাও আমার অনুরূপ। আমাদের তিনজন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্দেশ দিলেন, কেউ যেন আমাদের সংগে কথা না বলে এবং সকলে আমাদের বর্জন করে চলে। সুতরাং কোন মুসলিম আমাদের সংগে কথা বলতেন না, এমন কি সালাম দিলে তার জবাব পর্যন্ত নয়। তারা দু'জন তো ঘর থেকেই আর বের হলেন না। দিনরাত ঘরের মধ্যে কান্নাকাটি করে **কাটাতেন**। আমি শক্ত-সমর্থ লোক ছিলাম। সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হতাম। হযরতকে সালাম দিয়ে লক্ষ্য করতাম জবাবে পবিত্র ঠোঁট নড়ছে কিনা। **আমি যখন** তাঁর দিকে তাকাতাম তিনি আমার দিক হতে চেহারা ফিরিয়ে নিতেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গ পর্যন্ত আমার পর হয়ে গেল। এরই মধ্যে একদিন এক ব্যক্তি আমার কাছে গাস্‌সানের রাজার চিঠি নিয়ে আসল। রাজা তাতে আমার প্রতি আমার বর্তমান অবস্থার জন্য সমবেদনা প্রকাশপূর্বক আমাকে তার দেশে চলে যাওয়ার আহ্বান জানায়। সেখানে আমার যথেষ্ট সমাদর হবে বলেও জানাল। চিঠি পড়ে আমি মন্তব্য করলাম, এটাও এক পরীক্ষা। সে চিঠি আমি আগুনে নিক্ষেপ করলাম।

চল্লিশ দিন গত হওয়ার পর মহানবী (সা.)-এর নিকট হতে নতুন আদেশ আসল, আমি যেন আমার স্ত্রী হতেও পৃথক থাকি। আমি স্ত্রীকে বললাম সে যেন তার বাপের বাড়ী চলে যায়। যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কোন ফয়সালা হয়, সেখানেই যেন অবস্থান করতে থাকে। সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল আল্লাহ্ না করুন এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে তো হযরত আমার জানাযা পড়বেন না। কিংবা তাঁরই যদি ওফাত হয়ে যায়, তবে মুসলিমগণ চিরদিনই আমার সংগে এ আচরণ বজায় রাখবে। মরে গেলে আমার লাশের কাছেও কেউ আসবে না।

মোদ্দা কথা, এভাবেই আমার পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হল। আল্লাহ্‌র সুপ্রশস্ত যমীন আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বরং পরমায়ুই সংকুচিত হয়ে উঠেছিল। মৃত্যু অপেক্ষা জীবন ঢের বেশী কঠিন মনে হচ্ছিল।

(১১৯) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ○

১১৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল এবং সত্যবাদীদের সংগে থাক।[১৩৮]

সহসা একদিন সিলা' পাহাড় হতে ঘোষণা শুনতে পেলাম يا كعب بن مالك ابشر 'হে মালিকের পুত্র কা'ব! খুশী হয়ে যাও'। শোনামাত্র আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। জানা গেল, শেষ রাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হযরতকে জানান হয়েছে যে, আমাদের তওবা তিনি কবূল করে নিয়েছেন। তিনি ফজরের সালাত আদায়ের পর তা সাহাবায়ে কিরামকে অবহিত করেছেন। একজন আরোহী সুসংবাদ শোনানোর জন্য আমার দিকে ছুটে আসল। অপর একজন পাহাড়ের উপর উঠে উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠল। আরোহীর আগেই তার আওয়ায আমার কাছে পৌঁছে গেল। আমি গায়ের কাপড় খুলে ঘোষণাকারীকে দিয়ে দিলাম। এরপর প্রিয়নবী (সা.)-এর খিদমতে হাযির হলাম। দলে দলে লোক আমাকে মুবারকবাদ জানাতে আসল। মুহাজিরদের মধ্যে হযরত তালহা (রা.) সবার আগে উঠে আমার সংগে মুসাফাহা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেহারা খুশীতে চাঁদের মত চমকাচ্ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমার তওবা কবূল করেছেন। আমি বললাম, এ তওবার পরিশিষ্টরূপে আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি আল্লাহ্‌র রাহে সাদকা করছি। তিনি বললেন, সবটা নয়, কিছু নিজের জন্য রেখে দেওয়া উচিত। সেমতে আমি খায়বারের অংশ রেখে বাকি সব সাদকা করে দিলাম।

কেবল সত্য বলার কারণেই আমি মুক্তি পেয়েছিলাম। তাই অংগীকার করলাম, যে-কোন অবস্থায়ই হোক না কেন, কখনও মিথ্যা বলব না। পরবর্তীকালে অনেক কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্, সত্য বলা থেকে কখনও বিচ্যুত হইনি এবং যতদিন জীবিত আছি ইনশাআল্লাহ্ বিচ্যুত হবও না।

বক্ষ্যমাণ আয়াতগুলোতে উপরিউক্ত ঘটনার প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। যেন উল্লেখিত তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌র প্রথম মেহেরবানী এই ছিল যে, তিনি তাদেরকে ঈমান ও ইখলাস দান করেছেন। নিফাক বা কপটতা হতে রক্ষা করেছেন। তারপর নতুন অনুগ্রহ হল এই যে, তিনি তাদেরকে বিশুদ্ধ তওবার তাওফীক দিয়ে নিজের দিকে টেনে নিলেন এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিলেন।

১৩৮. অর্থাৎ সত্যপরায়ণদের সাহচর্যে থাক এবং তাদের অনুরূপ কাজ করে। দেখ উল্লেখিত তিন ব্যক্তি সত্যের বদৌলতে মুক্তি পেয়েছেন ও মকবূল সাব্যস্ত হয়েছেন। মুনাফিকরা মিথ্যা বলেছিল এবং আল্লাহ্‌র ভয় অন্তর থেকে বিদায় দিয়েছিল। ফলে, তারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়।

(১২০) مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ
رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَأٌ وَّ
لَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا
يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ
أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১২০. মদীনাবাসী ও তার পার্শ্ববর্তী বেদুঈনদের জন্য সংগত নয় রাসূলুল্লাহ্‌র সহগামী না হয়ে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের প্রাণ অপেক্ষা নিজ প্রাণকে অধিক প্রিয় জ্ঞান করা।[১৩৯] এটা এজন্য যে, জিহাদকারিগণ যে আল্লাহ্‌র পথে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধাক্লিষ্ট হয় এবং কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেককারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং শত্রুদের থেকে কোন জিনিস কেড়ে নেয়, তার বদলে তাদের জন্য সৎকর্ম লেখা হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের প্রাপ্য নষ্ট করেন না।[১৪০]

হযরত আবূ খায়ছামার নবী-প্রেম

১৩৯. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তো কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করবেন আর আমরা আরামে বসে থাকব এটা কখনই উচিত নয়। হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ খায়ছামা (রা.)-ও তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে পিছিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর তিনি তাঁর খেজুরের বাগানে ঢোকেন। সেখানে খেজুর বীথিকার সুশীতল ছায়া বিরাজ করছিল। সুন্দরী, লাবণ্যময়ী স্ত্রী সম্মুখে। তিনি পানি ছিটিয়ে ছায়া ঢাকা মাটি আরও শীতল করে তোলেন এবং তার উপর চাটাইয়ের বিছানা পেতে দেন। এরপর তাজা খেজুর এবং ঠাণ্ডা ও মিঠা পানি পরিবেশন করেন। এসব আয়েশী উপকরণ দেখামাত্র আবূ খায়ছামা (রা.)-এর অন্তরাকাশে বিদ্যুৎ খেলে যায়। বলে উঠলেন, ধিক এই জীবনের উপর যে, আমি তো শীতল ছায়া, ঠাণ্ডা পানি ও বাগ-বাগিচার বাহারি মজা লুটছি আর আল্লাহ্‌র প্রিয়নবী এই প্রচণ্ড লু, অসহ্য গরম ও তৃষ্ণার মাঝে দুর্গম গিরি ও দুস্তর মরু অতিক্রম করছেন। এই অবস্থা কল্পনা করা মাত্রই তিনি বাহন তলব করলেন, তরবারি কটিবদ্ধ করলেন, বর্শা হাতে নিলেন এবং সোজা হযরতের পদচিহ্ন ধরে ছুটে চললেন। তাঁর উটনী বাতাসের গতিতে চলছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সৈন্যদের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দূর থেকে দেখতে পেলেন এক উট-সওয়ারী বালুর টিলা পার হয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বললেন, كن ابا خثيمة 'তুমি যেন আবূ খায়ছামাই হও। 'অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে দেখতে পেল আবূ খায়ছামাই বটে। 'আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং অপরাপর সাহাবিগণের প্রতিও আর তাঁরাও সবাই তাঁর প্রতি হোন সুপ্রসন্ন।'

(১২১) وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(১২২) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ○

১২১. এবং তারা ছোট ও বড় যাই ব্যয় করে এবং যে কোন ময়দানই অতিক্রম করে তাদের জন্য তা লিখে রাখা হয়,[১৪১] যাতে আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের উত্তম বিনিময় দান করেন।[১৪২]

১২২. মুসলিমগণ তো এমন নয় যে, তারা সকলেই অভিযানে বের হয়ে পড়বে। সুতরাং প্রত্যেক দল হতে তাদের এক অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং যাতে তাদের সম্প্রদায়কে সংবাদ পৌঁছাতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে-যাতে তারা সতর্কতা অবলম্বন করে।[১৪৩]

---

১৪০. অর্থাৎ যদিও এর মধ্যে অধিকাংশ জিনিসই ইচ্ছাধীন নয়। যেমন ক্ষুধা, পিপাসা, কষ্ট-ক্লেশ ভোগ ইত্যাদি, তবু জিহাদের নিয়্যতের বরকতে এসব অনিচ্ছাজনিত বিষয়ের বিনিময় তাদের পুণ্যরাশির মাঝে সৎকর্ম লিখে দেওয়া হবে। যদ্দরুন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন।

১৪১. অর্থ ব্যয়, মাঠ-ঘাট অতিক্রম এমনিতেই সৎকর্ম ও ইচ্ছাধীন কাজ। তাই এস্থলে اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ বলা হয়েছে। পূর্বের আয়াতের মত اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ বলা হয়নি। ইব্‌ন কাছীর (র.) বিষয়টির প্রতি ইংগিত করেছেন।

১৪২. অর্থাৎ উত্তম কাজের উত্তম বদলা দিবেন।

জিহাদ ও তলবে 'ইলম সাধারণ অবস্থায় ফরযে কিফায়া

১৪৩. পূর্বের রুকূ'গুলোতে জিহাদে বের হওয়ার ফযীলত এবং বের না হওয়ার কুফল বর্ণিত হয়েছিল। ফলে, কেউ মনে করতে পারত যে, সর্বদা সকল জিহাদেই সমস্ত মুসলিমের জন্য বের হওয়া ফরযে আইন। তাই আলোচ্য আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত মুসলিমের একই সংগে জিহাদে বের হয়ে পড়াটা সর্বদা জরুরীও নয় এবং সমীচীনও নয়। বরং কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক সম্প্রদায় ও গোত্র হতে একদল বের হবে এবং বাকি লোক অন্যান্য প্রয়োজন সমাধায় লিপ্ত থাকবে। এখন যদি নবী স্বয়ং জিহাদে বের হয়ে পড়েন, তা হলে প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে যে দল তাঁর সংগে বের হবে,

(১২৩) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ
غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ○

১২৩. হে মু'মিনগণ! নিজেদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও[১৪৪] এবং তারা যেন উপলব্ধি করতে পারে তোমাদের মাঝে কঠোরতা।[১৪৫] আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।[১৪৬]

তারা হযরতের সাহচর্যে থেকে এবং নানা রকম অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে দীন ও দীনী বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে তারপর ফিরে এসে সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকদেরকে নিজেদের অতিরিক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে ভাল-মন্দ কাজ সম্পর্কে সচেতন করবে।

পক্ষান্তরে নবী স্বয়ং যদি মদীনায় থেকে যান, তা হলে যারা জিহাদে যায়নি সেই অবশিষ্ট লোক তাঁর খিদমতে থেকে দীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে এবং মুজাহিদদের অনুপস্থিতকালে যে ওহী ও তত্ত্ব-তথ্যের কথা শোনবে, তাদের প্রত্যাবর্তনের পর তা তাদেরকে অবহিত করবে। আরবী বাক্য বিন্যাস প্রণালী অনুযায়ী উভয়েরই অবকাশ আছে, যেমন রূহুল-মা'আনী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লিখেছেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে কতক লোকের উচিত নবীর সাহচর্যে থেকে ইলমে দীন শেখা ও অন্যদের শেখানো। এখন নবী (সা.) এ দুনিয়ায় নেই, কিন্তু ইলমে দীন ও উলামায়ে কিরাম বর্তমান। ইলমে দীন শেখা ফরযে কিফায়া, জিহাদও ফরযে কিফায়া। তবে কোনও সময় ইমামের পক্ষ হতে যদি সাধারণ ডাক আসে, তখন ফরযে আইন হয়ে যায়। তাবূকে এ অবস্থাই ছিল। তাই যারা যোগদান করেনি, তাদের কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হয়।

আবূ হাইয়্যানের মতে এ আয়াতের সম্পর্ক জিহাদের সাথে নয়, বরং তলবে ইলমের সাথে। জিহাদ ও তলবে ইলমের আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য এই যে, উভয়ের মাঝে আল্লাহ্র পথে বের হওয়ার ব্যাপার রয়েছে। উভয়ের লক্ষ্য আল্লাহ্র দীনকে জীবিত ও সমুচ্চ করা- একটিতে অস্ত্র দ্বারা, অন্যটিতে যবান ইত্যাদি দ্বারা।

জিহাদের পর্যায়ক্রম

১৪৪. জিহাদ ফরযে কিফায়া। স্বাভাবিক পর্যায়ক্রম অনুযায়ী সর্ব প্রথম জিহাদ হবে সেই সব কাফিরের বিরুদ্ধে, যারা মুসলিমদের সর্বাধিক নিকটবর্তী। এরপর যারা তাদের কাছে। এভাবে পর্যায়ক্রমে জিহাদের ক্ষেত্র প্রশস্ত হতে থাকবে।

নবী করীম (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জিহাদ এই অনুক্রমেই হয়েছিল। প্রতিরোধমূলক জিহাদেও ফুকাহায়ে কিরাম এই ধারাবাহিকতা উল্লেখ করেছেন যে, যে ইসলামী রাষ্ট্রে কাফির সৈন্য আক্রমণ করবে সেখানকার মুসলিমদের জন্য তার প্রতিরোধ ওয়াজিব। তারা যদি যথেষ্ট না হয় বা অবহেলা করে, তখন তাদের নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর এ দায়িত্ব বর্তায়। তারা যথেষ্ট না হলে, যারা তাদের নিকটবর্তী তাদের উপর। এভাবে প্রয়োজন হলে উদয়াচল হতে অস্তাচল পর্যন্ত জিহাদ ফরয হতে থাকবে।

১৪৫. মু'মিনের শানই হচ্ছে নিজ ভাইয়ের প্রতি সদয় এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের দুশমনের প্রতি কঠোর ও দৃঢ় হবে, যাতে তার নম্রতা ও ঢিলেমি দেখে দুশমনের স্পর্ধা বেড়ে না যায়। ইরশাদ হয়েছে- أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 'তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর (৫ : ৫৪)। وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 'তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল (৪৮ : ২৯)। আরও ইরশাদ হয়েছে- جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ 'কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও' (৯ : ৭৩)। হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, انا الضحوك القتال 'আমি অতি হাসিখুশী, প্রচণ্ড লড়াকু'।

১৪৬. অর্থাৎ যারা আল্লাহ্কে ভয় করে কোন কাফির সম্প্রদায়কে ভয় করার বা তাদের সামনে নতি স্বীকার করার কোন কারণ তাদের নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এবং যে পরিমাণে তারা আল্লাহ্কে ভয় করে চলবে, সে পর্যন্ত এবং সে পরিমাণে তারা কাফিরদের উপর জয়ী হয়ে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অন্তরে তাঁর ভয় সৃষ্টি করে দিন।

(١٢٤) وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا
فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ○

(١٢٥) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟
وَهُمْ كَٰفِرُونَ ○

১২৪. আর যখন কোন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল? যারা ঈমানের অধিকারী, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা হয় আনন্দিত।

১২৫. আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাদের জন্য বৃদ্ধি করে কলুষের উপর আরও কলুষ এবং তারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফিরই থাকে।[১৪৭]

কুরআন মু'মিনের ঈমান তাজা করে

১৪৭. যখন কুরআনের কোন সূরা নাযিল হত, তখন মুনাফিকরা একে অন্যকে বা কতক সরলপ্রাণ মুসলিমকে ঠাট্টা-পরিহাস করে বলত, কী সাহেব! এ সূরা তোমাদের কার কার ঈমানে নতুন মাত্রা যোগ করল। বুঝাতে চাইত (নাঊযুবিল্লাহ্) এ সূরায় আছেই বা কী? এমন কী নিগূঢ় রহস্য ও তত্ত্বকথা এর মাঝে নিহিত আছে, যা ঈমান-ইয়াকীন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা এর জবাব দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কালাম শুনলে মু'মিনদের ঈমান সতেজ হয়। হাঁ, যাদের অন্তরে কুফর ও নিফাকের ব্যাধি আছে, যাদের অন্তর কলুষিত, তাদের সে ব্যাধি ও কলুষ আরও বেড়ে যায়। এমন কি সে ব্যাধি তাদের প্রাণ নাশ করে ছাড়ে-

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست
درباغ لالہ روید ودرشورہ بوم خس

'বৃষ্টির ধর্ম কল্যাণ সাধন দ্বিমত কি তায়?
পুষ্পোদ্যানে রক্তজবা আর লোনা মাটিতে খড় উগায়।'

হযরত শাহ সাহেব (র.) আয়াতের অন্য রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কালাম যে মুসলিমের মনোভাবের সাথে মিলে যায় সে খুশী হয়ে বলে ওঠে, সুবহানাল্লাহ্, এ আয়াত আমার ঈমান-ইয়াকীন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনিভাবে কোন সূরা যখন মুনাফিকদের গোপন দোষ প্রকাশ করে দেয়, তখন তারাও লজ্জায়

(١٢٦) اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

(١٢٧) وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

১২৬. তারা কি দেখে না তাদের পরীক্ষা করা হয় প্রতি বছর একবার কি দু'বার, তথাপি তারা তওবা করে না এবং তারা উপদেশও গ্রহণ করে না।[১৪৮]

১২৭. আর যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের একজন অপরজনের দিকে তাকায় যে, কোন মুসলিম তোমাদের দেখছে কিনা, পরে তারা সরে পড়ে।[১৪৯] আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এজন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।[১৫০]

চুপসে গিয়ে বলে, সন্দেহ নেই এ কালাম আমাদের ইয়াকীন ও ঈমান বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু এ বলা যেহেতু আনন্দ ও খুশীর কারণে ছিল না, বরং নিছক লজ্জা ঢাকার জন্য, তাই ভবিষ্যতে তওবা করে সাচ্চা মনে সত্যের অনুসরণ করবার তাওফীক হত না। বরং আগের চেয়ে আরও বেশী নিজেদের দোষ গোপনের ফিকির ও চেষ্টা করত। এটাই হচ্ছে কলুষের উপর আরও কলুষতা। দোষী ব্যক্তির উচিত উপদেশ শুনে নিজেকে সংশোধন করে নেওয়া। উল্টো উপদেশদাতার কাছে দোষ গোপন করার চেষ্টা করা নিতান্তই গর্হিত কাজ।

১৪৮. অর্থাৎ প্রতি বছর অন্ততপক্ষে এক-দু'বার এসব মুনাফিককে পরীক্ষায় ফেলা হয়, যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে তারা আক্রান্ত হয় বা নবীর যবানীতে তাদের মুনাফিকী প্রকাশ করে দিয়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হয় কিংবা জিহাদকালে তাদের কাপুরুষতা ও কুটিলতা উন্মোচিত করে দেওয়া হয়। কিন্তু তারা এতই নির্লজ্জ ও অসৎ যে, চাবুক খেয়েও সোজা হওয়ার নয়। না পেছনের অপরাধ হতে তওবা করে, না ভবিষ্যতের জন্য উপদেশ গ্রহণ করে।

১৪৯. যখন ওহী নাযিল হত, তখন মুনাফিকরা সেখানে উপস্থিত থাকলে আল্লাহর কালাম শোনা তাদের জন্য পীড়াদায়ক হত, বিশেষত সেইসব আয়াত, যা তাদের দোষ-ত্রুটি উন্মোচিত করে দিত। তখন তারা একে অন্যের দিকে চোরা চোখে ইশারা করত এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখত মজলিসের কোন মুসলিম তাদের লক্ষ্য করছে কিনা। তারপর সকলের চোখ এড়িয়ে মজলিস থেকেই সটকে পড়ত।

(١٢٨) لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

(١٢٩) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

১২৮. তোমাদের নিকট এসে গেছে তোমাদেরই মধ্য হতে এক রাসূল।[১৫১] তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার জন্য পীড়াদায়ক।[১৫২] সে তোমাদের কল্যাণের জন্য লালায়িত,[১৫৩] মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত মমতাবান ও দয়ালু।[১৫৪]

১২৯. এ সত্ত্বেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলে দাও, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কারও ইবাদত-বন্দেগী নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।[১৫৫]

---

১৫০. অর্থাৎ তারা নবীর মজলিস হতে কী ফিরবে, আল্লাহ্ তো তাদের অন্তরই ফিরিয়ে দিয়েছেন, যেজন্য তারা নিজ অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাবশত ঈমান-ইয়াকীনের কথা বুঝতে ও কবূল করতেই চায় না।

১৫১. যার বংশ-কুল, স্বভাব-চরিত্র ও আমানত-দীনদারী সম্পর্কে তোমরা ভালভাবে অবগত আছ।

১৫২. যে জিনিসে তোমরা কষ্ট-ক্লেশ পাও, তা তার জন্য বেজায় পীড়াদায়ক। তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করেন যাতে উম্মতের পক্ষে সব কিছু সহজ-সাধ্য হয় এবং পার্থিব ও পরকালীন আযাব হতে তারা নিরাপদ থাকতে পারে। এজন্যই তিনি যে দীন নিয়ে এসেছেন, তাও অত্যন্ত সহজ। তিনি তাঁর নিযুক্ত কর্মচারীদের সর্বদা উপদেশ দিতেন– يسروا ولاتعسروا 'সহজ করো, কঠিন করো না।

১৫৩. অর্থাৎ তোমাদের উপকার ও কল্যাণ সাধনের বিশেষ দরদ তাঁর অন্তরে বিদ্যমান। মানুষ জাহান্নামের দিকে ছোটে, আর তিনি তাদের কোমর ধরে ধরে সেদিক থেকে ফিরিয়ে দেন। তার সবচে' বড় চেষ্টা ও কামনা যাতে আল্লাহ্র বান্দাগণ সত্যিকারের মংগল ও প্রকৃত সাফল্য লাভ করতে পারে। জিহাদ ইত্যাদির উদ্দেশ্যও রক্তপাত নয়, বরং নিরুপায় হয়ে কঠিন অপারেশনের মাধ্যমে মানব জাতির দূষিত ও বিষাক্ত অংগ কেটে ফেলে ও ক্ষতিকর জীবাণু নষ্ট করে দিয়ে উম্মতের সামষ্টিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা ও তাদেরকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রাখা।

১৫৪. তিনি যখন সমগ্র বিশ্বের এ পরিমাণ কল্যাণকামী, তখন বিশেষভাবে ঈমানদারদের প্রতি তিনি যে কতটা দরদী ও মমতাশীল হবেন, তা বলাই বাহুল্য।

১৫৫. মানুষ যদি তার বিস্ময়কর মমত্ববোধ, কল্যাণকামিতা ও সহমর্মিতার কদর না করে, তবে পরোয়া কিসের! মনে করুন সমগ্র বিশ্ব আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল– তাতে অসুবিধা কী? এক আল্লাহ্‌ই আপনার জন্য যথেষ্ট। যিনি ছাড়া না কারুর ইবাদত-বন্দেগী আছে, না কারুর প্রতি নির্ভর করা চলে। কেননা, দ্যুলোক-ভূলোকের রাজত্ব তাঁরই। তিনি আরশে আযীম (মহান সিংহাসন)-এর অধিপতি। ইষ্ট-অনিষ্ট ও হিদায়াত-গুমরাহী সব তাঁরই হাতে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আবূ দাউদ শরীফে হযরত আবুদ্‌দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সাত বার- حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ পাঠ করবে, তার যাবতীয় দুঃখ-চিন্তা নিবারণের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

আরশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে 'রূহুল-মা'আনী' গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর দেখুন।

আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক ও অনুগ্রহে সূরা তওবা সমাপ্ত হল। হে আল্লাহ্! আমার তওবা কবূল কর এবং আমাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দাও। তুমি তো তওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।

সূরা ইউনুস

১০৯ আয়াত, ১১ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ॥

(১) الٓرٰ ۚ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡحَكِيۡمِ ○

(২) اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنۡ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى رَجُلٍ مِّنۡهُمۡ اَنۡ اَنۡذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ؕ قَالَ الۡكٰفِرُوۡنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيۡنٌ ○

১. আলিফ-লাম রা। এগুলো পাকা কিতাবের আয়াত।[১]

২. মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই মধ্যে একজন পুরুষের প্রতি এই ওহী প্রেরণ করেছি যে, মানুষকে সতর্কবাণী শুনিয়ে দাও এবং ঈমান আনয়নকারীদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য স্বীয় প্রতিপালকের নিকট আছে সত্যি মর্যাদা।[২] অবিশ্বাসীরা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে এ তো সুস্পষ্ট জাদুকর।[৩]

---

১. এগুলো এমন সুদৃঢ় ও মযবূত কিতাবের আয়াত, যার প্রতিটি বিষয় পাকা, শব্দাবলী পাকা এই কারণে যে, তা চিরদিনের জন্য পরিবর্তন ও হেরফের হওয়া হতে সংরক্ষিত। এর জ্ঞানসম্ভার পাকা এই কারণে যে, তা সবই যুক্তি-বিচারের সাথে সংগতিপূর্ণ। বিধি-বিধান এই কারণে যে, ভবিষ্যতে একে রহিত করার মত কোন কিতাব আসবে না। এর সংবাদ ও ঘটনাবলীও সম্পূর্ণ সঠিক ও বাস্তবানুগ। এমন হবেই বা না কেন, যখন সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ স্বীয় অসীম জ্ঞানবলে তা নাযিল করেছেন?

২. অর্থাৎ এতে আশ্চর্যের কী আছে যে, মানুষের হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একজন মানুষকেই নিয়ুক্ত করবেন এবং তার নিকট এমন বার্তা প্রেরণ করবেন, যা অন্য কেউ সরাসরি টের পাবে না? তিনি সমস্ত মানুষকে আল্লাহ্-দ্রোহিতার ধ্বংসকর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করবেন এবং যারা আল্লাহ্‌র

(٣) إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৩. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে।[৪] তারপর সমাসীন হন আরশে।[৫] তিনি কার্য বিধান করেন।[৬] তাঁর অনুমতি লাভ ব্যতিরেকে কেউ সুপারিশ করতে পারে না।[৭] সেই আল্লাহ্ই তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। তোমরা কি অনুধ্যান কর না?[৮]

আনুগত্য করবে, তাদেরকে এই সুসংবাদ শোনাবেন যে, আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যতের কাছে সৎকর্মের বদৌলতে তাদের কত উচ্চ মর্যাদা ও বুলন্দ মর্তবা রয়েছে! কত বড় সৌভাগ্য ও সাফল্য সেই অনাদি কালে তাদের জন্য লেখা হয়েছে!

৩. অর্থাৎ কুরআনী ওহী যেহেতু অস্বাভাবিক রকমের ক্রিয়াশীল ও অলৌকিক সাহিত্যালংকারপূর্ণ, তাই তারা একে জাদু এবং এর বাহককে জাদুকর বলে।

৪. অর্থাৎ ছয় দিন সমপরিমাণ সময়ে। ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী এর এক একদিন এক হাজার বছর সমতুল্য। যেন আসমান, যমীন প্রভৃতি ছয় হাজার বছরে সৃষ্টি করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা এক মুহূর্তের মধ্যে নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করতে সক্ষম, কিন্তু পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ সময়ে সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর অপার প্রজ্ঞার চাহিদা। এর দ্বারা বান্দাদেরকে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে, যেন শক্তি থাকা সত্ত্বেও সব কাজ ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনার সাথে করে। তাছাড়া মুহূর্তে সৃষ্টি করার চেয়ে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করার মাঝে এ বিষয়টি অধিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাধ্যতামূলক কর্তা নন, বরং সমস্ত জিনিসের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।

৫. সূরা আ'রাফের সপ্তম রুকূ'তে এ রকমের আয়াত গেছে, সেখানকার টীকা দ্রষ্টব্য।

৬. অর্থাৎ সৃষ্টিমালার যাবতীয় কাজের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে।

৭. অর্থাৎ তাঁর প্রভুত্বের মাঝে কেউ শরীক হওয়া তো দূরের কথা, সুপারিশের জন্যও কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া মুখ খুলতে পারে না।

৮. অর্থাৎ চিন্তা করে দেখ, উপরে যে প্রতিপালকের গুণাবলী বর্ণিত হল, তিনি ছাড়া এমন আর কে আছে, যার ইবাদত-বন্দেগী করা যেতে পারে? সুতরাং সেই খালিক ও মালিক, নিরঙ্কুশ শাহানশাহ ও পরম প্রজ্ঞাময়ের বার্তা এবং তার বার্তাবাহকদেরকে নিছক আন্দাজ -অনুমানের উপর ভিত্তি করে মিথ্যা সাব্যস্ত করার সাহস তোমাদের কীভাবে হয়?

(٤) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ
وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

(٥) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ○

৪. তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে[৯] –আল্লাহ্‌র সত্য অংগীকার। তিনিই প্রথম বার সৃষ্টি করেন, তারপর পুনরায় তা করবেন, যারা ঈমান এনেছিল ও সৎকর্ম করেছিল, তাদেরকে ন্যায্যভাবে প্রতিদান দেওয়ার জন্য।[১০] আর যারা কাফির হয়েছে, তাদেরকে পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি –এই হেতু যে, তারা কুফরী করত।

৫. তিনিই সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়[১১] এবং তার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন বহু মনযিল,[১২] যাতে তোমরা বছরের গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার।[১৩] এসব আল্লাহ্ এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, বরং যথাযথ ব্যবস্থার অধীনে আল্লাহ্ তাদের জন্য নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেন,[১৪] যাদের বোধশক্তি আছে।[১৫]

---

৯. অর্থাৎ তাঁরই থেকে তোমাদের সকলের সূচনা হয়েছে এবং পরিণতিতে তাঁরই দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে। এমতাবস্থায় তাঁর বিধি-বিধান ও দূতবর্গকে অমান্য করা কী করে সংগত হতে পারে?

১০. অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পুণ্যও নষ্ট না হয়।

১১. কারও মতে ضياء অপেক্ষা نور ব্যাপক। ضياء বলা হয় বিশেষভাবে সেই আলোকে, যা অধিক তীব্র ও উজ্জ্বল। কেউ বলেন, যার আলো নিজস্ব, সেটাই ضياء - সূর্যের আলো অপর কোন বস্তু হতে আহৃত নয়, কিন্তু চাঁদের আলো সূর্য হতে আহৃত। কোন কোন বিদগ্ধ গবেষক উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য বলেছেন যে, نور সাধারণভাবে যে কোন আলোকে বলে, আর ضوء ও ضياء বলে আলোর বিকিরণকে। সূর্য-রশ্মির বিকিরণ যেহেতু অধিক, তাই ضياء শব্দে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

১২. অর্থাৎ প্রত্যহ ক্রমান্বয়ে বাড়ে-কমে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ 'এবং চাঁদের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি

(٦) إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ○

(٧) إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ○

৬. নিশ্চয়ই দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে, নিদর্শন আছে সেইসব লোকের জন্য, যারা ভয় করে।[১৬]

৭. নিশ্চয়ই যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবনে পরিতৃপ্ত ও তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে আর যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন।[১৭]

বিভিন্ন মনযিল। অবশেষে তা শুষ্ক, বক্র, পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে' (৩৬ ঃ ৩৯)। জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ চাঁদের আবর্তনকে ভাগ করে আটাশটি মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন, যা বারটি কক্ষপথে বিভক্ত। কুরআন মাজীদে এর দ্বারা বিশেষ পরিভাষা বুঝানো নয়, বরং সাধারণ পরিভ্রমণ ও দূরত্বের পরিমাণ বুঝানো উদ্দেশ্য।

১৩. অর্থাৎ বছরের গণনা এবং মাস ও দিনের ছোট-বড় সব হিসাবকে চন্দ্র-সূর্যের গতির সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে। চন্দ্র-সূর্য না হলে দিন-রাত, চান্দ্র-সৌর মাস ও বছর ইত্যাদি কিভাবে নির্ণীত হত? যেখানে পার্থিব জীবন ও বৈষয়িক কাজ-কারবার ছাড়াও বহু শর'ঈ বিধি-বিধানেও সময় বিধানের প্রয়োজন রয়ে গেছে।

১৪. অর্থাৎ নভোমণ্ডলীয় বিষয়সমূহ এমনিতেই ঘটনাচক্রে চলছে না, বরং এর পেছনে মহা ব্যবস্থাপনা ও বিস্ময়কর নিয়ম-শৃংখলা কার্যকর রয়েছে। সেই সাথে এর মাঝে অগুনতি উপকার এবং রহস্য ও তাৎপর্য নিহিত আছে।

১৫. অর্থাৎ বুদ্ধিমান লোক সৃষ্টিমালার এই ব্যবস্থাপনা দেখে মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র অস্তিত্ব খুঁজে পায়। তারা বস্তু-জাগতিক নিয়ম-শৃংখলা দ্বারা রূহানী জগত সম্পর্কে অনুমান করে নেয় যে, সে জগতে আল্লাহ্ কী রকমের চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করে থাকবেন। বুঝে নিতে পারেন নবী-রাসূলগণই সেই চন্দ্র-সূর্য।

১৬. এতে সন্দেহ নেই যে, বিশ্বের প্রতিটি ছোট-বড় জিনিসে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর একত্বের প্রমাণ রয়েছে।

وَفِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ اٰيَةٌ * تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ وَاحِدٌ

'প্রতিটি জিনিসের মাঝে তাঁর নিদর্শন আছে, যা প্রমাণ করে যে, তিনি এক।' সূরা বাকারায় দ্বিতীয় পারার প্রথম চতুর্থাংশে একটি আয়াত গেছে, যার মাঝে কুদরতের এসব নিদর্শন আরও বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে।

(৮) أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

(৯) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ○

(১০) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৮. এদের ঠিকানা জাহান্নাম, তারা যা অর্জন করত, তার বিনিময়ে।[১৮]

৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমান দ্বারা তাদের হিদায়াত করবেন।[১৯] তাদের পাদদেশে নহর প্রবাহিত হয় -আয়েশের উদ্যানে।

১০. সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, 'হে আল্লাহ্! পবিত্র তোমার সত্তা।[২০] আর তাদের অভিবাদন হবে সালাম।[২১] এবং তাদের ধ্বনির পরিসমাপ্তি হবে এর উপর যে, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক।[২২]

---

১৭. অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা এভাবে মনোনিবেশ করেছে যে, আখিরাত ও আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে বসেছে। এই কদিনের জীবনকে পরম লক্ষ্য ও উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। কুদরতের যেসব নিদর্শনের কথা উপরে বিবৃত হল, তার মাঝে কখনও চিন্তা -ভাবনা করেনি। তা না হলে বুঝত এমন সুদৃঢ় ও প্রজ্ঞাজনোচিত ব্যবস্থা কিছুতেই নিরর্থক নয়। নিশ্চয়ই এই বিশ্ব-সংসারের পেছনে বিশেষ কোন লক্ষ্য রয়ে গেছে। আর যেই সত্তা প্রথম বারে এরূপ বিরল বিস্ময়কর মাখলুকরাজি সৃষ্টি করতে পেরেছে, তাঁর পক্ষে পুনর্বার সৃষ্টি এমন কি মুশকিল?

১৮. অর্থাৎ মন-মগয, মুখ ও হাত-পা দ্বারা যা-কিছু তারা কামাই করেছে, তার বিনিময় হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

১৯. অর্থাৎ মু'মিনদেরকে তাদের ঈমানের বদৌলতে ও তার আলোকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরম লক্ষ্য জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন।

২০. জান্নাতের নিআমতরাশি এবং আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ দেখে জান্নাতবাসীদের মুখে ধ্বনিত হবে– 'সুবহানাল্লাহ্'। যখন আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছু চাওয়ার বাসনা হবে, যেমন কোন পাখি বা ফল দেখল আর মনে তার চাহিদা জাগল, তখন বলবে سبحانك اللهم এটা শোনা মাত্রই ফেরেশতাগণ সে জিনিস এনে হাযির করবেন। যেন এ এক শব্দই যাবতীয় চাওয়া ও প্রার্থনার স্থলাভিষিক্ত হবে। দুনিয়ায়ও বড় ও মহৎ লোকের নীতি হচ্ছে অতিথি কোন জিনিসকে পসন্দ করে তার প্রশংসা করলে সচেতনও ভদ্র মেযবান অতিথির জন্য সে জিনিসের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেন।

(১১) وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ○

১১. আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন, যেভাবে তারা তাদের কল্যাণ ত্বরা করে চায়, তবে তাদের আয়ুর পরিসমাপ্তি ঘটান হত। সুতরাং আমার সাক্ষাতের আশা যাদের নেই, তাদেরকে আমি ছেড়ে রাখি তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত।[২৩]

---

২১. জান্নাতবাসিগণ একে অন্যের সাথে সাক্ষাতকালে সালাম করবে, যেমন দুনিয়ায়ও মু'মিনদের মধ্যে এ রীতি আছে। তাছাড়া কুরআন মাজীদে স্পষ্ট আছে ফেরেশতাগণ জান্নাতবাসীদেরকে সালাম করবে, বরং খোদ রাব্বুল-ইয্যতের পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম উপহার দেওয়া হবে। ইরশাদ হয়েছে- سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ 'পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম' (৩৬ঃ ৫৮)। আরও وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ 'ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে এবং বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি 'সালাম' (১৩ ঃ ২৩-২৪)।

২২. জান্নাতে পৌঁছে যখন তাদের পার্থিব দুঃখ-দুশ্চিন্তার অবসান ঘটবে এবং শুধু 'সুবহানাল্লাহ্' বলার দ্বারাই চাহিদা মত সব জিনিস লাভ করতে থাকবে, তখন তাদের প্রত্যেক দু'আর শেষ কথা হবে 'আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'। এবং স্বভাবত এমন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

২৩. দু আয়াত আগে বলা হয়েছিল, যারা উদাসীনতায় দিন কাটাচ্ছে, আমার সাক্ষাতের কোন চিন্তা করে না, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এস্থলে বলা উদ্দেশ্য যে, এরূপ অপরাধীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ায় সংগে সংগে পাকড়াও করেন না। বরং সুযোগ দিয়ে থাকেন। অথচ মানুষের অবস্থা এই যে, তারা কখনও তো নিঃশঙ্ক ও নির্লজ্জ হয়ে খোদ নিজের উপর শীঘ্র আযাব আসার প্রার্থনা করে, যেমন ইরশাদ হচ্ছে, তারা বলে- اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ 'হে আল্লাহ্! এটাই যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ কর (৮ ঃ ৩২)।

আবার কখনও পার্থিব বিপদ-আপদে অতিষ্ঠ হয়ে নিজের বা নিজ সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির উপর অভিসম্পাত শুরু করে দেয়, যেমন সচরাচরই লক্ষ্য করা যায়। এখন আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদের আবেদন ও প্রার্থনা অনুযায়ী সংগে সংগে কোন শাস্তি বা অমংগল তাদের উপর এতটা তাড়াতাড়ি নিপতিত করেন, যতটা তাড়াতাড়ি তারা মংগল কামনা করে, তবে পাপের পরিণামে তারা এক মুহূর্তের অবকাশ পাবে না,

(١٢) وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا
عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

(١٣) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم
بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ○

১২. মানুষ যখন দুঃখ-কষ্টে পড়ে, তখন সে আমাকে ডাকে শুয়ে, বসে কিংবা দাঁড়িয়ে। তারপর যখন আমি সে দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেই, তখন সে এভাবে চলে যায়, যেন কোন বিপদে পড়ে সে আমাকে ডাকেইনি। সীমালংঘনকারীরা যা-কিছু করে তা তাদের কাছে এভাবেই প্রিয় মনে হয়।[২৪]

১৩. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের আগে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যখন তারা যালিম হয়ে গিয়েছিল, অথচ তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল। আর তারা কখনই ছিল না ঈমান আনয়নকারী। এভাবেই আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে শাস্তি দিয়ে থাকি।[২৫]

তখনই তাদের জীবন-লতিকা ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র নীতিতে পাপ-পুণ্য উভয়ের বদলা দানে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী বিলম্ব ঘটে থাকে। যাতে পুণ্যবান স্বীয় পুণ্যে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অন্যায়-অনাচারে পতিত থেকে স্বীয় পাপের পেয়ালা পরিপূর্ণ করে নিতে পারে।

২৪. অর্থাৎ মানুষ প্রথমে ধৃষ্টতাভরে নিজেই শাস্তি প্রার্থনা করে এবং নিজ মুখে অমংগল যাঞ্চা করে। অথচ সে এতই দুর্বল ও অসহিষ্ণু যে, যেখানেই সামান্য কষ্ট-ক্লেশ দেখে, সংগে সংগে ঘাবড়িয়ে যায় ও আমাকে ডাকতে শুরু করে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিপদ থাকে, দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে। এরপর যখন বিপদ দূরীভূত করা হয়, তখন সবকিছু ভুলে যায়। যেন আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন কখনও হয়ইনি। সেই একই দর্প-অহংকার ও গাফলতির নেশা এবং একই হঠকারিতা পুনরায় দেখা যায়, যাতে সে পূর্বেই লিপ্ত ছিল। হাদীছে আছে, তুমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখ, আল্লাহ্ তোমাকে তোমার দুঃখের কালে স্মরণ রাখবেন। প্রকৃত মু'মিন কোনও সময় আল্লাহ্‌কে ভোলে না। সে দুঃখের সময় ধৈর্য ধরে এবং সুখের সময় কৃতজ্ঞতা আদায় করে। এটাই এমন জিনিস, যার তাওফীক মু'মিন ছাড়া কেউ লাভ করে না।

২৫. অর্থাৎ তাদের প্রার্থনা অনুযায়ী যদি শীঘ্র আযাব না আসে, কিংবা বিপদ-আপদ এসে টলে যায়, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। যুলুম-অনাচার ও

(١٤) ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○

(١٥) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ
بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِىْ ۚ
اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

১৪. তারপর আমি তোমাদেরকে তাদের পর পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কী কর তা দেখার জন্য।[২৬]

১৫. যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়া হয় তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তারা বলে, এছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে এস, কিংবা একে পরিবর্তন করে ফেল।[২৭] বল, আমার নিজের পক্ষ হতে একে পরিবর্তন করে ফেলা আমার কাজ নয়। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি, যে আদেশ আমার নিকট আসে। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করি।[২৮]

ধর্মহীনতার শাস্তি আজ হোক কাল হোক আসবেই। আদিকাল হতে আল্লাহ্‌র এ নীতিই চলে আসছে যে, মানুষ যখন নবী-রাসূলগণের আনীত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখেও যুলুম ও কুফরীতে বদ্ধপরিকর থেকেছে, কোনও ক্রমেই ঈমান ও ইসলামের দিকে ঝোঁকেনি তখন আসমানী আযাব তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে। সব কালেই অপরাধী সম্প্রদায়কে কোনও না কোনও রূপে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

২৬. অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের স্থানে এখন তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসানো হয়েছে। এটা দেখার জন্য যে, তোমরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির হক কতটুকু উপলব্ধি ও আদায় কর এবং আল্লাহ্‌র নবীর সংগে কীরূপ আচরণ কর। ভাল-মন্দ যে আচরণ করবে, সে অনুসারেই তোমাদের সংগে ব্যবহার করা হবে। সামনে বর্ণিত হচ্ছে কুরআন মাজীদ বা নবী করীম (সা.) কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার সংগে তারা কীরূপ আচরণ করেছিল।

২৭. কুরআনের সাধারণ আদেশ-উপদেশকে তো বেশ পসন্দ করে, কিন্তু পৌত্তলিকতা বা তাদের বিশেষ আকীদা ও রসম-রেওয়াজের রদ হলে তখন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং নাক-ভ্রূ কুঞ্চিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলে, তিনি যেন আল্লাহ্‌কে বলে- কয়ে অন্য কোন কুরআন নিয়ে আসেন, যাতে এসব বিষয় বস্তু থাকবে না। আর যদি এ কুরআনই থাকে, তবে সেই বিশেষ অংশটুকু যেন সংশোধন করে দেন যাতে মূর্তিপূজা ইত্যাদির নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও ইখতিয়ারগুলো যারা পাথরের মূর্তিদের মধ্যে বন্টন করে রেখেছিল, তাদের পক্ষে এটা

قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ (١٦)
فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

১৬. বল, যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে আমি এটা তোমাদের সামনে পাঠ করতাম না এবং তিনি এ সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করতেন না। আমি তো তোমাদের মাঝে এর আগেই আমার জীবনের এক অংশ কাটিয়েছি। তথাপি কি তোমরা উপলব্ধি কর না?[২৯]

কোন অসম্ভব কাজ ছিল না যে, একজন নবীকে এরূপ ইখতিয়ার ও ক্ষমতার মালিক মনে করবে। অথবা তারা এটা বলেছিল নিছক ঠাট্টা-বিদ্রূপ হিসাবে। যা হোক, এর আসল জবাব সামনে আসছে।

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ্র কালামের মাঝে তিল মাত্র পরিবর্তন করারও ক্ষমতা কোন ফেরেশতা বা নবী রাখেন না। নবীর দায়িত্ব তো এই যে, আল্লাহ্র পক্ষ হতে যে ওহী আসবে কোনরূপ বেশকম ছাড়া সে অনুযায়ী চলবেন। নবী আল্লাহ্র ওহীর অধীন। আল্লাহ্ তাঁর অধীন নন যে, তোমরা যেমন চাও তেমন বাণী আল্লাহ্র কাছ থেকে তিনি এনে দেবেন। আল্লাহ্র ওহীর মাঝে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ ও কাটা-ছেঁড়া করা গুরুতর পাপ। যেই মা'সূম বান্দাগণ সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্ভীতি পোষণ করেন (আম্বিয়ায়ে কিরাম), তারা এরূপ পাপ কার্যের নিকটবর্তী কী করে হতে পারেন?

إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ -এর মধ্যে যেন ওসব অবান্তর দাবীকারীদের ইশারা করা হয়েছে যে, এরূপ জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার দরুন তোমাদের উচিত মহা দিবসের শাস্তির ভয় করা।

কুরআন ঐশী বাণী হওয়ার প্রমাণ

২৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ যা চান আমি তাই তোমাদের সামনে পাঠ করি। তিনি যতটুকু চান, আমার দ্বারা ততটুকু পরিমাণে তোমাদেরকে অবগত করান। তিনি এর বিপরীত কিছু চাইলে আমার সে শক্তি কোথায় যে, নিজের পক্ষ হতে কোন কথা রচনা করে তাঁর সংগে তা সম্পৃক্ত করে দেব? তা ছাড়া আমার জীবনের দীর্ঘ চল্লিশটি বছর তো তোমাদের চোখের সামনেই কেটেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে আমার অবস্থা সম্পর্কে তোমরা সর্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হয়েছ। আমার সততা, পবিত্রতা, বিশ্বস্ততা, সাধুতা প্রভৃতি চরিত্র-মাধুরী তোমাদের মাঝে প্রবাদ তুল্য। এটা তোমাদের মাঝে সুবিদিত ও সর্বস্বীকৃত যে, আমি উম্মি, দৃশ্যত কোন শিক্ষকের সামনে আমি কখনও শিষ্য হয়ে বসিনি। পরন্তু চল্লিশ বছরের ভেতর যে ব্যক্তি না কোন কাসীদা লিখেছে, না কোন

(১৭) فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

১৭. সুতরাং তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরো করে বা তাঁর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে। নিশ্চয়ই অপরাধীদের কল্যাণ হ না।[৩০]

কাব্যালোচনায় শরীক হয়েছে, না কখনও একটি বই খুলে দেখেছে, না একটি কলম ছুঁয়েছে আর না কোন পাঠচক্রে হাযির হয়েছে, সহসা সে এমন এক বাণী রচ করে আনল, যা বিশুদ্ধতা ও সাহিত্যালংকার, শক্তি ও দৃঢ়তা এবং সৌকর্য গতিময়তা দ্বারা সমস্ত মানব-দানবকে অক্ষম করে দিল। তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞার সম্মু বিশ্ব-জগতের জ্ঞান-প্রদীপ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। মানব জাতির হাতে এমন পূর্ণাঙ্গ সার্বজনীন ব্যবস্থা তুলে দিল, যার সামনে বিগত সব বিধি-বিধান রদ্দি প্রমাণিত হল বড় বড় সম্প্রদায় ও বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মৃত দেহ-পিঞ্জরে প্রাণশক্তি ফুঁকে দিয়ে স্থায়ী জীব ও নয়া যিন্দেগীর উপাদান সরবরাহ করল। কী করে এটা সম্ভব হল? কার পক্ষে এ বোঝা সম্ভব? তোমাদের চিন্তা করা উচিত, যে পুণ্য-স্বভাব ব্যক্তি চল্লিশ বছর পর্য কোন মানুষ সম্বন্ধে মিথ্যা বললেন না, সহসা কি তিনি এরূপ দুঃসাহস করতে পারে যে, খোদ আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে বসবেন ও তাঁর সম্বন্ধে বানিয়ে কথা বলবে সুতরাং তোমরা এটা মানতে বাধ্য যে, যে ঐশী বাণী আমি তোমাদের শোনাচ্ছি, ত রচনা করার বা ইচ্ছামত প্রচার করার কোন ইখতিয়ার আমার নেই। আল্লাহ্ যা চান তাই আমার যবানীতে তোমাদেরকে শোনাব। এক নুকতা, কি যের-যবর বরাব পরিবর্তন করার অধিকার কোন সৃষ্টির নেই।

৩০. অর্থাৎ পাপিষ্ঠ ও অপরাধীরা প্রকৃত সাফল্য ও কল্যাণ লাভ করতে পারে না এবার তোমরা নিজেরাই ফয়সালা করে নাও যে, যালিম ও অপরাধী কে? (অসম্ভব মেনে নেওয়ার পর্যায়ে) যদি আমি মিথ্যা বানিয়ে তা আল্লাহ্‌র সংগে সম্পৃক্ত ক থাকি, তবে আমার চেয়ে বড় যালিম আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু পূর্বের আয়া যে দলীল বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, এ সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বাতি সুতরাং আমার সত্য নবী হওয়া যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল, আর এটাও সুস্পষ্ট যে তোমরা অজ্ঞতা ও হঠকারিতাবশত আল্লাহ্‌র কালাম প্রত্যাখ্যান করছ, তখন অ সন্দেহ নেই, ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের চেয়ে বড় যালিম আর কেউ হতে পারে না।

(১৮) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ
هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۭ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا
فِي الْاَرْضِ ۭ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

(১৯) وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

১৮. এবং তারা আল্লাহ্ ছাড়া এমন জিনিসের পূজা করে, যা তাদের কোনও উপকারও করতে পারে না, অপকারও নয় এবং তারা বলে, এরা তো আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশকারী।[৩১] বল তোমরা কি আল্লাহ্কে অবহিত করছ এমন বিষয় যা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর জ্ঞাত নয়? তোমরা যা শরীক করছ, তিনি তা হতে পবিত্র ও মহান।[৩২]

১৯. মানুষ তো ছিল একই জাতি। পরে তারা বিভক্ত হয়ে যায়। তোমার প্রতিপালকের একটি কথা যদি পূর্বে স্থিরীকৃত না থাকত, তবে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করে তার ফয়সালা হয়ে যেত।[৩৩]

---

৩১. এতক্ষণকার ব্যাপার তো ছিল আল্লাহ্ ও নবীর সম্পর্কে। এবার তাদের ইবাদত-উপাসনার কথা শুনুন। তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে এমন সব জিনিসের উপাসনা করে, যারা কোন উপকার-অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। জিজ্ঞাসা করা হলে বলে, বড় খোদা নিশ্চয়ই একজন আছেন, যিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এসব দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট রাখা এ কারণে জরুরী যে, এরা আমাদের জন্য বড় খোদার কাছে সুপারিশ করে আমাদের পার্থিব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করে দেবে। আর যদি মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবন শুরু হয়েই যায়, তবে সেখানেও আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। আর ছোট-খাটো যেসব কাজ এদের ইখতিয়ারাধীন, তার সম্পর্ক তো কেবল এদেরই সাথে। সুতরাং আমাদের পক্ষে এদের উপাসনা করাই উচিত।

৩২. অর্থাৎ দেব-দেবীরা যে সুপারিশকারী এবং সুপারিশকারী ইবাদতের উপযুক্ত এ উভয় দাবীই ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্র জ্ঞানে সে জিনিসই থাকবে, যা বাস্তব। কাজেই আল্লাহ্র শিক্ষার বিপরীতে এসব অবাস্তব ও মনগড়া মূলনীতিকে সত্য ও সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা আল্লাহ্ তা'আলাকে এমন সব বিষয় বাস্তব হওয়া সম্পর্কে জ্ঞান দান করারই নামান্তর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কোথাও যার বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর জানা নেই। অর্থাৎ কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। থাকলে তিনি অবশ্যই জানতেন এবং তখন আর নিষেধ করতেন না।

(২০) وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۝

(২১) وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۝

২০. এবং তারা বলে, কেন তার প্রতি অবতীর্ণ হয়নি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন নিদর্শন? বলে দাও, অদৃশ্য বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলাই অবগত। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় আছি।[৩৪]

২১. এবং কোন কষ্ট-ক্লেশ তাদের স্পর্শ করার পর যখন আমি মানুষকে আমার রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখনই তারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বাহানা তৈরী করে। বলে দাও, আল্লাহ্ সবার চেয়ে দ্রুত বাহানা তৈরী করতে পারেন। তোমাদের বাহানাবৃত্তি আমার ফেরেশতাগণ লিখে রাখে।[৩৫]

---

৩৩. মুশরিকরা বলে বসতে পারত যে, আল্লাহ্ তোমাদের দীনে নিষেধ করে থাকবেন, আমাদের দীনে তো নিষেধ করেননি। তার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র দীন সর্বদাই এক। বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসে কোনও পার্থক্য নেই। মাঝখানে যখন মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে বহুধা বিভক্ত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বুঝানোর ও সত্য দীনের উপর আনয়নের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। কোনও কালে কোনও দীনে আল্লাহ্ শির্ক জায়েয করেননি। বাকি মানুষের পারস্পরিক মতভেদ ও বিবাদ বিসংবাদকে তিনি যবরদস্তি মিটিয়েও দেননি। কেননা, পূর্ব হতেই আল্লাহ্র জ্ঞানে একথা স্থিরীকৃত ছিল যে, এই দুনিয়া কর্মক্ষেত্র, চূড়ান্ত ও শেষ ফয়সালার জায়গা নয়। এখানে মানুষকে ইচ্ছা ও কর্মশক্তি দিয়ে সীমিত আকারে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে সে নিজ ইচ্ছা মত যে-কোনও কর্মপথ অবলম্বন করতে পারে। পূর্ব থেকে এ বিষয়টি স্থিরীকৃত না থাকলে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মতবিরোধের মীমাংসা হয়ে যেত।

৩৪. অর্থাৎ তারা যেসব নিদর্শন দাবী করত, তা থেকে কোন একটি কেন অবতীর্ণ হল না? জওয়াবের সারমর্ম এই যে, সত্যতার বহু নিদর্শন তোমরা পূর্বেই দেখেছ। তোমাদের প্রার্থিত নিদর্শন দেখানোর না কোন প্রয়োজন আছে আর না তাতে লাভ আছে। ভবিষ্যতে যে নিদর্শন দেখানো আল্লাহ্ উপকারী মনে করবেন, তা দেখাবেন। ভবিষ্যতে কী ধরনের, কী বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন প্রকাশ করবেন, সে জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই আছে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষায় থাক, আমিও অপেক্ষা করছি।

মূযিহুল কুরআনে আছে, অর্থাৎ তারা যদি বলে, আমরা কী করে জানব তোমার কথা সত্য? তা হলে বল, আল্লাহ্ তা'আলা এ দীনকে সমুজ্জ্বল করবেন এবং

বিরুদ্ধবাদীরা লাঞ্ছিত ও ধ্বংস হয়ে যাবে। বস্তুত তাই হয়েছিল। সত্যতার নিদর্শন একবারই যথেষ্ট। প্রত্যেক বার বিরুদ্ধবাদীরা লাঞ্ছিত হলে তো ফয়সালাই হয়ে গেল, অথচ ফয়সালার দিন এ দুনিয়ায় নয়।

বিপদকালে ও বিপদ-উত্তরকালে মানুষের অবস্থা

৩৫. আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদেরকে ছয়বছর ব্যাপী দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত রাখেন। তারা যখন ধ্বংসের দ্বার-প্রান্তে পৌঁছে গেল, তখন উপায়ান্তর না দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট দু'আর আবেদন করল। অংগীকার করল, এ শাস্তি অপসৃত হলে আমরা ঈমান আনব। প্রিয়নবী (সা.)-এর দু'আয় আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি হটিয়ে নিলেন। দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটল। তারপর তারা সেই আগেরই মত অন্যায়-অনাচার শুরু করে দিল। আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে চলল, তাঁর কুদরত ও রহমতের প্রতি একটুও দৃকপাত করল না। বরং আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজিকে তারা বাহ্য আসবাব উপকরণ, কলাকৌশল এবং ভিত্তিহীন কল্পনা-বিশ্বাসের সংগে সম্পৃক্ত করে চলল। এরই জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আচ্ছা, তোমরা যত পার ছলাকলা ও ফেরেববাজী করে নাও। কিন্তু মনে রেখ, তোমাদের সব ছলচাতুরী এক এক করে লিখে রাখা হচ্ছে কিয়ামতের দিন গোটা রেজিস্টার তোমাদের সামনে খুলে ধরা হবে। তোমাদের কোন চাতুরী ফেরেশতাদের কাছে গোপন থাকে না। আর আল্লাহ্র অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের অগোচরে থাকার তো প্রশ্নই আসে না। তোমরা নিজ প্রতারণা ও ছল-চাতুরী নিয়ে দর্প কর। অথচ আল্লাহ্র জওয়াবী ছল (গোপন ব্যবস্থা) তোমাদের চাতুর্য অপেক্ষা ঢের তীব্র ও দ্রুত ক্রিয়াশীল। তিনি অপরাধীর বাগডোর এভাবে ঢিল দিয়ে রাখেন, যার ফলে অপরাধী গাফলতির নেশায় সম্পূর্ণ চুর হয়ে থাকে, শাস্তির খেয়ালও তার হয় না। অবশেষে তার দুর্ভাগ্যের পেয়ালা যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে, তখন সহসাই তাকে পাকড়াও করা হয়। সুতরাং বুদ্ধিমানের কর্তব্য হল, সে যেন আল্লাহ্র নম্রতা, সহনশীলতা ও অনুকূল অবস্থা দেখে উদ্ধত না হয়। কে জানে নম্রতার পর কীরূপ কঠোরতা এসে আঘাত হানবে, যেমন সামনে সামুদ্রিক ভ্রমণের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) বলেন, সংকটকালে সকল আসবাব-উপকরণ থেকে সরে গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্র উপরই বান্দার চোখ নিবদ্ধ হয়। যখন সংকট উত্রে যায় এবং কার্য সিদ্ধি হয়ে যায়, তখন আবার আল্লাহ্কে ভুলে গিয়ে আসবাবের দিকেই চোখ ফেরায়। ভয় করে না যে, আল্লাহ্ আবারও অনুরূপ বিপদ ও কষ্টের কোন কারণ সৃষ্টি করে দিতে পারেন। তাঁরই হাতে সকল আসবাব-উপকরণের বাগডোর। সামনে সামুদ্রিক ভ্রমণের দৃষ্টান্তে এমনই একটি অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

(২২) هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

(২৩) فَلَمَّاۤ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؗ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

২২. তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান। এভাবে তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং তা যাত্রী নিয়ে বয়ে চলে অনুকূল বাতাসে এবং তারা তাতে হয় আনন্দিত, সহসা সে নৌকায় আঘাত হানে ঝঞ্ঝাবাত এবং তাদের উপর আপতিত হয় চতুর্দিক হতে তরংগমালা আর তারা তাতে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে বলে মনে করে। তখন তারা বন্দেগীতে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে যে, তুমি যদি আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা কর, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকব।

২৩. তারপর যখন আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দুষ্কার্য করতে থাকে।[৩৬] হে মানুষ! তোমাদের দুষ্কর্ম তোমাদেরই বিরুদ্ধে। পার্থিব জীবনের স্বার্থ সিদ্ধি করে নাও। তারপর আমারই নিকট তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের অবহিত করব– যা কিছু তোমরা করতে।[৩৭]

সামুদ্রিক সফরের দৃষ্টান্ত

৩৬. অর্থাৎ প্রথম দিকে বাতাস মৃদুমন্দ ও অনুকূল ছিল। ভ্রমণকারীরা হেসে-খেলে আরামে অগ্রসর হচ্ছিল। সহসা প্রবল ঘূর্ণিঝড় উঠে। চারদিক থেকে পর্বত-প্রমাণ তরংগরাশি নৌকায় আঘাত হানতে থাকে। যখন যাত্রীরা বুঝতে পারল তারা সব দিক থেকে মৃত্যুর মুখোমুখি পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে, পালানোর ও বের হয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই, তখন কাল্পনিক সব উপাস্যদের ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহ্‌কে ডাকতে লাগল, যা ছিল মানব-প্রকৃতির আসল চাহিদা। তারা সব কিছু থেকে নিরাশ হয়ে নিষ্ঠার সাথে এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী স্বীকার করে নিল। দৃঢ় অংগীকার ও পাকা ওয়াদা করল, যদি আল্লাহ্ তা'আলা এবারের মত বিপদ থেকে মুক্তি দেন, তবে চিরদিন তাঁর কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতামূলক কোন কাজ করবে না। কিন্তু যখনই কিছুটা

(٢٤) إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَاۤ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَاۤ ۙ اَتٰىهَاۤ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

২৪. পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো এরূপ, যেমন আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি, যার ফলে ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন-সংমিশ্রিত হয়ে উদ্‌গত হয়, যা মানুষ ও জীবজন্তু আহার করে।[৩৮] অবশেষে ভূমি যখন শোভা ধারণ করে ও মনোরম হয়ে ওঠে এবং তার অধিকারিগণ মনে করে, এসব আমাদের হস্তগত হবেই।[৩৯] তখন দিনে কি রাতে তার উপর সহসা আমার নির্দেশ আপতিত হয় ও আমি তা কর্তিত স্তূপে পরিণত করি, যেন গতকালও এখানে আবাদী ছিল না। এভাবেই আমি খুলে খুলে বর্ণনা করি নিদর্শনাবলী চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।[৪০]

নিরাপত্তা লাভ হয় ও কোনও ক্রমে তীরে পা রাখার সৌভাগ্য হয়, সংগে সংগে অন্যায়-অবাধ্যতা এবং দেশময় বিপর্যয়-বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে ওঠে। সামান্য সময়ও কৃত অংগীকারে কায়েম থাকে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ আয়াতে ইসলামের সেই দাবীদারদের জন্য অনেক বড় শিক্ষার বিষয় রয়েছে, যারা জাহাজ তরংগ-বেষ্টিত হয়ে পড়ার সময়ও এক আল্লাহ্‌কে ছেড়ে সাহায্যের জন্য গায়রুল্লাহ্‌কে ডাকে। মক্কা বিজয়ের পর আবূ জাহলের পুত্র ইকরামা ইসলাম গ্রহণ না করে বরং মক্কা হতে পালিয়ে যান। পথে জাহাজে করে সাগর পাড়ি দিচ্ছিলেন। কতদূর অগ্রসর হতেই ঝড় দেখা দেয়। জাহাজ ঢেউয়ের মাঝে পড়ে যায়। কাপ্তান সকলকে বলল, এক আল্লাহ্‌কে ডাক। এখানে তোমাদের উপাস্যগণ কোন কাজে আসবে না। ‘ইকরামা বললেন, এই তো সেই প্রতিপালক, যাঁর দিকে মুহাম্মাদ (সা.) আমাদের ডাকেন। সাগরে যদি মুহাম্মাদের প্রতিপালক ছাড়া মুক্তি না পাওয়া যায়, তবে স্থলেও তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। হে আল্লাহ্! তুমি যদি এ বিপদ হতে রক্ষা কর, তবে ফিরে গিয়ে আমি মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাতে হাত সমর্পণ করব। আমার আশা, তিনি স্বীয় মহৎ চরিত্র বলে আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। তাই হল। তিনি মহানবী (সা.)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন।

৩৭. অর্থাৎ তোমাদের দুষ্কর্মের দুর্ভোগ তোমাদেরই পোহাতে হবে। মনে কর, কিছুদিন অন্যায়-অনাচার করে কিছু পার্থিব সুযোগ-সুবিধা হাসিল করে নিলে, কিন্তু

শেষ পর্যন্ত তো আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেখানে তোমাদের সব কৃতকার্য সামনে এসে যাবে। আল্লাহ্ রাব্বুল-ইয্‌যত শাস্তি দিয়ে জানিয়ে দেবেন তোমাদের কার্যকলাপ কেমন ছিল।

৩৮. কেউ কেউ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ -এর অর্থ করেছেন, উদ্ভিদের প্রাচুর্য দ্বারা। কেননা, জমির ফসলাদি যখন অধিক শক্তিশালী হয়, তখন তা ঘন হয়ে এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে জড়িয়ে যায়। কেউ কেউ بِهٖ -এর ' بِ ' অব্যয়কে 'সংশ্লিষ্টতা'-র অর্থে ধরে এরূপ অর্থ করেছেন যে, জমির ফসল পানির সাথে মিলে-মিশে যায়। কেননা, উদ্ভিদ পানি নিজের মধ্যে টেনে নেয় এবং খাদ্যদ্রব্য যেমন মানবদেহের অংশে পরিণত হয়, পানিও উদ্ভিদের সেই রকম খাদ্য স্বরূপ। অনুবাদক (র.)-এর কৃত তরজমা দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, তিনি এর মর্ম বুঝাতে চাচ্ছেন যে, মাটি ও পানির মিশ্রণে যে উদ্ভিদ জন্মায় তাতে মানুষ ও জীব-জন্তুর খাদ্য সংমিশ্রিত থাকে। যেমন গম গাছে যে দানা আছে, তা মানুষের খাদ্য আর ভূষিগুলো জীব-জন্তুর। অনুরূপ গাছে যেমন পাতা গজায়, তেমনি ফল ধরে এবং তার মধ্যে প্রত্যেকটির আহারকারী আলাদা।

৩৯. অর্থাৎ বিচিত্র রকম ও বর্ণের উদ্ভিদরাজি ভূমিকে সুদৃশ্য ও সুশোভিত করে তোলে এবং ক্ষেত-খামার এমন প্রস্তুত হয়ে ওঠে যে, মালিকদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মায় যে, এখন এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার সময় এসে গেছে।

ফসল ক্ষেতের দৃষ্টান্ত ও তার ব্যাখ্যা

৪০. অর্থাৎ অকস্মাৎ দিন কি রাতে আল্লাহ্‌র হুকুমে কোন মুসীবত এসে পড়ল (যেমন ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, পঙ্গপাল ইত্যাদি) এবং তা সম্পূর্ণ ক্ষেতটাকেই এমন সাফ করে দিল, যেন কখনও এখানে একটা ঘাস পর্যন্ত জন্মায়নি। পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্তও এমনই বুঝে নিতে পার। এটা যতই নয়নাভিরাম ও তরতাজা মনে হোক, যার ঔজ্জ্বল্য ও মনোহারিত্বে নির্বোধ লোক মাতোয়ারা হয়ে প্রকৃত সত্য বিস্মৃত হয়ে যায়, কিন্তু তার সে শোভা ও চাকচিক্য নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। শীঘ্রই তা ধ্বংস-বিনাশের হাতে লুপ্ত ও বিস্মৃত হয়ে যাবে।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধারায় বিশেষভাবে মানব জীবনের সাথে দৃষ্টান্তটির সংগতি ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থাৎ মানবাত্মা পানির মত আসমান (ঊর্ধ্ব জগত) হতে এসেছে। মাটির শরীরের সাথে মিলে সে শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং উভয়ের মিলনে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়েছে। এরপর সে মানবিক ও পাশবিক উভয় প্রকার কাজ করেছে। এভাবে যখন প্রতিটি গুণ ও যোগ্যতা পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে এবং তার প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের আস্থা জন্মায়, তখন সহসা মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় এবং এক মুহূর্তে সব রঙ-ঢঙ, খেল-তামাশা খতম করে দেয়। এরপর সে এমনই নাম-নিশানাহীন হয়ে পড়ে, যেন সে কোন দিন পৃথিবীতে জন্মই নেয়নি।

(২৫) وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ۚ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

(২৬) لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৫. আল্লাহ্ ডাকেন শান্তির আবাসের দিকে এবং যাকে ইচ্ছা দেখান সরল পথ।[৪১]

২৬. যারা সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে মংগল এবং আরও বেশী।[৪২] কালিমা ও হীনতা তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতবাসী, তারা তাতেই অবস্থান করবে।[৪৩]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ لَيْلًا اَوْ نَهَارًا (রাতে বা দিনে) বলার কারণ এই হয়ে থাকবে যে, রাত আলস্য-ঔদাসীন্যের সময় আর দিনে মানুষ সাধারণত সজাগ থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ যখন এসে পড়বে, তখন তোমরা শয়নে থাক, কি জাগরণে, উদাসীন থাক, কি সচেতন, কোন ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই তা প্রতিহত করতে পারবে না।

৪১. দুনিয়ার অপসৃয়মান ও নশ্বর জীবনে মজে যেও না। শান্তির নিবাস জান্নাতের দিকে আস। আল্লাহ্ তোমাদেরকে শান্তির নিবাস পানে ডাকছেন। সেখানে পৌঁছার রাস্তাও। সেটাই একমাত্র নিবাস যেখানকার বাসিন্দাগণ সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট, আতংক-উদ্বেগ, বিপদ-আপদ এবং ধ্বংস ও বিনাশ থেকে নিরাপদ থাকবে। ফেরেশতাগণ তাদের সালাম করবে এবং খোদ রাব্বুল ইয্যতের পক্ষ থেকেও তাদের প্রতি সালাম প্রেরিত হবে।

মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্‌র দীদারই সর্বশ্রেষ্ঠ নিআমত

৪২. যারা ভাল কাজ করবে, সেখানে ভাল জায়গা পাবে (অর্থাৎ জান্নাত) এবং তার অধিকও কিছু পাবে আর তা হচ্ছো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর দীদার।

زِيَادَةٌ - দ্বারা যে আল্লাহ্‌র দীদার (দর্শন) বুঝান হয়েছে, তা বেশ কটি সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং বহু সাহাবী ও তাবিঈ হতে বর্ণিত। হযরত সুহায়ব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলোচ্য আয়াত পাঠ করে ইরশাদ করেন, জান্নাতবাসিগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসী! তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের একটি ওয়াদা বাকি রয়ে গেছে। এখন তিনি তা পূরণ করতে চান। জান্নাতবাসিগণ বলবে, সে আবার কী? আল্লাহ্ তা'আলা কি আমাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী করেননি? তিনি শুভ্র সমুজ্জ্বল

(٢٧) وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(٢٨) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ۝

২৭. যারা মন্দ কাজ করে, তারা মন্দের প্রতিফল পাবে। অনুরূপ মন্দ এবং[৪৪] হীনতা তাদের আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহ্ হতে তাদের রক্ষাকর্তা কেউ নেই। যেন আঁধার রাতের টুকরো দ্বারা তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করে দেওয়া হয়েছে।[৪৫] তারাই জাহান্নামবাসী, তারা তাতেই অবস্থান করবে।

২৮. এবং যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্র করব, আর শির্ককারীদের বলব, তোমরা ও তোমাদের শরীকগণ স্ব-স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে থাক।[৪৬] তারপর আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে ভাঙ্গন ঘটাব। তাদের শরীকগণ বলবে, তোমরা তো আমাদের বন্দেগী করতে না।

করেননি আমাদের মুখমণ্ডল? তিনি তো আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতের মত স্থানে পৌঁছিয়েছেন। (এত সবের পর আর কী অবশিষ্ট আছে?) তখন পর্দা তুলে দেওয়া হবে এবং জান্নাতবাসিগণ আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভ করবে। আল্লাহ্র কসম, আর যত নিআমতই তাদের দেওয়া হয়েছে, তার কোনটিই এই দীদারের তুল্য প্রিয় হবে না। এর চেয়ে বেশী তাদের চোখ জুড়াতে পারবে না আর কোন জিনিসই। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপা ও দয়ায় আমাদেরকেও এ নিআমত দান করুন।

৪৩. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কাফির ও পাপিষ্ঠদের চেহারা যেমন চরম লাঞ্ছনা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে, তেমনি জান্নাতবাসীদের চেহারা হবে তার বিপরীত। হীনতা ও কালিমা কিসের, তা তো হবে শুধু সমুজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়।

৪৪. অর্থাৎ শাস্তি অপরাধের চেয়ে বেশী হবে না। হয় শাস্তি কম দেবেন কিংবা কতক অপরাধ বিলকুল ক্ষমা করে দেবেন– এটা সম্পূর্ণ তাঁর ইখতিয়ার।

৪৫. অর্থাৎ তাদের চেহারা এত কালো ও অন্ধকার হবে, যেন আঁধার রাতের আস্তরণ তার উপর সেঁটে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তা হতে রক্ষা করুন।

৪৬. অর্থাৎ তোমরা নিজ ধারণা অনুযায়ী যাদেরকে আল্লাহ্র শরীক স্থির করেছিলে, বা যাদেরকে আল্লাহ্র পুত্র-কন্যা বলতে, যেমন খৃস্টান জাতি হযরত ঈসা

(২৯) فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ۝

২৯. সুতরাং তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তোমাদের বন্দেগী সম্পর্কে আমরা অবহিত ছিলাম না।৪৭

মাসীহ্ (আ.)-কে আল্লাহ্র পুত্র, বরং স্বয়ং আল্লাহ্ সাব্যস্ত করত, ফেরেশতা এবং তাদের ধর্মযাজক ও সাধু-সন্তদেরকে এক পর্যায়ের খোদায়িত্বে সমাসীন করেছিল। মক্কার পৌত্তলিকরা তাদের দেব-দেবীদের মাঝে আল্লাহ্র বহু ক্ষমতা বন্টন করে দিয়েছিল। মোদ্দা কথা, এরূপ সমস্ত শরীক ও পূজারীদেরকে আপন আপন অবস্থা অনুযায়ী দাঁড়িয়ে থাকতে আদেশ করা হবে।

উপাস্য কর্তৃক উপাসনা অস্বীকার

৪৭. অর্থাৎ সে সময় আজব দোষারোপ ও আত্মরক্ষার জন্য হা-হুতাশ চলতে থাকবে। উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে। দুনিয়ায় তারা নিজ ধারণা ও অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তীতে যেসব সম্বন্ধ স্থাপিত করেছিল, তা সব টুটে যাবে। সে ভয়াবহ পরিস্থিতে মুশরিকদের উপাস্যগণ, যাদের নিকট তাদের অনেক আশা-ভরসা ছিল, তারা স্পষ্ট জওয়াব দিয়ে দেবে, আমাদের সংগে তোমাদের কিসের সম্বন্ধ? তোমরা মিথ্যা বকছ যে, আমাদের বন্দেগী করতে। তোমরা নিজ আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী যে জিনিসের পূজা করতে, তার জন্য আল্লাহ্র সেই সব গুণ আরোপ করতে, যা বাস্তবে তার মাঝে ছিল না। কাজেই, সে ইবাদত-বন্দেগী প্রকৃতপক্ষে মাসীহ্ বা ফেরেশ্তাদের নয়, বরং নিষ্প্রাণ মূর্তিদেরই হত। কেবল নিজ ধারণা ও কল্পনা বা অভিশপ্ত শয়তানের পূজাকে ফেরেশতা, নবী, পুণ্যবান লোক, কিংবা চিত্র ইত্যাদির উপাসনা নামে অভিহিত করত। আল্লাহ্ সাক্ষী আছেন, তোমরা সে সব কাণ্ড-কীর্তি আমাদের সন্তুষ্টি বা অনুমতিক্রমে করনি। আমরা কি জানতাম, চরম নির্বুদ্ধি ও আহাম্মকি বশে তোমরা আল্লাহ্র বিপরীতে আমাদেরকে উপাস্য বানাবে?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ বক্তব্যকে যদি হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) প্রমুখ বুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টির পক্ষ হতে ধরে নেওয়া হয়, তা হলে প্রশ্ন থাকে না, কিন্তু মূর্তিদের পক্ষ হতে হলে (প্রশ্ন জাগে, তাদের তো কথা বলার শক্তি নেই, উত্তর এই যে,) কিছু অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের চরম হতাশা ও নিদারুণ অসহায়ত্ব তুলে ধরার জন্য স্বীয় অপার শক্তি বলে পাথরের মূর্তিকে বাকশক্তি দান করবেন। ইরশাদ হয়েছে قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ 'তারা বলবে, যেই আল্লাহ্ সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন' (৪১ ঃ ২১)।

(٣٠) هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓا إِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ
وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

(٣١) قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَ
بْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

(٣٢) فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَأَنّٰى تُصْرَفُونَ ۝

৩০. সেখানে প্রত্যেকে তার পূর্ব কৃতকর্ম যাচাই করে নেবে এবং তারা তাদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তারা যা-কিছু মিথ্যা রচনা, করত তা তাদের থেকে অপসৃত হবে।[৪৮]

৩১. বল, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে জীবিকা প্রদান করেন[৪৯] বা কে কান ও চোখের মালিক[৫০] এবং কে মৃত হতে জীবিতকে ও জীবিত হতে মৃতকে নির্গত করেন[৫১] এবং কে সব কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন?[৫২] তখন তারা বলবে, আল্লাহ্। বল, তবু কি তোমরা ভয় কর না?

৩২. তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্যের পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে? সুতরাং কোথা হতে ফিরে যাচ্ছ?[৫৩]

---

৪৮. অর্থাৎ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। প্রত্যেকে চাক্ষুষ দেখে নেবে যে, সেই সত্যিকার মালিক ছাড়া শরণ লওয়ার আর কোন জায়গা নেই। প্রত্যেকের নিজ ভাল-মন্দ কর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়ে যাবে তার ওযন কতটুকু।

৪৯. আসমান থেকে বৃষ্টি ও সূর্য-তাপ লাভ হয় এবং যমীনের উপকরণাদি তার সংগে মেলে। এভাবে মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা হয়।

৫০. অর্থাৎ এরূপ আশ্চর্য ও বিস্ময়কর পন্থায় কে কান ও চোখ সৃষ্টি করেছেন, এরপর তার হিফাযতের ব্যবস্থা করেছেন? কে এসব মানবিক শক্তির প্রকৃত মালিক, যিনি যখন ইচ্ছা এসব দান করেন এবং যখন ইচ্ছা কেড়ে নেন?

৫১. যেমন বীর্য বা ডিম হতে জীবিত বস্তু এবং জীবিত হতে বীর্য ও ডিম নির্গত করেন। কিংবা রূহানী ও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে যে ব্যক্তি বা যে সম্প্রদায় মৃত্যুবরণ করে তাদের মধ্যে হতে তাজাপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের উদ্ভব ঘটান এবং জীবন্ত জাতির উত্তরাধিকারীদের উপর তাদের দুষ্কর্মের পরিণতিতে ফয়সালা করেন মৃত্যুর।

৫২. অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় কাজের, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনাকে সম্পন্ন করেন?

(৩৩) كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(৩৪) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৩৩. এভাবেই অবাধ্যদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।[৫৪]

৩৪. বল, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টির অস্তিত্ব দান করতে পারে, এরপর পারে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে? বল, আল্লাহ্ই প্রথম বার সৃষ্টি করেন, পরে তা পুনর্বার করবেন। সুতরাং তোমরা কোথা হতে উল্টো ফিরে যাচ্ছ?[৫৫]

---

৫৩. মুশরিকরাও স্বীকার করত যে, এই সামগ্রিক বিষয় ও আজিমুশ-শান কার্য আল্লাহ্ ছাড়া কেউ করতে পারে না। তাই বলা হয়েছে যে, যখন প্রকৃত স্রষ্টা ও অধিকর্তা এবং নিখিলবিশ্বের নিয়ন্তা তাঁকেই স্বীকার করছ, তখন তাঁকে ছেড়ে অন্যকে উপাস্য বানাতে তোমাদের ভয় হয় না? মা'বূদ ও উপাস্য তো তিনিই হতে পারেন, যিনি সর্বস্রষ্টা, সার্বভৌম অধিপতি, নিরঙ্কুশ প্রতিপালক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক। তাঁকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তোমরা কোন্ দিকে উল্টো পায়ে ফিরে যাচ্ছ? তিনিই যখন সত্য, তখন সত্যের পর মিথ্যা ছাড়া আর আছে কী? সত্যকে ছেড়ে মিথ্যা কল্পনার পেছনে ছুটে চলা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

৫৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সেই অনাদিকাল হতেই এসব অবাধ্য অহংকারীর ভাগ্যে ঈমান রাখেননি। যার কারণ আল্লাহ্র জ্ঞানে বিদ্যমান তাদের অহংকার ও অবাধ্যতা। এভাবে আল্লাহ্র স্থিরীকৃত কথা তাদের অহংকার ও অবাধ্যতার কারণে সত্য প্রমাণিত হল।

৫৫. এ পর্যন্ত ছিল 'মাব্দা' (সৃষ্টির আদি পর্ব)-এর প্রমাণ। এবার 'মা'আদ' তথা 'পরিণতি পর্ব'-সম্বন্ধে আলোচনা। বলা হচ্ছে যে, যখন স্বীকার করলে আসমান, যমীন, চক্ষু, কর্ণ, জীবন-মৃত্যু সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক তিনিই, তখন সৃষ্টির মৃত্যুর পর তাকে পুনর্বার অস্তিত্ব দান করাও তাঁরই কাজ হতে পারে। পরন্তু আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের যবানীতে তিনি যখন এই পুনরুজ্জীবিত করা সম্পর্কে সংবাদও দিয়ে দিয়েছেন, তখন এটা মেনে নিতে কিসের আপত্তি থাকতে পারে? তোমরা 'মাবদা'-কে স্বীকার করে নেওয়ার পর 'মা'আদ' হতে কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

(৩৫) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○

(৩৬) وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

৩৫. জিজ্ঞাসা কর তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে, যে সঠিক পথ দেখাতে পারে? আল্লাহ্ই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তাহলে যিনি সঠিক পথ-প্রদর্শন করেন, তাঁরই আনুগত্য করনা উচিত, না তার– যে নিজেই পথ পায় না, যতক্ষণ না তাকে পথ দেখানো হয়? তোমাদের হল কী? কিরূপ বিচার তোমরা করছ?[৫৬]

৩৬. তারা আকছার আন্দায-অনুমানের উপরই চলে। আন্দায-অনুমান তো সত্যের বেলায় কোন কাজে আসে না। তোমরা যা কর, তা আল্লাহ্ সম্যক অবগত।[৫৭]

---

৫৬. সৃষ্টির আদি-অন্ত প্রমাণ করার পর এবার মধ্যবর্তী অবস্থাসমূহের উল্লেখ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, প্রথম সৃষ্টিকারী ও পুনরুজ্জীবন দানকারী যেমন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই, তেমনি অন্তকাল তথা আখিরাতের সহীহ্ পথ-প্রদর্শকও তিনি ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। তিনিই বান্দাদেরকে সত্য-সঠিক পথ দেখাতে পারেন। সৃষ্টিকুলের ছোট-বড় সকলেই তাঁর পথ-প্রদর্শনের মুখাপেক্ষী। তাঁরই হিদায়াত ও পথ প্রদর্শন অনুযায়ী সকলের চলা উচিত। অসহায় জড় প্রতিমা তো হিসাবেই আসে না, যে কারুর পথ প্রদর্শনেও চলতে সক্ষম নয়, এমনকি বড় বড় নিকটতম বান্দা (নবী-রাসূলগণ) পর্যন্ত সর্বদা একথা স্বীকার করে এসেছেন যে, আল্লাহ্র হিদায়াত ও সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা এক কদমও চলার শক্তি রাখি না। তাঁদের পথ-প্রদর্শনও বান্দাদের জন্য এজন্যই গ্রহণযোগ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি তাঁদের পথ প্রদর্শন করেন। এমতাবস্থায় মানুষ যদি সেই একচ্ছত্র দিশারীকে ছেড়ে দিয়ে বাতিল ও দুর্বল আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বা যাজক ও সাধু-সন্ত কি যোগী-ঋষির দেখানো পথে অন্ধের মত ছুটে চলে, তবে সেটা কত বড় অবিচার।

৫৭. যখন জানা গেল প্রথম অস্তিত্বদাতা, পুনরুজ্জীবিতকারী ও পথ-প্রদর্শক এক মাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, তখন তাঁর বিরুদ্ধে শিরকের পথ অবলম্বনকারীদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, তাদের হাতে এমন কি দলীল আছে, যার ভিত্তিতে তাওহীদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সনাতন রাজপথ ছেড়ে দিয়ে তারা গুমরাহীর অন্ধ গহ্বরে গিয়ে পতিত হচ্ছে? সত্য কথা হচ্ছে, তাদের কাছে মিথ্যা আন্দায-অনুমান ও কল্পনাপ্রসূত কথা ছাড়া আর কিছুই নেই। আর সত্যের আলোচনায় আন্দাযের তীর কী কাজে আসতে পারে?

(৩৭) وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِ
ىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

(৩৮) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٥

৩৭. এ কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ রচনা করে নেবে।[৫৮] পক্ষান্তরে এটা পূর্ববর্তী বাণীর সমর্থন করে[৫৯] এবং ব্যাখ্যা করে সেইসব বিষয়ের, যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।[৬০]

৩৮. লোকেরা কি বলে যে, এটা সে রচনা করে এনেছে? বল, তা হলে তোমরা অনুরূপ একটা মাত্র সূরা উপস্থিত কর এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর যাকে সম্ভব ডেকে নও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৬১]

বিশ্বের একমাত্র দিশারী-গ্রন্থ

৫৮. পূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, মুশরিকরা কেবল আন্দায-অনুমানের অনুসরণ করে। অথচ কেবল তার কথাই অনুসরণযোগ্য, যে সঠিক পথ দেখায়। এরই প্রসঙ্গে এখানে কুরআন মাজীদের উল্লেখ। আজকের বিশ্বে কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে এবং আন্দায-অনুমান ও ধারণা-কল্পনার বিপরীতে পরম সত্য উপস্থাপন করে। এর জ্ঞান ও তত্ত্বতথ্য, বিধি-বিধান ও অনুশাসন এবং অলৌকিক সাহিত্যালংকার ও দৃঢ়তার প্রতি লক্ষ্য করলে স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এ কুরআন এমন কোন গ্রন্থ নয়, যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ রচনা করে পেশ করতে পারে। পূর্ণ কুরআন তো দূরের কথা, তার ছোট্ট একটি সূরার দৃষ্টান্ত পেশ করতেও সমস্ত জিন্ন-ইনসান অপারগ, যেমন সামনে বলা হচ্ছে।

৫৯. কুরআন যে আল্লাহ্র কালাম তার এক প্রমাণ এটাও যে, এটা পূর্বেকার সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা তাসদীক করে এবং তার প্রকৃত বিষয়বস্তু হিফাযত করে ও তার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যে সত্য, তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে।

৬০. অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধি-বিধান ও পূর্বেকার কিতাবসমূহে যে তত্ত্ব ও তথ্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত ছিল তার বিশদ ব্যাখ্যা পেশ করে। সত্য বলতে কি, এ কিতাবে বিবেকবানের জন্য সংশয়-সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। এরূপ পূর্ণাঙ্গ, সাহিত্যালংকারময়, জ্ঞানগর্ভ ও সত্যালোক-দীপ্ত বাণী কেবল নিখিলবিশ্বের প্রতিপালকেরই হতে পারে।

কুরআনের চ্যালেঞ্জ ও তার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য

৬১. অর্থাৎ আমি যদি এটা রচনা করে থাকি, তবে তোমরাও তো আমারই মত মানুষ। সকলে মিলে এর একটি সূরার মত সূরা বানিয়ে আন তো দেখি! সমগ্র সৃষ্টিকেও আহবান কর, জিন্ন ও মানব জাতিকে একত্র কর। এভাবে বিশ্বের সমস্ত কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত মিলে কুরআন মাজীদের একটি ছোট বাণীর সমতুল্য বাণী যদি পেশ করতে পার তো বোঝা যাবে কুরআন মাজীদও কোন মানুষেরই কথা, যার তুলনা অপর কোন মানুষও পেশ করতে সক্ষম। কিন্তু সৃষ্টি-জগতের কেউ এরূপ যোগ্যতার প্রমাণ দেবে, তা কিয়ামত পর্যন্ত কখনও সম্ভব নয়। কুরআন মাজীদই সেই সে গ্রন্থ, যার মাঝে চরিত্র ও নৈতিকতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, রাষ্ট্রশাসন ও রাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা, আত্মিক পরিশোধন ও রূহানী উৎকর্ষ ॥মোদ্দা কথা, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যলাভ এবং সৃষ্টির শৃংখলা বিধান ও কল্যাণ সাধনের সেই সকল বিধিবিধান ও নিয়ম-কানূন সন্নিবেশিত রয়েছে, যা দিয়ে জগত সৃষ্টির লক্ষ্য পূরণ হতে পারে এবং এর প্রণয়ন ও বিন্যাসের কাজ একটি নিরক্ষর জাতির নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভবপর ছিল না। একদিকে জ্ঞান ও নির্দেশনাবলীর এই অতুল ভাণ্ডার, অন্যদিকে এ কিতাবের চাঞ্চল্যকর সাহিত্যালংকার, পূর্ণাঙ্গ, ভাবোদ্দীপক ও চিত্তহারী বর্ণনাশৈলী, সমুদ্র তুল্য তরঙ্গোচ্ছাস, সরল অথচ তরল নয় এমন সুখপাঠ্য তাঁর ও গতিময়তা, বাক-ভঙ্গীর বৈচিত্র্য এবং এর রসগর্ভতা ও প্রগাঢ় স্বাদ তদুপরি রাজোচিত গৌরব-গরিমা প্রভৃতি বিষয়গুলো এমন, যা দৃপ্তকণ্ঠ ও বলিষ্ঠ আওয়াযে সমগ্র বিশ্বকে মুকাবিলার চ্যালেঞ্জ করেছে। কুরআনের ভুবন-মোহন সৌন্দর্য যখন থেকে অদৃশ্য জগতের নেকাব উন্মোচন করেছে এবং বনী আদমকে নিজের সংগে পরিচিত করেছে, তখন থেকেই সর্বদা তার এ দাবী ঘোষিত থেকেছে যে, আমি পবিত্র আল্লাহ্‌র বাণী। আল্লাহ্‌র পৃথিবী তুল্য পৃথিবী, তাঁর সূর্যের মত সূর্য ও আকাশের মত আকাশ তৈরী করতে যেমন সমগ্র বিশ্ব অপারগ, তেমনি আল্লাহ্‌র কুরআনের মত কুরআন বানাতেও চিরদিন অপারগ হয়েই থাকবে। মানুষ কুরআন মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করবে, চক্রান্ত চালাবে, মুকাবিলার উদগ্র উত্তেজনায় আত্মাহুতি দেবে, সাহায্যের জন্য দুনিয়ার বৃহৎ শক্তিবর্গকে আহবান জানাবে, কোনও কৌশল ও ফন্দি-ফিকির বাকি রাখবে না, নিজে বিপদের ঝুঁকি নেবে, অন্যকেও বিপদগ্রস্ত করবে, যত প্রকার বিপদ-আপদ হতে পারে সবই মাথায় তুলে নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে যাবে, কিন্তু তবু, হাঁ তবু কুরআনের ছোট্ট একটি সূরার দৃষ্টান্ত পেশ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ইরশাদ হয়েছে,

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا -

(٣٩) بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٤٠) وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝

৩৯. বরং তারা যা বুঝতে অক্ষম তা অস্বীকার করছে[৬২] এবং এখনও তার পরিণাম তাদের কাছে উপস্থিত হয়নি।[৬৩] এভাবেই অস্বীকার করেছিল তাদের পূর্ববর্তিগণ। সুতরাং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছে!

৪০. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা কুরআনে বিশ্বাস করবে এবং কিছু লোক এমন, যারা এতে বিশ্বাস করবে না। আর তোমার প্রতিপালক দুরাচারদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।[৬৪]

'বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন্ন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবু তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না' (১৭ঃ৮৮)।

এ বিষয়ের উপর আমি 'ইজাযুল-কুরআন' নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছি। আগ্রহী পাঠক দেখে নিতে পারেন।

৬২. অর্থাৎ কুরআনকে যে তারা 'স্বরচিত' বলে, এটা বুঝে, শুনে নয়, বরং নিছক অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও চিন্তা-ভাবনার সীমাবদ্ধতাই এর কারণ। অন্ধ গোঁড়ামি ও হঠকারিতা তাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় কুরআনের হাকীকত ও অলৌকিকত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে দেয় না। চিন্তার স্খলন বা বিচারশক্তিকে সঠিক ব্যবহার না করার দরুন যখন কুরআন মাজীদের দলীল-প্রমাণ ও বৈশিষ্ট্যরাজি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারল না, তখন তারা তা অস্বীকার করতে শুরু করল।

৬৩. কোন কোন তাফসীরবেত্তা تاويل -এর অর্থ করেছেন তাফসীর। অর্থাৎ কুরআনের ব্যাখ্যা ও মর্ম তাদের মন-মস্তিষ্কে ঢুকল না। আবার কেউ বলেন, এর অর্থ কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। অর্থাৎ কতক সরলপ্রাণ লোকের ক্ষেত্রে অস্বীকৃতির এক কারণ এটাও ছিল যে, কুরআন ভবিষ্যত সম্পর্কে যে সব সংবাদ দিয়েছে, তা সংঘটিত হওয়ার সময় এখনও আসেনি, তাই তারা অপেক্ষা করছে কবে তা সংঘটিত হয়। কিন্তু চিন্তা করা দরকার যে, এটা কি কখনও অস্বীকৃতির কারণ হতে পারে? বড় জোর তা আপাতত সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখার কারণ হতে পারে।

৬৪. অর্থাৎ আগামী দিনে তাদের মধ্যে কতক লোক ইসলাম গ্রহণ করবে। তারা অন্য যারা দুষ্কার্যে যথারীতি রত থাকবে আল্লাহ্ তাদের সকলকে ভাল করে জানেন। ... ময় হবে, তাদের সমুচিত শাস্তি দেবেন।

(৪১) وَاِنۡ کَذَّبُوۡکَ فَقُلۡ لِّیۡ عَمَلِیۡ وَلَکُمۡ عَمَلُکُمۡ ۚ اَنۡتُمۡ بَرِیۡٓــُٔوۡنَ مِمَّاۤ اَعۡمَلُ وَاَنَا بَرِیۡٓءٌ مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ○

(৪২) وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ یَّسۡتَمِعُوۡنَ اِلَیۡکَ ؕ اَفَاَنۡتَ تُسۡمِعُ الصُّمَّ وَلَوۡ کَانُوۡا لَا یَعۡقِلُوۡنَ ○

(৪৩) وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ یَّنۡظُرُ اِلَیۡکَ ؕ اَفَاَنۡتَ تَهۡدِی الۡعُمۡیَ وَلَوۡ کَانُوۡا لَا یُبۡصِرُوۡنَ ○

৪১. তারা যদি অস্বীকার করে, তবে বলে দাও, আমার জন্য আমার কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমার কাজের দায়-দায়িত্ব তোমাদের উপর নয় এবং তোমরা যা কর, তার দায়-দায়িত্বও আমার উপর নয়।[৬৫]

৪২. আর তাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তুমি কি বধিরদের শোনাবেন তারা না বুঝলেও?

৪৩. এবং তাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তুমি কি পথ দেখাবে অন্ধদের, তারা না দেখলেও?[৬৬]

---

৬৫. অর্থাৎ তারা এরূপ সন্দেহমুক্ত দলীল-প্রমাণ শোনার পরও যদি আপনাকে অস্বীকার করে, তবে বলে দিন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। বুঝানোর পরও যদি তোমরা না মান, তবে এখন আমার ও তোমাদের রাস্তা ভিন্ন। তোমরা তোমাদের কর্মের যিম্মাদার এবং আমি আমার কর্মের। প্রত্যেকে তার নিজ কর্মের ফল ভোগ করবে।

হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, (নাঊযুবিল্লাহ্) যদি আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশ ভুল প্রচার করি, তবে আমি অপরাধী হব। পক্ষান্তরে যদি সঠিক প্রচার করি আর তোমরা না মান। তবে তোমরা অপরাধী। মোট কথা, মানলে কোন অবস্থাতেই তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।

দেখা ও শোনা আন্তরিক না হলে তা ফলপ্রসূ হয় না

৬৬. কিছু লোক বাহ্যত কুরআন মাজীদ ও আপনার কথা শোনে এবং আপনার মু'জিযা ও গুণাবলী দেখে, কিন্তু কাজ হবে কী, দেখা ও শোনা তো সেটাই ফলপ্রসূ হয়, যা মনের চোখ ও মনের কান দ্বারা হয়। যারা বধিরত্বের আতিশয্যে কারুর কথা বুঝতেই পারে না, তাদেরকে নিজের কথা শোনানোর বা মনের দিক থেকেই যারা অন্ধ হওয়ার দরুন কিছুই টের পায় না। তাদেরকে সত্যের পথ দেখানোর ক্ষমতা আপনার নেই।

(٤٤) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّ لٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

(٤٥) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ
بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝

৪৪. আল্লাহ্ মানুষের প্রতি যুলুম করেন না কিছু মাত্র, বরং মানুষ নিজেই নিজের প্রতি যুলুম করে।[৬৭]

৪৫. যে দিন তিনি তাদেরকে একত্র করবেন, তাদের মনে হবে তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশী ছিল না।[৬৮] তারা একে অপরকে চিনবে।[৬৯] যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে এবং সঠিক পথে আসেনি নিঃসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৭০]

মূযিহুল-কুরআনে আছে, তারা এই আশায় কান পাতে ও দৃষ্টিপাত করে যে, আপনি মনন-শক্তি আরোপের মাধ্যমে তাদের অন্তরে পরিবর্তন ঘটাবেন, যেমন অনেকের ক্ষেত্রে এরূপ হয়েছিল, কিন্তু এ বিষয়টি তো আল্লাহ্‌র হাতে।

কোন কোন মুফাসসির لَا يَعْقِلُوْنَ দ্বারা সাধারণ বোধশক্তি না থাকা ও لَا يُبْصِرُوْنَ দ্বারা উপলব্ধি না থাকার অর্থ নিয়েছেন, অর্থাৎ তারা এমনই অন্ধ, বধির যে, তারা যে কেবল দেখে না ও শোনে না তাই নয়, বরং তারা সর্ব প্রকারের উপলব্ধি হতে বঞ্চিত। সুতরাং আপনি তাদেরকে কিভাবে শুনিয়ে-দেখিয়ে মানাতে সক্ষম হবেন?

৬৭. অর্থাৎ কারুর অন্তরে রেখাপাত না হলে সে দোষ তাদেরই। তারা নিজেদের সীমালংঘন ও অন্যায়-অনাচারের মাধ্যমে উপলব্ধি শক্তি নষ্ট করে ফেলেছে। নতুবা স্বভাবগত ভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি মানুষকে বুঝবার ও মানবার যোগ্যতা দান করেছেন।

৬৮. অর্থাৎ হাশরের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে জীবনভরের আরাম-আয়েশ এতই তুচ্ছ ও সামান্য মনে হবে, যেন তারা দুনিয়ায় এক মুহূর্তের বেশী অবস্থানই করেনি। তারা আফসোস করবে, জীবনটা কতই না নিরর্থক ও বেকার কেটেছে। যেমন মানুষ দু'-এক ঘন্টা অর্থহীন গল্প-গুজবের মধ্যে কাটিয়ে দেয়। সেখানকার বিপজ্জনক অবস্থা দেখে আরও মনে হবে, যেন দুনিয়ায় এমন কিছু সময় অবস্থানই করা হয়নি যে, তার মধ্যে এ সময় এসে গেল। এক-দু' ঘন্টা থাকতে না থাকতেই এখানে এসে ফেঁসে গেছে। সেখানকার অবস্থানকাল যদি কিছুটা দীর্ঘ হত, তা হলে এই দিনটা এত শীঘ্র দেখতে হত না।

কোন কোন মুফাসসির (র.) বলেছেন, তারা কবরে অবস্থানের সময়কালকে এক মুহূর্ত তুল্য মনে করবে।

(٤٦) وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ۝

(٤٧) وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

৪৬. আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তার কতক যদি তোমাকে দেখাই বা তোমার মৃত্যু ঘটাই, তা আমারই দিকে তো তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তারা যা কিছু করে আল্লাহ্ তার সাক্ষী।[৭১]

৪৭. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতি একজন রাসূল আছে। যখন তাদের কাছে তাদের রাসূল এসে পৌঁছেছে, তখন তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফয়সালা হয়েছে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হয়নি।[৭২]

---

৬৯. কিন্তু সাহায্য করতে পারবে না কিছুই। প্রত্যেকেরই চিন্তা হবে, হায় আমার কী হবে! ভাই ভাইয়ের এবং পুত্র পিতার কোন কাজে আসবে না। فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ - 'সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ খবর নেবে না' (২৩ : ১০১)। আরও ইরশাদ হয়েছে- يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ 'সে দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে এবং তার মাতা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান হতে' (৮০ : ৩৪-৩৬)।

৭০. পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাত বিশ্বাস করেছে ও সরল পথের অনুসারী হয়েছে, তারা শুধু লাভবানই হবে।

৭১. অর্থাৎ আমি কাফিরদের শাস্তি দান এবং ইসলামকে বিজয়ী ও সাফল্যমণ্ডিত করার যে অংগীকার করেছি, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তার কিছু অংশ আপনার জীবদ্দশায় পূর্ণ করে দেখাই, যেমন বদর প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখিয়েছি বা এর মধ্যে আপনার ইন্‌তিকাল হয়ে যাক, যার ফলে তারা কিছু অংশ আপনার বর্তমানে প্রকাশ লাভ করবে না। আর বিশেষ কোন কারণবশত এসব কাফিরকে যদি ইহলোকে শাস্তি দেওয়া না হয়, তবে এটা তো নিশ্চিত যে, আখিরাতে তাদেরকে তা ভোগ করতে হবে। আমার কাছ থেকে পালিয়ে তারা কোথায় যাবে? সকলকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। আর তাদের সমস্ত কর্ম আমার সামনে রয়েছে।

হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, ইসলামের জয় কিছু তো হযরতের জীবদ্দশায় অর্জিত হয়েছে, আর কিছু হয়েছে তাঁর ওফাতের পর খলীফাদের হাতে, যেন نَتَوَفَّيَنَّكَ -র মাঝে এরই প্রতি ইংগিত।

৭২. এতক্ষণ এই উম্মত এবং এর রাসূল (সা.) সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এবার অপরাপর সকল জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে সাধারণ নীতি বর্ণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক

(٤٨) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٤٩) قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

৪৮. এবং তারা বলে, কবে ফলবে এ প্রতিশ্রুতি? যদি তোমরা সত্যবাদী হও?[৭৩]

৪৯. বল, আমি আমার নিজের জন্যও মালিক নই, না মন্দের না ভালোর। তবে আল্লাহ্ যার ইচ্ছা করেন তা ব্যতিক্রম। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রয়েছে এক প্রতিশ্রুতি। যখন তাদের প্রতিশ্রুতি এসে পড়বে, তখন তারা এক মুহূর্ত পেছনেও হটতে পারবে না এবং সামনেও অগ্রসর হতে পারবে না।[৭৪]

সম্প্রদায় ও প্রত্যেক দলের নিকট আল্লাহ্র বিধি-বিধানের একজন প্রচারক প্রেরিত হয়েছেন, যাকে রাসূল বলা হয়। এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্র প্রমাণ চূড়ান্ত করা। প্রমাণ চূড়ান্ত করার আগে কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় না। মানুষ কর্ম তো আগে থেকেই করে, কিন্তু দুনিয়ায় তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় রাসূলের আগমন ও প্রমাণের পূর্ণতা বিধানের পর। আল্লাহ্র কাছে এই যুলুম ও অন্ধকারের ঠাঁই নেই যে, পূর্ব হতে সতর্কীকরণ ও অপরাধী সাব্যস্তকরণ ব্যতিরেকেই ফয়সালা শুনিয়ে দেওয়া হবে। কিয়ামতেই যথারীতি হাযিরা হবে, অপরাধীর অপরাধ পেশ করা হবে, সাক্ষী-সাবুদ উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সংগে তাদের নবীও উপস্থিত থাকবেন। তারপর তাদের বক্তব্য ইত্যাদির পর পূর্ণ ইনসাফ সহকারে ফয়সালা দেওয়া হবে। ইরশাদ হয়েছে-

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِاْىٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ -

'বিশ্ব তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষিগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না' (৩৯ ঃ ৬৯)।

মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতকে কিয়ামতের পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

৭৩. অর্থাৎ শাস্তি আসার যে ভয় দেখাচ্ছ, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তা উপস্থিত কেন করছ না? এ ওয়াদা পূর্ণ হবে কবে?

৭৪. অর্থাৎ শাস্তি ইত্যাদি প্রেরণ করা আল্লাহ্র কাজ। আমার হাতে ও ইখতিয়ারে নয়। আমি নিজেরও ভালমন্দের কেবল সেই পরিমাণই মালিক, যতটুকু আল্লাহ্র ইচ্ছা। এমতাবস্থায় অন্যের ভালমন্দ ঘটানোর স্বতন্ত্র ক্ষমতা আমার কী করে থাকতে

(৫০) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

(৫১) اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

৫০. বল, আচ্ছা দেখ তো তোমাদের উপর যদি তাঁর শাস্তি এসে উপনীত হয় রাত্রিকালে, কি দিনের বেলা, তবে অপরাধীরা তার আগে কী করতে পারবে?৭৫

৫১. তা আযাব সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পরই কি তোমরা তাতে বিশ্বাস করবে? এখন বিশ্বাস করছ? তোমরা তো এটাই চাচ্ছিলে!৭৬

পারে? আল্লাহ্‌র জ্ঞানে প্রত্যেক জাতির একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে। যখন সে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে, তখন আর তাতে এক সেকেণ্ডেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হবে না। মোট কথা, শাস্তির জন্য অত ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। আল্লাহ্‌র জ্ঞানে যে সময় নির্দিষ্ট আছে, তার এক মিনিটও আগে-পরে সরাতে পারবে না।

যামাখশারীর মতে لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ দ্বারা রূপকার্থে বুঝানো হয়েছে যে, শাস্তি তার যথাসময়েই আসবে। রূপকের ক্ষেত্রে বাস্তব আগুপিছু ঘটা না ঘটা লক্ষণীয় নয়। বিষয়টি ভালভাবে বুঝে রাখুন।

৭৫. অর্থাৎ রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় কিংবা দিনে যখন তোমরা দুনিয়ার ধান্ধায় ব্যতিব্যস্ত থাক, তখন যদি অকস্মাৎ আল্লাহ্‌র আযাব এসে পড়ে, তখন অপরাধীরা তাড়াহুড়া করে আত্মরক্ষার কী ব্যবস্থা করতে পারবে? যদি আত্মরক্ষা করতে নাই পার, তবে সময় জিজ্ঞাসা করে লাভ কী?

অনুবাদক (র.) হযরত শাহ সাহেব (র.)-এর অভিরুচি অনুসারেই مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ-এর তরজমা করেছেন। অপরাপর তাফসীরবেত্তাগণ এর অর্থ করেছেন এইরূপ, আল্লাহ্‌র শাস্তি আগমনের মাঝে এমন কী আনন্দের বিষয় আছে, যার জন্য অপরাধীরা এতটা ব্যস্ত হয়ে গেছে? বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, অপরাধীরা কতই না বিপজ্জনক ও ভয়াবহ জিনিসের জন্য ব্যগ্রতা প্রদর্শন করছে। অথচ একজন অপরাধীর জন্য উচিত তো এটাই ছিল যে, সে আসন্ন শাস্তির ভয়ে কাঁপতে থাকবে, এমন কি ভয়ে তার মারা যাওয়ার উপক্রম হবে (আল-বাহরু'ল-মুহীত)।

৭৬. অর্থাৎ তারা যে শাস্তির জন্য ব্যগ্রতা দেখাচ্ছে তার কারণ তা ঘটবে বলে তাদের বিশ্বাস নেই। যদি বিশ্বাস থাকত তবে এখন এই উপকার হতে পারত যে, তারা মুক্তির চেষ্টা করত। শাস্তি এসে পড়ার পর বিশ্বাস করলে লাভ কী? তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বলে দেওয়া হবে, বেশ তো এখন বিশ্বাস করছ, অথচ এর আগে বরাবর অস্বীকার করে আসছ। শাস্তির জন্য ব্যস্ততা দেখানোও তো অস্বীকার ও ঠাট্টা

(৫২) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ○

(৫৩) وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ○

৫২. তারপর অপরাধীদের বলা হবে, আস্বাদন করতে থাক স্থায়ী শাস্তি। তোমরা তারই প্রতিফলপ্রাপ্ত হচ্ছ, যা তোমরা অর্জন করতে।৭৭

৫৩. এবং তারা তোমার কাছে সংবাদ জানতে চায় এটা কি সত্য? বল, হাঁ আমার প্রতিপালকের শপথ, এটা সত্য এবং তোমরা ঠেকাতে পারবে না।৭৮

বিদ্রূপ করারই নামান্তর ছিল। কাজেই এখন স্বীকার করার দ্বারা কোন লাভ হবে না। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ-

'তারপর তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক আল্লাহ্‌তেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। কিন্তু তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না। আল্লাহ্‌র এই বিধান পূর্ব হতেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়' (৪০ : ৮৪-৮৫)।

৭৭. যে কুফর, শির্‌ক ও অবাধ্যতা করে যাচ্ছিলে এখন তার স্বাদ চাখ্‌তে থাক অনন্তকাল। একথা কিয়ামতের দিন বলা হবে।

৭৮. অর্থাৎ গাফলাতীর নেশায় চুর হয়ে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করে, এ কথা কি সত্য যে, আমরা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব? স্থায়ী শাস্তি ভোগ করব? সত্যিই কি আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে একাকার হয়ে যাওয়ার পর আবার নতুন করে আমাদের অস্তিত্ব দান করা হবে? আপনি বলে দিন-বিস্ময়ের কী আছে? এটা তো অবশ্যই ঘটবে। তোমাদের মাটিতে মিশে যাওয়া ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়াটা আল্লাহ্‌কে একাজে অপারগ করতে পারবে না যে, তিনি তোমাদের পুনর্বার জীবিত করবেন এবং দুষ্কৃতির শাস্তি আস্বাদন করাবেন। তাঁর হাত থেকে ফেরার হওয়া এবং (নাউযুবিল্লাহ্) তাঁকে ব্যর্থ করে দেওয়া তোমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

(٥٤) وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

(٥٥) اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৫৪. প্রত্যেক অপরাধী ব্যক্তির নিকট যদি থাকত পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তার সব, তবে সে নিজ মুক্তির বিনিময়ে তা নিশ্চয়ই দিয়ে দিত।[৭৯] এবং যখন তারা শাস্তি দেখবে, তখন গোপনে মনস্তাপ করবে। তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা হবে আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।[৮০]

৫৫. শোন, যা-কিছু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে, সবই আল্লাহ্র। শোন, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য,[৮১] কিন্তু আকছার লোক জানে না।[৮২]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আরও দু'টি আয়াত কুরআন মাজীদে আছে। একটি সূরা সাবায় وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ 'কাফিররা বলে, আমাদের নিকট কিয়ামত আসবে না। বল, আসবেই শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তা তোমাদের নিকট আসবে' (৩৪ ঃ ৩)। অন্যটি সূরা তাগাবুনে زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ 'কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বল, নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। তারপর তোমরা যা করতে, তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ' (৬৪ ঃ ৭)। এ আয়াত দু'টির সম্পর্ক কিয়ামত ও পুনরুত্থানের সংগে। এরই সংগতিতে হাফিয ইব্ন কাছীর (র.) আলোচ্য আয়াতকে পুনরুত্থানের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

৭৯. অর্থাৎ ধরে নাও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার যদি তার হাতে থাকে এবং তার সব দিয়েও নিজেকে আযাব থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে।

৮০. মনে মনে নিজ কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে এবং কামনা করবে যাতে সে লজ্জা অন্যদের কাছে প্রকাশ না পায়। কিছুক্ষণ তারা তা গোপন রাখতে সক্ষম হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হয়েই যাবে। তখন বলবে يٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ 'হায়, আল্লাহ্র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! (৩৯ ঃ ৫৬)। আরও বলবে- يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا 'হায় দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন' (২১ ঃ ৯৭)।

(৫৬) هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

(৫৭) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে।[৮৩]

৫৭. হে মানুষ! তোমাদের নিকট এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ, অন্তরস্থ ব্যাধির প্রতিকার এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[৮৪]

---

৮১. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে কেবল আল্লাহ্‌রই কর্তৃত্ব। ন্যায় বিচার হবেই। কোন অপরাধী কোথাও পালাতেও পারবে না এবং ঘুষ দিয়ে বাঁচতেও পারবে না।

৮২. অর্থাৎ অযোগ্যতা, বুঝের ভুল এবং উদাসীনতার কারণে অধিকাংশ লোক এসব রহস্য বোঝে না। এজন্যই যা মুখে আসে বকে যায় এবং যা মনে চায় করে যায়।

৮৩. জীবন দান ও মৃত্যু ঘটানো যখন তাঁরই কাজ, তখন পুনরায় জীবিত করা মুশকিল হবে কেন?

কুরআনের গুণাবলী

৮৪. এগুলো সব কুরআন মাজীদের গুণ। কুরআন আদ্যোপান্ত উপদেশ। এটা মানুষকে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর জিনিস থেকে বিরত রাখে, অন্তরের রোগ-ব্যাধির উপশম করে, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভের পথ দেখায় এবং তার অনুসারীদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্‌র রহমত লাভের উপযুক্ত করে তোলে।

কারও মতে এ আয়াতে মানবাত্মার উৎকর্ষ ও উন্নতির বিভিন্ন স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের অনুসরণ করবে সে এসব স্তরে উন্নীত হতে পারে– (১) নিজের বাহ্যিক আচরণকে অসমীচীন কার্যকলাপ থেকে পবিত্র করা। موعظة শব্দে এরই প্রতি ইংগিত; (২) ভিতরকে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও মন্দ চরিত্র হতে মুক্ত করা, যা شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ দ্বারা উপলব্ধি করা যায়; (৩) আত্মাকে সঠিক আকীদা-বিশ্বাস ও উত্তম চরিত্র-মাধুরী দ্বারা মণ্ডিত করা, যার সাথে هدى শব্দটি অধিক সংগতিপূর্ণ; (৪) ভিতর ও বাহিরের পরিশুদ্ধি সাধিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র রহমতের জ্যোতিতে-আত্মা আলোকিত হওয়া। এটা رحمة শব্দের মর্ম।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে এ শব্দ চতুষ্টয়ের মাঝে যথাক্রমে শরী'আত, তরীকত, হাকীকত এবং নবূওয়াত ও খিলাফতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা দেওয়ার না এস্থলে অবকাশ আছে এবং না খালিস তাফসীরের মাঝে এ ধরনের বিষয়বস্তুর অবতারণা করা যায়।

(৫৮) قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

(৫৯) قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ○

৫৮. বল, এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া। সুতরাং এরই উপর তাদের খুশী থাকা উচিত।[৮৫] তারা যা সঞ্চয় করে এটা তার চেয়ে শ্রেয়।[৮৬]

৫৯. বল, আচ্ছা দেখ তো, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে জীবিকা অবতীর্ণ করেছেন, তারপর তোমরা তার মধ্যে কতক অবৈধ ও কতক বৈধ সাব্যস্ত করেছ। বল, আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ দিচ্ছ?[৮৭]

আনন্দ– প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় হওয়ার ভিত্তি

৮৫. ' فرح ' (খুশী হওয়া) –এটা প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় দু' রকমেরই হতে পারে। কোন নিআমতের উপর এই দৃষ্টিতে খুশী হওয়া প্রশংসনীয় যে, এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমতেই লাভ হয়েছে। এই দৃষ্টিতেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে- فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا 'এরই উপর খুশী থাকুক।' আর দুনিয়ার ধন-সম্পদে খুশী ও দর্পিত হওয়া, বিশেষত এই ধারণার বশবর্তীতে যে, এটা নিজ যোগ্যতা বলেই অর্জিত হয়েছে, এ খুশী চরম নিন্দনীয়। কারূন তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে বলত- اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ 'এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে অর্জন করেছি' (২৮ : ৭৮)। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে- لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا 'দম্ভ করো না। আল্লাহ্ দাম্ভিকদেরকে পসন্দ করেন না, আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন, তা দিয়ে আখিরাতের আরাম অনুসন্ধান কর, দুনিয়া হতেও তোমার অংশ ভুলো না (২৮ : ৭৬, ৭৭)।

৮৬. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমতই আসল জিনিস। মানুষের উচিত তারই সন্ধান করা। ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবকিছু সে তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ।

৮৭. অর্থাৎ যে কুরআন উপদেশ, ব্যাধি উপশম, হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ এসেছে, সেটাই আঁকড়ে ধরার উপযুক্ত। তারই দ্বারা আল্লাহ্‌র বিধিবিধান ও বৈধাবৈধের জ্ঞান লাভ হতে পারে। এ কী তামাশা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপকারার্থে নানা রকম জীবিকা সৃষ্টি করে দিয়েছেন আর তোমরা নিজেদের খেয়াল-খুশী মত তার মধ্যে কিছু বৈধ সাব্যস্ত করছ আর কিছু অবৈধ। বৈধ-অবৈধ করার অধিকার তোমরা কোথায় পেলে? তোমরা কি একথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পার

(٦٠) وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝
(٦١) وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ
مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۗ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ
رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ
ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৬০. আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের কী ধারণা কিয়ামত সম্বন্ধে?[৮৮] আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেন, কিন্তু বহু লোক সত্য স্বীকার করে না।[৮৯]

৬১. তুমি যে কোন অবস্থায় থাক এবং তুমি সে সম্পর্কে কুরআন হতে যা-কিছু পাঠ কর এবং তোমরা যে কাজই কর, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা তাতে লিপ্ত হও। আকাশ ও পৃথিবীতে তোমার প্রতিপালকের অগোচরে থাকে না অনু পরিমানও এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর এমন কিছুই নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।[৯০]

যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ আদেশ দিয়েছেন? না কি এমনিই আল্লাহ্‌র উপর মনগড়া কথা আরোপ করছ? পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট ইংগিত করা হয়েছে যে, এটা আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ ছাড়া কিছু নয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ তারা যেসব জিনিস হালাল ও হারাম সাব্যস্ত করেছিল, তা বিস্তারিতভাবে সূরা মাইদা ও সূরা আন'আমে বর্ণিত হয়েছে।

৮৮. কিয়ামতের দিন তাদের সংগে কীরূপ আচরণ করা হবে– এসম্বন্ধে তারা কী ধারণা রাখে? কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে, না শিথিলভাবে, শাস্তি ভোগ করতে হবে, কি হবে না– এসব সম্পর্কে তারা কী অনুমান করছে? তারা যেন মনে রাখে, যে মর্মন্তুদ শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে, তা টলবার নয়।

৮৯. আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে যথেষ্ট অবকাশ দিয়ে থাকেন। বহু অপরাধ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু অনেক লোক সে নম্রতা ও ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি দেখে কৃতজ্ঞতা আদায় করা তো দূরের কথা, আরও বেশী স্পর্ধিত ও নিঃশঙ্ক হয়ে যায়। কাজেই শেষ পর্যন্ত শাস্তি দিতেই হয়।

حلم حق باتو مواسا ها کند * چونتواز حدبگذری رسواکند

'আল্লাহ্‌র সহিষ্ণুতা তোমার সাথে নম্রতা করে যায়, কিন্তু যখন তুমি সীমা পেরিয়ে যাও, তখন তোমায় লাঞ্ছিত করেন।'

মহানবী (সা.)-এর শান, মানুষের অবস্থা ও আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ব্যাপকতা

৯০. পূর্বে কুরআন মাজীদের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছিল যে, তার সবটাই হিদায়াতের আলো, অন্তরের রোগ-ব্যাধির উপশম, মহা অনুগ্রহ ও শ্রেষ্ঠ রহমত। তারপর ইংগিত করা হয়েছে যে, জ্ঞান ও পথ-নির্দেশের এমন সমুজ্জ্বল জ্যোতি ছেড়ে মানুষ নিজ খেয়াল-খুশী ও অন্ধ বিশ্বাসের অন্ধকারে ঘুরপাক খায় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তার অনুগ্রহ ও দয়ার অবমূল্যায়ন করে। বক্ষ্যমাণ আয়াতে মানুষের অবস্থা ও রাসূলে কারীম (সা.)-এর শান বিবৃত হয়েছে।

মহানবী (সা.) দিবারাত্র প্রকৃত মালিকের কৃতজ্ঞতা ও মাখলুকের প্রতি সহমর্মিতার যে মহা মর্যাদাকর অবস্থায় বিরাজ করেন, বিশেষত তাঁর যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থা কুরআন মাজীদের পঠন-পাঠনকালে প্রস্ফুটিত হয়, অর্থাৎ কুরআন মাজীদের মাধ্যমে যে মহা সংগ্রাম তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার সামনে রয়েছে। অনুরূপ মানুষ ভালমন্দ যা-কিছু আচরণ করছে, তাও তাঁর দৃষ্টির সামনে। মানুষ যখন কোন কাজ শুরু করে ও গভীর মনোযোগের সংগে তাতে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্‌র কথা তার মনে থাকুক আর নাই থাকুক আল্লাহ্ তাকে ঠিকই দেখে যাচ্ছেন। فان لم تكن تراه فانه يراك 'তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।' আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু বরাবর, কি তার চেয়ে ছোট ও বড় এমন কোন জিনিস নেই। যা তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের বাইরে থাকতে পারে। বরং আল্লাহ্‌র জ্ঞানের অধীনে ভূত-ভবিষ্যতের সবকিছু তো সুস্পষ্ট কিতাবেই (লাওহে মাফুযে) লিপিবদ্ধ আছে, যাকে বিশ্ব-জগতের নিয়ন্ত্রণ-কার্যের সাথে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ্‌র জ্ঞানের 'পুস্তক রূপ'-ও বলা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার অগোচরে যখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন বস্তুও থাকে না, তখন এসব পাপিষ্ঠ কাফিরের কার্যকলাপ ও অবস্থাদি কী করে তাঁর অগোচরে থাকবে?

কর্মফল দিবসের কার্যক্রম সম্পর্কেই বা এদের ধারণা কী? এরা ভাল করে বুঝে রাখুক যে, তাদের ছোট-বড় প্রতিটি তৎপরতা আল্লাহ্‌র গোচরীভূত। সেখানে কোন দুর্নীতি ও ফাঁকি চলবার নয়। প্রতিটি কর্মের সাজা ভোগ করতেই হবে। শত্রুদের কার্যকলাপ যেমন তাঁর সামনে, তেমনি বন্ধুদের যাবতীয় কাজকর্মও তাঁর জ্ঞানগোচর। পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়েছে।

(٦٢) اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৬২. মনে রেখ, যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[৯১]

আল্লাহ্‌র ওলীদের কোন ভয় ও দুঃখ না থাকার অর্থ

৯১. ইব্‌ন কাছীর (র.) হাদীসের রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে এর ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নরূপ ঃ

'আল্লাহ্‌র আওলিয়া' (বন্ধুবর্গ)-র জন্য আখিরাতে হাশরের ভয়াল পরিস্থিতির কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুনিয়া হাতছাড়া হওয়ার কারণে দুঃখও বোধ করবে না।

কতক মুফাসসির আয়াতটির কিছুটা ব্যাপক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা ভীতিকর ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন দুনিয়াতেও হবে না এবং আখিরাতেও নয়। আর কোন আশা পূরণ না হলে তারা দুঃখিতও হয় না। অর্থাৎ এখানে ভীতি দ্বারা আল্লাহ্‌ভীতি এবং দুঃখ দ্বারা আখিরাতের দুঃখ বুঝিয়ে তার অনুপস্থিতির কথা বলা হয়নি। বরং দুনিয়ায় বসে পার্থিব ভয় ও দুঃখ না থাকার কথা বুঝানো হয়েছে। শত্রুদের বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদির কারণে যা সম্ভব হতে পারে। এরূপ ভয়-দুঃখ পূর্ণাংগ মু'মিনদের থাকে না। সর্বক্ষণ তাদের ভরসা থাকে আল্লাহ্‌র উপর। তাদের বিশ্বাস-সৃষ্টি, জগতের কোন ঘটনাই তাৎপর্যহীন নয়। তাদের মন-মানসে এই ভরসা ও বিশ্বাসের সার্বক্ষণিক স্থিতির কারণে দুঃখ ও ভয় তাদের পীড়া দিতে পারে না।

আমার মতে لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ -এর অর্থ, যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু দুনিয়া কি আখিরাতে তারা সর্বনাশা বা বিশেষ ক্ষতিকর কোন অবস্থার সম্মুখীন হন না। মনে করুন দুনিয়ায় যদি বাহ্যিক কোন ক্ষতি তাদের হয়েই গেল, কিন্তু পরিণতিতে তা তাদের মহা লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এটাকে বিশেষ ক্ষতি নামে অভিহিত করা যায় না। বাকি পার্থিব বা পরকালীন কোন কারণবশত যে ভয়-ভীতি অনেক সময় তাদের দেখা দেয়, তা এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, আয়াতে কেবল এ কথাই বলা হয়েছে যে, কোন ভীতিকর জিনিস তাদের উপর পতিত হবে না। এমন তো বলা হয়নি যে, কখনও তাদের ভয়ই দেখা দেবে না। সম্ভবত لَا يَحْزَنُوْنَ -এর সাথে সংগতি রেখে لَا يَخَافُوْنَ (ভয় পাবে না) না বলার এবং لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ -এর বাচনভঙ্গি অবলম্বন করার মাঝে এ তাৎপর্যই নিহিত।

(٦٣) الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

(٦٤) لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৬৩. যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে।[৯২]

৬৪. তাদের জন্য শুভ সংবাদ পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে।[৯৩] আল্লাহ্‌র কথা পরিবর্তন হয় না।[৯৪] এটাই মহা সাফল্য।

আমার ধারণা لَا يَحْزَنُوْنَ -এর সম্পর্ক ভবিষ্যতের সাথে। অর্থাৎ মৃত্যুকালে ও মৃত্যুর পর তারা দুঃখিত হবে না। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا 'তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না' (৪১ ঃ ৩০)। আরও ইরশাদ হয়েছে, لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ 'মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ-ক্লিষ্ট করবে না এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে' (২১ ঃ ১০৩)। আল্লাহ্‌ তা'আলাই স্বীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।

আল্লাহ্‌র আউলিয়া কারা?

৯২. এখানে 'আউলিয়া'র ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মু'মিন ও মুত্তাকীরাই আল্লাহ্‌র ওলী হয়ে থাকে। পূর্বে কয়েক জায়গায় একথা বলা হয়েছে যে, তাকওয়ার মাঝে স্তরভেদ রয়েছে। কাজেই যার মাঝে যে পর্যায়ের ঈমান ও তাকওয়া থাকবে, বেলায়াত বা বন্ধুত্বের সেই পর্যায় সে লাভ করবে। কিন্তু পরিভাষায় ওলী সকলকেই বলা হয় না। মনে করুন দশ-বিশ টাকাও অর্থ, আর পঞ্চাশ, এক শ', হাজার, দু'হাজার এবং লাখ, দু'লাখও অর্থ। কিন্তু পরিভাষায় দশ-বিশ টাকার মালিককে অর্থশালী বলা হয় না। যতক্ষণ না উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ কারও হাতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অর্থশালী নয়। তদ্রূপ ঈমান ও তাকওয়া যে পর্যায়েই থাকবে, সেটা বেলায়েতের একটা শাখা বিশেষ এবং এ হিসাবে সব মু'মিনকেই আল্লাহ্‌র ওলী বলা যেতে পারে, কিন্তু পরিভাষায় ওলী বলা হবে তাকেই, যার মাঝে ঈমান ও তাকওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যমান। হাদীছে বেলায়েতের কিছু আলামত ও লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন, তাঁদের দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হওয়া, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা ইত্যাদি। বুযুর্গানে দীন স্ব-স্ব দৃষ্টিভংগি অনুসারে ওলীর সংজ্ঞা দিয়েছেন। এস্থলে তা বিস্তারিত উল্লেখ করার অবকাশ নেই।

(৬৫) وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৬৫. এবং তাদের কথায় দুঃখ করো না। প্রকৃতপক্ষে সর্বময় ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই। তিনিই শ্রোতা, জ্ঞাতা।[৯৫]

ওলীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সুসংবাদ ও তার ব্যাখ্যা

৯৩. দুনিয়ায় ওলীদের জন্য কয়েক রকমের সুসংবাদ আছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা নবীদের যবানীতে তাদের সুসংবাদ দিয়েছেন لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ 'তাদের কোন ভয় নেই' প্রভৃতি। ফেরেশতাগণ মৃত্যুকালে তাদের বলে- أَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ 'তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য আনন্দিত হও' (৪১ঃ ৩০)। তারা প্রচুর পরিমাণে সত্য ও বরকতময় স্বপ্ন দেখে থাকেন বা তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র অপরাপর পুণ্যবান বান্দাদের দেখানো হয়, যা বিশুদ্ধ হাদীসের বক্তব্যানুসারে নবূওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। তাদের সর্বাধিক বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে বিশেষ রকমের সাহায্য হয়ে থাকে। বিশিষ্টদের মধ্যে বরং অনেক সময় সাধারণের মধ্যেও তাদের সমাদর গড়ে ওঠে এবং মানুষ তাদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি করে থাকে। পার্থিব সুসংবাদের মধ্যে এসব বিষয় পর্যায় অনুসারে আসতে পারে। তবে অধিকাংশ রিওয়ায়াতে لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'সত্য স্বপ্ন দ্বারা'।

পরকালীন সুসংবাদ সম্পর্কে খোদ কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ 'তোমাদের জন্য আজ সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত।' হাদীছেও এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

৯৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সব কথা ও ওয়াদা মযবূত, অনড়। তিনি যেসব সুসংবাদ দিয়েছেন, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

৯৫. প্রথমে অবিশ্বাসী শত্রুদের অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছিল। সেই সংগে বিশ্বাসী বন্ধুদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এবং সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তারা নিরাপদ থাকবে। এরই প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি নির্বোধ ও দুরাচারদের আচরণে দুঃখিত হবেন না। শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই হাতে। তিনি স্বীয় শক্তি বলে সত্যকে বিজয়ী ও বিরুদ্ধবাদীদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন। তিনি তাদের সব কথা শোনেন ও সব অবস্থা জানেন।

(٦٦) اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنۡ فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيۡنَ يَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ اِنۡ يَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنۡ هُمۡ اِلَّا يَخۡرُصُوۡنَ ۝

(٦٧) هُوَ الَّذِىۡ جَعَلَ لَـكُمُ الَّيۡلَ لِتَسۡكُنُوۡا فِيۡهِ وَالنَّهَارَ مُبۡصِرًا ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰ لِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّسۡمَعُوۡنَ ۝

(٦٨) قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبۡحٰنَهٗ ؕ هُوَ الۡغَنِىُّ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ اِنۡ عِنۡدَكُمۡ مِّنۡ سُلۡطٰنٍۢ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوۡلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ۝

৬৬. শোন, যারা আছে আকাশমণ্ডলে এবং যারা আছে পৃথিবীতে সকলে আল্লাহ্‌রই। আর শরীকদেরকে আহ্‌বানকারিগণ এই যে অনুসরণ করছে, এ আর কিছুই নয়, কেবল নিজ অনুমানেরই অনুসরণ তারা করছে এবং আর কিছুই নয়, কেবল আন্দায করে বেড়ায়।[৯৬]

৬৭. তিনিই তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন, যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পার এবং দিন দিয়েছেন প্রদর্শক রূপে। নিশ্চয়ই এর মাঝে নিদর্শন রয়েছে সেইসব লোকের জন্য, যারা শোনে।[৯৭]

৬৮. তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র। তিনি অভাবমুক্ত। আকাশমণ্ডলীতে যা-কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা তাঁরই, এর কোন সনদ তোমাদের কাছে নেই, কেন আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলছ- যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই?[৯৮]

---

৯৬. অর্থাৎ সমগ্র আসমান-যমীনে এক আল্লাহ্‌রই রাজত্ব। সকল জিন্ন, মানব ও ফেরেশতা তাঁরই মাখলুক ও তাঁরই গোলাম। মুশরিকরা যে গায়রুল্লাহ্‌কে ডাকে ও আল্লাহ্‌র অংশীদার বানায় এটা সম্পূর্ণ আন্দাযী তীর ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস। তাদের হাতে না আছে বাস্তব সত্য, আর না আছে কোন দলীল-প্রমাণ। নিছক ধারণা-কল্পনার অন্ধকার প্রান্তরে তারা ঘুরে মরছে।

৯৭. দিন-রাত ও আলো-আঁধারের স্রষ্টা সেই এক আল্লাহ্‌ই। সমস্ত ভাল-মন্দ এবং সর্ব প্রকার পরস্পর বিরোধী জিনিসের সৃষ্টি তাঁরই থেকে। এর দ্বারা মাজুসীদের শিরক রদ হয়ে গেল। আরও সূক্ষ্ম ইংগিত হয়ে গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাতের অন্ধকারের পর আলোকোজ্জ্বল দিনের আবর্তন ঘটান। রাতের অন্ধকারে যা দেখা যেত না দিনের আলোয় সে সবই দৃষ্টিগোচর হয়। এমনিভাবেই তিনি মুশরিকদের আন্দায-অনুমানের আঁধার-পর্দা বিদীর্ণ করার জন্য কুরআন মাজীদ নামক জ্যোতির্ময় সূর্যের অভ্যুদয় ঘটিয়েছেন, যা মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্তির পথ-নির্দেশক।

(৬৯) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

(৭০) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

৬৯. বল, যারা আল্লাহ্র উপর অপবাদ আরোপ করে, তারা সফলকাম হয় না।

৭০. পার্থিব জীবনে আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ। তারপর আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর প্রতিফলে আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি।[৯৯]

নাসারা সম্প্রদায়ের শির্কী আকীদা খণ্ডন

৯৮. এর দ্বারা খৃস্টানদের শির্ক খণ্ডন করা হয়েছে। তারা হযরত মাসীহ্ (আ.)-কে আল্লাহ্র পুত্র মনে করত। বুঝবার বিষয় হচ্ছে যে, তারা যদি বাস্তবিক পক্ষেই 'মাসীহ্'-কে আল্লাহ্র (নাঊযুবিল্লাহ্) ঔরসজাত পুত্র মনে করে, তবে এর চেয়ে গুরুতর বেআদবী আর কী হতে পারে? এটা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রী-পুত্র হতে পবিত্র। আর যদি 'পোষ্য পুত্র' বুঝিয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলার এর প্রয়োজন কিসের? একজন মাখলুককে পুত্ররূপে গ্রহণ করবার তাঁর দরকার কী পড়ল? নাঊযুবিল্লাহ্, তাঁর কি সন্তানের দুঃখ ও পুত্র না থাকার বেদনা ছিল? না কি চিন্তা ছিল তাঁর পর তাঁর অর্থ-সম্পদের উত্তরাধিকারী কে হবে, কে তাঁর বংশের বাতি জ্বালবে? কিংবা বার্ধক্যাবস্থায় ও ঠেকা-বেঠেকায় কার আশ্রয় নেবেন? তিনি সবার থেকে অমুখাপেক্ষী, উল্টো সকলেই সর্বক্ষণ তাঁর মুখাপেক্ষী। পুত্র-পৌত্র বা পোষ্য-পালকের প্রয়োজন তাঁর কী করে হতে পারে? বিশ্বজগতের সব কিছু তাঁর সৃষ্টি, তাঁরই অধীন। প্রভু-ভৃত্য ও স্রষ্টা-সৃষ্টের মাঝে এসব সম্পর্কের অবকাশ কোথায়? নিছক মূর্খতা বশে আল্লাহ্ সম্পর্কে এরূপ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা বলা মারাত্মক বেআদবী।

৯৯. অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপকারীরা দুনিয়ায় যত বড় শক্তির অধিকারীই হোক, নিজ সাজ-সরঞ্জামে যতই দর্পিত থাকুক, প্রকৃত সাফল্য ও মংগল কিন্তু তারা কখনই লাভ করতে পারে না। তারা সামান্য ক'দিন দুনিয়ার মজা লুটে নিক। শেষ পর্যন্ত তাদের মামলা আল্লাহ্র নিকটই রুজূ হবে। সেখানে নিজ অপরাধের পরিণামে কঠিন শাস্তি তাদের ভোগ করতে হবে।

(৭১) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ م اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ
مَّقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ
ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ٥

৭১. তাদেরকে শোনাও নূহের বৃত্তান্ত,[১০০] যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমার উঠে দাঁড়ানো এবং আল্লাহ্র আয়াত দ্বারা উপদেশ দান যদি তোমাদের নিকট দুঃসহ হয়, তবে আমি তো আল্লাহ্র উপর নির্ভর করেছি। এবার তোমরা সকলে মিলে তোমাদের কর্ম স্থির কর এবং তোমাদের শরীকদেরকেও একত্র কর। তারপর তোমাদের কাজ সম্বন্ধে তোমাদের যেন কোন সন্দেহ না থাকে। এরপর আমার উপর তা নিষ্পন্ন করে ফেল আর আমাকে সুযোগ দিও না।[১০১]

কওমে নূহের বৃত্তান্ত ও তার শিক্ষা

১০০. অর্থাৎ মক্কাবাসীদেরকে হযরত নূহ (আ.) ও তার সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত শোনাও। যাতে তারা জানতে পারে অবিশ্বাসী ও অপবাদ আরোপকারীরা সত্যিকার সাফল্য লাভ করতে পারে না। তাদের লম্ফ-ঝম্প ও ঠাট-বাট দু'দিনের, যার পরিণাম স্থায়ী ধ্বংস। নূহ (আ.)-এর কওমের বৃত্তান্ত থেকে মক্কাবাসীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, তারা যদি শেষ নবী (সা.)-এর প্রতি অবিশ্বাস ও শত্রুতা এবং নিজেদের শিরকী কার্যকলাপ পরিত্যাগ না করে, তবে তাদেরও সেই পরিণাম দাঁড়াতে পারে, যেমনটি হযরত নূহ (আ.)-কে অবিশ্বাসকারীদের হয়েছিল। তাছাড়া এ ঘটনা বর্ণনা করার দ্বারা প্রিয়নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়াও উদ্দেশ্য যে, আপনি ওদের শত্রুতা ও অসদাচরণে দুঃখিত হবেন না। প্রত্যেক নবীকেই এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যই জয়ী হয়েছে এবং সত্য ও ন্যায়ের দুশমন ধ্বংস হয়েছে।

এসব ঘটনার এরূপ বিস্তারিত বিবরণ থেকে সাধারণ শ্রোতাগণ এই শিক্ষা লাভ করতে পারে যে, রাসূলে কারীম (সা.) ছিলেন উম্মী নবী। এক মিনিটের জন্যও কখনও কারও সামনে শিষ্যরূপে বসেননি, কিন্তু তথাপি বিগত জাতিসমূহের বৃত্তান্ত এত নির্ভুল ও পরিপক্কভাবে বর্ণনা করেন, যা বাহ্যত শিক্ষা গ্রহণ ও দীর্ঘ অনুশীলন ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। অগত্যা স্বীকার করতে হয় তাঁর শিক্ষাদাতা কোন মানুষ নয়, বরং সমস্ত মানুষের স্রষ্টা স্বয়ং। এটাও তাঁর সত্যতার এক সমুজ্জ্বল প্রমাণ।

১০১. অর্থাৎ তোমাদের খুশী-অখুশী ও শত্রুতা-মিত্রতার বিন্দুমাত্র পরোয়া আমি করি না। সমস্ত নবীর মত আমারও ভরসা এক আল্লাহ্র উপর। আমার উপদেশ ও

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ
(৭২)
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا
(৭৩)
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ○

৭২. তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তা আমি তো তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাইনি! আমার পারিশ্রমিক আল্লাহ্‌রই কাছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন আদেশ পালনকারী হয়ে থাকি।১০২

৭৩. তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং আমি তাকে এবং তার সংগে যারা নৌকায় ছিল, তাদেরকে রক্ষা করি এবং তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করি ও যারা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করি। সুতরাং দেখ যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের পরিণাম কী হয়েছে?১০৩

নসীহত যদি তোমাদের ভাল না লাগে তো নাই লাগল। আমি আমার পদমর্যাদাগত দায়িত্ব আদায়ে ত্রুটি করতে পারি না। ভাল না লাগার কারণে তোমরা যদি আমার সংগে শত্রুতা কর ও আমার ক্ষতি করতে চাও, তবে তাতে আমার ইচ্ছা ও সংকল্পের কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। তোমাদের সাধ্যে যা কুলোয় তা করে ফেল। আমার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে কোন কর্তব্য স্থির করে ফেল। তোমাদের যারা সহকর্মী ও কাল্পনিক উপাস্য তাদেরও ডেকে লও এবং একটি পরিপক্ব ও নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে সকলে একতাবদ্ধ হয়ে যাও। তারপর সম্মিলিত শক্তি দ্বারা তা নিষ্পন্ন করে ফেল। এক মিনিটেরও অবকাশ আমাকে দিও না। এরপর দেখ নবীসুলভ অবিচলতা ও পর্বততুল্য আল্লাহ্-নির্ভরতা কিভাবে সমগ্র বিশ্বের শক্তি ও চক্রান্তসমূহ ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়।

১০২. অর্থাৎ তোমাদের মুকাবিলায় আমি না দেহ-মনের কষ্টে ঘাবড়াই, আর না আর্থিক ক্ষতির চিন্তা করি। কেননা, দাওয়াত ও তাবলীগের খিদমত আনজাম দেওয়ার কারণে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান আমি চাইনি যে, তোমাদের অখুশীর দরুন বেতন-ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকবে বা অন্ততপক্ষে তোমরা এতটুকু বলার সুযোগ পাবে যে, আমার সব চেষ্টা-চরিত্রের মূলে রয়েছে অর্থ-লালসা। আমি যার কাজ করছি এবং যার আদেশ পালন করে যাচ্ছি, আমার বিনিময় তাঁরই দায়িত্বে। আমি যখন তাঁর আদেশ পালনকারী এবং অর্পিত দায়িত্ব নিঃশঙ্ক চিত্তে আদায়ে যত্নবান, তখন এটা কী করে সম্ভব যে, তিনি আমার জন্য নিজ অনুগ্রহ ও রহমতের দুয়ার খোলা রাখবেন না?

১০৩. শিক্ষা গ্রহণ করার মত চোখ যার আছে, সে দেখে নিক অবিশ্বাসীদের কী পরিণাম হয়েছে। নূহ (আ.) তাদেরকে শত শত বছর যাবত উপদেশ দান করেন,

(٧٤) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا
لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ○
(٧٥) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَا
سْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

৭৪. তারপর আমি নূহের পরপর আরও কত রাসূলকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছি। তারা তাদের কাছে উপস্থিত করেছিল স্পষ্ট নিদর্শনাবলী, কিন্তু এর পূর্বে তারা যা অস্বীকার করেছিল তাতে তারা ঈমান আনবার ছিল না।[১০৪] এভাবেই আমি মোহর করে দেই সীমালংঘনকারীদের অন্তরে।[১০৫]

৭৫. তারপর আমি তাদের পশ্চাতে পাঠাই মূসা ও হারূনকে ফিরআওন ও তার প্রধানদের কাছে আমার নিদর্শনাবলীসহ। কিন্তু তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে লাগল, আর তারা ছিলই অপরাধী সম্প্রদায়।[১০৬]

লাভ-লোকসান সম্পর্কে সচেতন করেন, কিন্তু যখন কোন কিছুই ফলপ্রসূ হল না, বরং তাদের শত্রুতা ও অবিশ্বাসই বেড়ে চলল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মহা প্লাবন পাঠিয়ে দিলেন। অবিশ্বাসীদের সকলকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হল। রক্ষা পেলেন কেবল হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর সংগে যে মুষ্টিমেয় লোক নৌকায় আরোহী ছিল। তাদেরই মাধ্যমে মানুষের পরবর্তী বংশ বিস্তার ঘটে। নিমজ্জিতদের স্থলে তারাই দুনিয়ায় আবাদ হন। হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা খানিকটা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে।

১০৪. অর্থাৎ নূহ (আ.)-এর পর হূদ, সালিহ্, লূত, ইবরাহীম, শু'আয়ব (আ.) প্রমুখ নবীকে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করি। কিন্তু তারা নবীর আবির্ভাবের আগে যে অজ্ঞতা ও কুফরীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারল না এবং আগে থেকেই যেসব জিনিস তারা প্রত্যাখ্যান করে আসছিল, নবীর আগমন ও তাঁর উপদেশের পরও তা মেনে নেওয়ার তাওফীক তাদের হল না। বরং পূর্বে নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় যেসব সত্য ও মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করেছিল, এরা সকলেও তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। প্রথম বার যখন মুখ থেকে 'না' বের হয়ে গেল, আর কখনও 'হাঁ' বের করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। সেই অবিশ্বাস ও সত্যের অস্বীকৃতির উপরই তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁকে বসে থাকল।

১০৫. যারা সত্যের প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকৃতিতে সীমা লংঘন করে যায়, তাদের অন্তরে মোহর পড়ে যাওয়ার পদ্ধতি এটাই হয় যে, প্রথম দিকে সত্য প্রত্যাখ্যান করে, এরপর তার উপর যিদ ও হঠকারিতা করতে থাকে, শত্রুতা ও বিদ্বেষপ্রসূত আচার-আচরণ করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের অন্তরের কল-কবযাই বিগড়ে যায়, সত্য গ্রহণের যোগ্যতা বাকি থাকে না।

(৭৬) فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

(৭৭) قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ۝

(৭৮) قَالُوٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا
الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

৭৬. যখন তাদের নিকট এসে পৌঁছল আমার নিকট হতে সত্য কথা, তখন বলতে লাগল, এটা তো প্রকাশ্য জাদু।[১০৭]

৭৭. মূসা বলল, তোমরা এটা বলছ সত্য কথাকে, যখন তা তোমাদের নিকট আসল? এটা কি জাদু? জাদুকররা তো সফলকাম হয় না।[১০৮]

৭৮. তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যার উপর পেয়েছি, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য এবং এদেশে নেতৃত্বলাভের জন্যই আমাদের কাছে এসেছ? আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবার নই।[১০৯]

---

১০৬. অর্থাৎ তারা ছিলই অপরাধপ্রবণ। অবাধ্যতা-বৃত্তি তাদেরকে সত্য গ্রহণের অনুমতি দেয় কী করে? আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী দেখেও তাঁর দূতদের সামনে তারা নতি স্বীকার করতে পারল না। কারণ, অহংকার বাধা দিত। ইরশাদ হয়েছে وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا 'তারা অন্যায় ও ঔদ্ধত্য বশে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে গ্রহণ করেছিল' (২৭ : ১৪)। এই তো সেই অহংকার, যা ফির'আওনকে দিয়ে বলিয়েছিল- اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ 'আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ (২৬ : ১৮)।

১০৭. হযরত মূসা (আ.)-এর 'লাঠি', 'শুভ্রোজ্জ্বল হাত' ইত্যাদি মু'জিযাসমূহ দেখে এবং তাঁর হৃদয়গ্রাহী কথাবার্তা শুনে বলতে লাগল, এসব তো সুস্পষ্ট জাদু। তাদের ধারণা মতে সমস্ত অস্বাভাবিক বিষয়ের সর্বশেষ পর্যায় 'জাদু'-ই হতে পারত।

১০৮. সত্যকে জাদু বলছ। জাদু কি এমন হয়? কোন জাদুকর নবুওয়াতের দাবী করে হক-বাতিলের লড়াইয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারে? জাদু ও মু'জিযার মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা সেই নির্বোধদেরই কাজ হতে পারে, যারা সোনা ও পিতলকে অভিন্ন মনে করে। নবীর জ্যোতির্ময় চেহারা, সমুন্নত চরিত্র, তাকওয়ার আলোকচ্ছটা এবং শান-শওকতপূর্ণ অবস্থাদির মাঝে একথার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকে যে, জাদু ও তেলেসমাতির সাথে তাদের দূরের কোন সম্পর্কও নেই। সুতরাং নবীকে জাদুকর বলা কত বড়ই না নির্লজ্জতা ও বাতুলতা।

(৭৯) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ○

(৮০) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ○

(৮১) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ○

৭৯. এবং ফির'আওন বলল, আমার কাছে শিক্ষিত সব জাদুকরদের এনে উপস্থিত কর।[১১০]

৮০. যখন জাদুকরগণ আসল, তখন মূসা তাদেরকে বলল, তোমরা যা নিক্ষেপ করবার নিক্ষেপ কর।[১১১]

৮১. তারা যখন নিক্ষেপ করল, মূসা বলল, তোমরা যা নিয়ে এসেছ তা তো জাদু।[১১২] আল্লাহ্ একে নস্যাত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দুষ্কৃতকারীদের কাজ সার্থক করেন না।[১১৩]

---

১০৯. অর্থাৎ (নাঊযুবিল্লাহ্) তুমি লোভী ও মতলববাজ। রাজনৈতিক আন্দোলনকে ধর্মের নামে চালাচ্ছ। তোমার উদ্দেশ্য এইরূপ অনুমান করা যায় যে, ধর্মীয় রঙ্গে বিপ্লব ঘটিয়ে এদেশে নিজ শাসন-ক্ষমতা ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং এদেশের এদ্দিনকার নেতৃবৃন্দ (কিবতীদের)-কে উৎখাত করতে চাচ্ছ। মনে রেখ, তোমার এ অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার নয়। আমরা কস্মিনকালেও তোমার কথা মানব না এবং তোমার শ্রেষ্ঠত্ব আমরা কখনও মেনে নেব না।

১১০. এটা ছিল মূসা (আ.)-এর বক্তব্যের জওয়াব। অর্থাৎ জাদু ও মু'জিযার বিতর্ক রাখ। আমি এর নিষ্পত্তি কার্যত করে দেখাচ্ছি। এদেশে যত বড় বড় জাদুকর আছে তাদের ডাকা হোক। এরপর তাদের অলৌকিক কর্মকাণ্ডের বিপরীতে তুমি স্বীয় মুজিযা প্রদর্শন কর। জগত চাক্ষুষ দেখে নেবে তুমি নবী, না জাদকর।

সুতরাং ফির'আওন সারা দেশে ফরমান জারী করে দিল এবং সেই সংগে লোকও পাঠিয়ে দিল যেন যেখানে যেখানে সুদক্ষ জাদুকর আছে, তাদের অবিলম্বে উপস্থিত করা হয়। বিস্তারিত ঘটনা সূরা আ'রাফে বিবৃত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

১১১. অন্যত্র উল্লেখ আছে যে, জাদুকরগণ হযরত মূসা (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি আপনার কাজ আগে দেখাবেন, না আমরা? মূসা (আ.) তার জওয়াবে বললেন, তোমরা যা দেখাতে চাও দিখেয়ে নাও। কেননা, বাতিলের পূর্ণ শক্তি পরীক্ষা ও প্রদর্শনীর পর সত্য আবির্ভূত হয়ে তাকে পদানত ও পর্যুদস্ত করলে তাতে সত্যের সত্যতা অধিকতর পরিস্ফুট হয় এবং মানুষের অন্তরে বেশী রেখাপাত করে।

১১২. জাদুকরগণ তাদের রশি ও লাঠিগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল এবং জাদু দিয়ে দর্শকদের চোখ বন্ধ করে দিল। ফলে, তাদের কাছে মনে হতে লাগল ময়দান

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

(৮২)

(৮৩) فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

৮২. আর আল্লাহ্ সত্যকে করবেন সপ্রমাণ স্বীয় হুকুমে, যদিও অপরাধীরা অপসন্দ করে।

৮৩. আর কেউ মূসার প্রতি ঈমান আনল না, তার সম্প্রদায়ের কতিপয় তরুণ[১১৪] ব্যতিরেকে। ফির'আওন ও তার প্রধানরা স্খলিত করবে[১১৫] এই আশংকায়। ফির'আওন তো দেশে শক্তি-মদে মত্ত এবং সে হাত ছেড়েই রেখেছে।[১১৬]

জুড়ে যেন শুধু সাপ আর সাপ। হযরত মূসা (আ.) বললেন, জাদু হচ্ছে এটা, ফির'আওন ও তার মুসাহিবরা যাকে জাদু বলে সেটা নয়।

১১৩. অর্থাৎ তোমরা তো তোমাদের ক্ষমতা দেখালে। এবার তবে সামাল। আল্লাহ্ তাঁর কুদরত ও রহমতে এসব তেলেসমাতি এমন অচল করে দেবেন যে, ভবিষ্যতে আর কখনও আমার মুকাবিলায় এসব দাঁড়াতেই পারবে না। কেননা, সাধু-শয়তানের লড়াইকালে, যখন সে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য থাকে প্রমাণের পূর্ণতাবিধান, শয়তান ও দুষ্টদের কার্যকে সফল করা আর সত্যের বাণীকে পদানত ও পরাভূত করা আল্লাহ্র নীতি ও হিকমতের পরিপন্থী।

১১৪. বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় ফির'আওনপন্থীদের হাতে চরমভাবে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হচ্ছিল। প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তারা অপেক্ষা করছিল, কবে সেই ইসরাঈলী পুরুষের আবির্ভাব ঘটবে, যার হাতে ফির'আওনের নির্যাতনের অবসান ঘটবে এবং তার রাজ-সিংহাসন উল্টে যাবে। হযরত মূসা (আ.) ঠিক সেই শানেই আবির্ভূত হলেন, যার প্রতীক্ষা তারা করছিল। সংগত কারণেই তাঁর আগমনকে সমস্ত বনী ইসরাঈল আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহরূপে দেখছিল। তারা আন্তরিকভাবে তাঁকে সত্য নবী মনে করত এবং তাঁকে সম্মান করত। কিন্তু তাদের অধিকাংশ ছিল ফির'আওন ও তার পারিষদবর্গের ভয়ে ভীত। তাই প্রথমেই তারা প্রকাশ্যভাবে ঈমান না এনে বরং সময়ের অপেক্ষায় থাকল যে, যখন সত্যের বিজয় সূচিত হবে, তখন মুসলিম হয়ে যাবে। তবে বনী ইসরাঈলের কতিপয় তরুণ ফির'আওনের সম্প্রদায়ের ত্রাস সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ঈমান আনল। ফির'আওনের স্বজাতি কিবতীদের মধ্য হতেও কিছু সংখ্যক লোক ঈমান আনল। শেষ পর্যন্ত যখন মূসা (আ.)-এর প্রভাব বেড়ে গেল, সত্যের ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল, তখন সমস্ত বনী ইসরাঈল ইসলাম গ্রহণ করল, যাদের প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় লক্ষ। এখানে প্রথম দিকের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

(৮৪) وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ○

(৮৫) فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ○

৮৪. এবং মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনে থাক, তবে তাঁরই উপর ভরসা কর- যদি তোমরা হও আদেশ-পালনকারী।[১১৭]

৮৫. তারা বলল, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের উপর এই যালিম সম্প্রদায়ের শক্তি পরীক্ষা করো না।[১১৮]

---

১১৫. 'প্রধানদের' দ্বারা হয়ত ফির'আওনের পদস্থ ব্যক্তিবর্গকে বুঝানো হয়েছে, অথবা বনী ইসরাঈলের সেই সব নেতাকে, যারা ভয় বা লালসা ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে স্বজাতির লোকদেরকে ফির'আওনের বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করত।

স্খলিত করার অর্থ, তাদের ঈমান আনয়নের সংবাদ শুনে ফির'আওন তাদের উপর কঠোর নির্যাতন চালাবে, অসম্ভব নয় তাতে ঘাবড়িয়ে দুর্বলমনা লোকেরা সরল পথ হতে স্খলিত হয়ে পড়বে।

১১৬. অর্থাৎ তাদের ভয় পাওয়াটাও কিছু অকারণ ছিল না। কেননা, তখন দেশে ফির'আওনের বৈষয়িক শক্তি ছিল প্রচণ্ড এবং তার যুলুম-নির্যাতন ও কুফর-পাপাচার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দুর্বলদের নির্যাতন করার জন্য সে বিলকুল হাত প্রসারিত করে রেখেছিল।

১১৭. অর্থাৎ ঘাবড়ানো ও উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। একজন আজ্ঞাবহ মু'মিনের কাজ হচ্ছে স্বীয় মালিকের শক্তিতে আস্থা রাখা। আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত ও রহমতের উপর যার বিশ্বাস থাকবে, সে অবশ্যই প্রতিটি বিষয়ে তাঁর উপর ভরসা রাখবে। আর এ ভরসার প্রমাণ তখনই পাওয়া যেতে পারে, যখন বান্দা নিজেকে সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেবে, তাঁরই আদেশ অনুযায়ী চলবে এবং সকল কর্ম-প্রচেষ্টায় তাঁরই প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

১১৮. মূসা (আ.)-এর নসীহতে তারা নিষ্ঠা ব্যক্ত করল যে, নিশ্চয়ই এক আল্লাহ্‌র উপরই আমাদের নির্ভর। তাঁরই কাছে দু'আ করি যে, আমাদেরকে দিয়ে এই যালিমদের নির্যাতনের অনুশীলনী যেন না করান যে, তারা আমাদের উপর যুলুম-নির্যাতন করতে করতে নিজেদের যুলুমের দক্ষতা বাড়াবে এবং আমরা তাদের স্পর্শও করতে পারব না। তা হলে এক তো আমাদের দীন বিপদগ্রস্ত হবে, অন্যদিকে

مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ
(৮৬)
وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ
(৮৭)
اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮৬. এবং অনুগ্রহ করে আমাদেরকে এই কাফির সম্প্রদায়ের থেকে নিষ্কৃতি দিন।[১১৯]

৮৭. আর আমি মূসা ও তার ভাইয়ের কাছে আদেশ পাঠালাম যে, তোমরা নিজ সম্প্রদায় জন্য মিসরে গৃহ নির্দিষ্ট কর[১২০] এবং তোমাদের গৃহকে কিবলা স্থির কর ও সালাত কায়েম কর।[১২১] এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও।[১২২]

এসব যালিম, কিংবা অন্যান্য দর্শক বলার সুযোগ পাবে যে, আমরা সত্যের উপর না থাকলে তোমাদের উপর এতটা পরাক্রান্ত হতাম কি ভাবে এবং তোমরাই বা এত পদানত ও লাঞ্ছিত হবে কেন? এ ধারণা তাদেরকে আরও বেশী বিভ্রান্ত করে তুলবে। এভাবে আমাদের অস্তিত্বই যেন তাদের জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

১১৯. অর্থাৎ এদের গোলামী ও অধীনতা হতে আমাদেরকে মুক্তি দিন। স্বাধীনতার মর্যাদায় আমাদের ধন্য করুন।

১২০. হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, ফির'আওনের ধ্বংসের সময় যখন এগিয়ে আসল, তখন আদেশ হল, তুমি তোমার সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে তাদের ভেতর রেখ না। পৃথক বসতি স্থাপন কর। তাদের উপর শাস্তি আসন্ন। তখন যেন তোমাদের সম্প্রদায় দৃশ্যতও তাদের থেকে আলাদা থাকে।

মুফাসসিরগণ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا -এর অর্থ করেছেন, তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান কর এবং তার এক অংশকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে নাও।

১২১. ফির'আওন সমস্ত মসজিদ ও ইবাদতখানা ধ্বংস করে দিয়েছিল। বাইরে এসে কেউ আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারত না। এই নিরুপায় অবস্থায় আদেশ করা হয় যে, ঘরের ভেতর সালাতের জন্য একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে লও, যার মুখ হবে কিবলার দিকে। কোন অবস্থাতেই সালাত পরিত্যাগ করো না। এরই বরকতে আল্লাহ্‌র সাহায্য আসে। ইরশাদ হয়েছে وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ 'সালাত ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর। হিজরতের পূর্বে মুসলিমদের অবস্থাও ঠিক এরকমই ছিল।

১২২. অর্থাৎ দুনিয়ায় সাহায্য ও বিজয়ের এবং আখিরাতে মুক্তি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির।

(৮৮) وَقَالَ مُوسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

৮৮. মূসা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফির'আওন ও তার প্রধানদেরকে পার্থিব জীবনে চাকচিক্য ও ধন-সম্পদ দিয়েছ।[১২৩] হে আমাদের প্রতিপালক! এই হেতু যাতে তারা তোমার পথ হতে বিচ্যুত করতে পারে।[১২৪] হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তর কঠিন করে দাও, যাতে তারা ঈমান না আনে– যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ করে নেয় মর্মন্তুদ শাস্তি।[১২৫]

---

১২৩. অর্থাৎ চাকচিক্য, সাজ-সজ্জা ও আরাম-আয়েশের সর্ববিধ উপকরণ তাদের দিয়েছ– যেমন, রূপ ও সৌন্দর্য, সুদৃশ্য যানবাহন, দামী পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎকৃষ্ট গৃহ-সামগ্রী প্রভৃতি এবং ধন-সম্পদের ভাণ্ডার, সোনা-রূপার খনি, আরও কত কি!

১২৪. ليضلوا -এর ' ل ' অব্যয়টি কারণ-নির্দেশক হলে অর্থ হবে এই যে, সৃষ্টিগতভাবেই এই অযোগ্যদেরকে এসব সরঞ্জাম এজন্যই দেওয়া হয়েছে, যাতে এরা অহংকারী হয়ে নিজেরাও পথহারা হয় এবং অন্যদেরকেও পথহারা করার দুরভিসন্ধিতে এগুলো খরচ করে। বলা হচ্ছে যে, এরা স্বাধীনভাবে, মন খুলে সর্বশক্তি ব্যয় করুক। শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবে যে, কিছুই কাজে আসেনি। ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক যখন আল্লাহ্ এবং বলাই বাহুল্য তার কোন কাজ তাৎপর্যহীন নয়, তখন নিঃসন্দেহে সামগ্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার দৃষ্টিতে মন্দের সৃষ্টি-তেও কোন কোন হিকমত নিহিত আছে। সেই হিকমতই বিদ্যমান রয়েছে দুষ্কৃতকারীদেরকে এতটা অর্থ-সম্পদ দেওয়ার মাঝে। ইরশাদ হয়েছে كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَاۤءِ وَهٰٓؤُلَاۤءِ مِنْ عَطَاۤءِ رَبِّكَ 'তোমার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা এদেরকে আর ওদেরকে সাহায্য করেন (১৭ : ২০)। আরও ইরশাদ হয়েছে اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا 'আমি তো অবকাশ এজন্যই দিয়ে থাকি, যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়' (৩ : ১৭৮)।

কোন কোন তাফসীরবিদ ليضلوا -এর ' ل ' -কে পরিণতিবোধক অর্থে নিয়েছেন, যেমন- فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا (ফির'আওন-পরিবার তাকে তুলে নিল, যাতে সে তাদের শত্রু ও দুঃখ হয়)-এর মাঝেও ' ل ' অব্যয়টি পরিণতিবোধক। এ হিসাবে অর্থ হবে এই যে, তুমি তো তাদেরকে এসব সামগ্রী এ জন্যই দিয়েছিলে যাতে তারা এগুলো ভাল কাজে খরচ করে, নিআমত দ্বারা প্রকৃত নিআমতদাতাকে চেনে এবং তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দারূপে নিজেদের গড়ে তোলে। কিন্তু তা না করে উল্টো নিজেদের দুর্ভাগ্যক্রমে তারা আল্লাহর নিআমত ব্যয় করে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত করার কাজে এবং এটা করে এমন অবলীলায় যেন এগুলো তাদের দেওয়াই হয়েছিল একাজের জন্য। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোন প্রশ্নের সুযোগ থাকে না।

CamScanner

(৮৯) قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ٥

৮৯. তিনি বললেন, তোমাদের দু'আ কবূল করা হল,[১২৬] সুতরাং তোমরা উভয়ে অবিচলিত থাক এবং অজ্ঞদের পথে চলো না।[১২৭]

ফিরআওনের সম্প্রদায়ের প্রতি মূসা (আ.)-এর অভিসম্পাত ও তার তাৎপর্য

১২৫. হযরত মূসা (আ.) দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবাধ্য সম্প্রদায়কে হিদায়াত ও পথ-নির্দেশ করলেন, বড় বড় মু'জিযা দেখালেন, কিন্তু তাদের অস্বীকৃতি ও যিদ উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘ ওঠাবসা দ্বারা কিংবা ওহীর মাধ্যমে নিশ্চিত বুঝতে পারলেন, এরা কোনও কালে ঈমান আনবার নয়। সুতরাং তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন। যাতে তাদের আবিলতা হতে পৃথিবী যথা শীঘ্র পবিত্র হয়ে যায় এবং তাদের অশুভ পরিণাম অন্যের জন্য শিক্ষার বিষয় হয়ে থাকে। তিনি বদ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরে কঠিন বাঁধুনি এঁটে দাও, যাতে তার ভেতর কখনও ঈমান প্রবেশ করতে না পারে। তাদের যেন তখনই বিশ্বাস হয়, যখন স্বচক্ষে মর্মন্তুদ শাস্তি দেখতে পাবে। তাদের জন্য এ দু'আ ঠিক এ রকম যেমন ইবলীসকে لعنه الله (তার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হোক) এবং কাফিরদেরকে خذلهم الله (আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন) বলা হয়, অথবা তাদের অভিশপ্ততা ও লাঞ্ছনার বিষয়টি পূর্ব হতেই স্থিরীকৃত হয়ে আছে।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) আয়াতটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন অন্য ধারায়। তিনি বলেন, তাদের সম্বন্ধে প্রকৃত ঈমানের কোন আশা ছিল না। যখন কোন বিপদ-আপদে পড়ত, তখন মিছেমিছি বলত, এবার আমরা বিশ্বাস করব। এতে আযাব তো থেমে যেত কিন্তু কাজের কিছু ফয়সালা হত না। তাই তিনি দু'আ করলেন যে, এ মিথ্যুকরা ঈমান আনবে না, এদের মন যেন শক্ত হয়েই থাকে, যাতে শাস্তি নিপতিত হয় এবং চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যায়।

১২৬. বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত মূসা (আ.) দু'আ করছিলেন এবং হারূন (আ.) আমীন বলছিলেন। এই হিসাবে دعوتكما (তোমাদের দু'আ) বলা হয়েছে।

১২৭. অর্থাৎ স্থৈর্য ও অবিচলতার সাথে নিজ কর্ম করে যাও। দু'আ কবূলের ক্রিয়া প্রকাশ পেতে যদি দেরী হয়, তবে অজ্ঞদের মত অস্থিরতা দেখিও না। নির্ধারিত সময়ে এরকমই ঘটবে। অস্থিরতায় কোন ফায়দা নেই।

(৯০) وَجٰوَزْنَا بِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْیًا وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝

(৯১) آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ ۝

৯০. আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফির'আওন ও তার সৈন্যবাহিনী বিদ্বেষ পরবশ হয়ে ও সীমা লংঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হল, তখন বলল, আমি বিশ্বাস করলাম, বনী ইসরাঈল যার প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ভিন্ন আর কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আদেশ পালনকারী।

৯১. এখন এটা বলছ, অথচ এর পূর্বে তুমি অবাধ্যতা করছিলে এবং থেকেছিলে পথহারাদের মধ্যে।[১২৮]

বনী ইসরাঈলের মুক্তি, ফির'আওনের সসৈন্য নিমজ্জন

১২৮. মূসা (আ.) কয়েক লাখ বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করে চললেন। ফির'আওন তা জানতে পেরে এক সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করল, যাতে তার যুলুমের থাবা থেকে তারা বের হতে না পারে। বনী ইসরাঈল লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। সামনে সাগর, পেছনে ফির'আওনের সৈন্য ধাবমান। মূসা (আ.) তাদের সান্ত্বনা দিলেন এবং আল্লাহ্র হুকুমে লাঠি দ্বারা সাগরের উপর আঘাত করলেন। পানি দুই দিকে দাঁড়িয়ে গেল এবং মাঝখানে আল্লাহ্ তা'আলা বারটি রাস্তা তৈরী করে দিলেন। বনী ইসরাঈল সাগর পার হয়ে গেল। ফির'আওন তার বাহিনী নিয়ে সাগরের তীরে পৌঁছে গেল। শুকনা পথ দেখে সকলে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল। এক এক করে সমস্ত সৈন্য যখন সাগরের মাঝখানে পৌঁছল, পানির প্রতি আদেশ হল 'মিলে যাও'। নিমিষে পানির স্তরসমূহ মিলে গেল। সমস্ত সৈন্য মাল সমেত তরঙ্গের মধ্যে হারিয়ে গেল। ফির'আওন যখন দেখল, ডুবে যাচ্ছি, তখন ঘাবড়িয়ে গিয়ে ঈমান ও ইসলামের বাক্য মুখে আনল। আশা, যদি বনী ইসরাঈলের খোদা 'ঈমান'-এর কথা শুনে সাগরের ঢেউ হতে মুক্তি দেন। তখন আল্লাহ্র পক্ষ হতে ইরশাদ হল- الان وقد عصيت قبل। অর্থাৎ জীবনভর অবাধ্য থেকে গুমরাহী বিস্তার করেছ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িয়েছ। এখন আযাব দেখে ঈমান আনছ? এখনকার ঈমান কী কাজে লাগবে?

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُوْنَ-

(৯২) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ○

৯২. আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। নিশ্চয়ই বহু লোক আমার কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করে না।১২৯

'তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না। আল্লাহ্‌র এ বিধান পূর্ব হতেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সে ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (৪০ ঃ ৮৫)।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ প্রাণ সংহার ও আযাব চাক্ষুষ দেখার সময় ঈমান আনয়নকে 'গারগারার ঈমান', 'বা'স বা আযাবের ঈমান' কিংবা 'ইয়াস বা নৈরাশ্যের ঈমান' বলা হয়, যা আহলুস-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামাআতের মতে গ্রহণযোগ্য নয়।

শায়খ আবদুল-ওয়াহ্হাব শা'রানী (র.) 'আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াল-জাওয়াহির' নামক গ্রন্থে 'ফাতূহাত মাক্কিয়্যাহ'-এর বরাতে যে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, তাতে ফির'আওনের ঈমান সম্পর্কে এমনই উল্লেখ আছে। তার ভূমিকায় লেখা আছে, "ফাতূহাত" গ্রন্থে ধর্মদ্রোহী যিন্দীকরা নিজেদের পক্ষ হতে অনেক কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। উক্ত গ্রন্থের যে নির্ভরযোগ্য কপি আমার কাছে আছে, তাতে এসব কথার বিন্দু বিসর্গও নেই।"

দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহ্ তা'আলা শেষ সময়ে ফির'আওনের মুখ দিয়ে اٰمنت শব্দ উচ্চারণ করালেন এবং এভাবে মূসা (আ.)-এর দু'আ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ যে কবূল হয়েছে তা চাক্ষুষভাবে প্রমাণ করিয়ে দিলেন।

ফির'আওনের দেহ রক্ষা ও তার তাৎপর্য

১২৯. মূযিহুল-কুরআনে আছে, অসময়ে ঈমান আনয়ন যেমন নিষ্ফল, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আওনের মৃত্যুর পর তার লাশ সাগর থেকে তুলে টিলার উপর নিক্ষেপ করেন, যাতে বনী ইসরাঈল তা দেখে শুকরিয়া আদায় করে এবং পরবর্তীকালের লোক তার অবস্থা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। নয়ত দেহ রক্ষায় তার কী লাভ? যেমন নিষ্ফল ঈমান সে এনেছিল, তেমনি নিষ্ফল হল তার দেহ সংরক্ষণ। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ফির'আওনের লাশ আজও পর্যন্ত সংরক্ষিত হয়ে আছে। যদিও কুরআনী বক্তব্যের সত্যতা এসব গবেষণার অপেক্ষা রাখে না।

(৯৩) وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

৯৩. আমি বনী ইসরাঈলকে ঠাঁই দেই উৎকৃষ্ট স্থানে এবং তাদেরকে খেতে দেই উত্তম দ্রব্য।[১৩০] তারপর তাদের নিকট জ্ঞান না আসা পর্যন্ত তারা বিভেদ সৃষ্টি করেনি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করে দিবেন, যা নিয়ে তারা বিভেদ করেছিল।[১৩১]

কৌতূহলের কথা, বনী ইসরাঈলের মুক্তি ও ফির'আওনের নিমজ্জনের ঘটনা ঘটেছিল আশূরার দিন। আর ঘটনাক্রমে আজ যখন বান্দা এ ছত্রগুলো লিখছে, তখনও আশূরার দিন– (হি. ১৩৪৮)। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় লোকে আযাব থেকে রক্ষা করুন এবং দীনের শত্রুবাহিনীকে ধ্বংসতলে ডুবিয়ে দিন।

১৩০. ফির'আওনের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে প্রথমত মিসর দেশটি তাদের দান করেন এরপর 'আমালিকা গোষ্ঠীকে উৎখাত করে শামদেশে তাদের প্রতিষ্ঠিত করেন। উভয় দেশ উর্বর ও প্রাচুর্যময়। উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাবার অত্যধিক জন্মায়। মোদ্দা কথা, হালাল ও উৎকৃষ্ট নিআমত দ্বারা বনী ইসরাঈলকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলা হয়।

খৃস্টধর্ম যেভাবে বিকৃতির কবলে পড়ে

১৩১. অর্থাৎ বৈষয়িক অনুগ্রহ ও কৃপা বর্ষণের সংগে সংগে তাদেরকে দীনী ও আত্মিক অনুগ্রহেও ধন্য করা হয়। তাদেরকে তাওরাত শরীফের জ্ঞান দেই, যার মাঝে দীনের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ের বিবরণ এবং অতীত ও ভবিষ্যত ঘটনাবলীর সংবাদ ছিল। এরূপ সুস্পষ্ট বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর এ নিয়ে মতবিরোধ করে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও দলাদলির অভিশাপে নিপতিত হওয়া তাদের জন্য মোটেই সমীচীন ছিল না। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সঠিক সংবাদ লাভ সত্ত্বেও তারা নানা রকম মতবিরোধ সৃষ্টি করল এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। কোন কোন নির্দেশ নিয়ে তারা নিজেদের নবীর (মূসার) সংগে পর্যন্ত তর্ক-বিতর্ক করল, যেমন গরু যবাহ্ সম্পর্কিত ঘটনায় পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে যেসব নবীর আগমন ঘটে, তাদেরকে এবং বিশেষভাবে আখেরী নবী (সা.)-কে তাদের কিছু সংখ্যকে বিশ্বাস করলেও অধিকাংশেই প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাঁর সম্পর্কে তারা নানা রকম ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেছিল। এমনকি রাসূল কারীম (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তারা শেষ নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল এবং তারা মুশরিকদের বলত, আমরা শেষ নবীর

(৯৪) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ
الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُمْتَرِينَ ۝
(৯৫) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ
الْخٰسِرِينَ ۝
(৯৬) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৯৪. তোমার প্রতি আমি যা নাযিল করেছি, সে সম্বন্ধে তুমি যদি সন্দেহে থাক, তবে যারা তোমার পূর্বের কিতাব পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এসেছে তোমার প্রতিপালক হতে সত্য বাণী। সুতরাং তুমি কখনও হয়ো না সন্দেহ পোষণকারী।

৯৫. এবং তুমি হয়ো না তাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ প্রত্যাখান করেছে, তা হলে তুমিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৯৬. যাদের সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না।

সাথে মিলে তোমাদের সাথে মুকাবিলা করব। কেবল এই বিষয়েই যে তারা মতবিরোধ করেছে তাই নয়, বরং খোদ নিজেদের ধর্মে কাটছাঁট করে মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখায় বহু রদবদল ঘটিয়েছে এবং কালক্রমে তারা অসংখ্য উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। মাসীহ্ (আ.)-এর তিনশ' বছর পর দার্শনিক রাজা মহান কনস্টানটীন অকপটতা করে খৃস্টধর্মে দীক্ষা নিলে পাদরিগণ তার খাতিরে আইন-কানুনে সংশোধনী এনে নতুন শরী'আত চালু করে দেয়। রাজা তাদের জন্য জমকালো গীর্জা ও উপাসনালয় তৈরী করে দেয়। এভাবে প্রকৃত মাসীহী ধর্মের বিকল্প স্বরূপ এই যে নতুন মাসীহী ধর্ম গড়ে তোলা হয়, এর প্রচার ও প্রসার হয়ে যায় সর্বত্র। সংসারত্যাগী মুষ্টিমেয় রাহিব যারা লোকালয় ছেড়ে পাহাড়-পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল, তারা ভিন্ন আর কেউ আসল খৃস্ট-ধর্মে কায়েম ছিল না। ক্রুশ পূজা, পূর্বদিকে মুখ করে নামায আদায়, চার্চে মাসীহ্, মারইয়াম প্রমুখের ছবি সামনে রেখে আরাধনা, শূকর প্রভৃতি বৈধকরণ এবং অনুরূপ অজস্র রদবদলের ধারায় প্রকৃত খৃস্টধর্ম বিলকুল বিকৃত হয়ে যায়। এই বিকৃত খৃস্টধর্মই বিশ্ব-ব্যাপী বিস্তার লাভ করে। এটা সেই কাল, যখন শাম, বায়তুল-মুকাদ্দাস, জাযীরা ও এশিয়া মাইনরে খৃস্টানদের রাজত্ব চলছিল। যা ফারূকে আযম হযরত উমর (রা.)-এর আমল পর্যন্ত কায়েম থাকে। তাঁর আমলে সাহাবায়ে কিরাম এসব অঞ্চলকে খৃস্টানদের হাত থেকে মুক্ত করেন।

(৯৭) وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝

৯৭. এমন কি তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শন এসে গেলেও– যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।[১৩২]

নবীকে সন্দেহকারী না হতে বলার অর্থ

কুফরীর সূচনা ও তার প্রতিকার

১৩২. দৃশ্যত এ সম্বোধন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সম্বোধন করে অন্যদেরকে বুঝানো উদ্দেশ্য। যারা একজন উম্মীর মুখে এরূপ বিস্ময়কর তত্ত্ব ও তথ্য এবং চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলী শুনে হতবাক হয়ে যেত এবং অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির কারণে তার বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করত। নয়ত এটা বলাই বাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের বয়ে আনা জিনিসে নিজেই কিভাবে সংশয় করতে পারেন? যে দিকে তিনি নিখিল বিশ্বকে দাওয়াত দিতেন এবং শ্রোতার অন্তরে পর্বত প্রমাণ মযবূত প্রত্যয় বসিয়ে দিতেন, খোদ নিজের মুখেই তা আবার কি করে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন? সামনে কয়েক আয়াত পর স্পষ্ট বলা হয়েছে- قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ .... 'বল, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীন সম্বন্ধে সন্দেহে থাক..........,। এ থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হচ্ছে যে, সন্দেহকারী ছিল অপরাপর মানুষ, যাদের সম্মুখে তিনি নিজের অটল-অবিচল আকীদার ঘোষণা দিচ্ছেন।

মোদ্দা কথা, আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যবানীতে কুরআনের প্রতিটি শ্রোতাকে বলা হচ্ছে যে, কুফ্‌র ও অবিশ্বাসের সূচনা হয় সন্দেহ দ্বারা। কুরআনের বর্ণিত ঘটনাবলীর সম্বন্ধে যদি তোমাদের মনে সন্দেহ জন্মায়, তবে অবিলম্বে তার চিকিৎসা কর। যারা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, তাদের দ্বারা এর সত্যাসত্য যাচাই করে নাও। তাদের মধ্যে অন্তত কিছু লোক ন্যায়বান ও সত্যপ্রিয়ও আছে। তারা বলে দেবে যে, উম্মী নবী যা-কিছু বলছেন তা কতটুকু সত্য। নিঃসন্দেহে তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য বৈ কিছু নয়। তা প্রতিপালকের নাযিলকৃত। সংশয় ও সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ তাতে নেই। অহেতুক সংশয়ের চিকিৎসা যদি শুরুতেই করা না হয়, তবে কিছু দিনের মধ্যে সে সংশয় বিতর্কে (امراء) এবং বিতর্ক অস্বীকৃতিতে (تكذيب) পর্যবসিত হবে, যার পরিণাম ক্ষতি ও ধ্বংস ছাড়া কিছু নয়। অস্বীকৃতির পর আরও একটি স্তর আছে। সেখানে পৌঁছার পর অন্তরে মোহর লেগে যায়। অর্থাৎ অস্বীকার করতে করতে সত্য গ্রহণের যোগ্যতাই অন্তর থেকে মুছে যায়। এরূপ ব্যক্তি ভূ-বিশ্বের সমস্ত নিদর্শন দেখলেও ঈমান আনবে না। সে কেবল মর্মন্তুদ শাস্তি দেখেই বিশ্বাস করতে পারে। অথচ তখনকার বিশ্বাসে কোন উপকার লাভ হয় না।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ (৯৮)

৯৮. কোন জনপদ এমন কেন হল না, যে ঈমান আনত এবং সে ঈমান আনয়ন তার কাজে আসত– তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতিক্রম। তারা যখন ঈমান আনল, তখন আমি তাদের উপর থেকে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনাকর শাস্তি তুলে নিলাম এবং তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম।১৩৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ كلمة ربك (প্রতিপালকের বাক্য)-এর দ্বারা হয়ত ওই কথা বুঝান হয়েছে, যা অন্যত্র বলা হয়েছে- لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ 'আমি জিন্ন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্তি করব।' যাদের সম্বন্ধে দুর্ভাগ্য, অযোগ্যতা ও কর্মদোষে– একথা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সাব্যস্ত হয়ে আছে, তাদের কথা এস্থলে বলা হয়েছে।

হযরত ইউনুস (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়

১৩৩. নবী-রাসূলকে অস্বীকার ও অন্যায়-অনাচার করার কারণে যত জনপদ শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে কোনটিরই এরূপ ঈমান আনার সুযোগ হয়নি, যা আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা করত। কেবল ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় এর ব্যতিক্রম। যারা ঈমান এনে নিজেদেরকে আসমানী আযাব থেকে রক্ষা করেছিল, অথচ শাস্তি বিলকুল তাদের মাথার উপর এসে পৌঁছে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ঈমানের বদৌলতে পার্থিব জীবনে শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দেন এবং দুনিয়ায় তাদের যত দিন অবস্থান করার ছিল, ততদিন এখানকার ভোগ-সামগ্রী দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেন।

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেন যে, হযরত ইউনুস (আ.) মাওসিলের অন্তর্গত নীনাওয়া নামক জনপদে প্রেরিত হয়েছিলেন। অধিবাসীরা ছিল পৌত্তলিক। ইউনুস (আ.) অবিরাম সাত বছর পর্যন্ত তাদের উপদেশ দিতে থাকেন। তাদের একজনও ঈমান আনল না। দিন দিন তাদের কুফর ও অস্বীকৃতি বেড়েই চলল। পরিশেষে তিনি তাদেরকে সাবধান করলেন, ঈমান না আনলে তিন দিনের মধ্যে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয় রাত আসলে ইউনুস (আ.) অর্ধ রাত্রের পর জনপদ থেকে বের হয়ে গেলেন। ঊষাকালে আযাবের লক্ষণ দেখা যেতে লাগল। আসমানে ভয়াল কালো মেঘ ছেয়ে গেল। তা থেকে তীব্র ধোঁয়া বের হচ্ছিল এবং তা তাদের বাড়ীর দিকে ছুটে যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে তাদের বাড়ীগুলো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেল। এসব লক্ষণ দেখে যখন

তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল ধ্বংস অনিবার্য, তখন ইউনুস (আ.)-কে খোঁজ করল। কিন্তু কোথাও পেল না। শেষে তারা নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে, এমনকি গৃহ পালিত জীব-জন্তুসহ মাঠে বের হয়ে আসল এবং খাঁটি মনে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌কে ডাকতে লাগল। চারদিকে শুধু আর্তরব ও ক্রন্দনধ্বনিই শোনা যাচ্ছিল। তারা বলছিল امنا بما جاء به يونس 'ইউনুস যা-কিছু আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন, তাতে ঈমান আন্‌লাম'।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কান্নাকাটি ও কাকুতি-মিনতিতে তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন এবং শাস্তির যেসব লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, তা তুলে নিলেন। এক্ষেত্রে প্রাচীন উলামায়ে কিরাম দ্বিবিধ মত পোষণ করেন অধিকাংশ আলিমের মতে আসল আযাব তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি, কেবল লক্ষণ ও আলামত দেখতে পেয়েছিল। এরকম সময়ে ঈমান আনলে তা শরী'আতে গ্রহণযোগ্য ও উপকারী। বা'স বা শাস্তিকালে যে ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়, তা হচ্ছে ওই ঈমান, যা মূল আযাব দেখার ও তাতে নিপতিত হওয়ার পর গ্রহণ করা হয়। যেমন ফির'আওন সাগরে নিমজ্জমান অবস্থায় ঈমান এনেছিল।

কোন কোন আলিমের মতে ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ঈমানও ফির'আওনের মত বা'স বা শাস্তিকালীন ঈমান ছিল, যা সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী গৃহীত ও ফলপ্রসূ না হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে সাধারণ নিয়মের বিপরীতে কেবল এই সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এরূপ ঈমানকে গ্রহণযোগ্য ধরে নেন। ফির'আওনের ঈমানের মত প্রত্যাখ্যান করেননি।

আবার এ নিয়েও মতভেদ যে, তাদের ঈমানের গ্রহণযোগ্যতা কী কেবল পার্থিব জীবনের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল যে, এর দ্বারা দুনিয়ায় আসন্ন শাস্তি টলে যায়, না কি আখিরাতেও এর দ্বারা মুক্তি লাভ হবে? ইব্‌ন কাছীর (র.) দ্বিতীয় সম্ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে উপকারী ও গ্রহণযোগ্য হবে।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) অত্যন্ত সুক্ষ্ম ধারায় আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ দুনিয়ায় আযাব দেখে ঈমান আনয়ন কারও কাজে আসেনি –এক ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া। কেননা, আযাবের হুকুম তাদের কাছে পৌঁছেনি। হযরত ইউনুস (আ.)-এর তিরস্কারে কেবল আযাবের বাহ্যরূপ প্রকাশ পেয়েছিল (যাতে তাদের কাছে ইউনুস (আ.)-এর কথা মিথ্যা মনে না হয়)। তারা ঈমান এনে বেঁচে গেল এবং আযাবের সে বাহ্য রূপ তুলে নেওয়া হয়। মক্কার মুশরিকদেরও এই অবস্থা হয়েছিল। মক্কা বিজয়কালে ইসলামী ফৌজ তাদের দফা-নিকাশ করার জন্য পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের ঈমান কবূল হয়ে যায় ও তারা মুক্তিলাভ করে। হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনার অবশিষ্টাংশ সূরা সাফ্‌ফাত প্রভৃতিতে আসবে।

(৯৯) وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ
النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

(১০০) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ
عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

(১০১) قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَ
النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৯৯. তোমার প্রতিপালক চাইলে পৃথিবীতে যত লোক আছে, তাদের সকলেই ঈমান আনত। তবে কি তুমি মানুষের প্রতি শক্তি আরোপ করবে, যাতে তারা মু'মিন হয়ে যায়?[১৩৪]

১০০. আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কারও পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব নয়। তিনি তাদের উপর নিক্ষেপ করেন কলুষ-কালিমা, যারা চিন্তা করে না।[১৩৫]

১০১. তুমি বল, দেখতো আসমান ও যমীনে কত কী আছে? নিদর্শনাবলী ও সতর্ককারী সেই সম্প্রদায়ের কোন কাজে আসে না, যারা বিশ্বাস করে না।[১৩৬]

---

১৩৪. অর্থাৎ যবরদস্তি কারো অন্তরে ঈমান ঢুকিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আপনার নেই। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষের অন্তরে ঈমান সঞ্চার করতে পারতেন। কিন্তু যেমন পূর্বে বহু জায়গায় বলা হয়েছে, এরূপ করা তাঁর সৃষ্টিগত কৌশল ও সার্বজনীন কল্যাণের পরিপন্থী ছিল। তাই করেননি।

১৩৫. আল্লাহ্র ইচ্ছা ও তাওফীক এবং সৃষ্টিগত নির্দেশ ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না। আর এই হুকুম ও তাওফীক তারাই লাভ করে থাকে, যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মাঝে চিন্তা করে এবং বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগায়। যারা চিন্তা-ভাবনা করার কষ্টটুকু স্বীকার করতে চায় না, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কুফর ও শিরকের পাঁকে ফেলে রাখেন।

১৩৬. অর্থাৎ চিন্তাশীলদের জন্য আসমান-যমীনে আল্লাহ্র কুদরত ও হিকমত এবং তাওহীদ ও একত্বের কত শত নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে, বরং প্রতিটি অণু-পরমাণু ও পত্র-পল্লব তার তাওহীদকে প্রমাণ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনও কথা মানতে ও স্বীকার করতে চায় না, তার জন্য এসব নিদর্শন ও প্রমাণাদি নিষ্ফল এবং সতর্ককারী নবীগণের সতর্কবাণী ও হুঁশিয়ারীও তাদের মনে কোন রেখাপাত করে না।

(١٠٢) فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○

(١٠٣) ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ج حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(١٠٤) قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ صلے وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(١٠٥) وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ج وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১০২. তারা কোন কিছুরই অপেক্ষা করে না, তবে তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অনুরূপ দিনের। বল, এখন প্রতীক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি।[১৩৭]

১০৩. এরপর আমি রক্ষা করি আমার রাসূলগণকে এবং যারা অনুরূপ ঈমান এনেছে তাদেরকে। মু'মিনদেরকে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।[১৩৮]

১০৪. বলে দাও, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীন সম্বন্ধে সন্দেহে থাক, তো আল্লাহ্ ছাড়া আর যাদের ইবাদত তোমরা কর আমি তাদের 'ইবাদত করি না। বরং আমি আল্লাহর ইবাদত করি, যিনি তোমাদেরকে টেনে লন। আর আমার প্রতি আদেশ, যেন আমি মু'মিনদের মধ্যে থাকি।

১০৫. এবং এই যে, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে প্রতিষ্ঠিত কর স্বীয় মুখ দীনের উপর আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

---

১৩৭. কোন দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শন মানে না এরূপ হঠকারী ও যিদী সম্প্রদায়ের জন্য এ ছাড়া আর কিছুই বাকী নেই যে, অতীত কাফিরদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়েছিল এরাও তার অপেক্ষা করুক। ভাল হবে তোমরা আমরা উভয়ে মিলে সে সময়ের প্রতীক্ষায় থাকি, যাতে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর চূড়ান্ত ফয়সালা সামনে এসে যায়।

১৩৮. অর্থাৎ পূর্বেকার জাতিসমূহের সংগে যেমন আমার নীতি ছিল অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করা এবং নবী ও মু'মিনদের রক্ষা করা, অনুরূপভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যত মু'মিনদের সম্পর্কেও আমার ওয়াদা, আমি তাদের মুক্তি দেব– আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে এবং দুনিয়ায় কাফিরদের যুলুম-নির্যাতন হতে। তবে শর্ত হচ্ছে সত্যিকারের মু'মিন হতে হবে। অর্থাৎ কুরআন-হাদীছে মু'মিনদের যে বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, তা তাদের মধ্যে থাকতে হবে।

(١٠٦) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ
فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝
(١٠٧) وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ
بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۭ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَهُوَ الْغَفُوْرُ
الرَّحِيْمُ ۝

১০৬. এবং আল্লাহ্ ছাড়া এমন কাউকে ডেক না, যা তোমার উপকারও করে না, অপকারও নয়। এরূপ করলে তুমিও তখন যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৩৯]

১০৭. আল্লাহ্ যদি তোমাকে কিছু ক্লেশ দিতে চান, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী কেউ নেই। আর যদি তোমার কোন মংগল করতে চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ রদকারী কেউ নেই। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। এবং তিনিই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৪০]

তাওহীদের সারকথা

১৩৯. অর্থাৎ আমার ধর্মীয় পথ ও আদর্শ যদি তোমাদের বুঝে না এসে থাকে এবং সে জন্যই এ সম্বন্ধে সংশয়-সন্দেহে নিপতিত থাক, তবে আমি তোমাদেরকে আমার দীনের প্রধান মূলনীতি (খালিস তাওহীদ) বুঝিয়ে দিচ্ছি। সারকথা, আমি তোমাদের ওই কাল্পনিক উপাস্যদের ইবাদাতের প্রতি চরম ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি পোষণ করি, যাদেরকে গ্রহণ করে নেওয়ার সম্ভাবনাও আমার পক্ষ হতে তোমরা কখনও মনে এনো না। আমার খালিস ইবাদত তো সেই পবিত্র আল্লাহ্রই জন্য, যাঁর মুঠোর মধ্যে তোমাদের সকলের প্রাণ। যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি তা তোমাদের দেহে বাকি রাখেন আর যখন ইচ্ছা দেহ হতে টেনে নেন। জীবন-মরণের ডোর যাঁর হাতে, ইবাদতের উপযুক্ত তিনিই হতে পারেন। কেবল অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা তাঁর ইবাদত করলেই চলবে না, বরং অন্তরে তার তাওহীদ ও একত্বের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান রাখা এবং মনে ও বাইরে দীনে হানীফ তথা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.)-এর ধর্মাদর্শের উপর পূর্ণ হিম্মত ও ঐকান্তিকতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রকাশ্য ও গোপন কোন শিরকের আবিলতা গায়ে লাগতে না দেওয়াও অপরিহার্য। ইবাদত যেমন কেবল তাঁরই করা হবে, তেমনি সাহায্যের জন্যও কেবল তাঁকেই ডাকা হবে। কেননা, সর্ব প্রকার লাভ-ক্ষতি ও ভাল-মন্দ কেবল তাঁরই মুঠোয়। মুশরিকদের মত এমন সব জিনিসকে সাহায্যের জন্য ডাকা, যারা কোন ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নয়, চরম অন্যায় বরং মহা যুলুম তথা শিরকেরই একটি শাখা। (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) যদি নবীর দ্বারা এরূপ কার্য সংঘটিত হয়ে যেত, তবে তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের পক্ষে তা হতো ঘোরতর যুলুম।

(১০৮) قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ۝

(১০৯) وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ۝

১০৮. বলে দাও, হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য এসে গেছে। এখন যে-কেউ পথে আসবে, সে তো পথে আসবে নিজেরই মংগলের জন্য, আর যে-কেউ বিপথগামী হবে,সে বিপথগামী হবে নিজেরই অমংগলের জন্য। আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই।[১৪১]

১০৯. তোমার প্রতি যে আদেশ করা হয় তুমি তারই অনুসরণ কর এবং সবর কর যতক্ষণ না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।[১৪২]

---

১৪০. যাদের হাতে তোমাদের ভাল-মন্দ কিছুই নেই, তাদের ডাকতে যখন নিষেধ করে দেওয়া হল, তখন তার বিপরীতে সেই মহা মহিম সর্বক্ষমতার নিরঙ্কুশ মালিকের কথাও তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল, যিনি সুখ-দুঃখ ও কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রাখেন, যার প্রেরিত কষ্ট-ক্লেশকে দুনিয়ার কোন শক্তি হটাতে পারে না এবং যিনি কারও উপর অনুগ্রহ করতে চাইলে তাকে বঞ্চিত করার সাধ্যও কারও নেই। আলোচ্য আয়াতে সে প্রয়োজনই মেটান হয়েছে।

১৪১. অর্থাৎ দলীল-প্রমাণের সংগে সত্য সুস্পষ্টরূপে এসে পৌঁছেছে। কবূল না করার যুক্তিসংগত কোন কারণ কারও কাছে নেই। বান্দার উপর আল্লাহ্র আখিরী প্রমাণের পূর্ণতাবিধান হয়ে গেছে। এখন প্রত্যেকে নিজ লাভ-ক্ষতি চিন্তা করুক। আল্লাহ্র দেখানো পথে যে চলবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হবে। আর যে তা ছেড়ে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করবে, সে ব্যর্থকাম ও লাঞ্ছিত হবে। কাজেই প্রত্যেকে নিজ ভাল-মন্দ ভাল করে বুঝে নিয়ে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করুক ও যে রাস্তা পসন্দ হয় অবলম্বন করুক। নবীকে তোমাদের কর্ম-বিধায়ক করে পাঠানো হয়নি যে, তোমাদের কাজকর্মের যিম্মা তাকে বহন করতে হবে এবং জবাবদেহী করতে হবে। তাঁর কাজ শুধু সতর্ক করা ও পথের দিশা দেওয়া। তাতে চলা, না চলা তোমাদের ইখতিয়ার।

১৪২. এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এরা যদি সত্য গ্রহণ না করে, তবে সে দুঃখে আপনি পেরেশান হবেন না। আপনি আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালন করতে থাকুন ও প্রচার কার্যে লেগে থাকুন। এ পথে যে কষ্ট-ক্লেশ আসে, তাতে ধৈর্য ধারণ করে চলুন। বিরুদ্ধবাদীদের উৎপীড়নে ততদিন পর্যন্ত সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে, যতদিন না আল্লাহ্ আপনার ও তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন। অর্থাৎ ওয়াদা মাফিক আপনাকে বিজয়ী করবেন বা জিহাদের আদেশ দান করবেন।

সূরা হূদ

১২৩ আয়াত, ১০ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ॥

(١) الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اُحۡكِمَتۡ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِنۡ لَّدُنۡ حَكِيۡمٍ خَبِيۡرٍ ○

১. আলিফ-লাম-রা। এটা এমন এক কিতাব, যার কথা পরীক্ষিত। তারপর প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে বিশদকৃত।[১]

কুরআনের শাব্দিক, অর্থগত ও অবতারণিক গুণ-সৌষ্ঠব

১. অর্থাৎ এ কুরআন এমন এক আযীমুশ-শান ও মহিমান্বিত গ্রন্থ, যার আয়াতসমূহ শাব্দিক ও অর্থগত সব দিক থেকেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পরীক্ষিত, কড়ায়-গণ্ডায় পূর্ণাঙ্গ। এতে না আছে কোন রূপ স্ববিরোধিতা, না এর কোন বিষয়বস্তু হিকমত ও বাস্তবতা বিরোধী। অসাধারণ অলংকারত্বের দিক থেকেও এর কোন একটি হরফ নিয়ে কারও সমালোচনার সুযোগ নেই। যে বিষয়বস্তুকে যে ভাষাশৈলীতে ব্যক্ত করা হয়েছে, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনা অসম্ভব। শাব্দিক গাঁথুনি ও অর্থগত দ্যোতনা না ঢিলা, না আঁটসাঁট। এর আয়াতসমূহ যেসব মূলনীতি, শাখাগত বিষয়, নৈতিকতা, কাজ-কর্ম, উপদেশ-অনুশাসন প্রভৃতি মূল্যবান বিষয় সম্বলিত এবং দাবী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এতে যেসব দলীল-প্রমাণ ব্যবহার করা হয়েছে, তা সবই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নিক্তিতে যাচাইকৃত। কুরআনের তত্ত্ব-তথ্য ও দলীল-প্রমাণ এমনই মযবূত যে, কালের যত আবর্তনই ঘটুক তা পরিবর্তিত হওয়ার বা ভ্রান্ত সাব্যস্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। বিশ্বের মেযাজ ও ধর্মের পূর্ণাঙ্গ নিরূপণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঘটিতব্য পরিবর্তন ও ঘটনাবলীর পরিপূর্ণ পর্যবেক্ষণের পর কুরআনী খাঞ্চায় করে এমন ভারসাম্যপূর্ণ ও স্থায়ী আত্মিক খাবার পরিবেশন করা হয়েছে, যা আহারকারীদের জন্য সর্বাবস্থায় উপযুক্ত। এই সব প্রাজ্ঞজনোচিত গুণ-সৌষ্ঠব সত্ত্বেও গ্রন্থখানি এমন নয় যে, অতি মাত্রায় সংক্ষেপনের কারণে এটা এক অবোধগম্য প্রহেলিকায় পরিণত হয়ে গেছে। বরং

(২) اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِیۡ لَکُمۡ مِّنۡهُ نَذِیۡرٌ وَّ بَشِیۡرٌ ۙ

(৩) وَّ اَنِ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّکُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَیۡهِ یُمَتِّعۡکُمۡ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤی اَجَلٍ مُّسَمًّی وَّ یُؤۡتِ کُلَّ ذِیۡ فَضۡلٍ فَضۡلَهٗ ؕ وَ اِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنِّیۡۤ اَخَافُ عَلَیۡکُمۡ عَذَابَ یَوۡمٍ کَبِیۡرٍ ۙ

২. যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও 'ইবাদত করো না।[২] আমি তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ হতে সতর্কবাণী ও সুসংবাদ শোনাই।[৩]

৩. এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে অপরাধ মার্জনা করাও, এরপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য তোমাদেরকে উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন[৪] এবং প্রত্যেক অধিক কর্মশীলকে দেবেন নিজের অধিক অনুগ্রহ।[৫] আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের প্রতি আশংকা করি এক মহা দিবসের শাস্তির।[৬]

দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের যাবতীয় জরুরী বিষয় বিশদভাবে এতে বিবৃত হয়েছে। স্থানে স্থানে তাওহীদের দলীল-প্রমাণ, বিধি-বিধান, উপদেশ, ঘটনাবলী ইত্যাদি সব কিছু অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় সব বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, পূর্ণ কুরআন একই বারে অবতীর্ণ করা হয়নি বরং বিভিন্ন সময়ে স্থান-কালের চাহিদা অনুযায়ী অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে। কুরআন মাজীদে এতসব হিকমত ও নিগূঢ় রহস্যের সমাবেশ লক্ষ্য করে মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিস্ময়ের কোনকারণ নেই। যদি নিরঙ্কুশ প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ সত্তার বাণীতে সর্ববিধ সৌন্দর্য ও রহস্য নিহিত না থাকে, তবে আর কার বাণীতে তা আশা করা যায়?

২. অর্থাৎ এই পরীক্ষিত ও বিশদ গ্রন্থ অবতীর্ণ করার মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্ববাসীকে এক আল্লাহ্রই ইবাদতের দিকে ডাকা ও তার পদ্ধতি শেখানো। এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পূর্বে নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে وَمَا اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِکَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِیۡۤ اِلَیۡهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ 'আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই ওয়াহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর" (২১ ঃ ২৫)। আরও ইরশাদ হয়েছে- وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِیۡ کُلِّ اُمَّۃٍ رَّسُوۡلًا اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَاجۡتَنِبُوا الطَّاغُوۡتَ 'আল্লাহ্র ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি (১৬ ঃ ৩৬)।

৩. যে কিতাবে বিশ্বাস করে ও শির্ক ছেড়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তাকে নবীগণ উভয় জাহানের সাফল্যের সুসংবাদ শোনান। আর যারা বিশ্বাস করে না, কুফর ও শিরক অবলম্বন করে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেন।

মু'মিনের সুখী জীবন ও তার রহস্য

৪. যে ব্যক্তি বিগত অন্যায়-অপরাধ মোচন করিয়ে নেবে এবং ভবিষ্যতের জন্য একনিষ্ঠ মনে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হবে সে, পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি লাভ করবে। কেননা, আল্লাহ্‌র অনুগত মু'মিন বান্দা যে অবস্থায়ই থাকে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপার প্রত্যাশা থাকে তার বুক ভরা। সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা এবং অভাবনীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় ভবিষ্যতের কল্পনায় এত বিভোর থাকে যে, সে এখানকার বড় বড় দুঃখ-কষ্টকে গুরুত্বই দেয় না। সে যখন চিন্তা করে আমি আমার জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে আঞ্জাম দিচ্ছি, যার পুরস্কার একদিন অবশ্যই আরশাধিপতির কাছে পাব, তখন নিজ সাফল্য ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে তার হৃদয় আনন্দে বিভোর হয়ে উঠে। তখন দুনিয়ার এতটুকু পুঁজিতে সে এতখানি আত্মিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে, যা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্‌গণ তাদের বিস্তর ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অতুল ভাণ্ডারের মাঝেও লাভ করতে পারে না। বরং অনেক সময় এখানকার সাময়িক কষ্ট-ক্লেশের মাঝে এমন সুখ অনুভূত হয় যা বিত্তবানরা তাদের আয়েশী জীবনের মধ্যেও অনুভব করতে পারে না। মনে করুন কোন দেশপ্রেমী রাজবন্দী যদি বিশ্বাস করতে পারে যে, এ কারাভোগের বিনিময়ে আমার দেশ পরাধীনতার শিকল হতে মুক্তি পাবে এবং কারাগার হতে বের হওয়া মাত্রই আমাকে স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি করা হবে, তা হলে কারাগারের বদ্ধ কোঠায় বসেও কি সে ওই মহা রাজার চেয়ে বেশী সুখ ও তৃপ্তিবোধ করবে না, যার মুঠোর মধ্যে রয়েছে আরাম-আয়েশের সর্ববিধ উপকরণ, কিন্তু সেই সংগে আশংকা রয়েছে, এক সপ্তাহের মধ্যে অত্যন্ত লাঞ্ছনার সংগে তাকে রাজ-তখ্‌ত হতে টেনে নামানো হবে? এরই সংগে সেই অনুগত মু'মিনের জীবনকে তুলনা করতে পারেন, যে এই দুনিয়ার জেলখানায় আবদ্ধ রয়েছে।

৫. যে যেই পরিমাণ বেশী আমল করবে, সে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহও সেই পরিমাণ বেশী লাভ করবে। আখিরাতে সওয়াব ও প্রতিদান এবং দুনিয়ায় অধিক প্রশান্তি লাভ করবে।

৬. অর্থাৎ আমার কথা না মানলে কিয়ামতের শাস্তি অনিবার্য। বাকি 'আমি আশংকা করি'– একথা বলার উদ্দেশ্য প্রিয়নবী (সা.)-এর সার্বজনীন মমতা ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো।

(٤) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

(٥) أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٥

৪. আল্লাহ্‌রই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৭]

৫. শোন, তারা তাঁর নিকট গোপন রাখার জন্য নিজ বক্ষ দ্বিভাঁজ করে। শোন, যখন তারা নিজ কাপড় পরিধান করে, তখন তারা যা গোপন করে ও যা প্রকাশ করে তা তিনি জানেন। তিনি তো জানেন অন্তরের কথা।

---

৭. শাস্তি দেওয়ার জন্য জরুরী হচ্ছে, অপরাধী ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে, বিচারক শাস্তি দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার রাখবে এবং অপরাধীর যাবতীয় কার্যকলাপ তার নখদর্পণে থাকবে। اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ -এর মাঝে বলা হয়েছে, অপরাধী ও নিরপরাধ সকলকেই আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হতে হবে। وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -এর মাঝে তাঁর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের ব্যাপকতা তুলে ধরা হয়েছে। আর اَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ হতে بِذَاتِ الصُّدُوْرِ পর্যন্ত তাঁর অসীম জ্ঞানের ব্যাপকতা প্রকাশ পেয়েছে যে, আল্লাহ্ প্রকাশ্য-গোপন সব জিনিস সমানভাবেই জানেন। এমন কি মনের গোপন পরতে যেসব ইচ্ছা-অভিপ্রায় গোপন থাকে, সে সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল। এমতাবস্থায় কোন অপরাধী কী করে নিজের অপরাধ তাঁর অগোচরে রেখে নিষ্কৃতি পেতে পারে?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাসসিরদের মতভেদ রয়েছে। সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, যা বুখারী শরীফে নিম্নরূপ উদ্ধৃত হয়েছে।

কিছু সংখ্যক মুসলিমের চরিত্রে লজ্জাশীলতা এত প্রকট হয়ে দাঁড়ায় যে, তারা পেশাব-পায়খানা, স্ত্রীগমন ইত্যাদি মানবিক প্রয়োজন সমাধাকালেও দেহের কোন অংশ বিবস্ত্র করতে লজ্জাবোধ করতেন। যে আসমান-অধিপতি আমাদের দেখছেন। অগত্যা অনাবৃত হতে হলে তখন লজ্জার আতিশয্যে নীচু হয়ে যেতেন এবং লজ্জাস্থানকে গোপন রাখার জন্য বুক ভাঁজ করে ফেলতেন। আল্লাহ্‌র সংগে চরম আদব ও শিষ্টতা রক্ষা এবং লজ্জার আতিশয্যে এরকম আচার-আচরণ প্রকাশ পেতে পারে। সূফী-সাধকদের পরিভাষায় এ শ্রেণীর লোককে مغلوب الحال (আত্ম-বিস্মৃতিজনক অবস্থা সম্পন্ন) বলে। কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের এরূপ বাড়াবাড়ি যেহেতু ভবিষ্যত উম্মতের জন্য সংকটের কারণ হতে পারত, তাই কুরআন মাজীদ الاحين يستغشون ثيابهم ..... দ্বারা তাদের সংশোধন করে দেয়। অর্থাৎ প্রয়োজনকালে দেহ

(٦) وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْ
دَعَهَا ؕ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

৬. পৃথিবীতে বিচরণকারী সকলেরই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্র।[৮] যেখানে সে অবস্থান করে এবং যেখানে সমর্পিত হয়,[৯] তা তিনি জানেন। সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।[১০]

অনাবৃত করতে গিয়ে যদি আল্লাহ্কে লজ্জা হয় এবং সে কারণে নীচু হয়ে থাক, তবে চিন্তা কর, কাপড় পরিহিত অবস্থায় কি তোমার ভেতর-বাইর আল্লাহ্র সামনে নেই? মানুষ যখন কোন অবস্থাতেই তার কাছে গোপন থাকতে পারে না, তখন মানবিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে এতটা বাড়াবাড়ি সমীচীন নয়।

উল্লেখ্য এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য জরুরী হচ্ছে, যাতে এক আয়াতের বিষয়বস্তুর সাথে অন্য আয়াতের বিষয়বস্তুর মিল থাকে। শানে নুযূলের সাথে সব আয়াতের সংগতি থাকা অপরিহার্য নয়।

৮. উপরে আল্লাহ্র জ্ঞানের ব্যাপকতা তুলে ধরা হয়েছিল, তারই পরিশিষ্টরূপে বলা হচ্ছে যে, ভূ-পৃষ্ঠে চলাচল করে এবং জীবিকার মুখাপেক্ষী এমন সমস্ত প্রাণীর জীবিকা সরবরাহের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার অনুগ্রহে নিজের উপর আবশ্যিক করে নিয়েছেন। যার জন্য যে পরিমাণ রিয্ক নির্ধারিত, তা সে অবশ্যই লাভ করবে। বান্দা যেসব আসবাব-উপকরণ ও উপায় অবলম্বন করে, তা জীবিকা লাভের দরজা। এসব অবলম্বনকালে তার দৃষ্টি যদি সব কারণের মূল কারণ আল্লাহ্র উপর নিবদ্ধ থাকে, তবে সেটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তবে আল্লাহ্র শক্তিকে এসব প্রাকৃতিক উপকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা যাবে না। তিনি কখনও কখনও আসবাব-উপকরণের মধ্যস্থতা বাদ দিয়ে সরাসরিও রিয্ক দিয়ে থাকেন বা অন্য কার্য সম্পন্ন করে দেখান।

মোদ্দা কথা, সমস্ত প্রাণীর যোগ্যতানুসারে জীবিকা ও জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করা যখন আল্লাহ্র কাজ, তখন বলাই বাহুল্য তাঁর জ্ঞানও সমস্ত প্রাণীজগত জুড়ে ব্যাপ্ত হবে। তা না হলে তাদের জীবিকার বন্দোবস্ত তিনি কী করে করবেন?

৯. হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, مستقر (অবস্থানের জায়গা) হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নাম এবং مستودع (সমর্পণস্থল) হচ্ছে কবর।

উপরে .... وما من دابة -এর মাঝে পার্থিব জীবনের বর্ণনা ছিল। এখানে বরযখ (কবর) ও আখিরাতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সূচনা হতে সমাপ্তি পর্যন্ত তোমাদের অস্তিত্বের সবগুলো পর্যায় সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত।

(৭) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○

৭. তিনিই সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে।[১১] তাঁর আরশ ছিল পানির উপর[১২] তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে উত্তম কাজ করে।[১৩] তুমি যদি বল, তোমরা মৃত্যুর পর উত্থিত হবে, তা হলে কাফিররা অবশ্যই বলবে, এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছু নয়।[১৪]

مستقر ও مستودع -এর ব্যাখ্যা নিয়ে তাফসীরবিদদের নানা মত। সূরা আন'আমে এ সম্পর্কে কিছু লেখা হয়েছে। ইব্ন কাছীর (র.) বলেন, ভূ-পৃষ্ঠের যে স্থানে চলাফেরা করা হয়, তার শেষ গন্তব্যস্থলকে مستقر বলে আর বিচরণ শেষে যেখানে ঠাঁই লওয়া হয়, তাকে مستودع বলে।

ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর মতে পার্থিব জীবনে মানুষ যেখানে বসবাস করে, সেটা مستقر আর মৃত্যুর পর যেখানে দাফন হয়, সেটা مستودع।

মুজাহিদ (র.) مستقر অর্থ করেছেন মাতৃগর্ভ এবং مستودع অর্থ পিতার পৃষ্ঠদেশ। 'আতা (র.) এর বিপরীত অর্থের দাবী করেন।

কোন কোন দার্শনিকের ধারণা, প্রাণীজগত বাস্তব অস্তিত্ব লাভের পর যে স্থানে বাস করে, তাকে مستقر এবং এর আগে সে যেসব পর্যায় ও স্থান পার হয়ে আসে, তাকে مستودع বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত পর্যায়, স্তর ও কাল পরিক্রমা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত, যেগুলো অতিক্রম করেই প্রাণীকুলকে তার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাই স্বীয় সর্বব্যাপী জ্ঞানের আলোকে অস্তিত্বের প্রতিটি ধাপে তার যোগ্যতা অনুযায়ী অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের গুণাবলী প্রদান করেন।

১০. অর্থাৎ লওহে মাহফুযে, যা আল্লাহ্র জ্ঞানের পুস্তিকা সদৃশ, এমতাবস্থায় তার জ্ঞানে প্রতিটি জিনিস কি করে বিদ্যমান না থেকে পারে?

১১. জ্ঞানের পর শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আ'রাফের সপ্তম রুকূ'তে এর ব্যাখ্যা গেছে।

১২. আসমান ও যমীনের সৃষ্টির আগে পানি সৃষ্টি করা হয়েছে, যা পরবর্তীকালে বস্তুনিচয়ের জীবনের মূল উপাদান হওয়ার ছিল। ইরশাদ হয়েছে- وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ 'এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি পানি হতে' (২১ : ৩০)।

তখন আল্লাহ্র আরশ সেই পানিরই উপর ছিল, যেমন এখন আছে আকাশমণ্ডলীর উপর। এ যেন এই গূঢ় রহস্য প্রকাশ করারই এক ধরন ছিল যে, বিশ্বজগতের মূলীভূত উপাদান ও প্রাণের আদি কারণ সম্পূর্ণরূপে আরশাধিপতির ক্ষমতা ও ইচ্ছা এবং তার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বেরই অধীন।

(৮) وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○

(৯) وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ○

৮. আমি যদি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের শাস্তি স্থগিত রাখি, তবে তারা নিশ্চয়ই বলবে, কিসে শাস্তি আটকিয়ে রাখল? শোন, যেদিন তা তাদের উপর আসবে, তখন আর তা তাদের থেকে আটকে থাকবে না এবং যে জিনিস নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।[১৫]

৯. যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই ও পরে তা তার নিকট হতে কেড়ে নেই, তখন সে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।[১৬]

---

১৩. অর্থাৎ এই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার সৃজন ও বিন্যাসের উদ্দেশ্য কেবল তোমাদেরকে এখানে আবাদ করা এবং এই পরীক্ষা করা যে, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা ও সৃষ্টির সুশংখল ধারার মাঝে চিন্তা করে তোমরা কতটুকু তোমাদের স্রষ্টা ও মালিকের সঠিক পরিচয় অর্জন কর এবং ভূলোক দ্যুলোকের সৃষ্টিরাজি দ্বারা উপকৃত হয়ে প্রকৃত অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা আদায়ের স্বভাবগত দায়িত্ব পালন কর। এটা তোমাদের এক কঠিন পরীক্ষাস্থল। প্রকৃত মালিক দেখছেন তোমাদের মধ্যে কোন্ বান্দা সততা, নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সাথে উত্তম কাজ করছে এবং বন্দেগীর দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথ আঞ্জাম দিচ্ছে।

১৪. এ দুনিয়া যখন পরীক্ষার জায়গা, তখন এরপর পুরস্কার ও শাস্তি দানের একটা জায়গা থাকা অপরিহার্য, যাতে কৃতজ্ঞ-অকৃতজ্ঞ স্ব-স্ব কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে পারে। এ কারণেই এস্থলে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর যে পুনরায় উত্থিত করা হবে ও কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে এ কথা মক্কার কাফিররা বিশ্বাস করে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মুখে বা কুরআনে যখন তারা পুনরুত্থান সম্পর্কিত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী বক্তব্য শোনে, তখন বলে, এসব কথা সুস্পষ্ট জাদু। যা বহু লোককে প্রভাবিত ও মোহমুগ্ধ করেছে। কিন্তু মনে রেখ, আমাদের উপর এসব জাদু কোন কাজ করবে না (ইব্ন কাছীর)।

১৫. তাদের অন্যায়-অনাচারের কারণে যখন আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখানো হত, আর বিশেষ হিকমতে আল্লাহ্ তা'আলা তা নির্দিষ্ট এক কাল পর্যন্ত স্থগিত রাখতেন, তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অবিশ্বাস করে বলত, সে শাস্তি কোথায়? আসছে না যে! কিসে তা আটকে রেখেছে? বলা হচ্ছে, উপহাস করছ, নির্দিষ্ট সময়ে যখন শাস্তি এসে পড়বে, তখন আর কেউ তা টলাতে পারবে না। চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টন করে তা তোমাদেরকে নির্মূল করে ছাড়বে।

(١٠) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ
إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ○

(١١) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

(١٢) فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا
لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ وَكِيلٌ ○

১০. আর যদি তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর আমি সুখ-শান্তি আস্বাদন করাই, তখন বলে ওঠে, আমার দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেছে আর সে হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী।[১৭]

১১. তবে যারা ধৈর্যশীল এবং সৎকর্মপরায়ণ, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।[১৮]

১২. তবে কি তোমার প্রতি যে ওহী এসেছে তার কিছু ছেড়ে দেবে এবং তোমার মন সংকুচিত হবে এই কারণে যে, তারা বলে, তার নিকট ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ হল না কেন বা তার সাথে ফেরেশতা আসল না কেন? তুমি তো সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে কর্ম বিধায়ক।[১৯]

---

১৬. অর্থাৎ এখন তো বলছ, আযাব কোথায়? কেন আসছে না? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ এতই নির্বোধ ও অস্থিরচিত্ত যে, আল্লাহ্ যদি স্বীয় মেহেরবানীতে তাদেরকে কিছু দিন আরাম-আয়েশে রাখার পর দুঃখ-কষ্টে ফেলেন, তখন পূর্বের অনুগ্রহরাজি সম্পূর্ণ ভুলে যায় এবং হতাশ হয়ে ভবিষ্যতের জন্য আশা ছেড়ে বসে পড়ে। অতীতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং আগামীর জন্য হতাশা এই তো তার জীবনের সারবত্তা।

১৭. অর্থাৎ বিপদ-আপদের পর যদি আল্লাহ্ তা'আলা সুখ-শান্তি দান করেন, তবে মনে করে, যেন চিরদিনের জন্য দুঃখের অবসান ঘটেছে, আগের অবস্থা আর কখনও ফিরে আসবে না। তখন সম্পূর্ণ গাফিল হয়ে যায় ও দর্প-অহংকার করে বেড়ায়। অথচ উচিত ছিল পেছনের অবস্থা স্মরণ করে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ও তার অনুগ্রহের সামনে নতশির হওয়া।

১৮. অর্থাৎ উপরে সাধারণভাবে মানুষের যে অবস্থা বর্ণিত হল, তার থেকে আল্লাহ্‌র সেই সব বান্দা ব্যতিক্রম, যারা বিপদ-আপদের মুকাবিলা করে ধৈর্য-স্থৈর্য দ্বারা এবং যারা সুখ-শান্তির সময় কৃতজ্ঞতার সাথে সৎকর্মে অধিকতর যত্নবান হয়। এরূপ কৃতসংকল্প কৃতজ্ঞ দলই মহা বখশিশ ও অনুগ্রহের উপযুক্ত।

১৯. শির্‌ক ও পৌত্তলিকতা খণ্ডন করার দরুন মক্কার মুশরিকদের আক্রোশের সীমা ছিল না। অংশীবাদীসুলভ অর্বাচীনতার কারণে তাদেরকে যতই নির্বোধ ও মূর্খ সাব্যস্ত করা হত, ততই তাদের ক্রোধানল লেলিহান হয়ে উঠত। অনেক সময় তারা চেষ্টা করত, যাতে প্রিয়নবী (সা.) এ বিষয়ে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেন এবং এই সর্ব প্রধান মৌলিক বিষয়ের প্রচারে নম্রতা অবলম্বন করেন। যখন তাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হত, তখন কেবল কষ্ট দেওয়ার অভিপ্রায়ে আশ্চর্য রকমের এক একটা বেহুদা ফরমাশ করত। যেমন বলত, আপনি যদি সত্য নবী এবং রিসালাতের পদে নিযুক্ত হয়ে থাকেন, তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আপনার সাথে দেদার অর্থ-সম্পদের ভাণ্ডারও আসা উচিত ছিল, কিংবা আসমান হতে কোন ফেরেশতা আসত, যে আপনার সমর্থন করার জন্য সর্বদা আপনার সাথে সাথে চলত (لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ হূদ ঃ ১২)। আপনার কথা মানানোর জন্য যখন কোন বৈষয়িক শক্তিও আপনার নেই, আর না রূহানী শক্তি, তখন আমরা কী করে আপনাকে স্বীকার করে নিতে পারি? প্রিয়নবী (সা.) এসব বেহুদা ফরমাশ ও অবান্তর সংশয় উত্থাপনে ভীষণ দুঃখ পেতেন। কখনও এরূপ খেয়ালও তাঁর মনে উদয় হয়ে থাকতে পারে যে, তাদের উপাস্যদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যদি এতটা কঠোরতা অবলম্বনের আদেশ না থাকত, রদ করা হত ঠিকই, কিন্তু আপাতত কিছুটা নম্রতা ও সহিষ্ণুতার সাথে, তা হলে হয়ত প্রচারকার্য অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর হত। বা তারা যিদবশত যেসব ফরমাশ করছে, কোনও ক্রমে যদি তা পূরণ করা হত, তবে অসম্ভব নয় তারা মুসলিম হয়ে যেত।

মোদ্দা কথা, সে ছিল এক নাযুক সময় ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি। সমগ্র বিশ্বে বাতিল-পূজার সুর ধ্বনিত হচ্ছিল। একই মাত্র মহান ব্যক্তি ছিলেন, যার কণ্ঠনালী হতে সত্যের নির্ঘোষ ধ্বনিত হয়ে বাতিলের দুর্গে কম্পন সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। চতুর্দিক হতে উৎপীড়ক দুশমনের ভিড়ের মধ্যে তিনি ছিলেন পরিবেষ্টিত। কেউ মিথ্যাবাদী বলত, কেউ গালমন্দ করত, কেউ করত পরিহাস। সেই পরিস্থিতি কল্পনা করুন এবং এই মহা প্রচারকের হৃদয়-শক্তি ও বীরোচিত হিম্মতকে অনুমান করার চেষ্টা করুন, যার সব ভরসা যাবতীয় আসবাব-উপকরণ হতে ছিন্ন হয়ে এক আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির উপর স্থিত ছিল। যখন দুঃখ ও ব্যথা পেতেন, তখন কেবল মহান রব্ব -এর আওয়াযেই সান্ত্বনা লাভ করতেন ও সমগ্র জাহানের বিরুদ্ধে তাজা দম নিয়ে রুখে দাঁড়াতেন। এই ধারাতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়, যার সার কথা এই যে, আপনি ওদের বেহুদা কথাবার্তা ও বাজে ফরমাশের কারণে এতটা চিন্তিত ও দুঃখিত হবেন না এবং তাদেরকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়ার কথা মনেই আনবেন না। কখনও কি এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র ওহী আপনাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছে এবং যেরূপ নিঃশঙ্ক ও নির্ভীক চিত্তে তা প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছে, তার কিছু অংশ তাদের আবোল-তাবোল উক্তিতে মনোবল হারিয়ে ছেড়ে বসবেন? এটা তো কখনও সম্ভব নয়,

(১৩) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

(১৪) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ○

১৩. তারা কি বলে, তুমি কুরআন রচনা করে এনেছ? বলে দাও, তা তোমরাও এরূপ এক দশ সূরা রচনা করে আন এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাদের পার ডেকে নাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৪. তারা যদি তোমাদের কথা না মানে, তবে জেনে রেখ, কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্র ওহী দ্বারা আর আল্লাহ্ ছাড়া কোন হুকুমদাতা নেই। তা এখন কী তোমরা মানবে?[২০]

যেহেতু নবীসুলভ ইসমত ও নিষ্পাপতা এবং মহান দৃঢ়তা তা কখনও হতে দেবে না। কাজেই অযথা বিষণ্ন চিত্ত হওয়া কেন? আপনার কাজ শুধু ভাল-মন্দ সম্পর্কে অবগত করা। তাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত করার দায়িত্ব আপনার নয়। যাবতীয় বিষয় তো আল্লাহ্রই উপর ন্যস্ত। কাজেই এদের ব্যাপারও তাঁরই হাতে ছেড়ে দিন এবং ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে প্রচারকার্যের দায়িত্ব পালনে অবিচলিত থাকুন।

২০. অর্থাৎ ফরমাশকৃত মু'জিযা দেখাতে বলে, যা দেখানো সমীচীন নয়, অথচ সর্ববৃহৎ মু'জিযা (কুরআন) তাদের সামনেই রয়েছে, কিন্তু তা মানছে না। বরং তারা বলে, (নাউযুবিল্লাহ্) এটা তোমার স্বরচিত। এর জওয়াবে বলা হয়েছে, তোমরাও তো আরব। উচ্চতর সাহিত্যালংকারের দাবীদার। তা তোমরা সবাই মিলে এর মত দশটি সূরা বানিয়ে দাও না। প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য সমস্ত মাখলুককে ডেকে নাও এবং তোমাদের কাল্পনিক দেবতাদেরকেও ডাক, যাদেরকে আল্লাহ্র শরীক মনে কর। আর যদি তা না পার, বস্তুত কখনও পারবে না, তা হলে বুঝে নাও, এরূপ বাণী সকল সৃষ্টির স্রষ্টারই হতে পারে। যার দৃষ্টান্ত পেশ করতে সমস্ত মাখলুক অপারগ। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা সেই বাণী, যা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার জ্ঞান অনুযায়ী নবীর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। যার বাণীর কেউ দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারে না, তাঁর সত্তা ও গুণে কে শরীক হতে পারে? এরূপ অনুপম বাণী সেই অনুপম আল্লাহ্রই, যাঁর কোন শরীক নেই। এরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণের পরও মুসলমান হওয়ার ও আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ হওয়ার জন্য অন্য কোন জিনিসের অপেক্ষা করতে হয়?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে সূরা ইউনুসে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে পূর্ণ কুরআনের চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল, তারপর দশ সূরার এবং এরপর এক সূরারও দৃষ্টান্ত পেশের চ্যালেঞ্জ করা হয়, যেমন সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এভাবে পর্যায়ক্রমে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়েছে।

(١٥) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ○

১৫. যে-কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়ায় আমি তাদের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি। এতে তাদের কোন লোকসান নেই।[২১]

ইখলাস বিহীন আমলের ফল দুনিয়াতেই পাওয়া যায়, আখিরাতে নয়

২১. অর্থাৎ এরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণের পরও যে ব্যক্তি কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না বা তার দেখানো পথে চলে না, বরং দুনিয়ার ক্ষণকালের জীবন ও তার টিপটপ অবস্থাকেই লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে সে অনুযায়ী কর্ম-প্রচেষ্টা চালায়। দৃশ্যত কোন সৎকর্ম, দান-খয়রাত ইত্যাদি করলেও তার দ্বারা আখিরাতের সাফল্য ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে না। শুধু পার্থিব স্বার্থোদ্ধারই লক্ষ্য থাকে। এরা ইয়াহূদী, খৃস্টান, মুশরিক, মুনাফিক কিংবা দুনিয়াদার ও রিয়াকার মুসলিম, যাই হোক না কেন, এদেরই সম্পর্কে বলা হয়েছে, দুনিয়াই তাদের ভোগ করতে দেওয়া হবে। দুনিয়া অর্জনের জন্য তারা যা-কিছু চেষ্টা করবে, তার পরিমাণ ও গুণাগুণ লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা যতটুকু সমীচীন মনে করবেন ও দিতে চাইবেন ততটুকু পরিমাণ দুনিয়ার হিস্সা তাদেরকে দান করবেন। হাদীস দ্বারা জানা যায়, কাফিররা দান-খয়রাত যা কিছু করে, তাদের সে ঈমানী রূহবিবর্জিত কেবল বাহ্যিক সৎকর্মও দুনিয়ায় বৃথা যায় না। তার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সুস্বাস্থ্য, ধন-জন, প্রভাব-প্রতিপত্তি, রাজত্ব ইত্যাদি দিয়ে সব ঝেড়ে-মুছে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে কিছুই তাদের কাজে আসবে না। যে কাফিরের জন্য যে শ্রেণীর শাস্তি স্থির করা হয়েছে, তা কখনও টলবার বা লাঘব হওয়ার নয়। ইরশাদ হয়েছে- مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا। 'কেউ আশু ফল কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়' (১৭ঃ১৮)।

রিয়াকার ও দুনিয়া-পূজারী আলিম, দানশীল ও মুজাহিদ সম্পর্কে যে সাবধান-বাণী এসেছে, তার সারকথাও এই যে, তাদেরকে হাশরের দিন বলা হবে, তুমি যে উদ্দেশ্যে ইল্ম শিক্ষা দিয়েছিলে বা দান-খয়রাত ও জিহাদ করেছিলে তা দুনিয়ায় পেয়ে গেছ, এখন আমার কাছে তোমার জন্য কিছুই নেই। ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে, একে জাহান্নামে নিয়ে যাও' (আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন)।

(১৬) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا
فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○
(১৭) اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ
مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۭ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ
مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۤ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১৬. এরাই তারা যাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া কিছু নেই।[২২] এখানে যা কিছু করেছিল, তা নিষ্ফল হয়েছে এবং যা কিছু তারা অর্জন করেছিল, তা নস্যাত হয়েছে।[২৩]

১৭. তবে কি যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সুস্পষ্ট পথে আছে এবং তার সংগে আছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এক সাক্ষী এবং তার পূর্বে সাক্ষী ছিল মূসার কিতাব পথ-প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ, সে কি অন্যদের সমতুল্য?[২৪] এরাই কুরআনে বিশ্বাস করে। আর অন্যান্য দলের যারা একে অস্বীকার করে, জাহান্নামই তাদের ঠিকানা।[২৫] সুতরাং তুমি এ সম্বন্ধে সন্দেহে থেক না। নিশ্চয়ই এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য, কিন্তু তবু বহু লোক বিশ্বাস করে না।[২৬]

---

২২. অর্থাৎ এ সমস্ত কর্মে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুর অধিকার লাভ হয় না- কাফিররা স্থায়ীভাবে, আর রিয়াকার মুসলিম সীমিত সময়ের জন্য। তবে আল্লাহ্ তা'আলা কতক মু'মিনকে কেবল নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করবেন, সে স্বতন্ত্র কথা।

২৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় পার্থিব স্বার্থে যেসব কাজ করেছিল, আখিরাতে যাওয়ার পর বুঝতে পারবে, তা সবই বরবাদ হয়ে গেছে। লোক দেখানোর জন্য বা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য দৃশ্যত যেসব সৎকর্ম করেছিল, তা সব বৃথা ধ্বংস হয়েছে। এখানে কিছুই কাজে আসেনি।

স্বভাব-ধর্ম (ইসলাম) ও তার সাক্ষী

২৪. অর্থাৎ এই ব্যক্তি এবং উপরিউক্ত রিয়াকার দুনিয়া-পূজারী কি সমতুল্য হতে পারে? কখনও নয়।

بينة -সুস্পষ্ট পথ। অর্থাৎ সেই পথ, যে পথে মানুষ তার প্রকৃত ও সুস্থ স্বভাবের চাহিদায় চলতে চায়- যদি না তা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এটাই তাওহীদ, ইসলাম ও কুরআনের পথ। ইরশাদ হয়েছে - فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ 'তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌র

(١٨) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ
وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى
الظّٰلِمِيْنَ ○

১৮. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে?[২৭] তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষিগণ বলবে, এরাই তারা, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।[২৮] শোন, যালিমদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন' (৩০ ঃ ৩০)।

হাদীছে আছে- كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ 'সব শিশুই ফিতরতের উপর (স্বভাব-ধর্ম নিয়ে) জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী বা নাসারা কিংবা অগ্নিপূজক বানায়।

شاهد منه (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সাক্ষী) হচ্ছে কুরআন মাজীদ। কুরআন সাক্ষ্য দেয় যে, স্বভাব-ধর্ম (তাওহীদ ও ইসলাম)-এর অনুসারী নিঃসন্দেহে সঠিক পথে আছে। কুরআন যে সত্য এর সাক্ষ্য সে নিজেই। কবি সুন্দর বলেছেন- آفتاب آمد دليل آفتاب 'সূর্য যে আছে, সূর্য নিজেই তার প্রমাণ'।

কুরআনের বাহক যেহেতু জিবরাঈল আমীন (আ.) এবং ধারক মুহাম্মাদ (সা.) এ হিসাবে তাদেরকেও সাক্ষী বলা যেতে পারে। বরং প্রিয়নবী (সা.)-এর শান তো এমন যে, তাঁর স্বভাব-চরিত্র, মু'জিযা, পবিত্র যবান ও নূরানী চেহারা সব কিছু সাক্ষ্য বহন করে, তিনি যে দীন নিয়ে এসেছেন তা বিলকুল সত্য।

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا وَّرَحْمَةً –অর্থাৎ কুরআনের পূর্বে যে নবীর প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে, তা সবই স্বভাব-ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষী ছিল। বিশেষত হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি যে মহাগ্রন্থ (তাওরাত) নাযিল হয়েছিল কুরআনের পূর্বে তাকে যারা স্বভাব ধর্মের রাজপথে বিচরণ করে, সেই সব লোকের সত্যতার এক মহা সাক্ষী বলা উচিত।

২৫. অর্থাৎ ইয়াহূদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক, মাজূসী, আরব, আযম, ইউরোপ, এশিয়া, যে কোন সম্প্রদায় ও দেশ এবং যে কোন দল ও জামাআতের সংগে সম্পৃক্ত হোক, যতক্ষণ না কেউ কুরআনকে স্বীকার করবে, মুক্তি লাভ করবে না। মুসলিম শরীফসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ও ব্যাপক শব্দে একথা ঘোষণা করেছেন।

(١٩) الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

(٢٠) اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ○

১৯. যা আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদান করে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে এবং তারাই আখিরাতে অবিশ্বাসী।[২৯]

২০. তারা পৃথিবীতে পালিয়ে অপারগ করবার নয় এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোন সাহায্যকারীও নেই।[৩০] তাদের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি।[৩১] তারা শোনার সামর্থ রাখত না এবং তারা দেখতও না।[৩২]

---

২৬. কুরআন শোনে এমন প্রত্যেককে লক্ষ্য করে একথা বলা হয়েছে অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সম্বোধন করে অন্যদের বুঝান উদ্দেশ্য যে, কুরআনের সত্যতা এবং এটা যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতীর্ণ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যারা বিশ্বাস করে না, তারা হয় আহমক, নয়তো হঠকারী।

২৭. অর্থাৎ কুরআন মিথ্যা ও উদ্ভাবিত নয়। আল্লাহ্‌র সত্য বাণী। এর প্রতি বিশ্বাস অনিবার্য। ভাল করে বুঝে নাও, আল্লাহ্‌র প্রতি যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কেউ হতে পারে না। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী নয়, অথচ বলে দিল এটা তাঁরই বাণী বা বাস্তবিক তাঁর বাণী হওয়া সত্ত্বেও এবং আল্লাহ্ স্বয়ং একথা বারবার বলার পরও যে এটা আমার বাণী, সে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় এবং বলে এটা তাঁর বাণী নয়।

২৮. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন সমুদয় সৃষ্টির সম্মুখে আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হবে এবং তাদের দুষ্কৃতির খতিয়ান খুলে ধরা হবে, তখন সাক্ষ্য দানকারী ফেরেশতা, নবী-রাসূল, পুণ্যবান বান্দাগণ, বরং খোদ তাদের হাত-পা বলবে, এরাই সেই হতভাগা যালিম, যারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে মিথ্যা বলে বেড়াত।

২৯. এটা আল্লাহ্ তা'আলার বক্তব্য যে, যারা অন্যায়ভাবে আল্লাহ্‌র বাণীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং সর্বোপরি আখিরাতকে অস্বীকার করে, অন্যকে আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দেয় এবং এই ধান্ধায় থাকে যে, কী করে আল্লাহ্‌র সরল পথকে বাঁকা সাব্যস্ত করা যায়, এরূপ যালিমদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ লা'নত।

৩০. অর্থাৎ এরূপ বিস্তৃত ভূ-পৃষ্ঠে না কোথাও পালিয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌র দৃষ্টির আড়ালে লুকাতে পারবে এবং না এমন কোন সাহায্যকারী পাবে, যে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে বাঁচাতে সক্ষম।

(٢١) أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

(٢٢) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ○

(٢٣) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ○

(٢٤) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

২১. এরাই তারা, যারা আত্মনাশ করেছে এবং যে মিথ্যা তারা রচনা করত, তা তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে।[৩৩]

২২. নিঃসন্দেহে এরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

২৩. তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে বিনয় প্রদর্শন করেছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী, তারা তাতেই অবস্থান করবে।[৩৪]

২৪. উভয় দলের দৃষ্টান্ত অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্নের মত। উভয়ের অবস্থা কি সমান? তোমরা কি চিন্তা কর না?[৩৫]

---

৩১. কেননা, নিজেও পথহারা হয়েছে, অন্যদেরও পথহারা করেছে।

৩২. অর্থাৎ দুনিয়ায় এমন অন্ধ, বধির হয়ে থেকেছিল যে, না সত্য শোনার সামর্থ্য ছিল, না আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী দেখতে পেত। যা দেখলে হিদায়াতের পথপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) এর ব্যাখ্যা করেছেন, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে এবং ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত কথাকে তাঁর সংগে সম্পৃক্ত করেছে। এগুলো তারা পেল কোথায়? গায়ব থেকে শুনে আসারও শক্তি ছিল না এবং গায়ব দেখতেও পেত না। তা হলে এর ভিত্তি কী?

৩৩. আত্মনাশ তো এটাই যে, স্থায়ী শাস্তিতে নিপতিত হল এবং সেখানে পৌঁছার পর মিথ্যা সব দাবী উধাও হয়ে গেল।

৩৪. অবিশ্বাসীর অশুভ পরিণামের বিপরীতে বিশ্বাসীদের শুভ পরিণাম তুলে ধরা হয়েছে। তাদের বিনয় আল্লাহ্‌র ভাল লেগেছে, যে কারণে তাদেরকে নিজের স্থায়ী সন্তুষ্টি দান করেছেন।

৩৫. অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা তো অন্ধ ও বধির, যেমন দু'তিন আয়াত পূর্বে বলা হয়েছিল مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ যে ব্যক্তি নিজেও দেখতে পায় না

(২৫) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰی قَوْمِهٖۤ ؗ اِنِّیْ لَكُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۙ
(২৬) اَنْ لَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ اَلِیْمٍ
(২৭) فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا
وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِیْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِیَ الرَّاْیِ ۚ وَمَا نَرٰی لَكُمْ
عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِیْنَ

২৫. আমি নূহকে প্রেরণ করি তার সম্প্রদায়ের প্রতি এই মর্মে যে, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করি সুস্পষ্টরূপে।[৩৬]

২৬. যেন তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত না কর।[৩৭] আমি তোমাদের সম্বন্ধে আশংকা করি মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির।[৩৮]

২৭. তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানগণ বলল, তোমাকে আমরা আমাদের মত একজন মানুষই দেখছি এবং আমরা তো দেখছি চিন্তা-ভাবনা না করে তোমার অনুসরণ কেবল তারাই করছে, যারা আমাদের মধ্যে নীচে সম্প্রদায়। আর আমরা আমাদের উপর তোমার কোন শ্রেষ্ঠত্বও দেখছি না, বরং আমরা মনে করি তোমরা সব মিথ্যাবাদী।[৩৯]

এবং অন্যের কথাও শোনে না তার আরম্ভ ও পরিণাম কি করে সেই সমুজ্জ্বল আত্মার অধিকারী মু'মিনদের সমতুল্য হতে পারে, যারা দৃষ্টি দিয়ে হক ও বাতিল এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে এবং নিজ পথ-প্রদর্শকদের কথা সতর্ক কানে শুনতে পারে? চিন্তা করে দেখ, উভয়ের পরিণতি কি করে এক হতে পারে? সামনে এ বিষয়েরই সমর্থনে হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা বিবৃত করা হচ্ছে।

হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত

৩৬. অর্থাৎ অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে সেই সব বিষয়, যাতে লিপ্ত হলে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তির আশংকা আছে বা সে আযাব হতে নিরাপদ থাকার উপায়সমূহ বাতলে দেই।

৩৭. অর্থাৎ ওদ্দ, সুআ', ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাস্‌র-এর, যার উল্লেখ সূরা 'নূহ'-এ আসবে।

৩৮. অর্থাৎ গায়রুল্লাহর পূজা হতে বিরত না হলে কঠিন শাস্তি আসার আশংকা আছে। 'মর্মন্তুদ দিন' বলতে সেই দিন বুঝান হয়েছে, যে দিন মর্মবিদারক ও মারাত্মক ঘটনা ঘটে, যেমন কিয়ামত দিবস অথবা সেই দিন, যে দিনে নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

(٢٨) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰىنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ○

২৮. সে বলল, হে সম্প্রদায়! দেখ তো আমি যদি আমার প্রতিপালকের সুস্পষ্ট পথে থাকি এবং তিনি আমার প্রতি প্রেরণ করেন নিজের কাছ থেকে অনুগ্রহ আর তা তোমাদের চোখের অগোচরে রাখেন, তবে কি আমি এর উপর তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি, যখন তোমরা তা অপসন্দ কর?৪০

নূহ (আ.)-এর আহবানে তাঁর সম্প্রদায়ের জওয়াব

৩৯. অর্থাৎ সমগ্র জাতির মধ্যে রাসূলের তো বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। কিন্তু আমরা দেখছি তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ। আসমানের ফেরেশতা নও, যার সামনে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মানুষের মাথা নত হবে। মানুষও তো তুমি এমন কিছু নও যে, আমাদের উপর তোমার বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব আছে। যদি তুমি একজন বিত্তবান হতে বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি, কি রাজা-বাদশাহ্ হতে, সেও ছিল কথা। তোমার যারা অনুসারী হয়েছে মা-শা-আল্লাহ্! তারাও সবাই দরিদ্র, নীচ ও নিম্ন শ্রেণীর লোক। যাদের সাথে বসাও আমাদের মত অভিজাতদের জন্য লজ্জার বিষয়। তা আল্লাহ্ তাঁর রাজ্য জুড়ে কেবল তোমাদেরকেই তাঁর দৌত্য ও নবূওয়াতের দায়িত্বে নিযুক্ত করার জন্য খুঁজে পেলেন? ধনে-জনে এবং মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে আমরা তোমাদের চেয়ে কোন্ বিষয়ে নীচে ছিলাম যে, আমাদেরকে এ পদের জন্য মনোনীত করা হল না? অন্ততপক্ষে তোমার অনুসারীরাই কোন সম্মানিত ও উচ্চ শ্রেণীর লোক হত, সেও কথা ছিল। এই সব মুচি-মজুররা তোমার অনুসারী হয়েছে বলে তোমার এমন কী মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হতে পারে এবং কী করেই বা এটা তোমার সত্যতার দলীল হতে পারে? এরূপ মোটা বুদ্ধির লোকদের যাদের হীনতা ও নীচতা সুস্পষ্ট, কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে ভাসাভাসা ঈমান আনার দ্বারা তোমার এমন কী গুণ ও যোগ্যতা প্রকাশ পায়? বরং আমাদের তো ধারণা, তোমরা সবাই মিথ্যাবাদী। তোমরা একটা কথা বানিয়ে নিয়েছ আর কতগুলো নির্বোধ তোমাদের হাঁ-তে হাঁ মিলিয়ে দিয়েছে, যাতে নতুন এক আন্দোলন খাড়া করে স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পার। এই ছিল সে অভিশপ্তদের বক্তব্যের সারমর্ম। নূহ (আ.) যে জওয়াব দিয়েছিলেন, তা সামনে আসছে।

নূহ (আ.)-এর উত্তর

৪০. অর্থাৎ একথা সত্য যে, নবীর জন্য অপরাপর মানুষ হতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু সেটা ধন-সম্পদ, রাজত্ব ও দুনিয়ার টিপটপ দ্বারা অর্জিত হবে না,

(২৯) وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○

২৯. হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের কাছে অর্থসম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌রই উপর। আমি তো মু'মিনদেরকে তাড়াবার নই। তারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত করবার।[৪১] কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা সব অজ্ঞ লোক।[৪২]

বরং উন্নত চরিত্র মাধুরী, অসাধারণ যোগ্যতা, তাকওয়া, আল্লাহ্‌ভীতি, সত্যাশ্রয়, সৃষ্টির প্রতি দয়া এবং সেই সব প্রকাশ্য আয়াত ও নিদর্শন দ্বারা অর্জিত হয়, যা আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহের পূর্ণতাবিধান ও দলীল-প্রমাণের চূড়ান্তিকরণের উদ্দেশ্যে তাদের মাঝে স্থাপিত করেন বা তাদের দ্বারা প্রকাশ করেন। তারা আল্লাহ্‌র ওহী ও দলীল-প্রমাণের আলোকে সমুজ্জ্বল পথে চলেন এবং রাতদিন আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত তাদের উপর বৃষ্টির মত বর্ষিত হয়। নূহ (আ.) বললেন, এসব জিনিস আমার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু অন্ধ যেমন সূর্যের আলো দেখে না, তদ্রূপ তোমাদের চোখ আল্লাহ্‌র এ জ্যোতি দেখতে অক্ষম। তা আমরা কি যবরদস্তিমূলক তোমাদেরকে সেই জ্যোতি মেনে নিতে বাধ্য করতে পারি, যার প্রতি তোমাদের এতই ঘৃণা যে, চোখ খুলে দেখতেও রাযী নও? মোদ্দা কথা, আমার শ্রেষ্ঠত্ব যে তোমরা দেখতে পাও না, তার কারণ তোমাদের অন্তর্চক্ষু অন্ধ কিংবা বন্ধ।

মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব ও নূহ (আ.)-এর জওয়াব

৪১. অর্থাৎ প্রচারকার্যের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন বেতন চাই না যে, আর্থিক স্বার্থপরতার সন্দেহ করবে। আমি আমার প্রতিপালকের বাধ্য, তাঁরই কাছে আমার পারিশ্রমিক। আলহামদু লিল্লাহ্, না আমি তোমাদের অর্থ-সম্পদ চাই, না আমার কোন প্রয়োজন আছে। কাজেই গরীবদের ছেড়ে ধনীদের দিকে ঝুঁকব কী হেতু? নিছক দারিদ্র বা পেশার কারণেই যদি তোমরা আমার অনুসারীদেরকে নীচ মনে কর, তবে ভাল করে বুঝে রাখ, আমি এমন ব্যক্তি নই যে, ঈমানের অমূল্য ধনে যারা ধনী, তাদেরকে বাহ্যিক দুরবস্থার কারণে জানোয়ারের মত তাড়িয়ে দেব। একদিন তারা তাদের প্রতিপালকের সংগে সাক্ষাত করবে। তখন তারা তাঁর দরবারে আমার সম্পর্কে অভিযোগ করবে যে, আপনার নবী দাম্ভিক দুনিয়াদারদের খাতিরে আমাদের মত দরিদ্র অনুগতদেরকে বের করে দিয়েছিলেন। বাহ্যিক অবস্থার বিপরীতে আমি কী করে বুঝব যে, তাদের ঈমান কেবল উপরে উপরে? অন্তর চিরে দেখা আমার কাজ নয়। তাদের মনের অবস্থা কী তা আল্লাহ্‌র কাছেই প্রমাণিত হবে।

(৩০) وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

(৩১) وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْۤ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ۚۖ اِنِّيْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৩০. হে সম্প্রদায়! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই, তবে কে আমাকে আল্লাহ্ হতে মুক্ত করবে? তোমরা কী অনুধাবন কর না?[৪৩]

৩১. আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার আছে এবং আমি গায়ব সম্পর্কেও অবহিত নই। আর বলি না যে, আমি ফেরেশতা। তোমাদের চোখে যারা হীন, তাদের সম্পর্কে আমি বলি না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে মংগল দান করবেন না। তাদের অন্তরে যা কিছু আছে, তা আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত। এরূপ বললে আমি যালিম সাব্যস্ত হব।[৪৪]

---

৪২. অর্থাৎ অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে পরিণামের প্রতি দৃষ্টিপাত করছ না। কেবল তাদের বাহ্যিক দুরবস্থা দেখে হেয় জ্ঞান করছ এবং এই অবাস্তব প্রস্তাব করছ যে, তাদেরকে দূর করে দিলে আমরা তোমার কাছে আসব। দারিদ্র ও হালাল উপার্জন কী দোষের কিছু? বরং এটাই তো এমন জিনিস, যা সত্য গ্রহণের পথে বাধা হয় না। সাধারণত সম্পদ ও ক্ষমতার নেশা মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত রাখে। এজন্যই প্রসিদ্ধ 'হাদীছই হিরাক্ল'-এ আছে যে, নবীদের অনুসারীরা দরিদ্র হয়ে থাকে। যা হোক, তোমরা জান না সকলকে আল্লাহ্র কাছে সমবেত হতে হবে। সেখানে যাওয়ার পর বুঝতে পারবে নিজেদেরকে তাদের চেয়ে উত্তম মনে করাটা তোমাদের অজ্ঞতাপ্রসূত উন্নাসিকতা ছাড়া আর কিছু ছিল না।

৪৩. অর্থাৎ আমি তোমাদের দম্ভ ও অহংকার এবং মূর্খতায় প্রভাবিত হয়ে নিজের ক্ষতি করি কী করে? তোমাদের খাতিরে যদি আমি আল্লাহ্র নিষ্ঠাবান বান্দাদের তাড়িয়ে দেই, তবে তাঁর পাকড়াও ও শাস্তি হতে আমাকে কে বাঁচাতে পারবে?

৪৪. কাফিররা হযরত নূহ (আ.)-কে বলেছিল, তুমি আমাদেরই মত মানুষ এবং ধনেজনেও কিছু শ্রেষ্ঠ নও। হযরত নূহ (আ.) অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ভাষায় ও ইনসাফের সংগে এর জওয়াব দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই তোমরা যেরূপ বৈশিষ্ট্য দেখতে চাচ্ছ, তা আমার মধ্যে নেই এবং আমি তার দাবীও করি না। আমি একজন মানুষই বটে, ফেরেশতা নই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সব ধন-ভাণ্ডারও আমার ইখতিয়ারে দিয়ে দেননি। তাছাড়া, গায়বের সব কথাও আমাকে অবহিত করা হয়নি। কিন্তু এ সব কিছু স্বীকার করার সাথে সাথে আমি তোমাদের মত একথা কখনও বলব না যে,

(৩২) قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

(৩৩) قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

৩২. তারা বলল, হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া করেছ এবং ঝগড়া করেছ অতি মাত্রায়। সুতরাং তুমি যার ওয়াদা করছ তা উপস্থিত কর– যদি তুমি সত্যবাদী হও।[৪৫]

৩৩. সে বলল, আল্লাহ্ই তো তা উপস্থিত করবেন যদি তিনি চান। আর তোমরা পালিয়ে অপারগ করতে পারবে না।[৪৬]

তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় ও নিন্দিত (অর্থাৎ আমি ও আমার সংগিগণ), তাদেরকে আল্লাহ্ কখনই কোন কল্যাণ দান করতে পারেন না। যেমন তাদের মধ্যে কাউকে নবূওয়াত ও হিকমত দান করা এবং অন্যদেরকে ঈমান ও প্রকৃত জ্ঞানের ঐশ্বর্য দান করা। ভাল করে বুঝে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরের যোগ্যতা ও অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবগত। প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী তিনি মংগল প্রদান করেন ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা হিসাবে ব্যবহার করেন। তিনি আমার ও আমার সাথীদের প্রতি যে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন, তা তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে। আমি যদি বলি যে, বাহ্য দৃষ্টিতে তোমাদের কাছে যাদেরকে দুরবস্থাসম্পন্ন ও হেয় মনে হচ্ছে, অন্তর্যামী আল্লাহ্ তা'আলাও তাদেরকে কোন ইয্যত ও সম্মান দান করেননি, তবে সেটা নিতান্তই অমূলক ও অন্যায় হবে।

এ আয়াতের প্রথম তিন বাক্য সূরা আনআমেও গেছে। সেখানকার টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৫. মহা প্লাবনের পূর্বে হযরত নূহ (আ.) তাদের মাঝে সাড়ে ন'শ বছর অতিবাহিত করেন। এ দীর্ঘ সময় তিনি রাত-দিন প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বতোভাবে তাদের উপদেশ দান, তাদের প্রতিটি সন্দেহের জওয়াব প্রদান এবং প্রচারকার্য, আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের ধারা জারী রাখেন। শত শত বছর এভাবে কেটে যায়। কাফিররা তাঁর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা ও দিন-রাতের অবিশ্রান্ত মেহনতে কোণঠাসা হয়ে শেষ পর্যন্ত বলে ওঠে, এসব এখন বন্ধ করুন। আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে যে আযাবের হুমকি দিচ্ছেন, তা এখনই নিয়ে আসুন! যাতে করে রোযকার এই বাক-বিতণ্ডা শেষ হয়ে যায়।

৪৬. অর্থাৎ সব জিনিস আমার ক্ষমতাধীন নয়। আল্লাহ্ তাঁর অপার প্রজ্ঞা অনুযায়ী যখন ইচ্ছা আযাব নাযিল করবেন। আমার দায়িত্ব ছিল শুধু সতর্ক করা। তবে আযাব তো এমনই ভয়াল ও বিশাল ব্যাপার, যা আনয়ন বা প্রতিহত করা উভয়ই মানুষের শক্তির ঊর্ধ্বে। আল্লাহ্র যখন ইচ্ছা হবে, তখন কোথাও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। এমন কে আছে, যে আল্লাহ্কে (নাউযুবিল্লাহ্) অক্ষম করতে পারে?

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ
اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۟ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ؕ (٣٤)
اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا
تُجْرِمُوْنَ ؕ (٣٥)

৩৪. আমি যদি তোমাদেরকে নসীহত করতে চাই, তো সে নসীহত তোমাদের উপর ফলপ্রসূ হবে না- যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে।[৪৭]

৩৫. তারা কি বলে, কুরআন সে নিজে রচনা করে এনেছে।[৪৮] বল, যদি আমি রচনা করে এনে থাকি, তবে আমার অপরাধ আমারই উপর আর তোমরা যে অপরাধ কর, তার দায়-দায়িত্ব আমার নয়।[৪৯]

---

৪৭. অর্থাৎ কুফরের উপর এতটা যিদ ও বাড়াবাড়ি এবং চরম নির্লজ্জতার সাথে শাস্তি অবতরণের দাবীই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাই তোমাদেরকে গুমরাহীতে নিপতিত রেখে শেষটায় ধ্বংস করে দেওয়া। কাজেই তোমাদের অপকীর্তির কারণে যদি আল্লাহ্ তা'আলা এমনই চেয়ে থাকেন, তবে আমি তোমাদেরকে যতই উপদেশ দিয়ে উপকার করতে চাই না কেন, উপকার কিছুই হবে না এবং আমার উপদেশ আদৌ ফলপ্রসূ হবে না। তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু যার ক্ষমতাধীন। তিনি যাঁর সাথে যে ব্যবহার করেন, কেউ তাতে বাধ সাধতে পারে না। সকলকেই তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। তিনিই সকলকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি দান করবেন।

যোগসূত্র ঃ হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, এ পর্যন্ত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের যত প্রশ্ন ও আপত্তি ছিল, তা সবই হযরত (সা.)-এর সম্প্রদায়েরও ছিল। এর দ্বারা যেন তারাও জওয়াব পেয়ে গেল। তাদের একটা নতুন দাবীও ছিল- সামনে ঘটনার মাঝখানে তা বর্ণিত হচ্ছে।

৪৮. মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে একথা বলেছিল যে, কুরআন তিনি নিজে রচনা করে এনেছেন। হযরত নূহ (আ.) কোন কিতাব আনেননি যে, তাঁর সম্প্রদায় এরূপ বলবে (মূযিহুল-কুরআন)। কিন্তু কোন কোন মুফাসসির এ আয়াতকেও নূহ (আ.)-এর ঘটনার অংশ বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর সম্প্রদায় বলল, নূহ যেসব কথাকে আল্লাহ্র সংগে সম্পৃক্ত করছে, তা আসলে তাঁরই রচিত। কেউ কেউ বলেন, কথাবার্তা যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে মক্কাবাসীর, কিন্তু এর সম্পর্ক ছিল বিশেষভাবে নূহ (আ.)-এর ঘটনার সাথে। যেন তারা বলত, এসব কাহিনী আপনি মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছেন। বাস্তবে এসব ঘটনার কোন ভিত্তি নেই।

(٣٦) وَ اُوۡحِیَ اِلٰی نُوۡحٍ اَنَّهٗ لَنۡ یُّؤۡمِنَ مِنۡ قَوۡمِكَ اِلَّا مَنۡ قَدۡ اٰمَنَ فَلَا تَبۡتَئِسۡ بِمَا كَانُوۡا یَفۡعَلُوۡنَ ○

(٣٧) وَ اصۡنَعِ الۡفُلۡكَ بِاَعۡیُنِنَا وَ وَحۡیِنَا وَ لَا تُخَاطِبۡنِیۡ فِی الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا ۚ اِنَّهُمۡ مُّغۡرَقُوۡنَ ○

৩৬. আর নূহের প্রতি আদেশ হল, যারা ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া তোমার সম্প্রদায়ের আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং তারা যা করছে, সেজন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না।[৫০]

৩৭. তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার আদেশে নৌকা নির্মাণ কর এবং যালিমদের বিষয়ে আমার সাথে কথা বলো না। নিঃসন্দেহে তারা নিমজ্জিত হবে।[৫১]

---

৪৯. কুরআনকে 'স্বরচিত' বলার বস্তুনিষ্ঠ জওয়াব এ সূরাতেই এক রুকূ' আগে দেওয়া হয়েছে। এখানে শেষ কথা বলা হয়েছে যে, কুরআন যে আল্লাহ্র কালাম, এটা বার বার অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও মযবূত দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এরূপ সমুজ্জ্বল জিনিস প্রত্যাখ্যান করে তোমরা যে পাপরাশি সঞ্চয় করে যাচ্ছ, তার পরিণাম তোমাদেরই ভোগ করতে হবে। এখন সেই চিন্তা কর। আমি যথেষ্ট পরিমাণে সত্য প্রচার করেছি, তোমাদের বুঝিয়েছি। আমার দায়িত্ব শেষ। এখন তোমরা যে ভুল করবে, তার দায়-দায়িত্ব আমার নয়। হাঁ, (অসম্ভবকে মেনে নেওয়ার পর্যায়ে) আমি যদি মিথ্যা আরোপ করে থাকি, তবে তার পাপ আমার উপর বর্তাতে পারে, কিন্তু আল-হামদু লিল্লাহ্ এরূপ ঘটেনি।

৫০. সম্প্রদায়ের যুলুম-নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন নূহ (আ.) শত শত বছর তাদের উৎপীড়ন সহ্য করার পর পরিশেষে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করলেনঃ اَنِّیۡ مَغۡلُوۡبٌ فَانۡتَصِرۡ 'আমি অপারগ, আপনি প্রতিশোধ নিন।'

ইরশাদ হল, অল্পসংখ্যক যে ক'জনের ভাগ্যে ঈমান আনার ছিল, তারা এনেছে। সামনে এদের মধ্যে আর কেউ ঈমান আনার নেই। সুতরাং এদের শত্রুতা, অবিশ্বাস ও উৎপীড়নে বেশী দুঃখ করো না, শীঘ্রই আল্লাহ্র প্রতিশোধ গ্রহণের তরবারি খাপমুক্ত হবে, যা সব অন্যায়-অনাচারের অবসান ঘটাবে।

৫১. আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে বললেন, আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার আদেশ ও শিক্ষা অনুযায়ী একটি নৌকা তৈরী কর। কেননা, শীঘ্রই ভয়াবহ বন্যা দেখা দেবে, যাতে সমস্ত যালিম ও কাফির নির্ঘাত নিমজ্জিত হবে। তাদের

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ قف وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ط قَالَ
(৩৮) إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ٥
(৩৯) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُّخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٥

৩৮. সে নৌকা নির্মাণ করছিল[৫২] এবং তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা যখনই তার পাশ দিয়ে যেত, তারা তাকে উপহাস করত।[৫৩] সে বলত, তোমরা যদি আমাকে উপহাস কর, তবে আমরাও তোমাদের উপহাস করি– যেমন তোমরা উপহাস করছ।[৫৪]

৩৯. শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপর আপতিত হয় লাঞ্ছনাকর শাস্তি এবং নিপতিত হয় তার উপর স্থায়ী আযাব।[৫৫]

সম্পর্কে এবার এ ফয়সালা অবশ্যই কার্যকর হবে। কোন যালিমের জন্য সুপারিশ ইত্যাদি নিয়ে তুমি আমার সাথে কথা বলো না। আসন্ন শাস্তি বিলকুল অটল। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) যখন কওমে লূত সম্পর্কে তর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন, তখন তাঁকেও এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ‘হে ইব্‌রাহীম! এর থেকে বিরত হও। তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে। তাদের প্রতি তো আসবে শাস্তি, যা অনিবার্য (১১ঃ৭৬)।

৫২. বলা হয়, কয়েক বছর লেগেছিল সে নৌকা তৈরী করতে– নৌকা কি অতিকায় জাহাজ। তাতে কয়েকটি বিভাগ ছিল। তাফসীরকারগণ তার বিবরণ প্রদানে অনেক কিছু অতিশয়োক্তিযুক্ত ও অবিশ্বাস্য রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন, যার আকছারই ইসরাঈলী।

৫৩. তারা বলত, দেখ নবী এখন ছুতারী শুরু করে দিয়েছে। কখনও এই অভিনব জিনিস দেখে নূহ (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করত, কী বানাচ্ছ? তিনি বলতেন, এমন একটা ঘর বানাচ্ছি, যা পানিতে চলবে, কিন্তু ডুববে না। তারা শুনে হেসেই খুন হত আর বলত, দেখ স্থলে ডোবার কবল হতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে।

৫৪. হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, তারা হাসত এই বলে যে, ‘শুকনা মাটিতে ডুববে বলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করছে।’ তিনি হাসতেন এ জন্য যে, মাথার উপর মৃত্যু দাঁড়ানো, আর তারা হাসাহাসি করছে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ীই অনুবাদক (র.) فانا نسخر منكم -এর তরজমা করেছেন বর্তমান কাল দ্বারা। ইব্‌ন কাছীর প্রমুখ نسخر منكم -এর ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ আজ তোমরা আমাদের আহ্‌মক ঠাওরাচ্ছ ও পরিহাস করছ, কিন্তু সে ক্ষণ তো দূরে নয় যে, এর জওয়াবে তোমাদের আহ্‌মকী ও বোকামিতে আমরা হাসবার সুযোগ পাব, যখন নিজ অপরাধের পরিণামে তোমরা চরম দণ্ড ভোগ করবে।

(٤٠) حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمۡرُنَا وَ فَارَ التَّنُّوۡرُ ۙ قُلۡنَا احۡمِلۡ فِیۡهَا مِنۡ كُلٍّ زَوۡجَیۡنِ اثۡنَیۡنِ وَ اَهۡلَكَ اِلَّا مَنۡ سَبَقَ عَلَیۡهِ الۡقَوۡلُ وَ مَنۡ اٰمَنَ ؕ وَ مَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِیۡلٌ ○

৪০. অবশেষে যখন আমার আদেশ এসে গেল এবং উনুন উথলে উঠল,[৫৬] আমি বললাম, প্রতিটি শ্রেণী হতে তুলে নাও দু'টির জোড়া[৫৭] এবং যার সম্বন্ধে পূর্ব আদেশ রয়েছে,[৫৮] সে ভিন্ন তোমার পরিবারের লোকজনকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তার সংগে ঈমান এনেছিল সামান্য সংখ্যক।[৫৯]

---

৫৫. অর্থাৎ আর বেশী দেরী নয়। শীঘ্রই পরিষ্কার হয়ে যাবে, দুনিয়ার লাঞ্ছনাকর এবং আখিরাতের স্থায়ী আযাব কার উপর পতিত হয়!

৫৬. অর্থাৎ নূহ (আ.) নৌকা তৈরী করে যাচ্ছেন। অবশেষে ওয়াদা অনুযায়ী আল্লাহ্র আদেশ এসে গেল। মেঘের প্রতি আদেশ হল, বর্ষিত হও এবং যমীনের প্রতি আদেশ হল উথলে ওঠ আর ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হল, তারা যেন শাস্তি দান সংক্রান্ত নিজ নিজ দায়িত্ব আনজাম দেন। সুতরাং উপর থেকে বৃষ্টি শুরু হল। নীচ থেকে মাটি ফুঁড়ে ফোয়ারার মত পানি উথলে আসতে লাগল। এমন কি যে উনুন আগুনে ভর্তি থাকে, সেখান থেকেও সবেগে পানি বের হতে লাগল।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ تنور -এর অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবেত্তাদের মতভেদ রয়েছে। কারও মতে যে কোন (চুলা)। কেউ বলেন, এটা এক বিশেষ চুলা, যা হযরত হাওয়া (আ.) হতে বংশানুক্রমে হস্তান্তর হতে হতে হযরত নূহ (আ.)-এর হাতে এসে পৌছায়। তাঁর ঘরে এটাকে প্লাবনের আলামত রূপে স্থির করা হয়েছিল যে, যখন এর ভেতর থেকে পানি বের হতে শুরু করবে, তখন নৌকায় আরোহণ করতে হবে। কারও ধারণা, এটা কূফা বা জাযীরার বিশেষ কোন চুলা ছিল। কেউ দাবী করেন, উষার আলোকচ্ছটাকে تنور বলা হয়েছে। অর্থাৎ যেদিন উষার আলো অত্যন্ত তীব্র হবে।

আবূ হায়্যান (র.) বলেন- فار التنور -এর দ্বারা রূপকার্থে আযাব প্রকাশ পাওয়া ও ভয়াল অবস্থা দেখা দেওয়াও বুঝান হতে পারে। যেমন- حمى الوطيس (চুলা গরম হয়ে গেছে) দ্বারা যুদ্ধের তীব্রতা বুঝান হয়ে থাকে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, تنور অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। আমি উপরে যে তাফসীর করেছি, তাতে এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছি। অন্যান্য কতক অর্থের প্রতিও ইংগিত করেছি। হাফিয ইব্ন কাছীর (র.) এ ব্যাখ্যাই প্রদান করে বলেন, এটাই অধিকাংশ পূর্বসূরী ও তাঁদের অধস্তন উলামায়ে কিরামের মত।

৫৭. অর্থাৎ যেসব জীব-জন্তু প্রয়োজন এবং যাদের বংশধারা বাকি রাখা আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত, তাদের মধ্য হতে এক এক জোড়া (নর-মাদী) নৌকায় তুলে নাও।

(٤١) وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ○

(٤٢) وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۚ وَنَادٰى نُوْحُ ۣ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ
مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৪১. এবং সে বলল, এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামে এর গতি ও স্থিতি। আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬০]

৪২. তা তাদের নিয়ে বয়ে চলছিল পর্বত প্রমাণ তরংগের মাঝে। নূহ তার পুত্রকে, যে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল, ডাক দিয়ে বলল, হে পুত্র! আমাদের সংগে উঠে পড়– কাফিরদের সংগে থেক না।[৬১]

---

৫৮. অর্থাৎ স্থির হয়ে গেছে যে, সে যালিমদের দলভুক্ত হয়ে নিমজ্জিত হবে।

وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ - (যারা যুলুম করেছে, তাদের সম্বন্ধে আমার সংগে কথা বলো না। তারা নির্ঘাত নিমজ্জিত হবে) -এর দ্বারা নূহ (আ.)-এর পুত্র 'ইয়াম', যার উপাধি ছিল 'কান'আন' ও তার মা 'ওয়াইলাহ'–পরিবারবর্গের মধ্যে এই দু'জনকে বুঝন হয়েছে। এরা পৃথক থাকে ও নিমজ্জিত হয়।

৫৯. অর্থাৎ কমবেশী আশিজন পুরুষ।

৬০. নূহ (আ.) সংগীদেরকে বললেন যে, আল্লাহ্‌র নামে নৌকায় ওঠ। কোন চিন্তা করো না। এর চলা-থামা সব আল্লাহ্‌রই অনুমতি ও আদেশ এবং তার নামের বরকতে। নিমজ্জিত হওয়ার কোন ভয় নেই। আমার প্রতিপালক মু'মিনদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করেন এবং তিনি তাদের প্রতি অশেষ দয়ালু। তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে নিরাপদে নামিয়ে দেবেন। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়, কোন নৌকা ইত্যাদিতে আরোহণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলা উচিত।

৬১. অর্থাৎ পাহাড়ের মত বড় বড় ঢেউ চিরে নৌকা নিরাপদে এগিয়ে যাচ্ছিল। নূহ (আ.) সওয়ার হওয়ার পর– পুত্র ইয়াম (কানআন)-কে যে পিতা, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাফিরদের দলে মিশে গিয়েছিল– ডাক দিয়ে বললেন, এই হতভাগা! কাফিরদের সংগ ছেড়ে আমাদের সংগে উঠে এস। তাহলে এই মহা বিপদ হতে বাঁচতে পারবে।

হযরত নূহ (আ.) হয়ত তাকে মু'মিন মনে করতেন। তাই তাকে ডাক দিয়েছিলেন, তা বাস্তবে সে যাই হোক। অথবা তিনি তাকে কাফিরই জানতেন, কিন্তু আশা করেছিলেন এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে হয়ত সে ঈমান আনবে। এমনও হতে পারে যে, واهلك (এবং তোমার পরিবারবর্গকে)-এর ব্যাপকতার মাঝে তাকেও শামিল

(٤٣) قَالَ سَاٰوِىْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ
اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ○

(٤٤) وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَ
اسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪৩. সে বলল, আমি কোন পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।[৬২] সে বলল, আজ আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, তবে তিনি যার প্রতি দয়া করেন সে ভিন্ন। আর উভয়ের মধ্যে তরংগ অন্তরাল হয়ে দাঁড়াল এবং সে হয়ে গেল নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত।[৬৩]

৪৪. তারপর আদেশ আসল, হে পৃথিবী! তুমি স্বীয় পানি গ্রাস কর এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। পানি শুকিয়ে দেওয়া হল এবং কার্য সম্পন্ন হল। নৌকা জূদী পর্বতের উপর স্থির হল এবং হুকুম হল, যালিম সম্প্রদায় দূর হোক।[৬৪]

মনে করে তার পিতৃ-বাৎসল্য উথলে উঠেছিল, যে কারণে তিনি এরূপ করেছিলেন। اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ। (যার ব্যাপারে পূর্ব আদেশ রয়েছে) কথাটি অস্পষ্ট হওয়ায় তিনি তাঁর উপর একে প্রযোজ্য মনে করতে পারেননি।

৬২. সে তার মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে এখনও পর্যন্ত মনে করছিল যে, সাধারণ প্লাবনের সময় যেমন উঁচু কোন জায়গায় আশ্রয় নিলে প্রাণ রক্ষা হয়, সেভাবে এবারও উঁচু পাহাড়ে উঠে আমি প্রাণ রক্ষা করে নেব।

৬৩. অর্থাৎ কিসের ভ্রমে আছ? এটা মামুলী কোন বন্যা নয়। আল্লাহ্‌র আযাবের মহা প্লাবন। পাহাড় কেন, কোন বস্তুই আজ এ আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। হাঁ, আল্লাহ্‌ই যদি কারও উপর দয়া করেন তো সে বাঁচবে। কিন্তু এই ধর-পাকড়ের মহা উৎপাত ও প্রতিশোধ গ্রহণের বাধ-ভাংগা তোড়ের মুখে কট্টর অপরাধীর প্রতি দয়ার কি প্রশ্ন? পিতা-পুত্রের এ কথোপকথন শেষ না হতেই মাঝখানে বিশাল তরংগ এসে চিরদিনের মত তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

৬৪. দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এমনভাবে বৃষ্টি হল, যেন আকাশের ঢাকনা খুলে দেওয়া হয়েছিল। মাটির পরত যেন ফুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। গাছপালা, পাহাড়-পর্বত সব পানির নীচে চলে গেল। নৌকারোহীরা ছাড়া বাকি সব লোক পানিতে ডুবে গেল, যাদের সম্পর্কে হযরত নূহ (আ.) দু'আ করেছিলেন- رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না' (৭১ ঃ ২৬)।

(٤٥) وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ
وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

(٤٦) قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا
لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

৪৫. এবং নূহ তার প্রতিপালককে ডেকে বলল, হে প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত। তোমার ওয়াদা সত্য এবং তুমি সবচেয়ে বড় বিচারক।

৪৬. তিনি বললেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। তার কাজ অসাধু। সুতরাং যা তুমি জান না সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।[৬৫]

অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে আদেশ করলেন, তুমি নিজ পানি গ্রাস করে নাও। মেঘমালাকে আদেশ করলেন, থেমে যাও। এ আদেশ পালনে এক মুহূর্ত দেরী করার সাধ্য তাদের কোথায় ছিল? কাজেই পানি শুকাতে শুরু করল। নৌকা জূদী পাহাড়ে গিয়ে থামল। কারও মতে এ পাহাড় মাওসিলে অবস্থিত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা যে কাজ করতে চেয়েছিলেন (অপরাধীদের শাস্তি দান) তা পূর্ণ হয়ে গেল। যালিমদের সম্পর্কে বলে দেওয়া হল, আল্লাহ্র রহমত হতে বিতাড়িত হয়ে তোমরা চিরদিনের জন্য ধ্বংস-গহ্বরে নিপতিত থাক।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ নূহ (আ.)-এর সে প্লাবন সারা পৃথিবী জুড়ে হয়েছিল, না বিশেষ অঞ্চলে এনিয়ে মতভেদ রয়েছে। এস্থলে তার মীমাংসা করার অবকাশ নেই। দাইরাতুল-মা'আরিফ (উর্দূ-বিশ্বকোষ)-এ ইউরোপের কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতামত ও দলীল-প্রমাণ উদ্ধৃত করা হয়েছে, যাতে প্লাবনের ব্যাপকতাই সমর্থিত হয়। যারা বিশ্ব ব্যাপী প্লাবনের পক্ষে, তাদের অধিকাংশের মতে বর্তমান বিশ্বের সমস্ত মানুষ নূহ (আ.)-এর তিন পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফিছের বংশধর। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ 'তার বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ-পরম্পরায়' (৩৭ ঃ ৭৭)।

প্লাবনে যেসব শিশু ও জীব-জন্তু ধ্বংস হয়, তাদের বিনাশ শাস্তিস্বরূপ ছিল না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা যেমন অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন এবং সেটা যুলুম হয় না, সেরূপ এখানেও একই কারণে মৃত্যু ঘটেছে। এখনও তো বন্যা হয়, এবং তাতে কত জীব-জন্তু ও অবোধ শিশুর মৃত্যু ঘটে!

কানআন সম্পর্কে নূহ (আ.)-এর বক্তব্য ও তার ব্যাখ্যা

৬৫. নূহ (আ.) এ কথা কখন বলেছিলেন, কানআন নিমজ্জিত হওয়ার আগে, না পরে? উভয় সম্ভাবনাই আছে। আর তিনি এ দু'আ করেছিলেন কানআনকে তার মুনাফিকসুলভ আচার-আচরণের কারণে মু'মিন মনে করে, না কি কাফির মনে করেই। এস্থলেও উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান। যদি তাকে মু'মিন মনে করে নিমজ্জিত হওয়ার আগে এ আরয করে থাকেন, তবে এর উদ্দেশ্য ছিল নিজের পেরেশানী তুলে ধরা ও আল্লাহ্‌কে বলে তার হিফাযতের ব্যবস্থা করা। আর যদি নিমজ্জিত হওয়ার পরে করে থাকেন, তবে ব্যাপারটির মূল রহস্য জানার উদ্দেশ্যেই এ প্রশ্ন করেছিলেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি ওয়াদা করেছিলে আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবে। কানআন যেহেতু মু'মিন, তাকে নিমজ্জিত করার কী রহস্য? সন্দেহ নেই তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার ব্যাপারে ওয়াদা-ভংগের ধারণা অসম্ভব। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ও নিরংকুশ রাজাধিরাজ। বুঝে আসুক, না আসুক তোমার ফয়সালায় আপত্তি তোলার অধিকার নেই কারও। তোমাকে ওয়াদা ভংগ করতে বাধ্য করারও শক্তি কেউ রাখে না এবং এ দায়িত্বও কারও নয় যে, তোমার সুস্পষ্ট আদেশের মাঝে কোন রকম ছিদ্রান্বেষণ করবে। কেবল মনের প্রশান্তির জন্য জানার কৌতূহলে এ ঘটনার রহস্য তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করছি। উত্তর পাওয়া গেল, কানআন সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয় যাদেরকে রক্ষা করার ওয়াদা ছিল। বরং সে إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ -এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ তার কার্যকলাপ মন্দ। তার কুফর ও শিরকের কোন খবর তোমার নেই। এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, নবীসুলভ অন্তদৃষ্টি দ্বারা একজন কাফিরের প্রকৃত অবস্থা তুমি অনুভব করতে পারলে না, অথচ তার কুফরীর আলামত সুস্পষ্ট। যার বাস্তব অবস্থা তোমার জানা নেই, তার সম্পর্কে আমার কাছে এরূপ অসমীচীন রেয়াত যাচনা করো না। নীতি-নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞদের মত চিন্তা-ভাবনা না করেই কথা বলা ঘনিষ্ঠ লোকদের পক্ষে বিলকুল উচিত নয়। আয়াতের এ ব্যাখ্যা কেবল তখনই প্রযোজ্য, যখন নূহ (আ.) কানআনকে মু'মিন মনে করেছিলেন ধরে নেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে তিনি যদি তাকে কাফিরই মনে করে থাকেন, তবে সে অবস্থায় এ অনুরোধ বা প্রশ্নের উৎস এই হয়ে থাকবে যে, রক্ষা করার কথা বলতে গিয়ে যেহেতু (اهل) পরিবারবর্গকে সাধারণ মু'মিনদের থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, তদ্দরুন নূহ (আ.) মনে করেছিলেন, দুনিয়াবী শাস্তি হতে রক্ষার ক্ষেত্রে আমার পরিবারবর্গের জন্য ঈমান শর্ত নয়। আর إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ অস্পষ্ট থাকায় তিনি তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নির্ণয় করতে পারেননি। সুতরাং পিতৃ বাৎসল্যের তাড়নায় তিনি আরয করে বসেন, হে বিশ্ব-পালক! আমার পুত্র অবশ্যই আমার পরিবারবর্গের

(৪৭) قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ
لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ○

(৪৮) قِيلَ يَٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٍ مِّمَّن
مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৪৭. সে বলল, হে প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জানা নেই, সে বিষয়ে তোমার কাছে অনুরোধ করা হতে আমি তোমার শরণ নিচ্ছি।[৬৬] তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমাকে দয়া না কর, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।[৬৭]

৪৮. আদেশ হল, হে নূহ! আমার পক্ষ হতে তোমার প্রতি ও তোমার সংগে যারা আছে, তাদের প্রতি নিরাপত্তার সংগে ও বরকতের সংগে অবতরণ কর। অপর সম্প্রদায়সমূহকে আমি জীবন উপভোগ করতে দেব, তারপর আমার পক্ষ হতে মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের স্পর্শ করবে।[৬৮]

অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে তুমি রক্ষা করবে বলে ওয়াদা করেছ। তা এখন কানআনকে নিমজ্জিত করা হচ্ছে কেন বা কেন করা হল? উত্তর পাওয়া গেল, তোমার প্রথম দাবীই (আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত) ভুল। যে পরিবারকে রক্ষা করার ওয়াদা ছিল কানআন তাদের মধ্যে শামিল নয়। কারণ, এর কার্যকলাপ নেহাত মন্দ। তা ছাড়া إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে, সে খোঁজও তোমার নেই। যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, সে সম্বন্ধে এরূপ বিতর্কের ঢঙে প্রশ্ন বা অনুরোধ করা তোমার পক্ষে শোভা পায় না।

৬৬. হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, মানুষ তাই জিজ্ঞাসা করে যা জানা না থাকে। কিন্তু মরযী জানা থাকা চাই। এটা মূর্খের কাজ যে, জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বড়োর মরযী লক্ষ্য করে না। তারপর জিজ্ঞাসা করে মরযী কেন ছিল না? আমরা এটা পূর্বের টীকায় বর্ণনা করে এসেছি।

৬৭. হযরত নূহ (আ.) কেঁপে উঠলেন এবং তওবা করলেন, কিন্তু এটা বললেন না যে, এরূপ আর করব না। কেননা, এর দ্বারা নিজের দাবী পরিস্ফুট হয়। কিন্তু বান্দার কী সাধ্য আছে? বরং উচিত তার আশ্রয়প্রার্থী হওয়া যে, আমার দ্বারা যেন এরূপ আর না হয় আর অন্তরে এরূপ আর না করার সংকল্প রাখা। হযরত আদম (আ.) ও ইউনুস (আ.) প্রমুখের তওবার যে ভাষা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ নিয়মই লক্ষ্য করা যায়।

৬৮. অর্থাৎ নৌকা হতে জূদী পাহাড়ে তারপর পাহাড় হতে মাটিতে নেমে আস। বরকত ও শান্তি ভবিষ্যতে তোমার প্রতি ও সেই সব লোকের প্রতি বর্ষিত হতে

(٤٩) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

(٥٠) وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۝

(٥١) يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

৪৯. এসব বিষয় অদৃশ্যলোকের সংবাদের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার কাছে প্রেরণ করি। এর কোন খবর তোমার ছিল না এবং না ছিল এর পূর্বে তোমার সম্প্রদায়ের।[৬৯] সুতরাং তুমি সবর কর। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য।[৭০]

৫০. এবং 'আদের প্রতি প্রেরণ করলাম তাদের ভাই হূদকে। সে বলল, হে সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। তোমরা সবাই মিথ্যা বলে থাক।[৭১]

৫১. হে সম্প্রদায়! আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো তাঁরই দায়িত্বে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।[৭২] তবু কি তোমরা বোঝ না?[৭৩]

থাকবে, যারা তোমার সংগীদের থেকে জন্মলাভ করবে। প্লাবনের কারণে যে জমি উজাড় হয়ে গেল আল্লাহ্ তা'আলা তা পুনরায় আবাদ করে দেবেন এবং তার প্রাচুর্য ও বরকত ফিরিয়ে দেবেন। 'নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে' বলার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা যেন আশ্বস্ত করে দিলেন, সমগ্র মানব জাতির উপর কিয়ামতের পূর্বে এরূপ ব্যাপক ধ্বংস আর আসবে না। তবে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় ধ্বংস হতে পারে।

৬৯. অর্থাৎ এটা নবূওয়াতের এক দলীল যে, একজন উম্মী ব্যক্তির মুখ থেকে বিগত জাতিসমূহের কীরূপ নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত হচ্ছে।

৭০. হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সাথীদের পরিণাম যেমন মংগলজনক হয়েছে, তেমনি আপনার ও আপনার সংগীদের ভবিষ্যতও অত্যন্ত উজ্জ্বল। আপনি কাফিরদের উৎপীড়নে ধৈর্য ধারণ করুন। ঘাবড়িয়ে গিয়ে অন্তর সংকুচিত করবেন না। নূহ (আ.) তো সাড়ে ন'শ বছর সবর করেছিলেন।

হযরত হূদ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়

৭১. যেমন বলছ, পাথরের পুতুলও স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী এমন কি উপাস্য। সূরা আ'রাফে হূদ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

CamScanner

(৫২) وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْآ اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ
يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

(৫৩) قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ
لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

৫২. হে সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তারপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর।[৭৪] তিনি তোমাদের উপর আসমান থেকে ছেড়ে দেবেন পানির ধারা।[৭৫] তিনি তোমাদের শক্তির উপর আরও শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।[৭৬]

৫৩. তারা বলল, হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আসনি। তোমার কথায় আমরা আমাদের ঠাকুরদের (উপাস্যদের) পরিত্যাগ করার নই এবং আমরা নই তোমাকে বিশ্বাস করার।[৭৭]

---

৭২. অর্থাৎ তোমাদের অর্থ-সম্পদের কিছু প্রয়োজন আমার নেই। আমার স্রষ্টাই আমার পার্থিব জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন ও পরকালীন পুণ্য ও প্রতিদানের যিম্মাদার। প্রত্যেক নবী তাঁর সম্প্রদায়কে এই কথাই বলেছেন, যাতে উপদেশ অনাবিল ও ক্রিয়াশীল হয় এবং মানুষ তাদের মেহনতকে পার্থিব লোভ-লালসার সাথে জড়িয়ে অবমূল্যায়ন না করে।

৭৩. অর্থাৎ তোমরা এত নির্বোধ যে, এরূপ মোটা কথাও তোমাদের বুঝে আসছে না যে, এক ব্যক্তি নিরলসভাবে, নিঃস্বার্থে কেবল তোমাদের কল্যাণকামিতায় তাড়িত হয়ে তোমাদের দোজাহানের কামিয়াবীর কথা বলছেন আর তোমরা তাকে তোমাদের দুশমন ও অকল্যাণকামী মনে করে মারমুখো হচ্ছ।

৭৪. এ সূরার শুরুতে এ বাক্যের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে।

৭৫. অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে প্রচুর বৃষ্টি দেবেন। এ সম্প্রদায় ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচার প্রতি বিশেষ উৎসাহী ছিল। তাই ঈমান আনয়নের বাহ্য উপকারিতা ও বরকতও এমন বলা হয়েছে, যা তাদের জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধকর হয়।

বর্ণিত আছে, তারা তিন বছর ধরে খরার অভিশাপে আক্রান্ত ছিল। হূদ (আ.) ওয়াদা করেন, তোমরা যদি ঈমান এনে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাও, তবে এ মুসীবতের অবসান হবে।

৭৬. অর্থাৎ আর্থিক ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করবেন, সন্তান-সন্ততিতে বরকত দেবেন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাবে এবং সর্বোপরি বৈষয়িক শক্তির সাথে আত্মিক ও ঈমানী শক্তির সংযোগ ঘটবে। শর্ত হচ্ছে, আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের পর অপরাধীদের মত আনুগত্য হতে মুখ ফেরানো চলবে না।

(٥٤) اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

(٥٥) مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ○

(٥٦) اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৫৪. আমরা তো শুধু একথাই বলি যে, আমাদের কোন ঠাকুর (উপাস্য) তোমাকে মারাত্মকভাবে বিকারগ্রস্ত করে দিয়েছে।[৭৮] সে বলল, আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি তা হতে নির্লিপ্ত, যাকে তোমরা শরীক কর–

৫৫. আল্লাহ্ ব্যতীত। সুতরাং তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর তারপর আমাকে অবকাশ দিও না।

৫৬. আমি নির্ভর করেছি আল্লাহ্‌র উপর, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলেরই ঝুঁটি আল্লাহ্‌র হাতে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।[৭৯]

---

৭৭. এটা ছিল তাদের প্রকাশ্য হঠকারিতা যে, তারা বলত, তুমি তোমার সত্যতার পক্ষে কোন সুস্পষ্ট দলীল আনয়ন করনি। আল্লাহ্ যাকে নবূওয়াতের পদে অভিষিক্ত করেন, তার জন্য তো এটা অপরিহার্য যে, তার কোন নিয়োগ পত্র ও পরওয়ানা থাকবে। হাদীসে আছে, যখনই কোন নবী প্রেরিত হয়েছেন, তখন তাঁর সংগে এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন দেওয়া হয়েছে, যার প্রতি মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করতে চাইলে করতে পারে। সুতরাং নিশ্চিত করে বলা যায়, হূদ (আ.)-ও কোন নিদর্শন পেশ করে থাকবেন, কিন্তু তারা হঠকারিতা ও নির্লজ্জতার সাথে কেবল একথাই বলতে থাকে যে, তুমি কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন আননি (সম্ভবত বুঝাতে চাচ্ছিল, এমন নিদর্শন আননি, যা সকলের ঘাড় ধরে ঈমান আনতে বাধ্য করবে। মোটকথা, আমরা কেবল তোমার কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে ছাড়তে পারি না এবং আমরা কখনও তোমার রিসালাতেও ঈমান আনবার নই।

৭৮. অর্থাৎ এই যে তুমি বিভ্রান্তকর কথাবার্তা বলছ, কি এমন সারা বিশ্বকে নির্বোধ সাব্যস্ত করে নিজের শত্রু বানাচ্ছ, আমাদের বিশ্বাস এর কারণ আমাদের দেবতাদের মধ্যে কেউ তোমাকে পাগল ও বিকারগ্রস্ত করে দিয়েছে (নাঊযুবিল্লাহ্)। তুমি যে তাদের পূজা-অর্চনায় বাধা দাও ও তাদের নিন্দা কর– এই গোস্তাখীর কারণে তারা তোমাকে শাস্তি দিয়েছেন, ফলে পাগলদের মত কথাবার্তা বলছ।

(৫৭) فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ○

৫৭. তবু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তো তোমাদের কাছে তা পৌঁছিয়ে দিয়েছি, যা আমার হাতে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। আল্লাহ্ অন্য কোন সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করে দেবেন এবং তোমরা আল্লাহ্র কিছু বিগড়াতে পারবে না। আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষাকর্তা।৮০

---

৭৯. অর্থাৎ ওইসব জড় প্রস্তর-প্রতিমা আমার কী ক্ষতি করবে– এই যে তোমরা দেখতে বেশ শক্ত-সামর্থ ও পালোয়ান বটে, তোমরা সকলেও যদি তোমাদের দেবতাদের সেনাদলে নাম লিখিয়ে আমার মত নিঃসঙ্গের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি আরোপ করে একযোগে হামলা চালাও, তবু তোমরা আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি এবং তোমরাও সকলে সাক্ষী থাক, তোমাদের মিথ্যা দেবতাদেরকে আমি নিশ্চিতই ঘৃণা করি। এখন তোমরা সম্মিলিতভাবে আমার যা করতে পার কর। বিন্দুমাত্র ত্রুটি করো না। আমাকে এক মিনিটের সুযোগও দিও না। ভাল করে বুঝে রাখ, এক ও লা-শারীক আল্লাহ্র উপরই আমার ভরসা, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তিনি তোমাদেরও মালিক ও কর্তা– যদিও উল্টো বুঝের কারণে তা তোমরা উপলব্ধি করছ না। কেবল আমি-তুমি নয়, বরং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রতিটি ছোট বড় প্রাণী তাঁরই কর্তৃত্বের অধীন, যেন তাদের মাথার কেশ তাঁর হাতের মুঠোয়। যেদিকে ইচ্ছা টেনে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। তাঁর ইচ্ছার আওতা হতে পালানোর সাধ্য নেই কারও। না কোন যালিম তাঁর পাকড়াও হতে রেহাই পেতে পারে, আর না কোন সত্যবাদী পারে তাঁর আশ্রয়ে থেকে লাঞ্ছিত হতে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ন্যায় ও ইনসাফের সরল পথে আছেন। তাঁর দরবারে যেমন জুলুম নেই, তেমনি নেই অসঙ্গত পক্ষপাত। স্বীয় বান্দাদেরকে তিনি সৎ ও পুণ্যের সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে পথে চললেই পুণ্যপ্রাপ্তি হতে পারে। সে পথের পথিকদের রক্ষা করার জন্য তিনি সদা-সর্বদা বিরাজমান আছেন।

৮০. অর্থাৎ এরূপ পরিষ্কার ও স্পষ্ট কথা শোনার পরও যদি না মান তো আমার কিছু ক্ষতি নেই। প্রচারকার্যের দায়িত্ব আমি পুরোপুরি আদায় করেছি। এখন তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। এ রকমের হঠকারিতা ও গোঁড়ামির পরিণামে তোমাদের উপর আসমান থেকে অবশ্যই শাস্তি নাযিল হবে, যা তোমাদেরকে সমূলে বিনাশ করবে। তাই বলে তোমাদের বিনাশ দ্বারা আল্লাহ্র যমীন উজাড় হবে না। অন্য এক সম্প্রদায়কে তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ ইত্যাদির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন। তোমাদেরকে উৎপাটন করার দরুন মনে রেখ আল্লাহ্ বা তাঁর নবীর কিছু ক্ষতি হবে না এবং না তাঁর রাজত্বের কিছু নষ্ট হবে। তিনি যখন সব কিছুর রক্ষাকর্তা, তখন রক্ষাযোগ্য প্রতিটি জিনিসকে তিনি স্বীয় অসীম ক্ষমতাবলে ঠিকই রক্ষা করবেন।

(৫৮) وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

(৫৯) وَتِلْكَ عَادٌ ۟ ۙ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ○

(৬০) وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ○

৫৮. যখন আমার হুকুম পৌঁছল, তখন আমি স্বীয় রহমতে হূদকে এবং তার সংগে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম। তাদেরকে রক্ষা করলাম এক ভারী শাস্তি হতে।[৮১]

৫৯. এই ছিল আদ সম্প্রদায়, যে স্বীয় প্রতিপালকের কথাসমূহ অস্বীকার করে, তাঁর রাসূলগণকে অমান্য করে এবং আনুগত্য করে যত সব উদ্ধত বিরুদ্ধাচারীর।[৮২]

৬০. এই দুনিয়ায় তাদের পিছন দিক হতে আসে অভিসম্পাত এবং আখিরাতেও তারা অভিসম্পাতগ্রস্ত হবে।[৮৩] শোন, 'আদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। শোন, ধ্বংসই হূদের সম্প্রদায় 'আদের পরিণাম।[৮৪]

---

৮১. সাত দিন সাত রাত একাধারে ঝঞ্ঝাবাত চলল, যেমন সূরা আ'রাফে আমরা উল্লেখ করেছি। তাদের ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হল। ছাদ উড়ে গেল। বৃক্ষ মূলোৎপাটিত হয়ে কোথা হতে কোথা গিয়ে পড়ল। বাতাস ছিল ভীষণ বিষাক্ত। নাক দিয়ে ঢুকে গুহ্যদ্বার দিয়ে বের হয়ে যেত এবং ভেতরের নাড়ি-ভুঁড়ি সব ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। হূদ ও তাঁর সংগীদেরকে, যাদের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত চার হাজারে পৌঁছেছিল, এই ভয়াবহ অবস্থায়ও সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখি এবং ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে আখিরাতের কঠিন শাস্তি হতেও তাদেরকে মুক্তি দেই।

৮২. অর্থাৎ তাদের ধ্বংসাবশেষ গিয়ে দেখ ও উপদেশ গ্রহণ কর। এরা ছিল সেই 'আদ সম্প্রদায়, যাদের মোড়লরা অত্যন্ত স্পর্ধাভরে প্রতিপালকের বাণীর মুকাবিলা করে ও তাঁর নবীর না-ফরমানীতে লিপ্ত হয়। ছোটরা করে বড় শয়তানদের অনুসরণ। শেষ পর্যন্ত উভয়ে ধ্বংস হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ رسله (রাসূলগণ) বলার কারণ হয়ত এই যে, একজন রাসূলকে অস্বীকার করা সমস্ত রাসূলকে অবিশ্বাস করারই নামান্তর। কেননা, তাওহীদ প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ে সমস্ত দীনই এক, অভিন্ন। বরং একে অন্যের সমর্থক।

(٦١) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝

৬১. আর ছামূদের কাছে পাঠাই তাদের ভাই সালিহ্‌কে। সে বলল, হে সম্প্রদায়![৮৫] আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন হুকুমদাতা নেই। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন যমীন থেকে[৮৬] এবং তাতেই তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন কর। আমার প্রতিপালক নিকটবর্তী, কবূলকারী।[৮৭]

---

৮৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের পেছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র লা'নত (অভিসম্পাত)। যেখানে যাবে সেখানেও তা তাদের সংগে থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যখনই তাদের কথা উঠবে, লা'নতের সাথে উঠবে। বরং কিয়ামতের পরও লা'নত তাদের পেছন ছাড়বে না। লা'নতের বেড়ী হামেশা তাদের গলায় পরানো থাকবে।

৮৪. কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, এর অর্থ কিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলা হবে- .... الا ان عادا كفروا

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ 'আদ-এর সংগে 'হূদের সম্প্রদায়' কথাটি যোগ করার কারণ হয়ত এই, যাতে শ্রোতার মনে উভয়ের অবস্থা ভেসে ওঠে, অর্থাৎ হূদ (আ.)-এর অবস্থা কী ছিল, আর তাঁরই সম্প্রদায় হয়ে তাদের কী দশা হয়। সম্ভবত এর প্রতি ইংগিত করাও উদ্দেশ্য যে, আদ সম্প্রদায় ছিল দু'টি أُولَىٰ (প্রথম) ও اخرى (শেষ)। এ জন্যই এক জায়গায় বলা হয়েছে- وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ 'তিনিই প্রথম 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন (৫৩ ঃ ৫০)। এস্থলেও প্রথম আদকে বুঝান হয়েছে। হূদ (আ.) তাদেরই কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন।

হযরত সালিহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত

৮৫. এদের কাহিনী সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে।

৮৬. অর্থাৎ প্রথমে আদমকে মাটি দ্বারা তৈরী করি, এরপর যমীন থেকে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করি, যা থেকে বীর্য ইত্যাদি তৈরী হয়, যা মানব জন্মের মূল ধাতু।

৮৭. অর্থাৎ সৃষ্টি করার পর স্থিতি দান করি, তার মাল-মসলা যোগান দেই এবং জমি আবাদ করার নিয়ম-প্রণালী শিক্ষা দেই। আল্লাহ্ যখন এমনই দয়ালু ও অনুগ্রহকারী, তখন মানুষের উচিত ঈমান ও আনুগত্যের সংগে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন

(৬২) قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ○

(৬৩) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ○

৬২. তারা বলল, হে সালিহ্! পূর্বে তোমাকে নিয়ে আমরা আশাবাদী ছিলাম। তুমি কি আমাদেরকে তাদের উপাসনা করতে নিষেধ কর, যাদের উপাসনা করত আমাদের বাপ-দাদাগণ? তুমি যেদিকে আমাদের ডাক, তার মাঝে আমাদের সন্দেহ রয়ে গেছে– আমাদের অন্তর তা কবূল করে না।[৮৮]

৬৩. সে বলল, হে সম্প্রদায়। আচ্ছা দেখ তো, আমি যদি সঠিক উপলব্ধি লাভ করি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং তিনি আমাকে নিজের পক্ষ হতে অনুগ্রহ দান করেন, তখন আমি তার অবাধ্যতা করলে কে আমাকে তাঁর থেকে রক্ষা করবে?[৮৯] তোমরা আমার ক্ষতি বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া কিছুই করছ না।[৯০]

করা এবং কুফ্র, শির্ক ইত্যাদি যা কিছু গুনাহ্ হয়ে গেছে, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি আমাদের অতি নিকটে। সব কথা শোনেন। খাঁটি মনে তাওবা-ইস্তিগফার করলে তা কবূল করেন।

৮৮. অর্থাৎ তোমার ব্যাপারে আশা ছিল ভবিষ্যতে তুমি অনেক বড় জ্ঞান-গরিমার অধিকারী হবে এবং সম্মানিত নেতৃবর্গের উপযুক্ত স্থলাভিষিক্ত মনে করে জনগণ তোমাকে তাদের আসনে বসাবে। তোমার ললাটদেশ থেকে বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। সকলের আশা ছিল অদূর ভবিষ্যতে তোমাকে দিয়ে দেশ ও দশের প্রভূত কল্যাণ সাধন হবে, মতামত ও বুদ্ধি-ব্যবস্থা দ্বারা স্বজাতি ভাইদের পথ-প্রদর্শন এবং অবিচলিত মনে পৈতৃক ধর্মের সমর্থন ও নেতৃত্ব দান করবে। একথা সত্য যে, প্রতিমা-পূজা তোমার কাছে প্রথম থেকেই ঘৃণিত ছিল এবং সাধারণ জাতীয় ধর্ম হতে পাশ কাটিয়ে চলতে, তথাপি তোমার স্বভাবগত প্রতিভা ও যোগ্যতার উপর আস্থা রেখে আমাদের আশা ছিল পরবর্তীতে বিবেক-বুদ্ধি পরিপক্ব হওয়ার পর সে ভাবধারা বাকি থাকবে না। কিন্তু আফসোস, দিনে দিনে তুমি এমন সব কথা বলতে শুরু করেছ, যা সব আশা-ভরসায় পানি ঢেলে দিয়েছে। তুমি আমাদের প্রাচীন পৈতৃক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু করে দিয়ে সব আশা ধূলিসাৎ করে দিয়েছ। তুমি কি চাও আমরা এক আল্লাহ্কে গ্রহণ করে পুরানো সব দেবতাকে পরিত্যাগ করি। মুরব্বীদের ধ্যান-ধারণা বিরোধী এই মতবাদ গ্রহণ আমাদের কাছে ভীষণ সংশয়ের ব্যাপার, যা কিছুতেই আমাদের অন্তর স্বীকার করছে না।

(٦٤) وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ○

(٦٥) فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ○

(٦٦) فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ○

৬৪. হে আমার সম্প্রদায়! এই আল্লাহ্‌র উট্‌নী তোমাদের জন্য নিদর্শন। সুতরাং আল্লাহ্‌র জমিতে একে চরে খেতে দাও। এর গায়ে হাত লাগিও না অন্যায়ভাবে। তা হলে সত্বর তোমাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে।
৬৫. কিন্তু তারা তার পা কেটে দিল। তখন সে বলল, তোমরা তোমাদের ঘরে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও। এটা এক প্রতিশ্রুতি, যা মিথ্যা হবে না।[৯১]
৬৬. এরপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, আমি নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম সালিহকে ও তার সংগে যারা ঈমান আনে তাদেরকে এবং রক্ষা করলাম সেই দিনের লাঞ্ছনা হতে।[৯২] নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক শক্তিশালী পরাক্রান্ত।[৯৩]

মূযিহুল-কুরআনে আছে, অর্থাৎ খুবই সম্ভাবনাময় ছিলে, মনে করা যাচ্ছিল বাপ-দাদার পথ সমুজ্জ্বল করবে, সেখানে তুমি তা মেটানোর চেষ্টা করছ।

৮৯. অর্থাৎ তোমাদের সংশয়-সন্দেহের কারণে আমি এক আলোময় পথ কী করে ত্যাগ করতে পারি? আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন এবং স্বীয় অপার অনুগ্রহে আমাকে নবূওয়াতের মহা মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। এখন মনে কর, আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা শুরু করে দেই এবং যা প্রচার করার আদেশ আছে, তা প্রচার না করি, তবে তাঁর শাস্তি হতে আমাকে কে রক্ষা করবে?

৯০. অর্থাৎ যেখানে উচিত ছিল নিজেদের প্রকৃত কল্যাণকামী ও অনুগ্রহকারীর কদর করা, সেখানে আমাকে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন হতে নিবৃত্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে তোমরা তো আমার অপূরণীয় ক্ষতি সাধনেরই চেষ্টা করছ।

কোন কোন তাফসীরবেত্তা এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এরূপ, তোমাদের কথাবার্তা দ্বারা আমার মাঝে এই প্রত্যয় ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি পায় না যে, তোমরা নিজেদের মহা ক্ষতি করছ। তবে আয়াতের ঢং দ্বারা প্রথম ব্যাখ্যাই বেশী সঠিক মনে হয়।

৯১. হযরত সালিহ (আ.)-এর কাছে তাঁর সম্প্রদায় মু'জিযা দাবী করেছিল। তিনি তা দেখালেন। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা সূরা আ'রাফে ৮ম পারার শেষ দিকে প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে দেখে নিন।

(٦٧) وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

(٦٨) كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوْدَاۡ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ○

(٦٩) وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ○

৬৭. আর যালিমদেরকে আক্রান্ত করল ভয়াল আওয়ায। ফলে, তারা প্রভাত কালে তাদের গৃহে পড়ে থাকল অধঃমুখো অবস্থায়।

৬৮. যেন তারা সেখানে কখনও থাকেইনি।[৯৪] শোন, ছামূদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। শোন, ধ্বংসই ছামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম।[৯৫]

৬৯. নিশ্চয়ই আমার প্রেরিতগণ সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল ইবরাহীমের কাছে। তারা বলল, সালাম। সেও বলল, সালাম। তারপর অবিলম্বে এক কাবাব করা বাছুর নিয়ে আসল।[৯৬]

---

৯২. অর্থাৎ যখন আযাবের আদেশ এসে পৌঁছল, তখন আমি সালিহ ও তার সংগীদেরকে রক্ষা করলাম। রক্ষা করলাম কিসের থেকে? সেই দিনের লাঞ্ছনা হতে।

ومن خزى يومئذ -এটা نجينا -এর ব্যাখ্যা।

৯৩. অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা তিনি ধ্বংস করতে ও যাকে ইচ্ছা রক্ষা করতে সক্ষম।

৯৪. অর্থাৎ তাদের নাম-নিশানা মুছে গেল। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন; তাদের উপর আযাব এসেছিল এভাবে যে, তারা রাত্রে নিদ্রামগ্ন ছিল। হঠাৎ ফেরেশতা চিৎকার করে ওঠেন। ফলে তাদের কলজে ফেটে যায়।

কোন কোন আয়াতে رجفة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ ভূমিকম্প দ্বারা তাদের ধ্বংস করা হয়। সূরা আ'রাফে আমরা এর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে এসেছি।

৯৫. অর্থাৎ যারা প্রতিপালকের আয়াত ও বিধি-বিধান অস্বীকার করে, তাদের এদশাই ঘটে থাকে এবং এভাবেই তারা অভিশপ্ত হয়। শুনে শিক্ষা গ্রহণ কর।

লূত (আ.)-এর কওমের কাছে যাওয়ার পথে ইবরাহীম (আ.)-এর বাড়ীতে ফেরেশতাদল

৯৬. এ সূরার ঘটনাবলীর বিন্যাস সূরা আ'রাফে বর্ণিত ঘটনাবলীর অনুরূপ। কেবল লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কিত ঘটনা বিবৃত করার পূর্বে এখানে ইবরাহীম (আ.)-এর একটা ছোট্ট ঘটনা বিবৃত হচ্ছে। প্রকাশভংগি দ্বারা বুঝা যায় লূত (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর

(৭০) فَلَمَّا رَاٰۤ اَیۡدِیَهُمۡ لَا تَصِلُ اِلَیۡهِ نَكِرَهُمۡ وَ اَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِیۡفَةً ؕ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ اِنَّاۤ اُرۡسِلۡنَاۤ اِلٰی قَوۡمِ لُوۡطٍ ؕ

৭০. যখন দেখল তাদের হাত খাদ্যের দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তার খটকা লাগল এবং মনে তাদের সম্বন্ধে ভীতি সঞ্চার হল।[৯৭] তারা বলল, ভয় করবেন না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।[৯৮]

ঘটনার মধ্যে কয়েক রকমের সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তাই ভূমিকা স্বরূপ ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত লূত (আ.) ছিলেন ইবরাহীম (আ.)-এর খালাত ভাই। তিনি ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে ইরাক হতে হিজরত করে এসেছিলেন। উভয়ের কাছে ফেরেশতাদের একই দলকে পাঠানো হয়েছিল। ইবরাহীম (আ.) কওমে লূতের ধ্বংস সম্বন্ধে ফেরেশতাদের সংগে তর্ক করেছিলেন, যা সামনে বর্ণিত হচ্ছে। ফেরেশতাগণ অত্যন্ত সুন্দর সুদর্শন কিশোর-আকৃতিতে লূত (আ.)-এর কাছে যাওয়ার পথে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে সুসংবাদ নিয়ে আসেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে খলীল (অন্তরংগ বন্ধু) রূপে গ্রহণ করেছেন এবং এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সারা (আ.)-এর গর্ভে সন্তান দান করবেন। আরও জানান যে, কওমে লূতের দুরাচারদের অস্তিত্ব হতে শীঘ্রই ভূ-পৃষ্ঠকে পবিত্র করা হবে। সে ক্ষেত্রে ইবরাহীম (আ.) ও লূত (আ.)-এর অনুসারীদের কোন রকম ক্ষতি হবে না। ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (আ.)-কে সালাম করল। তিনি জওয়াব দিলেন, কিন্তু প্রথমে চিনতে পারলেন না। প্রথম দিকে লূত (আ.)-ও তাদের চিনতে পারেননি। (বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, একবার জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সংগে মানুষের আকৃতিতে প্রশ্নোত্তর করছিলেন, তারপর যখন বিদায় নেন, তখন জানানো হয় তিনি ছিলেন জিবরাঈল)। যেন ইংগিত করে দেওয়া হল যে, ফেরেশতা প্রভৃতি সম্পর্কে নবীও কেবল তখনই জানতে পারেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দেন। তারা যদি কখনও অজ্ঞাত থাকতে চান, তবে জানার সাধ্য নেই কারও। যা হোক, ইবরাহীম (আ.) তাদেরকে আপ্যায়ন করার জন্য উঠলেন এবং অত্যন্ত হৃষ্ট-পুষ্ট একটি বাছুর কাবাব করে এনে সামনে হাযির করলেন।

ফেরেশতাদের খাদ্য গ্রহণ না করায় ইবরাহীম (আ.)-এর আতঙ্কবোধ ও তার ব্যাখ্যা

৯৭. ভাবলেন, তা হলে এরা কারা? কী উদ্দেশ্যে এসেছে? আমরা খাবার পরিবেশন করলাম, অথচ এরা স্পর্শই করছে না!' তখনকার রীতি অনুসারে কোন মেহমান খাদ্য গ্রহণে অস্বীকার করলে বুঝে নেওয়া হত এর মতলব ভাল নয়। ইবরাহীম (আ.) ঘাবড়িয়ে গেলেন। চিন্তা করলেন, মানুষ হয়ে থাকলে খাদ্য গ্রহণ না

(৭১) وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ○

৭১. তার স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল। সে হেসে দিল। তখন আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের জন্মলাভের এবং ইসহাকের পেছনে ইয়াকূবের।[৯৯]

করার নিশ্চয়ই কোন হেতু আছে। যদি ফেরেশতা হয়, তবে কে জানে কী উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে। আমার দ্বারা কী কোন ত্রুটি হয়ে গেল, না আমার সম্প্রদায়ের জন্য অবাঞ্ছিত কিছু নিয়ে এসেছে? এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে তাঁর মুখ থেকে প্রকাশও হয়ে গেল– انا منكم وجلون 'আমরা তোমাদের আগমনে আতঙ্কিত' (১৫ ঃ ৫২)।

সাধারণভাবে তাফসীরবেত্তাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভয়ের উপযুক্ত ব্যাখ্যাই করেছেন। কিন্তু হযরত শাহ্ সাহেব (র.)-এর ব্যাখ্যা আমার মতে অধিকতর সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, ফেরেশতাদের সংগে আল্লাহ্র যে আযাব ছিল এবং গযব ও প্রতিশোধ গ্রহণের যে শান নিয়ে তারা কওমে লূতের কাছে যাচ্ছিলেন, তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই ছিল এটা যে, ইবরাহীম (আ.)-এর অন্তরে এক রকমের ভয়ভীতির সঞ্চার হয়– যা তিনি এই বলে প্রকাশ করেন- انا منكم وجلون 'আমরা মনে মনে তোমাদের ভয় পাচ্ছি।'

৯৮. অর্থাৎ ভয়ের কোন কারণ নেই। আমরা ফেরেশতা। লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। আপনি কোন ক্ষতির আশংকা করবেন না।

হযরত সারাহ (আ.)-এর হাসির কারণ

৯৯. হযরত সারাহ্ মেহমানদের খিদমত বা অন্য কোন কাজে সেখানে দাঁড়ানো ছিলেন। ভয় কেটে যাওয়ায় তিনি খুশীতে হেসে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা খুশীর উপর দিয়ে আরও খোশখবর শোনালেন, এই বয়সে তুমি সন্তান (ইসহাক) লাভ করবে এবং তার বংশে এক পৌত্র লাভ করবে ইয়া'কূব নামে, যার থেকে বনী ইসরাঈল নামক বিরাট সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটবে। হযরত সারাহকে এ সুসংবাদ শোনানোর উদ্দেশ্য হয়ত এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এক পুত্র (ইসমাঈল) আগে থেকেই ছিল, যে ছিল হাজেরা (আ.)-এর গর্ভজাত। সারাহ্-এরও সন্তান লাভের প্রচণ্ড বাসনা ছিল, কিন্তু বার্ধক্যে পৌঁছে হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে এ সুসংবাদ দেওয়া হয়। কতক উলামায়ে কিরাম হযরত সারাহ্ (আ.)-এর হাসির অন্য ব্যাখ্যাও করেছেন, কিন্তু আমরা যা বলেছি সেটাই প্রকৃত কারণ বলে প্রতীয়মান হয়।

উলামায়ে কিরাম ومن وراء اسحاق يعقوب দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, কুরবানী হযরত ইসহাককে নয়, বরং ইসমাঈলকে করা হয়েছিল। (দ্র. ইব্ন কাছীর)।

(৭২) قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوْزٌ وَّ هٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ۭ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ○

(৭৩) قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۭ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

(৭৪) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاۗءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ○

(৭৫) اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ○

৭২. সে বলল, হায় দুর্গতি![১০০] আমি সন্তান জন্ম দেব, যখন আমি বৃদ্ধা আর এই আমার স্বামী বৃদ্ধ। এতো এক অদ্ভূত কথা![১০১]

৭৩. তারা বলল, তুমি আল্লাহ্‌র আদেশে বিস্ময় বোধ করছ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত। নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।[১০২]

৭৪. এরপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হল এবং তার কাছে সুসংবাদ আসল, তখন সে লূতের সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল।

৭৫. নিশ্চয়ই ইবরাহীম সহনশীল, আল্লাহ্‌-অভিমুখী।

---

১০০. এখানে يا و يلتى শব্দটি ঠিক সেই রকমের, যেমন উর্দূ পরিভাষায় স্ত্রীলোকে বলে আমি 'নাগূড়ী' (বাংলায় বলে, মরণ আর কি!) এই বয়সে সন্তান জন্ম দেব! বলা হয়, হযরত সারাহ্‌র বয়স ছিল তখন নিরানব্বই বছর। হযরত ইবরাহীমের একশ' বছর, কি আরও বেশী।

১০১. অর্থাৎ তাহলে তো এটা একটা বিরল ও অভিনব ব্যাপার হবে।

১০২. অর্থাৎ যে পরিবারে আল্লাহ্‌র এত রহমত ও বরকত নাযিল হয় অবিরত এবং যারা হামেশাই মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী দেখে অভ্যস্ত, তাদের জন্য এটা কি কোন আশ্চর্যের ব্যাপার? বরং তাদের আশ্চর্যান্বিত হওয়াটাই আশ্চর্য। তাদের তো উচিত সুসংবাদে বিস্মিত না হয়ে বরং আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করা যে, সব মহিমা ও গুণরাজি সেই সত্তারই মাঝে সমাবিষ্ট।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কতক উলামার ধারণা, সালাতে যে দুরূদ শরীফ পড়া হয় তার শব্দাবলী এ আয়াত হতেই সংকলিত।

(৭৬) يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَآ ۖ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ○

(৭৭) وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ○

৭৬. হে ইবরাহীম! এ ইচ্ছা ত্যাগ কর। তোমার প্রতিপালকের হুকুম তো এসেই পড়েছে। তাদের প্রতি তো এসে পড়ছে অনিবার্য শাস্তি।[১০৩]

৭৭. আমার প্রেরিতগণ যখন লূতের নিকট পৌঁছল, তখন সে তাদের আগমনে বিষণ্ন হল এবং মনে মনে কুণ্ঠিত হল ও বলল, আজ বড় কঠিন দিন।[১০৪]

কওমে লূতের প্রতি ইবরাহীম (আ.)-এর সহানুভূতি

১০৩. অর্থাৎ এদিক দিয়ে নিশ্চিত হওয়া মাত্রই তিনি হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে ফেরেশতাদের সংগে বাদানুবাদ শুরু করে দিলেন। সূরা আনকাবূতে তার সারমর্ম এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জানালেন, আমরা তাদের বসতি ধ্বংস করতে এসেছি। ইবরাহীম (আ.) বললেন, তাদের মধ্যে তো লূত নিজেও রয়েছে (একজন নবী তাদের মধ্যে বর্তমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে কী করে ধ্বংস করা যেতে পারে)। ফেরেশতাগণ বললেন, সেখানে যারা বাস করে আমরা সকলকেই চিনি। লূত ও তাঁর অনুসারীদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে আযাব নাযিল করা হবে। তাফসীর গ্রন্থসমূহে এ কথোপকথনের যে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন তা কতদূর সঠিক। যা হোক, এই কথাবার্তাকেই অতিশয়োক্তির সংগে يجادلنا (আমার সংগে বিতর্ক জুড়ে দিল) শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যা থেকে পরিস্ফুট হয় যে, ইবরাহীম (আ.) তাঁর স্বভাবগত মমতা, চারিত্রিক কোমলতা ও দয়ার্দ্রতার বশবর্তীতে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করতে চেয়েছিলেন। তারই জওয়াবে বলা হয়েছে, এ খেয়াল ত্যাগ করুন। এ যালিমদের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে গেছে। এখন আর আল্লাহ্র হুকুম প্রত্যাহৃত হতে পারে না। আযাব অনিবার্য, কোন সুপারিশ বা দু'আ ইত্যাদি দ্বারা তা টলানো যাবে না।

অতিথিরূপ ফেরেশতাদের আগমনে লূত (আ.)-এর দুশ্চিন্তা

১০৪. ফেরেশতাগণ এসেছিলেন অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন দাড়ি-গোঁফবিহীন কিশোর-আকৃতিতে। প্রথমদিকে হযরত লূত (আ.) তারা যে ফেরেশতা তা বুঝতে

(৭৮) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ط وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ ط قَالَ
يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ط
أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ۝

৭৮. এবং তার কাছে তাঁর সম্প্রদায় উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসল আর তারা আগে থেকেই কুকর্ম করত।[১০৫] সে বলল, হে সম্প্রদায়! এই আমার কন্যাগণ উপস্থিত এরা তোমাদের জন্য তাদের চেয়ে পবিত্র। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমরা আমাকে মেহমানদের মাঝে হেয় করো না। তোমাদের মাঝে একজনও কি সাধু পুরুষ নেই?[১০৬]

পারেননি। সাধারণ মেহমান মনে করেছিলেন। অন্যদিকে তাঁর সম্প্রদায়ের বেহায়াপনা ও চরিত্রহীনতা জানা ছিল। তিনি এই ভেবে ভীষণ চিন্তিত ও কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন যে, তারা মেহমানদের পেছনে ধাওয়া করবে। মেহমানদের পরিত্যাগ করাও সম্ভব ছিল না, আবার সে দুশ্চরিত্রদের হাত থেকে রক্ষা করাও ছিল কঠিন। বরং তা ছিল সমগ্র সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর।

মেহমানদের সংবাদ পেয়ে কওমের আচরণ

১০৫. অর্থাৎ সে সম্প্রদায়ের অযৌক্তিক তৎপরতা ও স্বভাব-বিরুদ্ধ অশ্লীলতার যে অভ্যাস গড়ে উঠেছিল, তা তাদেরকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় কী করে? সুশ্রী কিশোরদের সংবাদ পেতেই তারা চরম নির্লজ্জতার সাথে হযরত লূত (আ.)-এর বাড়ীর দিকে পড়ি-মরি করে ছুটল এবং সেখানে গিয়ে জোর দাবী জানাল, যেন মেহমানদেরকে তাদের হাতে সমর্পণ করা হয়। তারা বলল, আমরা তো আগেই তোমাকে নিষেধ করে দিয়েছি যে, কোন পুরুষকে তোমার বাড়ীতে মেহমান রেখ না। এখানে আগত মেহমানদেরকে আমাদের উপর ছেড়ে দিও, আমরা যা ইচ্ছা তাই করব।

মেহমানদের সম্মান রক্ষার্থে লূত (আ.)-এর চেষ্টা

১০৬. হযরত লূত (আ.) মেহমানদের সম্মান রক্ষা করার জন্য সাধ্য অনুযায়ী সব রকমের চেষ্টা করলেন। ইন্দ্রিয়-পূজারী সম্প্রদায়কে তিনি সর্বশেষ কথা এই বললেন যে, তোমাদের জন্য আমার কন্যাগণ এই উপস্থিত রয়েছে। বিবাহের মাধ্যমে তোমরা বৈধ পন্থায় তাদের গ্রহণ করতে পার, যা অত্যন্ত পবিত্র ও পরিশুদ্ধ পন্থা। পবিত্র ও বৈধ পন্থা পরিহার করে এরূপ স্বভাব-বিরুদ্ধ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে

(৭৯) قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ○

(৮০) قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْۤ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ○

৭৯. তারা বলল, তুমি তো জান তোমার কন্যাদের কোন প্রয়োজন আমাদের নেই এবং আমরা কী চাই, তাও তোমার জানা।[১০৭]

৮০. সে বলল, হায়, তোমাদের মুকাবিলা করার শক্তি যদি আমার থাকত কিংবা কোন সুরক্ষিত আশ্রয়ে যদি গিয়ে ঠাঁই নিতে পারতাম![১০৮]

তোমাদের আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত। অন্ততপক্ষে আমার প্রতিই একটু লক্ষ্য কর, যাতে আমি এই সম্মানিত অতিথিদের সামনে হেয় ও লজ্জিত না হই। মেহমানের অসম্মান তো মেযবানেরই অসম্মান। এই সহজ-সরল কথা বুঝে পুণ্য ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করার মত একজন লোকও কি তোমাদের মধ্যে নেই?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِىْ (এই যে আমার কন্যাগণ) দ্বারা রূপক অর্থে সম্প্রদায়ের মেয়েদের বুঝানো হয়েছে। কেননা, উম্মতের জন্য নবী রূহানী পিতা হয়ে থাকেন। এমনিতেও কওমের মুরব্বীরা সকলের মেয়েকে কন্যা বলে ডাকতে পারে। সব ভাষাতেই এর প্রচলন আছে। যদি বিশেষভাবে লূত (আ.)-এর কন্যাদেরই বুঝানো হয়ে থাকে, তবে তিনি তাদের মধ্যে বিশিষ্ট লোকদেরকেই বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিয়ে থাকবেন। তখন কাফিরের সংগে মুসলিম নারীর বিবাহ্ বৈধ ছিল।

কতক তাফসীরবেত্তা বলেন, লূত (আ.) তাঁর বক্তব্য দ্বারা বিবাহ ইত্যাদি বুঝাতে চাননি; বরং তিনি তাদের বাড়াবাড়িতে নিরুপায় হয়ে মেহমানদের ইয্‌যত রক্ষার মানবিক তাড়নায় চরম বিনয় প্রদর্শন করেছিলেন মাত্র। যাতে তাদের মধ্যে একটুও যদি লজ্জা-শরম ও মনুষ্যত্বের বালাই থাকে, তবে তার কথায় কুণ্ঠাবোধ করে ও নরম হয়। কিন্তু লজ্জা-শরমের মাথা তো তারা বহু পূর্বেই খেয়ে ফেলেছিল। তাঁর কথা শুনে বরং আগের চেয়ে আরও বেশী স্পর্ধিত হয়ে নির্লজ্জতার পরিচয় দিতে লাগল।

১০৭. তারপরও কেন এত কথা খরচ করছ? আমরা আমাদের অভিপ্রায় চরিতার্থ না করে ক্ষান্ত হব না।

১০৮. অবশেষে চরম উদ্বেগ ও অস্থিরতা বশে হযরত লূত (আ.)-এর মুখ থেকে হঠাৎ এ কথা বের হয়ে গেল যে, হায়! তোমাদের সকলের সংগে লড়াই করার মত শক্তি যদি আমার থাকত বা কোন শক্তিশালী আশ্রয়দাতা যদি থাকত। অর্থাৎ আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠি যদি এখানে থাকত! হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন يرحم الله لوطا لقد كان يأوى الى ركن شديد। স'আল্লাহ্ লূতের প্রতি রহমত করুন। নিশ্চয়ই

(৮১) قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ
بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَا
بَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ○

৮১. তারা বলল, হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত। তারা তোমার কাছে পৌঁছতেই পারবে না।[১০৯] সুতরাং কিছু রাতে তুমি তোমার লোকদের নিয়ে বের হয়ে পড়। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়- তোমার স্ত্রী ব্যতীত। তাদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে।[১১০] তাদের প্রতিশ্রুত ক্ষণ হচ্ছে প্রভাত। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?[১১১]

শক্তিশালী আশ্রয় তার অর্জিত ছিল' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু তখন চরম উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের কারণে সেদিকে তিনি লক্ষ্য করেননি। হঠাৎ বাহ্য উপায়-অবলম্বনের দিকেই তাঁর দৃষ্টি যায়। লূত (আ.)-এর পর আর যত নবী প্রেরিত হয়েছেন সকলেই বিরাট জ্ঞাতি-গোষ্ঠীসম্পন্ন ছিলেন।

অতিথি কর্তৃক লূত (আ.)-কে ভরসাদান

১০৯. লূত (আ.)-এর উৎকণ্ঠা যখন চরমে উঠল, তখন অতিথিগণ বললেন, হযরত! আপনি কিসের চিন্তা করেন। কিছু উদ্বিগ্ন হবেন না। আমরা আল্লাহ্র প্রেরিত ফেরেশতা। এদেরকে ধ্বংস করতে আদিষ্ট হয়েছি। এ দুরাত্মারা আমাদের কী বিগড়াবে? আপনারও কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। তাফসীর গ্রন্থসমূহে আছে, সে দুষ্টরা দরজা ভেঙে বা দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি নিয়ে জিবরাঈল (আ.) হযরত লূত (আ.)-কে আলাদা বসিয়ে দিলেন এবং একটি ডানায় ঈষৎ দোলা দিলেন। ফলে, অভিশপ্তদের সকলেই অন্ধ হয়ে গেল। তারা এই বলে পালাতে লাগল, লূতের মেহমানরা তো পাক্কা জাদুকর মনে হচ্ছে।

১১০. অর্থাৎ প্রভাত কালেই শাস্তি আসবে। সামান্য রাত বাকি আছে। আপনি আপনার লোকদের নিয়ে এখান থেকে চলে যান। আর তাদের বলে দেবেন, তারা যেন তাড়াতাড়ি করে, কেউ পেছনে ঘুরে না দেখে। হাঁ, আপনার স্ত্রী অবশ্য আপনার সাথে যাবে না বা সে পেছনে ফিরে দেখবে। ফলে সেও সেই শাস্তির আওতায় পড়ে যাবে, যাতে আক্রান্ত হবে সম্প্রদায়ের সকলে। বলা হয়ে থাকে, সেই স্ত্রীলোকটিই মেহমানদের আগমন সম্পর্কে লোকদের জানিয়ে দিয়েছিল।

১১১. অর্থাৎ খুশী হয়ে যান। এ যালিমদের ধ্বংস হতে কিছু দেরী নেই। সকাল হওয়া মাত্রই সব সাফ করে দেওয়া হবে।

(৮২) فَلَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَا جَعَلۡنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةً مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۙ مَّنۡضُوۡدٍ ۝

(৮৩) مُّسَوَّمَةً عِنۡدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيۡنَ بِبَعِيۡدٍ ۝

৮২. এরপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমি সে বসতিকে উপর-নীচ করে দিলাম এবং উপর থেকে তার উপর বর্ষণ করলাম পাথর- কঙ্কর[১১২] থরে থরে।[১১৩]

৮৩. যা ছিল তোমার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নযুক্ত।[১১৪] আর সে জনপদ এই যালিমদের কাছ থেকে দূরে নয়।[১১৫]

লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংস

১১২. হযরত জিবরাঈল (আ.) বসতিগুলোকে উঠিয়ে আসমানের কাছাকাছি নিয়ে যান এবং সেখান থেকে নীচে নিক্ষেপ করেন। এভাবে গোটা জনপদ উপর-নীচ উল্টে যায়। এরপর তাদের শাস্তি ও লাঞ্ছনার পূর্ণতা বিধানের জন্য উপর দিক থেকে বৃষ্টির মত পাথর বর্ষণ করা হয়। সম্প্রদায়ের যে সব লোক অন্যত্র কোথাও ছিল তাদেরকে সেখানেই পাথর মেরে ধ্বংস করা হয় (আল্লাহু পানাহ্)।

'উপর-নীচ' করার যে শাস্তি সে জাতিকে দেওয়া হয়েছিল, তাদের ঘৃণ্য পাপকার্যের সাথে বাহ্যত তার সংগতিও রয়েছে।

১১৩. অনুবাদক (র.) منضود -অর্থ করেছেন 'থরে থরে'। কেউ অর্থ করেছেন ক্রমাগত। অর্থাৎ সে পাথর তাদের উপর অবিরামভাবে বর্ষিত হচ্ছিল।

১১৪. অর্থাৎ বিশেষ কোন আলামত তাতে ছিল, যা অন্যান্য পাথর থেকে সেগুলোকে আযাবের পাথর রূপে চিহ্নিত করে দিয়েছিল। কেউ বলেন, প্রতিটি পাথরে তার নাম লেখা ছিল যেটা যার ধ্বংসের কারণ হবে।

১১৫. অর্থাৎ কালের দিক থেকেও কাছে। কেননা, নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় এবং 'আদ ও ছামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পরে এ ঘটনা ঘটেছিল। অবস্থানের দিক থেকেও কাছে। এদের বসতি ছিল মদীনা ও শামের মাঝখানে। পথিক দল তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেত।

অথবা وما هى من الظالمين ببعيد -এর অর্থ এই যে, এ রকমের শাস্তি এরূপ যালিমদের থেকে আজও দূরে নয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র শাস্তি ও গযবকে হামেশাই ভয় করা উচিত।

এ ঘটনার অংশ বিশেষ সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দেখে নিন।

(٨٤) وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْۤ اَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ۝

(٨٥) وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَ
هُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

(٨٦) بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ

৮৪. আর মাদয়ানে প্রেরণ করি তাদের ভাই শুআয়বকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। পরিমাপ ও ওযনে কম করো না।[১১৬] আমি তোমাদেরকে সচ্ছল দেখছি এবং আমি তোমাদের প্রতি আশংকা করি এক আবেষ্টনকারী দিনের শাস্তির।[১১৭]

৮৫. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায্যভাবে পরিমাপ ও ওযন পূর্ণ কর।[১১৮] মানুষকে তাদের জিনিস কম দিও না।[১১৯] এবং দেশে অশান্তি বিস্তার করো না।[১২০]

৮৬. আল্লাহ্ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তাই তোমাদের জন্য শ্রেয়– যদি তোমরা মু'মিন হও।[১২১] আমি তোমাদের রক্ষক নই।[১২২]

স্বজাতির প্রতি হযরত শু'আয়ব (আ.)-এর উপদেশ

১১৬. এ ঘটনাও সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে।

১১৭. আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন, তখন সতর্ক থাক, পাছে না-ফরমানীর কারণে কেড়ে নেওয়া না হয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্থলে পার্থিব ও পরকালীন শাস্তি চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

১১৮. অর্থাৎ এ যাবত যুলুম ও অন্যায়ের যে আইন ও মাপকাঠি ছিল, তা সংশোধন করে ফেল।

১১৯. কেবল মাপ ও ওযনেই নয়, কোন কিছুতেই অন্যের হক নষ্ট করো না।

১২০. অর্থাৎ শির্‌ক ও কুফর বা মাপে কম দেওয়া কিংবা অন্য কোনও ভাবে পরের হক নষ্ট ও অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত হয়ে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করো না। বলা হয়, তারা ডাকাতি করত ও আমানতে খিয়ানত করত।

১২১. আল্লাহ্‌র আরোপিত দায়িত্ব-কর্তব্য আদায়ের পর তাঁর প্রদত্ত সম্পদে যা বেঁচে থাকে একজন মু'মিনের জন্য তা পরিমাণে কম হলেও সেই প্রচুর হতে ঢের ভাল যা হারাম পন্থায় অর্জিত হয়, বা যাতে মানুষের হক নষ্ট করা হয়। সঠিক মাপ-জোখের মাধ্যমে লেনদেনকৃত হালাল মালে এক তো নগদ বরকত পাওয়া যায়, দ্বিতীয়ত আল্লাহ্‌র কাছে লাভ হয় সওয়াব।

(৮৭) قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ
نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝

৮৭. তারা বলল, হে শু'আয়ব! তোমার সালাত আদায়ই কি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছে যেন আমরা আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের উপাসনা করত, তাদের ছেড়ে দেই বা আমরা আমাদের অর্থ-সম্পদে যা করে থাকি, তা করা ছেড়ে দেই? তুমি তো ভারী সহনশীল ও সাধু![১২৩]

---

১২২. অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিলাম। এখন জবরদস্তিমূলক তোমাদেরকে দিয়ে পালন করানোর দায়িত্ব আমার নয়।

সম্প্রদায়ের জওয়াব

১২৩. এটা বলছিল ঠাট্টাচ্ছলে যে, এত বেশী ভাল মানুষ সেজ না। তা সারাটা জাতির মধ্যে একা তুমিই বুদ্ধিমান, সহনশীল ও সাধু পুরুষটি রয়ে গেলে! বাকি আমরা ও আমাদের মুরব্বীরা সব মূর্খ ও আহ্মক?

হযরত শু'আয়ব (আ.) অত্যধিক সালাত আদায় করতেন। তারা বলল, সম্ভবত তোমার সালাতই তোমাকে আদেশ দেয়, যেন তুমি আমাদের দ্বারা বাপ-দাদাদের পুরানো ধর্ম পরিহার করাও এবং আমাদের অর্থ-সম্পদে আমাদের স্বাধীন ইখতিয়ার থাকতে না দাও। তা তুমি তোমার সালাত আদায় করে যাও। আমাদের পার্থিব বিষয়-আশয় ও মাপ-জোখের উপর হস্তক্ষেপ করার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, মূর্খ লোকদের কাজ হচ্ছে পুণ্যবানদের মত উৎকৃষ্ট কাজ নিজেরা করতে পারে না বলে উল্টো তাদেরকে কটাক্ষ করতে থাকে। এটাই কুফ্রী চরিত্র।

কোন কোন তাফসীরকারক اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ বাক্যটিকে বিদ্রূপের অর্থে না নিয়ে বাস্তব অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তুমি একজন বিবেকবান, ভাব-গম্ভীর ও শিষ্ট-সুবোধ লোক। তারপরও কেন এরূপ অবান্তর কথাবার্তা বলছ। সালিহ্ (আ.)-এর সম্প্রদায়ও তাঁকে এই ধারার কথা বলেছিল- قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ...... 'তারা বলল, হে সালিহ্ পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল। তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করছ ইবাদত করতে তাদের, যাদের ইবাদত করত আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা?' (১১ ঃ ৬২)।

قَالَ يٰقَوۡمِ اَرَءَيۡتُمۡ اِنۡ كُنۡتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنۡ رَّبِّىۡ وَرَزَقَنِىۡ مِنۡهُ رِزۡقًا
حَسَنًا ؕ وَمَاۤ اُرِيۡدُ اَنۡ اُخَالِفَكُمۡ اِلٰى مَاۤ اَنۡهٰٮكُمۡ عَنۡهُ ؕ اِنۡ اُرِيۡدُ اِلَّا الۡاِصۡلَاحَ مَا (৮৮)
اسۡتَطَعۡتُ ؕ وَمَا تَوۡفِيۡقِىۡۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَاِلَيۡهِ اُنِيۡبُ ○

৮৮. সে বলল, হে সম্প্রদায়! দেখ তো আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সঠিক উপলব্ধি লাভ করে থাকি এবং তিনি আমাকে দিয়ে থাকেন উত্তম উপজীবিকা।[১২৪] আর আমি তোমাদেরকে যে কাজে নিষেধ করি, আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না।[১২৫] আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই আর তা সাধিত হবে আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করেছি এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।[১২৬]

হযরত শু'আয়ব (আ.) কর্তৃক নিজ অবস্থানের ব্যাখ্যা

১২৪. হয়ত বাহ্যিক জীবিকা বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মাপ-জোখে বেশকম করা ছাড়াই হালাল ও উৎকৃষ্ট পন্থায় জীবিকা দান করেছেন। অথবা অভ্যন্তরীণ জীবিকা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নবূওয়াত দান করেছেন। সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সঠিক উপলব্ধি ও ব্যুৎপত্তি দান করে সেই সমুজ্জ্বল পথ দেখিয়েছেন, যা তোমরা দেখতে পাও না। তিনি আমাকে এমন মহা ধনের ধনী করেছেন যার কোন অংশ তোমরা লাভ করনি। তা এর দাবী কি এটাই যে, আমিও তোমাদের মত অন্ধ হয়ে যাব ও আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান হতে মুখ ফিরিয়ে নেব? না কি তোমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপে ঘাবড়ে গিয়ে উপদেশ দান ও বুঝানো ছেড়ে দেব?

১২৫. অর্থাৎ যেসব মন্দ কাজ হতে তোমাদের বাধা দিচ্ছি আমার ইচ্ছা নয় তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে আমি নিজেই তাতে লিপ্ত হব। উদাহরণস্বরূপ তোমাদের দুনিয়া-বিবাগী বানাব আর এদিকে আমি দুনিয়ার সব কিছু কুড়িয়ে এনে আমার ঘর পূর্তি করব। না, আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দেই, আমি আগেই তা পালনে যত্নবান থাকি। তোমরা আমার উপর এ অভিযোগ আরোপ করতে পারবে না যে, আমার উপদেশের পেছনে কোন ব্যক্তি-স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা কাজ করছে।

১২৬. আমার সব চেষ্টার লক্ষ্য তো এটাই, যাতে তোমাদের দীনী ও পার্থিব অবস্থা শুধরে যায় এবং তোমরা বর্তমান নিকৃষ্ট অবস্থান হতে বের হয়ে ঈমান ও মারিফাতের বালাখানায় উন্নীত হতে পার। এই সংশোধনী লক্ষ্য ছাড়া আর কোন লক্ষ্য আমার নেই। সুতরাং কোন অবস্থাতেই আমি এটা ছাড়তে পারি না। বাকি আমার কথা কাজে লাগা ও চেষ্টা সার্থক হওয়া– এটা সম্পূর্ণই আল্লাহ্ তা'আলার ইখতিয়ারাধীন। তাঁরই তাওফীক ও সাহায্যে সব কাজ সাধিত হতে পারে। তাঁরই উপর আমার ভরসা এবং সব কিছুতে আমি তাঁরই শরণাপন্ন হই।

(৮৯) وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۝

(৯০) وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۝

(৯১) قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۫ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ۝

৮৯. হে সম্প্রদায়! আমার সাথে যিদ করে শেষে এই পরিণতি কামাই করো না যে, নূহের সম্প্রদায়, হূদের সম্প্রদায় কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর যে শাস্তি নিপতিত হয়েছিল, অনুরূপ তোমাদের উপরও নিপতিত হবে। লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে কিছু দূরে নয়।[১২৭]

৯০. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়।[১২৮]

৯১. তারা বলল, হে শু'আয়ব! তুমি যা বল তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না।[১২৯] আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বলই দেখি।[১৩০] তোমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী না থাকলে তোমাকে পাথর মেরে খতম করে দিতাম। আমাদের দৃষ্টিতে তোমার কোন মর্যাদা নেই।[১৩১]

---

১২৭. অর্থাৎ আমার প্রতি যিদ ও শত্রুতার তাড়নায় এমন কিছু করে বসো না, যা অতীত জাতিসমূহের মত তোমাদেরকে কঠিন সর্বনাশা শাস্তির উপযুক্ত বানিয়ে দেয়। অবিশ্বাস ও শত্রুতার কারণে হযরত নূহ (আ.), হূদ (আ.) ও সালিহ (আ.)-এর উম্মতগুলোর উপর যে আযাব এসেছিল, তা অজানা নয়। আর তাদের সকলের শেষে নিকট অতীতে তো লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ঘটনাও ঘটেছে। সে কথা হয়ত তোমাদের মন থেকে এখনও মুছে যায়নি। এসব দৃষ্টান্ত ভুলে যেও না।

১২৮. যত পুরানো ও ঘোরতর অপরাধীই হোক, খাঁটি মনে তাঁর দরবারে শরণাপন্ন হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি স্বীয় মেহেরবানীতে ক্ষমা করে দেন, বরং তাকে ভালবাসতে শুরু করেন।

১২৯. তারা সব কিছু ঠিকই বুঝত, কিন্তু কেবল হঠকারিতাবশত ও সত্য গোপনের অভিপ্রায়ে বলত, তোমার কথা কিছুই বুঝি না। কে জানে কি সব আবোল-তাবোল বকছ (নাউযুবিল্লাহ্)। আর যদি বাস্তবেই এরূপ সহজ-সরল কথা অমনোযোগিতা বা বুদ্ধির স্থূলতার কারণে তাদের বুঝে না আসত, তবে উক্তিটিকে বাহ্য অর্থেই গ্রহণ করা হবে।

(৯২) قَالَ يٰقَوۡمِ اَرَهۡطِیۡۤ اَعَزُّ عَلَیۡكُمۡ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اتَّخَذۡتُمُوۡهُ وَرَآءَكُمۡ ظِهۡرِیًّا ؕ اِنَّ رَبِّیۡ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ مُحِیۡطٌ ۝

৯২. সে বলল, হে সম্প্রদায়! আল্লাহ্ অপেক্ষা আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর চাপই তোমাদের উপর বেশী? তোমরা তাঁকে ভুলে গিয়ে পশ্চাদ্দিকে রেখে দিয়েছ। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর তা আমার প্রতিপালকের আয়ত্তে।১৩২

---

১৩০. অর্থাৎ একজন দুর্বল ও গুরুত্বহীন লোক নিরর্থক সারা পৃথিবীকে শত্রু বানাচ্ছে। তার তো উচিত নিজের প্রতি করুণা করা। অযথা নিজেকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করার কী দরকার?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ পূর্বসূরীদের কারও কারও থেকে বর্ণিত আছে যে, ضعيف অর্থ অন্ধ। বিশেষ কোনও সময়ে সাময়িকভাবে হযরত শু'আয়ব (আ.)-এর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে থাকবে। যেমন ইউসুফ (আ.)-এর বিচ্ছেদে ইয়াকূব (আ.)-এর এরূপ অবস্থা হয়েছিল। মুফাসসিরগণ বর্ণনা করেছেন, হযরত শুআয়ব (আ.) অত্যধিক কান্নাকাটি করতেন। এমন কি এক সময় এ কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তিই চলে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, শু'আয়ব! এত কেন কাঁদছ? জান্নাতের আগ্রহে, না কি জাহান্নামের ভয়ে? আরয করলেন, প্রভু! তোমার সাক্ষাতকারের ভাবনায়, কী জানি যখন তোমার সংগে সাক্ষাত হবে, তখন কীরূপ ব্যবহার করবে। ইরশাদ হল, আমার সাক্ষাত তোমার জন্য মুবারক হোক হে শু'আয়ব! এজন্যই আমি আমার কালীম, ইমরান-পুত্র মূসাকে তোমার খিদমতে নিয়োজিত করলাম। বলা হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

১৩১. অর্থাৎ জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর যারা তোমার সংগে আছে, তাদের কথা চিন্তা করছি। নয়ত এতদিনে তোমাকে পাথর মেরে খতমই করে দিতাম।

১৩২. আফসোস! তোমরা খান্দানের কারণে আমাকে খাতির করছ। এজন্য নয় যে, আমি আল্লাহ্র প্রেরিত এবং স্বীয় সত্যতার পক্ষে খোলা নিদর্শন তোমাদের দেখাই। যেন তোমাদের চোখে আল্লাহ্ তা'আলার চেয়ে আমার খান্দানেরই ইয্যত ও শক্তি বেশী। তোমরা আল্লাহ্র মহিমা ও গৌরব-গরিমা এমনই ভুলে গেছ যে, তাঁর কথা কখনও তোমাদের কল্পনায়ও আসে না। যে জাতি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে পেছনে রেখে দেয়, তার স্মরণ রাখা উচিত তার যাবতীয় কাজ-কর্ম আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির আওতায়। তোমরা যে কাজই কর, যে অবস্থাতেই থাক, মুহূর্তের জন্যও তাঁর আওতার বাইরে যেতে পার না।

(٩٣) وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ○

(٩٤) وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

(٩٥) كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ○

৯৩. হে আমার সম্প্রদায়! সু-অবস্থানে থেকে কাজ করে যাও। আমিও কাজ করছি। ভবিষ্যতে জানতে পারবে কার উপর আসে লাঞ্ছনাকর শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। প্রতীক্ষা করতে থাক। আমিও তোমাদের সংগে প্রতীক্ষারত আছি।[১৩৩]
৯৪. যখন আমার হুকুম এসে গেল। আমি রক্ষা করলাম শু'আয়বকে ও তার সংগে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে– স্বীয় অনুগ্রহে। সে যালিমদেরকে আক্রান্ত করল ভয়াল আওয়ায। প্রভাতকালে তারা যার যার ঘরে পড়ে থাকল অধঃমুখে।
৯৫. যেন তারা কখনও সেখানে বাসই করেনি।[১৩৪] শুনে রাখ, অভিসম্পাত মাদয়ানবাসীর জন্য, যেমন অভিসম্পাতগ্রস্ত হয়েছিল ছামূদ সম্প্রদায়।[১৩৫]

---

১৩৩. আচ্ছা, তোমরা তোমাদের যিদ ও হঠকারিতায় বেঁকে থাক। আমি আল্লাহর তাওফীকে হিদায়াতের পথে অবিচলিত আছি। শীঘ্রই জানা যাবে, আমাদের মধ্যে কাকে আল্লাহ্‌র আযাব লাঞ্ছিত করে এবং কে মিথ্যুক প্রমাণিত হয়। এখন আমরা-তোমরা উভয়ে আসমানী ফয়সালার অপেক্ষায় থাকি।

ত্রিবিধ শাস্তিতে মাদয়ানবাসীর ধ্বংস

১৩৪. এস্থলে বলা হয়েছে শু'আয়ব (আ.)-এর সম্প্রদায় ভয়াল আওয়ায (ফেরেশতার চিৎকার)-এ ধ্বংস হয়েছে। সূরা আ'রাফে رجفة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা ধ্বংস হয়েছে ভূমিকম্পে। আবার সূরা শু'আরায় আছে- عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ অর্থাৎ 'আযাবের মেঘ তাদেরকে ছাউনির মত ঘিরে ফেলে।' ইব্‌ন কাছীর (র.) বলেন, এ সম্প্রদায়ের উপর এ তিনও রকমের শাস্তি আঘাত হেনেছিল। তারপর এক এক সূরায় সেখানকার ধারার সাথে সংগতি রেখে এক এক শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আ'রাফে ছিল যে, আমরা তোমাকে সদলবলে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেব। তাই সেখানে বলা হয়েছে, যে ভূমি থেকে বের করতে চাচ্ছিল সেই ভূমিরই কম্পনে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। এস্থলে তাদের কঠিন বেআদবী ও ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির উল্লেখ ছিল। বিপরীতে আসমানী ভয়াল আওয়াযের কথা বলা হয়েছে, যেন

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝
(৯৬)
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝
(৯৭)
يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۚ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ۝
(৯৮)

৯৬. আমি তো মূসাকে পাঠিয়েছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ।[১৩৬]

৯৭. ফিরআওন ও তার সরদারদের কাছে। কিন্তু তারা ফিরআওনের আদেশই অনুসরণ করল। অথচ ফিরআওনের কথাবার্তা কোন কাজের ছিল না।[১৩৭]

৯৮. কিয়ামতের দিন সে তার সম্প্রদায়ের সম্মুখভাগে থাকবে এবং সে তাদেরকে পৌছাবে আগুনে। তারা যে ঘাটে পৌছবে, সে কত নিকৃষ্ট।[১৩৮]

আল্লাহ্‌র আযাবের এক আওয়াযের মধ্যে তাদের সব হৈ-চৈ হারিয়ে যায়। সূরা শুআরায় তাদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে- فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ - 'তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে আমাদের উপর আসমানের একটা খণ্ড নিক্ষেপ কর। তার জওয়াবে- عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ (ছায়াযুক্ত দিবসের শাস্তি)-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩৫. অর্থাৎ উভয় সম্প্রদায় ভয়াল আওয়াযে ধ্বংস হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়

১৩৬. নিদর্শনাবলী দ্বারা খুব সম্ভব মু'জিযাসমূহ কিংবা সেই নয়টি নিদর্শনকে বুঝান হয়েছে, যার উল্লেখ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ (১৭ : ১০১)-এর মাঝে করা হয়েছে। এর মধ্যে লাঠির মু'জিযাকে, যা ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দাপটযুক্ত মু'জিযা سُلْطَانٌ مُّبِيْنٌ (প্রকাশ্য প্রমাণ) বলা হয়েছে।

অথবা سُلْطَانٌ مُّبِيْنٌ দ্বারা সেই সব অকাট্য ও বলিষ্ঠ দলীল-প্রমাণকে বুঝান হয়েছে, যা হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে ফির'আওনের সম্মুখে পেশ করেছিলেন। অন্যত্র এ আলোচনা আসবে।

তবে سُلْطَانٌ مُّبِيْنٌ দ্বারা এর আভিধানিক অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে, অর্থাৎ প্রকাশ্য বিজয়। কেননা, ফির'আওনের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.) ক্রমাগতভাবে প্রকাশ্য বিজয় লাভ করতে থাকেন।

১৩৭. অর্থাৎ উন্মুক্ত নিদর্শনাবলী দেখেও ফির'আওনের সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র নবীর কথা মানল না। মানল সেই আল্লাহ্‌দ্রোহীর আদেশ, অথচ তার কথাবার্তার কোন ভিত্তি ছিল না, যা মেনে মানুষ কিছু কল্যাণ লাভ করতে পারে।

(৯৯) وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ۝

(১০০) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ۝

(১০১) وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَمَاۤ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ۝

৯৯. এই দুনিয়ায় তাদের পেছনে লা'নত এবং কিয়ামতের দিনও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার, যা তারা লাভ করবে।[১৩৯]

১০০. এটা জনপদসমূহের কিছু বৃত্তান্ত, যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি। তাদের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতকের মূল উৎপাটিত।[১৪০]

১০১. আমি তাদের উপর যুলুম করিনি, কিন্তু তারাই নিজেরা নিজেদের উপর যুলুম করেছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের হুকুম আসল, তখন আল্লাহ্ ছাড়া যে দেবতাদেরকে তারা ডাকত তারা তাদের কোন কাজে আসল[১৪১] না এবং তারা-তাদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করল না।[১৪২]

---

১৩৮. এই দুনিয়াতেও ফিরআওন যেমন কুফ্র ও শিরকের ক্ষেত্রে তাদের ইমাম ছিল, তেমনি কিয়ামতের দিনও সে তাদের নেতৃত্ব দান করবে। দুনিয়ায় বসে যারা তার অন্ধ অনুকরণ করেছিল, তারা তার পেছনে পেছনে চলে সর্বশেষ গন্তব্যস্থল (জাহান্নাম) পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এই তো সে ঘাট, যেখানে ঠাণ্ডা পানির স্থানে থাকবে দহনকারী আগুন।

১৩৯. অর্থাৎ পৃথিবী যত দিন থাকবে, মানুষ ততদিন ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়ের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকবে। তারপর কিয়ামতে ফেরেশতা ও হাশরবাসীর পক্ষ হতে লা'নত বর্ষিত হবে। মোট কথা, লা'নতের ধারা লাগাতার তাদের সাথে চলতে থাকবে। যেন তাদের কীর্তিকলাপের জন্য এই পুরস্কার তাদের দেওয়া হল।

অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা

১৪০. অর্থাৎ বিগত জাতিসমূহের যে কাহিনী তোমাদের শোনান হল এবং দেখানো হল যে, তারা কীভাবে নবীগণকে অস্বীকার ও তাদের সাথে বেআদবী করেছিল এবং কীভাবে তার পরিণতিতে ধ্বংস হয়েছিল, তাদের মধ্যে কতক জাতির বসতি এখনও আবাদ রয়েছে, যেমন ফির'আওনের জনপদ মিসর। আর কতক সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে গেছে, তবে তার ধ্বংসাবশেষ বাকি আছে, যেমন কওমে লূতের বসতি। কতকের তো নাম-চিহ্নও দুনিয়া থেকে একেবারে মুছে গেছে।

(১০২) وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۝

(১০৩) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ۝

১০২. এমনই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও, যখন তিনি পাকড়াও করেন জনপদসমূহকে, তাদের যুলুমে রত অবস্থায়। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও মর্মন্তুদ, সুকঠিন।[১৪৩]

১০৩. নিশ্চয়ই এর মাঝে নিদর্শন রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য, যে আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে।[১৪৪] এটা সেই দিন, যেদিন সমস্ত মানুষ একত্র হবে এবং সেটা সকলের উপস্থিত হওয়ার দিন।[১৪৫]

---

১৪১. অর্থাৎ আল্লাহ্ নিরপরাধ কাউকে পাকড়াও করেননি যে, যুলুম করেছেন বলে ধারণা হতে পারে। তারা যখন অন্যায়-অনাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং প্রকাশ্যভাবে নিজেদেরকে শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত করেছে, তখনই আল্লাহ্‌র শাস্তি এসেছে। লক্ষ্য কর, যে দেবতাদেরকে তারা বড় আশ্রয় মনে করত এবং যারা ছিল তাদের আশাস্থল, তারা সেই কঠিন বিপদ মুহূর্তে কোনই কাজে আসল না।

১৪২. বাতিল মা'বূদ কিসের কাজ দেবে, উল্টো তারা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তারা যেহেতু তাদেরকে ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক মনে করল, নানা রকম আশা-ভরসা তাদের উপর রাখল, মানত ও নযর-নেওয়ায তাদের নামে করল এবং উপাস্যসুলভ মর্যাদা দিল, তাই তো এই অশুভ দিন তাদেরকে দেখতে হল। নবীগণকে অস্বীকার করার কারণে যে আযাব হত, শির্ক ও পুতুল-পূজার কারণে তার উপর আরও বাড়তি আযাব হল।

১৪৩. অর্থাৎ যালিমদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে সুযোগ দেওয়া হয়, যখন কোন রকমেই আর নিবৃত্ত না হয়, তখন পাকড়াও করে গলা ঠেসে ধরা হয়। অপরাধী যদি চায় যে কষ্ট কম হোক, বা তাঁর পাকড়াও থেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা হোক, তো সে অবাস্তব স্বপ্ন, অসম্ভব চিন্তা ও বাতুলতা।

১৪৪. অর্থাৎ দুনিয়া তো কর্মক্ষেত্র। এখানেই যখন শির্ক, কুফর ও নবূওয়াতে অস্বীকৃতির কারণে দণ্ড ভোগ করতে হয় এবং এতটা কঠোরতা ভুগতে হয়, তখন তা একথা উপলব্ধি করার একটা নিদর্শন বৈকি যে, আখিরাতে, যা একান্তই কর্মফলের জায়গা, এসব অপরাধের জন্য কী পরিমাণ শাস্তিই না ভোগ করতে হবে এবং কীরূপ বিচারই না সেখানে হবে। যে বুদ্ধিমান পরিণাম সম্বন্ধে আশংকিত থাকে, তার জন্য এর মাঝে অনেক বড় শিক্ষা রয়েছে।

(١٠٤) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ۝

(١٠٥) يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ۝

(١٠٦) فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ۝

(١٠٧) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝

(١٠٨) وَأَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ۝

১০৪. আমি যে তা বিলম্বিত করি, তা কেবল এক স্থিরীকৃত প্রতিশ্রুতির জন্য।[১৪৬]

১০৫. যে দিন তা আসবে, কোন প্রাণী কথা বলতে পারবে না তার অনুমতি ব্যতিরেকে। তাদের মধ্যে কতক হতভাগা এবং কতক ভাগ্যবান।[১৪৭]

১০৬. যারা হতভাগা, তারা তো আগুনের মধ্যে থাকবে, সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ।

১০৭. এখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক যা চান তা ব্যতিক্রম। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যা চান তা করেই ফেলেন।

১০৮. পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান, তারা জান্নাতবাসী। তাতে তারা হামেশাই থাকবে, যতদিন বিদ্যমান থাকবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী। তবে তোমার প্রতিপালক যা চান তা ব্যতিক্রম। এটা নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।[১৪৮]

---

১৪৫. অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর বিচার একই সময়ে সেই দিন অনুষ্ঠিত হবে, যখন পূর্ববর্তী-পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে এবং কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। যেন আল্লাহ্‌র আদালতে সবচেয়ে বড় হাজিরার দিন হবে সেটাই।

১৪৬. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জ্ঞানে যে মেয়াদ স্থিরীকৃত আছে, তা পূর্ণ হওয়ার পরই সেই দিন আসবে। দেরী দেখে মনে করো না যে, এ কেবল কাল্পনিক ও মনগড়া কথা।

১৪৭. অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ হবে এমন কথা আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া বলতে পারবে না। হাশরের ময়দানে একটা সময় এমনও যাবে, যখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারবে না।

জান্নাতবাসীদের জান্নাতে ও জাহান্নামীদের জাহান্নামে স্থায়িত্ব

১৪৮. এ আয়াতগুলোর দুই অর্থ হতে পারে।

এক. দুনিয়ায় আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকার যে সময়কাল, সেই পরিমাণ সময় দুর্ভাগারা জাহান্নামে এবং ভাগ্যবানরা জান্নাতে থাকবে। বাকি এর চেয়ে বেশী যা তোমার প্রতিপালকের ইচ্ছা তা তিনিই জানেন। আমরা যখন সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের কল্পনা করি, তখন আমাদের পার্থিব পরিবেশ অনুযায়ী সবচেয়ে দীর্ঘ সময় এটাকেই বুঝি। এজন্যই مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ প্রভৃতি বাক্য আরবী পরিভাষায় স্থায়িত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাকি প্রকৃত যে স্থায়িত্ব, যাকে অনন্তকাল বলাই সমীচীন, তা আল্লাহ্ তা'আলারই অনন্ত জ্ঞানে সীমাবদ্ধ (আর কেউ জানে না), যাকে مَا شَاءَ رَبُّكَ (যা তোমার প্রতিপালক চান) শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

দুই. আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে যে, مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ-কে স্থায়িত্বের রূপক মনে করা হবে। অথবা আসমান ও যমীন দ্বারা আখিরাতের আসমান-যমীন বুঝানো হবে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ 'যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও (১৪ ঃ ৪৮)। অর্থ এই দাঁড়াল যে, হতভাগ্যরা জাহান্নামে এবং ভাগ্যবানরা জান্নাতে ততদিন পর্যন্ত থাকবে, যতদিন আখিরাতের আসমান-যমীন বিদ্যমান থাকবে। অর্থাৎ অনন্তকাল। বাকি তোমার প্রতিপালক চাইলে স্থগিত করতে পারেন এবং সেখানে হামেশা থাকতে নাও দিতে পারেন। কেননা, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের স্থায়িত্বও তাঁর ইখতিয়ার ও ইচ্ছাধীন। বাকি তিনি ইচ্ছা করেই ফেলেছেন যে, কাফির ও মুশরিকদের আযাব এবং জান্নাতীদের ছওয়াব কখনও স্থগিত হবে না। ইরশাদ হয়েছে وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ 'তারা কখনও আগুন থেকে বের হওয়ার নয়' (২ ঃ ১৬৭)। এবং يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا 'তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা হতে বের হওয়ার নয়' (৫ ঃ ৩৭)। আরও وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ - 'তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন বিরাম দেওয়া হবে না' (২ ঃ ১৬২)। আরও ইরশাদ হয়েছে- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ 'আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এ ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' (৪ ঃ ১১৬)।

এরই উপর সমস্ত উম্মাহ্র ঐকমত্য রয়েছে। আমাদের কালের কতক নামধারী মুফাস্সির এর বিপরীত যা-কিছু পেশ করেছেন, তার ভিত্তি হয় যতসব দুর্বল ও জাল রিওয়ায়াত অথবা এমন সব বিরল উক্তি, যা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ কিংবা এমন কতক আয়াত ও হাদীস, বক্রদৃষ্টি বা উল্টা বুঝের কারণে যার ভুল অর্থ করে নেওয়া হয়েছে।

(১০৯) فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ۝

১০৯. সুতরাং এরা যার পূজা করে সে সম্বন্ধে তুমি ধোঁকায় পড়বে না। পূর্বে তাদের বাপ-দাদারা যেমন পূজা করত, তেমনি পূজাই এরা করে থাকে। আমি তাদেরকে তাদের (আযাবের) অংশ কিছু মাত্র কম না করে পুরোপুরি দেব।১৪৯

আল্লাহ্ তা'আলা যদি স্বতন্ত্র তাফসীর গ্রন্থ্ রচনার তাওফীক দেন, তবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে। এই সংক্ষিপ্ত টীকায় তার অবকাশ নেই।

বাকি গুনাহ্গার মু'মিন, যারা গুনাহের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে (নাউযুবিল্লাহ্), তাদের সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদীস আমাদেরকে আল্লাহ্র ইচ্ছা জানিয়ে দিয়েছে যে, একদিন অবশ্যই তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে পৌঁছানো হবে। আর জান্নাত হতে কখনও কাউকে বের করা হবে না। সম্ভবত এ কারণেই জান্নাতীদের পুরস্কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে- عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ (নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার)। আর হতভাগ্যদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ। (তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করেন)। যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কতক হতভাগ্যকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, কিন্তু ভাগ্যবানকে জান্নাত থেকে বের করা হবে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ। (তবে তোমার প্রতিপালক যা চান) দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র স্থায়িত্ব ও মাখলূকের স্থায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোন মাখলুকের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপেই আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যখন ইচ্ছা তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন। সেই সংগে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, শাস্তি ও পুরস্কার দান তাঁর ইচ্ছা ও ইখতিয়ারাধীন। 'আর্য সমাজ' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আকীদা অনুযায়ী তিনি এতে বাধ্য যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।

১৪৯. অর্থাৎ এত বিপুল মানুষের শির্ক ও পুতুল পূজায় লিপ্ত থাকা এবং এখনও পর্যন্ত শাস্তিপ্রাপ্ত না হওয়াটা এমন কোন বিষয় নয়, যাতে মানুষ ধোঁকায় পড়ে সন্দেহের শিকার হতে পারে। এসব লোক বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুকরণ করছে। কিন্তু মিথ্যা মাবূদেরা তাদের কী কাজে এসেছিল যে, এদের কাজে আসবে? নিঃসন্দেহে এরা সকলে আখিরাতে পূর্ণ আযাব ভোগ করবে। যাতে কোন কম পড়বে না বা কখনও কমিয়ে দেওয়া হবে না, যেন غير منقوص শব্দটি غير مجذوذ -এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ দুনিয়ায় রিয্ক ইত্যাদি যা স্থিরীকৃত আছে, তা পুরাপুরি লাভ করবে, এরপর শিরকের পূর্ণ শাস্তি ভোগ করবে।

(১১০) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝

(১১১) وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ۭ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

১১০. আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। পরে তার মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব স্থিরীকৃত একটি কথা যদি না থাকত, তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। এর মাঝে তাদের সংশয় রয়েছে, যা তাদেরকে স্বস্তি নিতে দেয় না।[১৫০]

১১১. যখন সময় আসবে, তখন তোমার প্রতিপালক সকলকেই তাদের কর্মফল পুরাপুরি দেবেন। তারা যা কিছু করেছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।[১৫১]

পাপ-পুণ্যের মত-পার্থক্য কেন?

১৫০. মূসা (আ.)-কে তাওরাত দিয়ে পাঠানো হলে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হল। কেউ কবূল করল, কেউ করল না। আজ কুরআন মাজীদ নিয়ে এরূপই বিভেদ চলছে। একথা ঠিক যে, আল্লাহ্‌র এ শক্তি ছিল যে, তিনি চাইলে এ বিভেদ সৃষ্টি হতে নাও দিতে পারতেন কিংবা হয়ে যাওয়ার পর অবিশ্বাসীদের মূলোৎপাটন করে সব বিভেদের নিষ্পত্তি করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিগত রহস্যের চাহিদা এরূপ ছিল না। তাঁর কাছে পূর্ব থেকেই একটি কথা স্থির হয়ে আছে। তা এই যে, মানুষকে নির্দিষ্টকালের জন্য কর্ম ও ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা দিয়ে পরীক্ষা করা হবে তারা কোন্ পথে চলে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির যথাযথ প্রাপ্য জেনেশুনে রহ্‌মত ও সম্মানের উপযুক্ত হয়, না বক্রতা ও বিভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে স্বভাব-প্রকৃতির বিকৃতি সাধন করে নিজেকে গযব ও ক্রোধের পাত্রে পরিণত করে। ইরশাদ হয়েছে - لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا 'তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম, তা পরীক্ষা করার জন্য।' এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মানুষের গঠন-প্রকৃতি এমন করা হয়েছে যে, সে পাপ-পুণ্যের অবলম্বনে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য ও ইচ্ছা-রহিত নয়। এর অনিবার্য ফল এই যে, দুনিয়ায় ভাল ও মন্দ এবং পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্ব জারী থাকবে। এরপর রহমতপ্রাপ্তদের থেকে অভিশপ্তদেরকে পৃথক করে ফেলা হবে। এবং এভাবে اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ (তবে যাদেরকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন, তারা স্বতন্ত্র) এবং لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (আমি জিন্ন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই)- এ ঘোষণাও পূর্ণ হবে। খুব সম্ভব এটাই সেই كلمة (কথা), যা স্থিরীকৃত না থাকলে এক মুহূর্তে সব বিভেদের পরিসমাপ্তি ঘটানো হত। সাধারণেরা এই রহস্য উপলব্ধি করতে না পারার দরুন সন্দেহে নিপতিত রয়েছে যে, আগামীতেও এসব বিভেদের মীমাংসা হবে কিনা।

(১১২) فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

(১১৩) وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۝

১১২. সুতরাং তোমাকে যেমন আদেশ করা হয়েছে, তাতে স্থির থাক এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে, তারাও। এবং সীমালংঘন করো না। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা দেখেন।[১৫২]

১১৩. যারা যালিম তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। অন্যথায় আগুন তোমাদেরকেও স্পর্শ করবে। আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই এবং তোমরা কোথাও সাহায্য পাবে না।[১৫৩]

---

১৫১. অর্থাৎ প্রত্যেককে তার কর্মের পুরাপুরি ফল দেওয়ার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু যখন সময় আসবে, তখন অবশ্যই কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নেওয়া হবে। আযাবে দেরী দেখে মনে করো না তোমাদের কার্যকলাপের কোন খবর তাঁর নেই।

১৫২. আপনি এই মুশরিকদের ঝঞ্ঝাটে পড়বেন না। আপনার এবং যারা কুফ্র ইত্যাদি হতে তওবা করে আপনার সাহচর্য অবলম্বন ও আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে, তাদের কর্তব্য আল্লাহ্র বিধি-বিধানে সর্বদা স্থির ও অবিচল থাকা। আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা, ইবাদত, লেনদেন ও সামাজিকতা, দাওয়াত, তাবলীগ ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে সব রকমের প্রান্তিকতা হতে বেঁচে থেকে ভারসাম্যপূর্ণ অবিচলতার পথে সোজা চলতে থাক। কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি বা শৈথিল্যমূলক প্রান্তিকতার পথ অবলম্বন করে সীমা অতিক্রম করে যেও না। বিশ্বাস রাখ আল্লাহ্ তা'আলা অনুক্ষণ তোমাদের কার্যকলাপ দেখছেন।

১৫৩. পূর্বে لاتطغوا বলে সীমালংঘন করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এবার বলা হচ্ছে, যারা যালিম (সীমালংঘনকারী), তাদের দিকে যেন তোমাদের বিন্দুমাত্র ঝোঁক না থাকে। তাদের বন্ধুত্ব, সাহচর্য, প্রশংসা, গুণকীর্তন, তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন, তাদের সাথে বাহ্যিক সাদৃশ্য স্থাপন, কাজেকর্মে অংশীদারিত্ব — মোটকথা, প্রতিটি বিষয়ে যথাসম্ভব তাদের পরিহার করে চল। পাছে আগুনের লেলিহান শিখা তোমাদেরও গায়ে লেগে যায়। তখন আর আল্লাহ্ ভিন্ন তোমরা কোন সাহায্যকারী পাবে না এবং আল্লাহ্র সাহায্যও তোমরা লাভ করতে পারবে না।

(١١٤) وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝

১১৪. সালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের কিছু অংশে।[১৫৪] সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয়। যারা স্মরণ রাখে এটা তাদের জন্য স্মারক।[১৫৫]

কুরআনে সালাতের ওয়াক্ত

১৫৪. যালিমদের দিকে ঝুঁকো না, বরং এক, লা শারীক আল্লাহ্র দিকেই ঝোঁকো। সকাল, সন্ধ্যা ও রাতের অন্ধকারে বিনয় ও একাগ্রতার সাথে সালাত আদায় কর। এটাই আল্লাহ্র সাহায্য লাভের বড় উপায়।

দিনের দুই প্রান্ত বলতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের সময় তথা ফজর ও আসরের সালাত বুঝানো হয়েছে। কিংবা এক প্রান্তে ফজর ও অপর প্রান্তে মাগরিবের সালাত, যেহেতু মাগরিব সূর্যাস্তের সংগে সংগেই হয়ে থাকে। অনেকের মতে ফজর, যোহ্র ও আসর তিন ওয়াক্তের সালাত এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ দিনকে দুই ভাগ করে প্রথম ভাগে ফজর এবং দ্বিতীয় ভাগে যোহ্র ও আসরকে দাখিল করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের সূচনা হয় দ্বিপ্রহর থেকে এবং শেষ হয় সূর্যাস্তকালে।

زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ দ্বারা শুধু মাগরিব বা মাগরিব ও ইশা উভয় ওয়াক্তের সালাত বুঝান হয়েছে। ইব্‌ন কাছীর (র.) এ সম্ভাবনার কথাও লিখেছেন যে, طَرَفَيِ النَّهَارِ দ্বারা ফজর ও আসর এবং زلفا من الليل দ্বারা তাহাজ্জুদ বুঝানো যেতে পারে। কেননা, ইসলামের প্রথম দিকে এই তিন সালাতই ফরয ছিল। পরে তাহাজ্জুদ ফরয হিসাবে মানসূখ হয়ে যায় (নফল হিসাবে বাকি থাকে) এবং অবশিষ্ট দু'য়ের সাথে আরও তিন ওয়াক্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১৫৫. অর্থাৎ সালাত কায়েম রাখা আল্লাহ্র স্মারক। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ 'সালাত কায়েম কর আমার স্মরণার্থে।' কিংবা এর অর্থ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ (পুণ্য পাপরাশি মিটিয়ে দেয়)-এ মূলনীতি স্মরণ রাখার বিষয়, যা কখনও ভোলা উচিত নয়। কেননা, এর দ্বারা মু'মিন বান্দাগণ সৎকর্মের উৎসাহ পায়।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, সৎকর্ম অসৎকর্মকে তিন প্রকারে মিটিয়ে দেয়ঃ যে সৎকর্ম করে, তার পাপরাশি মোচন হয়; পাপ কার্যের অভ্যাস দূর হয় এবং যেখানে পুণ্যের রেওয়াজ হয়ে যায়, সেখানে হিদায়াত আসে ও গোমরাহীর অবসান হয়। তবে এজন্য পাপের চেয়ে পুণ্যের ওযন বেশী হওয়া চাই। যেমন ময়লা, তেমন সাবান।

(১১৫) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٥

(১১৬) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ
عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ٥

১১৫. এবং ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ছওয়াব নষ্ট করেন না।[১৫৬]

১১৬. তোমাদের পূর্বেকার সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কেন হল না এমন সদ্‌গুণ বিশিষ্ট লোক, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করত? তবে অল্প কতক ব্যতিক্রম, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছিলাম। আর যারা যালিম ছিল, তারা সেই পথেই চলত, যাতে ভোগ বিলাসের উপরকরণ পেত এবং তারা ছিল অপরাধী।[১৫৭]

---

১৫৬. কুরআনের মাঝে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ্‌র সাহায্যলাভের উপায় দু'টি– সবর ও সালাত। ইরশাদ হয়েছে- وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর ও সালাতের মাধ্যমে (বাকারা ঃ ১৫৩)। এ স্থলেও সালাতের পর সবরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মু'মিন যখন আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্যে স্থিরপদ থাকে, কোন সুখ-দুঃখের পরোয়া না করে, তখনই আল্লাহ্‌র সাহায্য পায়। তাঁর দরবারে কোন পুণ্যবানের প্রতিদান নষ্ট হয় না, বরং ধারণারও বেশী লাভ হয়।

জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকারী লোকজন থাকা অপরিহার্য

১৫৭. অতীতের জাতিসমূহের ইতিহাস শুনিয়ে উম্মতে মুহাম্মাদীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যেন প্রচুর সংখ্যক লোক এমন থাকে, যারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। বিগত জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছে এ কারণেই যে, মানুষ ব্যাপক হারে আরাম-আয়েশের নেশায় বিভোর থেকে অন্যায়-অপরাধ করে যেত। সৎ গুণের অধিকারী প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ তাদেরকে নিষেধ করা ছেড়ে দিয়েছিল। এভাবে কুফর ও শির্‌ক এবং অন্যায়-অনাচারে দুনিয়ার অবস্থা সম্পূর্ণ বিগড়ে গেল। সংশোধনকারী কেউ থাকল না। স্বল্প সংখ্যক লোক সৎকার্যে আদেশের ধ্বনি উচ্চকিত করল। কিন্তু ঢোলের আসরে কে শোনে তোতার বোল? পরিণামে নিষেধকারিগণ আযাব থেকে রক্ষা পেল এবং বাকি সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল।

(১১৭) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ○

(১১৮) وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ○

(১১৯) اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

১১৭. তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদসমূহ ধ্বংস করবেন, অথচ তার অধিবাসীরা সজ্জন।[১৫৮]

১১৮. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে একই পথের অনুসারী করতে পারতেন, কিন্তু এরা হামেশাই মতভেদ করতে থাকে।

১১৯. কিন্তু তোমার প্রতিপালক যার প্রতি দয়া করেন, সে ব্যতিক্রম এবং এজন্যই তাদের সৃষ্টি করেছেন।[১৫৯] তোমার প্রতিপালকের কথা পূর্ণ হয়েছে যে, আমি জিন্ন ও মানব উভয়কে একত্র করে জাহান্নাম পূর্ণ করবই।[১৬০]

শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, পুণ্যবানরা বেশী হলে সম্প্রদায় ধ্বংস হত না, কিন্তু তারা ছিল কম। ফলে, কেবল নিজেরা রক্ষা পেল। বিশুদ্ধ হাদীসে আছে, যখন যালিমের হাত ধরে তাকে যুলুম হতে নিবৃত্ত করা না হবে এবং মানুষ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ত্যাগ করবে, তখন আশু সম্ভাবনা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন শাস্তি পাঠাবেন যা কাউকে নিস্তার দেবে না।

১৫৮. অর্থাৎ যে জনপদের লোক নিজেদের অবস্থা সংশোধনে মনোযোগী থাকে, সৎ কাজের রেওয়াজ চালু রাখে এবং অন্যায়-অবিচার রোধ করে, খামোকা তাদের ধ্বংস করা আল্লাহ্র শান নয়। শাস্তি তখনই আসে, যখন মানুষ অন্যায়-অনাচার এবং কুফ্র ও অবাধ্যতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

হক- বাতিলে বিরোধের রহস্য

১৫৯. পূর্বে একথা বহুবার লেখা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিগত রহস্যের চাহিদা নয় যে, বিশ্বের সমস্ত মানুষকে একই পথে পরিচালিত করা হোক। এজন্যই সত্য গ্রহণ করা না করার মাঝে সর্বদা মত বিরোধ চলে এসেছে এবং চলতে থাকবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিরোধ সৃষ্টিকারী হচ্ছে সেই সব লোক, যারা সুস্পষ্ট স্বভাবের বিরুদ্ধে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। সকলেই যদি সুষ্ঠু স্বভাব অনুযায়ী চলত, তা হলে কোন বিরোধ দেখা দিত না। এজন্যই الا من رحم ربك দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ তাদের সত্যানুরাগের কারণে দয়া করেছেন, তারা মতবিরোধকারীদের মধ্যে নয়।

(১২০) وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ
وَجَآءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১২০. আমি তোমার কাছে রাসূলগণের বৃত্তান্ত সম্পর্কে সব কিছুই বিবৃত করছি, যা দিয়ে তোমার অন্তরে সান্ত্বনা দান করি। এ সূরায় তোমার কাছে এসেছে খাঁটি কথা এবং মু'মিনদের জন্য উপদেশ ও স্মারকবাণী।[১৬১]

জগত সৃজনের লক্ষ্য

১৬০. অর্থাৎ বিশ্ব-জগত সৃষ্টির উদ্দেশ্যই এটা যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলার 'রুদ্র' ও 'স্নিগ্ধ' উভয় জাতীয় গুণাবলীর প্রকাশ ঘটবে। এ জন্য প্রকাশস্থল বিভিন্ন রকম হওয়া অপরিহার্য। এক দল তাদের মালিকের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে দয়া-দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও সন্তুষ্টির প্রকাশস্থলে পরিণত হবে, যারা হবে رحم ربك -এর অন্তর্ভুক্ত। অপর একদল অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার দরুন তাঁর ইনসাফ ও শাস্তির প্রকাশস্থল সাব্যস্ত হবে ও যাবজ্জীবন কয়েদের শাস্তি ভোগ করবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র এ ঘোষণা পূর্ণ হবে- لاملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين মানুষ ও জিন্ন উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই। যা হোক, বিশ্ব-সৃষ্টির বিধানগত উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ইবাদত'। যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ 'আমি জিন্ন ও ইনসানকে এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে' (৫১: ৫৬)।

আর সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য এই যে, বিধানগত লক্ষ্যকে স্বীয় ইচ্ছা ও কর্ম দ্বারা পূর্ণ করা না করার দিক থেকে এমন দু'টি শ্রেণী যাতে তৈরী হয়ে যায়, যারা আল্লাহ্ তা'আলার রুদ্র ও স্নিগ্ধ গুণরাজির বা অন্য কথায়, দয়া ও গযবের প্রকাশস্থলে পরিণত হবে-

در کار خانه عشق ازکفرنا گزیراست
دوزخ کرا ابسوزد گر بولهب نه باشد

"প্রেমের এই কারখানাতে কুফরেরও প্রয়োজন।
আবূ লাহাব না থাকলে দোযখ কাকে করত দহন?"

দয়া ও কৃপার প্রকাশস্থলও যোগ্যতার স্তরভেদে বিভিন্ন রকম হবে।

گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن * اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے

রঙ-বেরঙের ফুলেই ফোটে ফুলবাগিচার পূর্ণ বাহার
যওক শোন! মতভেদের মাঝেই আছে এ জগতের অলংকার।

কুরআন মাজীদে অতীত ইতিহাস কেন বর্ণিত হয়?

১৬১. পূর্বে বহু নবী-রাসূলের ঘটনা বিবৃত হয়েছিল। সূরার উপসংহারে সেসব ঘটনা বিবৃত করার কিছু তাৎপর্য বর্ণিত হচ্ছে। অতীতের জাতিসমূহ ও তাদের

(١٢١) وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ۖ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ۝
(١٢٢) وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝
(١٢٣) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ
عَلَيْهِ ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

১২১. যারা ঈমান আনে না তাদের বল, তোমরা স্ব-অবস্থানে থেকে কাজ করে যাও, আমরাও কাজ করছি।

১২২. এবং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করছি।[১৬২]

১২৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য কথা আল্লাহ্‌রই কাছে। যাবতীয় কাজের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। সুতরাং তাঁরই বন্দেগী কর এবং তাঁরই উপর নির্ভর কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমাদের প্রতিপালক অনবহিত নন।[১৬৩]

নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলী শুনলে রাসূলে আকরম (সা.)-এর মনে সান্ত্বনা ও প্রশান্তি লাভ হয়। উম্মত লাভ করে প্রকৃত তথ্য, জানতে পারে খাঁটি ইতিহাস, যার মাঝে উপদেশের বিপুল মাল-মসলা নিহিত রয়েছে।

মানুষ যখন শোনে আমার স্বজাতির লোক বিগত যমানায় এই অপরাধের পরিণামে ধ্বংস হয়েছে, তখন তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। যখন দেখে ওই পথ অবলম্বন করার কারণে তারা মুক্তি পেয়েছিল, তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই সে দিকে ধাবিত হয়।

বস্তুত কুরআন মাজীদের ঘটনাবলীর অংশটুকু এতই মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী যে, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে, যার মাঝে একটু হলেও আল্লাহ্-ভীতি আছে, সে তা শুনে প্রভাবিত না হয়ে পারে না। আর ঘটনাবলী বা অন্যান্য বিষয়বস্তুর যে পুনরাবৃত্তি কুরআনে লক্ষ্য করা যায়, সে সম্বন্ধে আমি 'আল-কাসিম' পত্রিকায় শুরুর দিকে একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ লিখেছিলাম। তা দেখে নিতে বলা হচ্ছে।

১৬২. এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত আয়াত আলোচ্য সূরার প্রথম দিকেও গেছে। অর্থ এই যে, তোমরা যদি আমার কথা না মান, তো নিজ যিদ নিয়েই বসে থাক। আমি নিজ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছি। সেই সাথে আমার বিরুদ্ধে কালচক্রের আবর্তন কখন হয় সেই অপেক্ষা করতে থাক। আমি তোমাদের অশুভ পরিণামের প্রতীক্ষা করছি। সত্বর জানতে পারবে, যালিমদের পরিণতি কী হয়। يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ "তারা তোমাদের ভাগ্য-বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্য-চক্র তাদেরই হোক" (৯ ঃ ৯৮)।

১৬৩. অর্থাৎ আপনি তাদের কুফর ও অপতৎপরতায় দুঃখিত হবেন না। নিজ কাজ চালিয়ে যান। তাদের ফয়সালা আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিন। তাঁর কাছে আসমান-যমীনের কোন কিছুই গোপন নয়। সব কিছু ঘুরে-ফিরে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। সেখানে তারা পুরাপুরি টের পাবে কোন্ বিভ্রান্তিতে তারা নিপতিত ছিল। আপনি মনে-প্রাণে স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত-বন্দেগীতে লেগে থাকুন। এক মাত্র তাঁরই সাহায্যের উপর ভরসা রাখুন। তিনি তোমাদের নিষ্ঠাপূর্ণ কাজ সম্পর্কে অজ্ঞ নন। কাজ অনুযায়ী ব্যবহার তিনি তোমাদের সাথে করবেন।

হাদীসে আছে, সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বার্ধক্যের লক্ষণ আপনার মাঝে খুব তাড়াতাড়িই এসে গেল? বললেন, شيبتنى هود واخواتها 'সূরা হূদ ও তার মত সূরাগুলো আমাকে বুড়ো করে ফেলেছে। কোন কোন 'আলিম লিখেছেন, সূরা হূদের যে আয়াতটি তাঁকে বৃদ্ধ করে ফেলেছিল সেটি ছিল এই فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ "তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ তাতে অবিচলিত থাক এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তারাও। আর সীমালংঘন করো না। তোমরা যা কর, তিনি তা সম্যক দ্রষ্টা।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীন ও রাসূলে কারীম (সা.)-এর আদর্শের উপর আমাদেরকে অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন।

সূরা ইউসুফ

১১১ আয়াত, ১২ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ॥

(١) الٓرٰ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡمُبِيۡنِ ۞

(٢) اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ قُرۡءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ۞

১. আলিফ -লাম-রা। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।[১]

২. আমি একে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন রূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার।[২]

---

১. অর্থাৎ এ কিতাব যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতীর্ণ, তা অতি স্পষ্ট এবং যে বিধিবিধান, অনুশাসন, দিক-নির্দেশনা ও উপদেশাবলী এর মাঝে সন্নিবেশিত রয়েছে, তাও নেহায়েত উজ্জ্বল ও পরিষ্কার।

কুরআন কেন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হল ?

২. আরবী ভাষা দুনিয়ার সমস্ত ভাষা অপেক্ষা বেশী সাহিত্যালংকারপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, বিধিবদ্ধ ও বলিষ্ঠ। তাই কুরআন নাযিলের জন্য এ ভাষাকেই মনোনীত করা হয়েছে। খোদ নবী যখন আরবী, তখন বলার অপেক্ষা রাখে না কুরআনের সম্বোধন সর্বপ্রথম আরবদের উপরই বর্তাবে। তারপর তাদের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ায় এ আলোর বিস্তার ঘটবে। এরই প্রতি ইংগিত করা হয়েছে لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ -এর মাঝে। অর্থাৎ তোমাদের ভাষায় অবতীর্ণ করার কারণ এই যে, নবীর স্বজাতি হওয়ার কারণে তোমরা সবার আগে এর জ্ঞানরাশি ও মর্মসুধা আহরণ ও আস্বাদন করবে, পরে অন্যদেরকে আস্বাদন করাবে। সুতরাং এমনই হয়েছে।

ইবন কাছীর (র.) লেখেন-

انزل اشرف الكتب باشرف اللغات على اشرف الرسل بسفارة اشرف الملائكة وكان ذلك فى اشرف بقاع الارض وابتداء انزاله فى اشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل الوجوه ـ

(٣) نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ اَحۡسَنَ الۡقَصَصِ بِمَاۤ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ ۖ وَاِنۡ كُنۡتَ مِنۡ قَبۡلِهٖ لَمِنَ الۡغٰفِلِيۡنَ ○

৩. আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি উত্তম বর্ণনা। এই হেতু যে, আমি তোমার প্রতি প্রেরণ করেছি এই কুরআন। যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

'সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআন নাযিল হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের উপর, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষায়, সর্বশ্রেষ্ঠ বার্তাবাহক ফেরেশতা জিবরাঈলের মাধ্যমে। আর এটা ঘটেছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভূ-খণ্ড মক্কায় এবং অবতরণের সূচনা হয়েছিল বছরের সেরা মাস রমযানে। এভাবে আল-কুরআন সর্বাঙ্গীণভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করে।'

কুরআনে ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী

৩. অর্থাৎ কুরআন আকারে যে ওহী আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়, তার মাধ্যমে আমি আপনাকে অতি উৎকৃষ্ট বর্ণনাভঙ্গিতে একটি হৃদয়গ্রাহী বৃত্তান্ত শোনাচ্ছি, যে সম্পর্কে নিজ সম্প্রদায়ের মত আপনিও এতদিন অনবহিত ছিলেন। ঘটনাটি পূর্বে ইতিহাস ও বাইবেলে উল্লেখিত ছিল, কিন্তু ছিল এক উপাখ্যান আকারে। কুরআন মাজীদে তার প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় অংশগুলোকে এমন বিস্ময়কর, অলংকারময় মনোজ্ঞ বর্ণনাধারায় তুলে ধরা হয়েছে, যা কেবল পূর্বের কাহিনীকারদের ভুল-ক্রটির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেছে তাই নয়, বরং জায়গায় জায়গায় অত্যন্ত উচ্চতর ফলাফলেরও দিক-নির্দেশ করেছে এবং ঘটনার ভেতর দিয়ে জ্ঞান ও নির্দেশনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্তকে কোন কিছুই রদ করতে পারে না। আল্লাহ্ যখন কারও প্রতি মেহেরবানী করতে চান, তখন সমগ্র জগত মিলে সম্ভাব্য সব কৌশল ও শক্তি ব্যয় করেও তাকে বঞ্চিত করতে সক্ষম হয় না। ধৈর্য-স্থৈর্য পার্থিব ও পরকালীন সাফল্যের কুঞ্জী। হিংসা-বিদ্বেষের পরিণাম লাঞ্ছনা ও ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানব-বুদ্ধি এক অমূল্য রত্ন, যার বদৌলতে মানুষ বিপদ-আপদ ও সংকট-সমস্যা জয় করে নিতে পারে। এর বদৌলতে সে পারে, জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে। চারিত্রিক পবিত্রতা ও নৈতিক শুদ্ধি মানুষকে শত্রু ও হিংসুকের চোখেও শেষ পর্যন্ত মর্যাদাবান করে তোলে। এরূপ আরও অসংখ্য তত্ত্ব রয়েছে, যা এই শ্রেষ্ঠতম বৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাসসিরগণ কয়েকটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। সবগুলো মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায়, ইয়াহূদীরা পরীক্ষা করার নিমিত্ত

(٤) اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝
(٥) قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ
الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

৪. যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল, হে পিতা! আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি তারকা, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে। আমি তাদের দেখেছি আমাকে সিজদারত।[৪]

৫. সে বলল, হে পুত্র! তুমি তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে প্রকাশ করো না। তা হলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।[৫]

মক্কার মুশরিকদের দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রশ্ন করে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরগণ তো শামে বাস করত। তা বনী ইসরাঈল মিসরে গেল কী করে যে, সেখানে ফির'আওনের সংগে মূসা (আ.)-এর সংঘাত ঘটতে পারে? হয়ত মুসলিদেরও উপদেশ ও শিক্ষাপূর্ণ একটি বিস্তারিত ঐতিহাসিক ঘটনা শোনার আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। এদিকে এ ঘটনার ভেতর দিয়ে যে সব অবস্থা ও পরিস্থিতি তুলে ধরবার ছিল, তা নানা দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর কওমের অবস্থার সংগে সংগতিপূর্ণ ছিল, যার উল্লেখ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য ছিল চিত্ত-প্রশান্তিকর এবং তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষাপ্রদ। এ সমস্ত কারণে পুরা ঘটনাটি যথেষ্ট বিশদ ও বিস্তারিত আকারে কুরআন মাজীদে বিবৃত হয়েছে, যাতে করে প্রশ্নকারীরা উপলব্ধি করতে পারে যে, শাম থেকে ইসরাঈল (হযরত ইয়া'কূব (আ.)) ও তাঁর সন্তানদের মিসর আগমনের কারণ ছিল ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা। সেখানেই তাঁর বংশ বিস্তার হয় এবং ক্রমে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিশেষে হযরত মূসা (আ.) এসে ফির'আওন কিবতীদের দাসত্ব হতে তাদের মুক্ত করেন।

৪. অর্থাৎ এগারটি তারকা ও চন্দ্র-সূর্য আমার সামনে ঝুঁকছে ও অবনত হচ্ছে। তিনি এ স্বপ্ন দেখেছিলেন শৈশবে। সত্য বটে সম্ভাবনাময় চারার চিরল চিরল পাতা।

ইয়া'কূব (আ.) ভাইদের কাছে স্বপ্নের কথা প্রকাশ করতে ইউসুফকে নিষেধ করলেন কেন?

৫. অর্থাৎ শয়তান সর্বদা মানুষের জন্য ওঁৎ পেতে আছে। সে প্ররোচনা দিয়ে তোমার ভাইদেরকে তোমার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেবে। কারণ, স্বপ্নের ব্যাখ্যা ছিল পরিষ্কার। ইউসুফ (আ.)-এর ভাইগণ আর যাই হোক নবী বংশের লোক তো ছিল।

এতটা পরিষ্কার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বুঝে নেওয়া তাদের জন্য কিছু কঠিন ছিল না। এগারটি তারকা মানে এগার ভাই এবং চন্দ্র-সূর্য হচ্ছে মা-বাপ। যেন ইংগিত করা হয়েছে, এরা সকলেই কোনও এক সময় ইউসুফ (আ.)-এর মর্যাদার সম্মুখে মাথা নোয়াবে। সুতরাং সূরার শেষে এর প্রতি ইশারাও করা হয়েছে এই বলে যে, يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا "হে পিতা! এই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক একে সত্য করেছেন।"

অনুমান করা যায়, স্বপ্নের আগে থেকেই হযরত ইয়া'কূব (আ.) উপলব্ধি করছিলেন, ইউসুফের প্রতি পিতার বিশেষ বাৎসল্য দেখে তার সৎ ভাইগণ মনে মনে জ্বলছিল। এবার তিনি চিন্তা করলেন, তারা যদি স্বপ্নের কথা শুনে ফেলে, তা হলে শয়তান তাদের অন্তরে হিংসানল জ্বালিয়ে দেবে এবং অসম্ভব নয় হিংসাবশে অন্ধ হয়ে এমন কোন কাজ করে বসবে যা ইউসুফের দুঃখ এবং খোদ তাদের লাঞ্ছনা ও কুখ্যাতির কারণ হবে। তাই তিনি ভাইদের সামনে স্বপ্নের কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিলেন। 'বিনইয়ামীন' নামে ইউসুফের একজন আপন ভাই ছিল। তার সামনেও প্রকাশ করার অনুমতি দিলেন না। যদিও তার দিক থেকে অনিষ্টের কোন আশংকা ছিল না। হাঁ, এটা সম্ভব ছিল যে, সে তা শুনে অসতর্কতাবশত অন্যদের সামনে প্রকাশ করে দেবে এবং এভাবে এ সংবাদ সকলের কানে পৌঁছে যাবে।

ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা কি নবী ছিল?

হাফিয ইব্ন তাইমিয়া (র.) একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় লিখেছেন যে, কুরআন, অভিধান ও বুদ্ধি-বিচার কোন কিছুর দ্বারাই সমর্থিত হয় না যে, ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা নবী ছিল। না রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরূপ কথা বলেছেন, না সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ এ মতের সমর্থক ছিলেন। পিতা-মাতার অবাধ্যতা, আত্মীয়তা ছেদন, মুসলিম ভাইকে হত্যার প্রচেষ্টা, তাকে গোলাম রূপে বিক্রয় করা ও কুফরী দেশে পাঠানো, প্রকাশ্য মিথ্যা বলা ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া ইত্যাকার সব ন্যক্কারজনক তৎপরতাকে কি কোন নবীর কাজ বলা যেতে পারে, তা নবূওয়াতের পূর্বেই হোক না কেন? যারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদেরকে নবী বলে মত প্রকাশ করেছেন, তাদের কাছে 'আসবাত' (اسباط) শব্দ ছাড়া কোন দলীল নেই। অথচ 'আসবাত' কেবল ঔরসজাত সন্তানকেই নয়, বরং গোটা জাতি-সম্প্রদায়ের জন্যও প্রযোজ্য হয়। আর বনী ইসরাঈল যে 'আসবাত'-এ বিভক্ত হয়েছে, এটা হযরত মূসা (আ.)-এর যমানার কথা।

(٦) وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৬. এভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন[৬] এবং তোমাকে কথাবার্তার উদ্দেশ্য-নির্ণয় শিক্ষা দেবেন[৭] এবং তোমার প্রতি ও ইয়া'কূব পরিবারের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন,[৮] যেমন পূর্বে তা পূর্ণ করেছিলেন তোমার দুই পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি।[৯] নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১০]

---

৬. অর্থাৎ যেমন ভাল স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তেমনি স্বীয় অনুগ্রহক্রমেই বিশেষ নৈকট্যের মর্যাদায়ও তোমাকে ভূষিত করবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবূওয়াত দান করেন এবং নানা রকম বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনুগ্রহের দুয়ার তাঁর জন্য খুলে দেন।

৭. দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে তার অংশগুলোকে স্বীয় বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যথাযথ স্থানে স্থাপিত করা। বা প্রতিটি কথার স্থান-কাল উপলব্ধি করা ও যাবতীয় বিষয়ের পরিণাম আগেভাগেই আঁচ করতে পারা। কিংবা আল্লাহ্ ও নবীর বাণী, অতীতের সম্প্রদায়গুলোর ইতিহাস ও ঘটনারাজি এবং আসমানী কিতাবসমূহের বিষয়বস্তুর নিগূঢ় মর্ম উপলব্ধি করে ফেলা, এসব কিছুই تاويل الاحاديث -এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৮. অর্থাৎ পরকালীন নিআমতের সাথে পার্থিব নি'মতও দান করবেন এবং নবূওয়াতের সংগে বাদশাহীও। দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি দিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

ইয়া'কূবের পরিবারকে পার্থিব দুঃখ-কষ্ট ও বৈষয়িক সমস্যাদি হতে নিষ্কৃতি দেবেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর বংশে বড় বড় নবী ও রাজা-বাদশাহের জন্ম দেবেন।

৯. ইয়া'কূব (আ.) বিনয়ে নিজ নাম উচ্চারণ না করে বরং পিতা ইসহাক (আ.) ও দাদা ইবরাহীম (আ.)-এর নাম উল্লেখ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-কে স্বীয় খলীল ও নবী বানান। তাঁর দুশমন নমরূদকে ধ্বংস করেন এবং অগ্নিকুণ্ডকে তাঁর জন্য পুষ্পোদ্যানে পরিণত করেন।

ইসহাক (আ.)-কে নবূওয়াত দান করেন এবং তাঁর ঔরসে ইয়া'কূবের মত নবীর জন্ম দেন, যার থেকে বনী ইসরাঈলের সমস্ত আম্বিয়া-ই-কিরামের বংশধারা চালু করেন।

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ○ (৭)

৭. ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।১১

বিশুদ্ধ হাদীছে আছে, -الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم- 'মহৎ পুত্রের মহৎ পিতা, যার পিতাও মহৎ এবং তাঁর পিতাও ছিলেন একজন মহৎ, অর্থাৎ ইউসুফ ইয়া'কূব (আ.)-এর পুত্র, ইয়া'কূব (আ.) ইসহাক (আ.)-এর পুত্র, আর ইসহাক (আ.) ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র।'

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হযরত ইয়া'কূব (আ.) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার কিছু অংশ খুব সম্ভব হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন দ্বারা বুঝেছিলেন যে, এত অল্প বয়সে এরূপ অর্থবহ ও মুবারক স্বপ্ন! আর বাকিটা বুঝেছিলেন ইউসুফ (আ.)-এর স্বভাব-চরিত্র দেখে কিংবা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করা হয়ে থাকবে।

১০. অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকের যোগ্যতা ও তার উপযুক্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। স্বীয় প্রজ্ঞাবলে তিনি সে অনুযায়ী তাদেরকে কল্যাণ দান করেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার সাথে নবী-জীবনের সাদৃশ্য

১১. অর্থাৎ যারা এ ধরনের ঘটনা অবগত হয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায়, তাদের জন্য ইউসুফ ও তার ভাইদের বৃত্তান্তে হিদায়াত ও শিক্ষার বহু কিছু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। এ কাহিনী শুনে অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার মহা কুদরত ও প্রজ্ঞার নকশা অঙ্কিত হয়ে যায়। নবী করীম (সা.)-এর সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ লাভ হয় যে, তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও এবং কোন বই-পুস্তক বা শিক্ষক হতে কিছু আহরণ না করেও এরূপ বিশুদ্ধ ও বিন্যস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করছেন, যে বিবৃতির এ ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা চলে না যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁকে তা অবহিত করছেন।

বিশেষত মক্কার যে কুরায়শগণ ইয়াহূদীদের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করছিল, তাদের জন্য এ ঘটনায় বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর ভাইয়েরা ঘর থেকে বের করে দেয়, হিংসাবশে হত্যা বা নির্বাসিত করার চক্রান্ত করে, নানা রকম কষ্ট দেয়, লাঞ্ছনা ও উপহাসের কোন পন্থাই বাকি রাখেনি। পরিশেষে একদিন এমন আসল, যখন তাদেরকে অনুতপ্ত ও মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে হল। আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ.)-কে দীন-দুনিয়ার উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি স্বীয় উন্নতি ও ক্ষমতার সময় ভাইদের অপরাধ উপেক্ষা করেন এবং অত্যন্ত উদার মনে তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। ঠিক এভাবেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জ্ঞাতিরা

(৮) اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا
لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِۙ ۝

(৯) اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ
بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝

৮. যখন তারা বলতে লাগল, আমাদের পিতার কাছে তো ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের চেয়ে বেশী প্রিয়, অথচ আমরা তাদের চেয়ে শক্তিশালী দল। আমাদের পিতা অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন।[১২]

৯. তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর কিংবা নিক্ষেপ কর অন্য কোন দেশে যাতে তোমাদের পিতার লক্ষ্য তোমাদেরই জন্য নিরঙ্কুশ থাকে।[১৩] এরপর তোমরা ভাল লোক হয়ে থেক।[১৪]

তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য চক্রান্ত করেছিল, তাঁকে উৎপীড়ন ও নির্যাতন করেছিল, তাঁর মান-সম্মানের উপর আঘাত হেনেছিল, এমন কি তাঁকে দেশত্যাগে পর্যন্ত বাধ্য করেছিল। কিন্তু সে দিন ছিল সমাসন্ন, যখন দেশের বাইরে গিয়ে তাঁর সাফল্য ও সমুচ্চ মর্যাদা সূর্যের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং কয়েক বছরের মধ্যেই মক্কার সেই ঐতিহাসিক দিন এসে গেল, যখন তিনি গোত্রীয় ও স্বদেশী ভাইদের অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর ঠিক ইউসুফ (আ.)-এর ভাষায় ক্ষমার আঁচড় টেনে দিলেন। ঘোষণা করলেন- لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।'

ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি পিতার বিশেষ ভালবাসার কারণ

১২. ইউসুফ (আ.) ও তাঁর সহোদর বিনইয়ামীনকে হযরত ইয়া'কূব (আ.) অত্যধিক ভালবাসতেন। কেননা, তারা বৈমাত্রেয় ভাইদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন এবং এই বয়সেই মাতৃচ্ছায়া হারিয়েছিলেন। তা ছাড়া, তিনি অন্তর্দৃষ্টি বা ইলহাম দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইউসুফের ভবিষ্যত অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং নবূওয়াতের খান্দানী ধারা ভবিষ্যতে তাঁর সংগেই সম্পৃক্ত হবে। খোদ ইউসুফ (আ.)-এর আকৃতি ও প্রকৃতির অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণ-মাধুর্য মহান পিতার বিশেষ ভালবাসাকে নিরন্তর আপনার দিকে চুম্বকের মত টেনে নিচ্ছিল। অন্যান্য ভাইয়ের জন্য এটা ছিল অসহনীয়। তারা বলত, সময়ে তো আমরাই কাজে আসি। একটি শক্তিশালী দল আমাদের রয়েছে, যা পিতার এই দুর্বলাবস্থায় কাজে আসবে। এই ছোট্ট শিশুদের দ্বারা কী আশা করা যেতে পারে? এই সব চিন্তা করেই তারা তাদের মহান পিতা সম্পর্কে মন্তব্য করত, তিনি এ বিষয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তির শিকার। নিজ ভাল-মন্দের যথার্থ পরিমাপ করতে পারছেন না।

(১০) قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَ اَلْقُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ٥

১০. তাদের মধ্যে একজন বক্তা বলল, ইউসুফকে হত্যা করো না। তাকে নিক্ষেপ কর অজ্ঞাত কোন কুয়ায়, কোন পথিক তাকে তুলে নেবে–যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়।[১৫]

ভাইদের চক্রান্ত

১৩. অর্থাৎ হিংসা-বিদ্বেষের আগুন তাদের ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে। পরিশেষে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল যে, ইউসুফের বর্তমানে পিতার বিশেষ দৃষ্টি ও ভালবাসা লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ইউসুফকেই সরিয়ে দেওয়া উচিত। তা তাকে হত্যাই কর বা অন্য কোন দূর দেশে পাঠিয়ে দাও, যেখান থেকে আর ফিরে আসতে না পারে। সে যখন থাকবে না, তখন পিতার সবটা সুদৃষ্টি ও ভালবাসার একা আমরাই হকদার থাকব। বিনয়ামীনের বিষয়টা সম্ভবত তাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যেন তার প্রতি পিতার ভালবাসাকে ইউসুফের প্রতি ভালবাসারই রেশ মনে করত।

১৪. অর্থাৎ একবার হত্যা ইত্যাদির অপরাধ করতে হবে। তা শেষ হয়ে গেলে তাওবা করে নেব এবং খুব ভাল লোক হয়ে যাব। এ যেন মদের পাত্রও হাতে থাকল, আবার জান্নাতও হাতছাড়া হলো না।

কোন কোন তাফসীরবেত্তা وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ -এর অর্থ করেছেন, ইউসুফের পর আমাদের সব কাজ ঠিক হয়ে যাবে। কেননা, মহান পিতার স্নেহসিক্ত হাত ইউসুফ হতে হতাশ হয়ে কেবল আমাদেরই মাথার উপর থেকে যাবে।

১৫. 'ইয়াহূদা' বলছিল যে, হত্যা করাটা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার। এ ছাড়াও আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে। তোমরা যদি ইউসুফকে সরাতে চাও তো সহজ উপায় এটাই যে, তাকে জনপদ থেকে দূরে অজ্ঞাত কোন কুয়ায় ফেলে দাও।

আবূ হায়্যান (র.) জনৈক ভাষাবিদের উদ্ধৃতি দান করেছেন যে, غيابت الجب বলা হয় সেই তাককে, যা কুয়ার ভেতর পানির সামান্য উপরে তৈরী করা হয়।

উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমরা নিরর্থক হত্যার অপরাধ মাথায় নেব কেন? এরূপ কুয়ায় ফেললে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে কোন পথিক এ পথ দিয়ে যাবে এবং তাকে দেখে তুলে নিয়ে যাবে। এ অবস্থায় আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। এবং অন্যায় রক্তে হাতও রঞ্জিত হবে না। সাপও মরবে লাঠিও ভাংবে না।

(১১) قَالُوا يَٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَٰصِحُونَ ○

(১২) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ○

(১৩) قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِىٓ أَن تَذْهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ
عَنْهُ غَٰفِلُونَ ○

১১. তারা বলল, হে পিতা! কী ব্যাপার, ইউসুফ সম্বন্ধে যে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না, অথচ আমরা তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী?[১৬]

১২. তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে পাঠান। খুব করে খাবে ও খেলবে। আমরা তো তার রক্ষাকারী আছিই।[১৭]

১৩. সে বলল, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এটা ভাবলে আমার কষ্ট হয় এবং আমি আশংকা করি, তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে আর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে।[১৮]

---

১৬. অনুমান করা যায় এর আগেও তারা পিতার কাছে এরূপ আবেদন করেছিল। কিন্তু তাদের সাথে তাকে পাঠানোর ব্যাপারে তিনি মনের দিক থেকে আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না।

১৭. অর্থাৎ ঘরে বসে থাকার দ্বারা এরূপ রূপবান শিশুর শক্তি গড়ে উঠতে পারে না। ভাল হবে তাকে আমাদের সাথে ছাগল চরানোর জন্য মাঠে পাঠিয়ে দিন। সেখানে ঝোপ-ঝাড়ের ফলমূল খাবে এবং খেলাধুলা করবে, তাতে ব্যায়ামের কাজও হবে। বলা হয়, তাদের খেলা ছিল দৌড়-ঝাঁপ ও তিরন্দাযী। এমনিতেও সীমিত খেলাধুলা শিশুদের দেহ-মন সতেজ করে (আবূ হায়্যান)।

মোটকথা, তারা ইউসুফকে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য পিতার কাছে জোরালো আবেদন রাখল এবং অত্যন্ত সুদৃঢ় ভাষায় তাঁকে আশ্বস্ত করল যে, তারা অনুক্ষণ তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

তাফসীরকারগণ লেখেন, আলাদাভাবে ইউসুফকেও তারা তাদের সাথে যেতে এবং পিতার থেকে অনুমতি নিতে উৎসাহিত করল।

১৮. অর্থাৎ ইউসুফের বিচ্ছেদ ও তোমাদের সংগে তার যাওয়ার কথা চিন্তা করলেও আমার কষ্ট হয়। তাছাড়া সে বাচ্চা মানুষ, পাছে তোমাদের অমনোযোগিতার সুযোগে নেকড়ে বাঘ বা অন্য কোন হিংস্র প্রাণী তাকে খেয়ে ফেলে। বর্ণিত আছে, সেখানে বাঘের খুব উপদ্রব ছিল।

হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, পরে তারা নেকড়ে বাঘের বাহানা দেখাবার ছিল, তাই তাঁর অন্তরে ভীতি হয়ে দেখা দিল। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলিমের ধারণা,

(١٤) قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ○

(١٥) فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ
لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১৪. তারা বলল, আমরা একটি শক্তিশালী দল থাকতেও যদি কোন নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা সবই মাটি করে ফেললাম।[১৯]

১৫. পরে তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে অজ্ঞাত কুয়ায় নিক্ষেপ করতে একমত হল, আমি তাকে ইংগিত করে দিলাম যে, তুমি তাদের এই কর্মের কথা তাদেরকে বলবে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না।[২০]

হযরত ইয়া'কূব (আ.) যে বললেন- اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ (আশংকা করি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে) এটা তাঁর মত নবীর তাওয়াক্কুল ও আল্লাহ্-নির্ভরতার প্রেক্ষিতে কিছুটা নিম্ন স্তরের কথা ছিল। সুতরাং তার জওয়াব এই মিলল, যে, ছেলেরা যেন তাঁরই মুখের কথা লুফে নিল এবং তিনি যে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন তাই ঘটনাকারে বানিয়ে উপস্থিত করল।

১৯. অর্থাৎ আমাদের মত শক্তিশালী দলের উপস্থিতিতে যদি ছোট ভাইকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলে, তবে বুঝতে হবে আমরা নিতান্তই অপদার্থ। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে যে, দশ-এগার জন সুস্থ সবল ভাইয়ের চোখের সামনে একটি দুর্বল শিশু বাঘের মুখে চলে যাবে? এমন হলে তো বলতে হবে আমরা আমাদের জীবনটাই মাটি করে ফেলেছি।

কুয়ায় নিক্ষেপ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে না থাকার কারণ

২০. মুফাসসিরগণ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় এই মধ্যবর্তী ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, যা শুনলে পাথরের কলিজাও মোমের মত গলে যায়। আল্লাহ্ জানেন, তা কতদূর সঠিক। কুরআন মাজীদ তার বিশেষ লক্ষ্য অনুযায়ী এই প্রকারের বিস্তারিত বিবরণকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য মনে করে না। কেননা, বিশেষ কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তার সাথে সম্পৃক্ত নয়। কুরআন তার শ্রোতাদের অন্তরে সেই কোমলতা ও আর্দ্রতা সঞ্চার করতে চায়, যার উৎস হচ্ছে ঈমান ঐশী উপলব্ধি। সাধারণ যে মায়া-মমতা মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সকলেরই এমনকি জগতের প্রত্যেকের স্বভাবগত বিষয়, সাধারণ বক্তাদের মত তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া কুরআনের নীতি নয়। সুতরাং কুরআন এ ক্ষেত্রেও মাঝখানকার ঘটনাবলী উহ্য রেখে শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছে যে, ইউসুফের ভাইয়েরা অনেক ছলাকলা করে ইউসুফকে পিতার কাছ থেকে নিয়ে গেল এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুয়ায় ফেলার ব্যবস্থা করে ফেলল।

(١٦) وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ○

(١٧) قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ

الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ○

১৬. তারা অন্ধকার হয়ে গেলে কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে আসল।[২১]

১৭. তারা বলল, হে পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত ছিলাম। ইউসুফকে রেখে গিয়েছিলাম আমাদের মাল-সামানের কাছে। তারপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে।[২২] কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না–যদিও আমরা সত্যবাদী হই।[২৩]

ইউসুফকে ভবিষ্যতের সুসংবাদ দান

আল্লাহ্ বলছেন, তখন আমি ইউসুফকে ইশারা করে দিলাম, যার বিন্দু-বিসর্গ আর কেউ টের পেল না। বললাম, ঘাবড়িও না। এমন একটা সময় অবশ্যই আসবে, যখন এদের এই সব কর্মকাণ্ড তুমি এদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তখন তুমি এক উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে যে, এরা তোমাকে চিনতেই পারবে না বা অনেক দিনের পুরানো হওয়ার কারণে তাদের পক্ষে চেনা সম্ভব হবে না।

এই ইশারা কী স্বপ্নযোগে হয়েছিল, না জাগ্রত অবস্থায়, ইলহামের মাধ্যমে হয়েছিল, না ফেরেশতা মারফত এর কোন স্পষ্ট উল্লেখ কুরআন মাজীদে নেই। বাকি বাহ্য শব্দাবলী দৃষ্টে বলা হয় যে, ওহীর আগমন চল্লিশ বছরের উপর নির্ভরশীল নয়, যেহেতু হযরত ইউসুফ (আ.) তখন খুবই অল্প বয়সের ছিলেন।

সন্ধ্যাকালে পিতার কাছে গিয়ে ভাইদের কৈফিয়ত

২১. হয়ত বাড়ী পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল বা ইচ্ছাকৃত ভাবে তারা অন্ধকার করে আসে, যেহেতু দিনের আলোয় পিতাকে মুখ দেখানো বেশী কঠিন ছিল। রাতের কালো পর্দা নির্লজ্জতা, হৃদয়হীনতা ও মিথ্যা কান্নাকাটিতে কিছুটা হলেও ঢাকতে পারত।

আ'মাশ (র.) সুন্দর বলেছেন, ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের কান্না শোনার পর এখন আর আমরা কেবল চোখের পানি দেখে কাউকে সত্যবাদী বলতে পারি না।

২২. অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণে আমরা কোন অবহেলা করিনি। আমাদের কাপড়-চোপড় ইত্যাদি হিফাযতযোগ্য জিনিসগুলো যেখানে রেখেছিলাম ইউসুফকে সেখানেই বসিয়ে

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ○ (١٨)

১৮. তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে নিয়ে আসল।[২৪] সে বলল, এরূপ কখনও নয়, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা প্রকাশ করছ, সে সম্বন্ধে আমি আল্লাহ্‌রই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।[২৫]

রেখে তারপর আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেই। ব্যস, একটু চোখের আড়াল হওয়া মাত্রই নেকড়ে বাঘ এসে তাকে আক্রমণ করে। বস্তুত এই সামান্য মাত্র অবকাশে এই সম্ভাবনাই ছিল না যে, বাঘ এসে তাকে শিকার করতে পারে।

২৩. অর্থাৎ ইউসুফের ব্যাপারে আগে থেকেই আমাদের উপর আপনার ধারণা খারাপ। আমরা যদি আপনার কাছে বিলকুল সত্যবাদীও হই, তবু এই বিশেষ ক্ষেত্রে আপনি কিছুতেই আমাদের কথা বিশ্বাস করতে পারেন না।

২৪. তারা একটি ছাগল বা হরিণ ইত্যাদি কিছু যবাহ্ করে তার রক্ত ইউসুফের জামায় মাখিয়ে নিয়েছিল। সেই মিথ্যা রক্ত পেশ করে পিতাকে বিশ্বাস করাতে চাইল যে, বাঘের আক্রমণে তার জামা এভাবে রক্ত রঞ্জিত হয়ে গেছে।

ইয়া'কূব (আ.)-এর জওয়াব

২৫. তা যে ব্যক্তি শামে বসে মিসর হতে ইউসুফের জামার ঘ্রাণ অনুভব করতে পেরেছিলেন, তার পক্ষে ছাগলের রক্তকে ইউসুফের রক্ত বলে বিশ্বাস করা কী করে সম্ভব? তিনি শোনা মাত্র তা মিথ্যা সাব্যস্ত করলেন। যেমন কোন কোন তাফসীর গ্রন্থে আছে, তিনি মন্তব্য করলেন, বাঘটি বাস্তবিকই বড় সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিবেকবান। ইউসুফকে নিয়ে গেছে, কিন্তু অতি সাবধানতার সাথে তার রক্ত মাখা জামা নিখুঁতভাবে খুলে রেখে গেছে। সত্য বটে, 'মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তি থাকে না'। রক্ত লেপন তো করল, কিন্তু লক্ষ্য করল না যে, জামাটি ছেঁড়া-ফাড়া টুকরো টুকরো অবস্থায় দেখানো উচিত। হযরত ইয়া'কূব (আ.) সাফ বলে দিলেন, এসব তোমাদের চক্রান্ত এবং সাজানো কথা। বাকি আমি ধৈর্য ধারণ করছি, না অন্য কারও কাছে অভিযোগ করব, না তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নেব। কেবল আমার আল্লাহ্‌র কাছে

(১৯) وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

১৯. এক যাত্রীদল আসল। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পাঠাল। সে নিজ বালতি নামিয়ে দিল। সে বলে উঠল, কী সুখবর! এ যে একটি ছেলে।[২৬] তারা তাকে ব্যবসার মাল মনে করে লুকিয়ে রাখল।[২৭] তারা যা কিছু করে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।[২৮]

দু'আ করছি, এই ধৈর্যে যেন তিনি আমার সাহায্য করেন এবং তোমরা যা প্রকাশ করছ, তার স্বরূপ যেন গায়বী সাহায্য দ্বারা আমাকে এমনভাবে অবহিত করেন, যাতে ইউসুফের সংগে পুনরায় নিরাপদে মিলনের সৌভাগ্য হয়। অনুমান করা যায়, ইয়া'কূব (আ.)-কে অবহিত করা হয়েছিল যে, তাঁকে যে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে তা পূর্ণ হবেই এবং নির্দিষ্ট এক মেয়াদের পর সে বিপদ থেকে তিনি মুক্তি পাবেন। এক্ষণে খোঁজাখুঁজি করার বা প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোন ফায়দা নেই। ইউসুফকে এখনই পাওয়া যাবে না। অন্যান্য পুত্ররা সারা দুনিয়ার লাঞ্ছনা কুড়াবে এবং এটা সম্ভব যে, তারা আক্রোশবশত খোদ ইয়া'কূব (আ.)-কেও কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে (ইমাম রাযী, তাফসীরে কাবীর)।

মিসরযাত্রী কাফেলার হাতে ইউসুফ

২৬. বলা হয় যে, ইউসুফ (আ.) তিন দিন পর্যন্ত কুয়ার মধ্যে ছিলেন। আল্লাহ্র কুদরত তাঁকে হিফাযত করে। ভাই ইয়াহূদার মনে কিছুটা দয়ার সঞ্চার হল। সে রোজ কুয়ায় খানা দিয়ে আসত। এমনিতে সব ভাই খোঁজ রাখত মারা গেল কি না। ভাবত, ভিন দেশী কোন মুসাফির তুলে নিয়ে গেলে আমাদের কাটা সরে যেত। সত্যিই گل است سعدی ودرچشم دشمنان خاراست 'সাদী একটি ফুল কিন্তু শত্রুর চোখে সে একটি কাঁটা।

পরিশেষে মাদয়ান হতে একটি কাফেলা এই পথে মিসর যাচ্ছিল। তারা কুয়া দেখে একজনকে পানি আনতে পাঠাল। সে বালতি ফেলতেই ইউসুফ (আ.) তাতে উঠে বসলেন। যা হোক ছোট তো ছিলেন। তিনি বালতির রশিটিও কষে ধরলেন। পানি সংগ্রাহক তার অপরূপ সৌন্দর্য দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, এ যে আশ্চর্য এক কিশোর। চড়া দামে বিক্রি হবে!

২৭. অর্থাৎ পানি সংগ্রাহক ঘটনাটি তার সাথীদের কাছে গোপন করতে চাইল, পাছে তারা জানতে পেরে সকলে অংশীদার হয়ে বসে। সম্ভবত সে তাদের কাছে বলেছিল, এ গোলামটিকে তার মালিক আমাকে দিয়ে দিয়েছে, যেন মিসরের বাজারে নিয়ে বিক্রি করি।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ۝
(২০)
وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ
(২১)
يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ۚ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۡ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ
تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

২০. এবং তারা ভাইকে বিক্রয় করে দিল স্বল্প মূল্যে—মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে।[২৯] আর তারা তাতেও নিরাসক্ত।[৩০]

২১. মিসর থেকে যে ব্যক্তি তাকে কিনল, সে তার স্ত্রীকে বলল, একে সম্মানজনকভাবে রাখ, হয়ত এ আমাদের কাজে আসবে বা আমরা একে পুত্র বানিয়ে নেব।[৩১] এভাবেই আমি ইউসুফকে সে দেশে জায়গা দিলাম এবং তা এই জন্য যে, আমি তাকে শেখাব কথাবার্তার উদ্দেশ্য-নির্ণয়।[৩২] আল্লাহ্ নিজ কর্মে বিজয়ী থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[৩৩]

---

২৮. ভাইয়েরা চাচ্ছিল নির্বাসিত করতে। কাফেলার লোক ইচ্ছা করেছিল বিক্রি করে দাম উসূল করতে। আল্লাহ্ তা'আলা চাচ্ছিলেন তাকে মিসরের ধন-ভাণ্ডারের মালিক বানাতে। তিনি চাইলে এক সেকেণ্ডের মধ্যে তাদের যাবতীয় তৎপরতা নস্যাৎ করে দিতে পারতেন। কিন্তু বিলম্ব করার মাঝেই তাঁর রহস্য লুক্কায়িত ছিল। এজন্যই সব কিছু দেখেশুনেও তিনি অবকাশ দিয়ে রাখেন।

তুচ্ছ মূল্যে ভাইকে বিক্রয়

২৯. ভাইয়েরা জানতে পারল কাফেলার লোক তাকে কুয়া হতে তুলে নিয়েছে। তারা সেখানে গিয়ে বলল, এ আমাদের গোলাম। পালিয়ে এসেছে। ওর বরাবরই পালাবার অভ্যাস। কাজেই ওকে আর রাখতে চাই না। তোমরা কিনতে চাইলে কিনতে পার। তবে সতর্ক দৃষ্টি রেখ, পাছে কোথাও পালিয়ে যায়। বলা হয়, আঠার দিরহাম কি তার কিছু কমবেশী মূল্যে তাঁকে বিক্রয় করে দেয়। নয় ভাই দুই দুই দিরহাম (আট আনার মত) করে পায়। ইয়াহূদা কোন অংশ গ্রহণ করেনি।

৩০. অর্থাৎ এত সস্তায় বিক্রি করার কারণে অবাক হয়ো না। তারা তো এতই নিরাসক্ত ছিল যে, মুফ্‌ত দিয়ে দিলেও আশ্চর্যের কিছু ছিল না। যে পয়সা পেল, তাই গনীমত মনে করল।

কোন কোন তাফসীরবেত্তা বলেন, আয়াতে যে বিক্রয়ের কথা বলা হয়েছে, সেটা ওই বিক্রয়, যা কাফেলার লোকে মিসরে গিয়ে সম্পন্ন করেছিল। এটাই যদি হয়, তবে বলা হবে পথে পড়ে পাওয়া বলে কদর করেনি। তা ছাড়া ভয় করেছিল, কেউ এসে আবার দাবী না করে বসে। আবার পলায়নপর হওয়ার দোষও তারা শুনেছিল। তাই সস্তায় বিক্রি করে দেয়। তবে প্রথম ব্যাখ্যাই বেশী সঠিক মনে হয়।

(২২) وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَیۡنٰهُ حُکۡمًا وَّعِلۡمًا ؕ وَکَذٰلِکَ نَجۡزِی الۡمُحۡسِنِیۡنَ ○

২২. যখন সে উপনীত হল সক্ষমতার বয়সে, আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম।[৩৪] আর এভাবেই আমি বিনিময় দেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে।[৩৫]

মিসরে আযীযের গৃহে

৩১. বলা হয়, মিসরে পৌঁছার পর নিলাম হয়। মিসরের আযীয (শাসক)-এর নিলাম ডাক ছিল সর্বোচ্চে। সুতরাং তার কথায় ডাক খতম হয়ে যায়। তিনি স্বীয় পত্নী (যুলায়খা, বা রা'ঈল)-কে বললেন, এ ছেলেটিকে দেখতে যেমন অপরূপ, তেমনি যোগ্যতায়ও সম্ভাবনাময় মনে হয়। একে পূর্ণ ইয্যত-সম্মানের সাথে রেখ। গোলামদের মত ব্যবহার করো না। বড় হলে আমাদের কাজে আসতে পারে। আমরা আমাদের কাজ-কারবার এর দ্বারা চালাতে পারব। বা যখন পুত্র-কন্যা নেই, একে পুত্র রূপেই গ্রহণ করে নেব।

৩২. অর্থাৎ আমি আমার অপার শক্তি ও সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা দ্বারা ইউসুফকে ভাইদের হিংসাত্মক আচার-আচরণ ও কূয়ার বন্দীদশা হতে মুক্তি দিয়ে মিসরের আযীযের বাড়ীতে পৌঁছাই। তার অন্তরে ইউসুফের প্রতি মুহাব্বত ও মর্যাদাবোধ সঞ্চার করি। এভাবে আমি মিসরে তাকে সম্মানজনক স্থান দেই এবং মিসরবাসীর চোখে তাকে মর্যাদাবান ও প্রিয় করে তুলি। যাতে এ জিনিস তার ভবিষ্যত উন্নতি ও সাফল্যের অগ্রদূত সাব্যস্ত হয় এবং মিসরে বনী ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ তৈরী হয়। তা ছাড়া, এটাও লক্ষ্য ছিল যে, আযীযের বাড়ীতে থেকে নেতৃস্থানীয় লোকদের রীতি-নীতি লক্ষ্য করে এবং এভাবে রাষ্ট্রীয় ইশারা-সংকেত বোঝার ও যে কোনও বিষয়ের উদ্দেশ-নির্ণয় ও মর্ম উপলব্ধি করার পূর্ণ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা তার হাসিল হয়ে যায়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ সূরারই প্রথম রুকূ'তে تاويل الاحاديث শব্দটি বর্ণিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা সেখানে দ্রষ্টব্য।

৩৩. অর্থাৎ ভাইয়েরা চেয়েছিল ইউসুফকে নীচে নামাতে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উর্ধ্ব আকাশে পৌঁছিয়ে দিলেন। অধিকাংশ লোকই সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে দেখে না যে, মানব-কৌশলের মুকাবিলায় কীভাবে আল্লাহ্র গৃহীত ব্যবস্থা বিজয়ী হয়।

৩৪. অর্থাৎ ইউসুফের সমস্ত শক্তি যখন পূর্ণতায় পৌঁছল, তখন আল্লাহ্র তরফ থেকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিস্ময়কর করুণাধারা তাঁর উপর বর্ষিত হতে লাগল। স্বীয় বুদ্ধিমত্তা দ্বারা কঠিন থেকে কঠিনতর সংকট-গ্রন্থি খুলতে সক্ষম হতেন। মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদকে অত্যন্ত সুচারুরূপে মীমাংসা করে দিতে পারতেন। দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ অতি সহজে বুঝে ফেলতেন। যা মুখে বলতেন কাজে প্রমাণ করে দেখাতেন। বোধবুদ্ধিহীন চারিত্রিক দুর্বলতা হতে ছিলেন পূতঃপবিত্র এবং শর'ঈ জ্ঞান-গরিমায় পরিপক্ব। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত জ্ঞান তো ছিল তার একান্ত বিষয়।

(২৩) وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ○

২৩. সে যার ঘরে ছিল, সেই স্ত্রীলোকটি তাকে ফুসলাল। তার মন সংবরণ করা হতে এবং সে দরজাগুলো বন্ধ করে দিল ও বলল, শীঘ্র কর।[৩৬] সে বলল, আল্লাহ্ পানাহ্! আযীয আমার প্রভু। আমাকে তিনি সম্মানে রেখেছেন। নিশ্চয়ই যারা বে-ইনসাফ, তারা সাফল্যমণ্ডিত হয় না।

---

৩৫. যারা স্বভাব-প্রকৃতির দিক-নির্দেশ বা পুণ্যবানদের পদাঙ্কানুসরণ ও আল্লাহ্ প্রদত্ত তাওফীকের বদৌলতে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং মহৎ চরিত্র ও মধুর চাল-চলন অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি এভাবেই অনুগ্রহধারা বর্ষণ করেন।

আল্লাহ্-আশ্রয়ী চরিত্রের কাছে শয়তানী ছলনার হার

৩৬. ওদিক থেকে তো গায়বী কৃপা-দৃষ্টি অত্যন্ত বিস্ময়কর পন্থায় হযরত ইউসুফকে প্রতিপালন করে যাচ্ছিল, আর এদিক থেকে 'আযীয-পত্নী যুলায়খা তাঁর সামনে প্রচণ্ড পিচ্ছিল এক পরীক্ষা ক্ষেত্র দাঁড় করিয়ে দেন। অর্থাৎ ইউসুফ (আ.)-এর রূপ ও সৌন্দর্যে যুলায়খা বেহাল হয়ে পড়ল। সে হৃদয় আকর্ষণ ও মনোরঞ্জনের সব ধরনের উপকরণ যোগিয়ে চাইল যাতে ইউসুফের হৃদয় তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। একদিকে আয়েশ ও বিলাসের দেদার সামগ্রী, ইন্দ্রিয়-চাহিদা পূরণ করার জন্য সর্ব প্রকার সুবিধা, ইউসুফ (আ.)-এর সর্বদা যুলায়খার ঘরে অবস্থিতি, যুলায়খা কর্তৃক তাঁকে অত্যন্ত আদর ও সোহাগের সংগে রাখা, নির্জনতাকালে খোদ সে রমণীর পক্ষ হতে কামনার অস্থির অভিব্যক্তি এবং অন্য কারুর গমনাগমনের সব দরজা বন্ধ থাকা, অন্যদিকে পূর্ণ যৌবন কাল, দৈহিক সক্ষমতার মওসুম, মেযাজ-প্রকৃতির ভারসাম্য ও অকৃতদার জীবন ইত্যাদি বিষয়গুলো ছিল এমন সব কারণের সমাহার, যার আঘাতে বড় বড় নিরাসক্ত সাধু পুরুষেরও তাকওয়া-পরহিযগারী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাকে পুণ্যবান সাব্যস্ত করে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার রঙে রঙীন করেছেন এবং নবীসুলভ নিষ্পাপতার সমুচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, শয়তানের সে সাধ্য কোথায় যে তার উপর কারদানী দেখাবে? তিনি মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন معاذ الله (আল্লাহ্ পানাহ্), যার প্রত্যাঘাতে শয়তানের ভেলকি-জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পানাহ্ লয়, তার উপর কার ক্ষমতা চলতে পারে?

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ (٢٤)
عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ○

২৪. সে রমণী তো তার ফিকির করেছিল আর সে ফিকির করেছিল রমণীর।[৩৮] যদি না এই হত যে, সে স্বীয় প্রতিপালকের কুদরত প্রত্যক্ষ করল।[৩৯] এমনই হল, যাতে আমি দূরীভূত করতে পারি তার থেকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা। সে তো অবশ্যই আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।[৪০]

যুলায়খার প্রস্তাবে ইউসুফ (আ.)-এর জওয়াব

৩৭. অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করি। এরূপ জঘন্য কাজ আমি কী করে করতে পারি। তদুপরি আযীয আমার অভিভাবক। আমাকে কত আদর-যত্নে তিনি রেখেছেন। আমি আমার অনুগ্রহকারীর হারেমে হামলা করব? এরূপ অকৃতজ্ঞ ও যালিম কখনও সাফল্যের মুখ দেখে না। তা ছাড়া, এই বাহ্য অভিভাবকের ক্ষেত্রে যখন আমার এতটা চক্ষুলজ্জা করি, তখন বুঝতেই পার সেই প্রকৃত অভিভাবককে কী পরিমাণ লজ্জা আমাদের করা উচিত, যিনি কেবল নিজ দয়ায় আমার প্রতিপালন করেছেন এবং স্বীয় বান্দাদেরকে আমার সেবা-যত্নের জন্য দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

কোন কোন তাফসীরকারক انه ربى -এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌কে বুঝিয়েছেন, (অর্থাৎ আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, যিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন)।

কুরআনে ব্যক্ত ইউসুফ (আ.)-এর মনের অবস্থার বিশ্লেষণ

৩৮. অর্থাৎ রমণী ফিকির করল তাঁকে ফাঁসানোর এবং তিনি ফিকির করলেন যাতে রমণীর চক্রান্ত সফল না হয়। স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শন ও কুদরত প্রত্যক্ষ না করলে তাঁর পক্ষে অবিচলিত থাকা মুশকিল ছিল।

কোন কোন তাফসীরকারক وَهَمَّ بِهَا -কে ولقد همت থেকে পৃথক করে لَوْ لَآ اَنْ رَّاٰى بُرْهَانَ رَبِّهٖ -এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, ঠিক اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا (সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিত– যদি না আমি তার হৃদয় দৃঢ় করে দিতাম (২৮ : ১০)-এর অনুরূপ। এ হিসাবে আয়াতের উদ্দেশ্য ইউসুফের জন্য ফিকির (هم) সাব্যস্ত করা নয়, বরং অস্বীকার করা। অর্থ হবে এরূপ, রমণী তো ইউসুফকে কামনা করল আর ইউসুফও তার কামনা করে ফেলত– যদি না স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শন ও কুদরত প্রত্যক্ষ করত।

কেউ কেউ وهم بها -এর هَمّ শব্দটিকে ঝোঁক ও আগ্রহ অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ইউসুফের মনে তাঁর অবচেতনে কিছুটা আগ্রহ ও ঝোঁকের সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন প্রচণ্ড গরমের সময় ঠাণ্ডা পানি দেখলে তার প্রতি রোযাদারের আগ্রহ জন্মায়, কিন্তু সে তা পান করার ইচ্ছা করে না এবং এই অনিচ্ছাজনিত আগ্রহ কিছু দূষণীয়ও নয়। বরং স্বভাবগত আগ্রহ সত্ত্বেও তা হতে বিরত থাকাটা অতিরিক্ত ছওয়াবপ্রাপ্তির কারণ বৈ কি। ঠিক এরকমই ইউসুফ (আ.)-এর বিষয়টাকে বুঝে নিতে পারেন যে, এতগুলো শক্তিশালী কারণের হাতছানিতে মানবিক স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁর মনে যদি ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের বাইরে কিছুটা আগ্রহ ও ঝোঁকের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে না সেটা নিষ্পাপতার পরিপন্থী এবং না তাঁর মর্যাদার জন্য হানিকর। বরং সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, কোন মন্দের দিকে যদি বান্দার অন্তর আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সে তা না করে, তবে তার আমলনামায় একটি পুণ্য লেখা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা (আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও) আমার ভয়ে সে মন্দ স্পর্শ করেনি।

যা হোক, শব্দ এক হলেও যুলায়খার هَمّ এবং ইউসুফের هم -এর মধ্যে আসমান-যমীনের ব্যবধান। এজন্যই কুরআন উভয়ের هم -এর জন্য শব্দ একটা ব্যবহার করেনি (বরং উভয়ের জন্য আলাদাভাবে দুইবার শব্দটি ব্যবহার করেছেন) এবং যুলায়খার هم -এর মত ইউসুফের هم -এ 'ل' ও قد -ও ব্যবহৃত হয়নি। বরং পূর্বাপরে এমন বহু দলীল প্রমাণ যোগ করে দেওয়া হয়েছে যা থেকে ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। বিষয়টি চিন্তাশীলদের কাছে আদৌ অস্পষ্ট নয়। রূহুল-মা'আনী, তাফসীরে কাবীর প্রভৃতি গ্রন্থে এর বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ইউসুফ (আ.) তখন কী নিদর্শন দেখেছিলেন?

৩৯. برهان অর্থ দলীল ও নিদর্শন। অর্থাৎ ইউসুফ (আ.) তখন স্বীয় প্রতিপালকের দলীলও নিদর্শন না দেখলে মনের ঝোঁক অনুযায়ী কাজ করে বসতেন। কী দলীল তিনি দেখেছিলেন? তা ছিল ব্যভিচারের নিষিদ্ধতা ও পঙ্কিলতার সেই চাক্ষুষ প্রত্যয়, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দান করেছিলেন। কিংবা যে প্রমাণ তিনি যুলায়খার বিরুদ্ধে এই বলে পেশ করেছিলেন যে, اِنَّهٗ رَبِّیْۤ اَحْسَنَ مَثْوَایَ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ 'আমার প্রভু আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন। সীমালংঘনকারিগণ তো সফলকাম হয় না' (১২ ঃ ২৩)।

কেউ বলেন, আল্লাহ্র কুদরতে তখন তিনি পিতা ইয়া'কূব (আ.)-কে দেখতে পেলেন মুখে আংগুল-চাপা দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ বলেন, গায়বী একটা লেখা তার চোখে পড়ল, যাতে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

(٢٥) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٢٦) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

২৫. উভয়ে দরজার দিকে ধাবিত হল এবং রমণী তার জামা পেছন থেকে ছিঁড়ে ফেলল। দরজার কাছে তারা রমণীর স্বামীর মুখোমুখি হল[৪১] রমণী বলল, তোমার পরিবারে যে অসৎ কর্ম কামনা করে, তার শাস্তি কারাগারে নিক্ষেপ কিংবা মর্মন্তুদ শাস্তি ছাড়া কিছুই নয়।[৪২]

২৬. ইউসুফ বলল, সেই আমার থেকে কামনা করেছে যেন আমি নিজ মন নিয়ন্ত্রণ না করি। রমণীর আপনজনদের থেকে এক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, তার জামা যদি সম্মুখ দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে রমণী সত্য বলেছে আর সে মিথ্যাবাদী।[৪৩]

---

৪০. অর্থাৎ এরূপ নিদর্শন দেখানো এবং এভাবে স্থিরপদ রাখার কারণ তো ছিল এই যে, ইউসুফ আমার মনোনীত বান্দাদের অন্যতম। সুতরাং ছোট-বড় কোন অপরাধই ইচ্ছার পর্যায়ে হোক, কি কাজের পর্যায়ে হোক, তার নিকট পর্যন্ত পৌছতে পারে না।

আযীযের মুখোমুখি ইউসুফ (আ.) ও যুলায়খা

৪১. তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বের হয়ে যাবেন বলে ইউসুফ (আ.) আগে আগে সেদিকে ছুটলেন। পেছন থেকে যুলায়খা ধাওয়া করল তাঁকে ধরার জন্য। কোনক্রমে সে তাঁর জামার পেছন ধরে ফেলল এবং সজোরে টানতে লাগল। এই টানা-হেঁচড়ার মধ্যে জামা গেল ছিঁড়ে। কিন্তু ইউসুফ যেভাবেই হোক ঘর থেকে বের হতে সক্ষম হলেন। এদিকে তারা উভয়ে সামনে পেছনে ফটকে পৌছতেই দেখা গেল রমণীর স্বামী 'আযীযও সেখানে এসে উপস্থিত। রমণী সংগে সংগে মনগড়া কথা বানিয়ে বলতে শুরু করে দিল।

৪২. সে ইউসুফের উপরই দোষ চাপাল। বলল, সে আমার সংগে অসৎকর্ম কামনা করেছে। শাস্তি স্বরূপ ওকে জেলখানায় পাঠানো উচিত কিংবা অন্য কোন কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত।

৪৩. এবার ইউসুফকে প্রকৃত ঘটনা খুলে বলতে হল। বললেন, সে-ই আমার মনের নিয়ন্ত্রণ ভাংতে চেয়েছে। আমি পালিয়ে নিজেকে রক্ষা করেছি। এই বাদানুবাদ চলাকালে খোদ রমণীর পরিবারের একজন আশ্চর্য নিয়মে ইউসুফের পক্ষে সাক্ষ্য

(٢٧) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○
(٢٨) فَلَمَّا رَاٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۭ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ○
(٢٩) يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۫ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ○

২৭. আর যদি তার জামা পেছন থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে রমণী মিথ্যুক এবং সে সত্যবাদী।
২৮. আযীয যখন দেখল তার জামা পেছন থেকে ছেঁড়া, তখন বলল, নিশ্চয়ই এটা তোমাদের নারীদের একটা ছলনা। নিশ্চয়ই তোমাদের ছলনা গুরুতর।
২৯. ইউসুফ! তুমি এ বিষয়টা যেতে দাও। আর রমণী! তুমি স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমিই অপরাধী ছিলে।[88]

প্রদান করতে লাগল। কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, সে ছিল একটি দুগ্ধ-পোষ্য শিশু। ইউসুফের পবিত্রতা ও নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহর কুদরতে তার যবান খুলে গেল। কারুর মতে সে শিশু নয়, বরং একজন বিচক্ষণ পুরুষ ছিল, যে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা দ্বারা এরূপ উপযুক্ত কথা বলেছিল।

ইউসুফ (আ.)-এর নির্দোষিতা প্রমাণ

৪৪. সাক্ষী যদি দুধের শিশু হয়ে থাকে, যেমন নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াতে আছে, তবে তো তার কথা বলাটাই এবং এভাবে সাক্ষ্য প্রদান করাটাই যা শেষ পর্যন্ত ইউসুফের জন্য উপকারী হয়, ইউসুফের সত্যতা সম্পর্কে একটা স্বতন্ত্র দলীল ছিল। এমতাবস্থায় জামার সম্মুখ বা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হওয়াটা সাক্ষ্যের অতিরিক্ত এক আলামত ও লক্ষণস্বরূপ ছিল। আর যদি সাক্ষী কোন বিচক্ষণ পুরুষ হয়, তবে দৃশ্যত মনে হয় সে অন্য কোন উপায়ে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছিল। কিন্তু সে নেহায়েত বুদ্ধিমত্তার সংগে এমন এক কৌশলে সাক্ষ্য দিল, যা সহসা কারও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগেও অভিযুক্ত হয় না, অথচ ইউসুফের নির্দোষিতা প্রমাণ করে দেয়। ঘটনা বিশ্লেষণের যে পন্থা সে অবলম্বন করে, তা নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের কাছে খুবই যুক্তিপূর্ণ ছিল। কেননা, রমণীর দাবী অনুযায়ী ইউসুফই যদি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে থাকেন (নাউযুবিল্লাহ), তবে তার চেহারা থাকবে রমণীর দিকে। বলা বাহুল্য, তখনকার হাতাহাতিতে জামা সামনের দিক দিয়েই ছেঁড়ার কথা। পক্ষান্তরে ইউসুফের বক্তব্যই যদি সঠিক হয় যে, স্ত্রীলোকটি আমাকে তার কাছে ডাকছিল। আমি দরজার

(৩০) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا
حُبًّا ۚ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

(৩১) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ
وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ
اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ۗ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ۝

৩০. সে নগরের নারীরা বলতে লাগল, 'আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামের কাছে তার হৃদয় কামনা করে। তার ভালবাসায় তার হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে দেখছি।[৪৫]

৩১. স্ত্রীলোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল,[৪৬] তখন তাদের ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য এক মজলিসের ব্যবস্থা করল। তারপর তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বলল, তাদের সামনে বের হয়ে এস।[৪৭] তারা যখন তাকে দেখল, অভিভূত হয়ে পড়ল এবং নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল। তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়, এ তো কোন মহিমান্বিত ফেরেশতা।[৪৮]

দিকে দৌড় দেই। সে ধরার জন্য আমাকে ধাওয়া করে। তখন বলার অপেক্ষা রাখে না পেছন দিক থেকেই জামা ছিঁড়বে। কেননা, এ অবস্থায় ইউসুফের মুখ তার দিকে ছিল না, বরং তার দিকে পিঠ দিয়ে পালাচ্ছিলেন। যা হোক, যখন দেখা গেল জামা সম্মুখ থেকে নয়, বরং পেছন থেকেই ছেঁড়া, তখন 'আযীয বুঝে ফেললেন, এ সব স্ত্রীলোকটির ছলনা, ইউসুফের কোন দোষ নেই। সুতরাং তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন, যুলায়খার ছলনাপূর্ণ কাজটি আসলে সেই জাতীয় কাজ, যা সাধারণত নারীরা করে থাকে। তিনি ইউসুফকে অনুরোধ করলেন, যা হওয়ার হয়ে গেছে। সামনে আর এ নিয়ে কথা বলো না। তাহলে ভীষণ লজ্জা ও দুর্নামের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। স্ত্রীকে বললেন, ইউসুফের কাছে বা আল্লাহ্‌র কাছে নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে অপরাধ তোমারই।

পুরনারীদের কাছে যুলায়খার গুমর ফাঁক

৪৫. ক্রমে শহরের নারীরা বলতে লাগল, 'আযীয-পত্নী তার যুবক গোলামের প্রেমে মজে গেছে। সে তার হৃদয় কাড়তে চায়। তার ভালবাসা যুলায়খার হৃদয়ের পরতে পরতে স্থিত হয়ে গেছে। অথচ এরূপ সম্মানিত ও পদস্থ ব্যক্তির বেগমের জন্য এটা ভীষণ লজ্জার বিষয় যে, সে একটি গোলামের উপর মজে যাবে। আমাদের কাছে এ বিষয়ে সে পরিষ্কার বিভ্রান্তির শিকার।

৪৬. নারীদের কথাবার্তাকে ষড়যন্ত্র বলার কারণ তারা এসব কথা ষড়যন্ত্রকারীদের মত গোপনে বলছিল। যুলায়খার নিন্দা করে যেন নিজেদের পবিত্রতা ও সাধুতা ফুটিয়ে তোলা তাদের উদ্দেশ্য ছিল। অথচ ইউসুফের অতুলনীয় রূপ ও সৌন্দর্যের খ্যাতি যে নারীর কানে একবার পৌঁছেছিল, সে-ই তাকে এক নজর দেখার জন্য মনে মনে ছটফট করছিল। কিছু অসম্ভব নয় যুলায়খার নিন্দা-সমালোচনাকারিণীদের মনে এই অভিপ্রায় লুক্কায়িত ছিল যে, যাতে যুলায়খাকে চটিয়ে এমন কোন কাজ করানো যায়, যা তাদের জন্য ইউসুফকে দেখার সুযোগ করে দেবে কিংবা যাতে যুলায়খার অন্তরে তার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়ে তাকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার সুযোগ হয়ে আসবে। এটাও সম্ভব যে, যুলায়খা হয়ত কিছু স্ত্রীলোককে তার মনের গোপন কথা অবহিত করেছিল, কিন্তু তারা তা গোপন না রেখে বরং ফাঁস করে দিয়েছিল এবং পেছনে পেছনে নিন্দায় লিপ্ত হয়েছিল। মোদ্দা কথা, এসব কারণে তাদের কথাবার্তাকে 'مكر' (ষড়যন্ত্র) শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

পুরনারীদের নিমন্ত্রণ এবং ইউসুফের চারিত্রিক পবিত্রতার আরেকটি প্রমাণ

৪৭. অর্থাৎ যুলায়খা শহরের স্ত্রীলোকদেরকে নিজ বাড়ীতে দাওয়াত করে ডেকে আনে এবং এক ভোজসভার আয়োজন করে। পরিবেশিত খাদ্যের মধ্যে এমন কিছুও ছিল যা ছুরি দিয়ে ছুলে খেতে হত। সুতরাং তাদের সামনে খাদ্য-সামগ্রী পরিবেশনের সাথে সাথে প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরিও দেওয়া হল, যাতে করে ছুলে খাওয়ার বস্তু খাওয়ার জন্য কাউকে বসে অপেক্ষা করতে না হয়। এসব ব্যবস্থাপনা শেষে যুলায়খা ইউসুফকে ডাক দিল 'এদিকে বেরিয়ে এস'। তিনি ধারে-কাছে কোথাও ছিলেন। মজলিসে পা রাখার সংগে সংগে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তাঁর সৌন্দর্যচ্ছটা দেখা মাত্র উপস্থিত রমণীরা বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল। সেই নেশার ঘোরে ফল কাটতে গিয়ে তারা সবাই হাত কেটে ফেলল। যেন আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ.)-এর সততা ও পবিত্রতার পক্ষে আরেকটি দলীল খাড়া করে দিলেন যে, যার বিরল বিস্ময়কর রূপের একটু মাত্র ঝলক দর্শনার্থী নারীদের আপন-হারা করে দিল, অথচ তিনি তাদের রূপের দিকে একটি বারও চোখ তুলে তাকাননি। নিশ্চয়ই তাঁর ব্যাপারটা এমনই হবে যে, যুলায়খা তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য-শোভা দেখে বেহুশ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি নিষ্পাপ ফেরেশতার মত স্বীয় পবিত্রতা রক্ষা করে শুভ্র-নির্মল অবস্থায় বের হয়ে যান।

৪৮. অর্থাৎ রূপ ও সৌন্দর্য এবং জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে ফেরেশতা বলে মনে হয়। কোনও এক কবি চমৎকার বলেছেন,

قوم اذا قوبلوا كانوا ملائكة * حسنا وان قوتلوا كانوا عفاريتا

(৩২) قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ ۗ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

৩২. যুলায়খা বলল, এ-ই তো সে ব্যক্তি যার জন্য তোমরা আমার নিন্দা করছিলে।[৪৯] আমি তার কাছ থেকে তার প্রাণ কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে তা নিয়ন্ত্রণে রাখে।[৫০] আমি তাকে যা বলি, তা যদি না করে, তবে সে অবশ্যই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং বেইয্যত হবে।[৫১]

'তারা এমনই লোক, সৌন্দর্যের তুলনা করা হলে, যেন ফেরেশতা। আর তাদের সংগে শক্তি পরীক্ষা করা হলে ঠিক যেন দানব।' কিংবা চেহারা ও চালচলনে যে লাজ-লজ্জা ও পবিত্রতা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তা দেখে বলে উঠেছিল, এ তো কোন মানুষ নয়, কোন নিষ্পাপ ফেরেশতা মনে হচ্ছে।

যুলায়খার বক্তব্য ও ইউসুফকে শাসানি

৪৯. এবার যুলায়খা পুর-নারীদের তিরস্কার ও নিন্দাবাণকে তাদেরই দিকে ছুঁড়ে মারার সুযোগ পেয়ে গেল। বলে উঠল فذلكن الذى لمتننى فيه 'এই তো সেই ব্যক্তি, যার কারণে তোমরা আমার নিন্দা করছিলে।' এই বলে সে যেন সংক্ষেপে নিম্নের শ্লোকটিরই প্রতিধ্বনি করছিল,

این است که خوں خوردہ ودل بردہ بسے را * بسم الله اگر تاب مظرهست کسے را

এই তো সেই যে অনেকেরই রক্ত করেছে পান, হৃদয় করেছে বন্দী।
যদি কারও সাধ্য থাকে, তো দেখ না তাকিয়ে একটি বার।

৫০. সভার হালচাল দেখে যুলায়খা পুরোপুরি মনের কথা খুলে বলল। সে অকপটে স্বীকার করল যে, নিশ্চয়ই আমি তার মন কাড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু এ আল্লাহ্র বান্দা এমন শক্ত করে ধরে রাখল যে, কোনক্রমেই তা দিল না।

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা নগর-নারীদের সমাবেশে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিষ্পাপতা এবং চারিত্রিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার সফল প্রমাণ পেশ করিয়ে দিলেন। যুলায়খার অবস্থা তখন ঠিক এমনই ছিল, যেমন কোন কবি বলেছিলেন,

لاتخف ما صنعت بك الا شواق * واشرح هواك فكلنا عشاق

'প্রেম-অনুরাগ তোর যে হাল করেছে, তার জন্য ভয় করিস না। প্রেমের অবস্থা খুলে বল ওরে, আমরা সবাই তার প্রেম-দিওয়ানা।'

৫১. যুলায়খার বক্তব্যের মধ্যে কিছু তো ছিল সে নারীদের কাছে নিজ দুর্বলতা ও অপারগতার প্রকাশ, যাতে তার প্রতি সহানুভূতি দেখায়, আর কিছু ছিল ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি কর্তৃত্বসুলভ শাসানি, যাতে করে তিনি ভয় পেয়ে যান এবং আগামীতে

(৩৩) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَ
هُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৩৩. ইউসুফ বলল, হে প্রতিপালক! এরা আমাকে যার প্রতি আহবান করে তার চেয়ে কারাগারই আমার পসন্দ। তুমি যদি আমার উপর থেকে তাদের ষড়যন্ত্র না হটাও, তবে আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং আমি হয়ে যাব বুদ্ধিহীন।৫২

তার ইচ্ছা পূরণে রাযী হয়ে যান। অথচ

عنقا شکار کس نه شود دام باز چیں * کانجا همیشه باد بدست است دام را

'আনকা' কভু হয় না শিকার, জাল ফেলে আর লাভ কি হায়,
এখানে সদাই জালগুলো সব হাওয়ার সাথে মিলিয়ে যায়।

নারীদের প্ররোচনা ও আল্লাহ্‌র দরবারে ইউসুফের দু'আ

৫২. বুঝা যাচ্ছে, যুলায়খার নৈরাশ্যজনক ক্রোধ এবং তার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে এই ধারার কথাবার্তায় অতিথিরা প্রভাবিত হয়ে থাকবে– যা হোক তারাও তো নারীই ছিল! কিংবা আগেই তাদের মধ্যে কথা ছিল। সুতরাং তারা ইউসুফকে বুঝাতে শুরু করল, যুলায়খা তোমার কর্ত্রী। তোমার প্রতি তার অনুগ্রহ অশেষ। কাজেই তার কথা তোমার শোনা উচিত। আখের এ বেচারীর প্রতি এতটা যুলুম কেন করছ? তা ছাড়া, অবাধ্যতার পরিণাম কী দাঁড়াবে, তাও একটু চিন্তা কর। খামোখা বিপদ কেন মাথায় তুলে নেবে? বলা হয় যে, তারা বাহ্যত যুলায়খার পক্ষে সুপারিশ করছিল। কিন্তু প্রত্যেকের হৃদয় ইউসুফকে নিজের দিকেই আকৃষ্ট করতে চাচ্ছিল।

ইউসুফ (আ.) যখন দেখলেন, এ স্ত্রীলোকগুলো তার পেছনে লেগে গেছে। শয়তান চতুর্দিকে তার জাল বিছাতে শুরু করেছে, তখন নেহায়েত অবিচলতা ও দৃঢ়তা এবং নবীসুলভ স্থৈর্যের সাথে এক আল্লাহ্‌র দরবারে আকুতি জানালেন, আমাকে এদের ছলনা হতে রক্ষা কর। এ ব্যাপারে যদি আমাকে জেলখানায় যেতে হয়, তবে এ পাপকর্মের চেয়ে বরং সেটাকেই আমি পসন্দ করি। তুমি আমার সাহায্য না করলে, ভয় হচ্ছে আমি বুদ্ধি-বিবেক হারিয়ে তাদের ছলনার প্রতি ঝুঁকে পড়ব।

এখানে ইউসুফ (আ.)-এর যবানীতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে নবীদের ইসমত (নিষ্পাপতা)-ও আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। সুতরাং তারা নিজেদের নিষ্পাপতার জন্য অহংকার করেন না, বরং এর প্রকৃত উৎসস্থল (আল্লাহ্‌র সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণ)-এর উপরই তাঁরা দৃষ্টি রাখেন।

(৩৪) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
(৩৫) ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝
(৩৬) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

৩৪. সুতরাং তার প্রতিপালক তার দু'আ কবূল করলেন এবং তার উপর থেকে তাদের ষড়যন্ত্র হটিয়ে দিলেন।[৫৩] নিশ্চয় তিনিই শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৫৪]

৩৫. উল্লেখিত নিদর্শনাবলী দেখে লোকে উপলব্ধি করল, তাকে কিছুকাল কারারুদ্ধই রাখতে হবে।[৫৫]

৩৬. তার সংগে দুই যুবক কারাগারে প্রবেশ করেছিল। তাদের একজন বলল, আমি দেখি যে, আমি মদ নিংড়াচ্ছি। অন্যজন বলল, আমি দেখি যে, আমি আমার মাথায় রুটি বয়ে নিচ্ছি আর তা থেকে পাখীরা খাচ্ছে। এর ব্যাখ্যা আমাদের বলে দাও। আমরা তোমাকে পুণ্যবান দেখছি।[৫৬]

---

৫৩. অর্থাৎ তাঁকে নিষ্পাপতা ও পবিত্রতার উপর স্থির রাখলেন, কারও ষড়যন্ত্র সফল হতে দিলেন না।

নিজের জন্য কোন অবস্থাতেই মন্দ কামনা উচিত নয়

৫৪. আল্লাহ্ সকলের দু'আ শোনেন ও সব কিছুর খবর রাখেন। মানুষের উচিত পরিস্থিতিতে ঘাবড়িয়ে নিজের জন্য মন্দের প্রার্থনা না করা। যা ভাল তাই কামনা করবে, যদিও ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে। তিরমিযী শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক ব্যক্তিকে এই দু'আ করতে শুনলেন, اللهم انى اسئلك اصبر (হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে ধৈর্যশক্তি চাই)। তিনি বললেন, سالت الله البلاء فاساله العافية (তুমি আল্লাহ্র কাছে বিপদ চেয়েছ, কারণ ধৈর্যের প্রয়োজন তো বিপদেই, এবার তুমি তা থেকে মুক্তি চাও)।

ইউসুফকে কারাগারে প্রেরণ ও তার উদ্দেশ্য

৫৫. ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা ও নির্দোষিতার বহু নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও তাদের কাছে এটাই সমীচীন মনে হল যে, ইউসুফকে কিছুকাল কারাগারে রাখা হোক, যাতে জনসাধারণ মনে করে দোষ তারই ছিল। বেচারী যুলায়খার খামোখাই বদনাম। এভাবে যুলায়খা যে শাসানি দিয়েছিল, তা কার্যে পরিণত করে ছাড়ল। তাদের উদ্দেশ্য তো এই হয়ে থাকবে যে, কোনক্রমে যাতে যুলায়খার বদনাম ঘুচে যায় এবং ইউসুফ কিছুকাল তার চোখের আড়াল থাকে। আর যুলায়খার লক্ষ্য হবে এই যে, জেলখানার কষ্টে পড়ে হয়ত ইউসুফ (আ.) খানিকটা নরম হয়ে পড়বে, ফলে আমার মনোষ্কামনা পূরণ সহজ হবে।

(٣٧) قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖۤ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ
ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ؕ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ
هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৩৭. সে বলল, তোমাদেরকে দৈনিক যে খাবার দেওয়া হয়, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে এ স্বপ্নের তা'বীর বলে দেব। এ এক জ্ঞান, যা আমার প্রতিপালক আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি সেই সম্প্রদায়ের দীন ত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না এবং তারা আখিরাতে অবিশ্বাসী।[৫৭]

ইউসুফের প্রতি কারাগারে দুই যুবকের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এবং তাঁর কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা

৫৬. সেই সময় কারাগারে আরও দুই যুবক কয়েদীকে আনা হয়। তাদের একজন ছিল মিসর-রাজ (রায়্যান ইব্‌নুল-ওয়ালীদ)-এর বাবুর্চি এবং অন্যজন তাঁর সাকী (মদ পরিবেশক)। তারা উভয়ে রাজার খাদ্যে বিষ মেশানোর অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। জেলখানায় ইউসুফ (আ.)-এর ভদ্রতা, বিশ্বস্ততা, সততা, ইবাদত-বন্দেগীতে আসক্তি, স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় দক্ষতা, মানুষের প্রতি দয়া ইত্যাদির খ্যাতি ছিল। কয়েদী দু'জন তাঁর একান্ত ভক্ত হয়ে গেল এবং তাঁর প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা দেখাতে লাগল। একদিন তারা তাঁর কাছে নিজ নিজ স্বপ্ন ব্যক্ত করল। সাকী বলল, আমি স্বপ্নে দেখি, আমি যেন রাজাকে সূরা পান করাচ্ছি। বাবুর্চি বলল, আমি দেখলাম, আমার মাথায় রুটির টুকরি এবং তা থেকে পাখীরা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। ইউসুফ (আ.)-কে একজন বুযুর্গ মনে করে তারা এর ব্যাখ্যা জানতে চাইল।

স্বপ্নের তা'বীর দানের পূর্বে নবূওয়াতী দায়িত্ব আদায় ও তার পদ্ধতি

৫৭. ইউসুফ (আ.) তাদেরকে প্রথমে আশ্বস্ত করলেন যে, নিশ্চয়ই তোমরা শীঘ্রই স্বপ্নের তা'বীর জানতে পারবে। প্রত্যহ তোমাদেরকে যে খাবার দেওয়া হয়, তা আসার আগে আগেই আমি তোমাদেরকে এর তাৎপর্য বলে দেব। বাকি খাবের তা'বীর অপেক্ষা অনেক বেশী জরুরী ও উপকারী এক বিষয় আমি তোমাদেরকে আগে শোনাব। কথা হচ্ছে স্বপ্নের তা'বীর ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান আমি কোথায় পেলাম? মনে রেখ, আমি কোন পেশাদার অতীন্দ্রিয়বাদী বা জ্যোতিষী নই। আমার জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌র ওহী ও ইলহাম। আল্লাহ্ তা'আলা এটা আমাকে এরই বদৌলতে দান করেছেন যে, আমি হামেশাই কাফির ও বাতিলপন্থীদের দীন ও ধর্মাদর্শ পরিহার করে এসেছি। আমি আমার মহান পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূব

আলায়হিমুস-সালামের মত নবী-রাসূলগণের একত্ববাদী দীনের অনুসারী। তাঁদেরই উত্তম আদর্শের ধারক আমি। আমাদের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম লক্ষ্যবস্তু এটাই যে, দুনিয়ার কোন বস্তুকে আমরা কোনভাবেই আল্লাহ্র শরীক স্থির করব না– না তাঁর সত্তায়, না গুণাবলীতে এবং না কার্যাবলীতে, না রাবূবিয়াত ও ইবাদতে। আমরা কেবল তাঁরই সামনে মাথা নোয়াই। তাঁকেই ভালবাসি এবং তাঁরই উপর নির্ভর করি। আমরা আমাদের জীবন-মরণ সব সেই এক প্রতিপালকেরই কাছে ন্যস্ত রাখি।

মোট কথা, উপযুক্ত সময় মনে করে ইউসুফ (আ.) অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় ভাষায় কয়েদীদেরকে ঈমান ও তাওহীদের পথে আসার দাওয়াত দিলেন। বস্তুত সত্যের দাওয়াত ও তাবলীগের কোন সুযোগকে হাতছাড়া না করাই নবীর কাজ। ইউসুফ (আ.) দেখলেন, কয়েদীদের হৃদয় আমার প্রতি আকৃষ্ট। বন্দীদশা ভুগে হয়ত কিছুটা নরমও হয়ে থাকবে। সুতরাং তাবলীগের দায়িত্ব আদায়ের জন্য এ অবস্থাকে কাজে লাগানো উচিত। প্রথম এদেরকে দীনের মূলকথা শেখাই, তারপর তা'বীরও বলে দেব।

প্রথমে আশ্বস্ত করলেন যে, হওয়ার সময় হওয়ার আগেই তা'বীর জানতে পারবে, যাতে নসীহতের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা না জন্মায়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ বহু তাফসীরবিদ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ-এর অর্থ এরূপ করেছেন যে, তোমাদের কাছে যখনই যে খাবার আসে আমি আগেই তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবহিত করতে পারি। বলে দিতে পারি কী খাদ্য আসবে এবং তা কী ধরনের হবে। কাজেই স্বপ্নের তা'বীর বলা এমন কী কঠিন? যেন প্রথমে তিনি মু'জিযার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নবূওয়াত সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস জন্মাতে চাচ্ছেন। যাতে পরবর্তী উপদেশ তাদের অন্তরে বেশী ক্রিয়াশীল ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইউসুফ (আ.)-এর মু'জিযা ঠিক হযরত মাসীহ (আ.)-এর এই কথার অনুরূপ যে, وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ 'আমি তোমাদের বলে দিতে পারি তোমরা কী খাও এবং কী ঘরে সঞ্চয় করে রাখ।'

অনুবাদক (র.) প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করেছেন। শাহ আবদুল কাদির (র.) লেখেন, আল্লাহ্ তা'আলা বন্দীদশার মাঝে এই উপকারিতা নিহিত রাখেন যে, কাফিরদের মুহাব্বত (অর্থাৎ কাফিররা যে তাঁকে ভালবাসত ও সৌজন্য-সম্প্রীতিমূলক আচরণ তাঁর সংগে করত, তা) হতে তাঁর অন্তর ভেঙে গেলে সেথায় আল্লাহ্র ইলুম উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি চাইলেন প্রথমে তাদেরকে দীনের কথা শোনাবেন, তারপর তা'বীর বলে দেবেন। তাই আশ্বস্ত করে দিলেন যে, ঘাবড়িও না। খাবার আসতে আসতে তা'বীরও বলে দেবেন।

CS CamScanner

(৩৮) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

(৩৯) يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

(৪০) مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৮. আমি আমার বাপ-দাদার তথা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের দীন আঁকড়ে ধরেছি। কোন জিনিসকে আল্লাহ্‌র শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, কিন্তু বহু লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না।[৫৮]

৩৯. হে আমার জেলের সাথীরা! পৃথক পৃথক বহু মা'বূদ উত্তম, না এক পরাক্রান্ত আল্লাহ্?[৫৯]

৪০. তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের পূজা কর, তারা তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদাদের রাখা নাম মাত্র। এর কোন সনদ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেননি।[৬০] আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও শাসন নেই। তিনি আদেশ করেছেন যে, আর কারও নয়, কেবল তাঁরই ইবাদত কর।[৬১] এটাই সরল পথ, কিন্তু বহু লোক জানে না।[৬২]

তাওহীদের দাওয়াত ও শিরক খণ্ডন

৫৮. খাঁটি তাওহীদ ও ইবরাহীমী ধর্মাদর্শে আমাদের প্রতিষ্ঠিত থাকাটা কেবল আমাদের জন্যই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত ও করুণা স্বরূপ। কেননা, ইবরাহীমী খান্দানের প্রদীপ হতেই সমস্ত মানুষ তাদের হৃদয়ের দীপশিখা জ্বালতে পারে। কিন্তু আফসোস, বহুলোক আল্লাহ্‌র এই মহা অনুগ্রহের কদর করছে না। উচিত তো ছিল তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করে তাওহীদের পথে চলা, কিন্তু তারা উল্টো অকৃতজ্ঞতা করে শিরক ও অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করছে।

৫৯. অর্থাৎ বিভিন্ন আকার-আকৃতির যে দেবতাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র ইখতিয়ার ও ক্ষমতাসমূহ ভাগ করে দিয়েছ, তাদের সংগে সম্বন্ধ স্থাপন ভাল, না সেই এক পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র সংগে, সমস্ত মাখলুকের উপর যার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও নিরঙ্কুশ

(٤١) يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ
فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۝

৪১. হে আমার জেলের সাথীরা! তোমাদের মধ্যে একজন তো তার প্রভুকে সুরা পান করাবে, বাকি অন্যজনকে শূলে চড়ানো হবে, অতঃপর পাখী তার মাথা হতে ঠুকরে খাবে। তোমরা যা জানতে চেয়েছ, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।[৬৩]

ইখতিয়ার রয়েছে, যার সামনে না কারও আদেশ চলে, না ক্ষমতা এবং না কেউ পালিয়ে তাঁকে হারিয়ে দিতে পারে, না পারে মুকাবিলা করে পরাস্ত করতে? নিজেরাই চিন্তা কর, এদের মধ্যে কার সামনে দাসত্বে নতশির হওয়া যেতে পারে?

৬০. অর্থাৎ এমনিতেই বিনা দলীলে ভিত্তিহীনভাবে কিছু নাম রেখে দেওয়া হয়েছে, যার মাঝে সারবত্তা নেই বিন্দু মাত্র। তোমরা সেই নাম মাত্র খোদাদেরই পূজা করছ। এরূপ মূর্খতার জন্য মানুষের লজ্জাবোধ করা উচিত।

৬১. অর্থাৎ আবহমানকাল হতে আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের যবানীতে এই আদেশই প্রেরিত হয়ে আসছে যে, আল্লাহ্‌র ইবাদতে কাউকে শরীক করো না,

وَ سْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ -

'তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া কোন দেবতা স্থির করেছিলাম, যার 'ইবাদত করা যায়?' (৪৩ ঃ ৪৫)।

৬২. অর্থাৎ খালিস তাওহীদের পথে আঁকা-বাঁকা কিছু নেই। সহজ সরল রাজপথ। এ পথে চললে মানুষ অনায়াসে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কিন্তু বহু লোক নির্বুদ্ধিতা বা হঠকারিতার কারণে এরূপ সোজা কথাও বোঝে না।

স্বপ্নের তা'বীর

৬৩. তাবলীগের দায়িত্ব আদায়ের পর ইউসুফ (আ.) তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন যে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে সুরা পান করাতে দেখেছে, তার ব্যাখ্যা এই যে, সে জাগ্রত অবস্থায় রাজাকে সুরা পান করাবে। আর যে তার মাথা হতে পাখীদেরকে রুটি খেতে দেখেছে, তার তাৎপর্য হচ্ছে তাকে শূলবিদ্ধ করা হবে। এরপর পাখীরা তার মাথা হতে (মগয) ঠুকরে খাবে। এটাই তাকদীরের ফয়সালা, যা টলানোর সাধ্য কারও নেই। তোমরা যা জিজ্ঞেস করছিলে তা বলে দিলাম। এটা বিলকুল স্থিরীকৃত বিষয়, যার ব্যত্যয় হতে পারে না। সুতরাং এমনই ঘটে। সাকী বিষ দানের অভিযোগের ব্যাপারে নিরপরাধ সাব্যস্ত হয়। বাবুর্চির অপরাধ প্রমাণিত হয়, ফলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

(٤٢) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ○

৪২. ইউসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল, তাকে বলল, তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো।[৬৪] কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর কাছে তা বলতে ভুলিয়ে দিল। ফলে, সে কারাগারে থাকল কয়েক বছর।[৬৫]

মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীর কাছে ইউসুফ (আ.)-এর অনুরোধ ও তার ফলাফল

৬৪. এ আয়াতে ظَنَّ শব্দটি 'নিশ্চিত জ্ঞান' অর্থে, যেমন- الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ (যারা নিশ্চিত জানে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সংগে সাক্ষাত করবে) আয়াতেও এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ উভয় কয়েদীর মধ্যে যার সম্পর্কে ইউসুফ (আ.)-এর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, সে মুক্তি লাভ করবে, সে যখন জেলখানা হতে বের হল, তখন তাকে বললেন, তুমি রাজার কাছে আমার কথাও বলো যে, একটি নিরপরাধ লোক বহু বছর জেলখানায় পড়ে আছে। বাড়িয়ে বলার দরকার নেই। আমার যে অবস্থা তুমি দেখেছ কোনরূপ কমবেশী ছাড়া তাই বলে দিও।

৬৫. অর্থাৎ মুক্তি-প্রাপ্ত কয়েদীর মনে শয়তান নানা রকমের চিন্তা-ভাবনা জাগিয়ে দিল, বিভিন্ন রকমের পেরেশানীতে তাকে গাফিল করে রাখল। ফলে, সে রাজার সামনে স্বীয় অনুগ্রহকর্তা (ইউসুফ (আ.))-এর কথা উল্লেখ করার বিষয়টা বেমালুম ভুলে গেল। এভাবে ইউসুফ (আ.)-কে আরও কয়েক বছর জেলে পড়ে থাকতে হল। দীর্ঘ দিন পর যখন রাজা একটি স্বপ্ন দেখল এবং তার তা'বীর কারও বুঝে আসল না, তখন ইউসুফ (আ.)-এর কথা সে লোকটির মনে পড়ল, যেমন সামনে আসছে- وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ (দুই কারাবন্দীদের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘ দিন পরে যার স্মরণ হল, সে বলল ...)।

ভুলিয়ে দেওয়ার কাজটিকে শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ এই যে, শয়তানই মনের মধ্যে নানা রকম চিন্তা-ভাবনা জাগিয়ে তোলে, যা ভুলে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত মূসা (আ.)-এর সফর সংগী বলেছিলেন وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ .... (শয়তানই মাছটির কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল- ১৮ ঃ ৬৩)।

কিন্তু প্রতিটি মন্দের মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা ভালোর একটা দিক নিহিত রাখেন। এস্থলেও ভুলে যাওয়ার পরিণাম যদিও দীর্ঘ কারাবাস আকারে প্রকাশ পেয়েছিল, তথাপি হযরত শাহ সাহেব (র.)-এর সূক্ষ্ম চিন্তা অনুযায়ী এর মাঝে সতর্ক করা হয়েছে যে, একজন নবীর অন্তর কিছুতেই বাহ্য উপায়-উপকরণে স্থিত হওয়া উচিত

(٤٣) وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّيْٓ أَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ
سَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّأُخَرَ يٰبِسٰتٍ ؕ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ○

৪৩. এবং রাজা বলল, আমি স্বপ্নে দেখি সাতটি মোটাতাজা গাভী, যাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী খেয়ে ফেলছে এবং দেখি সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুকনো।[৬৬] হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার স্বপ্নের তা'বীর বলে দাও– যদি তোমরা স্বপ্নের তা'বীরদাতা হও।[৬৭]

নয়। বরং ইব্‌ন জারীর (র.) বাগাবী (র.) প্রমুখ প্রাচীন তাফসীরকারক কারও কারও অভিমত উদ্ধৃত করেছেন যে, তারা فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهٖ-এর সর্বনাম দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বুঝান (অর্থাৎ শয়তান ইউসুফকে তাঁর প্রতিপালকের স্মরণ ভুলিয়ে দিল)। তিনি বললেন, اذكرنى عند ربك 'তুমি তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা স্মরণ কর।' তাঁর এ বলাটা যেন এক ধরনের অবচেতনা ছিল, যা সেই মুহূর্তে তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল। তিনি কয়েদীকে বললেন, স্বীয় প্রভুর কাছে আমার কথা বলো, অথচ উচিত ছিল সব বাহ্য উপায়-উপকরণ ছেড়ে দিয়ে স্বীয় প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করা। একথা সত্য যে, বিপদ-আপদ থেকে উত্তরণের জন্য মাখলুক থেকে বাহ্য সাহায্য গ্রহণ ও উপায়-উপকরণ অবলম্বন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এটাও নিয়ম যে, সাধারণের পুণ্য অনেক সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষে অপরাধরূপে গণ্য হয়। সাধারণ লোক যে কাজ নির্দ্বিধায় করতে পারে নবী-রাসূলগণের সমুন্নত মর্যাদাদৃষ্টে সেটাই এক রকমের ত্রুটি সাব্যস্ত হয়ে যায়। পরীক্ষা ও বিপদ-আপদকালে আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালামের সমুচ্চ মর্যাদার দাবী এটাই যে, তাঁরা সাধারণ নিয়ম (রুখসত)-এর প্রতি লক্ষ্য না করে, বরং উচ্চতর আদর্শ (আযীমাত)-এর পথে চলবেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর اذكرنى عند ربك বলাটা যেহেতু এই 'আযীমাতের পরিপন্থী ছিল, তাই তিরস্কার-মিশ্রিত সতর্কীকরণ করা হল যে, কয়েক বছর অতিরিক্ত কারাবাস করতে হল। এজন্যই 'ভুলিয়ে দেওয়া'-এর কাজকে শয়তানের সংগে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মিসর-রাজের স্বপ্ন

৬৬. যে শুষ্ক শীষগুলো সতেজ শীষগুলোকে লেপটে ধরছে ও তাদেরকে শুকিয়ে ফেলছে। এ স্বপ্নটি দেখেছিলেন মিসরের রাজা রায়্যান ইব্‌ন ওয়ালীদ। শেষ পর্যন্ত তার এ স্বপ্নটিই কারাগার হতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মুক্তি ও তাঁর বাহ্য উন্নতির কারণ হয়েছিল। ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীতে মাঝে মাঝেই এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বিষয়ের ইচ্ছা করেন, অভাবিত পন্থায় তার আসবাব-উপকরণ যোগিয়ে দেন। যেদিকে মানুষের দৃষ্টি যায় না।

(٤٤) قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ۝

(٤٥) وَقَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ۝

(٤٦) يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّىْۤ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৪৪. তারা বলল, এটা কাল্পনিক স্বপ্ন। এমন স্বপ্নের তা'বীর আমাদের জানা নেই।[৬৮]

৪৫. উক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হল, সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর তা'বীর বলে দেব। সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও।[৬৯]

৪৬. গিয়ে বলল, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী![৭০] এই স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাদেরকে ফয়সালা দাও যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী, যাদেরকে খেয়ে ফেলছে সাতটি শীর্ণকায় গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুকনো শীষ, যাতে আমি লোকদের কাছে নিয়ে যেতে পারি– হয়ত তারা জানতে পারবে।[৭১]

---

৬৭. অর্থাৎ এ বিষয়ে যদি কিছু দক্ষতা তোমাদের থাকে, তবে আমার এ স্বপ্নের তা'বীর বলে দাও।

৬৮. বুঝা যাচ্ছে তারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণই অজ্ঞ ছিল। কিন্তু নিজ অজ্ঞতা সরাসরি স্বীকার করতে তাদের লজ্জাবোধ হচ্ছিল। তাই এড়াবার জন্য বলে দিল, এটা কোন স্বপ্ন নয়, নিছক দুশ্চিন্তাজনিত কল্পনা। অনেক সময় ঘুমের ঘোরে মানুষের কল্পনায় এ ধরনের ছবি ভেসে ওঠে। এটা গুরুত্ব দেওয়ার যোগ্য নয়। আর এরূপ স্বপ্নের তা'বীরও আমরা জানি না। কেননা, স্বপ্ন-ব্যাখ্যা সংক্রান্ত জ্ঞানের মূলনীতিতে এগুলো পড়ে না।

৬৯. রাজার এ স্বপ্ন প্রসঙ্গে দীর্ঘদিন পর মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীর সহসা মনে পড়ে গেল ইউসুফ (আ.)-এর কথা। সে রাজা ও দরবারীদের বলল, আমাকে একটু যাওয়ার অনুমতি দিলে আমি এ স্বপ্নের তা'বীর এনে দিতে পারি। জেলের ভেতর এক ফেরেশতা-দর্শন সম্মানিত বুযুর্গ আছেন। তা'বীর সম্পর্কে খুবই অভিজ্ঞ (সম্ভবত সে নিজ স্বপ্নের বৃত্তান্তও তাদের শুনিয়েছিল)। আমি তা'বীর আনার জন্য তাঁরই কাছে যাব। তাকে অনুমতি দেওয়া হল। সে ইউসুফ (আ.)-এর কাছে গিয়ে যা আরয করল, তা সামনে বর্ণিত হচ্ছে।

(٤٧) قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِىْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ○

(٤٨) ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ○

(٤٩) ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَ فِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ○

৪৭. সে বলল, তোমরা একাদিক্রমে সাত বছর চাষাবাদ করবে। তারপর যে শস্য তোমরা সংগ্রহ করবে, তা শীষসহ রেখে দিও। তবে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে, তার কথা ভিন্ন।

৪৮. এবং এরপর আসবে কঠিন সাতটি বছর, যা খেয়ে ফেলবে পূর্বে যা সঞ্চয় করেছিলে এর জন্য– তবে বীজের জন্য সামান্য যা সংরক্ষণ করবে, তা স্বতন্ত্র।

৪৯. এবং এর পরে আসবে একটি বছর, যখন মানুষের প্রতি বৃষ্টিপাত হবে এবং তখন তোমরা রস নিংড়াবে।[৭২]

---

৭০. সে বলল, ايها الصديق (হে সত্যপরায়ণ)! সে বুঝাতে চাচ্ছিল যে, আপনি মূর্তিমান সত্য। যে কথা কখনও আপনার মুখ থেকে বের হয়েছে, তা সত্যই হয়েছে। আশা করা যায় এ স্বপ্ন সম্পর্কে আপনি যে তা'বীর দেবেন, তা হুবহুই ঘটবে। এ শব্দটি প্রমাণ করছে নবীগণের সততা ও বিশ্বস্ততা কী ভাবে বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলের অন্তর-পটে রেখাঙ্কিত হয়ে থাকে!

৭১. অর্থাৎ খাবের তা'বীর তারা জানতে পারবে এবং এভাবে আপনার মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারবে।

স্বপ্নের তা'বীর ও নবীর বদান্যতা

৭২. ইউসুফ (আ.) তা'বীর দানে বিলম্ব করলেন না এবং কোন শর্তও আরোপ করলেন না। এমন কি সেই ব্যক্তিকে এই বলে লজ্জিতও করলেন না যে, এত দিন পর আজ আমার কথা তোমার মনে পড়ল? এতে নবীগণের মহান চরিত্র ও শিষ্টতার কিছুটা অনুমান করা যায়। লোকটি শুধু স্বপ্নের তা'বীর চাচ্ছিল, কিন্তু তিনি বাতলে দিলেন তিনটি জিনিস। তা'বীর, তাদবীর (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা) এবং তাবশীর (সুসংবাদ)। তাঁর কথার সারমর্ম ছিল এই যে, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী ও সাতটি সবুজ শীষ হচ্ছে সাত বছর। এই গোটা সময়ে অবিরত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে। ক্ষেত-খামারে উৎপাদন খুব বাড়বে। গবাদি পশু ও উদ্ভিদের প্রাচুর্য দেখা দেবে। এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। পূর্বের সঞ্চিত সব শস্য এ সময় তোমরা নিঃশেষ করে ফেলবে।

(৫০) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ○

৫০. রাজা বলল, তাকে আমার নিকট উপস্থিত কর।[৭৩] যখন দূত তাঁর কাছে আসল, সে বলল, তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর, সেই নারীদের কী অবস্থা, যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল। আমার প্রতিপালক তো তাদের ছলনা সবই জানেন।[৭৪]

কেবল আগামীতে চাষাবাদের জন্য বীজ স্বরূপ কিঞ্চিত যা থাকবে। এই সাত বছরই হচ্ছে শীর্ণকায় গাভী ও শুষ্ক শীষ, যা মোটাতাজা গাভী ও সবুজ শীষকে খতম করে ফেলবে।

তা'বীর দানের মাঝে ইউসুফ (আ.) সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহমর্মিতা বলে একটি তদবীরও শিখিয়ে দিলেন। বললেন, প্রথম সাত বছর যে শস্য জন্মাবে তা সতর্কতার সংগে সংরক্ষণ করো এবং অল্পে তুষ্ট থাকার অভ্যাস গড়ে তুলো। খাওয়ার জন্য যে পরিমাণ শস্যের দরকার তা আলাদা করে রেখ ও অল্প করে সাবধানে খেও। অবশিষ্ট শস্য শীষসহ রেখে দিও। এতে করে তা কীট-পতংগ থেকে রক্ষা পাবে এবং সাত বছরের ফসল চৌদ্দ বছর কাজে আসবে। এ না করলে দুর্ভিক্ষের মুকাবিলা করা কঠিন হবে।

এই তা'বীর ও তদবীর বাতলে দেওয়ার পর তিনি তাদেরকে সুসংবাদ দান করলেন। সম্ভবত ওহীর মাধ্যমে তিনি তা জানতে পেরেছিলেন। বললেন, সাত বছর দুর্ভিক্ষ চলার পর যে বছরটি আসবে, সে বছর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ হবে। প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল-ফসল উৎপন্ন হবে। দুধে পশুর ওলান ভরতি থাকবে। আংগুর ইত্যাদি নিংড়ানোযোগ্য ফল থেকে মানুষ রস নিংড়াবে। এই শেষের কথাটি প্রশ্নকর্তার অবস্থা অনুযায়ী বলে দিলেন। কারণ, সে এ কাজই করত।

ইউসুফ (আ.)-এর মুক্তির আদেশ এবং নবূওয়াতী নিষ্পাপতা শুভ্রোজ্জ্বল রাখার স্বার্থে এ ক্ষেত্রে তাঁর ধৈর্য-স্থৈর্য

৭৩. রাজা কিছু পূর্বেই সাকীর কথায় ইউসুফ (আ.)-এর ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এবার যখন তাঁর উপযুক্ত ও হৃদয়গ্রাহী তা'বীর এবং জনগণের কল্যাণ সাধনের তদবীর শুনলেন, তখন তাঁর জ্ঞান-গরিমা, বুদ্ধিমত্তা, দূরদৃষ্টি ও মহান চরিত্র রীতিমত রাজার হৃদয় জয় করে নিল। রাজা তখনই আদেশ করলেন, এই ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এস, যাতে তাঁর সাক্ষাত লাভ করে নিজেকে ধন্য করতে পারি এবং তাঁকে তাঁর মর্যাদা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মান দিতে পারি।

দূত শাহী ফরমান নিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হল। ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টিতে স্বীয় দীনী ও নৈতিক পদমর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্মলতা পার্থিব সর্বোচ্চ মান-সম্মান অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি জানতেন নবী সম্পর্কে মানুষের বিন্দু মাত্র মন্দ ধারণাও হিদায়াত ও সংস্কার কার্যে অনেক বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি যদি রাজার আদেশে আজ নীরবে জেল থেকে বের হয়ে যাই এবং যেই মিথ্যা অভিযোগের কারণে বছরের পর বছর জেল-যন্ত্রণা ভোগ করলাম, তার পরিষ্কার ফয়সালা না হয়, তবে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে ওয়াকিফহাল নয় এমন বহু লোক আমার নিষ্পাপতা সম্বন্ধে সন্দেহে নিপতিত থাকবে এবং হিংসুটে লোক কিছুদিন পর এই ভিত্তিহীন প্রতিক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে আমার বিরুদ্ধে আরেক ষড়যন্ত্র দাঁড় করিয়ে দেবে। এসব দিক লক্ষ্য করে তিনি রাজাজ্ঞা পালনে ব্যস্ততা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকেন, বরং নেহায়েত ধৈর্য-স্থৈর্যের পরিচয় দিয়ে দূতকে বললেন, তুমি গিয়ে তোমার প্রভু (রাজা)-কে জিজ্ঞেস কর, সেই নারীদের ঘটনা সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন, যারা নিমন্ত্রণে গিয়ে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলেছিল? তাদের নাম-ধাম ইউসুফ (আ.) কোত্থেকে জানবেন? এরূপ ঘটনা যে দেশের সর্বত্র অবশ্যই প্রচার হয়ে গেছে এটা ধারণা করে তিনি ঘটনার একটি বিশেষ অংশ (হাত কাটা)-এর উল্লেখ করে তিনি রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, যেন তিনি সে বিখ্যাত ঘটনাটির সত্যাসত্য তদন্ত করে দেখেন। হয়ত এবার সে নারীরা বলে দেবে, দোষ কার।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, নবী করীম (সা.) হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য-স্থৈর্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইরশাদ করেন, **لو لبثت فى السجن مالبث يوسف لاجبت الداعى** - 'ইউসুফ যতকাল জেলে অবস্থান করেছিলেন, ততকাল যদি আমি করতাম, তবে দূতের কথায় অবশ্যই সাড়া দিতাম (অর্থাৎ তখনই তার সংগে বের হয়ে আসতাম)।

বিদগ্ধ উলামায়ে কিরাম বলেন, প্রিয়নবী (সা.)-এর উপর্যুক্ত কথায় যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য-স্থৈর্যের প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাঁর (প্রিয়নবীর) আবদিয়্যাতের অভিব্যক্তি ঘটেছে। আমি এ বিষয়ে মুসলিম শরীফের ভাষ্যে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। এ সংক্ষিপ্ত টীকায় আর বেশী লেখা সম্ভব নয়।

৭৪. হযরত ইউসুফ (আ.) তাদের সকলকেই ছলনাকারিণী সাব্যস্ত করেছেন, কেননা, মূলে ছলনা একজনে করলেও বাকিরা তার সমর্থন করেছিল। সম্ভবত প্রতিপালনের মর্যাদা রক্ষার্থে তিনি প্রকৃত ছলনাকারিণীর নাম উল্লেখ করেননি। লজ্জায় ইংগিতে সাধারণ কথা বলে দেন। কারণ, তিনি জানতেন প্রকৃত সত্য এক সময় প্রকাশ পাবেই (মূযিহুল-কুরআন)।

CamScanner

(৫১) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

(৫২) ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ○

৫১. রাজা নারীদেরকে বলল, যখন তোমরা ইউসুফকে প্ররোচনা দিয়েছিলে, যাতে তার আত্মসংযম টুটে যায়, তখন তোমাদের কী হয়েছিল?[৭৫] তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! তার কোন দোষ আমাদের জানা নেই। 'আযীয-পত্নী বলল, এবার সত্য প্রকাশ পেয়ে গেছে। আমি তাকে ফুসলিয়েছিলাম তার হৃদয় সম্বন্ধে এবং সে সত্যবাদী।[৭৬]

৫২. ইউসুফ বলল, এটা এই হেতু যে, আযীয যাতে জানতে পারে আমি লুকিয়ে তার কিছু হরণ করিনি আর আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।[৭৭]

রাজা কর্তৃক ঘটনার তদন্ত এবং পুর-নারী ও যুলায়খার স্বীকারোক্তি

৭৫. রাজা এমন ধারায় নারীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, যেন ঘটনার খবর আগে থেকেই রাখেন, যাতে তাদের মিথ্যা বলার সাহস না হয়। তার উপর ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য-স্থৈর্যের প্রভাবও পড়ে থাকবে যে, তিনি তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত জেল থেকে বের হওয়া পসন্দ করছেন না। বরং এই বলে তাদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি উদঘাটিত করছেন যে, "اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ" 'আমার প্রতিপালক তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।' অন্যদিকে সাকী প্রমুখের কাছেও তথ্যাদি পেয়ে থাকবেন, যা থেকে ইউসুফ ('আ)-এর পবিত্রতা ও নারীদের ছলনার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল।

৭৬. নারীদের সম্মিলিত সাক্ষ্যের পর খোদ যুলায়খাও পরিষ্কার স্বীকারোক্তি দিল যে, দোষ আমারই। ইউসুফ বিলকুল সত্যবাদী। নিশ্চয়ই আমি তাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে কি এমন লোক যে, আমার ফাঁদে ধরা দেবে?

৭৭. অর্থাৎ এতটা অনুসন্ধান ও তদন্ত করানোর উদ্দেশ্য নবীসুলভ নিষ্পাপতা ও বিশ্বস্ততাকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করে তোলা। সেই সংগে মানুষ যাতে জানতে পারে বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্র আল্লাহ্ সফল করেন না। বস্তুত তাই হল, নারীদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে গেল। সত্য সত্য রূপেই দেখা দিল।

(৫৩) وَمَآ اُبَرِّئُ نَفۡسِیۡ ۚ اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَۃٌۢ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیۡ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ○

৫৩. আমি আমার মনকে পবিত্র বলি না। নিশ্চয়ই মন মন্দ কাজই শেখায়, কিন্তু যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেছেন, সে ব্যতীত। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৭৮]

আল্লাহ্‌র রহমত ছাড়া মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যায় না

৭৮. হযরত ইউসুফ (আ.) নিজে যে দোষী নন এ কথার উপর তিনি অত্যধিক জোর দিয়েছিলেন। অসম্ভব নয় এর ফলে কেউ তাঁর সম্পর্কে অহংকার ও আত্মম্ভরিতার সন্দেহ করে বসত। তাই এই বলে স্বীয় নিষ্কলঙ্কতার স্বরূপ তিনি খুলে দেন যে, আমি দর্প দেখাচ্ছি না। পাক-পবিত্র থাকার ব্যাপারে আমি আমার মনের উপর কিছু ভরসাও রাখি না। কেবল আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহই মানুষের মনকে মন্দ কাজ হতে নিবৃত্ত রাখতে পারে। এই বিশেষ রহমতই নবীগণের 'ইসমত বা নিষ্পাপতার যামিন। নয়ত মানব মনের কাজ সাধারণত মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দেওয়া। আল্লাহ্ তা'আলার খাস তাওফীক ও কৃপা দৃষ্টি না থাকলে আমার মনও অপরাপর মানব-মনের মতই হত।

اِنَّ رَبِّیۡ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ (আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) -এই বলে তিনি ইশারা করে দিলেন যে, নফসে আম্‌মারা (মন্দ কাজের নির্দেশদাতা আত্মা) যখন তওবা করে নফসে লাওয়ামা বা অনুতপ্ত আত্মায় পরিণত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা পেছনের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেন, বরং ক্রমে তাকে স্বীয় অনুগ্রহে নফসে মুতমাইন্না বা 'প্রশান্ত আত্মা'-এর স্তরে পৌঁছিয়ে দেন।

৫২ ও ৫৩ আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন তায়মিয়া (র.) প্রমুখের অভিমত

হাফিয ইব্‌ন তায়মিয়া, ইবন কাছীর প্রমুখ ذٰلِکَ لِیَعۡلَمَ اَنِّیۡ لَمۡ اَخُنۡہُ হতে غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ পর্যন্ত আয়াত দু'টিকে যুলায়খার বক্তব্য বলে স্থির করেছেন। অর্থাৎ اَنَا رَاوَدۡتُّہٗ عَنۡ نَّفۡسِہٖ (আমি তার প্রাণ কাড়ার জন্য তাকে ফুসলিয়েছিলাম) এই স্বীকারোক্তি দানের পর সে বলল, এই স্বীকারোক্তি দ্বারা আমি 'আযীযকে জানাতে চাচ্ছি যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে বড় রকমের কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। ইউসুফকে ফুসলাতে চেয়েছিলাম ঠিক, কিন্তু তার উপর আমার সে চেষ্টা কোন ক্রিয়া করেনি। আমি তার বেশী কোন বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকলে তা অবশ্যই ফাঁস হয়ে যেত। কেননা, আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। হ্যাঁ, আমি নিজেকে নির্দোষও বলছি

(৫৪) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ○

(৫৫) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ○

৫৪. এবং রাজা বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি তাকে আমার কাজে একান্ত করে রাখব।[৭৯] এরপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল, তখন বলল, বাস্তবিকই আজ তুমি আমাদের কাছে বিশ্বাসভাজনরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে।[৮০]

৫৫. ইউসুফ বলল, আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও বিজ্ঞ।[৮১]

না। যতটুকু অপরাধ আমার দ্বারা হয়ে গেছে তা স্বীকার করছি। অন্যসব লোকদের মত মনের দুষ্কর্ম হতে আমিও মুক্ত নই। তা থেকে মুক্ত তো ইউসুফের মত পূত-চরিত্রের অধিকারী মানুষই থাকতে পারে, যার উপর আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত ও মেহেরবানী রয়েছে।

আবূ হ্যায়ানও এটাকে যুলায়খার উক্তি সাব্যস্ত করেছেন, তবে لم اخنه ও ليعلم -এর সর্বনাম দ্বারা 'আযীযের স্থলে ইউসুফকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আমি আমার অপরাধের অকপট স্বীকারোক্তি এজন্যই দিচ্ছি, যাতে ইউসুফ বুঝতে পারে আমি তার অনুপস্থিতিতেও কোন মিথ্যা কথা বলিনি এবং নিজের অপরাধকেও তার উপর চাপাইনি।

৭৯. অর্থাৎ সে আমার একান্ত পরামর্শদাতা হিসাবে থাকবে।

৮০. কিছু পূর্ব থেকেই রাজা তাঁর ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এবার সামনাসামনি কথা শুনে বিলকুল আসক্ত হয়ে পড়লেন। আদেশ করলেন, আজ হতে আপনি আমার কাছে একজন বিশ্বাসভাজন ও সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে থাকবেন।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, রাজা 'আযীযের সংগে তাঁর সম্বন্ধ মওকুফ করে তাঁকে নিজ সংসর্গে রেখে দিলেন।

রাষ্ট্রীয় ধনাগারের দায়িত্ব প্রার্থনা ও এর শিক্ষা

৮১. ইউসুফ (আ.) বললেন, আমি অর্থ-সম্পদ যথাযথভাবে হিফাযত করব। আর আমি আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত এবং হিসাবপত্র সম্পর্কে সুদক্ষ।

ইউসুফ (আ) নিজেই আবেদন করে অর্থ সংক্রান্ত দায়িত্ব মাথায় তুলে নিলেন, যাতে এর মাধ্যমে জনসাধারণের কল্যাণে কাজ করতে পারেন। বিশেষত আসন্ন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় সুব্যবস্থাপনার সংগে মানুষের খোঁজখবর নিতে ও রাষ্ট্রের অর্থ-ব্যবস্থা সুদৃঢ় রাখতে সক্ষম হন।

(৫٦) وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاۤءُ ۚ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاۤءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৫৬. এবং এভাবেই আমি ইউসুফকে সে দেশে ক্ষমতাশালী করি, যেখানে যেখানে ইচ্ছা সে অবস্থান গ্রহণ করতে পারত।[৮২] যাকে ইচ্ছা আমি স্বীয় অনুগ্রহ দান করি আর আমি সৎকর্মশীলদের শ্রমফল নষ্ট করি না।

এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালাম পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি রাখেন। তাঁরা জন-স্বার্থে অর্থ-সংক্রান্ত কাজে জড়ানোকে নবূওয়াত বা বুযুর্গীর শান-বিরোধী মনে করেন না।

প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি সদুদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে যদি মনে করে আমি অমুক পদের জন্য উপযুক্ত এবং অন্য কারুর দ্বারা এ কাজ উত্তমরূপে আনজাম পাবে না, তা হলে মুসলমানদের উপকার ও জনসেবার নিমিত্ত সে উক্ত পদের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ বা আবেদন করতে পারে। আরও প্রমাণিত হয় যে, কোনও প্রয়োজনে যদি নিজের কোন ভাল গুণ ও প্রশংসনীয় যোগ্যতা প্রকাশ করতে হয়, তবে সেটা অবৈধ আত্ম-প্রশংসার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

'আবদুর রাহমান ইব্‌ন সামুরা (রা.)-এর একটি হাদীস থেকে জানা যায়, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চেয়ে নিলে তার বোঝা তার কাঁধেই চাপিয়ে দেওয়া হয় (অর্থাৎ গায়বী কোন সাহায্য তাকে করা হয় না)। হাদীছটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতা বা অর্থ-লালসা ইত্যাদি অসৎ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়েই নেতৃত্ব প্রার্থনা করা হয়।

মিসরে ইউসুফ (আ.)-এর পদ-মর্যাদা

৮২. মিসর ইউসুফ (আ.) যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন। রায়্যান ইবনুল-ওয়ালীদ ছিলেন নামমাত্র রাজা। ইউসুফ (আ.)-ই প্রকৃত অর্থে রাজত্ব করতেন। তাকে 'আযীয' নামে অভিহিত করা হয়েছিল, যেমন সামনে আসবে। কোন কোন আলিম লিখেছেন, রাজা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে মিসরের 'আযীযের ইন্তিকাল হয়ে যায় এবং তার পত্নী যুলায়খা ইউসুফ (আ.)-কে বিবাহ করেন। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্‌ই জানেন। বাকি মুহাদ্দিসগণ এ বর্ণনায় আস্থা রাখেন না।

(৫৭) وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

(৫৮) وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝

৫৭. এবং আখিরাতের ছওয়াবই তাদের জন্য শ্রেয়, যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে।[৮৩]

৫৮. এবং ইউসুফের ভাইয়েরা আসল ও তার নিকট প্রবেশ করল। সে তাদের চিনল, কিন্তু তারা তাকে চিনছিল না।[৮৪]

---

৮৩. যে ব্যক্তি সত্য-ন্যায়ের পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহজগতেও তাকে সুফল দান করেন– তা ঐশ্বর্য ও রাজত্বই হোক কিংবা জীবনের সুখ-আনন্দ, উৎকৃষ্ট যিন্দেগী ও হৃদয়ের ঐশ্বর্য হোক। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে এসবগুলোই দেওয়া হয়েছিল। বাকি থাকল আখিরাতের প্রতিদান–তা একজন মু'মিন-মুত্তাকীর জন্য সে তো দুনিয়ার প্রতিদান হতে লক্ষ গুণ শ্রেয়।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, এভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেল যে, ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরেরা এইভাবে শাম হতে মিসর এসেছিল এবং ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে লাঞ্ছিত করার জন্য দূরে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সম্মান দান করেন। মিসরের রাজ-ক্ষমতায় তাঁকে অধিষ্ঠিত করেন। আমাদের প্রিয়নবী (সা.)-এর ক্ষেত্রেও এমনই হয়েছিল।

মিসরে ইউসুফ (আ.)-এর দরবারে ভাইদের আগমন

৮৪. মূযিহু'ল-কুরআনে আছে, ইউসুফ (আ.) মিসরে কর্তৃত্ব লাভের পর রাজার স্বপ্ন অনুযায়ী সাত বছর খুব চাষাবাদ করলেন এবং রাজ্যের শস্য গুদামজাত করলেন। পরবর্তী দুর্ভিক্ষের সাত বছর তা ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করলেন– স্বদেশেও এবং বিদেশেও। তবে কোন বিদেশীকে এক উট বোঝাই খাদ্যের বেশী দিতেন না। এভাবে দেশের জনগণ দুর্ভিক্ষ হতে রক্ষা পেল এবং রাজার গুদামও ভরে গেল। চারদিকে প্রচার হয়ে গেল মিসরে খাদ্যশস্য সস্তা। ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরাও কিনতে আসল। তাদের আকার-আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অপরিবর্তিত। এদিকে ইউসুফ (আ)-ও যথারীতি স্বীয় পিতা ও ভাইদের তত্ত্ব-তালাশ নিয়ে থাকবেন এবং ভাইয়েরা সেথায় পৌঁছলে তিনি তাদের নাম-ধামও জিজ্ঞাসা করে থাকবেন, যেমন রাজা-বাদশাহদের সংগে সাক্ষাতকার কালে হয়ে থাকে। সুতরাং কোন কোন তাফসীর গ্রন্থে আছে, তারা ইউসুফ (আ.)-এর কাছে নাম-পরিচয় সব ব্যক্ত করল।

(৫৯) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۝

(৬০) فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝

(৬১) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۝

৫৯. এবং সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে বলল, তোমরা আমার কাছে তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এস। তোমরা দেখছ না আমি পুরাপুরি মাপ দেই এবং মেহ্মানদেরকে সযত্নে থাকতে দেই?[৮৫]

৬০. কাজেই তোমরা যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আস, তবে তোমাদের জন্য আমার কাছে কোন বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আর আমার কাছে এসো না।[৮৬]

৬১. তারা বলল, আমরা তার পিতার কাছে তাকে যাচনা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব।[৮৭]

বিচ্ছেদকালে ইউসুফ (আ.) ছিলেন খুবই ছোট। তাঁর দিকে ভাইদের অতটা লক্ষ্যও ছিল না। রাজ-দরবারে এসে জনসাধারণের সে সাহসও হয় না যে, তাঁর নাম ও বংশ-পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করবে। কাজেই তারা তাঁকে চিনতে পারল না।

৮৫. ইউসুফ (আ.) ভাইদের খুব সেবা-যত্ন ও মেহ্মানদারী করলেন। মাথা পিছু এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য দিলেন। এই বিশেষ দয়া ও মহানুভবতা দেখে, বলা হয়ে থাকে, তারা আবেদন করল, আমাদের এক বৈমাত্রেয় ভাই আছে (বিনইয়ামীন)। বয়োবৃদ্ধ দুঃখী পিতা তাকে মনের সান্ত্বনার জন্য নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। তার এক সহোদর ছিল (ইউসুফ)। পিতার অতি আদরের। বেশ কিছু দিন হল সে মাঠে হারিয়ে যায়। বিনইয়ামীনের অংশও যদি আপনি আমাদের কাছে দিয়ে দিতেন, তবে বড়ই মেহেরবানী হত।

ইউসুফ (আ.) বললেন, এভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ দিয়ে দেওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ। তোমরা আবার আসলে বিনয়ামীনকে সংগে নিয়ে এসো। তখন তার অংশ দেওয়া যাবে। আমার মেহ্মানদারী ও চরিত্র তোমরা নিজ চোখে দেখেছ। এরপরও কি ছোট ভাইকে নিয়ে আসতে তোমাদের কোন দ্বিধা থাকতে পারে?

৮৬. অর্থাৎ তাকে না আনলে বুঝা যাবে তোমরা মিথ্যা বলে ও ধোঁকা দিয়ে নিয়মের বাইরে এক উট বোঝাই বেশী রসদ নিতে চাচ্ছিলে। তার শাস্তি হবে এই যে, আগামীতে খোদ তোমাদের অংশও কেটে দেওয়া হবে, এমন কি আমার কাছে বা আমার রাষ্ট্রে তোমাদের আসারই অনুমতি থাকবে না।

(٦٢) وَقَالَ لِفِتْيَٰنِهِ اجْعَلُوا بِضَٰعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا
انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○

(٦٣) فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ
مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

(٦٤) قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ
حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ○

৬২. এবং সে তার ভৃত্যগণকে বলল, এদের পুঁজি এদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে বাড়ী ফিরে যাওয়ার পর তারা তা চিনতে পারে– হয়ত তারা পুনরায় আসবে।[৮৮]

৬৩. যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে গেল, তখন বলল, হে পিতা! আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের সংগে আমাদের ভাইকে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা রসদ আনতে পারি। আমরা তো তার রক্ষক আছিই।[৮৯]

৬৪. সে বলল, আমি কি তার সম্বন্ধে তোমাদেরকে সেরূপ বিশ্বাস করব, যেমন পূর্বে বিশ্বাস করেছিলাম তার ভাই সম্বন্ধে। আল্লাহ্ই উত্তম রক্ষক এবং তিনিই সব দয়ালু অপেক্ষা বেশী দয়ালু।[৯০]

---

৮৭. তারা বলল, পিতার কাছ থেকে তাকে আলাদা করা যদিও কঠিন, তবু আমরা চেষ্টা করব পিতাকে যে কোনও উপায়ে সম্মত করতে। আশা করি আমরা সফল হব।

ইউসুফ (আ.) ভাইদের পুঁজি কেন প্রত্যর্পণ করলেন?

৮৮. তিনি ভৃত্যদেরকে আদেশ করলেন, ভাইয়েরা যে পুঁজি দিয়ে শস্য ক্রয় করেছিল, তা যেন গোপনে তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দেয়, যাতে বাড়ী পৌঁছার পর যখন মালপত্র খুলবে ও দেখবে যে, তার সাথে পুঁজিও প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, তখন পুনরায় তারা এখানে আসার অনুপ্রেরণা পাবে। চিন্তা করবে এরূপ মহানুভব রাজা আর কোথায় পাওয়া যাবে? এটাও সম্ভব যে, পুঁজি না থাকার দরুন তারা পুনরায় আসতে অপারগ হয়ে যাবে– এই চিন্তা করে তিনি পুঁজি ফেরত দিয়েছিলেন। কেউ বলেন, ভাইদের কাছ থেকে মূল্য গ্রহণকে ইউসুফ (আ.) সৌজন্যবোধের পরিপন্থী মনে করেছিলেন।

(٦٥) وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا
نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ
بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ۝

৬৫. যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন দেখল, তাদের পুঁজি তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বলল, হে পিতা, আমাদের আর কী চাই? এই যে আমাদের পুঁজি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার গিয়ে আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য রসদ নিয়ে আসব এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করব ও অতিরিক্ত এক উট-বোঝাই রসদ নিয়ে আসব।[৯১] সে রসদ সহজলভ্য।[৯২]

বিনইয়ামীন সম্পর্কে পিতার সংগে তাদের কথোপকথন

৮৯. অর্থাৎ ইউসুফের মত এর ব্যাপারে কোন চিন্তা করবেন না। এখন আমরা সতর্ক হয়ে গেছি। তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করব।

৯০. পিতা বললেন, ইউসুফকে নিয়ে যাওয়ার সময়ও তোমরা এই একই কথা বলেছিলে যে, اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ 'আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।' তোমাদের ওয়াদার উপর আর কিসের আস্থা থাকতে পারে? একথা সত্য, এবারকার প্রয়োজন খুব বেশী, যা কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং তাকে তোমাদের সংগে পাঠানো অপরিহার্যই মনে হচ্ছে। আমি তাকে আল্লাহ্‌র হিফাযতে অর্পণ করছি। তিনিই নিজ দয়ায় তাকে হিফাযত করবেন এবং ইউসুফের বিচ্ছেদের পর দ্বিতীয় কোন বিপদ হতে তিনি আমাকে রক্ষা করবেন।

৯১. অর্থাৎ বিনইয়ামীনের অংশ।

৯২. অর্থাৎ এরূপ সহজলভ্য রসদ হাতছাড়া করা উচিত নয়। যেভাবেই হোক বিনইয়ামীনকে আমাদের সংগে দিয়ে দিন।

কেউ কেউ বলেন, ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ দ্বারা পূর্বে যে রসদ এনেছিল তার দিকে ইংগিত করা হয়েছে এবং يسير মানে অল্প, তুচ্ছ। অর্থাৎ পূর্বে যা এনেছি প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই অল্প। এই দুর্ভিক্ষের সময় তাতে, কত দিন চলবে? কাজেই যে করেই হোক, আমাদের সেখানে পুনরায় যাওয়া ও রসদ নিয়ে আসা একান্ত কর্তব্য।

(٦٦) قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِىْ بِهٖٓ إِلَّآ
أَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ○

(٦٧) وَقَالَ يٰبَنِىَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ
وَمَآ أُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ؕ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

৬৬. সে বলল, আমি কিছুতেই তাকে তোমাদের সংগে পাঠাব না যতক্ষণ না তোমরা এই মর্মে আমাকে আল্লাহ্‌র নামে প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেবে, তবে তোমাদের যদি ঘিরে ফেলা হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। এরপর তারা যখন তাকে প্রতিশ্রুতি ছিল, তখন সে বলল, আল্লাহ্‌ই আমাদের কথাবার্তার রক্ষক।[৯৩]

৬৭. এবং সে বলল, হে পুত্রগণ! তোমরা এক দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন কয়েক দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করবে।[৯৪] আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কোন ফয়সালা হতে রক্ষা করতে পারি না। আল্লাহ্‌ ছাড়া কর্তৃত্ব আর কারও নেই। তাঁরই উপর আমার ভরসা এবং ভরসাকারিগণ যেন তাঁরই উপর ভরসা করে।[৯৫]

---

৯৩. অর্থাৎ ভাগ্যের ফেরে যদি এমন কোন বিপদ এসে পড়ে, যাতে তোমরা পরিবেষ্টিত হয়ে যাও এবং বের হওয়ার কোন উপায় না থাকে, সে তো স্বতন্ত্র *ব্যাপার।* বাকি নিজেদের সাধ্য অনুসারে জীবন থাকতে বিনইয়ামীনের রক্ষণাবেক্ষণে কোন ত্রুটি করবে না এই মর্মে তাদের থেকে দৃঢ় অংগীকার ও শপথ নেওয়ার পর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের জন্য বললেন, وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ অর্থাৎ আমরা এখন যে ওয়াদা-অংগীকার করছি, তা সবই আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত। কেউ বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানত করলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন। কিংবা এর অর্থ, কথা ও কড়ার তো নিজ সাধ্যানুযায়ী সুদৃঢ় করছি, বাকি এসবের যা মূল লক্ষ্য তা আল্লাহ্‌র হিফাযত ও তত্ত্বাবধানেই পূর্ণ হতে পারে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না থাকলে যত তদবীর ও উপায় অবলম্বনই করা হোক, কোন কাজ হবে না।

হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, বাহ্যিক আসবাব-উপকরণও পরিপক্ক করে নিলেন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসাও রাখলেন। এটাই সকলের প্রতি নির্দেশ।

৯৪. অর্থাৎ বিভিন্ন দরজা দিয়ে আলাদাভাবে প্রবেশ করবে।

মিসরে তাদের দ্বিতীয় যাত্রায় পিতার উপদেশ

৯৫. ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা প্রথমবার যখন মিসর গিয়েছিল তখন সাধারণ বিদেশীদের মত কোনরূপ বিশেষত্ব ব্যতিরেকে শহরে ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু ইউসুফ

(٦٨) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ۖ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ
مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

৬৮. এবং তারা যখন প্রবেশ করল, তাদের পিতা যেমন বলেছিল সেইভাবে, তখন আল্লাহ্র ফয়সালা হতে কোন কিছুই তাদেরকে রক্ষা করতে পারত না, বাকি ইয়াকূবের মনে একটি অভিপ্রায় ছিল, সে তা পূরণ করল। সে তো সেই সম্বন্ধে অবহিত ছিল যা আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু বহু লোক জানে না।[৯৬]

(আ.)-এর বিশেষ দৃষ্টি ও সদয় ব্যবহার দেখে নিশ্চয়ই তাদের উপর স্থানীয় লোকদের চোখ পড়ে থাকবে। সেখানে তাদের পুনর্গমন ছিল বিশেষ শান ও আড়ম্বরের সাথে, বরং এক রকম ইউসুফ (আ.)-এর নিমন্ত্রণে। ইউসুফ (আ.)-এর পর বিনইয়ামীনের প্রতি ছিল ইয়া'কূব (আ.)-এর বিশেষ মুহাব্বত ও সযতন দৃষ্টি। সেও ছিল এবার তাদের সংগে। ইয়া'কূব (আ.)-এর চিন্তা হল এক পিতার এগার জন সুদর্শন সুপুরুষ পুত্রের সংঘবদ্ধভাবে সাড়ম্বরে শহরে প্রবেশ এবং তাও তাদের প্রতি মিসর-অধিপতি (ইউসুফ)-এর বিশেষ সম্মানজনক আচরণের পর যা নগরবাসীর চোখের সামনেই ঘটেছিল, এ এমন এক ব্যাপার, যার উপর সাধারণের চোখ পড়বেই। العين حق 'নযর লাগা একটি সত্য বিষয়' (আজকাল মেসমেরিজমের আজব ব্যাপার-স্যাপার তো এই দৃষ্টিশক্তিরই কারিশমা)। কাজেই ইয়া'কূব (আ.) পুত্রদেরকে বদ নযর এ হিংসা ইত্যাদি হতে রক্ষা করার জন্য এই বাহ্য তদবীর শিখিয়ে দিলেন যে, তোমরা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে শহরের পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, যাতে খামোখা জনগণের চোখ তোমাদের উপর না পড়ে। সেই সঙ্গে এটাও বলে দিলেন, কৌশল দিয়ে আমি তকদীরের ফয়সালা প্রতিহত করতে পারব না। বিশ্বজগতে এক আল্লাহ্র হুকুমই চলে। আল্লাহ্র ফয়সালার মুকাবিলায় আমাদের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা অচল। হাঁ, ব্যবস্থা গ্রহণের শিক্ষাও তাঁরই দেওয়া এবং তিনিই এটা বৈধ করেছেন। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কিন্তু ভরসা রাখা আল্লাহ্র উপর। এভাবে তিনি পুত্রদের তালীম দিলেন যে, আমার মত তোমরাও আল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণের উপর ভরসা রেখ, তদবীর ও কৌশলের উপর দর্পিত হয়ো না।

৯৬. ইয়া'কূব (আ.) যেভাবে বলেছিলেন তারা তেমনি প্রবেশ করল। এতে তারা কোন বাধার সম্মুখীন হলো না বা তাদের উপর নযর পড়ল না ঠিক, কিন্তু তকদীর অন্য দিক থেকে আসল(চুরির অভিযোগে বিনইয়ামীনকে আটকে রাখা হল)। বস্তুত তকদীর রোধ হয় না। বাকি যার ইল্ম আছে, তার তকদীরে বিশ্বাস ও তদবীর দ্বারা আত্মরক্ষা উভয়ই অর্জিত হয়। কিন্তু অজ্ঞজন একটি ধরলে অন্যটি ছুটে যায়। হয় সর্বতোভাবে

(٦٩) وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(٧٠) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ۝

৬৯. তারা যখন ইউসুফের কাছে প্রবেশ করল, তখন সে তার সহোদরকে নিজের কাছে রাখল এবং বলল, নিশ্চয়ই আমি তোমার ভাই। সুতরাং তারা যা করেছে, সেজন্য দুঃখ করো না।[৯৭]
৭০. তারপর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে তার ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে পান-পাত্র রেখে দিল। এরপর এক আহ্বায়ক আহ্বান করল, হে কাফেলা! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।[৯৮]

তদবীর ও আসবাব-উপকরণের উপর নির্ভর করে তকদীর অস্বীকার করে বসে কিংবা তকদীরে বিশ্বাসের অর্থ সে এই মনে করে যে, আসবাবকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা। কিন্তু সত্যিকারের জ্ঞানী ও সাবধানী লোক একই সংগে তকদীর ও তদবীরকে ধরে রাখে এবং প্রত্যেকটিকে তার নির্দিষ্ট স্থানে স্থিত করে।

ইউসুফ (আ) কর্তৃক বিনইয়ামীনকে সান্ত্বনা দান ও তার মালপত্রে রাজার পানপাত্র

৯৭. হযরত ইউসুফ (আ.) বিনইয়ামীনের সংগে স্বতন্ত্র ব্যবহার করলেন। তাকে নিরালায় জানিয়ে ছিলেন, আমি তোমার সহোদর ভাই (ইউসুফ)। এই বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা আমাদের প্রতি যা-কিছু অন্যায় আচরণ করেছে, যেমন আমাকে পিতার থেকে বিচ্ছিন্ন করে কুয়ায় ফেলে দেওয়া, গোলাম বানিয়ে বিক্রয় করা, আমাদের পিতা, ভাই প্রমুখকে বিচ্ছেদ বেদনা দান করা, কিংবা এখানে আসার পথে তোমার সংগে খারাপ কোন আচরণ করে থাকবে– এসবের কারণে দুঃখিত হয়ো না। সেই সময় এসে গেছে, যখন আমাদের সব দুঃখের অবসান ঘটবে এবং কষ্ট-ক্লেশের পর আল্লাহ্ তা'আলা সুখ-শান্তি ও সম্মানজনক জীবন দান করবেন।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, এ ভাইকে ইউসুফ (আ.) যখন আগ্রহে ডেকে পাঠালেন , তখন অন্য ভাইদের হিংসা হল। যার ফলে পথে তারা তাকে কথায় কথায় ধমক দিত ও তিরস্কার করত। তাই ইউসুফ (আ.) তাকে সান্ত্বনা দিলেন।

৯৮. ইউসুফ (আ.)-এর নির্দেশে তারা যখন তাদের রসদ তুলে দিল এবং সফর-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন তিনি সহোদর ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে তার

(৭১) قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ○

(৭২) قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ○

(৭৩) قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا
سٰرِقِيْنَ ○

(৭৪) قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ○

৭১. তারা তাদের অভিমুখী হয়ে বলল, তোমাদের কী জিনিস হারিয়েছে?[৯৯]
৭২. তারা বলল, আমরা রাজার পেয়ালা পাচ্ছি না আর যে ব্যক্তি তা এনে দেবে, সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি তার যামিন।[১০০]
৭৩. তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা জান আমরা এ দেশে দুষ্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা কখনো চোরও ছিলাম না।[১০১]
৭৪. তারা বলল, তোমরা যদি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও, তবে তার শাস্তি কী?[১০২]

অগোচরে নিজের পানির পেয়ালা রেখে দিলেন। কাফেলা যাত্রা শুরু করে দিলে পেয়ালাটির দরকার হয়ে পড়ল এবং ভৃত্যরা খুঁজতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা কাফেলাকেই সন্দেহ করল। ততক্ষণে কাফেলা কিছুদূর এগিয়ে গেছে। ভৃত্যদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলল, তোমরা থাম। তোমরা নিশ্চয়ই চোর।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ তারা এ কথাটি যদি ইউসুফ (আ.)-এর নির্দেশে বলে থাকে, তবে এর অর্থ হবে, তোমরা মাল গোপন করে থাক, যেমন তোমরা পিতার অগোচরে ভাইকে বিক্রয় করে ফেলেছিলে।

৯৯. অর্থাৎ অযথা আমাদেরকে কেন চোর বানাচ্ছ? তোমাদের কোন মাল হারিয়ে থাকলে তা বল। এখনও তো আমরা চলে যাইনি। আমাদের মালপত্রে তল্লাশি চালিয়ে দেখ।

১০০. ভৃত্যরা বলল, রাজার পান-পাত্র বা রসদ মাপার পেয়ালা হারিয়ে গেছে। কোনরূপ বাহানা ছাড়া কেউ যদি সেটি হাযির করতে পারে, তবে তাকে এক উট বোঝাই মাল দেওয়া হবে এবং আমি তার যামিন।

১০১. অর্থাৎ মিসরে আমাদের চাল-চলন সুবিদিত। কেউ কি বলতে পারবে আমরা এখানে কখনও কিছু দুষ্কৃতি করেছি? আমরা এখানে দুষ্কৃতির জন্য আসিনি এবং কোন চোর বংশীয় লোকও নই।

১০২. ভৃত্যরা বলল, তোমরা অনর্থক তর্ক করছ। চোরাই মাল যদি তোমাদের কাছে পাওয়া যায় তখন কী করবে?

(৭৫) قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِى
الظّٰلِمِيْنَ ۝

(৭৬) فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ۚ
كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ۚ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ
يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ۚ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝

৭৫. তারা বলল, এর শাস্তি এই যে, যার মাল-পত্রের মধ্যে তা পাওয়া যাবে, সেই তার বিনিময় হয়ে যাবে। আমরা অপরাধীদেরকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।[১০৩]
৭৬. তারপর ইউসুফ তার সহোদরের থলে তল্লাশির আগে তাদের থলেগুলো তল্লাশি করতে লাগল। পরিশেষে সহোদরের থলে থেকে পাত্রটি বের করল।[১০৪] আমি এভাবে কৌশল শিখিয়েছিলাম ইউসুফকে।[১০৫] রাজার আইনে সে তার সহোদরকে কিছুতেই আটক করতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ্ যা চান তাই হয়।[১০৬] আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি।[১০৭] প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর আছেন এক সর্বজ্ঞানী।[১০৮]

ইবরাহীমী শরী'আতে চোরের শাস্তি, ভাইদের মালপত্র তল্লাশি ও তার কৌশল

১০৩. ইবরাহীমী শরী'আতে চোরের শাস্তি ছিল এই যে, যার কাছে চোরাই মাল পাওয়া যাবে, সে এক বছর পর্যন্ত গোলাম হয়ে থাকবে। ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা নিজেদের শরী'আতী বিধান অনুযায়ী নির্দ্বিধায় এ দণ্ডের কথা বলে দিল। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, তারা চোর নয় এবং চোরাই মাল তাদের কাছ থেকে কিছুতেই বের হতে পারে না। এভাবে তারা নিজেদের স্বীকারোক্তি দ্বারা নিজেরাই ধরা পড়ল।

১০৪. এসব কথাবার্তার পর ভৃত্যরা তাদেরকে মিসরাধিপতি (ইউসুফ (আ.)-এর) কাছে নিয়ে গেল এবং সব কথা তাঁকে খুলে বলল। তিনি তল্লাশির আদেশ দিলেন। প্রথমে অন্যান্য ভাইদের থলে, ব্যাগ ইত্যাদি দেখা হল। কিন্তু পেয়ালা পাওয়া গেল না। সবশেষে বিনইয়ামীনের মালপত্র তল্লাশি করা হল। তার ভেতর থেকে পেয়ালা বের হল।

১০৫. কিংবা এর অর্থ, আমি ইউসুফের জন্য এইভাবে এর কৌশল করলাম।

১০৬. অর্থাৎ ভাইদের মুখ থেকে আপনিই বের হয়ে গেল যে, যার কাছে মাল পাওয়া যাবে, তাকে গোলাম বানিয়ে নিও। সে অনুযায়ীই তাকে ধরা হল। নতুবা

মিসর সরকারের আইন এরূপ ছিল না। যদি এই কৌশল গ্রহণ না করা হত, যাতে তারা নিজেরা নিজেদের কথায় বাঁধা পড়ে, তা হলে রাষ্ট্রীয় আইনে বিনইয়ামীনকে আটক করার কোন উপায় ছিল না।

১০৭. অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা তিনি প্রজ্ঞা ও কৌশল শিক্ষা দেন কিংবা স্বীয় সূক্ষ্ম তদবীর দ্বারা মর্যাদায় উন্নীত করেন। দেখ পিতার কাছ থেকে লুকিয়ে যারা ইউসুফকে কয়েক দিরহামে বিক্রয় করে দিয়েছিল, তারাই আজ সেই ইউসুফেরই সামনে চোররূপে দণ্ডায়মান। সম্ভবত এভাবে তাদের বিগত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত উদ্দেশ্য ছিল।

ইউসুফ (আ.) কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংশয় নিরসন

১০৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় একজন অপেক্ষা দ্বিতীয়জন এবং দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয়জন বেশী জ্ঞানী, কিন্তু এইসব জ্ঞানীর উপর আরেকজন জ্ঞানী আছেন, যিনি عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ –দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু সম্বন্ধে জ্ঞাত।

মনে রাখতে হবে, এই পূর্ণ ঘটনাটির মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মুখ থেকে বাস্তববিরোধী একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি এবং শরী'আতের পরিপন্থী একটি আচরণও তিনি করেননি। বেশী থেকে বেশী তিনি 'তাওরিয়া' করেছেন। তাওরিয়া অর্থ হচ্ছে এমন কোন কথা বলা বা কাজ করা যাতে আপাতদৃষ্টিতে একটি বাহ্য ও নিকটবর্তী অর্থ শ্রোতা ও দর্শকের মনে উদিত হয়, কিন্তু বক্তা বা কর্তার উদ্দেশ্য থাকে অন্য, যা বাহ্য অর্থ হতে দূরের। কোন সৎ ও প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যে এই তাওরিয়া গ্রহণ করলে নিঃসন্দেহে সেটা বৈধ, বরং প্রশংসনীয়। আর মন্দ ও নিন্দনীয় লক্ষ্যে করলে সেটা তাওরিয়া নয়, বরং ধোঁকা ও ফেরেববাযী।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলার লক্ষ্য ছিল ইয়া'কূব (আ.)-এর পরীক্ষার পূর্ণতাবিধান করা, ইউসুফের পর বিনইয়ামীনকেও তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। সেই সংগে একদিকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দুই সহোদরের মিলন ঘটানো এবং ইউসুফকে পরীক্ষার ঘাঁটিসমূহ অতিক্রম করানোর পর প্রথমে সৎ ভাইয়ের সাথে, তারপর সহোদর ভাইয়ের সাথে এবং তারপর মহান পিতার সংগে–এভাবে পর্যায়ক্রমে সমস্ত আপনজনের সাথে মিলিয়ে দেওয়া। অন্যদিকে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের দ্বারা যে অপরাধ হয়ে গিয়েছিল তারাও যাতে হোঁচট খেতে খেতে এক সময় পরম দয়াময়ের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হয়। কে জানে আরও কত উদ্দেশ্য ও রহস্য নিহিত থেকে থাকবে, যার কারণে ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি কিছুটা 'তাওরিয়া' অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

তিনি ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে পেয়ালা রেখে দেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং কারও উপর চুরির অভিযোগ আরোপ করেননি এবং একথাও বলেননি যে, আমি অমুককে চুরির

(৭৭) قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ○

৭৭. তারা বলতে লাগল, এ যদি চুরি করে থাকে, তো পূর্বে এর এক ভাইও চুরি করেছিল।[১০৯] তখন ইউসুফ মনে মনে গোপনে বলল এবং তাদের কাছে প্রকাশ করল না– সে মনে মনে বলল, মর্যাদায় তোমরাই হীনতর। তোমরা যা বলছ, তা আল্লাহই ভাল জানেন।[১১০]

অপরাধে আটক করছি। অবস্থা ক্রমে এরূপ সৃষ্টি হতে থাকে, যাতে পরিশেষে বিনইয়ামীনের জন্য তার সহোদরের কাছে সম্মানে সমাদরে থেকে যাওয়ার সুযোগ হয়ে যায়। কাজের সুবিধার্থে তিনি এমন কিছু শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করেছেন, যার বাহ্যার্থ তার উদ্দেশ্য ছিল না কিংবা কোন কোন ব্যাপারে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, যে ক্ষেত্রে মুখ খুললে রহস্য ফাঁস হয়ে আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যেত।

ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি তাদের অপবাদ ও তাঁর ধৈর্য

১০৯. তাদের ইংগিত ছিল ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি। নিজেদের নিষ্কলঙ্কতা প্রমাণের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে নিছক বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশে তারা বিনইয়ামীনের অপরাধ পাকাপোক্ত করে দিল। এত দিন পরও তারা মা'সুম ইউসুফের উপর মিথ্যা অপবাদ দিতে লজ্জাবোধ করল না। এ প্রসংগে মুফাসসিরগণ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যার প্রতি ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা 'চুরি' শব্দ দ্বারা ইংগিত করেছিল। এখানে সেগুলো উদ্ধৃত করার কোন প্রয়োজন নেই।

১১০. অর্থাৎ এত বড় কঠিন অপবাদ শুনে ইউসুফ (আ.) সংযম হারালেন না। কেননা, তখনও রহস্য ফাঁস করার ইচ্ছা আল্লাহ্‌র ছিল না। ইউসুফ (আ.) মনের মধ্যে কথা লুকিয়ে রাখলেন। জওয়াব দিয়ে তাদের অপবাদের স্বরূপ উদঘাটন করলেন না। মনে মনে বললেন, اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ অর্থাৎ চোর হয়ে কোতোয়ালকে শাসানি? উল্টো আমাকে চোর বানাচ্ছ? অথচ তোমরাই এই চুরি করেছ যে, পিতার অলক্ষ্যে ভাইকে বিক্রয় করে দিয়েছ। বাকি আমার চুরি সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

কোন কোন তাফসীরবেত্তা قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا -এর অর্থ এই করেছেন যে, ইউসুফ (আ.) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা নিতান্তই মন্দ লোক। সবে বললে وماكنا سارقين 'আমরা চোর নই', আবার এখন এক ভায়ের মাল-পত্র হতে চোরাই মাল বের হওয়া মাত্র অনুপস্থিত ভাইকেও চোর বলছ, যেন চুরি তোমাদের বংশীয় পেশা (নাউযুবিল্লাহ্)। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, তোমরা কতটুকু সত্য বলছ। মিথ্যা বললে তিনিই তার শাস্তি দেবেন।

(৭৮) قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ
اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

(৭৯) قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا
لَّظٰلِمُوْنَ ○

(৮০) فَلَمَّا اسْتَيْــَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنَّ
اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْ
سُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْٓ اَبِيْٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ
خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

৭৮. তারা বলল, হে 'আযীয! এর এক পিতা আছেন, অতিশয় বৃদ্ধ। সুতরাং এর স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন। আমরা দেখছি আপনি একজন দয়ালু ব্যক্তি।[১১১]

৭৯. সে বলল, যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আটক করা হতে আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন।[১১২] এরূপ করলে আমরা তো অবশ্যই যালিম সাব্যস্ত হব।[১১৩]

৮০. যখন তারা তার পক্ষ হতে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্য নির্জনে গিয়ে বসল। তাদের মধ্যে বড়জন বলল, তোমরা কি জান না পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন এবং যে অপরাধ তোমরা পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে করেছ? সুতরাং আমি এ দেশ থেকে কিছুতেই নড়ব না–যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে আদেশ করেন কিংবা আল্লাহ্ আমার পক্ষে ফয়সালা দেন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।[১১৪]

---

১১১. অর্থাৎ বৃদ্ধ পিতা বড়ই আঘাত পাবেন। তিনি একে ও এর ভাই ইউসুফকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। ইউসুফকে হারানোর পর এখন একে নিয়েই তিনি তাঁর মনকে সান্ত্বনা দেন। আপনি এর স্থলে যদি আমাদের একজনকে রেখে দেন তো বড় মেহেরবানী হবে। আপনি মানুষের প্রতি হামেশাই দয়া করেন এবং আমাদের প্রতি আপনি অধিকতর সদয়। আশা করি আপনি আমাদের নিরাশ করবেন না।

১১২. অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাকে এর থেকে রক্ষা করুন যে, অকারণে একজনকে অন্যের বদলে আটক করব। আমরা তো কেবল তাকেই আটক করব, যার কাছে এ জিনিস পাওয়া গেছে (আর সে হচ্ছে বিনইয়ামীন, যে সহোদর ভাই হিসাবে আমার

(৮১) اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ○

৮১. তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল, হে পিতা! আপনার পুত্র তো চুরি করেছে এবং আমরা তাই বলেছিলাম, যা আমাদের জানা ছিল। অদৃশ্য বিষয়ে আমরা অবহিত ছিলাম না।[১১৫]

কাছে থাকবে)। এ স্থলেও اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ (যার কাছে আমাদের মাল পেয়েছি)-এর পরিবর্তে اِلَّا مَنْ سَرَقَ (যে চুরি করেছে) বলেননি। অথচ এটা সংক্ষেপ ছিল। কারণ, তা বললে সেটা বাস্তবতার পরিপন্থী হত।

১১৩. অর্থাৎ অপরাধীর বদলে যদি বে-কসূরকে আটক করি, তবে তোমাদের ধারণা ও আইন অনুযায়ী আমি যালিম সাব্যস্ত হব।

ভাইদের পরামর্শ ও বড় ভাইয়ের বক্তব্য

১১৪. ইউসুফ ('আ)-এর জওয়াব শুনে যখন তারা নিরাশ হয়ে গেল, তখন নির্জনে সরে গিয়ে পরামর্শে বসল। অধিকাংশের মত ছিল দেশে চলে যাওয়া, কিন্তু তাদের মধ্যে যে বয়সে বা বুদ্ধি-বিবেচনায় বড় ছিল, সে বলল, আমরা কোন্ মুখে পিতার সামনে যাব? আমাদের থেকে তিনি যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন তার কী জওয়াব দেব? ইউসুফের ব্যাপারে আগেই তো এক অপরাধ আমরা করেছি, যার রেশ এখনও বর্তমান। এখন বিনইয়ামীনকে রেখে সকলে চলে গেলে সেটা ভীষণ নির্লজ্জতার পরিচায়ক হবে। কাজেই শোন, এ বান্দা কোন অবস্থাতেই এখান থেকে নড়বার নয়। বাকি মহান পিতা যদি আমাকে এখান থেকে চলে আসার আদেশ দেন বা এর মধ্যে কুদরতী কোন ফয়সালা হয়ে যায়– যেমন আমি যদি এখানেই মারা যাই কিংবা কোন তদবীরে বিনইয়ামীনকে মুক্ত করতে পারি, তবে ভিন্ন কথা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ একথা সেই ভাই বলেছিল, যে ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারেও কিছুটা কোমলতা দেখিয়ে বলেছিল- لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না।

১১৫. অর্থাৎ আমাকে ছেড়ে দাও। তোমরা সকলে গিয়ে পিতাকে বল, এমন এক ঘটনা ঘটেছে, যার কোন কল্পনাই ছিল না।

হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, অর্থাৎ আমরা ওয়াদা করেছিলাম নিজেদের জানা অনুসারে। কে জানত বিনইয়ামীন চুরি করে ধরা পড়বে? বা আমরা চোরকে আটকে রাখতে বলেছি আমাদের আইন মতে। আমরা কি জানতাম ভাই-ই চোর?

(৮২) وَسۡـَٔلِ الۡقَرۡیَۃَ الَّتِیۡ کُنَّا فِیۡہَا وَ الۡعِیۡرَ الَّتِیۡۤ اَقۡبَلۡنَا فِیۡہَا ؕ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوۡنَ ○

(৮৩) قَالَ بَلۡ سَوَّلَتۡ لَکُمۡ اَنۡفُسُکُمۡ اَمۡرًا ؕ فَصَبۡرٌ جَمِیۡلٌ ؕ عَسَی اللّٰہُ اَنۡ یَّاۡتِیَنِیۡ بِہِمۡ جَمِیۡعًا ؕ اِنَّہٗ ہُوَ الۡعَلِیۡمُ الۡحَکِیۡمُ ○

৮২. সেই বসতিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, যেখানে আমরা ছিলাম এবং সেই কাফেলাকেও যার মাঝে আমরা এসেছি। আমরা নিশ্চয়ই সত্য বলছি।[১১৬]

৮৩. সে বলল, বরং তোমাদের মন একটি কথা সাজিয়ে দিয়েছে। এখন ধৈর্যই শ্রেয়। হয়ত আল্লাহ্ তাদের সকলকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১১৭]

---

১১৬. অর্থাৎ আপনি বিশ্বস্ত কোন লোক পাঠিয়ে যেখানে এ ঘটনা ঘটেছে সেই স্থানের বাসিন্দাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করুন। তা ছাড়া, কাফেলার অন্যান্য লোকদেরকেও জিজ্ঞাসা করুন, যারা আমাদের সংগে ছিল এবং একই সংগে ফিরে এসেছে। আপনি প্রমাণ পেয়ে যাবেন আমরা যা বলেছি সত্যই বলেছি।

ইয়া'কূব (আ.)-এর প্রতিক্রিয়া

১১৭. প্রথমবারের অবিশ্বাসের কারণে ইয়া'কূব (আ.) এবারও পুত্রদের কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। কিন্তু নবীর কথা মিথ্যা নয়। পুত্রদের কথা ছিল সাজানো। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পুত্র ছিলেন (মূযিহুল-কুরআন)। যেন لكم -এর সম্বোধন জাতিবাচক। 'পুত্রজাতি'-এর প্রতি হয়েছে।

কতিপয় তাফসীরকারক এর অর্থ করেছেন নিম্নরূপ ঃ

রক্ষণাবেক্ষণ করার কীরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং কতই না পীড়াপীড়ি করে তাকে নিয়েছিলে। অথচ সেখানে এতটুকু কথাও বলতে পারলে না যে, মালপত্রের মধ্যে পেয়ালা পাওয়া যাওয়ার দ্বারা চুরি প্রমাণিত হল কী করে? অন্য কেউ তো তার মধ্যে লুকিয়েও রাখতে পারে। প্রতিবাদ করবে দূরের কথা উল্টো এই বলে তার অপরাধ আরও পাকাপোক্ত করে দিয়ে আসলে যে, পূর্বে তার ভাইও চুরি করেছিল। তোমাদের মনে দোষ না থাকলে এই পন্থা অবলম্বন করতে না। এখন অজুহাত দেখাতে এসেছ। যা হোক, আমি এবারও সবরই করে যাব। অভিযোগের কোন শব্দ মুখে আনব না। আল্লাহ্র অপার রহমত ও কুদরতে অসম্ভব কী যে, তিনি ইউসুফ, বিনইয়ামীন এবং বিনইয়ামীনের জন্য যে ভাই রয়ে গেছে সকলকেই তিনি ফিরিয়ে আনবেন। তিনি সকলের অবস্থা জানেন। প্রত্যেকের সংগে স্বীয় প্রজ্ঞা অনুসারে তিনি আচরণ করেন।

(٨٤) وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ○

৮৪. এবং সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল ও বলল, আফসোস ইউসুফের জন্য[১১৮] এবং শোকে তার চোখ সাদা হয়ে গেল।[১১৯] বস্তুত সে নিজেকে পেষণ করছিল।[১২০]

এ থেকে অনুমান করা যায় যে, যত রকমের হতাশাকর অবস্থা এবং কালের যত আবর্তনই ঘটুক না কেন, আম্বিয়ায়ে কিরামের অন্তর কখনই নিরাশ হয় না। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী রহমতের উপর নির্ভর করেন এবং তাঁর করুণা ও কৃপায় আশাবাদী থাকেন।

১১৮. নতুন আঘাতের কারণে পুরানো আঘাত তাজা হয়ে উঠল। অবচেতন মনে ডেকে উঠলেন, يا اسفى على يوسف (হায় আফসোস ইউসুফ!)

১১৯. অর্থাৎ জ্যোতিহীন হয়ে পড়ল বা সতেজতা হারিয়ে গেল। উভয় রকম মত আছে।

ইয়া'কূব (আ.)-এর মর্ম-যাতনা ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা

১২০. হাদীসে আছে, نحن معاشر الانبياء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে আম্বিয়ায়ে কিরামের জামা'আতকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয়। পরীক্ষারও প্রকারভেদ আছে। প্রত্যেক নবী থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যোগ্যতা ও স্বীয় হিকমত অনুযায়ী যে ধরনের পরীক্ষা নিতে চান, নিয়ে থাকেন। ইয়া'কূব (আ.)-এর হৃদয়ে ইউসুফের প্রতি অস্বাভাবিক ধরনের ভালবাসা দান করেন। এরপর ইবরাহীমী বংশের প্রদীপ ও প্রচুর সম্ভাবনাময় সেই পরম প্রিয় পুত্রকে হৃদয়-বিদারক পন্থায় বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। বিষাদগ্রস্ত ও বেদনাহত ইয়া'কূবের কলিজা এ নিদারুণ আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। কোন মাখলুকের সামনে তিনি না কোন অভিযোগ-বাক্য উচ্চারণ করতেন এবং না কারও উপর প্রতিশোধ নিতেন বা কারও উপর রাগ দেখাতেন। তিনি দুঃখ-দুর্দশার কোন শব্দ মুখেই আনতেন না। হ্যাঁ, নিজেকে যখন অত্যধিক পেষণ করতেন, তখন মনের বাষ্প চোখ দিয়ে অশ্রু হয়ে গড়াত। বছরের পর বছর চোখের প্রবাহ ও হৃদয়ের প্রদাহ সত্ত্বেও নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায়ে কোন ত্রুটি হতে দেননি। ইউসুফের বিচ্ছেদে তাঁর হৃদয় যতই কাঁদত, ততই আল্লাহ্‌র দরবারে তিনি বেশী আকুতি প্রকাশ করতেন। দুঃখ-বেদনার তীব্রতা ও অশ্রুধারার প্রচণ্ডতা তাঁর দৃষ্টিশক্তিকে যতই দুর্বল করছিল। ততই তাঁর অন্তর্দৃষ্টির জ্যোতি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উদ্বেগ ও অস্থিরতা তুফানের বেগে উথলে উঠত, কিন্তু তিনি তা চেপে রাখতেন, মুখে উহ্ শব্দটি বলতেন না। বিনইয়ামীনের বিচ্ছেদে যখন পুরাতন ঘা তাজা হয়ে উঠল, কেবল তখনই অবচেতন মনে তাঁর মুখ থেকে এতটুকু কথা নিঃসৃত হয়েছিল যে, يا اسفى على يوسف

৮৫) قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝

৮৬) قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

৮৭) يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৮৫. তারা বলতে লাগল, আল্লাহ্‌র কসম, আপনি ইউসুফের স্মৃতি ত্যাগ করবেন না-যতক্ষণ না আপনি দুর্বল মৃতপ্রায় হন কিংবা মৃত্যুবরণ করেন।

৮৬. সে বলল, আমি তো নিজের দুঃখ-বেদনা আল্লাহ্‌রই সামনে নিবেদন করছি। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে জানি– যা তোমরা জান না।[১২১]

৮৭. হে পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান কর। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে কেবল কাফিররাই নিরাশ হয়।[১২২]

হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, এত বেদনা এত দীর্ঘ দিন চেপে রাখা নবী ছাড়া কার পক্ষে সম্ভব ?

১২১. মূযিহুল-কুরআনে আছে, অর্থাৎ তোমরা কি আমাকে ধৈর্য শেখাবে? ধৈর্যহারা তো সে ব্যক্তি, যে সৃষ্টির সামনে স্রষ্টার প্রেরিত দুঃখের অভিযোগ করে। আমি আমার দুঃখের কথা তো তাকেই বলি, যিনি দুঃখ দিয়েছেন। আমি এও জানি যে, ইউসুফ জীবিত। তাকে আমি অবশ্যই পাব এবং তার স্বপ্নও পুরা হতেই হবে। আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। দেখ কতদূর গিয়ে এর শেষ হয়।

১২২. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার মেহেরবানী ও কৃপা হতে নিরাশ হওয়া কাফিরদের ধর্ম, যারা তাঁর সর্বব্যাপী রহমত ও অপার ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে না। একজন মুসলিমের কাজ হচ্ছে পর্বত প্রমাণ ও সাগরের তরংগ তুল্য হতাশাকর পরিস্থিতি দেখা দিলেও সে সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র রহমতের প্রতি আশাবাদী থাকবে এবং সম্ভাব্য চেষ্টা-তদবীর চালাতে কোনরূপ হীনমন্যতা দেখাবে না। কাজেই তোমরা যাও এবং ইউসুফকে অনুসন্ধান কর ও তার ভাই বিনয়ামীনকে মুক্ত করার কোন উপায় বের করার চেষ্টা কর। অসম্ভব নয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সকলকে আবার একত্র করে দেবেন।

তৃতীয় ভাইয়ের কোন উল্লেখ তিনি হয়ত এ কারণে করেননি যে, সে কেবল বিনইয়ামীনের কারণে সেখানে স্বেচ্ছায় থেকে গিয়েছিল। বিনইয়ামীন মুক্তি পেলে সে সেখানে পড়ে থাকবে কেন?

(৮৮) فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ○

৮৮. এরপর তারা যখন তার কাছে প্রবেশ করল, তখন বলল, হে 'আযীয! আমরা আমাদের পরিবারবর্গসহ বিপন্ন হয়ে পড়েছি। আমরা সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে এসেছি। সুতরাং আমাদেরকে পূর্ণ রসদ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ্ দানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন।[১২৩]

ইউসুফের নিকট নিজেদের দুরবস্থা বর্ণনা ও তাঁর প্রতিক্রিয়া

১২৩. পিতার আদেশে তারা পুনরায় মিসর রওয়ানা হল। ইউসুফের কোন ঠিকানা তাদের জানা ছিল না। চিন্তা করে থাকবে যে, যার ঠিকানা জানা আছে (বিনইয়ামীন) প্রথম তার চিন্তা করি। দুর্ভিক্ষের কারণে রসদের প্রয়োজন। এদিকেও 'আযীযের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। লেনদেনের ব্যাপারে যদি তাকে নরম পাই, তবে বিনইয়ামীন সম্পর্কে কথা বলা যাবে। সুতরাং তারা ইউসুফ (আ.)-এর কাছে প্রথম কথা এটাই বলল যে, আজকাল দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের কারণে আমাদের উপর ও আমাদের পরিবারবর্গের উপর দিয়ে বড়ই কঠিন অবস্থা যাচ্ছে। ঘরের সব আসবাবপত্র বিক্রি হয়ে গেছে। নেহায়েত সামান্য কিছু পুঁজি রয়ে গেছে, তাই রসদ ক্রয়ের জন্য সংগে নিয়ে এসেছি। আপনার মহানুভবতা ও পেছনের অনুগ্রহের ভিত্তিতে আমাদের আশা, আপনি আমাদের এই তুচ্ছ দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য না করে অল্প মূল্যে রসদের পরিমাণ আগের মতই পূর্ণ মাপে দেবেন। আপনার এই রেয়াত বাস্তবিক পক্ষে আমাদের প্রতি আপনার এক প্রকার দান রূপে গণ্য হবে। অথবা এর বাইরে আপনি দান হিসাবেই আমাদের কিছু দিয়ে দিন। আল্লাহ্ আপনার মংগল করবেন। হযরত ইউসুফ (আ.) এ অবস্থা শুনে কেঁদে ফেললেন। হৃদয়-সমুদ্রে দয়া ও মমতার উত্তাল তরংগ জেগে চোখ দিয়ে উছলে পড়তে লাগল। আল্লাহ্র নির্দেশে তখন তিনি আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন যে, আমি কে এবং তোমরা আমার সংগে কীরূপ ব্যবহার করেছিলে। এরপর আমি কোন্ পদ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছি। পরবর্তী আয়াতটি এই আত্ম-প্রকাশেরই ভূমিকা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কেউ কেউ تصدق অর্থ করেছেন, সাধারণভাবে যে কোন অনুগ্রহ করা। যেমন সালাতে কসর সম্পর্কিত হাদীসে আছে-

صدقة تصدق الله بها عليكم

'এটা এক অনুগ্রহ, যা আল্লাহ্ তা'আলা এতদ দ্বারা তোমাদের প্রতি করেছেন।'

(৮৯) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ○

(৯০) قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِيْ ز قَدْ مَنَّ اللّٰهُ
عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৮৯. সে বলল, তোমাদের কি কিছু খবর আছে, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সংগে কী ব্যবহার করেছিলে,[১২৪] যখন তোমাদের বুঝ ছিল না?[১২৫]
৯০. তারা বলল, সত্যি তুমিই কি ইউসুফ?[১২৬] সে বলল, আমিই ইউসুফ এবং এই আমার ভাই।[১২৭] আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।[১২৮] যে-কেউ আল্লাহ্কে ভয় করে ও ধৈর্য ধরে, তো আল্লাহ্ পুণ্যবানদের প্রাপ্য নষ্ট করেন না।[১২৯]

---

১২৪. অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছ ও উভয়ের প্রতি বৈরিতা পোষণ করেছ।

ইউসুফের আত্ম-পরিচয় প্রকাশ ও মহানুভবতার অনুপম দৃষ্টান্ত

১২৫. আল্লাহু আক্‌বার! ধৈর্য ও শিষ্টতা এবং মহৎ চরিত্রের কী অনুপম দৃষ্টান্ত! ভাইদের জীবনভর বৈরিতার একটি শব্দও মুখে উচ্চারণ করলেন না। যতটুকু বললেন, তাও এই জন্য যাতে বহুদিন আগেকার অবস্থাকে একটি বার স্মৃতিপটে ভাসিয়ে তোলে এবং এভাবে অতীত-বর্তমানের তুলনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সেই সব অনুগ্রহের স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, যা ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি অগ্নি-পরীক্ষার পর বর্ষিত হয়েছিল এবং যার প্রতি সামনে قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا -এর মাঝে ইংগিত হয়েছে।

প্রশ্নটিও করেছেন এমন ঢংয়ে যার মাঝে অপরাধ অপেক্ষা অপারগতা ও ওযরের দিকটিই বেশী পরিলক্ষিত। অর্থাৎ তখন তোমাদের দ্বারা যে আচরণ প্রকাশ পেয়েছে, তা না বুঝার কারণেই হয়েছিল। তোমরা কি জানতে ইউসুফের স্বপ্ন একদিন বাস্তবে পরিণত হবে? ক্ষীণ চাঁদ একদিন পরিপূর্ণতা লাভ করবে ষোলকলায়?

১২৬. সম্ভবত ইউসুফ (আ.)-এর প্রশ্নে তারা হতচকিত হয়ে উঠেছিল। এত দিন পর এ আবার কী গুপ্ত কথা বের হয়ে পড়েছে? ইউসুফের ঘটনা দিয়ে মিসরাধিপতির কী প্রয়োজন? অস্বাভাবিক রকমের অনুগ্রহ ও বিনয়ামীনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি তারা দেখতেই পাচ্ছিল। তারপর এ প্রশ্ন সহসাই তাদের কল্পলোকে ঝড় তুলল। যে ইউসুফকে আমরা মিসরীয় কাফেলার হাতে বিক্রি করেছিলাম, এ সে নয় তো? তারা চোখ তুলে তাকাল, গভীরভাবে লক্ষ্য করল, হয়ত ইউসুফ নিজেও এবার তাদের সামনে আপনাকে আরও বেশী রকম খুলে ধরেছিলেন, কিংবা স্পষ্ট করেই বলে ফেলেছিলেন, আমিই ইউসুফ। সুতরাং তারা বিষম বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বলে উঠল ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ 'সত্য করে বল, তুমিই কি ইউসুফ?'

(৯১) قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ٥

(৯২) قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ؗ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ٥

(৯৩) اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ٥

৯১.তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ আমাদের উপর তোমাকেই পসন্দ করে নিয়েছেন এবং আমরা ছিলাম অপরাধী।[১৩০]

৯২. সে বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন।[১৩১] তিনি সকল দয়ালু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু।[১৩২]

৯৩. তোমরা আমার এই জামা নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপরে রেখ। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার কাছে নিয়ে এসো।[১৩৩]

---

১২৭. অর্থাৎ যার থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলে আজ সে আমার কাছে এই উপবিষ্ট।

১২৮. বিচ্ছেদকে মিলনে, অপমানকে সম্মানে, দুঃখকে সুখে এবং দারিদ্র্যকে ঐশ্বর্যে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। যাকে দাস রূপে সামান্য কয়েক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছিল আজ তাকে আল্লাহ্ তা'আলা মিসরের বাদশাহী দান করেছেন।

১২৯. হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, যে ব্যক্তি দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, সে যদি শরী'আত লংঘন না করে ও না ঘাবড়ায়, তবে শেষ পর্যন্ত তার প্রতি দুঃখের চেয়ে দক্ষিণাই বেশী হয়।

১৩০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সব দিক থেকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তুমি এর উপযুক্তও ছিলে। আমাদেরই ভুল ছিল যে, আমরা তোমার মূল্য বুঝতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত তোমার স্বপ্ন সত্য ও আমাদের হিংসা নিষ্ফল প্রমাণিত হল।

১৩১. ইউসুফ (আ.) ভাইদের কাছে এতটুকুও শুনতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন, এসব বলো না। আজ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করছি না। তোমাদের সব ভুল ক্ষমা করে দিয়েছি। যে কথা আমি বলেছি, তাতে কিবল আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ এবং ধৈর্য ও তাকওয়ার ফলশ্রুতি প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিল। আজকের পর আর তোমাদের ভুলের কথা উচ্চারণই করা হবে না। আমি দু'আ করি, তোমরা আল্লাহ্র সংগে যে অপরাধ করেছ, তাও যেন তিনি ক্ষমা করে দেন।

১৩২. আমার অনুগ্রহও তাঁরই অনুগ্রহের এক প্রতিবিম্ব।

(٩٤) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ اَبُوهُمْ اِنِّى لَاَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ۝

৯৪. এবং যখন কাফেলা বের হয়ে গেল, তখন তাদের পিতা বলল, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি[১৩৪] –যদি না তোমরা বল বৃদ্ধ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে।[১৩৫]

পিতামাতাকে নিয়ে আসার নির্দেশ ও ইউসুফ (আ.)-এর কারামত

১৩৩. অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি শাম যেতে পারছি না। তোমরা যাও এবং পিতামাতা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এখানে নিয়ে এসো। ওহী মারফত কিংবা ভাইদের মুখে তিনি জেনে থাকবেন যে, পিতার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত বা ক্ষীণ হয়ে গেছে। তাই নিজের জামা দিয়ে বললেন, এটা তাঁর চোখে ছুঁইয়ে দেবে, তা হলে তাঁর দৃষ্টি-শক্তি আগের মত হয়ে যাবে।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, আল্লাহ্র কাছে সব রোগেরই ওষুধ আছে। একজনের বিচ্ছেদে দৃষ্টি লোপ পেয়েছিল, পরে আবার তারই শরীর-ছোঁয়া একটা জিনিসের স্পর্শে উপশম হয়ে গেল। এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এক কারামত।

কারামত না বললেও আজকাল বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা স্বীকৃত হয়ে গেছে যে, তীব্র আঘাত বা অসাধারণ আনন্দের প্রতিক্রিয়ায় অনেক সময় অন্ধ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

আল্লাহ্র কুদরতের কারিশমা

১৩৪. আল্লাহ্র কী কুদরত! ইউসুফ মিসরে বহাল তবিয়তে বর্তমান। অথচ ইয়া'কূব কোন দিন বলছেন না ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। আসলে আল্লাহ্র উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার পূর্ণতা সাধন। অবশেষে যখন মিলন ঘটানো স্থির হল, তখন ওদিকে ইউসুফ (আ.)-এর জামা নিয়ে কাফেলা মিসর থেকে রওয়ানা হল, আর এদিকে ইউসুফী পিরানের সুরভিতে ইয়া'কূব (আ.)-এর মনোরাজ্য আমোদিত হতে শুরু করল। এই একটিই কি? পূর্ণ ঘটনাটিই কুদরতের অপরূপ লীলার এক রেখাচিত্র। ইয়া'কূব (আ.)-এর মত সুপ্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান নবী শামে অবস্থান করছেন। ইউসুফ (আ.)-এর মত মহান ব্যক্তিত্ব মিসরের রাজ-কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত। তাঁর ভাইয়েরা একাধিকবার মিসরে আসছেন, খোদ ইউসুফের অতিথিরূপে অবস্থান করছেন, তথাপি আল্লাহ্ তা'আলার নিগূঢ় রহস্য ও পরাক্রান্ত অভিপ্রায়ের হাত পিতা-পুত্রকে বছরের পর বছর বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং রক্তাশ্রু ঝরানোর মাধ্যমে পরীক্ষার পূর্ণতা বিধান করে। অপার তাঁর মহিমা, তাঁর আধিপত্য প্রবল পরাক্রান্ত।

(৯৫) قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِیْ ضَلٰلِكَ الْقَدِیْمِ ۝

(৯৬) فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِیْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِیْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ
اَقُلْ لَّكُمْ ۚۙ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

(৯৭) قَالُوْا یٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕیْنَ ۝

(৯৮) قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّیْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۝

৯৫. লোকেরা বলল, আল্লাহ্র কসম! আপনি তো আপনার পূর্বের বিভ্রান্তিতেই আছেন।[১৩৬]

৯৬. এরপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হল, তখন সে তার মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখল। ফলে, সে পুনরায় চক্ষুষ্মান হয়ে গেল।[১৩৭] বলল, আমি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহ্র পক্ষ হতে জানি, যা তোমরা জান না?[১৩৮]

৯৭. তারা বলল, হে পিতা! আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে দিন। নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম।[১৩৯]

৯৮. সে বলল, সবুর কর। আমি আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে দেব। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৪০]

---

১৩৫. অর্থাৎ একথা বলতে আমি কুণ্ঠা বোধ করছি। কারণ, তোমাদের বুঝে আসবে না। বলবে, বুড়োর ভীমরতি দেখা দিয়েছে।

১৩৬. অর্থাৎ 'ইউসুফ (আ.)-এর স্নেহ এবং তার বেঁচে থাকার ও পুনর্মিলনের বিশ্বাস আপনার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে আছে। সেই পুরানো সব ভাবনা-চিন্তাই সুগন্ধি হয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে।

১৩৭. অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল। আগের মত পুনরায় সব কিছু দেখতে পেলেন।

১৩৮. অর্থাৎ আমি বলিনি ইউসুফের খোশবু আসছে? দেখলে, শেষ পর্যন্ত তাই সত্য হল। কিংবা পুত্রদেরকে বলেছিলাম ইউসুফকে খোঁজ কর। আল্লাহ্র রহমতে অসম্ভব কি, আমাদের সকলের আবার মিলন ঘটবে। দেখ শেষ পর্যন্ত তাই হল।

১৩৯. অর্থাৎ মনো-সংযোগ ও দু'আর মাধ্যমে আমাদের পাপ মোচন করিয়ে দিন। আমাদের দ্বারা গুরুতর অপরাধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রথমে আপনি নিজে ক্ষমা করে দিন। তারপর মুক্ত মনে দু'আ করুন, যেন আল্লাহ্ তা'আলাও ক্ষমা করেন। কারণ, যে নিজে ক্ষমা না করবে, সে আল্লাহ্র কাছ থেকে কী করে ক্ষমা করাবে?

(৯৯) فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَ قَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ
شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۝

(১০০) وَ رَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا
تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ؗ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَ
جَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ
وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

৯৯. এরপর তারা যখন ইউসুফের কাছে প্রবেশ করল, তখন সে তার পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিল এবং বলল, আল্লাহ্ চাহে তো আপনারা নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।[১৪১]

১০০. এবং সে তার পিতামাতাকে তুলে সিংহাসনে বসাল। আর তারা সকলে তার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।[১৪২] সে বলল, হে পিতা! এই আমার সেই আগেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক তাকে সত্যে পরিণত করেছেন।[১৪৩] তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন–যখন আমাকে কারাগার হতে মুক্ত করলেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির পরও আপনাদেরকে পল্লী হতে এখানে এনে দিলেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক যা চান সুকৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১৪৪]

---

১৪০. অর্থাৎ কবূল হওয়ার সময় আসতে দাও। তখন দয়াময় আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের জন্য হাত তুলব। বর্ণিত আছে, তিনি জুমুআর রাত অথবা তাহাজ্জুদের সময়ের অপেক্ষা করছিলেন।

পিতামাতাকে অভ্যর্থনা

১৪১. তিনি অভ্যর্থনার জন্য শহরের বাইরে চলে আসলেন। পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলে (এ সম্বন্ধে মুফাসসিরদের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ইউসুফ (আ.)-এর মা আগেই ইন্তিকাল করেছিলেন, যেমন পূর্বের টীকাসমূহে বলা হয়েছে। এখানে খালাকে বুঝানো হয়েছে। কারও মতে, মা জীবিত ছিলেন এবং ইয়া'কূব (আ.)-এর সাথে মিসরে আগমন করেছিলেন।) ইউসুফ (আ.) সকলকে বললেন, শহরে চলুন। দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির আর কোন ভয় করবেন না। ইনশাআল্লাহ্ সেখানে বিলকুল নিরাপদে ও সুখ-শান্তিতে থাকবেন। কতক তাফসীরবিদ বলেন, ইউসুফ (আ.) এ কথা শহরে পৌঁছার পর বলেছিলেন। তখন ادخلوا مصر -এর অর্থ হবে,'মিসরে নিশ্চিন্তে বাস করুন।'

পিতামাতা ও ভাইগণ কর্তৃক ইউসুফকে সিজদা

১৪২. ইউসুফ (আ.) নিজের পক্ষ হতে পিতামাতাকে সম্মান করলেন, তাদেরকে সিংহাসনে তুলে বসালেন। কিন্তু ইউসুফকে সম্মান করানো যে অভিপ্রায় আল্লাহ্র ছিল, ইউসুফ (আ.) তা কি করে ব্যাহত করতে পারেন? তখনকার রীতি অনুযায়ী পিতামাতা ও সকল ভাই তাঁর সম্মুখে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। এটা ছিল সম্মানসূচক সিজদা।

হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবন কাছীর (র.)-এর মত অনুযায়ী হযরত আদম (আ.) হতে মাসীহ্ (আ.)-এর কাল পর্যন্ত সম্মানসূচক সিজদা জায়েয ছিল। মুহাম্মাদী শরী'আতে এটা হারাম ও নিষিদ্ধ হয়ে যায়— যেমন বহু হাদীছে স্পষ্ট আছে। শাহ 'আবদুল-কাদির (র.) وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ (মসজিদসমূহ বা সিজদার অংগ-প্রত্যংগ আল্লাহ্রই জন্য- (৭২ ঃ ১৮)-এর থেকেও এ নিষিদ্ধতার প্রতি ইংগিত বের করেছেন।

কোন কোন তাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতে সিজদা দ্বারা প্রচলিত অর্থ না বুঝিয়ে বরং এর অর্থ করেছেন কেবল নত হওয়া। কারও মতে এ সিজদা ইউসুফকে লক্ষ্য করে ছিল না, বরং তাঁর সম্মান ও মর্যাদা দেখে তারা আল্লাহ্র সামনে শোকরানা সিজদা করেছিলেন। এ হিসাবে وخروا له -এর ' ل ' অব্যয়টি কারণ-নির্দেশক। অর্থাৎ ইউসুফের উন্নতি ও ক্ষমতার কারণে তারা আল্লাহ্র সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সম্মান প্রদর্শন ও ইবাদত দু'টি আলাদা জিনিস। গায়রুল্লাহ্ বা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে সম্মান করা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু গায়রুল্লাহ্র ইবাদত স্পষ্টতই শির্ক, যার অনুমতি এক মুহূর্তের জন্যও কখনও হয়নি এবং হতেও পারে না। 'ইবাদতমূলক সিজ্দা অর্থাৎ গায়রুল্লাহ্কে কোন রকম মংগল-অমংগলের মালিক মনে করে সিজদা করা প্রকাশ্য শির্ক। কখনও কোন আসমানী ধর্মে এর অনুমতি দেওয়া হয়নি। হাঁ সম্মানার্থ সিজদা অর্থাৎ উপরিউক্ত বিশ্বাস ব্যতিরেকে নিছক সম্মান প্রদর্শনের জন্য কারোও সামনে মাথা নত করা পূর্বেকার শরী'আতসমূহে বৈধ ছিল। মুহাম্মাদী শরী'আতে এরও মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (র.) তাঁর বিখ্যাত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে শিরকের প্রকারভেদ সম্পর্কে যে সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন, তা পড়ে দেখা উচিত।

১৪৩. অর্থাৎ এতে আমার কোন হাত ছিল না। স্বপ্নের তা'বীর পূর্ণ হওয়ার ছিল। আল্লাহ্ তা পূর্ণ করে দেখিয়েছেন।

১৪৪. তিনি আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজি ও তার সূক্ষ্ম কর্ম-বিধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, তিনি কিভাবে আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেশের রাজ-ক্ষমতায়

(١٠١) رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۫ اَنْتَ وَلِىّٖ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ○

১০১. হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে কিছু রাজত্ব দান করেছ এবং আমাকে শিক্ষা দিয়েছ কতকটা কথার তাৎপর্য-নির্ণয়।[১৪৫] হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! তুমিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার কর্ম-বিধায়ক। তুমি ইসলামের উপর আমার মৃত্যু দান কর[১৪৬] এবং আমাকে পুণ্যবানদের সাথে মিলিত কর।[১৪৭]

অধিষ্ঠিত করেছেন এবং সেই বিবাদ-বিসংবাদের পর, যা শয়তান আমাদের ভাইদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছিল এবং যার পরে পুনর্মিলনের আর কোন আশা ছিল না, আমাদের মিলনের জন্য কীরূপ উপলক্ষ তৈরী করে দিয়েছেন। ইউসুফ (আ.) এ স্থলে নিজের কষ্ট ও বিপদ-আপদের কথা কিছুই বলেননি এবং কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও তোলেননি। বরং ভাইদের কার্যকলাপের প্রতিও এমন ধারায় ইংগিত করেছেন, যাতে কোন পক্ষের প্রতি দোষারোপ না হয়, পাছে তারা শুনে লজ্জিত হয়ে পড়ে। আল্লাহু আকবার! এরূপ অসাধারণ চরিত্র নবী ছাড়া আর কার মাঝে থাকতে পারে?

১৪৫. تاويل الاحاديث -এর ব্যাখ্যা এ সূরারই প্রথম রুকূতে বর্ণিত হয়েছে।

বিপদাপদে মৃত্যু কামনা

১৪৬. হয়ত আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভের আগ্রহে তখনই মৃত্যু কামনা করেছিলেন অথবা এর অর্থ এই যে, যখনই মৃত্যু আসবে, তখন যেন ইসলাম অর্থাৎ পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণের উপর আসে।

হাদীছে আছে, কেউ যেন কোন বিপদ ও কষ্টে অধৈর্য হয়ে মৃত্যু কামনা না করে। প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভের আসক্তি বা অন্য কোন সাধু উদ্দেশ্যে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা যায়, যেমন ফির'আওনের জাদুকরগণ দু'আ করেছিল- رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারীরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও' (৭ ঃ ১২৬)। হযরত মারয়াম (আ.) বলেছিলেন, يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا 'হায়! এর পূর্বে যদি আমি মরে যেতাম ও লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম' (১৯ ঃ ২৩)। হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীছে আছে, واذا اردت بقوم فتنة فاقبضنى اليك غير مفتون 'হে আল্লাহ্!

তুমি যখন কোন সম্প্রদায়কে ফিতনা-ফাসাদের সম্মুখীন করার ইচ্ছা করবে, তখন আমাকে সে ফিতনায় ফেলার আগেই তোমার কাছে তুলে নিও।' মুসনাদে আহ্‌মদে হাদীছ বর্ণিত আছে, يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتن 'মৃত্যুকে সে অপসন্দ করে, অথচ মু'মিনের জন্য ফিতনা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।' ফিৎনা-ফাসাদের ভিড় দেখে হযরত 'আলী (রা.) দু'আ করেছিলেন, اللهم خذنى اليك فقد سئمتهم وسئمونى 'হে আল্লাহ্! আমাকে তোমার কাছে তুলে নাও। আমি তাদের দ্বারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি এবং তারাও আমাকে নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে।'

খুরাসানের আমীরের সংগে ইমাম বুখারী (র.)-এর যখন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন তাঁকে এই দু'আ করতে হয়- اللهم توفنى اليك 'হে আল্লাহ্! আমাকে তোমার কাছে তুলে নাও।'

হাদীছে আছে, দাজ্জালের আবির্ভাবের পর একজন লোক কবরের পাশ দিয়ে যাবে আর ঘনীভূত ফিতনা ও ভূমিকম্প দেখে বলবে ياليتنى مكانك 'হায়! আমি যদি তোমার স্থলে হতাম।'

১৪৭. তাঁর এ বাক্য ঠিক সেই রকমের যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার অন্তিম রোগের সময় বলতেন اللهم فى الرفيق الاعلى 'হে আল্লাহ্! আমি পরম বন্ধু-সান্নিধ্যে যেতে চাই।'

হযরত শাহ্ সাহেব (রা.) লেখেন, ইউসুফ (আ.) পূর্ণাংগ জ্ঞান লাভ করলেন, রাজত্বের অধিকারী হলেন। এবার আগ্রহ জন্মাল বাপ-দাদার অনুরূপ পদমর্যাদা লাভের। যেন الحقنى بالصالحين বলে তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন, আমার স্থান ইসহাক (আ.) ও ইবরাহীম (আ.)-এর স্থানের সাথে মিলিয়ে দিন। হযরত ইয়া'কূব (আ.) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি রাজকার্যে নিয়োজিত থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন। তাফসীরকারকগণ লেখেন, ইয়া'কূব (আ.) ওসীয়ত করেছিলেন যে, আমার লাশ শামে নিয়ে দাফন করো। সুতরাং জানাযা সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন, একদিন আসবে, যখন বনী ইসরাঈলকে মিসর ত্যাগ করতে হবে। তখন যেন তারা আমার লাশও সাথে নিয়ে যায়। সুতরাং হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ছেড়ে চলে আসেন, তখন ইউসুফ (আ.)-এর তাবূত (কফিন)-ও সংগে নিয়ে এসেছিলেন।

(১০২) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا
اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ○

(১০৩) وَمَاۤ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

(১০৪) وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

(১০৫) وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ
عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ○

১০২. এসব অদৃশ্যের সংবাদ, যা আমি তোমার কাছে প্রেরণ করি। যড়যন্ত্রকালে তারা যখন নিজেদের কর্তব্য স্থির করছিল, তখন তুমি তাদের কাছে উপস্থিত ছিলে না।[১৪৮]

১০৩. অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করবার নয়, তো তুমি যতই চাও।[১৪৯]

১০৪. এর বিনিময়ে তুমি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাও না। এ তো আর কিছুই নয়–কেবল সমগ্র বিশ্বের জন্য উপদেশ।[১৫০]

১০৫. আসমান ও যমীনে বহু নিদর্শন রয়েছে, যার উপর দিয়ে তাদের যাতায়াত ঘটে, কিন্তু তারা তার মাঝে পর্যবেক্ষণ করে না।[১৫১]

---

১৪৮. অর্থাৎ ইউসুফের ভাইয়েরা যখন তাকে পিতার কাছ থেকে সরানোর ও তাঁকে কুয়ায় ফেলার ষড়যন্ত্র ও কৌশল করছিল, তখন আপনি তাদের কাছে দাঁড়ানো ছিলেন না যে, তাদের কথা শুনবেন ও অবস্থা প্রত্যক্ষ করবেন। তা হলে আল্লাহ্‌র ওহী ছাড়া আর কে আপনাকে এরূপ বিশুদ্ধ ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত করল? আপনি তো প্রচলিত অর্থে পড়ালেখাও করেন নি। কোন বাহ্য শিক্ষকের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ারও কোন সুযোগ কখনও আসেনি। তথাপি এতসব তথ্য, যার বিস্তারিত বিবরণ বাইবেলেও নেই,আপনাকে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কে জানাবে?

১৪৯. অর্থাৎ আপনার সত্যতা সম্পর্কে এরূপ সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক সেই দলের যারা কোন প্রকারেই ঈমান আনবার নয়।

১৫০. অর্থাৎ তারা মানে না–তা না মানলে আপনার কী ক্ষতি? আপনি তো তাদের কাছে প্রচারকার্যের বিনিময়ে কোন বেতন-ভাতা চাচ্ছেন না যে, তারা তা বন্ধ করে দেবে। কেবল উপদেশ দান ও বুঝানোর ব্যাপার ছিল, তা হয়ে গেছে ও হচ্ছে।

১৫১. অর্থাৎ নাযিলকৃত আয়াত ও নিদর্শনাদি শুনে যেমন আপনার প্রতি ঈমান আনছে না, তদ্রূপ প্রাকৃতিক ও সৃষ্টিগত নিদর্শনাবলী দেখেও আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও একত্বের সবক হাসিল করছে না। আসলে তাদের দেখা ও শোনা একেবারেই

(١٠٦) وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝

(١٠٧) اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

১০৬. বহু লোক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে, কিন্তু সেই সংগে শরীকও করে।[১৫২]
১০৭. তারা কি নির্ভয় হয়ে গেছে এর থেকে যে, তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র আযাবের কোন বিপদ কিংবা তাদের উপর অকস্মাৎ আপতিত হবে কিয়ামত তাদের অজ্ঞাতসারে?[১৫৩]

ভাসা-ভাসা। আল্লাহ্‌র আয়াত ও নিদর্শনাবলীর মাঝে চিন্তা-ভাবনা করলে কিছুটা উপকার পেত। যখন ধ্যানই নেই, তখন ঈমান লাভ করবে কোত্থেকে?

কোন না কোন পর্যায়ে শিরকে লিপ্ত নয় এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম

১৫২. অর্থাৎ মুখে সকলেই বলে আমাদের স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু তথাপি কেউ তো দেব-দেবীকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করছে, যেমন আরব মুশরিকরা তালবিয়ায় বলত لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَا لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَلَكَ تَمْلِكُهُ وماملك 'হাযির আমি, হে আল্লাহ্! আমি হাযির। তোমার কোন শরীক নেই। তবে এক শরীক আছে, যে তোমারই জন্য এবং তুমি তার মালিক আর সে যা-কিছুর মালিক তারও প্রকৃত মালিক তুমি।' আবার কেউ তার জন্য পুত্র-কন্যা স্থির করে। কেউ তাঁকে আত্মা ও মৌলিক পদার্থের মুখাপেক্ষী মনে করে। কেউ যাজক শ্রেণীকে খোদায়ী ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়ে দিয়েছে। অনেকে তাযিয়া পূজা, কবর পূজা, পীর পূজা ইত্যাদির ময়লা-আবর্জনা দ্বারা তাওহীদের অনাবিল নির্ঝরকে ক্লেদাক্ত করছে। রিয়া ও প্রবৃত্তি পূজার আবিলতা হতে কে জানে ক'জন তাওহীদী জনতা পাক-পবিত্র আছে? মোট কথা, ঈমানের মৌখিক দাবীর পর কম লোকই এমন আছে, যারা আকীদা বা আমলের পর্যায়ে প্রকাশ্য কি সূক্ষ্ম শিরকে লিপ্ত হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সর্ব প্রকার শির্ক হতে রক্ষা করুন।

১৫৩. অর্থাৎ তারা এতটা নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় কেন? তবে কি তারা আল্লাহ্‌র শাস্তি ও কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা হতে নিরাপদ থাকার কোন ব্যবস্থা করে নিয়েছে?

(১০৮) قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۖ وَ
سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○
(১০৯) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۖ اَفَلَمْ
يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ
الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১০৮. বল, এই আমার পথ। আল্লাহ্র দিকে ডাকি বুঝে-শুনে—আমি এবং যারা আমার সংগে আছে। আল্লাহ্ পবিত্র এবং আমি শরীক সাব্যস্তকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।[১৫৪]

১০৯. তোমার পূর্বে আমি যাদের প্রেরণ করেছি, তারা সকলে জনপদে বসবাসকারী পুরুষই ছিল, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠাতাম। তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি, তাহলে দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল! মুত্তাকীদের জন্য তো আখিরাতের নিবাসই শ্রেয়। তবু কি তারা বোঝে না?[১৫৫]

নিজ পথ সম্বন্ধে নবীর দৃপ্ত প্রত্যয় ও ঘোষণা

১৫৪. অর্থাৎ এই খাঁটি তাওহীদের পথই আমার পথ। আমি বিশ্ব-মানবতাকে আহ্বান করি যেন সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা ছেড়ে এক আল্লাহ্র অভিমুখী হয় এবং তাঁর তাওহীদ, তাঁর গুণাবলী ও বিধি-বিধান ইত্যাদির বিশুদ্ধ জ্ঞান বিশুদ্ধ পন্থায় অর্জন করে। আমি ও আমার সঙ্গিগণ অকাট্য দলীল-প্রমাণ এবং বিশুদ্ধ উপলব্ধি ও ব্যুৎপত্তির আলোকে এই সত্য সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এক আলো দান করেছেন, যাতে সব সাথীর দেল-দেমাগ সমুজ্জ্বল হয়ে গেছে। কারও অন্ধ অনুকরণ নয়, বিশুদ্ধ তাওহীদের পথচারী প্রতিটি কদমে তার মন-মানসে আল্লাহ্র মারিফত ও অন্তর্দৃষ্টির বিশেষ জ্যোতি ও পরম দাসত্বের স্বাদ উপলব্ধি করে অবচেতন মনে বলে ওঠে— سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ 'আল্লাহ্ পবিত্র। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।'

কোন নারী ও বেদুঈন কখনও নবী হয়নি ঃ
ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ

১৫৫. অর্থাৎ পূর্বেও আমি আসমানী ফেরেশতাদেরকে নবী বানিয়ে পাঠাইনি। পূর্বেকার নবীগণ এই মানব বসতিতে বসবাসকারী পুরুষই ছিলেন। লক্ষ্য করে দেখ, তাদেরকে প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি দুনিয়ায় কী ঘটেছিল। অথচ অনেক সময় কাফিররাও দুনিয়াবী সুখের অধিকারী হয়ে থাকে। আর আখিরাতের সুখ-সাফল্য তো কেবল তাদেরই জন্য, যারা শির্ক ও কুফর হতে বিরত থাকে।

(١١٠) حَتّٰۤى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّىَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

১১০. অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হতে শুরু করল এবং ভাবতে লাগল যে, তাদেরকে মিথ্যা বলা হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছল। এরপর আমি যাকে চাইলাম রক্ষা করলাম। অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি রদ হয় না। [১৫৬]

এতে করে মক্কার কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তারা যেন পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় কোন নারীকে কখনও নবী করা হয়নি। হযরত মারয়াম (আ.)-কেও কুরআন মাজীদে 'সিদ্দীকা'-এর মর্যাদাই দেওয়া হয়েছে। আরও প্রমাণিত হয় যে, কখনও কোন বেদুঈন মরুচারী নবী হিসাবে প্রেরিত হয়নি।

অবকাশ প্রদান ও শাস্তিদানে বিলম্ব

১৫৬. অর্থাৎ শাস্তির বিলম্ব দ্বারা ধোঁকায় পড়ো না। পূর্বেকার লোকদেরকেও দীর্ঘ অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর আঘাত আসতে এতটা বিলম্ব হয়েছিল যার ফলে কাফিররা সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে চরম পর্যায়ে অন্যায় অপকীর্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা দেখে তাদের ঈমান আনয়নের কোন আশাই নবীদের থাকল না। অন্যদিকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদেরকে এতই ঢিল দেওয়া হয়েছিল যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত আযাবের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। মোট কথা, উভয় দিকের অবস্থা ও আলামত নবীদের জন্য ছিল হতাশাব্যঞ্জক। এ দৃশ্য দেখে কাফিররা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, তাদের ধ্বংসের এবং নবীগণকে সাহায্যের যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল তা নির্জলা মিথ্যা। আযাব ইত্যাদির প্রলাপ কেবল ভয় দেখানোর জন্যই বকা হচ্ছিল। অসম্ভব নয় এরূপ নৈরাশ্যজনক ও উদ্বেগাকীর্ণ পরিস্থিতিতে নবীদের মনেও এ রকম ধারণা জেগে থাকবে যে, আযাবের ওয়াদাকে আমরা যেভাবে বুঝেছিলাম তা ঠিক ছিল না। কিংবা ওয়াসওয়াসা এবং অনিচ্ছাজনিত ও অব্যবস্থিত কল্পনার পর্যায়ে তাদের মনে এই খেয়াল জেগে থাকবে যে, আমাদের সাহায্য ও অবিশ্বাসীদের ধ্বংসের যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা কি পূর্ণ করা হবে না? যেমন অন্যত্র আছে- وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ 'এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমন কি রাসূল ও তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারিগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে? (২ : ২১৪)।

(১১১) لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

১১১. বুদ্ধিমানদেরকে অবশ্যই তাদের অবস্থার সাথে নিজ অবস্থাকে তুলনা করে দেখতে হবে।[১৫৭] এটা কোন মনগড়া কথা নয়, বরং এর পূর্বেকার কথারই অনুরূপ এবং সব কিছুর বর্ণনা, হিদায়াত ও তাদের জন্য রহমত যারা ঈমান আনয়ন করে।[১৫৮]

যখন অপরাধীদের ভয়লেশ হীনতা ও নবীদের উৎকণ্ঠা এ পর্যন্ত পৌঁছল, তখন সহসা আসমানী সাহায্য এসে গেল। তখন আল্লাহ্ যাদেরকে চাইলেন (অর্থাৎ অনুগত মু'মিনদেরকে) নিরাপদ রাখলেন এবং অপরাধীদের করলেন মূলোৎপাটিত।

সব নৈরাশ্য ও ওয়াসওয়াসা কুফর নয়

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম রহমত ও অনুগ্রহ হতে নিরাশ হওয়া কুফ্র, কিন্তু বাহ্য অবস্থা ও আসবাব-উপকরণের কারণে নৈরাশ্য কুফর নয়। অর্থাৎ এরূপ বলা যেতে পারে যে, বাহ্য উপকরণ হিসাবে অমুক জিনিসটির ব্যাপারে আমি হতাশ, বাকি আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহের দিক থেকে হতাশ নই। আয়াত حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ -এর মাঝে এই হতাশার কথাই বলা হয়েছে, যা বাহ্য অবস্থা ও আলামতের দিক থেকে হয়ে থাকে। নতুবা নবীগণ আল্লাহ্র রহমত হতে কী করে নিরাশ হতে পারেন?

কুফরের ওয়াসওয়াসা ও অস্থির কল্পনা কুফর নয় এবং তা কোন পর্যায়ে ঈমান বা নিষ্পাপতারও পরিপন্থী নয়। হাদীছে আছে, সাহাবায়ে কিরাম আরয করেছিলেন, হে রাসূল! আমরা আমাদের মনে অনেক সময় এমন সব (অনিচ্ছাজনিত) খেয়ালের উপস্থিতি পাই, যা মুখে আনার চেয়ে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাওয়াই আমরা ভাল মনে করি। তিনি বললেন, সত্যিই কি এমনই হয়? তাঁরা বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, ذاك صريح الايمان - 'এটা তো সুস্পষ্ট ঈমান!'

১৫৭. অর্থাৎ এটা কোন উপাখ্যান ও উপন্যাস নয়। ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ উপদেশ, যা থেকে বিবেকবানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

১৫৮. অর্থাৎ এই কুরআন, যার মাঝে এসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, কোন মনগড়া কথা নয়। বরং পূর্বেকার সব সত্যের তাসদীককারী এবং যাবতীয় জরুরী বিষয়ের

ব্যাখ্যাদাতা। ঈমানদাররাই এর দ্বারা উপকার লাভ করে থাকে। এ হিসাবে এটা তাদের জন্য বিশেষভাবে হিদায়াতের মাধ্যম ও রহমত।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনী জ্ঞান দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন, দিবারাত্র এর তিলাওয়াতের তাওফীক দিন এবং একে আমাদের পক্ষে প্রমাণ বানিয়ে দিন- আমাদের বিপক্ষে নয়।

সূরা রা'দ

৪৩ আয়াত, ৬ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ॥

(১) الٓمّٓرٰ ۚ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ ؕ وَالَّذِىۡۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ مِنۡ رَّبِّكَ الۡحَقُّ وَلٰـكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ۝

(২) اَللّٰهُ الَّذِىۡ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا ثُمَّ اسۡتَوٰى عَلَى الۡعَرۡشِ وَسَخَّرَ الشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجۡرِىۡ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الۡاَمۡرَ يُفَصِّلُ الۡاٰيٰتِ لَعَلَّكُمۡ بِلِقَآءِ رَبِّكُمۡ تُوۡقِنُوۡنَ ۝

১. আলিফ-লাম-মীম-রা। এগুলো কিতাবের আয়াত। তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, কিন্তু বহু লোক স্বীকার করে না।[১]

২. আল্লাহ্ তিনি, যিনি স্তম্ভ ছাড়াই ঊর্ধ্বদেশে আকাশ নির্মাণ করেছেন—তোমরা তা দেখছ।[২] তারপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন[৩] এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়ুক্ত করলেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে।[৪] তিনি কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন। নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ কর।[৫]

---

১. অর্থাৎ এ সূরায় পঠিতব্য সবই মহান কিতাবের আয়াত। প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ এ কিতাব নিঃসন্দেহে সত্য ও সঠিক। কিন্তু আশ্চর্য, বহু লোক এরূপ শুভ্র সমুজ্জ্বল সত্যকেও মানতে অস্বীকার করে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ পৃথিবীর যে বিস্ময়কর, সমুচ্চ ও সুদৃঢ় ছাদ তৈরী করেছেন, তা তোমরা দেখছ। কৌতূহলের কথা হচ্ছে এমন কোন স্তম্ভ বা খুঁটি ইত্যাদি চোখে পড়ছে না, যার উপর এত বড় মঞ্চ দাঁড় করানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার শক্তির অদৃশ্য থামের উপরই এটা ভর করে আছে, ইরশাদ হচ্ছে- وَيُمۡسِكُ السَّمَآءَ اَنۡ تَقَعَ عَلَى الۡاَرۡضِ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ "তিনিই

(٣) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۖ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

৩. এবং তিনিই যমীন বিস্তৃত করেছেন এবং তার উপর ভারী পাহাড় ও নদী স্থাপন করেছেন।[৬] এবং প্রত্যেক প্রকার ফল দু' দু' রকমের করেছেন।[৭] তিনি রাত্রকে দিন দ্বারা ঢেকে দেন। এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[৮]

আকাশকে স্থির রাখেন, যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ব্যতীত' (২২ ঃ ৬৫)। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতবাদ যদি সঠিক হয়, তবে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, মাধ্যাকর্ষণকে স্তম্ভ বলা হয় না। আর বলা হলেও তা দৃশ্যমান নয়। روى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد انهم قالوا لها عمد ولكن لانرى -'হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.), হাসান (র.), কাতাদা (র.) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, তারা বলেন, আকাশের স্তম্ভ আছে, কিন্তু আমরা দেখি না' (ইব্ন কাছীর)।

৩. استواء على العرش (আরশে সমাসীন হওয়া) সম্পর্কে সূরা আ'রাফে অষ্টম পারার শেষ দিকে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

৪. অর্থাৎ সূর্য এক বছরে এবং চন্দ্র এক মাসে নিজ নিজ আবর্তন সমাপ্ত করে। لاجل مسمى -এর অর্থ 'নির্ধারিত কাল' করা হলে ব্যাখ্যা হবে এই যে, চন্দ্র-সূর্য কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে বিচরণ করতে থাকবে।

আখিরাত সত্য হওয়ার যুক্তি

৫. অর্থাৎ যিনি এত বড় বিস্ময়কর মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তোমাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করা মুশকিল কিসের? তাছাড়া একজন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সচেতন ও শক্তিশালী শাসক বিদ্রোহী ও অপরাধীদেরকে সব সময়ের জন্য স্বাধীন ছেড়ে রাখে না। সে কখনও অনুগত ও শান্তিকামী প্রজাদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে কোন প্রকার শৈথিল্য করতে পারে না। কাজেই যে আল্লাহ্ আসমান-যমীনের একচ্ছত্র সিংহাসনাধিপতি, যিনি স্বীয় অপার প্রজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণ বলে অত্যন্ত সুচারুরূপে উর্ধ্ব ও অধঃ জগতের সমস্ত মাখলুকের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃংখলা বিধানকারী, তিনি কি করে অনুগত ও অবাধ্যদেরকে বিনাবিচারে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দিতে পারেন? এমন একটা দিন অবশ্যই চাই, যখন অনুগত বান্দা তার আনুগত্যের পুরস্কার লাভ করবে এবং অপরাধী ভোগ করবে তার অপরাধের শাস্তি। অতএব, ইহজগতে আমরা যখন বাধ্য-অবাধ্যের মাঝে এরূপ কোন সুস্পষ্ট মীমাংসা-নিষ্পত্তি দেখতে পাচ্ছি না, তখন নিশ্চিত মানতে হবে যে, এ জীবনের পর অপর কোন জীবন অবশ্যই আছে, যখন

(٤) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّ زَرْعٌ وَّنَخِيلٌ صِنْوَانٌ
وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۚ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ
إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৪. পৃথিবীতে আছে পরস্পর সংলগ্ন বিভিন্ন ভূ-খণ্ড। আঙ্গুর বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং খেজুর গাছ, যার কতকের মূল পরস্পর সংলগ্ন এবং কতক অসংলগ্ন। তা একই পানিতে সিঞ্চিত। এবং আমিই তার কতককে কতকের উপর ফলে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সেই সব লোকের জন্য, যারা চিন্তা করে।[৯]

সকলকে আসমানী আদালতে দাঁড়িয়ে জীবনভরের কাজকর্মের ফলাফল আস্বাদন করতে হবে।

৬. অর্থাৎ পাহাড়, যা একই স্থানে স্থিত এবং নদীনালা, যা সদা প্রবহমান।

৭. অর্থাৎ ছোট-বড়, টক-মিষ্টি, সাদা-কালো ও গরম-ঠাণ্ডা। নতুন গবেষণা অনুযায়ী সবগুলোর মধ্যে নর-মাদীও রয়েছে।

৮. এর অর্থ সূরা আ'রাফে অষ্টম পারার শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টিমালার মাঝে চিন্তা করে আল্লাহ্‌র কুদরত ও পুনরুত্থান বিষয়ে উপলব্ধি

৯. উঁচু আকাশের বিপরীতে নিচু পৃথিবীর উল্লেখ করা হয়েছে। আকাশের সংগে চন্দ্র-সূর্যের কথা বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেকটির আলাদা গতি ও পৃথক কাজ রয়েছে। একটির তপ্ত ও তীব্র রশ্মি যে কাজ করে, অন্যটির স্নিগ্ধ ও মৃদু জোছনার দ্বারা তা সম্ভব হয় না। অনুরূপ এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট নানা রকম জিনিসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কোথাও পাহাড় দাঁড়িয়ে, কোথাও নদী বহমান। যে সব ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়, তাতেও আকার-আকৃতি, বর্ণ-আস্বাদ, ছোট-বড়, এমন কি নর-মাদীর পার্থক্য বিদ্যমান। কখনও দিনের আলোয় পৃথিবী ভরে যায়। কখনও সে মুখের উপর রাতের কালো নেকাব ফেলে দেয়। এর উপর আজব ব্যাপার হচ্ছে যে, পাশাপাশি কতগুলো ভূ-খণ্ড, যাতে একই পানির সেচ দেওয়া হয়, সবগুলোতে সূর্যের একই আলো পৌঁছে, একই বায়ু বয়। তা সত্ত্বেও তাতে এত বিচিত্র রকমের ফুল-ফল উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন ফসলে এত বেশী তারতম্য ঘটে যে, দর্শক তা লক্ষ্য করে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। যারা চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এসব নিদর্শন দেখে উপলব্ধি করতে পারে যে, একই রহমতের বারি সিঞ্চন বা একই হিদায়াত-সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত মানুষের বৈষয়িক ও আত্মিক অবস্থার মধ্যেও পার্থক্য ঘটা অসম্ভব কিছু নয়। তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে, কোন্ অসীম শক্তির কুদরতী হাত আসমান হতে যমীন

(৫) وَاِنۡ تَعۡجَبۡ فَعَجَبٌ قَوۡلُهُمۡ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِیۡ خَلۡقٍ جَدِیۡدٍ ؕ۬ اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ ۚ وَاُولٰٓئِکَ الۡاَغۡلٰلُ فِیۡۤ اَعۡنَاقِهِمۡ ۚ وَاُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ ○

(৬) وَیَسۡتَعۡجِلُوۡنَکَ بِالسَّیِّئَةِ قَبۡلَ الۡحَسَنَةِ وَقَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِهِمُ الۡمَثُلٰتُ ؕ وَاِنَّ رَبَّکَ لَذُوۡ مَغۡفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلۡمِهِمۡ ۚ وَاِنَّ رَبَّکَ لَشَدِیۡدُ الۡعِقَابِ ○

৫. তুমি যদি আজব কথা চাও, তবে তাদের এই কথা আজব বটে যে, আমরা কি মাটি হয়ে যাওয়ার পর আবার নতুনভাবে সৃষ্ট হব?[১০] এরাই তারা, যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে। এবং এদেরই গলদেশে থাকবে শৃংখল। এবং এরা জাহান্নামবাসী, যেখানে তারা হামেশা থাকবে।[১১]

৬. তারা মংগলের আগে তোমার কাছে শীঘ্র অমংগল চায়,[১২] অথচ তাদের আগে বহু শাস্তি গত হয়েছে। তোমার প্রতিপালক মানুষকে তাদের অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমাও করে দেন আর তোমার প্রতিপালকের শাস্তিও সুকঠিন।[১৩]

পর্যন্ত সমস্ত মাখলুকের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকে মুঠোয় পুরে রেখেছে, যা প্রতিটি জিনিসের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী তার কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষিত সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এরূপ অসীম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র পক্ষে আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনর্বার জীবিত করা এবং ইহজগতের মিশ্র পদার্থসমূহে রাসায়নিক বিভাজন করে সকল কল্যাণ ও অকল্যাণকে তার যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেওয়া কি অসম্ভব?

১০. অর্থাৎ এর চেয়ে অবাক কাণ্ড আর কী হতে পারে যে, যিনি প্রথম বার একটি জিনিস বানাতে পারলেন, তিনি তা দ্বিতীয় বার বানাতে সক্ষম নন? (নাঊযুবিল্লাহ্)

১১. যেন এসব লোক মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতাকেই অস্বীকার করছে। এরূপ বিদ্রোহীদের পরিণাম এটাই হওয়া অনিবার্য যে, তাদের গলদেশে শিকল, হাতে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ী লাগিয়ে স্থায়ী কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে, যা প্রকৃতপক্ষে এরূপ অপরাধীদের জন্যই নির্মিত।

১২. অর্থাৎ তারা সত্য গ্রহণ করে না, যা দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারত। বরং তারা কুফর অবলম্বন করছে ও বলছে, শাস্তি উপস্থিত কর।

১৩. অর্থাৎ পূর্বে বহু জাতির উপর আযাব এসেছিল। তোমাদের উপর তা আপতিত করা মুশকিল হবে কেন? আসল কথা হচ্ছে তোমার প্রতিপালক স্বীয় মহানুভবতা ও ক্ষমাপরায়ণতার কারণে ছোট-বড় সব অপরাধের তাৎক্ষণিক শাস্তি

(৭) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ ؕ إِنَّمَا أَنْتَ
مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

(৮) اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثٰى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ
شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝

৭. কাফিররা বলে, তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন?[১৪] তোমার কাজ তো ভীতি প্রদর্শন করা। আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই পথ-প্রদর্শক ছিল।[১৫]

৮. প্রত্যেক স্ত্রী যা গর্ভে ধারণ করে[১৬] এবং পেটের যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তা আল্লাহ্ জানেন এবং তার কাছে সব জিনিসেরই পরিমাণ আছে।[১৭]

প্রদান করেন না। তিনি মানুষের অন্যায়-অপরাধ দেখে যান ও ক্ষমা করতে থাকেন। অবশেষে অন্যায়-অনাচার যখন সব মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন আর তাঁর ধ্বংসাত্মক আযাব হতে বাঁচার কোন উপায় থাকে না।

১৪. অর্থাৎ আমরা যে নিদর্শন চাই, তা কেন অবতীর্ণ হল না? যা দেখে আমরা ঈমান আনতে বাধ্য হয়ে যেতাম।

১৫. অর্থাৎ নিদর্শনাবলী উপস্থিত করা আপনার ক্ষমতায় নয়। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্র কাজ। তিনিই নবীর প্রত্যয়নার্থে যখন যে নিদর্শন দেখানো সমীচীন মনে করেন দেখান। আপনার দায়িত্ব শুধু কল্যাণের কথা শুনিয়ে দেওয়া ও পাপ কাজের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা। পূর্বেও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে পথ-প্রদর্শক ও সতর্ককারী এসেছিলেন। তাঁদের কেউ এ দাবী করেননি যে, বিরুদ্ধবাদীরা যে নিদর্শন দাবী করে, তা তাদেরকে অবশ্যই দেখিয়ে দেবেন। হাঁ, তাঁদের কাজ ছিল আল্লাহ্র পথ দেখানো। আপনারও সেই কাজ। তবে তাঁরা বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পথ-প্রদর্শক ছিলেন আর আপনি সমগ্র বিশ্বের জন্য।

১৬. অর্থাৎ পুত্র না কন্যা, পূর্ণ সন্তান না অসম্পূর্ণ, সৎ না অসৎ ইত্যাদি অবস্থা।

নিদর্শনাবলী দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্নতা ও ভ্রূণের দৃষ্টান্ত

১৭. অর্থাৎ গর্ভবতীর পেটে সন্তান একটি না বেশী, পূর্ণ বাচ্চা না অসম্পূর্ণ, অল্প দিনে ভূমিষ্ঠ হবে, না দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে, মোটকথা– জরায়ুতে হ্রাস-বৃদ্ধির যাবতীয় রহস্য ও কারণ এবং সময় ও অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত। তিনি স্বীয় সর্বব্যাপী জ্ঞান অনুযায়ী প্রতিটি জিনিসকে সর্বাবস্থায় তার পরিমাণ ও যোগ্যতা

(৯) عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ٥

(১০) سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَ
سَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ٥

(১১) لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ
سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ٥

৯. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা, তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।[১৮]

১০. তোমাদের মধ্যে যে আস্তে কথা বলে ও যে ডাক ছেড়ে বলে এবং যে রাতে আত্মগোপন করে ও যে দিনে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে, সবই সমান।[১৯]

১১. বান্দার সামনে ও পেছনে তার প্রহরী রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।[২০] আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের মনে যা আছে তা পরিবর্তন করে ফেলে। আল্লাহ্ যখন কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অমংগল ইচ্ছা করেন, তখন তা রদ হয় না। তিনি ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।[২১]

অনুসারে স্থাপিত করেন। অনুরূপ তিনি নবীগণের প্রত্যয়নার্থে যে সব নিদর্শন অবতীর্ণ করেন, তাতে বিশেষ পরিমাণ, কল্যাণ ও তাৎপর্য নিহিত থাকে। মানুষের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী যখন যে পরিমাণ নিদর্শনাবলী প্রকাশ করা সমীচীন ছিল তাতে কোন কমতি করা হয়নি। কিন্তু তা কবূল করা ও তা থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা ঠিক সেই রকমেরই, যেমন গর্ভবতীর জরায়ু হতে জন্মগ্রহণকারীদের অবস্থা যোগ্যতা ও লালন-পালনের ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

১৮. এখানে আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সীমাহীনতা ও সর্বব্যাপকতা তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়ার প্রকাশ্য-গোপন কোন জিনিসই তাঁর অগোচরে নয় এবং নিখিল বিশ্বের সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ব্যাপকতা

১৯. আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সর্বব্যাপকতা তুলে ধরার পর প্রসঙ্গক্রমে বিশেষভাবে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, আমার জ্ঞান তোমাদের প্রতিটি কথা ও কর্মকে বেষ্টন করে আছে। তোমরা মনে যে কথা গোপন রাখ কিংবা আস্তে বল এবং যে কথা তোমরা প্রকাশ্যে ডেকে বল, অনুরূপ রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে তোমরা যে কাজ কর

(١٢) هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ○

১২. তিনিই ভয় ও ভরসা সঞ্চার করার জন্য তোমাদেরকে বিজলী দেখান এবং তিনি উত্তোলন করেন ভারী মেঘ।[২২]

ও যা দিনের আলোতে সকলের সামনে আন্জাম দাও– আল্লাহ্র জ্ঞানে উভয়ের অবস্থা সমান। কোন কোন মুফাসসির আয়াতটিকে তিন প্রকার মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অর্থাৎ من اسر لقول (যে কথা গোপন করে, من جهربه (যে কথা প্রকাশ্যে বলে), من هومستخف بالليل وسارب بالنهار (যে রাতের অন্ধকারে নিজ কাজ গোপন করে, যেমন রাতে চুরি করা এবং যে দিনে প্রকাশ করে, যেমন দিনে সালাত আদায় করা) আল্লাহ্ তা'আলা এদের সকলকেই সমানভাবে জানেন।

প্রতিটি মানুষের সংগে ফেরেশতা নিযুক্ত আছে।

২০. অর্থাৎ প্রতিটি বান্দার সংগে আল্লাহ্র ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। কতক ফেরেশতা তার পূর্বাপর যাবতীয় কর্ম লিপিবদ্ধ করে। কতক আল্লাহ্র আদেশ অনুসারে সেই সব বিপদ-আপদ হতে তাকে রক্ষা করার মাধ্যম হয়, যা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রক্ষা করতে চান। এ জগতে আল্লাহ্ তা'আলার যেমন এ নীতি কার্যকর যে, তিনি যে জিনিস সৃষ্টি করতে চান তার বাহ্য আসরাব-উপকরণেরও ব্যবস্থা করে দেন, তেমনি তিনি কিছু অভ্যন্তরীণ উপকরণ-উপলক্ষও সৃষ্টি করেছেন, যা আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা কার্যকর হয় তাদেরই মাধ্যমে।

জাতীয় বিপর্যয় কখন আসে?

২১. আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও অনুকম্পায়–যা হামেশাই বান্দাদের প্রতি বর্ষিত হয়–কোন জাতিকে ততক্ষণ পর্যন্ত বঞ্চিত করেন না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র সংগে নিজেদের নীতি-নিয়ম পরিবর্তন করে ফেলে। তারা যখন এ পরিবর্তন ঘটায়, তখনই বিপদ-আপদ আসে। তখন আর তা কেউ টলাতে পারে না এবং কারও কোন সাহায্য তখন কাজে আসে না।

এ আয়াতে জাতীয় উত্থান-পতনের কারণ বর্ণিত হয়েছে–ব্যক্তি ও এককের উত্থান-পতনের নয়। জাতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ণয়ে সংখ্যাধিক্য ও প্রবলের দিক বিচার করা হয়।

রহমতের আশা ও গযবের ভয় এবং তার দৃষ্টান্ত

২২. প্রথম বান্দার রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। তারপর পাপকর্মের কারণে যে বিপদ-আপদ আসে তার কথা বলা হয়েছে। বুঝা গেল আল্লাহ্র সত্তা অনুগ্রহবর্ষণ ও শাস্তিদান উভয় গুণে ভূষিত। এরই প্রসঙ্গে এখানে কুদরতের এমন কিছু নিদর্শনের

(١٣) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَا
عِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ٥

১৩. বজ্র ও ফেরেশতাগণ তাঁর ভয়ে তাঁর প্রশংসা পাঠ করে[২৩] এবং তিনি বজ্র প্রেরণ করেন, তারপর যার উপর ইচ্ছা তা নিক্ষেপ করেন। তথাপি এ সব লোক আল্লাহ্‌র কথা নিয়ে বিতণ্ডা করে–অথচ তাঁর পাকড়াও বা মুহূর্ত প্রচণ্ড।[২৪]

প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যার মাঝে একই সময়ে ভয় ও ভরসা এই পরস্পর বিরোধী দুই অবস্থা সঞ্চার করার ক্ষমতা বিদ্যমান। অর্থাৎ যখন বিদ্যুত চমকায়, তখন মনে আশা জাগে বৃষ্টি হবে, কিন্তু সেই সাথে ভয়ও লাগে না জানি মাথায় পড়ে জীবন সাংগ হয়ে যায়। পানি ভরতি ঘনঘটা যখন ছেয়ে গেলে রহ্‌মতের বারিধারা বর্ষণ হবে ভেবে খুশী লাগে, আবার চিন্তাও থাকে পানির প্লাবন না দেখা দেয়। এমনিভাবেই মানুষের উচিত আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের আশাবাদী থাকা, আবার তাঁর গযব ও শাস্তি হতেও নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক না হওয়া।

মেঘের তাসবীহ্‌পাঠ এবং বিজলী ও বজ্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি

২৩. অর্থাৎ নিনাদকারী মেঘ বা ফেরেশতা অবস্থার ভাষায় বা মুখের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহ্ পাঠ করে, তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ 'এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না' (১৭ ঃ ৪৪)। এবং সমস্ত ফেরেশতা তাঁর ভয় ও ত্রাসে তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা এবং তাসবীহ্ পাঠে রত থাকে।

رعد ও برق সম্পর্কে আধুনিক মত এই যে, মেঘের ভেতর রয়েছে ধনাত্মক বৈদ্যুতিক শক্তি এবং মাটিতে ঋণাত্মক শক্তি। কোন মেঘখণ্ড যখন মাটির বেশী কাছে এসে যায়, তখন অনেক সময় মাটির ঋণাত্মক বিদ্যুত তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কখনও সে মেঘখন্ডের উপর ধনাত্মক বিদ্যুত সম্পন্ন মেঘ এসে পড়ে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, পরস্পর বিরোধী বিদ্যুতসম্পন্ন দুই বস্তু যখন পাশাপাশি অবস্থান করে, তখন তাদের প্রত্যেকটি নিজের মাঝে অন্যটির বিদ্যুত আকর্ষণ করে, যাতে উভয়টির বিদ্যুত এক হয়ে যেতে পারে। এ হিসাবে উপর,-নীচে অবস্থানকারী মেঘখণ্ডদ্বয় যখন একে অপরের বৈদুতিক শক্তিকে আকর্ষণ করে তখন উভয়ের সংযোগে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়, যার ফলশ্রুতিতে উভয় মেঘখণ্ডের ঘনত্ব অনুযায়ী এক অগ্নিশিখার বিচ্ছুরণ ঘটে। একেই صاعقه (বজ্র) বলা হয় এবং এরই চমক ও আলোকচ্ছটাকে برق (বিজলী) বলা হয় আর বায়ুতে তার সঞ্চারণ করার দ্বারা যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তার নাম رعد (বজ্রধ্বনি)।

বিদ্যুতের এই অগ্নিস্ফুলিংগ অনেক সময় মেঘ ও বায়ু বিদীর্ণ করে নিম্নে পতিত হয়, যার অত্যাশ্চর্য ও বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড ও ফলাফল অনেকেরই চোখে পড়েছে। তা যে শুধু ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত, পাহাড় বিদীর্ণ ও জীব-জন্তু ধ্বংস করে তাই নয়, অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে, তা অত্যন্ত সতর্কতার সংগে একজনের দেহ থেকে কাপড় খুলে নিয়ে কোন গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছে, কিন্তু লোকটির দেহে আঁচড় মাত্র লাগেনি (ফরীদ ওয়াজদী, দাইরাতুল-মা'আরিফ)। এ থেকে মনে হয় যেন বিজলীর এই অগ্নিস্ফুলিংগের মাঝে অনুভূতিসম্পন্ন ও ইচ্ছাধারী কোন শক্তি অদৃশ্যভাবে সক্রিয় রয়েছে। উপরে বর্ণিত মতবাদ অস্বীকার করার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। কেননা, এরূপ বর্ণনাকারী নিজেরই স্বীকার করে যে, রূহ বা আত্মার ন্যায় বৈদ্যুতিক শক্তির প্রকৃত অবস্থা আজও রহস্যাবৃত।

আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম ও অন্যান্য অন্তরালোকসম্পন্ন মহান ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য হচ্ছে যে, সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় বাহ্য কারণ-উপকরণের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ কারণ-উপকরণের এক চমৎকার ধারা সক্রিয় রয়েছে। এখানে আমরা যা কিছু দেখি, তা কেবল আকার-আকৃতি। কিন্তু এ আকৃতির মাঝে যে অদৃশ্য রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে সাধারণ মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না। কেবল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই তা দেখতে পায়। বাকি যে সব থিওরী বর্ণনা করা হচ্ছে (যেমন এই বৈদ্যুতিক শক্তির ধনাত্মক হওয়া ইত্যাদি) কিছুসংখ্যক প্রকৃতি বিজ্ঞানী ছাড়া কেউবা তা সরাসরি জানতে পারে? অন্ততপক্ষে এতটুকু বিশ্বাসই যদি আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রত্যক্ষ দর্শন ও অভিজ্ঞতার প্রতি স্থাপন করা হয়, তবে বহু বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। হাদীছ দ্বারা জানা যায় যে, অন্যান্য প্রাকৃতিক জিনিসের মত মেঘ ও বৃষ্টির ব্যবস্থাপনায়ও ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত আছে, যারা মেঘমালাকে যথাস্থানে পৌঁছানোর ও তাকে প্রয়োজন ও উপযোগিতা অনুযায়ী কাজে লাগানোর ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। উপরিউক্ত থিওরী অনুযায়ী মেঘ ও মাটি ইত্যাদির বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবস্থাপক যদি কোন অদৃশ্য ফেরেশতা হয় তবে তা অস্বীকার করার কী কারণ থাকতে পারে? যাকে বৈদ্যুতিক স্ফুলিংগ বলা হচ্ছে, তা যেহেতু ফেরেশতাদের বিশেষ কর্ম প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়, সেহেতু ওয়াহীর ভাষায় তাকে مخاريق من نار (ফেরেশতাদের অগ্নি-চাবুক) বলা হলে তাতে কী এমন কিয়ামত ঘটে যায়? তার প্রচণ্ডতা ও তীব্র প্রজ্বলনে যে গর্জন ও নিনাদ সৃষ্টি হয়, বাস্তবিক অবস্থা হিসাবে তাকে ফেরেশতার গর্জন বলা হলে সেটা ঢের সংগত শব্দ প্রয়োগ।

মোটকথা, বিজ্ঞান যে জিনিসের কেবল বাহ্যরূপ অনুধাবন করেছে, ওহী তার স্বরূপ ও প্রকৃত রহস্যও জানিয়ে দিয়েছে। অনর্থক উভয়ের একটিকে অপরটির প্রতিপক্ষ বানিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কী প্রয়োজন? আল্লামা আলূসী (র.) সূরা বাকারার শুরু দিকে এ সম্পর্কে অত্যন্ত যুক্তিসংগত আলোচনা করেছেন। সেখানে দ্রষ্টব্য।

(١٤) لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝

১৪. তাঁরই ডাক সত্য। তারা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ডাকে তারা তাদের কিছুই কাজে আসে না-তবে সেই ব্যক্তির মত, যে পানির দিকে তাত বাড়ায়, যাতে তা তার মুখে পৌছে, কিন্তু তা কখনই তার মুখে পৌঁছবার নয়। কাফিরদের সব ডাকই বিভ্রান্তি।[২৫]

আল্লাহ্ ও রাসূলের সংগে ধৃষ্টতার পরিণাম

২৪. হয়ত তিনি এ বিতণ্ডাকারীদের উপর আযাবের বজ্রপাত করবেন। হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরবের এক দাম্ভিক মোড়লকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। কাসেদ তাকে বলল, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আপনাকে ডাকছেন। সে বলল, রাসূলুল্লাহ্ আবার কে? আল্লাহ্ই বা কী জিনিস? সোনার না রূপার, না কি তামার তৈরী? (নাউযুবিল্লাহ)। তিনবার এই একই কথা বলল। তৃতীয় বার যখন সে এই ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করছিল, তখন সহসা মেঘ দেখা দিল এবং তা থেকে বজ্রপাত হয়ে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিল।

কোন রিওয়ায়াতে আছে, 'আমির ইব্‌ন তুফায়ল ও আরবাদ ইব্‌ন রাবী'আ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল, আমরা এই শর্তে ইসলাম গ্রহণ করতে পারি যে, আপনার পর খিলাফত আমরা লাভ করব। তিনি অস্বীকার করলেন। তারা এই বলে গাত্রোত্থান করল যে, আপনার বিরুদ্ধে আমরা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দিয়ে মদীনার উপত্যকা ভরে ফেলব। তিনি জওয়াব দিলেন, আল্লাহ্ তা প্রতিহত করবেন এবং মদীনার আনসারগণ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। ফিরতি পথে আরবাদের উপর বজ্রপাত হয় এবং আমির প্লেগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

বজ্রধ্বনি শুনে এই দু'আ পড়া উচিত-

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ ـ

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ডাকার দৃষ্টান্ত

২৫. অর্থাৎ ডাকা তো তাঁকেই উচিত যিনি সর্ব প্রকার মংগল-অমংগলের মালিক। অক্ষম, অপারগকে ডাকলে কী লাভ? আল্লাহ্ ছাড়া আর কে আছে, নিজের বা অপরের ইষ্ট-অনিষ্ট যার হাতে? নিজ সাহায্যার্থে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ডাকার দৃষ্টান্ত তো ঠিক এই রকম, যেন কোন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি কুয়ার তীরে দাঁড়িয়ে পানির দিকে হাত বাড়িয়ে

(١٥) وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ
وَالْاٰصَالِ ۝

(١٦) قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلِ اللّٰهُ ۭ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ
اَوْلِيَاۗءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۭ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ڏ
اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ڬ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۗءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ
الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۭ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

১৫. যা কিছু আসমান ও যমীনে আছে, তা আল্লাহ্‌কে সিজদা করে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল-সন্ধ্যায়।[২৬]

১৬. জিজ্ঞেস কর, আসমান ও যমীনের প্রতিপালক কে? বল, আল্লাহ্! বল, তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন অভিভাবক গ্রহণ করেছ, যা তাদের নিজেদের ভাল-মন্দের মালিক নয়?[২৭] বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান, না কি সমান অন্ধকার ও আলো?[২৮] তবে তি তারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক স্থির করেছে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত কিছু সৃষ্টি করেছে, ফলে সৃষ্টি তাদের দৃষ্টিতে সংশয়পূর্ণ হয়ে গেছে? বল, আল্লাহ্‌ই সব জিনিসের স্রষ্টা এবং তিনি এক, পরাক্রমশালী।[২৯]

দিল এবং তোষামোদ করতে লাগল যে, হে পানি! আমার মুখে এসে যা। বলা বাহুল্য, কিয়ামত পর্যন্ত পানি তার ডাকে সাড়া দেবে না, বরং পানি যদি তার হাতেও থাকে, তবু তা আপনা-আপনি তার মুখে পৌঁছুতে পারে না। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, কাফিররা যাদেরকে ডাকে, তাদের কতক তো শুধুই কল্পনা, কতক জিন্ন ও শয়তান আর কতক এমন জিনিস যার মাঝে বিশেষ গুণ আছে, কিন্তু তারা স্বয়ং সে গুণের মালিক নয়। এমতাবস্থায় এদের ডাকলে কী লাভ হবে? যেমন আগুন, পানি ইত্যাদি। সম্ভবত গ্রহ-নক্ষত্রও এই পর্যায়ের।

ছায়া কর্তৃক আল্লাহ্‌কে সিজদা ও তার ব্যাখ্যা

২৬. হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে, সে স্বেচ্ছায় তার আদেশ শিরোধার্য করে আর যে ঈমান আনেনি, তার উপরও তার অনিচ্ছায় আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকর রয়েছে। ছায়া সকাল-সন্ধ্যা মাটির উপর গড়াগড়ি খায়। এটাই তার সিজদা। অর্থাৎ বস্তু ও তার গুণাগুণ কোন কিছুই আল্লাহ্‌র প্রাকৃতিক আদেশ ও নিয়মের বাইরে যেতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতার সামনে সকলেই আনুগত্য করে ও নতশির হয়। ছায়ার বাড়া-কমা ও ডানে-বাঁয়ে হেলা সব তাঁরই ইচ্ছায় ঘটে। সকাল-সন্ধ্যার কথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, এ দুই সময়ে অন্য সময়ের তুলনায় ছায়ার বিস্তার বেশী হয়ে থাকে।

(١٧) أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا
رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ
كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا
يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝

১৭. তিনি আকাশ হতে বৃষ্টিবর্ষণ করেন। তারপর নদী-নালা নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী প্রবাহিত হল এবং নালা তার উপরিভাগে স্ফীত ফেনা বয়ে আনল। আর তারা অলংকার বা তৈজসপত্র নির্মাণের জন্য যে জিনিস উত্তপ্ত করে, তাতেও অনুরূপ ফেনা আছে। এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্য বর্ণনা করেন। সে ফেনা তো দূর হয়ে যায় শুকিয়ে আর যা মানুষের উপকারে আসে, তা মাটিতে অবশিষ্ট থাকে। এভাবেই আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন।[৩০]

---

২৭. অর্থাৎ রাবূবিয়্যাত ও প্রতিপালকত্বের স্বীকারোক্তি যখন কেবল আল্লাহ্রই জন্য করছ, তখন সাহায্যের জন্য অপর অভিভাবক কী করে স্থির করলে, যে স্বাধীনভাবে ইষ্ট-অনিষ্ট সাধনের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা রাখে না!

তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য

২৮. অর্থাৎ একত্ববাদী ও অংশীবাদীর মধ্যে ঠিক অন্ধ ও চক্ষুষ্মানের পার্থক্যের মত। তাওহীদ ও শিরকের তুলনা আলো ও অন্ধকারের মত মনে করে নাও। যে অন্ধ মুশরিক শিরকের অন্ধকারে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছে, সে কি সেই স্থানে পৌঁছুতে পারে, যেখানে একজন তাওহীদী পৌঁছে থাকে? একজন তাওহীদপন্থী তো সঠিক উপলব্ধি ও ব্যুৎপত্তি এবং ঈমান ও অর্ন্তদৃষ্টির আলোকে মানব-স্বভাবের আলোকোজ্জ্বল পথে বিচরণ করে থাকে। সুতরাং উভয়ে কখনই এক ও অভিন্ন পরিণতিতে পৌঁছুতে পারে না।

২৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেমন মাখলূক সৃষ্টি করেছেন, তেমনি কিছু তোমাদের দেব-দেবীরাও সৃষ্টি করেছে না কি, যা দেখে তাদের তোমরা খোদা বলে ধারণা করছ? তারা তো একটি মাছির পাখা ও মশার ডানাও বানাতে পারে না, বরং সমস্ত জিনিসের মত তারা নিজেরাও সেই একই পরাক্রান্ত স্রষ্টার সৃষ্টি। এমতাবস্থায় এরূপ অক্ষম ও অসহায় সব জিনিসকে খোদায়ীর আসনে সমাসীন করাটা কত বড়ই না বেআদবী ও চরম নির্লজ্জতা!

হক-বাতিলের সংঘাত ও তার দৃষ্টান্ত

৩০. আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হল। সে পানিতে নদী-নালা প্লাবিত হল। প্রতি নালায় তার সংকুলান ও পরিমাণ অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা যতটুকু ইচ্ছা পানি

(١٨) لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ
لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ
الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

১৮. যারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ মান্য করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মংগল।[৩১] আর যারা তার আদেশ মানেনি, তাদের যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সমস্তই থাকত এবং আরও এর সমপরিমাণ থাকত, তারা মুক্তি লাভের বিনিময়ে তা সব দিয়ে দিত।[৩২] তাদের জন্য রয়েছে কঠিন হিসাব এবং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তা অত্যন্ত মন্দ বিশ্রামস্থল।[৩৩]

প্রবাহিত করলেন। ছোটটায় কম ও বড়টায় বেশী। পানি যখন মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হল, তখন মাটি ও ময়লা-আবর্জনা মিলে তা ঘোলা হয়ে গেল। তারপর ময়লা-আবর্জনা ও ফেনা ফুলে পানির উপরে চলে আসল। অনুরূপ অলংকার, তৈজসপত্র, হাতিয়ার ইত্যাদি তৈরী করার জন্য রূপা, তামা, লোহা ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ আগুনে তাপ দিয়ে গলানো হলে তাতেও ফেনা ওঠে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই শুকিয়ে বা বিক্ষিপ্ত হয়ে সে ফেনা চলে যায় এবং যা আসলে কাজে আসে অর্থাৎ পানি ও গলিত ধাতু কেবল তাই মাটিতে বা মানুষের হাতে বাকি থাকে, যাদ্বারা তারা নানাভাবে উপকৃত হয়। হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত এরূপই। আসমানী ওহী যখন সত্য দীন নিয়ে অবতীর্ণ হয়, তখন মানবাত্মা নিজ নিজ যোগ্যতা ও পাত্র অনুযায়ী তা থেকে উপকৃত হয়। এরপর হক ও বাতিল পরস্পর সংঘাতে আসলে ময়লা-আবর্জনা উপরে এসে যায় এবং বাহ্য দৃষ্টিতে বাতিল ফেনার মত সত্যকে নীচে ফেলে দেয়। কিন্তু তার এ উত্থান ক্ষণিকের। পায়ের নীচে তার মাটি নেই। কিছুক্ষণ পর তার সে জোশ-তেজের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ই জানেন তা কোথায় যায়। খাঁটি ও কাজের জিনিস তথা যে সত্য ফেনার নীচে চাপা পড়েছিল, কেবল তাই বাকি থাকে। লক্ষ্য করে দেখুন আল্লাহ্র দেওয়া দৃষ্টান্ত কী অদ্ভুত। কী হৃদয়গ্রাহী ভংগিতে বুঝিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ায় যখন হক ও বাতিলের সংঘাত হয়, তখন কিছুদিনের জন্য বাতিলকে উঁচু, স্ফীত মনে হলেও শেষ পর্যন্ত বাতিলকে বিপর্যস্ত করে হকই বিজয়ী হয় এবং দৃশ্যপটে তাঁরই অস্তিত্ব বাকি থাকে। সুতরাং বাতিলের সাময়িক উত্থান দেখে কোন মু'মিনের বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এমনিভাবে কোন মু'মিনের অন্তরে যখন সত্য সঞ্চারিত হয়, তখন অত্যন্ত জোরেশোরে সংশয়-সন্দেহের তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। তো সেটা কোন চিন্তার বিষয় নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই উত্থান স্তিমিত হয়ে পড়বে এবং প্রকৃত সত্য স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। পূর্বের আয়াতে শিরকের বিপরীতে তাওহীদের উল্লেখ করা হয়েছিল। এ দৃষ্টান্তে সত্য-মিথ্যার বিরোধে কার কী অবস্থা তা বুঝানো হয়েছে। সামনে উভয়ের পরিণতি সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত করে দেওয়া হয়েছে।

(১৯) اَفَمَنۡ یَّعۡلَمُ اَنَّمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ مِنۡ رَّبِّکَ الۡحَقُّ کَمَنۡ هُوَ اَعۡمٰی ؕ
اِنَّمَا یَتَذَکَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ۙ
(২০) الَّذِیۡنَ یُوۡفُوۡنَ بِعَهۡدِ اللّٰهِ وَ لَا یَنۡقُضُوۡنَ الۡمِیۡثَاقَ ۙ

১৯. তবে কি যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা-কিছু নাযিল হয়েছে তা সত্য, সে কি ওই ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে অন্ধ? উপলব্ধি তারাই করতে পারে যাদের বোধশক্তি আছে।[৩৪]
২০. তারা সেইসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং তারা সে প্রতিশ্রুতি ভংগ করে না।[৩৫]

হক ও বাতিলপন্থীর পরিণাম

৩১. অর্থাৎ যারা ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের মংগল। সত্যিকারের আনন্দ, মনের প্রশান্তি ও তৃপ্তি তাদের ছাড়া আর কারুর লাভ হয় না।

৩২. অর্থাৎ এখানে তো যা হোক একভাবে কেটে যাবে, কিন্তু আখিরাতে তারা এতই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে যে, সমগ্র পৃথিবীর ধন-সম্পদ যদি তাদের হাতে থাকে, বরং আরও এই পরিমাণ, তবু আকাংক্ষা করবে এ সমুদয় দিয়েও যদি আমরা এই দুর্ভাবনা হতে রেহাই পেতাম! وَاَنّٰی لَهُمۡ ذٰلِكَ কিন্তু কোথায় পাবে তারা সেই সুযোগ?

৩৩. অর্থাৎ হিসাবে কোন রকম রেয়াত ও ছাড় দেওয়া হবে না। প্রতিটি কথার পূর্ণাঙ্গ কৈফিয়ত নেওয়া হবে।

৩৪. মু'মিন ও কাফির উভয়ের পরিণাম বর্ণনা করার পর জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, এরূপ হওয়াই যুক্তিযুক্ত এবং এটাই বিবেক-বুদ্ধির চাহিদা। কোন বিবেকবান বলতে পারে না যে, যে অন্ধ বিলকুল চোখে দেখতে পায় না, গভীর অন্ধকারে হাতড়িয়ে হোঁচট খেয়ে খেয়ে পথ চলে, সে ওই ব্যক্তির সংগে সমকক্ষতা রক্ষা করতে পারে যার অন্তর্দৃষ্টি উন্মিলিত এবং যে পূর্ণ দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সত্যের আলো দ্বারা উপকৃত হয়ে চলছে?

প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচয়

৩৫. অর্থাৎ বুদ্ধিমান তো তারা, যারা সৃষ্টির সূচনালগ্নে اَلَسْتُ তথা আমি কি তোমাদের রব্ব নই? -এর যে অংগীকার করে এসেছিল, যার সাক্ষ্য মানব-প্রকৃতি স্বয়ং, অনুরূপ যে অংগীকার নবী-রাসূলের বাণীতে নেওয়া হয়েছে, তা সবই পূর্ণ করে, কোনটাই ভংগ করে না। তা ছাড়া, নিজের পক্ষ হতে যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ বা মানুষের সাথে করেছে, যদি তা পাপ কাজের সাথে সম্পর্কিত না হয়, তার অন্যথা করে না।

(২১) وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ۝

(২২) وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

২১. এবং যারা আল্লাহ্ যা মিলিত রাখতে আদেশ করেছেন, তা মিলিত রাখে[৩৬] এবং স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে ও কঠোর হিসাবের আশংকা রাখে।[৩৭]

২২. এবং সেই সমস্ত লোক যারা স্বীয় প্রতিপালকের সন্তুষ্টি বিধানার্থে সবর করেছে,[৩৮] সালাত কায়েম রেখেছে, আমার প্রদত্ত সম্পদ হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করেছে[৩৯] এবং মন্দের মুকাবিলা করে ভালো দ্বারা,[৪০] তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতের নিবাস।

---

৩৬. অর্থাৎ আত্মীয়তা রক্ষা করে বা ঈমানকে আমলের সংগে বা হক্কুল-'ইবাদকে হক্কুল্লাহ্‌র সংগে মিলিত রাখে। অথবা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখে কিংবা নবী-রাসূলগণের মধ্যে এভাবে পার্থক্য সৃষ্টি হতে বিরত থাকে যে, কাউকে মানল আর কাউকে মানল না।

৩৭. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার গৌরব ও মহিমার কল্পনায় ভীত ও কম্পিত থাকে এবং সর্বক্ষণ তাদের চিন্তা থাকে যে, সেখানে যখন অণুপরিমাণ সবকিছুর হিসাব হবে, তখন না জানি কী অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

৩৮. অর্থাৎ বিপদ-আপদ ও পার্থিব দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করেছে। কোন বিপদে ঘাবড়ে গিয়ে আনুগত্যের পথ হতে পা সরায়নি এবং পাপের দিকেও ঝুঁকে পড়েনি। এই ধৈর্য ও স্থৈর্য কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই অবলম্বন করেছে। এ জন্য নয় যে, দুনিয়ার মানুষ তাদেরকে ধৈর্যশীল ও আপোসহীন বলবে কিংবা ধৈর্য ছাড়া কোন উপায় ছিল না, নিরুপায় হয়েই ধৈর্যের পথ অবলম্বন করেছে।

৩৯. গোপন দানকে সম্ভবত এজন্য আগে স্থান দেওয়া হয়েছে যে, গোপন দান-খয়রাতের ফযীলত বেশী। তবে কোথাও শরী'আতের প্রয়োজনেই যদি প্রকাশ্যে দান করতে হয় তো স্বতন্ত্র কথা।

৪০. অর্থাৎ মন্দের জওয়াব দেয় ভালোর দ্বারা। কঠোর ব্যবহারের বিপরীতে নম্র আচরণ করে। কেউ যুলুম করলে ক্ষমা করে দেয় (যদি ক্ষমা দ্বারা সে যুলুমের কাজে আরও স্পর্ধিত হয়ে উঠবে বলে আশংকা না থাকে)। পাপ কার্য পরিহার করে পুণ্য অবলম্বন করে। কখনও কোন খারাপ কাজ হয়ে গেলে তার প্রতিকারার্থে ভাল কাজ তথা তওবা-ইসতিগফার ইত্যাদি করে।

(٢٣) جَنّٰتُ عَدۡنٍ یَّدۡخُلُوۡنَهَا وَمَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَاَزۡوَاجِهِمۡ وَذُرِّیّٰتِهِمۡ وَالۡمَلٰٓئِکَۃُ یَدۡخُلُوۡنَ عَلَیۡهِمۡ مِّنۡ کُلِّ بَابٍ ۞

(٢٤) سَلٰمٌ عَلَیۡکُمۡ بِمَا صَبَرۡتُمۡ فَنِعۡمَ عُقۡبَی الدَّارِ ۞

২৩. স্থায়িত্বের উদ্যান তাতে তারা প্রবেশ করবে[৪১] এবং তাদের বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা পুণ্যবান হয়েছে, তারাও।[৪২] আর ফেরেশতাগণ তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।

২৪. বলবে, তোমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছিলে তার বিনিময়ে তোমাদের প্রতি শান্তি। পরিণামের এই নিবাস কত উত্তম।[৪৩]

---

৪১. অর্থাৎ যাতে তারা হামেশা থাকবে। আখিরাতে ঈমান ও আমল ছাড়া নিছক আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না

৪২. اٰبَاء শব্দটি তাগলীবের[১] নিয়মে ব্যবহৃত। সুতরাং এর মধ্যে মা-দাদীও শামিল।

এ আয়াতে জান্নাতের সুসংবাদের সাথে অতিরিক্ত খোশখবর দেওয়া হয়েছে যে, উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী পুণ্যাত্মাগণ জান্নাতে এই নিআমত ও আনন্দও লাভ করবে যে, তারা তাদের সেইসব পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীগণের সংগে একত্রে বাস করবে, যারা পুণ্যের বদৌলতে জান্নাতের অধিকারী হবে। এমন কি এদের মধ্যে কেউ তার সম মর্যাদার না হলেও আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে তার মর্যাদা উন্নীত করে সেই পুণ্যবানের কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَاتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّیَّتُهُمۡ بِاِیۡمَانٍ اَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّیَّتَهُمۡ 'যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিদের মিলিত করব, (৫২ : ২১)। এ থেকে বুঝা গেল, ঈমান ও সৎকর্ম ব্যতিরেকে কেবল পুণ্যবানদের সংগে আত্মীয়তা যথেষ্ট নয়। হ্যাঁ, ঈমান ও সৎকর্ম বিদ্যমান থাকলে আত্মীয়তা দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধির আশা করা যায়।

জান্নাতে সর্বপ্রথম দরিদ্রদের প্রবেশ এবং জান্নাতবাসীদেরকে ফেরেশতাদের সালাম

৪৩. সহীহ্ হাদীছে জান্নাতের আটটি দরজার উল্লেখ আছে। আয়াতে বলা হচ্ছে যে, উপরিউক্তি পুণ্যবান বান্দাদের মর্যাদা ও সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশতাগণ

---

১. দু'টি বস্তুর মধ্যে একটির জন্য ব্যবহৃত শব্দকে অপরটির জন্য ব্যবহৃত শব্দের উপর প্রাধান্য দিয়ে উভয়ের জন্য উক্ত শব্দের ব্যবহারকে তাগলীব বলে। যেমন চাঁদের জন্য ব্যবহৃত শব্দ القمر -কে সূর্যের জন্য ব্যবহৃত الشمس।-এর উপর প্রাধান্য দিয়ে উভয়কে এক সংগে القمرين। বলা।

(২৫) وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ
بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝

২৫. এবং যারা আল্লাহ্র অংগীকারকে ভংগ করে তা সুদৃঢ় করার পর এবং আল্লাহ্ যে জিনিস অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে ও দেশে অশান্তি বিস্তার করে, এরূপ লোকদের জন্য লা'নত এবং তাদের জন্য নিকৃষ্ট নিবাস।[৪৪]

চারদিক থেকে হাদিয়া-তোহ্ফা নিয়ে হাযির হবে। হাদীছে আছে, জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে সেই সব দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মুহাজির লোক, যারা সংকটকালে ও রণক্ষেত্রে প্রাণ মুঠোয় করে ঝাঁপিয়ে পড়ত, শত্রুর প্রতিরোধে প্রাচীর সম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যেত। যখন যে আদেশ আসত, তা পালনে প্রস্তুত থাকত এবং পার্থিব জীবনের চাহিদা ও মনের আশা-আকাংক্ষা সব মনের মাঝে অতৃপ্ত রেখেই ইহ্জগত থেকে বিদায় নিয়ে যেত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমার সেইসব বান্দা কোথায়, যারা আমার পথে লড়াই করেছিল, আমার জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিল ও জিহাদ করেছিল, তারা (এসো এবং) নিশ্চিন্তে জান্নাতে দাখিল হয়ে যাও। এরপর ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে, আমার এই বান্দাদের কাছে গিয়ে সালাম পেশ কর। তারা আরয করবে, হে আল্লাহ্! আমরা তোমার শ্রেষ্ঠ মাখলুক! তোমার সান্নিধ্যে অবস্থান করি। আমাদেরকে আদেশ করছেন এই পৃথিবীর মানুষের কাছে গিয়ে সালাম করতে? ইরশাদ হবে, এরা আমার সেই বান্দা, যারা তাওহীদের উপর প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, দুনিয়ার সব কামনা-বাসনা মনের মধ্যে অতৃপ্ত রেখে দিয়েই আমার কাছে চলে এসেছে। এ ছাড়াও আমার পথে জিহাদ করেছে এবং এ পথে সব দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে। একথা শুনে ফেরেশতাগণ চারদিক থেকে তাদের কাছে ছুটে আসবে এবং বলবে– سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار

হাদীছে আছে, নবী করীম (সা.) প্রত্যেক বছরের শুরুতে শহীদদের কবরস্তানে উপস্থিত হতেন এবং বলতেন- سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار .

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), 'উমর ফারূক (রা.) এবং উছমান গনী (রা.)-ও এরূপ করতেন।

৪৪. সৌভাগ্যবানদের বিপরীতে এস্থলে দুর্ভাগাদের স্বভাব-চরিত্র ও শেষ পরিণাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের কাজ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করা, যেসব জিনিস অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ ছিল, তা ছিন্ন করে ফেলে, দেশে ফিতনা-ফাসাদের আগুন বিস্তার করে এবং নিজের ও অন্যদের উপর যুল্ম-নির্যাতন করে। এরাই আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হতে বিতাড়িত হবে এবং সর্ব-নিকৃষ্ট স্থানে হবে তাদের ঠাঁই।

(٢٦) اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۝

(٢٧) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ
مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝

২৬. আল্লাহ্ যার ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করেন ও সংকুচিত করেন।[৪৫] আর তারা পার্থিব জীবনে উল্লসিত, অথচ আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবন তুচ্ছ ভোগসামগ্রী ছাড়া কিছু নয়।[৪৬]

২৭. কাফিররা বলে, তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? বল, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তিনি পথ দেখান।[৪৭]

দুনিয়ার সুখ-দুঃখ মানুষের ভাল-মন্দের মাপকাঠি নয়

৪৫. অর্থাৎ দুনিয়ার সুখ-দুঃখ দেখে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পার্থিব ঐশ্বর্য দিয়েছেন, সে যে তাঁর প্রিয় এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বহু মকবূল বান্দা পরীক্ষাস্বরূপ এখানে দুঃখ-কষ্টের জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র রহমত হতে বিতাড়িত ও পাপিষ্ঠ বহু লোককে ঢিল দেওয়া হয়। তারা জীবনের মজা লুটিতে থাকে। এটাই প্রমাণ করে, যে এ জীবনের পর অপর কোন জীবন অবশ্যই আছে, যেখানে প্রত্যেকে তার ভাল-মন্দ কাজের ফলাফল অবশ্যই লাভ করবে। মোদ্দা কথা, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার মাপকাঠি হতে পারে না।

৪৬. অর্থাৎ একেই লক্ষ্যবস্তু মনে করে অহংকার-অহমিকা দেখায়। অথচ আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবন নিতান্তই তুচ্ছ। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি যদি আংগুল দিয়ে সাগর স্পর্শ করে, তবে আংগুল ভিজে যে পানিটুকু আসে সাগরের পানির সংগে তার কিসের তুলনা? আখিরাতের বিপরীতে দুনিয়া তো এতটুকুও নয়। কাজেই বুদ্ধিমানের উচিত নশ্বরের উপর অবিনশ্বরকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আসলে দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। মূল লক্ষবস্তু নয়। এখানকার জিনিসপত্র এমনভাবে ভোগ কর, যাতে তা আখিরাতের সাফল্য বয়ে আনে, যেমনটি করেছিলেন সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

কাফিরদের প্রার্থিত নিদর্শন না দেখানোর তাৎপর্য

৪৭. তারা অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু তারা এ কথার উপরই গোঁ ধরে রয়েছিল যে, আমরা যে নিদর্শনের কথা বলি, তা দেখাও, যেমন মক্কার পাহাড়গুলোকে তার জায়গা থেকে একটু সরিয়ে ক্ষেত-বাড়ীর জন্য জমি প্রশস্ত করে দাও বা জমি

(٢٨) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝

২৮. তারা সেইসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের হৃদয় আল্লাহ্র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে।[৪৮] শোন, আল্লাহ্র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।[৪৯]

বিদীর্ণ করে ঝর্না ও নদী-নালা উৎসারিত করে দাও কিংবা আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করে আমাদের সংগে কথা বলাও। মোটকথা, এমন কোন নিদর্শন দেখাও, যা আমাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করবে। এরই জওয়াবে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এরূপ নিদর্শন দেখাতে সক্ষম, কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞা ও নীতি-নিয়মের চাহিদা নয় যে, তোমরা যা চাইবে তাই পূরণ করা হবে। নবীদের প্রত্যয়নার্থে যতটুকু প্রয়োজন ছিল তার বেশী নিদর্শন দেখানো হয়েছে এবং দেখানো হচ্ছে। অপরাপর অগুনিত নিদর্শন রেখেই দাও না, এক কুরআনকেই দেখ। নবীর সত্যতার পক্ষে এটা কত বড় এক নিদর্শন। এসব নিদর্শন দেখেও যখন তোমরা সৎপথে আসছ না ও সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছ না, তখন সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, সনাতন নিয়ম অনুযায়ী তোমাদেরকে তোমাদের পসন্দকৃত গুমরাহীতে ছেড়ে দেওয়াই আল্লাহ্র ইচ্ছা। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, তোমরা এতকিছু বড় বড় নিদর্শন দেখে যদি তাঁর অভিমুখী হতে, তবে তিনি স্বীয় রীতি অনুযায়ী তোমাদেরকে আরও সামনে নিয়ে যেতেন এবং প্রকৃত সাফল্যে উপনীত হওয়ার পথ দেখাতেন। তোমরা নিজেরাই যখন এটা চাইলে না, তখন তাঁর অপার প্রজ্ঞারও চাহিদা হ'ল, তোমাদেরকে কোনরূপ বাধ্য না করা। এমতাবস্থায় তোমাদের প্রার্থিত নিদর্শন দেখানোর প্রয়োজন কিসের? বরং না দেখানোতেই তোমাদের কল্যাণ। কারণ, আল্লাহ্র নীতি এই যে, যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করা উদ্দেশ্য হয়, কেবল তখনই তাদের প্রার্থিত নিদর্শন তাদেরকে দেখানো হয়। হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি চাইলে তাদেরকে তাদের প্রার্থিত নিদর্শন দেখিয়ে দেব, কিন্তু তখন যদি ঈমান না আনে, তবে এমন শাস্তি দেব, যেমনটি পূর্বে আর কাউকে কখনও দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে তুমি যদি চাও, তবে তাওবা ও রহমতের দুয়ার সর্বদা খোলা রাখব। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দ্বিতীয় প্রস্তাবই গ্রহণ করলেন। যার ফলশ্রুতিতে এই হঠকারিতামূলক দাবী পেশকারীদের অনেকেই পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

শান্তি ও উদ্বেগহীনতা আল্লাহ্র যিকিরেই নিহিত

৪৮. এখানে যারা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, ঈমানের অমূল্য সম্পদ তাদের অর্জিত হয়। তারা আল্লাহ্র যিক্র ও স্মরণ দ্বারা স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে। সবচেয়ে বড় যিক্র তো কুরআন মাজীদ। ইরশাদ হচ্ছে- اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ 'আমিই যিক্র নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।'

CamScanner

(২৯) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۝

(৩০) كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۠ عَلَيْهِمُ
الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ۝

২৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও উত্তম ঠিকানা।[৫০]

৩০. এভাবেই তোমাকে এক জাতির মাঝে প্রেরণ করেছি, যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, যাতে আমি তোমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ করেছি, তা তাদেরকে শোনাও।[৫১] কিন্তু তারা রহমানকে অস্বীকার করে।[৫২] বল, তিনি আমার প্রতিপালক। তিনি ছাড়া আর কারুর বন্দেগী নেই। তাঁরই প্রতি আমি নির্ভর করেছি এবং আমি তাঁরই দিকে ফিরে আসি।[৫৩]

এই কুরআন পাঠের দ্বারা তাদের অন্তরে প্রত্যয় সৃষ্টি হয় এবং সংশয়-সন্দেহ ও শয়তানী প্ররোচনার অবসান হয়ে সন্তোষ ও স্থিরতা লাভ হয়। একদিকে যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার শান ও মহিমা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে, সেখানে অন্যদিকে তাঁর অনন্ত-অসীম রহমত ও ক্ষমার স্মরণে হৃদয়ে প্রশান্তি ও সুখের হাওয়া বয়ে যায়। মোট কথা, তাদের মন সবদিক হতে ফিরে এসে এক আল্লাহ্র দিকে স্থির হয়ে যায়। আল্লাহ্র যিক্রের রৌশনীতে তাদের হৃদয় থেকে সব ধরনের পার্থিব ভয় ও উদ্বেগ অপসৃত হয়ে যায়।

৪৯. অর্থাৎ সম্পদ, রাজত্ব, উচ্চ পদমর্যাদা কিংবা প্রার্থিত নিদর্শন কোন কিছুই মানুষকে প্রকৃত শান্তি ও পরিতৃপ্তির অধিকারী করতে পারে না। কেবল আল্লাহ্র যিক্র ও স্মরণ দ্বারা তাঁর সংগে যে আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাই এবং শুধু তাই তার মনের সব উদ্বেগ-অশান্তি দূর করতে পারে।

৫০. অনুবাদক (র.) طوبى -এর আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। এর মাঝে জান্নাতের সেই বৃক্ষও এসে গেছে, যাকে সহীহ্ হাদীছে طوبى নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৫১. অর্থাৎ যারা আমার দিকে ফিরে আসে, তাদেরকে যেমন আমি সাফল্যের রাজপথ দেখাই, তেমনিভাবেই আমি তোমাকে এ উম্মতের পদপ্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছি, যাতে আমি যে কিতাব স্বীয় অনুগ্রহে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তা তাদেরকে পড়ে শুনাতে পার। তোমাকে নবীরূপে প্রেরণ করাটা অভিনব কোন ব্যাপার নয়। পূর্বেকার উম্মতসমূহের প্রতিও নবী পাঠানো হয়েছিল। তাদেরকে অস্বীকার-কারীদের যে পরিণতি হয়েছিল, তা এদেরও লক্ষ্য রাখা উচিত।

(৩১) وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ
الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ
لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ
اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِىَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۟

৩১. যদি এমন কোন কুরআন হত, যা দিয়ে পাহাড় গতিশীল হয়ে যেত বা যা দিয়ে জমি বিদীর্ণ হয়ে যেত কিংবা যা দিয়ে মৃত ব্যক্তি কথা বলে উঠত, তবে তাতে কী হত! আসলে সব কাজ তো আল্লাহ্‌র হাতে।[৫৪] তবে কি মু'মিনগণ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়নি যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন?[৫৫] কাফিররা যা করেছে, সেজন্য তাদের উপর আপতিত হবে আঘাত বা তা পতিত হবে তাদের বাড়ীর কাছে– যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এসে পৌঁছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ স্বীয় ওয়াদার খিলাফ করেন না।[৫৬]

'রহমান'-এর প্রতি কাফিরদের অস্বীকৃতি ও তার জওয়াব

৫২. অর্থাৎ রহমান (অসীম দয়ালু) স্বীয় অপার রহমতে কুরআন নাযিল করেছেন। اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ (অসীম দয়ালু আল্লাহ্– তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন) এবং তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন। কিন্তু তারা কোমর বেঁধে নেমেছে অকৃতজ্ঞতা ও নিআমতের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবেই। তারা রহমানের হক স্বীকার করতে অসম্মত। বরং তারা তাঁর নাম (রহমানকে) পর্যন্ত অপসন্দ করে। এজন্যই হৃদয়বিদারক সন্দিপত্রে তারা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লেখা নিয়ে আপত্তি করেছিল।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ 'যখন তাদের বলা হয়, সিজদাবনত হও 'রহমানের' প্রতি, তখন তারা বলে, রহমান আবার কে?' (২৫ : ৬০)।

৫৩. অর্থাৎ তোমরা যে রহমানকে অস্বীকার করছ তিনিই আমার প্রতিপালক এবং তিনিই আল্লাহ্, যার কোন শরীক নেই। ইরশাদ হয়েছে- قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى 'বল, তোমরা আল্লাহ্ নামে ডাক বা রহমান নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাক সকল সুন্দর নামই তো তাঁর' (১৭ : ১১০)। না আমার সূচনা ও সমাপ্তি সব তাঁরই হাতে। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি। না তোমাদের অস্বীকৃতি ও ক্ষতি সাধনের কোন ভয় আমি করি এবং না আল্লাহ্‌র সাহায্য ও কৃপা হতে আমি হতাশ।

হিদায়াতের জন্য নিদর্শনরূপে কুরআনই যথেষ্ট

৫৪. এখানে কুরআন দ্বারা সাধারণভাবে কিতাব (গ্রন্থ) বুঝানো হয়েছে। একটি সহীহ্ হাদীছে 'যাবূর'-কে কুরআন নামে অভিহিত করা হয়েছে। আয়াতে বলা হচ্ছে যে, এমন কোন কিতাব যদি নাযিল করা হত, যা দিয়ে তোমাদের বাঞ্ছিত নিদর্শন পূর্ণ হয়ে যেত, তবে তা এই কুরআন ছাড়া আর কোন কিতাব হতে পারত? এই-ই তো সেই কুরআন, যা রূহানীভাবে পাহাড়ের মত অনড় মানুষকে তাদের অবস্থান থেকে হটিয়ে দিয়েছে। মানুষের মনোভূমি বিদীর্ণ করে সেখানে ঐশ্বী-জ্ঞানের নির্ঝর প্রবহমান করে দিয়েছে। আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার রাজপথ অতিক্রম করতে যেখানে যুগ যুগ কেটে যেত, সেখানে আল-কুরআন তা এক মিনিটের ভেতর অতিক্রম করিয়ে দিচ্ছে। চেতনহারা জাতির মৃত আত্মায় স্থায়ী জীবনের তাজা প্রাণ ফুঁকে দিয়েছে। এরূপ কুরআন দ্বারাও যখন তোমাদের উপশম ও হিদায়াত লাভ হল না, তখন চিন্তা করে দেখ তোমাদের দাবী অনুযায়ী যদি এ কুরআন চাক্ষুষ ও বৈষয়িকভাবেও সেই সব জিনিস দেখিয়ে দিত, যা তোমরা দেখতে চাচ্ছ, তবে যে তোমরা ঈমান আনতে, নতুন বাহানা পেশ ও কুটিল তর্ক-বিতর্ক করতে না তার কী আশা ছিল! তোমরা এমনই যিদী ও উদ্ধত যে, কোন নিদর্শন দেখে তোমরা ঈমান আনবার নও। আসলে হিদায়াত ও গুমরাহী তো আল্লাহ্র হাতে। তিনি যার হিদায়াতের ইচ্ছা করবেন না কিয়ামত পর্যন্ত সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারে না। তিনি তারই হিদায়াত চান, যে আপনিই সত্য গ্রহণে আগ্রহী ও সে লক্ষ্যে পাগলপারা।

আল্লাহ্ হিদায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছেন, হিদায়াত গ্রহণ করা না করা মানুষের ইচ্ছা

৫৫. কোনও কোনও মুসলিম ধারণা করে থাকবে যে, একবার তাদের দাবী পূরণ করে দেখাই যাক না, হয়ত ঈমান আনতেও পারে। তাদেরকে বুঝান হচ্ছে যে, নিশ্চিন্ত থাক। আল্লাহ্ চাইলে কোন নিদর্শন ছাড়াই সমস্ত মানুষকে সৎপথে আনয়ন করতে পারেন। কিন্তু এটা তাঁর হিকমত ও নীতি-বিরুদ্ধ। তিনি মানুষকে সীমিত ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে হিদায়াতের যথেষ্ট উপকরণ-উপলক্ষের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যার ইচ্ছা তা দিয়ে উপকৃত হতে পারে। তাদের প্রার্থিত নিদর্শন দেখানোর কী প্রয়োজন? হিদায়াতের এত কিছু উপকরণ-উপলক্ষ থাকা সত্ত্বেও যদি হঠকারী সম্প্রদায় বিশ্বাস না করে এবং নিজেদের ঈমানকে অহেতুক দাবী-দাওয়ার সংগে ঝুলিয়ে রাখে, তবে মনে রেখ সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক ঈমানদার বানানোর ইচ্ছাও আমার নেই। আখের আমার এ ঘোষণাও তো পূর্ণ হওয়ার রয়েছে- لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 'অবশ্যই আমি জিন্ন ও মানবের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই'।

(৩২) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ○

(৩৩) أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۚ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ○

৩২. তোমার পূর্বে বহু রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আমি কাফিরদেরকে অবকাশ দেই, এরপর তাদেরকে পাকড়াও করি। সুতরাং কেমন ছিল আমার বদলা।[৫৭]

৩৩. তবে কি যিনি প্রত্যেকের মাথার উপর রয়েছেন সে যা করে তার পর্যবেক্ষণে, তিনি কি অন্যদের সমান হতে পারেন? তবু তারা আল্লাহ্‌র জন্য শরীক স্থির করে।[৫৮] বল, তোমরা তাদের পরিচয় দাও।[৫৯] তোমরা কি আল্লাহ্‌কে পৃথিবীর এমন কিছু অবগত করছ, যে সম্বন্ধে তিনি জানেন না?[৬০] না কি এসব কথা উপরে উপরেই বলছ?[৬১] এসব কিছুই নয়; বরং তাদের ছলনা তাদের কাছে শোভন করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত রাখা হয়েছে।[৬২] আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তাকে পথ-প্রদর্শন করবার কেউ নেই।[৬৩]

মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

৫৬. অর্থাৎ মক্কার কাফিররা তাদের প্রার্থিত নিদর্শন দেখলেও ঈমান আনবে না। এরা কেবল এ পথেই ঈমান আনতে পারে যে, তাদের উপর বা তাদের পার্শ্ববর্তী লোকদের উপর উপর্যুপরি বিপদাপদ আসতে থাকবে, যা দেখে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জিহাদে মুসলিমদের হাতে তাদের কিছু লোক নিহত হবে, কিছু বন্দী হবে এবং অপর কিছু আক্রান্ত হবে অন্য রকমের কোন মুসীবতে। তাদের উপর বিপদাপদের এ ধারা চলতেই থাকবে– যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ হয়। অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে জাযীরাতুল আরব শিরকের কলুষ-কালিমা হতে পূত-পবিত্র হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা অটল, তা পূর্ণ হবেই।

কোন কোন তাফসীরকারকের মতে أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ -এর মাঝে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে রাসূল! তুমি তাদের বসতির নিকটে গিয়ে পৌঁছবে, যেমন হুদায়বিয়ার অভিযানে ঘটেছিল। এ হিসাবে قارعة -এর অর্থ হবে সেইসব যুদ্ধাভিযান, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং অংশগ্রহণ করতেন না। কোন কোন

পূর্বসূরী মুফাস্‌সির হতে বর্ণিত আছে যে, আয়াতটি সমস্ত কাফিরের জন্য প্রযোজ্য- মক্কাবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

৫৭. অর্থাৎ শাস্তিপ্রাপ্তিতে দেরী দেখে মনে করো না বেঁচে গেছে। পূর্বেকার অপরাধীদেরকেও প্রথমে ঢিল দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে যখন পাকড়াও করা হল, তখন কী পরিণতি তাদের হয়েছিল দেখে নাও। আজও পর্যন্ত তাদের ধ্বংস কাহিনী মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত।

শির্‌কের অসারতা ও অযৌক্তিকতা

৫৮. অর্থাৎ যে আল্লাহ্ সর্বক্ষণ প্রতিটি মানুষের প্রতিটি কাজের পর্যবেক্ষণ করেন। এক মুহূর্তও কারও ব্যাপারে গাফেল নন। কেউ কোন অন্যায় করলে তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান করতে পারেন। তাঁর হাত থেকে পালিয়ে কোন অপরাধী কি রেহাই পেতে পারে? কিংবা তাঁর সমতুল্য হতে পারে সেইসব মাটি-পাথরের পুতুল, যারা না পারে দেখতে-শুনতে এবং না পারে নিজের বা অন্যের কোন উপকার-অপকার করতে? তাজ্জবের ব্যাপার, এই আল্লাহ্‌র বর্তমানে মানুষ এসব অক্ষম ও তুচ্ছ, এমন কি হাতে গড়া জিনিসের সামনে মাথা নত করে এবং তার হাতে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা অর্পণ করে। এই অবিচারের কোন সীমা-পরিসীমা আছে? সর্বজ্ঞানী ও সর্বগুণের আঁধার আল্লাহ্‌র শরীক হবে তারা, যাদের এমন কি নিজ অস্তিত্বের পর্যন্ত খবর নেই। ভাল করে বুঝে রাখ, আমরা প্রকাশ্যে কি গোপনে যা কিছু করছি সবই আল্লাহ্‌র দৃষ্টির সামনে। মানুষের এই শির্‌কী ধৃষ্টতা সম্পর্কে তিনি বে-খবর নন। আজ হোক কি কাল শাস্তি পেতেই হবে।

৫৯. অর্থাৎ একটু অগ্রসর হয়ে তোমাদের স্থিরীকৃত শরীকদের নাম-পরিচয় পেশ কর তো! আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী শোনার পর লজ্জা-শরমের ভয় যার আছে, সে কি তাঁর বিপরীতে ওই সব পাথরের নাম নিতে পারে? কোন নির্লজ্জ যদি 'লাত', 'উয্‌যা' প্রভৃতির নামোল্লেখ করে, তবে কোন বুদ্ধিমান কি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করতে পারে?

৬০. আল্লাহ্ তো ভূ-বিশ্বে তাঁর কোন শরীক ও অংশীদারের কথা জানেন না। কারণ, থাকলেই না জানবেন। তিনি যা জানেন না তোমরা কি তাই তাঁকে জানাতে চাও? (নাঊযুবিল্লাহ্)

আয়াতে পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, মূর্তি পূজকদের কাছে তাদের বানানো শরীকদের (দেব-দেবীদের) অবস্থান এ পৃথিবীতেই ছিল। আবূ হায়্যান (র.) لايعلم -এর সর্বনাম দ্বারা ' ما ' -কে বুঝিয়েছেন, অর্থাৎ, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে জানাচ্ছ যে, আপনার খোদায়ীর অংশীদার হচ্ছে সেইসব দেব-দেবী, যারা একবিন্দু জ্ঞানেরও অধিকারী নয়?

(৩৪) لَهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝

(৩৫) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ۝

৩৪. তাদের উপর আপতিত হয় শাস্তি পার্থিব জীবনে।[৬৪] আর আখিরাতের শাস্তি তো কঠোরতর। আল্লাহ্ হতে তাদের রক্ষা করবার কেউ নেই।[৬৫]

৩৫. মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা এই যে, তার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তার ফল-ফলাদি স্থায়ী[৬৬] এবং ছায়াও।[৬৭] এটা তাদের কর্মফল, যারা ভয় করে,[৬৮] আর অবিশ্বাসীদের কর্মফল আগুন।[৬৯]

---

৬১. পূর্বে বলা হয়েছিল, শরীকদের পরিচয় দাও। তারপর বলা হয়েছে, বাস্তবে যা নেই তার নাম-পরিচয় কোত্থেকে দেবে? এবার বলা হচ্ছে যে, কোন জিনিসকে আল্লাহ্‌র অংশীদার বলাটা নিছক শব্দ ও ধ্বনি ছাড়া কিছু নয়। এর কোন অর্থ ও বাস্তবতা নেই। কেবল ধারণা, অনুমান ও ভ্রান্ত কল্পনা দ্বারা অর্থহীন কতগুলো শব্দ অর্থবিশিষ্ট হয়ে যায় না।

بظاهر من القول - দ্বারা এদিকেও ইংগিত করা হয়ে থাকবে যে, তারা যেসব শির্কী কথাবার্তা বলে, যদি অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে মনের দিকে লক্ষ্য করে, তবে তাদের মনও তা প্রত্যাখ্যান করবে এবং তাকে অর্থহীন প্রলাপ সাব্যস্ত করবে। তাই বলা উচিত যে, এসব কেবল মুখের কথা, যা মানব-মন ও মানব-স্বভাব উভয়ের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত।

৬২. অর্থাৎ কিছুই নয়। শিরকের পক্ষে তাদের এই প্রস্তুতি এবং তাওহীদের বিরুদ্ধে এতসব পরিশ্রম নিছক কু-প্রবৃত্তির ধোকা ও শয়তানের ছলনা। শয়তান ও কুপ্রবৃত্তিই তাদেরকে সৎপথ হতে ফিরিয়ে রেখেছে।

৬৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ যাকে হিদায়াতের তাওফীক না দেন, কে তাকে সৎপথে আনতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক তাকেই দেন, যে স্বেচ্ছায় তা নিজের জন্য অবরুদ্ধ না করে ফেলে।

৬৪. তা মুজাহিদদের হাতেই হোক কিংবা সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হোক।

৬৫. অর্থাৎ শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না। আর সেখানকার শাস্তি যে কত কঠোর, তা বলাই বাহুল্য।

৬৬. যার কোনও প্রকারের কোন কিছু কখনও নিঃশেষ হবে না। যখন যা কামনা করবে হামেশাই তা লাভ করবে। لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ 'যা শেষ হবে না ও নিষিদ্ধও হবে না' (৫৬ ঃ ৩৩)।

(٣٦) وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ۝

৩৬. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দিত হয়।[৭০] কিন্তু কতক দল এর কিছু অংশ অস্বীকার করে।[৭১] বল, আমাকে এ আদেশই দেওয়া হয়েছে, যেন আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং তাঁর শরীক না করি। আমি তাঁরই দিকে আহবান করি এবং তাঁরই কাছে আমার ঠিকানা।[৭২]

---

৬৭. অর্থাৎ ছায়াও সর্বদা শান্তিদায়ক থাকবে, না কখনও রোদের তাপ দেখা দেবে, না ঠাণ্ডার কষ্ট। لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا 'তারা সেখানে অতিশয় গরম বা অতিশয় শীত বোধ করবে না' (৭৬ ঃ ১৩)।

৬৮. অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় করে শির্‌ক ও কুফর পরিহার করে চলে।

৬৯. হকপন্থী ও বাতিলপন্থী উভয়ের পরিণাম পাশাপাশি তুলে ধরা হল- وبضدها تتبين الاشياء 'সব জিনিসকেই চেনা যায় তার বিপরীত জিনিস দ্বারা।'

ন্যায়নিষ্ঠ ইয়াহূদ-নাসারারাও কুরআনের গুণমুগ্ধ ছিল

৭০. অর্থাৎ যাদেরকে এখন কুরআন দিয়েছি (মুসলমান) এবং যাদেরকে পূর্বে তাওরাত, ইনজীল প্রভৃতি কিতাব দেওয়া হয়েছে (ইয়াহূদ-নাসারা) সকলেই তোমার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়, তা শুনে খুশী হয়। মুসলিমদের খুশীর কারণ তো সুস্পষ্ট যে, তারা এ কিতাবকে দো-জাহানের সাফল্যের চাবিকাঠি মনে করত। বাকি ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে যারা সত্যিকারের জ্ঞানী, ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যপ্রিয় ছিল, তাদের জন্যও এটা খুশীর কারণ ছিল। তারা দেখত যে, কুরআন কী উদারতার সাথে তাদের কিতাবের সমর্থন করছে এবং তাদের নবীগণের প্রশংসা ও মর্যাদা জ্ঞাপনে তা কীরূপ বিগলিত! এমন কি প্রকৃত ধর্ম-যাজক ও রাহিবদের অস্তিত্বও প্রশংসার সাথে স্বীকার করছে। ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا 'তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগী (রাহিব) আছে' (৫ ঃ ৮২)। এরূপ ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যপরায়ণ ইয়াহূদ-নাসারাগণ শেষ পর্যন্ত ইসলামও গ্রহণ করে নেয়।

৭১. অর্থাৎ ইয়াহূদী, খৃস্টান কিংবা আরব নিরক্ষরদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা কুরআনের প্রতি কেবল এ কারণে নাখোশ যে, কুরআনের কিছু বিষয় তারা পসন্দ করে না। আর তা হচ্ছে সেইসব বিষয়, যা তাদের বিকৃত ও পরিবর্তিত ধ্যান-ধারণা এবং তাদের খেয়াল-খুশীর বিপরীতে পেশ করা হয়েছে।

(৩৭) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ۟

৩৭. এভাবেই আমি এই জ্ঞানগর্ভ কিতাব নাযিল করেছি আরবী ভাষায়।[৭৩] তুমি যদি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চল—জ্ঞানপ্রাপ্তির পর, তবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।[৭৪]

নবী কারও খুশী-অখুশীর পরোয়া করেন না

৭২. অর্থাৎ কেউ খুশী হোক আর অখুশী, আমি তো সেই হক ও লা-শরীক আল্লাহ্‌র বন্দেগী করি, যাকে নবী-রাসূল ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করে আসছে। আমি তাঁরই বিধি-বিধান ও সন্তুষ্টির দিকে সমগ্র বিশ্বকে আহ্বান করি। ভাল করে জানি আমার পরিণাম তাঁরই হাতে। তাই আমি তাঁরই অভিমুখী হই। তাঁরই কাছে আমার ঠিকানা। তিনিই শেষ পর্যন্ত আমাকে বিজয়ী ও সফলকাম এবং প্রতিপক্ষকে পরাস্ত ও লাঞ্ছিত করবেন। কাজেই কারও অবিশ্বাস ও বিরোধিতার একবিন্দু পরোয়া আমার নেই।

কুরআন কেন আরবী ভাষায় নাযিল হল

৭৩. অর্থাৎ পূর্বে যেমন অন্যান্য কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, তেমনি এবার অবতীর্ণ করা হল এই কুরআন, যা বিস্ময়কর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও বিধি-বিধানে পরিপূর্ণ এবং যা সত্য-মিথ্যার শেষ ফয়সালাকারী। প্রত্যেক নবীকে যেমন তাঁর সম্প্রদায়ের ভাষায় কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তেমনি আরবী নবী (সা.)-কে দেওয়া হয়েছে আরবী কুরআন। কুরআন হেন অসাধারণ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব এমন এক ভাষাতেই নাযিল হওয়া দরকার ছিল, যা হবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সাহিত্যালংকারপূর্ণ, বলিষ্ঠ, সমৃদ্ধ, পূর্ণাঙ্গ, সুবিন্যস্ত, পরিস্ফুট, সারগর্ভ ও তেজঃপূর্ণ এবং এ কারণে তা সবভাষার মূল ও ভাষার রাজা নামে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য হবে।

৭৪. অর্থাৎ কারও অস্বীকৃতি ও অসন্তুষ্টির বিন্দুমাত্র পরোয়া করো না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে যে মহা জ্ঞান দান করেছেন, তার অনুসরণ করতে থাক। তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর দিকে ঝুঁকে পড় (যদিও তা অসম্ভব), তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে তোমাকে কে বাঁচাতে পারবে? এ সম্বোধন প্রত্যেক সত্যান্বেষীর প্রতি।

(৩৮) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً ، وَمَا
كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ، لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ○
(৩৯) يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ○

৩৮. তোমার পূর্বেও আমি বহু রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন রাসূলের পক্ষে কোন নিদর্শন উপস্থিত করা সম্ভব হয়নি। প্রতিটি অংগীকারই লিপিবদ্ধ আছে।[৭৫]

৩৯. আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁরই নিকট আছে কিতাবের মূল।[৭৬]

আর যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়ে থাকে, তবে তাকে সামনে রেখে অন্যদের বুঝানো উদ্দেশ্য। যেমন পূর্বেও বহু জায়গায় এমনিভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সব নবীর ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র অভিন্ন নিয়ম কার্যকর ছিল

৭৫. অর্থাৎ আরবী নবী (সা.)-কে নতুন কিতাব ও নয়া বিধান দিয়ে পাঠানোটা অদ্ভুত কোন ব্যাপার হয়ে গেল কি যে, এত কূট তর্ক করা হচ্ছে? আগেও তো আমি বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছিলাম। তারা তো কোন আসমানী ফেরেশতা ছিল না। এই মাটির পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষই ছিল। তারা পানাহার করত। নিজ হাতে নিজের কাজ সমাধা করত এবং তাঁদের বিবি-বাচ্চাও ছিল। তাঁদের কারুর এ ক্ষমতা ছিল না যে, মানুষ যে নিদর্শন চাইবে তা অবশ্যই দেখিয়ে দেবে বরং বর্তমান নবীর মতই তারাও প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্‌র অনুমতির অপেক্ষায় থাকত। তারা কেবল সেই নিদর্শনই দেখাতে ও সেই বিধানই শোনাতে পারত, যার অনুমতি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে দেওয়া হত। আর আল্লাহ্‌র সে অনুমতির অবস্থা তো এই যে, তার কাছে প্রত্যেক কাল ও যুগের জন্য তার সংগে সংগতিপূর্ণ পৃথক বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং একটি ওয়াদা স্থিরীকৃত আছে, যা কোন নবী বা ফেরেশতা পাল্টাতে পারে না। প্রত্যেক নবীই যখন তার যুগের উপযোগী বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন এবং নিজ সত্যতার নিদর্শন প্রদর্শনের ক্ষেত্রে জনগণের খেয়াল-খুশীর কাছে দায়বদ্ধ থাকেননি, না মানবিক প্রয়োজন ও সামাজিক সম্বন্ধ হতে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র বলে প্রকাশ করেছেন, এখন সেসব জিনিসই মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাঝে বিদ্যমান থাকায় তা নবূওয়াত অস্বীকৃতির কারণ কি করে হতে পারে?

উম্মুল-কিতাব ও তাকদীর

৭৬. অর্থাৎ স্বীয় হিকমত ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী যে বিধানকে ইচ্ছা রহিত করেন, যে বিধানকে ইচ্ছা বলবৎ রাখেন। যে সম্প্রদায়কে ইচ্ছা তিনি নিশ্চিহ্ন করেন ও যে সম্প্রদায়কে ইচ্ছা তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। আসবাব-উপকরণের মধ্যে যেটির ইচ্ছা কার্যকারিতা পরিবর্তন করে দেন, যেটির ইচ্ছা অপরিবর্তিত রাখেন। শর্তাবলী পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে যে ওয়াদাকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, আর শর্তাবলীর অনুপস্থিতিতে স্বীয় ইচ্ছায় সংশ্লিষ্ট ওয়াদা স্থগিত রাখেন। মোট কথা, সর্বপ্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন, বিলোপ-বহাল তাঁরই হাতে। তাকদীর ও ভাগ্য সংক্রান্ত সব রেজিস্টার তাঁরই মুঠোয়। রেজিস্টার ও বিস্তারিত বিবরণের মূল তথা উম্মুল-কিতাব তাঁরই কাছে। আর তা হচ্ছে সর্বব্যাপী অনাদি জ্ঞান, যা কোন রকম পরিবর্তন-পরিমার্জনা হতে পূত-পবিত্র এবং যা লওহে মাহফূজের উৎস।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, দুনিয়ার সব জিনিসেরই কোন না কোন কারণ থাকে। কোনও কারণ প্রকাশ্য, কোনওটি চোখের আড়াল। কারণসমূহের কার্যকারিতার এক প্রাকৃতিক পরিমাণ আছে। আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা সে কার্যকারিতাকে উক্ত পরিমাণ থেকে কম-বেশী করতে পারেন এবং করেনও। আবার যখন ইচ্ছা তা অপরিবর্তিত রাখেন। অনেক সময় কাঁকরের আঘাতেই মানুষ প্রাণ হারায়। আবার অনেক সময় গুলিবিদ্ধ হয়েও বেঁচে যায়। হ্যাঁ, সব জিনিসের একটি স্বতন্ত্র পরিমাণ আল্লাহ্‌র জ্ঞানে বিদ্যমান, যার কোন পরিবর্তন নেই। পরিমাণেরই অপর নাম তাকদীর। এভাবে দু'রকম তাকদীর রয়েছে। একটি পরিবর্তন হয়, একটি অপরিবর্তনীয়। যে তাকদীরে পরিবর্তন ঘটে, তাকে 'মু'আল্লাক' (শর্তযুক্ত বা পরিবর্তনযোগ্য) তাকদীর বলে এবং অপরিবর্তনীয়টিকে 'মুবরাম' (অটল, অখণ্ডনীয়) তাকদীর বলে। মুবরাম তাকদীরে পরিবর্তন ঘটে বলে যেসব মনীষী বুযুর্গের বিভ্রম ঘটেছে তাদের সম্পর্কে এস্থলে বিস্তারিত লেখার অবকাশ নেই। ইনশাআল্লাহ্ পৃথক তাফসীর গ্রন্থে লেখা হবে– যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দেন। তিনিই তাওফীকদাতা, তাঁরই কাছে সাহায্য চাই।

(٤٠) وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝
(٤١) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا
مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

৪০. আমি তাদের সম্পর্কে যে ওয়াদা করেছি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখাই বা তোমাকে তুলে নেই– তা তোমার কর্তব্য তো প্রচার করা এবং আমার দায়িত্ব হিসাব নেওয়া।[৭৭]

৪১. তারা কি দেখে না আমি যমীনকে তার চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি?[৭৮] আল্লাহ্ আদেশ দান করেন। তাঁর আদেশ পিছিয়ে দেওয়ার মত কেউ নেই।[৭৯] তিনি দ্রুত হিসাব নেন।[৮০]

---

৭৭. তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার কতক আপনার সম্মুখেই পূরণ করব, কি আপনার ওফাতের পর প্রকাশ করব, তা আমার এখতিয়ার। না আপনার উচিত তার প্রকাশ ঘটার ফিকির করা আর না তাদের উচিত বিলম্ব দেখে নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত হওয়া আল্লাহ্র জ্ঞানে সব জিনিসেরই একটি উপযুক্ত সময় আছে। সে সময় আসলে তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে। আপনি নিজ দায়িত্ব (তাবলীগ) আদায় করে যান। অবিশ্বাসীদের হিসাব-নিকাশ আমি নিজেই দেখব।

৭৮. অর্থাৎ মক্কা নগরীর আশেপাশে ইসলাম ক্রমবিস্তার লাভ করছে এবং কুফরের চৌ-সীমানা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বড় বড় গোত্র ও ব্যক্তিবর্গের অন্তরে ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি শিকড় গেড়ে চলেছে। আওস ও খাযরাজের হৃদয় সত্য- ন্যায়ের সম্মুখে বিজিত হয়ে যাচ্ছে। এভাবে আমি পর্যায়ক্রমে কুফরী রাজ্যকে সংকুচিত করে আনছি। এই সব সমুজ্জ্বল নিদর্শন কি অবিশ্বাসীদের সামনে প্রতিভাত করে তুলছে না যে, তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহ্র কী সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে আছে? বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝতে পারে ইসলাম আজ যে গতিতে অগ্রসর হচ্ছে তা আর কোন শক্তি দ্বারা ব্যাহত হওয়ার নয়। কাজেই যা আসবার, তাকে এসে গেছে মনে করলেই সেটা পরিণামদর্শিতার পরিচায়ক হবে।

৭৯. অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক বিধান অটল। যখন সময় আসবে, তখন কার সাধ্য আছে এক মিনিটের জন্যও তা মুলতবি করে পিছিয়ে দেবে?

(٤٢) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ
نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝
(٤٣) وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ۗ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَ
بَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ۝

৪২. তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহ্‌রই হাতে।[৮১] প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন[৮২] এবং কাফিরগণ শীঘ্রই জানবে শুভ পরিণামের নিবাস কাদের হয়।[৮৩]

৪৩, কাফিরগণ বলে, তুমি প্রেরিত হয়ে আসনি। বলে দাও, তোমাদের ও আমার মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট[৮৪] এবং যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে, তারা।[৮৫]

---

৮০. অর্থাৎ হিসাব গ্রহণের সময় আসলে তখন আর দেরী হবে না। বা যে জিনিস অবশ্যই আসবে তাকে দেরী না ভেবে দ্রুতই মনে করো।

৮১. অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা না থাকলে সব ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত নস্যাত হতে বাধ্য বা এর অর্থ আল্লাহ্ তাদের চক্রান্ত ভন্ডুল করেন।

مكر -এ বলা হয় মূলত গোপন কৌশলকে। মন্দ উদ্দেশ্যে হলে তা মন্দ আর মন্দকে প্রতিহত করার জন্য হলে সেটা ভাল। অর্থাৎ তারা লুকিয়ে লুকিয়ে অশুভ চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র গৃহীত কৌশল সব কিছুর উপর বিজয়ী হল। তিনি তাদের চক্রান্তকে তাদেরই বিরুদ্ধে উল্টিয়ে দিলেন। وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ 'কূট ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে' (৩৫ ঃ ৪৩)।

৮২. অর্থাৎ কোনরূপ তৎপরতা ও স্থিরতা এবং গোপন-প্রকাশ্য কোন কাজ যাঁর দৃষ্টির বাইরে থাকতে পারে না তাঁর বিরুদ্ধে কারও ষড়যন্ত্র কী করে সফল হতে পারে? তিনি এসব ষড়যন্ত্রকারীদেরকে তাদের কৃতকর্মের মজা চাখিয়ে ছাড়বেন।

৮৩. অর্থাৎ পূর্ববর্তীরা যেমন তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম ভোগ করেছে, তেমনি আজকের কাফিরদেরকেও তাদের পরিণাম ভোগ করতে হবে।

৮৪. অর্থাৎ তোমাদের অবিশ্বাস-প্রত্যাখ্যানে কিছু আসে যায় না– যেখানে আল্লাহ্ স্বয়ং আমার সত্যতা সম্পর্কে বড় বড় নিদর্শন দেখাচ্ছেন। কুরআন তাঁর বাণী। এ দিকে তা যেমন নিজ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, তেমনি তা আমার সত্য নবী হওয়ারও প্রোজ্জ্বল সাক্ষী। তোমরা যদি চোখ খুলে তাকাও তবে উপলব্ধি করতে

পারবে কঠিন প্রতিকূল অবস্থায় সত্যের এরূপ দৃপ্ত ক্রমবিস্তার, শত্রুদের পর্যন্ত চিত্ত জয় এবং মিথ্যার পরাজয় ও ক্রমসংকোচন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আমার সত্যতার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে।

৮৫. অর্থাৎ কুরআনের ইল্‌ম যার আছে, এর সত্যতা যে উপলব্ধি করতে পেরেছে সেও মন থেকে সাক্ষ্য দেয় আমি মিথ্যা কিছু রচনা করে আনিনি। তাছাড়া পূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহ ও তার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে যারা অবগত, তাদেরও অন্তর সাক্ষ্য দান করে যে, মুহাম্মদ (সা.) সে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীই আগমন করেছেন, যা হাযারে বছর আগে হযরত মূসা ও মাসীহ্ করে গিয়েছিলেন। তাঁদের ও আমাদের প্রিয়নবী (সা.)-এর প্রতি সালাত ও সালাম। হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক, যে জিনিসের সাক্ষ্য তুমি ও তোমার কিতাবধারিগণ দিয়েছেন, এই অধম গুনাহ্গারও সাচ্চা দিলে তার সাক্ষ্য দান করছে।

সূরা ইবরাহীম

৫২ আয়াত, ৭ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ॥

(١) الٓرٰ قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ۬ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

(٢) اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ○

১. আলিফ-লাম-রা। এ এক কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের প্রতিপালকের আদেশে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোকে,[১] সেই পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র পথে।

২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সমস্তই যার।[২] আর কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ রয়েছে কাফিরদের জন্য।[৩]

---

১. অর্থাৎ এ কিতাবের যে কী মর্যাদা ও মাহাত্ম্যতা এ বিষয় থেকেই অনুমান করা যায় যে, এর অবতীর্ণকারী আমি এবং এর বাহক মুহাম্মাদ (সা.)-এর মত মহান ব্যক্তিত্ব। এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও এত মহান, যার উপরে কোন উদ্দেশ্যের কল্পনা করা যায় না। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও তাওফীকে আরব-আযম, সাদা-কালো, শ্রমিক-মালিক, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে অজ্ঞতা ও কাল্পনিকতার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার হতে বের করে এনে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং ঈমান ও ইয়াকীনের আলোতে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা।

২. অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আলোকে তারা সেই পথের পথিক হয়ে যাবে, যে পথ প্রবল পরাক্রান্ত, সর্বগুণের আধার, নিরঙ্কুশ রাজাধিরাজ ও একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদর্শিত এবং যে পথ তাঁরই সন্তুষ্টির স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়।

৩. অর্থাৎ এরূপ কিতাব নাযিল হওয়ার পরও যারা কুফর-শিরক, অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির অন্ধকার হতে বের হয় না, তাদেরকে কঠিন শাস্তি ও ধ্বংসকর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে– তা আখিরাতেই হোক, কি দুনিয়ার জীবনেও।

(٣) الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ○

(٤) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৩. যারা আখিরাত অপেক্ষা পার্থিব জীবনকেই পসন্দ করে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদান করে ও তাতে বক্রতা সন্ধান করে তারা রাস্তা ভুলে দূরে গিয়ে পড়েছে।[8]

৪. আমি প্রত্যেক রাসূলকে তার স্বজাতির ভাষাভাষী করেই পাঠিয়েছি, যাতে তাদের বুঝাতে পারে।[5] পরে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ ভুলিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখান এবং তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।[6]

---

৪. এতে কাফিরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়াই তাদের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আখিরাতের বিপরীতে তারা একেই পসন্দ করে ও অগ্রাধিকার দেয়। দিবারাত্র এরই প্রেমে ডুবে থাকে। এমন কি তারা অন্যদেরকেও দুনিয়ার প্রেমে ফাঁসিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথ হতে ফিরিয়ে রাখতে চায়। এজন্যই তাদের ফিকির থাকে কোনক্রমে যদি আল্লাহ্‌র দীনে কোন দোষ-ত্রুটি বার করা যায় এবং সরল পথকে বাঁকা প্রমাণ করা যায়। বস্তুত এরা পথ ভুলে বহু দূরে গিয়ে পতিত হয়েছে, যেখান থেকে ফিরে আসার কোন আশা নেই। যখন আল্লাহ্‌র কঠিন মার পড়বে, তখনই তাদের চোখ খুলবে।

কুরআন কেন আরবী ভাষায় নাযিল করা হল?

৫. অর্থাৎ মানুষের হিদায়াতের জন্য যেমন তোমাকে এই মহিমান্বিত কিতাব দিয়েছি, তেমনি পূর্বেও প্রতি যুগে আমি হিদায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব-উপকরণ সরবরাহ করে এসেছি। প্রাকৃতিক পর্যায়ক্রম অনুসারে প্রত্যেক নবীর প্রথম শ্রোতা যেহেতু তারাই হয় যাদের মাঝে তার আবির্ভাব ঘটে, তাই সে সম্প্রদায়ের ভাষাতেই ওহী নাযিল করা হয়, যাতে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান অতি সহজে বুঝানো সম্ভব হয়। নবী করীম (সা.)-এর দাওয়াত সকল জিন্ন ও ইনসানের জন্য ব্যাপ্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সম্প্রদায়ের মাঝে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাদের ভাষা ছিল আরবী এবং প্রাকৃতিক পর্যায়ক্রম অনুসারে হিদায়াত বিস্তার করার এ পদ্ধতিই স্থিরীকৃত ছিল যে, তার প্রথম শ্রোতৃবৃন্দ ও আগেকার শিষ্যগণ এত সহজে ও সুন্দরভাবে কুরআনী শিক্ষা ও দিক-নির্দেশ উপলব্ধি করে তা পরিপূর্ণরূপে সংরক্ষণ করবে, যাতে তাদের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্ব সম্প্রদায় ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে পর্যায়ক্রমে কুরআনী রঙে রঙীন করে তোলা সম্ভব হয়। সুতরাং তাই হল। আরববাসিগণ স্বীয় নবীর সাহচর্যে থেকে তাদের জাতীয়

(৫) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ۬ وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

৫. আর আমি মূসাকে নিজ নিদর্শনাবলী দিয়ে পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তুমি নিজ সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে আলোকে বের করে আন এবং তুমি তাদেরকে আল্লাহ্র দিবসগুলোর কথা স্মরণ করাও। নিশ্চয়ই তাতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ।[৭]

ভাষায়– যে ভাষায় তাদের সাহিত্যচর্চা ছিল কিংবদন্তিতুল্য– কুরআনী জ্ঞান-বিদ্যায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করে, এরপর তারা প্রাচ্য-প্রতীচ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং রোম ও পারস্য ছেয়ে ফেলে। আল্লাহ্ তা'আলা তখন আযমী সম্প্রদায়গুলোর মাঝে আল্লাহ্র বাণী উপলব্ধি ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের এমনই দুর্বার প্রেরণা জাগিয়ে তোলেন যে, অল্পদিনের ভেতরই তারা কুরআনী জ্ঞান-কলার ব্যাখ্যা-ভাষ্যের ক্ষেত্রে সমকালীন আরবদের উপরও বাজিমাত করে ফেলে। বরং আজ তো সাধারণভাবে দীনী জ্ঞান-বিদ্যা ও আরবী সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্যন্ত পক্ষ বিস্তারকারী আযমীদের উপরই নির্ভর করে চলতে হয়। এভাবে বান্দার প্রতি আল্লাহ্র প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যেতে থাকে এবং কালে কালে কুরআনী হিদায়াত দ্বারা উপকৃত হওয়ার আসবাব-উপকরণ সরবরাহ্ হতে থাকে। আল্লাহ্রই সব প্রশংসা। মোদ্দা কথা, শেষ নবী (সা.)-কে আরব জাতির মাঝে আবির্ভূত করার যদি কোন কারণ থেকে থাকে (এবং নিশ্চয় আছে), তবে সেই কারণ দ্বারা এ প্রশ্নেরও জওয়াব হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করে আরবদেরকে বিশেষ সুবিধা দান কেন করলেন?

৬. অর্থাৎ সুস্পষ্ট বর্ণনা ও হিদায়াতের ব্যবস্থাদি সুসম্পন্ন করে দিয়েছেন। তারপর যে ব্যক্তি এ ব্যবস্থা দ্বারা উপকৃত হতে চেয়েছে, তাকে সাহায্য করে সঠিক পথে তুলে দিয়েছেন, আর যে উপেক্ষা করেছে, তাকে বিভ্রান্তির মাঝেই ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি পরাক্রান্ত ও প্রবল। ইচ্ছা করলে সকলকেই যবরদস্তিমূলক হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু মানুষকে সীমিত কর্মশক্তি ও স্বাধীনতা দিয়ে রহমত ও গযব উভয়ের প্রকাশস্থলকে দুনিয়ায় বিদ্যমান রাখাই তাঁর অপার প্রজ্ঞার চাহিদা।

কুরআনে অতীত ইতিহাস কেন বর্ণনা করা হয়

৭. নিদর্শনাবলী দিয়ে মানে মু'জিযা দিয়ে, যা 'নয় নিদর্শন' নামে খ্যাত। কিংবা এর দ্বারা তাওরাতের আয়াতসমূহকে বুঝান হয়েছে। আল্লাহ্র দিবসসমূহকে স্মরণ করানোর অর্থ সেই সব দিনের ঘটনার কথা স্মরণ করানো, যখন তাদের উপর বিপদাপদের পাহাড় ভেংগে পড়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তা হতে তাদেরকে মুক্তি দান করেন ও স্বীয় অনুগ্রহধারা তাদের উপর বর্ষণ করেন। উভয় অবস্থা শুনলে

(٦) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

৬. এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর– যখন তিনি তোমাদেরকে ফির'আওনের সম্প্রদায়ের কবল হতে মুক্ত করেন, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত[৮] এবং তোমাদের পুত্রগণকে যবাহ্ করত ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রাখত। আর তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিরাট সাহায্য হয়।[৯]

ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দারা এই শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করতে পারে যে, বালা-মুসীবতের সময় ঘাবড়ানো ও সুখ-শান্তি কালে দর্প দেখানো উচিত নয়। অতীত কালে যে সব লোক সফলকাম হয়েছে, তারা বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কালে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বদৌলতেই তা হয়েছে। وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ 'তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হল, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল, তা ধ্বংস করেছি' (৭ ঃ ১৩৭)।

৮. যেমন তোমাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। তোমাদেরকে তাদের বেগার খাটতে হত।

৯. আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে গোলামীর অভিশাপ থেকে মুক্ত করেন এবং স্বাধীন জীবনে অধিষ্ঠিত করেন।

بلاء -এর আসল অর্থ পরীক্ষা। সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থায় বান্দার ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা নেওয়া হয়। ইরশাদ হচ্ছে– وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

অর্থ ঃ 'আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি' (২১ ঃ ৩৫)।

অন্যত্র আছে, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ 'এবং আমি মংগল ও অমংগল দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করেছি'। (৭ ঃ ১৬৮)

ফির'আওনের সম্প্রদায় হতে মুক্তি দান করাটা ছিল তাদের প্রতি এক বিরাট নিআমত। সুতরাং এখানে অনুগ্রহ দ্বারা তাদের পরীক্ষা করা হয়, যাকে অনুবাদক (র.) নির্গলিতার্থ হিসাবে 'সাহায্য' শব্দে ব্যক্ত করেছেন। সূরা বাকারা ও আ'রাফে এ ধরনের আরও আয়াত গেছে। সেখানকার টীকায় এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(٧) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

(٨) وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۙ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

৭. এবং যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করলে তোমাদেরকে আরও দেব।[১০] আর যদি অকৃতজ্ঞতা কর, তবে আমার শাস্তি সুকঠিন।[১১]

৮. এবং মূসা বলল, যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই কুফ্র কর, তো আল্লাহ্ অবশ্যই অমুখাপেক্ষী, প্রশংসার্হ।[১২]

কৃতজ্ঞতার পুরস্কার ও অকৃতজ্ঞতার পরিণাম

১০. মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, যদি আমার অনুগ্রহ স্বীকার করে মন ও মুখ দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে আরও বেশী নিআমত পাবে। দৈহিক, আত্মিক, পার্থিব, পরকালীন সব রকমের।

১১. অর্থাৎ বর্তমানকার নিআমত কেড়ে নেওয়া হবে, আর অকৃতজ্ঞতার জন্য পৃথক শাস্তি তো রয়েছেই। হাদীছে আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে একটি খেজুর দিলেন। সে তা গ্রহণ করল না বা ফেলে দিল। অপর একজন আসলে তাকেও একটি খেজুর দিলেন। সে বলল, سبحان الله تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 'সুবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এ খেজুর তাবাররুক! প্রিয়নবী (সা.) দাসীকে ডেকে বললেন, উম্মু সালামার কাছে চল্লিশটি দিরহাম আছে। তাও এনে এই কৃতজ্ঞ যাচককে দিয়ে দাও।

১২. অর্থাৎ নিআমতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে ক্ষতি তোমাদেরই হবে। আল্লাহ্‌র কিছু বিগড়াবে না। তোমাদের কৃতজ্ঞতায় তার কী প্রয়োজন? কেউ শুক্র আদায় করুক আর নাই করুক, তাতে তার প্রশংসার্হ (মাহমূদ) হওয়ার ব্যাপারে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছে কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আগের ও পরের জিন্ন ও মানুষ সমস্তই যদি পাক্কা মুত্তাকী হয়ে যাও, তবে তাতে আমার রাজত্বে কিছু বৃদ্ধি পাবে না। পক্ষান্তরে আগের ও পরের সমস্ত জিন্ন ও মানুষ মিলে যদি সর্ব নিকৃষ্ট কোন মানুষের মত হয়ে যাও, তবে তাতে আমার রাজত্বে একবিন্দু ঘাটতি পড়ে না।

(৯) اَلَمۡ یَاۡتِکُمۡ نَبَؤُا الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِکُمۡ قَوۡمِ نُوۡحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوۡدَ ۬ۛؕ وَ الَّذِیۡنَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ ؕۛ لَا یَعۡلَمُهُمۡ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ فَرَدُّوۡۤا اَیۡدِیَهُمۡ فِیۡۤ اَفۡوَاهِهِمۡ وَ قَالُوۡۤا اِنَّا کَفَرۡنَا بِمَاۤ اُرۡسِلۡتُمۡ بِهٖ وَ اِنَّا لَفِیۡ شَکٍّ مِّمَّا تَدۡعُوۡنَنَاۤ اِلَیۡهِ مُرِیۡبٍ ○

৯. তোমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের, নূহের সম্প্রদায়ের, 'আদ ও ছামূদের এবং তাদের পরবর্তীদের ? তাদের বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না।[১৩] তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা তাদের হাত নিজেদের মুখে ফেরায়[১৪] ও বলে তোমাদেরকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা আমরা মানি না। তোমরা যে পথের দিকে আমাদের ডাক, সে সম্বন্ধে আমাদের বিভ্রান্তিকর সন্দেহ রয়েছে।

মানুষের পূর্ণাংগ বংশ-লতিকা কেউ জানে না

১৩. এটা মূসা (আ.)-এরই বক্তব্যের পরিশিষ্ট, অথবা তা বাদ রেখে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে সম্বোধন করেছেন। যাই হোক বলা হয়েছে যে, পূর্বে যে অগণিত জাতি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তাদের বিস্তারিত পরিচয় ও বৃত্তান্ত আল্লাহ্ ছাড়া কারও জানা নেই। আরবদের কাছে বিশেষ যে কতগুলো সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ ছিল, তাদের নামোল্লেখ করে এবং বাদ-বাকিদেরকে والذين من بعدهم (তাদের পরবর্তীদের)-এর মধ্যে শামিল করে বলা হচ্ছে যে, এসব জাতির যে পরিণতি ঘটেছে, সে খবর কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তাজ্জবের ব্যাপার, এতগুলো জাতি পূর্বে নির্মূল হয়ে গেল আর এখনও পর্যন্ত তাদের অবস্থা দ্বারা তোমাদের শিক্ষা লাভ হল না?

ইবন 'আব্বাস (রা.) لايعلمهم الا الله পাঠ করে বলেন, كذب النسابون 'যারা মানুষের পূর্ণ বংশ-লতিকা জানার দাবী করে, তারা মিথ্যুক।' 'উরওয়া ইবনুয-যুবায়র (র.) বলেন, মা'দ ইবন 'আদনানের উপরের বংশ-তালিকা কি, তা সঠিকভাবে বলতে পারে এমন কাউকে আমি পাইনি।

১৪. অর্থাৎ কাফিররা আক্রোশের আতিশয্যে হাত কামড়াতে শুরু করে দেয়, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে عضوا عليكم الانامل من الغيظ 'তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে আংগুল কামড়াতে থাকে।' অথবা তারা নবীগণের কথা শুনে চরম বিস্ময় বোধ করত এবং মুখের উপর হাত রাখত। কিংবা মুখের উপর হাত রেখে ইংগিত করত যে, হয়েছে এবার চুপ করুন, বা আমাদের মুখ থেকে এ জওয়াব ছাড়া আর কিছুর আশা করবেন না, যা সামনে আসছে। অথবা তারা নবীদের কথা শুনে হাসত এবং অনেক সময় হাসি চাপা দেওয়ার জন্য মুখে হাত রাখত।

(١٠) قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ؕ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

১০. তাদের রাসূলগণ বলেছিল, আল্লাহ্ সম্বন্ধে সন্দেহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা?[১৫] তিনি তোমাদেরকে ডাকেন তোমাদের কতক পাপ মার্জনা করার জন্য[১৬] এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়ার জন্য।[১৭] তারা বলল, তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ। তোমরা চাও আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করত, তা হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত কর।[১৮]

এমনও হতে পারে যে, ايديهم -এর সর্বনাম দ্বারা কাফিরদেরকে এবং افواههم -এর সর্বনাম দ্বারা রাসূলগণকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অভিশপ্তরা রাসূলদের মুখে হাত চেপে ধরত, যাতে তাঁরা বলতেই না পারেন। এটাও সম্ভব যে, উভয় সর্বনাম দ্বারাই রাসূলগণকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ তারা জঘন্যতম বেআদবীর সাথে নবীদের হাত ধরে তাদেরই মুখে চেপে ধরত।

কেউ বলেন, এখানে ايدى মানে নিআমত। অর্থাৎ নবীগণ যে মহা নিআমত তাদের সামনে পেশ করেছিলেন, যেমন আল্লাহ্ প্রদত্ত শরী'আত ও বিধিবিধান ইত্যাদি, তারা তার মূল্য না দিয়ে তাঁদেরকেই ফিরিয়ে দেয়। কেউ তা গ্রহণ করল না। যেমন আমাদের কথাবার্তায় বলা হয়ে থাকে, আমি অমুকের জিনিস তার মুখের উপর ছুঁড়ে মেরেছি। যে অর্থই গ্রহণ করা হোক সবগুলোর সারবত্তা এটাই যে, তারা আল্লাহ্র নিআমতের কদর করল না এবং নবীগণের দাওয়াতে কর্ণপাত করল না। বরং তাদের সংগে রুক্ষ ও ধৃষ্ঠতাপূর্ণ আচরণ করল।

আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্বের ধ্বনি মানুষের স্বভাব হতেই উৎসারিত

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্ব তো এমন জিনিস নয়,যার মাঝে কোন সংশয়-সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ থাকতে পারে। মানব-প্রকৃতিই আল্লাহ্র অস্তিত্বের সাক্ষী। উর্ধ্ব ও অধো জগতের বিসস্ময়কর ব্যবস্থাপনা সাক্ষ্য দেয় যে, এই মহা বিশ্ব-যন্ত্রের কলকব্জাগুলোকে অস্তিত্বের ছাঁচে ঢালার এবং তারপর সেগুলোকে সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় আকারে ফিট করে চালু করার জন্য চাই এক পরাক্রমশালী হাত, যে পূর্ণ কৌশল ও প্রজ্ঞা এবং নিরংকুশ ইখতিয়ার বলে বিশ্ব-যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম। এ জন্যই কট্টর হতে কট্টরতর মুশরিককেও কোনও কোনও পর্যায়ে এ কথা স্বীকার করে নিতে হয়েছে যে, প্রধান খোদা– যিনি আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি

গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টি করেছেন, কেবল তিনিই হতে পারেন, ছোট ছোট সব দেবতার উপর যার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। নবীগণের শিক্ষা এই যে, মানব-প্রকৃতি যখন এক সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়, সর্বশক্তিমান ও সর্বগুণের আধার আল্লাহ্‌র পরিচয় পেয়ে গেছে, তখন অসার কাল্পনিকতার জলাভূমিতে পড়ে এই সরল স্বভাবজাত বিশ্বাসকে কেন খেলার বস্তু ও হেঁয়ালিতে পরিণত করা হচ্ছে? মজ্জাগত বোধ ও উপলব্ধি সাক্ষ্য দেয় যে, এক সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র বর্তমানে কোন গাছ, পাথর, মানুষের প্রতিকৃতি, গ্রহ-নক্ষত্র, বা অন্য কোন সৃষ্টবস্তুকে তাঁর উলূহিয়্যাতের অংশীদার করা মানব-প্রকৃতির ধ্বনিকে নিস্তব্ধ বা বিকৃত করে দেওয়ারই নামান্তর। তবে কি আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলীতে কোন কিছুর অভাব অনুভূত হয়েছে (নাঊযুবিল্লাহ্), যা এই সব সৃষ্ট ভগবানদের জোট দ্বারা পূরণ করা হচ্ছে?

নবীগণের দাওয়াত

১৬. অর্থাৎ আমরা ডাকছি না, প্রকৃতপক্ষে আমাদের মাধ্যমে স্বয়ং তিনিই তোমাদেরকে নিজের দিকে ডাকছেন, যাতে তাওহীদ ও ঈমানের পথে চলতে চলতে তাঁর নৈকট্যের স্তরে পৌঁছুতে পার। তোমরা যদি নিজেদের কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে ঈমান ও ইয়াকীনের রাস্তা অবলম্বন করে নাও, তবে ঈমান আনার পূর্বে (হক্কুল ইবাদ ছাড়া আর) যত গুনাহ্ হয়ে গেছে সবই ক্ষমা করে দেবেন। আর ঈমান আনার পর যেমন কাজ-কর্ম করবে, সে অনুযায়ী তোমাদের সংগে ব্যবহার করা হবে।

১৭. অর্থাৎ কুফ্‌র ও দুষ্কৃতিতে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তো ধ্বংস অনিবার্য ছিল। ঈমান আনলে তা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। দুনিয়ায় যত দিন বাঁচবে শান্তি ও নিরাপত্তার সংগে দিনাতিপাত করবে।

যেমন ইরশাদ হয়েছে يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا 'তোমাদেরকে উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন' (১১ ঃ ৩)। আরও বলা হয়েছে- فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً 'নিশ্চয়ই তাকে আনন্দময় জীবন দান করব' (১৬ ঃ ৯৭)।

কাফিরদের জওয়াব ও তাদের চাহিদামত মু'জিযা প্রার্থনা

১৮. অর্থাৎ ঠিক আছে, আল্লাহ্ সম্পর্কে আলোচনা রেখে দাও। তোমাদের নিজেদের সম্পর্কেই বল, তা তোমরা কি আসমানের ফেরেশতা? না কি মানব জাতি ভিন্ন অপর কোন জাতি হতে আগত? কিছুই যখন নয়, বরং আমাদেরই মত মানুষ, তখন তোমাদের কথায় আমরা কী করে বিশ্বাস করতে পারি? তোমাদের উদ্দেশ্য তো এই হবে যে, আমাদেরকে আমাদের সনাতন ধর্ম হতে হটিয়ে তোমাদের অনুসারী বানিয়ে নেবে। তা নিশ্চিন্ত থাকতে পার এটা কখনও হবে না। তোমরা যদি নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও এই লক্ষ্যে কৃতকার্য হতে চাও, তবে এমন কোন প্রকাশ্য নিদর্শন বা আল্লাহ্ প্রদত্ত সার্টিফিকেট দেখাও যার সামনে সকলের মাথা নুয়ে যেতে বাধ্য। আর ইটা তখনই সম্ভব, যখন আমাদের ইচ্ছামত মু'জিযা দেখাবে।

(১১) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১১. তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলল, সত্য বটে আমরা তোমাদেরই মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন।[১৯] আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। মু'মিনদের উচিত আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করা।[২০]

নবীগণের স্পষ্ট ঘোষণা- তাঁরা 'মানুষ'-ই, তবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত

১৯. অর্থাৎ তোমাদের এ কথা সত্য যে, আমরা ফেরেশতা বা অন্য কোন মাখলুক নই। বরং তোমাদেরই মত মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মানব জাতির মধ্যে কি অবস্থা ও মর্যাদার দিক থেকে ব্যক্তিবর্গের মাঝখানে আসমান-যমীনের পার্থক্য নেই? তা একটুকু তো তোমরাও স্বচক্ষে দেখছ যে, আল্লাহ্ তা'আলা দৈহিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, চারিত্রিক ও সামাজিক অবস্থা হিসাবে কতক মানুষকে কতকের উপর কী পরিমাণ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। সুতরাং যদি বলা হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কতক বান্দাকে তাদের স্বভাবগত যোগ্যতা ও অসাধারণ প্রতিভার বদৌলতে রূহানী শ্রেষ্ঠত্ব ও আভ্যন্তরীণ মর্যাদার সেই সমুন্নত স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, যাকে নবূওয়াত বা রিসালাতের পদমর্যাদা বলা হয়, তবে তাতে কিসের আপত্তি? কেন এটাকে অসম্ভব মনে করা হয়? মোদ্দা কথা, নবূওয়াতের দাবী দ্বারা এটা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় না যে, আমরা নিজেদের সম্পর্কে মানুষের বাইরে অন্য কোন জাতিভুক্ত হওয়ারও দাবী পোষণ করি। হাঁ, এতটুকু প্রমাণিত হয় অবশ্যই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক বান্দার উপর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করে থাকেন, যা অন্য কারও প্রতি হয় না।

ঈমানের জন্য প্রয়োজনেরও বেশী নিদর্শন দেখানো হয়েছে

২০. অর্থাৎ এখন বাকি থাকল প্রমাণ ও সার্টিফিকেট পেশ করার ব্যাপার। এ সম্বন্ধে কথা হচ্ছে যে, আমরা তো আল্লাহ্‌র নির্দেশে পূর্বেই নিজেদের সত্যতার পক্ষে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী দেখিয়েছি, যেমন আয়াতে বলা হয়েছে جاءتهم رسلهم بالبينات 'তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল।' যারা মানে তাদের জন্য সে সব নিদর্শন কেবল যথেষ্টই নয়, অনেক বেশী। আর তোমরা যা চাচ্ছ তা পূরণ করার ইখতিয়ার আমার নেই। তা ছাড়া, যুক্তির নিরিখেও তার উপর আমাদের প্রতি ঈমান আনা না আনার বিষয়টি নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হিকমত অনুযায়ী যে প্রমাণ ও নিদর্শন দেখাতে চান, তা তোমাদেরকে দেখাবেন। নিজেদের চাহিদামত নিদর্শন দেখতে পেলেই ঈমান লাভ করা যায় না। ঈমান লাভ হয় আল্লাহ্‌র

(١٢) وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

(١٣) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(١٤) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ۝

১২. আমাদের কী হল যে, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করব না, অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ চিনিয়েছেন।[২১] তোমরা আমাদেরকে যে উৎপীড়ন কর তাতে আমরা ধৈর্য ধারণ করব। নির্ভরকারিগণের উচিত আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করা।[২২]

১৩. কাফিররা তাদের রাসূলগণকে বলল, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেব কিংবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।[২৩] তখন তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি আদেশ পাঠালেন, আমরা যালিমদেরকে ধ্বংস করব।

১৪. এবং এ দেশে তাদের পর তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করব।[২৪] এটা তারাই লাভ করে, যারা আমার সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে এবং ভয় করে আমার শাস্তির ওয়াদাকে।[২৫]

দানে। কাজেই একজন মু'মিনের কর্তব্য তাঁরই প্রতি নির্ভর করা। তোমরা যদি না মান এবং আমাদের প্রতি শত্রুতা ও উৎপীড়নে প্রস্তুত থাক, তবে মনে রেখ আমাদের ভরসা সেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর সাহায্যের উপরই থাকবে।

২১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ঈমান ও পরম জ্ঞানের শরবত পান করিয়ে সাফল্যের পথ বাতলে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমরা তাঁর প্রতি নির্ভর না করে পারি কি করে?

২২. অর্থাৎ তোমরা যতই উৎপীড়ন কর, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাতে আমাদের তাওয়াক্কুলে কোন পরিবর্তন আসবে না। বিপদাপদ দেখে আল্লাহ্-নির্ভরতা ও অবিচলতার পথ হতে হটে যাওয়া তাওয়াক্কুলকারীদের কাজ নয়।

২৩. অর্থাৎ তাওয়াক্কুল ইত্যাদির কথা রেখে দাও। বুযুর্গীর আদিখ্যেতা দেখিও না। এখন দুটোর যে কোন একটা হবে। হয় তোমরা (নবুওয়াত-পূর্ব জীবনের মত) চুপচাপ আমাদের সংগে মিলেমিশে থাকবে আর যাদেরকে তোমরা বিপথগামী করেছ, তারা সবাই আমাদের পুরানো ধর্মে ফিরে আসবে, নয়ত তোমাদের সকলকে দেশ থেকে উৎখাত ও নির্বাসিত করা হবে।

CamScanner

(১৫) وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ○

১৫. এবং নবীগণ মীমাংসা প্রার্থনা করল[২৬] আর প্রত্যেক উদ্ধত হঠকারী ব্যর্থ মনোরথ হল।[২৭]

---

২৪. অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে কি বার করবে আমিই এসব যালিমকে ধ্বংস করে দিয়ে চিরদিনের জন্য এ দেশ থেকে বের করব, যাতে আর কখনও ফিরে আসতে না পারে। তাদের জায়গায় তোমাদেরকে এবং তোমাদের নিষ্ঠাবান অনুসারীদেরকে এদেশে প্রতিষ্ঠা দান করব। মক্কার কাফিররা নবী করীম (সা.) ও মুসলিমদেরকে চিরদিনের জন্য মক্কা হতে উৎখাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই উৎখাতই শেষ পর্যন্ত সেখানে ইসলাম ও মুসলিমদের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা এবং কাফিরদের চিহ্ন মুছে যাওয়ার কারণে পরিণত হল।

২৫. অর্থাৎ উপরিউক্ত সাফল্য সেই সব লোকের জন্য, যারা এই মনে করে আল্লাহ্কে ভয় করে যে, তিনি আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম দেখে যাচ্ছেন, এক দিন হিসাব দেওয়ার জন্য তাঁর সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে, তাঁর শাস্তি হতে তখন রক্ষা করবার কেউ থাকবে না।

আল্লাহ্র কাছে নবীগণের সাহায্য প্রার্থনা ও কাফিরদের পরিহাসমূলক আবেদন

২৬. অর্থাৎ নবীগণ আল্লাহ্র কাছে সাহায্য ও মীমাংসা প্রার্থনা করলেন। হযরত নূহ (আ.) বলেছিলেন, ... فَافْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِىْ 'আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথে যে সব মু'মিন আছে, তাদেরকে রক্ষা কর' (২৬ : ১১৮)। লূত (আ.) বলেছিলেন, رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিজনকে তারা যা করে তা হতে রক্ষা কর' (২৬ : ১৬৯)। হযরত শু'আয়ব (আ.) আরয করেছিলেন, رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও' (৭ : ৮৯)। হযরত মূসা দু'আ করেছিলেন,- رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ -'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফির্‌আওন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছ, যা দিয়ে হে আমাদের প্রতিপালক তারা মানুষকে তোমার পথ হতে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, তাদের হৃদয় মোহর করে দাও' (১০ : ৮৮)।

কাফিররাও যখন দেখল, এত দিন ধরে আযাবের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, অথচ তার কোন লক্ষণই চোখে পড়ছে না। তখন তারা পরিহাস করে বলতে লাগল رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ 'হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিনের আগেই আমাদের প্রাপ্য

(١٦) مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۝

(١٧) يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝

১৬. তার পিছনে রয়েছে জাহান্নাম এবং তাতে পান করানো হবে পুঁজের পানি।[২৮]
১৭. যা সে ঢোক ঢোক করে পান করবে, কিন্তু গলা দিয়ে নামাতে পারবে না।[২৯] চারদিক হতে তার দিকে এগিয়ে আসবে মৃত্যু, কিন্তু মৃত্যু তার ঘটবে না। আর তার পিছনে রয়েছে কঠিন শাস্তি।[৩০]

আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও' (৩৮ ঃ ১৬)। আরও বলল, اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ 'হে আল্লাহ্! এটা যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও' (৮ ঃ ৩২)

এতো ছিল কুরায়শদের কথা। নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় বলেছিল- فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا 'আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা উপস্থিত কর'। 'শু'আয়ব (আ.)-এর সম্প্রদায় বলেছিল- فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ 'আমাদের উপর আকাশের এক খণ্ড ফেলে দাও।' ইত্যাদি। মোদ্দা কথা, উভয় পক্ষ হতেই শীঘ্র ফয়সালা প্রার্থনা করা হল।

২৭. অর্থাৎ নবীগণ আল্লাহ্কে ডাকা মাত্রই সাহায্য এসে গেল। যত হঠকারী ও উদ্ধত কাফির ছিল সবাই ব্যর্থকাম হয়ে গেল। যা কিছু কল্পনা তারা করে রেখেছিল সব একই পাকড়াও-এ নিঃশেষ হয়ে গেল। না তারা থাকল, আর না থাকল তাদের স্বপ্ন। নিমিষের মধ্যে সব কিছুর অবসান হয়ে গেল।

জাহান্নামের শাস্তি

২৮. এতো ছিল ইহকালীন শাস্তি। সামনে রয়েছে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য। যেখানে প্রচণ্ড পিপাসার সময় তাদেরকে পুঁজ-সদৃশ পানি পান করানো হবে।

২৯. অর্থাৎ ইচ্ছা করে কি আর পান করতে চাইবে? হাদীছে আছে, ফেরেশতারা মাথায় লোহার মুগুর মেরে জোর করে তাদের মুখে ঢেলে দেবে। মুখের কাছে নেওয়া মাত্র তার তাপে মাথার পর্যন্ত চামড়া খুলে নীচে ঝুলে পড়বে। মুখে ঢালার পর সে পানি গলায় আটকে যাবে। বহু কষ্টে এক এক ঢোক করে গলার নীচে নামাবে। পেটে যেতে না যেতেই নাড়িভুঁড়ি সব ছিন্নভিন্ন হয়ে বাইরে বের হয়ে আসবে। ইরশাদ হয়েছে- وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ 'তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে' (৪৭ ঃ ১৫)। অন্যত্র আছে- وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ 'তারা পানি চাইলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর মত পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে' (১৮ ঃ ২৯)। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ও সমস্ত মু'মিনকে তা হতে রক্ষা করুন।

(১৮) مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ
فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

১৮. যারা তাদের প্রতিপালককে অবিশ্বাস করেছে, তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্ম সেই ছাই সদৃশ, যার উপর দিয়ে ঝড়ের দিনে বয়ে যায় প্রচণ্ড বাতাস। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তাদের হাতে থাকে না। এটাই তো সুদূর বিভ্রান্তি।[৩১]

---

৩০. অর্থাৎ সে তো পানি পান করা নয়, চতুর্দিক হতে মৃত্যুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া। পা হতে মাথা পর্যন্ত প্রতিটি অংগে মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে। ছয় দিক হতে মর্মন্তুদ শাস্তি ধেয়ে আসবে।

এরূপ বেঁচে থাকার চেয়ে বরং তারা মৃত্যুকেই পসন্দ করবে। কিন্তু মৃত্যুও আর আসবার নয় যে, তা এসে সব শাস্তির অবসান ঘটিয়ে দেবে। বরং এক আযাবের পর নতুন আরেক আযাব আসতে থাকবে। ইরশাদ হয়েছে- كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ 'যখনই তাদের চামড়া দগ্ধ হবে, তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে' (৪ : ৫৬)। আরও ইরশাদ হয়েছে- ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى 'এরপর সেথায় সে মরবেও না, বাঁচবেও না' (৮৭ : ১৩)। সত্য বটে—

اب توگھبرا کے یہ کہتے ھیں کہ مرجائینگے * مرکے بھی چین نہ پایاتو کدھر جائینگے

'এখন তো ঘাবড়ে গিয়ে বলছ মরে যাব, কিন্তু মরেও যখন শান্তি পাবে না তখন কোথায় যাবে?' হে আল্লাহ্! আমাদের রক্ষা কর।

ঈমানবিহীন সৎকর্ম আখিরাতে নিষ্ফল

৩১. কতক কাফির মনে করতে পারত যে, আমরাও তো দুনিয়ায় দান-খয়রাত ইত্যাদি বহু ভাল কাজ করেছি, আমাদের মধুর চরিত্র মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ। মানুষের বিপদাপদে আমরা কাজে আসি। এমন কি কোনও না কোনও ভাবে আল্লাহ্র উপাসনাও তো করি– আখিরাতে এসবই কি নিষ্ফল হবে, কোনই কাজে আসবে না? তার উত্তরে এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র সঠিক পরিচয় যে জানে না, কেবল কাল্পনিক ও মনগড়া খোদার পূজা করে, তার সমস্ত কর্ম একেবারেই প্রাণহীন ও ওযনশূন্য। প্রচণ্ড বাতাসে ছাই-ভস্মের কণা যেমন উড়ে যায়, তার কর্মগুলোও আখিরাতে তেমনি উড়ে যাবে। কাফিররা সেখানে সৎকর্ম থেকে সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত হয়ে যাবে। অথচ সেখানে সৎকর্মের প্রয়োজনই হবে সবচেয়ে বেশী। আল্লাহু আকবার, এটা কী নিদারুন মনস্তাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে যে, যে সব কর্মকে নৈকট্য ও মুক্তির উপায় মনে করত, তা ছাইয়ের গাদার মত মূল্যহীন প্রমাণিত হবে। অথচ সেই ক্ষণেই

(১৯) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ
وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۙ

(২০) وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝

(২১) وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ
لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۝

১৯. তুমি কি দেখনি আল্লাহ্ আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে? তিনি চাইলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করে কোন নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।

২০. এবং এটা আল্লাহ্র জন্য কিছু কঠিন নয়।[৩২]

২১. সকলেই আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হবে[৩৩] এরপর যারা অহংকার করত তাদেরকে দুর্বলরা বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, সুতরাং তোমরা কি আল্লাহ্র শাস্তি হতে আমাদেরকে কিছুটা রক্ষা করতে পারবে?[৩৪] তারা বলবে, যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে হিদায়াত করতেন, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পথ দেখাতাম। এখন আমাদের জন্য অস্থিরচিত্ত হওয়া বা ধৈর্য ধারণ করা একই কথা। আমাদের মুক্তি নেই।[৩৫]

অপরাপর লোক তাদের সৎকর্মের সুমিষ্ট ফল সানন্দে ভোগ করতে থাকবে।

که بازار چنداں که آکنده تر * تهی دست رادل پراگنده تر

'বাজারে তো পণ্যের অভাবই নেই, কিন্তু রিক্ত হস্তে গেলে দুঃখই বাড়ে।

পুনরুত্থানের প্রমাণ

৩২. কাফিরগণ ধারণা করতে পারে, যখন মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাব, তখন আবার পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা কোথায়? কিয়ামত, আযাব, ছওয়াব ইত্যাদি সব কল্পকথা। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, যে আল্লাহ্ পূর্ণ কুদরত ও হিকমতের সাথে আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তোমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা বা তোমাদের স্থলে অন্য কোন মাখলুককে অস্তিত্ব দান করা কিসের মুশকিল? আসমান ও যমীনের সুশৃংখল ও সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা দেখে যদি এই বিশ্বাস জন্মায় যে, এর স্রষ্টা ও স্থিতিদাতা কোন প্রজ্ঞাময় সত্তাই হবেন, যেমন- بالحق শব্দের দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে, তখন এটা কি করে বলা যেতে পারে যে, তিনি সৃষ্টির মধ্যমণি মানুষকে বৃথাই সৃষ্টি করেছেন এবং তার সৃষ্টি ও অস্তিত্ব দানের মাঝে মহান কোন লক্ষ্য নিহিত নেই?

CS CamScanner

(২২) وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْ
تُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ
فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِ
خِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

২২. যখন সব বিষয়ে মীমাংসা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু তা দিয়েছিলাম মিথ্যা। তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না। তবে আমি তোমাদেরকে ডাক দিয়েছিলাম আর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমাকে দোষ দিও না, নিজেদেরকেই দোষ দাও। না আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারব, না তোমরা আমার সাহায্য করতে পারবে। পূর্বে তোমরা যে আমাকে শরীক সাব্যস্ত করেছিলে, তা আমি অস্বীকার করি। নিশ্চয়ই যারা যালিম তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[৩৬]

অবশ্যই এ জীবনের পর অপর একটি জীবন থাকতেই হবে, যখন আদম সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সাধিত হতে পারে।

৩৩. অর্থাৎ সর্ববৃহৎ আদালতে হাযিরা দেবে।

হাশরের ময়দানে পার্থিব জীবনের নেতা ও অনুসারীদের কথোপকথন

৩৪. অনুসারীরা তাদের নেতাদের বলবে, দুনিয়ায় তোমরা হোমরা-চোমরা হয়ে বসেছিলে। আমরা তোমাদের কথায় উঠাবসা করতাম। আজ এই বিপদের সময় কিছুটা তো উপকার কর। এটা কি সম্ভব যে, আল্লাহ্র আযাবের কিছু অংশ আমাদের উপর লাঘব করে দেবে? তারা এটা বলবে জাহান্নামে যাওয়ার পর কিংবা হাশরের ময়দানে। ইবন কাছীর (র.) প্রথম সম্ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, বহু আয়াত দ্বারা এরূপই বুঝা যায়। যেমন এক আয়াতে আছে-

وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ-

'যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের উপর হতে জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ নিবারণ করবে?' (৪০ ঃ ৪৭)।

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ায় আমাদেরকে হিদায়াতের তাওফীক দিলে আমরা তোমাদেরকেও সরল পথে সংগে নিয়ে চলতাম। কিন্তু আমরা হোঁচট খেয়েছি। কাজেই তোমাদেরকেও সংগে নিয়ে ডুবেছি। কিংবা এর অর্থ এই যে, এখন যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে এ আযাব থেকে মুক্তির কোন পথ দেখাতেম। তা হলে আমরা সে পথ তোমাদেরকেও দেখাতান, কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছ তোমাদের মত আমরাও বিপদে পড়ে আছি এবং বিপদও এমন যে, মুক্তির কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। এখন ধৈর্য ধারণ ও চুপ করে থাকার যেমন কোন ফায়দা নেই, তেমনি চিৎকার ও অস্থিরতা প্রকাশ করার দ্বারাও কিছু লাভ হবে না।

শয়তানের সাথে জাহান্নামীদের তর্কবিতর্ক

৩৬. অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতীদের জান্নাতে এবং জাহান্নামীদের জাহান্নামে যাওয়ার ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন কাফিররা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর বা তার আগেই অভিশপ্ত শয়তানের প্রতি দোষারোপ করবে যে, রে মরদূদ! দুনিয়াতে তুই-ই আমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছিস এবং আজ আমাদেরকে এই বিপদে ফেলেছিস। এখন সুপারিশ বা অন্য কোন তদবীরের ব্যবস্থা কর, যাতে আল্লাহ্র শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়া যায়। তখন ইবলীস তাদের সামনে এক লেকচার দেবে। যার সারমর্ম এই যে, এতে কোন সন্দেহ নেই আল্লাহ্ সত্যনিষ্ঠ নবী-রাসূলগণের যবানীতে ছওয়াব, আযাব ও জান্নাত, জাহান্নাম সম্পর্কে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যার সত্যতা দুনিয়ায় দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর আজ তো চাক্ষুষই দেখা যাচ্ছে। পক্ষান্তরে আমি মিথ্যা কথা বলেছিলাম ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তা যে মিথ্যা ছিল তা সেখানে বসেও সামান্য একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারতে আর আজ তো চোখের সামনেই। আমার কাছে না ছিল দলীল-প্রমাণের শক্তি আর না ছিল এমন ক্ষমতা, যা দ্বারা জোর করে তোমাদেরকে একটি মিথ্যা কথা মানতে বাধ্য করতে পারতাম। সত্য বটে, আমি মন্দ কাজের পক্ষে তৎপরতা দেখিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে স্বীয় মিশনের দিকে ডাক দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা তো স্বেচ্ছায়ই তা গ্রহণ করে নিয়েছিলে। আমি যে দিকেই ইশারা করেছি, সেদিকেই পরমানন্দে ছুটে চলেছিলে। আমি যদি প্ররোচনা দিয়ে থাকি তা তোমরা অন্ধ ছিলে না। কেন চিন্তা-ভাবনা না করে, দাবী সম্পর্কে কোনরূপ বাছ-বিচার না করে, চোখ বন্ধ করে আমার পেছনে ছুটে চলেছিলে? ইনসাফের কথা হল এই যে, তোমরা আমার চেয়ে বেশী দোষ আজ নিজেকেই দাও। আমার অপরাধ অস্বীকার করি না, কিন্তু আমার প্রতি দোষারোপ করে তোমরা নির্দোষ সাব্যস্ত হবে কী করে? আজ তোমাদেরকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, উল্টো তোমাদের থেকে যে সাহায্য গ্রহণ করব, তাও সম্ভব নয়। আমি ও তোমরা সকলেই আজ নিজ নিজ অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করছি। একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারব না কেউ। তোমরা মূর্খতাবশত দুনিয়াতে বসে আমাকে

(২৩) وَأُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۝
(২৪) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا
ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ۝

২৩. আর যারা ঈমান এনেছিল ও সৎকর্ম করেছিল, তাদেরকে দাখিল করা হবে উদ্যানে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তারা তাতে থাকবে চিরদিন তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে।[৩৭] সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম।[৩৮]

২৪. তুমি কি লক্ষ্য করনি আল্লাহ্ কেমন এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন?[৩৯] পবিত্র বাক্য[৪০] যেন এক পবিত্র বৃক্ষ,[৪১] যার মূল সুদৃঢ় এবং শাখা আকাশে।[৪২]

আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করেছিলে (কেউ তো সরাসরি শয়তানের উপাসনা করেছিল, আর অনেকেই তার কথাবার্তা এমনভাবে অনুসরণ করেছিল এবং তার নির্দেশের সামনে এমনভাবে মাথা নুইয়ে দিয়েছিল ও আনুগত্য প্রকাশ করেছিল, যা কেবল আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের সম্মুখেই চলতে পারত)। মোদ্দা কথা, নিজ মূর্খতা ও অজ্ঞতা বশে তোমরা যে শির্ক করেছিলে এখন আমি তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করছি, তার সংগে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

بما اشركتمونى - এর ‘ ب ’ - কে কারণ-নির্দেশক অর্থে নিয়ে এ অর্থও করা যেতে পারে যে, তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র স্তরে বসিয়েছিলে, যদ্দরুন আমিও কাফির হয়ে গেছি। কেউ যদি আমাকে পাত্তা না দিত, তবে কুফর ও অবাধ্যতার এই স্তরে আমি উপনীত হতাম কি? এখন সব যালিম ও মুশরিকের উচিত মর্মন্তুদ শাস্তিরূপে নিজ নিজ কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করা। চেঁচামেচি করলে ও অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপালে কোন ফায়দা হবে না।

পূর্বের আয়াতে দুর্বল ও দাম্ভিক তথা আম জনগণ ও তাদের লিডারদের কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছিল। তারই প্রসঙ্গক্রমে এখানে জাহান্নামীদের মহানায়ক (অভিশপ্ত ইবলীস)-এর ভাষণের বিবরণ দেয়া হয়েছে। উভয় স্থানেই আম জনগণের অভিযোগ ও দাবী একই রকমের। সম্ভবত এ কারণেই শয়তানের ভাষণের পূর্বে তার প্রতি মানুষের অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

এসব কথোপকথন বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যাতে এই দোষারোপের কথা চিন্তা করে আগেভাগেই জিন্ন ও মানব শয়তানের অনুসরণ হতে দূরে থাকে।

৩৭. এখানে কাফিরদের শাস্তির বিপরীতে মু'মিনদের শুভ পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

CamScanner

(٢٥) تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

(٢٦) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ۝

২৫. যা স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশে প্রত্যেক সময় স্বীয় ফল দান করে[৪৩] এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা চিন্তা করে।

২৬. আর কুবাক্যের[৪৪] দৃষ্টান্ত যেন মন্দ বৃক্ষ,[৪৫] যাকে মাটির উপর থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে– তার কোন স্থিতি নেই।[৪৬]

---

৩৮. হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, দুনিয়ায় 'সালাম' হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনার দু'আ আর জান্নাতের সালাম হবে তা পেয়ে যাওয়ার জন্য মুবারকবাদ স্বরূপ।

৩৯. অর্থাৎ লক্ষ্য করে দেখুন, কী রকম স্থানোপযোগী ও অর্থবহ দৃষ্টান্ত। বুদ্ধিমান লোক এর মাঝে যতই চিন্তা করবে তার সামনে নিগূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য উদঘাটিত হতে থাকবে।

৪০. পবিত্র বাক্যের মাঝে 'তাওহীদের কালিমা', আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান ও উপলব্ধির কথাবার্তা, ঈমান ও বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি, কুরআন, হামদ্-ছানা, তাসবীহ-তাহলীল, সত্যকথা সবই দাখিল।

৪১. অধিকাংশ রিওয়ায়াতে এস্থলে 'পবিত্র বৃক্ষ' দ্বারা খেজুর গাছ বুঝানো হয়েছে, যদিও অন্যান্য উৎকৃষ্ট গাছ-বৃক্ষও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৪২. অর্থাৎ তার শিকড় মাটির গভীরে বিস্তৃত, ফলে যত জোর ঝাঁকুনিই দেওয়া হোক উৎপাটিত করা সম্ভব নয়। আর মাথা আকাশ সংলগ্ন। অর্থাৎ ডাল-পালা বহু উঁচুতে, ভূমিজ জঞ্জাল হতে বহু দূরে।

৪৩. অর্থাৎ কোন মওসুমই ফলবিহীন যায় না। কিংবা মনে কর, বার মাসই তাতে সকাল-সন্ধ্যা তাজা ফল পাওয়া যায়।

৪৪. কুফরী বাক্য, মিথ্যা কথা এবং আল্লাহ্‌র পসন্দের বাইরে যে কোনও কথা এই 'কুবাক্যের' অন্তর্ভুক্ত।

৪৫. অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর দ্বারা 'হানযাল' নামক এক বিস্বাদ বৃক্ষ বুঝিয়েছেন। যদিও যে কোন মন্দ গাছ এর অন্তর্ভুক্ত।

সত্য ও মিথ্যার পারস্পরিক তুলনা

৪৬. অর্থাৎ শিকড় বলতে কিছু নেই। সামান্য ইশারাতেই উপড়ে যায়। যেন তার নিকৃষ্টতা ও অস্থায়িত্বকে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। উভয় দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে,

(٢٧) يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝

২৭. আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে মযবুত বাক্য দ্বারা মযবূত করেন পার্থিব জীবনে এবং আখিরাতে।[৪৭] আর আল্লাহ্ যালিমদেরকে করেন পথভ্রষ্ট[৪৮] এবং আল্লাহ্ যা চান তাই করেন।[৪৯]

মুসলিমদের ঈমান ও তাওহীদের দাবী সত্য ও পরিপক্ক, যার প্রমাণ অতি স্পষ্ট, বিশুদ্ধ ও মযবূত। আর তা যেহেতু স্বভাব-প্রকৃতির অনুকূল, তাই তার শিকড় হৃদয়ের অন্তস্তলে নেমে যায় এবং সৎকর্মের শাখা-প্রশাখা আকাশ ফুঁড়ে চলে যায় অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে গৃহীত হয়। ইরশাদ হয়েছে-

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ

'পবিত্র বাণীসমূহ তাঁরই দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে' (৩৫ : ১০)। তার মজাদার ও তৃপ্তিকর ফল-ফলাদি দ্বারা তাওহীদপন্থীদের তনু-মন পরিতৃপ্ত হয়। মোদ্দা কথা, সত্য ও ন্যায় এবং তাওহীদ ও মা'রিফাতের সদা সতেজ বৃক্ষ দিনে দিনে পত্র-পল্লবে পরিপূর্ণ, অত্যন্ত দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতার সংগে সমুন্নত এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠতে থাকে। পক্ষান্তরে মিথ্যা কথা এবং শির্ক ও কুফরের বাতিল দাবির মূল ও শিকড় বলতে কিছু থাকে না। বাতাসের এক ঝাপটাতেই তা উপড়ে পড়ে যায়। না-হক কথাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যতই শক্তি ব্যয় করা হোক, যেহেতু তা মানব, মন ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ, তাই হৃদয়ের গভীরে তার শিকড় পৌঁছতেই পারে না। সামান্য লক্ষ্য করলেই তার ভ্রান্তি উপলব্ধি করা যায়। এ জন্যই কথায় বলা হয়, মিথ্যার পা থাকে না অর্থাৎ সত্যের মত সে নিজের পায়ে চলতে পারে না। তা দিয়ে অন্তরে জ্যোতি সৃষ্টি হয় না। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) সূফী-সাধকদের রীতি অনুসারে এসব দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যায় দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এখানে তার বর্ণনা দেওয়ার অবকাশ নেই।

৪৭. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাওহীদ ও ঈমানী কথাবার্তার দ্বারা (যার দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব পূর্বের দৃষ্টান্তে তুলে ধরা হয়েছে) মু'মিনদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে দৃঢ়পদ রাখেন। কবর হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝামাঝি অবস্থা। তাকে এদিকে কি ও ওদিকে যেদিকে ইচ্ছা গণ্য করা যেতে পারে। পূর্বসূরী তাফসীরকারকদের থেকে দু'রকম মতই বর্ণিত আছে।

মোদ্দা কথা, এ কালিমা তায়্যিবারই বদৌলতে মু'মিনগণ পার্থিব জীবন হতে শুরু করে হাশরের ময়দান পর্যন্ত দৃঢ়পদ ও অবিচলিত থাকবে। দুনিয়ায় যত বড় বিপদাপদই আসুক, যত বড় পরীক্ষারই সম্মুখীন হোক, কখনও তাদের পা টলবে না। কবরে মুনকার-নাকীরের সংগে প্রশ্নোত্তর, হাশরের ময়দানে দুর্বিষহ দৃশ্য তথা সর্বক্ষেত্রেই কালিমায়ে তাওহীদ তাদের মনোবল ও অবিচলতার উৎসে পরিণত হবে।

CamScanner

(২৮) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝

(২৯) جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝

(৩০) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۝

২৮. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বিনিময়ে কুফরী করেছে এবং নিজ সম্প্রদায়কে পৌঁছে দিয়েছে ধ্বংস-নিবাসে।[৫০]

২৯. তা হচ্ছে জাহান্নাম, যাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তা কতই না মন্দ ঠিকানা!

৩০. এবং তারা আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছে, যাতে মানুষকে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত করতে পারে।[৫১] বলে দাও, তোমরা মজা লুটে নাও, অবশেষে তোমাদেরকে আগুনের দিকেই ফিরে যেতে হবে।[৫২]

---

৪৮. এখানে বে-ইনসাফ দ্বারা কাফির ও মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা দুনিয়াতেও বিভ্রান্ত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এই বিভ্রান্তিতেই নিপতিত থাকবে। কখনও প্রকৃত সাফল্যের পথ তারা পাবে না।

৪৯. অর্থাৎ স্বীয় হিকমত অনুযায়ী যখন যার সাথে যেরূপ ব্যবহার সমীচীন মনে করেন, তাই করেন।

৫০. এর দ্বারা কাফির ও মুশরিকদের নেতৃবর্গকে বুঝানো হয়েছে। বিশেষত কুরায়শ মোড়লগণকে, যাদের হাতে ছিল তৎকালীন আরবের বাগডোর। বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর কত শত অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন। তাদের হিদায়াতের জন্য প্রিয়নবী (সা.)-কে প্রেরণ করলেন, কুরআন নাযিল করলেন, স্বীয় হারাম শরীফ ও পবিত্র গৃহের পার্শ্বে স্থান দিলেন, আরবের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করলেন, আরও কত কি! কিন্তু তারা এসব নিআমত ও অনুগ্রহের বদলা দিল এভাবে যে, আল্লাহ্‌র অকৃতজ্ঞতা করার জন্য তারা বদ্ধপরিকর হয়ে গেল, তাঁর বাণীসমূহ প্রত্যাখ্যান করল এবং তাঁর নবীর সংগে করল যুদ্ধ। অবশেষে স্বজাতিকে নিয়ে নিপতিত হল ধ্বংস-গহ্বরে।

৫১. অর্থাৎ যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহরাজি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পরম সে দয়াময়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও আনুগত্যে মশগুল হওয়ার দরকার ছিল, সেখানে তারা উল্টো বিদ্রোহ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। আল্লাহ্‌র বিপরীতে অন্যান্য জিনিসকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাদের হাতে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা বন্টন করে দিল এবং যে ইবাদত ছিল আল্লাহ্‌র প্রাপ্য, তাকে বিভিন্ন রঙে তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হল, যাতে এ পন্থায় নিজেদের সংগে অন্যদেরও ঈমান লুটতে পারে এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের নেতৃত্বের জালে আবদ্ধ রাখতে পারে।

CS CamScanner

(৩১) قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا
وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ۝

৩১. আমার যে সমস্ত বান্দা ঈমান এনেছে তাদের বলে দাও, যেন সালাত কায়েম রাখে এবং আমার প্রদত্ত জীবিকা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে[৫৩]– সেই দিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচাকেনা নেই এবং নেই বন্ধুত্ব।[৫৪]

---

৫২. অর্থাৎ এটাই ভাল যে, নির্বোধদেরকে জালে আটকিয়ে ক'দিনের জন্য আনন্দ ভোগ করে নাও ও দুনিয়ার মজা দেখে লও। কিন্তু কত দিন, আখেরে তো জাহান্নামের আগুনেই থাকতে হবে অনন্তকাল এবং সেটাই হবে এ মৌজ করার পরিণাম। এ যেন ঠিক এমনই হল, যেমন ডাক্তার অনেক সময় অসাবধানী রোগীকে তিরস্কার করে বলে দেয় كل ماتريد فانه مصيرك الى الموت 'তোমার যা ইচ্ছা খাও' একদিন এই অসুখ তোমার মৃত্যু ঘটিয়ে ছাড়বে।

৫৩. কাফিরদের অবস্থা ব্যক্ত করার পর এবার মু'মিনদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। তারা যেন পরিপূর্ণরূপে সজাগ থাকে, বন্দেগীর দায়িত্ব পালনে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি যেন না ঘটে। মনেপ্রাণে যেন স্রষ্টার ইবাদতের সংগে সৃষ্টির সেবা করে যায়। কেননা, এটাও এক উৎকৃষ্ট ইবাদত। তারা যেন সকল নিয়ম-কানুন রক্ষা করে বিনয় ও একাগ্রতার সংগে সালাত আদায় করে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু দিয়েছেন, তার এক অংশ গোপনে কি প্রকাশ্যে উপযুক্ত খাতে ব্যয় করে। অর্থাৎ কাফিররা যেখানে শির্ক ও অকৃতজ্ঞতার মাঝে ডুবে রয়েছে, সেখানে মু'মিনদের কর্তব্য জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতায় নিষ্ঠা প্রদর্শন করে যাওয়া।

৫৪. অর্থাৎ সেদিন সালাত, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ইত্যাদি সৎকর্মগুলোই কাজে আসবে। বেচাকেনা ও নিছক বন্ধুত্ব দ্বারা কোন কার্য সাধন হবে না। অর্থাৎ সেখানে কোন পুণ্য কিনতে পাওয়া যাবে না এবং এমন কোন বন্ধুও সেখানে বসে নেই যে, ঈমান ও সৎকর্ম ব্যতিরেকে কেবল বন্ধুত্বের বলে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবে।

প্রথমে কাফিরদের অকৃতজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। তারপর মু'মিনদেরকে ইবাদত- আনুগত্যের প্রতি যত্নবান থাকার নির্দেশ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সামনে কয়েকটি বিরাট নিআমতের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, যেগুলো মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সকলের জন্যই প্রযোজ্য। যাতে মু'মিনগণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রতি আরও উৎসাহিত হয় এবং কাফিররাও আরও চিন্তা করার সুযোগ পায় এবং মনে মনে লজ্জিত হয় ও উপলব্ধি করে যে, তারা কীরূপ দয়াময় ও মেহেরবান শাহানশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য ও তাওহীদের দলীল-প্রমাণও পেশ করা হয়েছে। হয়ত তা শুনে কোন বিবেকবান ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি শিরকী কাজ-কর্ম হতে বিরত হবে। কিংবা তাঁর মহিমা ও পরাক্রমের নিদর্শনাবলীতে চিন্তা করে তাঁর পাকড়াও ও শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে উঠবে।

CamScanner

(৩২) اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۝

(৩৩) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَیْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ ۝

৩২. আল্লাহ্ তিনি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন।[৫৫] এরপর তা দিয়ে তোমাদের জীবিকা স্বরূপ ফল উদ্‌গত করেছেন।[৫৬] আর তোমাদের আজ্ঞাবহ করে দিয়েছেন নৌকাকে, যা তার নির্দেশে সাগরে চলাফেরা করে।[৫৭] এবং তিনি নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

৩৩. এবং তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে সর্বদা এক নিয়মে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন দিন ও রাতকে।[৫৮]

কয়েকটি বড় বড় নিআমতের বর্ণনা

৫৫. অর্থাৎ আসমানের দিক থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। কিংবা এর অর্থ বর্ষণের মাঝে বাষ্প ইত্যাদি বাহ্য কারণ ছাড়া অদৃশ্য কিছু নভোমণ্ডলীয় কারণেরও প্রভাব রয়েছে। লক্ষ্য করে দেখ, সূর্যের কিরণ অন্যসব জিনিসের মত আতশী কাঁচের উপরও পড়ে, কিন্তু তার বিশেষ গঠন-পদ্ধতি ও যোগ্যতার বদৌলতে সে কিরণ হতে অদৃশ্যভাবে এতটা তাপ আহরণ করে নেয়, যা অন্য কোন জিনিস আহরণ করতে পারে না। সাগর হতে চাঁদ কত দূরে, কিন্তু তার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে সাগরে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মেঘও যদি নভোমণ্ডলীয় কোন উৎস হতে অদৃশ্যভাবে পাথেয় সংগ্রহ করে, তবে তাতে আশ্চর্যের কী আছে?

৫৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও প্রজ্ঞাবলে পানির মাঝে এক শক্তি নিহিত রেখেছেন, যা বৃক্ষ-লতা ও ক্ষেত-খামারের বাড়-বৃদ্ধি সাধন করে। তারই মাধ্যমে আমরা ফল-ফলাদি খেতে পাই।

৫৭. অর্থাৎ সাগরের ভয়ানক তরঙ্গমালার মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় চড়ে তোমরা কোথা হতে কোথায় চলে যাও এবং কায়কারবারসহ কত রকমের উপকার তোমরা এর মাধ্যমে লাভ কর। এটা কেবল আল্লাহ্‌রই কুদরত ও আদেশের ফলশ্রুতি যে, আমরা সারি সারি ঢেউয়ের উপর্যুপরি আঘাতের মাঝে এক চিলতে ডিঙিকে যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে চলি।

(٣٤) وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۖ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۖ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝

(٣٥) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۝

৩৪. তোমরা যে সব জিনিস চেয়েছ তার প্রত্যেকটি থেকে তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন।[৫৯] যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা কর, তবে শেষ করতে পারবে না।[৬০] নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত বে-ইনসাফ, অকৃতজ্ঞ।[৬১]

৩৫. এবং যখন ইবরাহীম বলল,[৬২] এ শহরকে নিরাপদ করে দাও এবং আমাকে ও আমার আওলাদকে মূর্তি-পূজা হতে দূরে রাখ[৬৩]

---

৫৮. অর্থাৎ নদীতে পানির প্রবাহ এবং দূর-দূরান্তে তার পৌঁছে যাওয়াটা যদিও নৌকার মত তোমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তথাপি তা তোমাদেরই কাজে নিয়োজিত। অনুরূপ চন্দ্র-সূর্য, যা সুনির্দিষ্ট নিয়ম-শৃংখলার অধীনে অবিরাম গতিশীল, কখনও ক্লান্ত হয়ে থেমে যায় না বা গতির তারতম্য ঘটে না কিংবা দিন-রাত, যা সুনির্দিষ্ট নিয়মে একের পেছনে অন্যটি হামেশা আবর্তিত হয়ে চলেছে– এসব যদিও তোমাদের ক্ষমতার অধীন নয় যে, যখন ইচ্ছা এবং যেদিকে ইচ্ছা তাদের প্রাকৃতিক গতি ও ক্রিয়াকে ঘুরিয়ে দেবে, তথাপি তোমরা বিভিন্ন কৌশল ও প্রক্রিয়ায় তাদের দ্বারা অসংখ্য রকমের উপকার লাভ করে থাক। তা ছাড়া, মানুষের কোনরূপ ব্যবস্থাবলম্বন ব্যতিরেকে প্রাকৃতিকভাবেও তারা সর্বদা তোমাদের কোনও না কোনও সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। তোমরা ঘুমিয়ে থাক, তারা তোমাদের কাজ করে যায়। তোমরা আরামে বসে থাক আর তারা তোমাদের জন্য ব্যতিব্যস্ত।

৫৯. অর্থাৎ তোমরা মুখ দিয়ে বা হালচালের ভাষায় যা কিছু চেয়েছ তার প্রত্যেকটি থেকে যে পরিমাণ তোমাদের জন্য সমীচীন ও সামগ্রিকভাবে হিতকর, তা তোমাদেরকে দান করেছেন।

৬০. অর্থাৎ আল্লাহ্র নিআমত অসংখ্য, অন্তহীন। তোমরা সকলে মিলে যদি তার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান বের করতে চাও, তবে ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে বসে পড়বে। আল্লাহ্র নিআমত যে অসংখ্য সে সম্পর্কে ইমাম রাযী (র.) এবং তা যে অন্তহীন সে সম্পর্কে আল্লামা আবুস-সা'ঊদ (র.) এখানে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রূহুল-মা'আনী প্রণেতা (আল্লামা আলূসী) তাতে সারগর্ভ সংযোজন করেছেন। অতটা বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এস্থলে নেই।

৬১. অর্থাৎ মানব জাতির মধ্যে বহু লোকই ন্যায়-নীতিহীন ও অকৃতজ্ঞ। তারা এতকিছু নিআমত দেখেও প্রকৃত অনুগ্রহকর্তার হক স্বীকার করে না।

ইবরাহীমী আদর্শ ও তাঁর কুরায়শী আওলাদের হালচাল

৬২. পূর্বে أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ আয়াতে কুরায়শ নেতাদের অকৃতজ্ঞতা এবং তাদের কুফর ও শিরকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। এবার তাদেরকে ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তম্বিহ্ করা হচ্ছে যে, তোমরা যার আওলাদ হওয়ার বদৌলতে কা'বা ও হারাম শরীফের সেবায়েত ও প্রতিবেশী হতে পেরেছ, তিনি তো এ কা'বার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন খালিস তাওহীদের উপর। তাঁরই দু'আয় আল্লাহ্ তা'আলা এই (মক্কা) নগরীকে আবাদ করেছেন এবং পাথরে ভরা এই মরু প্রান্তরে যাহিরী ও বাতিনী নিআমতের অবারিত ধারা জারি করে দিয়েছেন। তিনি তো এই দু'আ ও ওসীয়ত করেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন যে, তাঁর আওলাদ যেন শিরকের পথ অবলম্বন না করে। এবার তোমাদের চিন্তা করা উচিত, লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত যে, তোমরা তাঁর ওসীয়ত কতটুকু পূরণ করেছ, তাঁর দু'আর কতটুকু হিস্সা লাভ করতে পেরেছ এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজির শুক্র কতটুকু আদায় করেছ?

নবীগণ কেন নিজেদের সম্পর্কেও পাপ-মুক্তির দু'আ করেন

৬৩. অর্থাৎ মক্কাকে নিরাপত্তা ও সম্মানিত স্থানে (حرم امن) পরিণত কর। (আল্লাহ্ তাই করেছেন) এবং আমাকে ও আমার বংশধরদেরকে সর্বদা মূর্তিপূজা হতে দূরে রাখ। আয়াতে আওলাদ বলে সম্ভবত বিশেষভাবে ঔরসজাত সন্তানদের বুঝানো হয়েছে। বস্তুত তাঁদের মধ্যে এ ব্যাধি দেখাও দেয়নি। যদি সাধারণভাবে সমস্ত বুঝানো হয়, তবে বলা হবে, কতকের ক্ষেত্রে তাঁর দু'আ কবূল হয়নি।

হযরত ইবরাহীম (আ) একজন নিষ্পাপ নবীন হওয়া সত্ত্বেও যে এরূপ দু'আ করেছেন তার কারণ, দু'আর এটাও এক আদব যে, দু'আকারী অন্যদের পূর্বে নিজের কথা বলে নেবে। নবী-রাসূলদের থেকে যে এ ধরনের দু'আ বর্ণিত আছে, তার মধ্যে এই ইশারা বিদ্যমান যে, নবীগণের নিষ্পাপতাও তাঁদের স্বোপার্জিত নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণেরই ফলশ্রুতি। এজন্যই তাঁরা হামেশা তাঁরই শরণাপন্ন থাকেন, যিনি তাঁদের 'ইসমত (নিষ্পাপতা) যামিন-এর ও যিম্মাদার।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবন কাছীর (র.)-এর মতে হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দু'আ করেছিলেন মক্কার আবাদ ও কা'বা নির্মাণের পর। সূরা বাকারায় ১ম পারার শেষে যে দু'আ বর্ণিত হয়েছে, সেটা অবশ্য কা'বা নির্মাণকালে ইসমা'ঈল ('আ)-কে সংগে নিয়ে করেছিলেন। এসব দু'আ তার বহুকাল পর বার্ধক্যের সময় করেছিলেন।

(٣٦) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

(٣٧) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم
مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ○

৩৬. হে প্রতিপালক! তারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে।[৬৪] সুতরাং যে আমার অনুসরণ করেছে, সে তো আমার লোক, আর যে আমার অবাধ্যতা করেছে, তো তুমি ক্ষমাশীল, দয়াময়।[৬৫]

৩৭. হে প্রতিপালক! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার সম্মানিত ঘরের কাছে শস্যহীন এক প্রান্তরে বসবাস করিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! এটা এই জন্য, যাতে তারা সালাত কায়েম রাখে। সুতরাং তুমি কিছু লোকের মন এমন করে দাও যাতে তা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রিয্ক দান কর, হয়ত তারা শুক্র আদায় করবে।[৬৬]

---

৬৪. অর্থাৎ এ পাথরের মূর্তিগুলো বহু লোকের গুমরাহীর কারণ হয়েছে।

৬৫. অর্থাৎ যে খালিস তাওহীদের পথ অবলম্বন করেছে ও আমার কথা মেনেছে, সে আমার দলভুক্ত। পক্ষান্তরে যে কথা শোনেনি ও আমার পথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে, আপনি স্বীয় ক্ষমা ও মেহেরবানী দ্বারা তাকে তওবার তাওফীক দিতে পারেন। আপনার কৃপা হলে সে ঈমান এনে নিজেকে বিশেষ রহমত ও স্থায়ী মুক্তির উপযুক্ত বানাতে পারে। কিংবা এর অর্থ এই যে, তাকেও তার বর্তমান অবস্থায় ক্ষমা করে দেওয়ার ক্ষমতা আপনার আছে, যদিও আপনার বিশেষ হিকমতে এমন হয় না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সূরা মাইদা-র শেষে হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.)-এর এই উক্তি এবং মাসীহ্ (আ.)-এর উক্তির মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। বিষয়টি সেখানে দ্রষ্টব্য।

মক্কা-জনপদের গোড়ার কথা এবং এর সম্পর্কে ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আ ও তার ফলাফল

৬৬. অর্থাৎ ইসমা'ঈল (আ.)-কে। কেননা, অন্যান্য সন্তান হযরত ইসহাক (আ.) প্রমুখ শামে ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তিনি ইসমা'ঈলকে দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় মা হাজিরাসহ এই বিজন প্রান্তরে রেখে গিয়েছিলেন। জুরহাম গোত্রীয় কিছু লোক এপথ দিয়ে যাচ্ছিল। হযরত ইসমা'ঈল (আ.)-এর প্রচণ্ড পিপাসা এবং সে জন্য হযরত হাজিরা (আ.)-এর উদ্বেগ দেখে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে সেখানে পবিত্র

(৩৮) رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعۡلَمُ مَا نُخۡفِیۡ وَمَا نُعۡلِنُ ؕ وَمَا یَخۡفٰی عَلَی اللّٰهِ مِنۡ شَیۡءٍ فِی الۡاَرۡضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ ○

৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যা কিছু লুকিয়ে করি ও যা কিছু দেখিয়ে করি, সবই তুমি জান। আল্লাহর কাছে যমীনের কোন কিছুই গোপন থাকে না এবং আসমানেও নয়।[৬৭]

'যমযম' জারি করে দিয়েছিলেন। বেদুঈন জুরহামের লোক পানি দেখে সেখানে থেমে পড়ে। এরপর হাজিরা (আ.)-এর অনুমতি নিয়ে তারা সেখানে বসবাস শুরু করে দেয়। বড় হয়ে ইসমাঈল (আ.) সে গোত্রেই বিবাহ করেন। এভাবে আজকের এ মক্কার জনপদ গড়ে ওঠে। ইবরাহীম (আ.) মাঝে-মধ্যে শাম থেকে এখানে তাশরীফ আনতেন এবং শহর ও শহরের বাসিন্দাদের জন্য দু'আ করতেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নির্দেশে এই নির্জন প্রান্তরে তোমার সম্মানিত ঘরের কাছে আমার এক সন্তানকে বাস করিয়েছি, যাতে সে ও তার বংশধরগণ তোমার ও তোমার ঘরের হক আদায় করে। তুমি স্বীয় অনুগ্রহে কিছু লোকের মন এদিকে ঝুঁকিয়ে দাও, যাতে তারা এখানে আসে এবং তোমার ইবাদত করে ও তোমার গৃহের শোভা বৃদ্ধি পায়। তাদের জীবিকার ও মানসিক স্থিতিশীলতার জন্য গায়ব থেকে এমন ব্যবস্থা করে দাও, যাতে জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য জিনিস শস্য-পানি ইত্যাদিই কেবল নয়, বরং উৎকৃষ্ট ফল-ফলাদির বিপুল সমাহার এখানে ঘটে। ফলে তারা স্থির-শান্ত চিত্তে তোমার ইবাদত ও কৃতজ্ঞতায় নিমগ্ন থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা সব দু'আই কবূল করেন। আজও পর্যন্ত প্রাচ্য-প্রতীচ্য হতে লাখো-কোটি মানুষ প্রতিবছরই সেখানে চুম্বক-টানে ছুটে যায়। সেখানে উৎকৃষ্ট মানের ফল-ফলাদির যে সমাহার সর্বদা থাকে, সম্ভবত দুনিয়ার আর কোথাও তার নযীর নেই। অথচ, খোদ মক্কায় একটিও ফলের গাছ পরিলক্ষিত হয় না। বলা হয় যে, ইবরাহীম (আ.) দু'আয় বলেছিলেন افئدة من الناس (কিছু মানুষের মন এদিকে ঝুঁকিয়ে দাও), তা না হলে বিশ্বের সমস্ত মানুষ এখানে এসে জড়ো হতো।

৬৭. অর্থাৎ আসমান-যমীনের কোন জিনিসই আপনার অগোচরে নয়। সুতরাং আমাদের ভেতর-বাইর কী করে গোপন থাকতে পারে? 'আমরা যা লুকিয়ে করি ও যা প্রকাশ্যে করি'—এ বাক্যের মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে শব্দ যেহেতু ব্যাপক, তাই বিশেষ কোন বিষয়ের সংগে একে নির্দিষ্ট করার যুক্তি নেই, বরং প্রকাশ্য-গোপন সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) বলেন, বাহ্যত সমস্ত আওলাদের জন্যই দু'আ করেছেন। তবে মনে ছিল শেষ নবী (সা.)-এর কথা।

(৩৯) اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ وَهَبَ لِیۡ عَلَی الۡکِبَرِ اِسۡمٰعِیۡلَ وَ اِسۡحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ لَسَمِیۡعُ الدُّعَآءِ ۝

(৪০) رَبِّ اجۡعَلۡنِیۡ مُقِیۡمَ الصَّلٰوۃِ وَ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ ٭ۖ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلۡ دُعَآءِ ۝

(৪১) رَبَّنَا اغۡفِرۡ لِیۡ وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ یَوۡمَ یَقُوۡمُ الۡحِسَابُ ۝

৩৯. আল্লাহ্‌র শুক্‌র, যিনি এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমা'ঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক দু'আ শোনেন।[৬৮]

৪০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানিয়ে দাও এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও হে আমার প্রতিপালক[৬৯] এবং তুমি আমার দু'আ কবূল কর।[৭০]

৪১. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সমস্ত মু'মিনদের ক্ষমা কর– যে দিন হিসাব কায়েম হবে।[৭১]

---

৬৮. অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে আশাতীতভাবে সারার গর্ভে ইসহাকের ও হাজিরার গর্ভে ইসমা'ঈলের জন্ম দান করেছেন। আওলাদ সম্পর্কে যেমন আমার দু'আ ছিল رَبِّ هَبۡ لِیۡ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ 'হে প্রতিপালক! আমাকে পুণ্যবান সন্তান দান করুন' আর আপনি তা কবূল করেছেন, তেমনি আমার এ দু'আও কবূল করুন।

৬৯. অর্থাৎ আমার বংশে যেন এমন লোকের জন্ম হতে থাকে, যারা সঠিকভাবে সালাত কায়েম করবে।

৭০. অর্থাৎ আমার সকল দু'আ কবূল করে নিন।

৭১. এ দু'আ হয়ত পিতার কুফর অবস্থায় মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার আগে করেছেন। সে হিসাবে অর্থ এই হবে যে, তাকে ইসলামের প্রতি হিদায়াত দান করে কিয়ামতের দিন ক্ষমার উপযুক্ত বানিয়ে দিন। আর যদি মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর করে থাকেন, তবে সম্ভবত তখনও পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁকে জানানো হয়নি যে, কাফিরকে ক্ষমা করা হবে না। এমনিতে বুদ্ধিগতভাবে কাফিরকে ক্ষমা করা অসম্ভব নয়, কিন্তু ওহী দ্বারা জানানো হয়েছে যে, ক্ষমা করা হবে না। কাজেই বিষয়টির জ্ঞান ওহীপ্রাপ্তির উপরই নির্ভরশীল। তার পূর্ব পর্যন্ত বুদ্ধিগত সম্ভাবনার উপর নির্ভর করা যায়।

কোন কোন শী'আ লিখেছে যে, কুরআন মাজীদে ইবরাহীম (আ.)-এর পিতাকে যে কাফির বলা হয়েছে আসলে সে ইবরাহীম (আ.)-এর আসল পিতা নয়, বরং চাচা ইত্যাদি স্থানীয় কোন বংশীয় মুরব্বী ছিল।

(৪২) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۬ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۝

(৪৩) مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ اَفْـِٕدَتُهُمْ
هَوَآءٌ ۝

৪২. তুমি কখনই মনে কর না যে, যালিমরা যে কাজকর্ম করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ বে খবর।[৭২] তিনি তাদেরকে সেই দিনের জন্য অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যে দিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে।[৭৩]

৪৩. তারা উপর দিকে মাথা তুলে দৌড়াতে থাকবে। তাদের চোখ তাদের দিকে ফিরে আসবে না এবং তাদের প্রাণ যাবে উড়ে।[৭৪]

---

৭২. এক রুকূ' আগে অনেকগুলো বড় বড় নিআমতের উল্লেখ পূর্বক বলা হয়েছিল- اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ (নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই যালিম ও অকৃতজ্ঞ)। এরপর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা শুনিয়ে মক্কার কাফিরদেরকে বিশেষ কিছু নিআমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের যুলুম ও শির্কের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ রুকূ'তে সতর্ক করা হচ্ছে যে, যালিমদের সাজা-প্রাপ্তিতে কিছু বিলম্ব হলে মনে করো না আল্লাহ্ তাদের তৎপরতা সম্বন্ধে বে-খবর। মনে রেখ, তাদের ছোট-বড় কোন কাজই আল্লাহ্র কাছে গোপন নয়। তবে অপরাধীকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেওয়াও তাঁর নীতি নয়। তিনি অতি বড় অপরাধীকেও সুযোগ দেন, যাতে সে তার অপরাধ থেকে নিবৃত্ত হয় কিংবা অপরাধের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় এবং নীতিগতভাবে তার দণ্ডযোগ্য হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় ও কোন অস্পষ্টতা বাকি থাকে না।

لاتحسبن -এর মাঝে এমন যে কোনও ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যার মনে এরূপ ধারণা আসতে পারে। আর যদি রাসূলে কারীম (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়ে থাকে, তবে তাঁকে সামনে রেখে অন্যদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাঁকেই যখন বলা হয়েছে এরূপ ধারণা করো না, যেখানে এরূপ ধারণা তাঁর কাছটিও ঘেঁষতে পারত না, তখন অন্যদের জন্য এরূপ ধারণা হতে কী পরিমাণ দূরে থাকা উচিত!

৭৩. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ভয় ও ত্রাসে চোখ বিস্ফারিত হয়ে থাকবে।

৭৪. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কঠিন দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণে উপর দিকে মাথা তুলে অগ্রসর হবে। যেদিকে চোখ পড়বে আর সরবে না। হতভম্ব হয়ে সে দিকেই তাকিয়ে থাকবে। চোখের পলকমাত্র ফেলবে না। মনের অবস্থা হবে এই যে, তা বোধবুদ্ধি ও মংগলের আশা হতে শূন্য হয়ে যাবে। ভয়-বিহ্বলতার আতিশয্যে প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। মোদ্দা কথা, যালিমদের জন্য সেটা হবে যারপর নাই

(٤٤) وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۝

৪৪. এবং মানুষকে সেই দিনের ভয় দেখাও, যেদিন তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে।[৭৫] তখন যালিমরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও—আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব।[৭৬] তোমরা কি এর পূর্বে শপথ করতে না যে, দুনিয়া হতে তোমাদের পতন নেই?[৭৭]

মনস্তাপের সময়। বাকি যারা অনুগত মু'মিন, তাদের সম্পর্কে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ - ‘মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ-ক্লিষ্ট করবে না এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে এই বলে যে, এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল’ (২১ঃ১০৩)।

৭৫. হয়ত এর দ্বারা কিয়ামত দিবস ও আখিরাতের আযাব বুঝানো হয়েছে অথবা মৃত্যুক্ষণ, মৃত্যু-যন্ত্রণা ও প্রাণ সংহারের দুর্বিষহ কষ্ট কিংবা পার্থিব শাস্তি দ্বারা ধ্বংস হওয়ার দিন বুঝানো উদ্দেশ্য।

৭৬. এ উক্তি যদি পার্থিব শাস্তি বা মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখে করা হয়ে থাকে, তবে তো এর অর্থ সুস্পষ্ট। অর্থাৎ আমাদেরকে কয়েক দিনের সুযোগ দিন, আমরা ওয়াদা করছি ভবিষ্যতে ঠিক হয়ে চলব তথা নবীদের দাওয়াত স্বীকার করে নিয়ে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন- حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا ‘যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি’ (২৩ঃ৯৯-১০০)।

আর যদি এটা কিয়ামত দিবসের উক্তি হয়, তবে অবকাশ প্রার্থনার অর্থ হবে এই যে, আমাদের পুনরায় কিছুকালের জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, দেখবেন আমরা কীরূপ আনুগত্য প্রদর্শন করি। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ-

‘এবং তুমি যদি দেখতে, যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখেছি ও শুনছি। এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ কর, আমরা সৎকর্ম করব, আমরা তো দৃঢ়বিশ্বাসী’ (৩২ঃ১২)।

৭৭. অর্থাৎ তোমরা তো সেই লোক, যাদের মধ্যে কতক দম্ভভরে ও ধৃষ্টতার সাথে মুখেই বলতে এবং কতকে ধরন-ধারণে প্রকাশ করতে যে, কসম, আমাদের

(٤٥) وَّسَكَنْتُمْ فِىْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ○

(٤٦) وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ○

৪৫. তোমার সেই সব লোকের বাসভূমিতেই বাস করেছিলে যারা নিজেদের প্রতি যুলম করেছিল এবং তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আমি তাদের সংগে কিরূপ ব্যবহার করেছি আর আমি তোমাদের কাছে সব ঘটনাই জানিয়ে দিয়েছি।[৭৮]

৪৬. তারা তাদের ষড়যন্ত্র এঁটেছে আর তাদের সে ষড়যন্ত্র আল্লাহ্‌র সামনে।[৭৯] তাদের ষড়যন্ত্র এমন হবে না যে, তা দ্বারা পাহাড় টলে যাবে।[৮০]

প্রভাব-প্রতিপত্তি কখনও নিঃশেষ হবে না এবং মৃত্যুর পরে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াতে হবে না।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ

'তারা দৃঢ়তার সংগে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে, যার মৃত্যু হয়, আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না।' (১৬ ঃ ৩৮)। তাদের জওয়াবে বক্ষ্যমাণ আয়াতের এ বক্তব্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রদত্ত হবে।

৭৮. অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সেইসব জনপদেই বা তার আশেপাশেই বসবাস করে, যেখানে পূর্বেকার যালিমরা বাস করত এবং তারা তাদেরই রীতি-নীতি গ্রহণ করে নেয়। অথচ ঐতিহাসিক বর্ণনা ও পুরুষানুক্রমিক সন্দেহাতীত সূত্রে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, পূর্ববর্তী যালিমদেরকে আমি কীরূপ শাস্তি প্রদান করেছি। বিগত জাতিসমূহের এসব ঘটনা আমি আসমানী কিতাবসমূহে বিবৃত করে নবী-রাসূলদের যবানীতে তাদেরকে জানিয়েও দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা তাতে কিছুমাত্র কর্ণপাত করল না, যথাপূর্ব অহংকার, যিদ ও হকের প্রতি শত্রুতা পোষণে লিপ্ত থাকল- حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ 'এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এ সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি' (৫৪ ঃ ৫)।

৭৯. অর্থাৎ পূর্বের-পশ্চাতের সকল যালিমই ষড়যন্ত্রের খেল খেলে গেছে, নবীগণের বিরুদ্ধে হককে দমন ও মেটানোর জন্য কোন রকমেরই কৌশল ও চক্রান্ত তারা বাদ রাখেনি। তাদের সেসব চক্রান্ত ও তদবীর আল্লাহ্‌র সামনে রয়েছে এবং একটি একটি করে তা সংরক্ষিত আছে। তিনিই সময় মত তার বদলা দেবেন।

৮০. অর্থাৎ তারা বহু কৌশল করে দেখেছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের সামনে সব ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এটা কি সম্ভব যে, তাদের চক্রান্ত পাহাড়কে স্থানচ্যুত করে দেবে? অর্থাৎ আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালাম ও আল্লাহ্ প্রদত্ত

CS CamScanner

(٤٧) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

(٤٨) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ

الْقَهَّارِ ۝

(٤٩) وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ۝

৪৭. সুতরাং মনে করো না আল্লাহ স্বীয় রাসূলগণের সংগে তাঁর ওয়াদা খেলাফ করবেন।[৮১] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, শাস্তিদাতা।[৮২]

৪৮. যে দিন এ যমীন অন্য যমীনে পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং আসমানও পরিবর্তিত হবে এবং মানুষ এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্র সামনে গিয়ে দাঁড়াবে।[৮৩]

৪৯. এবং তুমি সেদিন পাপিষ্ঠদেরকে দেখবে পরস্পর শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায়।[৮৪]

শরী'আত তো পাহাড়ের চেয়েও বেশী মযবূত ও অনড়। তাদের ষড়যন্ত্রে কি তা টলে যেতে পারে? অসম্ভব, কখনও নয়। এ তাফসীর অনুযায়ী ... وان كان مكرهم -এর ان অব্যয়টি নঞর্থক। এবং আয়াতের বিষয়বস্তু নিম্নের আয়াতটির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ–

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا

'ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না। তুমি তো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না।' (১৭ : ৩৭)

কোন কোন তাফসীরবিদ ان -কে শর্তবোধক এবং ' و ' -কে وصليه ধরে আয়াতের এই অর্থ করেছেন যে, তারা অনেক বড় বড় চক্রান্ত করেছিল, যদিও আল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণের সম্মুখে তা তুচ্ছ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এমনিতে তাদের সেসব চক্রান্ত এতই গুরুতর ছিল যে, তা পাহাড়কেও টলিয়ে দিতে পারত।

৮১. অর্থাৎ বিভিন্ন আয়াতে যে ওয়াদা করা হয়েছে, যেমন বলা হয়েছে انا لننصر رسلنا 'আমি আমার রাসূলগণকে অবশ্যই সাহায্য করব' كتب الله لاغلبن انا ورسلى 'আল্লাহ্ স্থির করেছেন যে, আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই জয়ী হব' ইত্যাদি।

৮২. না কোন অপরাধী তার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারে আর না তিনি নিজে এরূপ অপরাধীদেরকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দিতে পারেন।

৮৩. কিয়ামতের দিন এই আসমান-যমীন বর্তমান অবস্থায় থাকবে না। হয় এর মূল সত্তাই পাল্টিয়ে দেওয়া হবে, অথবা সত্তা বাকি রেখে শুধু গুণের পরিবর্তন ঘটানো হবে। কোনও কোনও রিওয়ায়াত দ্বারা অনুমান করা যায়, এই পরিবর্তন একাধিকবার সাধিত হবে।

সামনে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ কী, তা পূর্বে ...... وبرزو الله جميعا فقال الضعفاء -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে।

৮৪. অর্থাৎ একই দোষে দোষী কয়েকজন অপরাধীকে একই শিকলে বাঁধা হবে. যেমন ইরশাদ হয়েছে- اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ 'ফেরেশতাগণকে বলা হবে.

(৫০) سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۝
(৫১) لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝
(৫২) هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ
لِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

৫০. তাদের জামা হবে গন্ধকের[৮৫] এবং আগুন তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে।[৮৬]
৫১. যাতে আল্লাহ্ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দান করতে পারেন। আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।[৮৭]
৫২. এ বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আর যাতে তারা এতে সতর্কিত হয় এবং জেনে নেয় যে, তিনিই একমাত্র মা'বূদ এবং যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ চিন্তা করে।[৮৮]

একত্র কর যালিম ও তাদের সহচরগণকে' (২৩ ঃ২২)। অন্যত্র- وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ 'এবং যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে' (৮১ ঃ ৭)।

৮৫. যার মাঝে আগুন অতি দ্রুত ও তীব্রভাবে ধরে যায় এবং মারাত্মক দুর্গন্ধ হয়। তা ছাড়া যেমন জাহান্নামের আগুন, তার গন্ধকও তেমনিই হবে বৈ কি!

৮৬. চেহারা মানুষের উপলব্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহের কেন্দ্রস্থল এবং প্রকাশ্য অংগ-প্রত্যংগের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। তাই এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন অন্যত্র হৃদয়ের উল্লেখ করে বলা হয়েছে- تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ 'সে আগুন হৃদয়কে গ্রাস করবে' (১০৪ ঃ ৭)।

৮৭. অর্থাৎ যে বিষয়ের আগমন সুনিশ্চিত, তাকে দূরবর্তী মনে করো না। ইরশাদ হয়েছে- اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ 'মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে' (২১ ঃ ১)।

কিংবা এর অর্থ এই যে, যখন হিসাব হবে, তখন আর দেরী হবে না, আদি-অন্তের সমস্ত জিন্ন ও ইনসানের খুঁটিনাটি সমুদয় কাজের হিসাব অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ্র কাছে কোন জিনিস গোপন নয় এবং এক কাজ তাঁকে অন্য কাজ হতে অন্যমনস্ক করতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে- مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ 'তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটিমাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ' (৩১ ঃ ২৮)।

৮৮. অর্থাৎ যাতে উদাসীনতার ঘুমঘোর হতে জেগে ওঠে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে চিন্তা করে, যাতে তাঁর একত্ব সম্বন্ধে প্রত্যয় লাভ হবে এবং যাতে চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে উপদেশ পালনে যত্নবান হয়।

CamScanner

সূরা হিজ্‌র

৯৯ আয়াত, ৬ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ॥

(١) الٓرٰ ۚ تِلۡكَ اٰیٰتُ الۡكِتٰبِ وَ قُرۡاٰنٍ مُّبِیۡنٍ ○

(٢) رُبَمَا یَوَدُّ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا لَوۡ كَانُوۡا مُسۡلِمِیۡنَ ○

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো কিতাবের[১] ও সুস্পষ্ট কুরআনের[২] আয়াত।

২. কোন সময় এ কাফিররা আকাংক্ষা প্রকাশ করবে যে, কত ভাল হত যদি তারা মুসলিম হত।[৩]

---

১. অর্থাৎ এগুলো সেই পূর্ণাঙ্গ ও মহাগ্রন্থের আয়াত, যার সামনে অন্য কোন কিতাব যেন কিতাব নামে অভিহিত হওয়ারই উপযুক্ত নয়।

২. এবং সেই কুরআনের আয়াত, যার মূলনীতিসমূহ অতি স্পষ্ট, দলীল-প্রমাণ প্রোজ্জ্বল, বিধিবিধান যুক্তিপূর্ণ, অলৌকিকত্বের দিকসমূহ পরিষ্কার এবং ব্যঞ্জনা মনোজ্ঞ ও বক্তব্য চূড়ান্ত ফয়সালাকারী। সুতরাং সামনে যা-কিছু বলা হবে, তা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত।

ইসলাম গ্রহণ না করার জন্য কাফিরদের অনুতাপ

৩. অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা আজ কুরআন ও ইসলামের মত মহামূল্যবান নিআমতের কদর করছে না, কিন্তু এমন একদিন আসবে, যখন এরা নিজ বঞ্চনার দরুন মাতম করবে এবং কপালে করাঘাত করে বলবে, হায়, যদি আমরা ইসলাম গ্রহণ করতাম! প্রশ্ন হচ্ছে সে দিন কখন আসবে? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। আমরা ইবনুল-আনবারী (র.)-এর মত অনুযায়ী একে ব্যাপকার্থে গ্রহণ করছি। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে কাফিরদের ব্যর্থতা ও মুসলিমদের সাফল্যের যতগুলো ক্ষেত্র আসবে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কাফিররা র'য়ে রয়ে নিজেদের মুসলিম হওয়ার আকাংক্ষা ও ইসলামের নিআমত হতে বঞ্চিত থাকার দুঃখ প্রকাশ করবে। সুতরাং এ ধারায় সর্বপ্রথম ক্ষেত্র ছিল বদরের যুদ্ধ। যেখানে মক্কার কাফিররা তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সুস্পষ্ট বিজয় ও অদৃশ্য সাহায্য দেখে মনে মনে আফসোস বোধ করে

CamScanner

(٣) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ○

(٤) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ○

৩. তাদের ছেড়ে দাও- খেয়ে নিক ও ভোগ করে নিক এবং আশায় লেগে থাকুক, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।[৪]

৪. আমি কোন জনপদই ধ্বংস করিনি, তবে তার নির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ ছিল।[৫]

যে. যেই ইসলাম ফকীর মুহাজির এবং আওস ও খাযরাজের কৃষকদেরকে উন্নাসিক কুরায়শ মোড়লদের উপর জয়মাল্যে ভূষিত করেছে, হায়! আমরা সে রত্ন থেকে বঞ্চিত থেকে গেলাম! এমনিভাবে ইসলামের দিগ্বিজয় ও ক্রমোন্নতির প্রতিটি ধাপে কাফিরদেরকে নিজ বঞ্চনা ও রিক্তহস্ততার জন্য মনস্তাপ করতে ও হৃদয়-কন্দর হতে শোকাশ্রু ঝরাতে হয়। চরম অনুতাপ ও আফসোস তো করতে হবে সেই সময়, যখন ফেরেশতা প্রাণ সংহারের জন্য সামনে দাঁড়ানো থাকবে ও অদৃশ্য জগতের সবকিছু চোখের সামনে ভেসে উঠবে। তখন মনস্তাপে আংগুল কামড়াবে ও আকাংখা করবে যে, হায়, আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করতাম, তা হলে আজ মৃত্যু পরবর্তী শাস্তি হতে নিরাপদ থাকতাম। এরচেয়ে বেশী হতাশাব্যঞ্জক একটি দৃশ্যও রয়েছে, যা তাবারানী শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের বহু লোক নিজ নিজ গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাবে এবং আল্লাহ্র যতদিন ইচ্ছা হবে সেখানে থাকবে। তারপর মুশরিকরা তাদেরকে খোঁচা দিয়ে বলবে, তোমাদের ঈমান ও তাওহীদ তোমাদের কী উপকারে আসল? তোমরাও তো আজও পর্যন্ত আমাদের মত জাহান্নামে পড়ে রয়েছ। এরপর আল্লাহ্ সমস্ত তাওহীদপন্থীকে জাহান্নাম থেকে বের করে নেবেন, তাদের একজনকেও সেখানে অবশিষ্ট রাখবেন না। এরপর রাসূলে কারীম (সা.) এই আয়াত পাঠ করলেন- رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ 'যেন এটাই হবে সর্বশেষ মুহূর্ত, যখন কাফিররা নিজেদের সম্পর্কে মুসলিম হওয়ার আকাংক্ষা প্রকাশ করবে।'

৪. অর্থাৎ কোন উপদেশই যখন কাজে আসছে না তখন আর আপনি তাদের নিয়ে দুঃখ করবেন না, বরং পশু-পাখির মত কিছুদিন তাদেরকে পানাহার করতে দিন। তারা মন খুলে দুনিয়ার মজা লুটে নিক এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে লম্বা-চওড়া আশা নিয়ে ব্যাপৃত থাকুক। শীঘ্রই এমন একটা সময় আসবে, যখন প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত হয়ে যাবে। আগের-পরের যাবতীয় কৃতকর্ম ফাঁস হয়ে যাবে। সুতরাং অনতিবিলম্বেই মুজাহিদদের হাতে তাদের প্রকৃত অবস্থার কিছুটা উন্মোচিত হয়ে যাবে এবং বাদবাকি প্রকাশ পাবে আখিরাতে।

৫. অর্থাৎ পূর্বে যত জাতি ও জনপদ ধ্বংস হয়েছে প্রত্যেকেরই ধ্বংসের একটা সময় আল্লাহ্র জ্ঞানে স্থিরীকৃত ছিল, যাতে কোন ভুলচুক ঘটার বা গাফলতি হওয়ার

(৫) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

(৬) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝

(৭) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

৫. কোন দল তার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে যায় না এবং পেছনেও থাকে না।[৬]

৬. লোকে বলে, হে ঐ ব্যক্তি যার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে, তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদ।[৭]

৭. তুমি আমাদের কাছে ফেরেশতাদের কেন নিয়ে আসছ না–যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক?[৮]

অবকাশ ছিল না এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা টলবারও ছিল না। যখন কোন জাতির মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায় এবং আযাবের সময় উপস্থিত হয়ে পড়ে, তখন নিমিষে তাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। কাজেই বর্তমানকার কাফিররা যেন সুযোগ পেয়ে ও আযাবে বিলম্ব দেখে ধোঁকায় না পড়ে। এদেরও যখন সময় আসবে, তখন আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রেহাই পাবে না। যে বিলম্ব করা হচ্ছে তাতে আল্লাহ্‌র বহু হিকমত ও রহস্য নিহিত রয়েছে। যেমন এদের মধ্যে কতকের বা তাদের বংশধরদের নসীবে ঈমান রয়েছে। এখনই শাস্তি দিয়ে ফেললে তার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

৬. অর্থাৎ এটা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না বরং প্রত্যেক জাতির উত্থান-পতন ও জীবন-মৃত্যুর যে মেয়াদ স্থিরীকৃত আছে, তারা তা এক মিনিটও রদবদল করতে পারবে না।

৭. মুশরিকরা এসব উক্তি করত উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। অর্থাৎ আপনি সবার আগে অগ্রসর হয়ে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কুরআন নিয়ে আসলেন, অন্যদেরকে আহ্‌মক ও মূর্খ সাব্যস্ত করতে লাগলেন, বরং সমগ্র দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ দিলেন, তদুপরি এ দাবী পর্যন্ত করছেন যে, শেষ পর্যন্ত আমিই জয়ী হব। এমন এক সময় আসবে, যখন অবিশ্বাসীরা দুঃখ করে বলবে, হায় আমরাও যদি মুসলিম হয়ে যেতাম! বলি, এসব কেমন বুদ্ধি-বিবেকপ্রসূত কথা? পরিষ্কার পাগলের প্রলাপ। আপনি যা পড়ে শোনাচ্ছেন, তা উন্মাদের বকবকানির বেশী মূল্য রাখে না (নাঊযুবিল্লাহ্)।

৮. এক আল্লাহ্‌র দরবারে যদি আপনার এতই ঘনিষ্ঠতা থাকে এবং তিনি যদি গোটা সম্প্রদায়ের মধ্যে বাছাই করে আপনাকেই নবীপদের জন্য মনোনীত করে থাকেন, তবে তাঁর বাহিনী ফেরেশতাগণ কেন আপনার সংগে আসল না, যারা খোলাখুলিভাবে আপনার সমর্থন করত এবং আমাদেরকে আপনার কথা মানতে বাধ্য করত–না মানলে সংগে সংগে শাস্তি দিত?

(৮) مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝

(৯) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝

৮. আমি ফেরেশতাদেরকে পাঠাই না–তবে কাজ পুরা করার পর। আর তখন তারা কোন অবকাশ পাবে না।[৯]

৯. আমি নিজেই এ উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষক।[১০]

নবীর সংগে ফেরেশতা-বাহিনী না পাঠানোর তাৎপর্য

৯. অর্থাৎ যারা মেনে নেয়, তাদের জন্য এখনও প্রয়োজনেরও বেশী নিদর্শন উপস্থিত রয়েছে। যাদের ইচ্ছাই নয় মানবার, তারা ফেরেশতা আসলেও মানবে না। এমতাবস্থায় তাদেরকে পাঠানোর কী মানে থাকতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে ফেরেশতা প্রেরণ করেন বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে,এমনিতেই তামাশা দেখানোর জন্য নয়। সাধারণভাবে আল্লাহ্র এই রীতি চলে আসছে যে, যখন কোন জাতির অবাধ্যতা চরমে পৌঁছে যায়, পথ-প্রদর্শন ও সমঝানোর সর্বপ্রকার পন্থা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়, তখন তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য ফেরেশতা-বাহিনী পাঠানো হয়। তখন আর তাদেরকে এক মুহূর্ত সুযোগ দেওয়া হয় না। তোমাদের ইচ্ছা মত যদি ফেরেশতা পাঠানো হয়, তবে তার দ্বারা কেবল এই একই উদ্দেশ্য হতে পারে যে, তোমাদেরকে অবিলম্বে ধ্বংস করে দেওয়া হবে–যা এই মুহূর্তে আল্লাহ্র ইচ্ছা নয়। কেননা, তার সময় এখনও আসেনি। এটা তো শেষ দাওয়াই, যা কেবল তখনই প্রয়োগ করা যেতে পারে, যখন বুঝানোর সব পদ্ধতি শেষ ও সব কাজ চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

কুরআন সংরক্ষণের অংগীকার ও তার বিস্ময়কর বাস্তবায়ন

১০. অর্থাৎ তোমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কুরআন-বাহকের প্রতি উন্মাদনার অপবাদ ইত্যাদির কোন প্রভাব কুরআন ও তার বাহকের উপর কখনও পড়বে না। মনে রেখ, এ কুরআনের নাযিলকর্তা আমি এবং এর সর্বপ্রকার হিফাযতের দায়িত্ব আমারই উপর। এ কুরআন যে অবস্থায় নাযিল হয়েছে তার এক রত্তি রদ-বদল ও একটি যের-যবরের বেশকম ছাড়াই তা নিখিল জাহানের দিগদিগন্তে পৌঁছে যাবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যে কোনও রকমের শাব্দিক ও আর্থিক বিকৃতি হতে নিরাপদ থাকবে। কালচক্রের যত ওলট-পালটই হোক, এর মূলনীতি ও বিধিবিধানে কখনও কোন পরিবর্তন আসবে না। ভাষার অলংকার ও লালিত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা যত উৎকর্ষই লাভ করুক না কেন, কোন অবস্থাতেই কুরআনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অসাধারণত্ব কিছুমাত্র ম্লান হবে না, অনুভূত হবে না তাতে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা। দুনিয়ার সব জাতি ও রাষ্ট্রশক্তি কুরআনের ধ্বনি স্তব্ধ বা ক্ষীণ করে দেওয়ার জন্য সব রকমের

(১০) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ۝

১০. আমি তোমার আগে পূর্বেকার সম্প্রদায়সমূহের মাঝেও রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

চেষ্টা চালাবে, কিন্তু এর একটা নুকতাকেও চাপা দিতে সক্ষম হবে না। কুরআনের সংরক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র এই দৃপ্ত অংগীকার এমন স্পষ্ট ও বিস্ময়কর পন্থায় পূর্ণ হয়েছে, যা দেখে ঘোর হঠকারী ও দাম্ভিক বিরুদ্ধবাদীর পর্যন্ত আপনিই মাথা হেঁট হয়ে গেছে। ম্যুর বলেন, "আমরা যতদূর জানি সারা পৃথিবীতে এমন একখানি গ্রন্থও নেই, যা কুরআনের মত বারটি শতাব্দী পর্যন্ত যে কোনও রকমের পরিবর্তন থেকে পবিত্র রয়েছে।" পাশ্চাত্যের অপর এক গবেষক বলেন, "আমরা ঠিক সেই রকমের প্রত্যয়ের সংগেই কুরআনকে হুবহু মুহাম্মদ (সা.)-এর মুখ-নিঃসৃত বাণী মনে করি, যে রকমের প্রত্যয়ে মুসলিমগণ একে আল্লাহ্‌র বাণী বলে বিশ্বাস করে।" বাস্তবতা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রতিযুগে 'উলামায়ে কিরামের বিরাট এক দল, যাদের সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, এমন থেকেছে, যারা কুরআনের জ্ঞানমালা, অর্থ ও মর্ম এবং তার অফুরান বিস্ময়ের সংরক্ষণ কাজ আন্‌জাম দিয়ে এসেছে। অনুলেখকগণ লেখনরীতির, কারিগণ উচ্চারণ-পদ্ধতির এবং হাফিযগণ শব্দাবলী ও ভাষার এমন হিফাযত করেছেন যে, নাযিলের সময় হতে আজ পর্যন্ত তার একটি যের-যবরেরও বেশকম হতে পারেনি। কেউ কুরআনের রুকূ'গুলো গণনা করেছে। কেউ আয়াতের হিসাব করেছে, কেউ অক্ষর-সংখ্যা বের করেছে, এমন কি কেউ কেউ এর হরকত ও নুকতাকে পর্যন্ত গুণে ফেলেছে। প্রিয়নবীর পবিত্র কাল হতে আজ পর্যন্ত একটি মুহূর্তও এমন বের করা যাবে না, যখন হাযার হাযার বরং লাখ-লাখ হাফিয দুনিয়ায় বিদ্যমান ছিল না। চিন্তা করে দেখুন, এ দেশীয় আট-দশ বছরের একটি শিশু, যাকে দিয়ে মাতৃভাষার ক্ষুদ্র একটি পুস্তিকাও মুখস্থ করানো কঠিন, সে ভিন্-দেশীয় ভাষার এত বড় কিতাবকে, যাতে পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের অভাব নেই, কী অবলীলায় শুনিয়ে দেয়। কোন মজলিসে প্রভাবশালী কোন আলিম বা হাফিযের তিলাওয়াতে একটি হরফ ছুটে গেলে বা হরকতজনিত ভুল হয়ে গেলে একটি শিশু তা সংগে সংগে ধরে ফেলে ও ধরিয়ে দেয়। চারদিক থেকে সংশোধনকারীদের আওয়াযে মজলিস মুখরিত হয়ে ওঠে। তিলাওয়াতকারী ভুলের উপর থেকে যাবে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। কুরআন-সংরক্ষণের ব্যাপারে এই সযতন মনোযোগ ও গুরুত্ব নবী-যুগেও সকলে চাক্ষুষ দেখতে পেত। সে দিকেই আল্লাহ্ তা'আলা وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ বাক্যটি দ্বারা সেকালের কাফিরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

(١١) وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ○

(١٢) كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ○

(١٣) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ○

(١٤) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ○

১১. তাদের কাছে এমন কোন রাসূল আসেনি, যার সংগে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকেনি।[১১]

১২. এভাবেই আমি অপরাধীদের অন্তরে তা বদ্ধমূল করে দেই।[১২]

১৩. তারা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না আর পূর্ববর্তীদের রীতি চলে আসছে।[১৩]

১৪. আমি যদি তাদের প্রতি আকাশ থেকে দুয়ার খুলে দেই এবং দিনভর তা দিয়ে আরোহণ করতে থাকে,

---

১১. প্রিয়নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসে দুঃখিত হবেন না। এটা নতুন কিছু নয়। অবিশ্বাসীদের এ অভ্যাস চিরদিনকার যে, যখনই কোন নবীর আবির্ভাব হয়েছে, তারা তাকে উপহাস করেছে, পাগল বলেছে এবং কখনও নিছক উত্ত্যক্ত করার জন্য অর্থহীন ও অহেতু দাবী-দাওয়া পেশ করেছে। ফির'আওন মূসা (আ.) সম্পর্কে বলেছিল- إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ 'তোমাদের কাছে তোমাদের যে রাসূলকে পাঠানো হয়েছে, সে নিশ্চয়ই উন্মাদ' (২৬ ঃ ২৭)। এবং কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে যেমন করছিল, তেমনি সেও ফেরেশতা-বাহিনী নিয়ে আসার দাবী হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে করেছিল- لَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ - 'মূসাকে কেন দেওয়া হল না সোনার কাঁকন অথবা তার সংগে কেন আসল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে'? (৪৩ ঃ ৫৩)।

১২. অর্থাৎ যারা পাপানুষ্ঠান হতে নিবৃত্ত হয় না, আমি তাদের অন্তরে এভাবে ঠাট্টা-পরিহাস ও অবিশ্বাসের অভ্যাস বদ্ধমূল করে দেই। তাদের অন্তরে যখন কানের ছিদ্র দিয়ে ওহীর বাণী প্রবেশ করে, তখন তার সাথে সাথে অবিশ্বাসও ঢুকে পড়ে।

১৩. অর্থাৎ এভাবেই সর্বদা অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ-পরিহাস করে আসছে এবং আল্লাহ্র এ রীতিই হামেশা কার্যকর রয়েছে যে, দাম্ভিকদেরকে ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে এবং সত্যের ধ্বনি শেষ পর্যন্ত সমুচ্চ থেকেছে।

(১৫) لَقَالُوٓا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ○

(১৬) وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَّزَيَّنَّٰهَا لِلنَّٰظِرِينَ ○

(১৭) وَحَفِظْنَٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ○

(১৮) إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ○

১৫. তবু তারা এটাই বলবে যে, সে আমাদের চোখ বন্ধ করে দিয়েছে, বরং আমাদেরকে জাদু করা হয়েছে।[১৪]
১৬. আমি আসমানে বুরূজ তৈরী করেছি[১৫] এবং দর্শকদের জন্য তাকে সুশোভিত করেছি।[১৬]
১৭. এবং আমি তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হতে।
১৮. তবে কেউ চুরি করে শুনে পালালে তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল অগ্নিপিণ্ড।[১৭]

---

১৪. অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে নাযিল করা এমন কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়, বরং আমি যদি আসমানের দুয়ার খুলে খোদ তাদেরকে নভোমণ্ডলে আরোহণ করাই এবং তারা দিনভর এ কাজেই ব্যাপৃত থাকে, তবু এসব যিদী ও দাম্ভিক লোক সত্যকে মেনে নেবে না। তখন বলবে, আমাদের নযর বন্ধ করা হয়েছে বা আমাদের উপর জাদু করা হয়েছে। সম্ভবত প্রথমে দৃষ্টি বন্ধ করার ধারণা করবে এবং পরিশেষে বড় কোন জাদু করা হয়েছে ভাববে।

১৫. 'বুরূজ' দ্বারা এস্থলে বড় বড় নক্ষত্র বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষপথ। কারও মতে আকাশস্থিত সেই সব দুর্গ, যার মাঝে ফেরেশতা বাহিনী প্রহরারত রয়েছে।

১৬. অর্থাৎ আসমানকে নক্ষত্র দ্বারা সাজিয়েছি। রাতে যখন মেঘ ও ধুলোবালি থাকে না, তখন অসংখ্য নক্ষত্রের বাল্ব-খচিত আকাশ দর্শকের চোখে কতই না মনোমুগ্ধকর ও জাঁকালো মনে হয়। চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য তার মাঝে আল্লাহ্র অসীম শিল্প-নৈপুণ্য, মহা প্রজ্ঞা ও নিরঙ্কুশ একত্বের কতই না নিদর্শন বিদ্যমান। মোদ্দা কথা, আসমান হতে ফেরেশতা নামিয়ে আনার বা তাদের আকাশে আরোহণ করানোর প্রয়োজন নেই। মানতে চাইলে আকাশ ও পৃথিবীতে কুদরতের নিদর্শন কিছু কম আছে কি? সেগুলো দেখে সমঝদার লোক অতি সহজেই তাওহীদের সবক গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তারা এরূপ সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী দ্বারা কী উপদেশ গ্রহণ করেছে যে, ভবিষ্যতে তাদের ব্যাপারে কোন নিদর্শন ফলপ্রসূ হওয়ার আশা করা যায়?

প্রিয়নবী (সা.)-এর আবির্ভাব কাল হতে ঊর্ধ্বজগতে শয়তান ও জিন্নদের যাতায়াত বন্ধের ব্যবস্থা

১৭. অর্থাৎ আকাশমণ্ডলে শয়তানদের কোন কিছু করবার সুযোগ নেই। মুহাম্মাদ (সা.)-এর আবির্ভাবকালে তো তাদের সেখানে গমনই বন্ধ হয়ে যায়। এখন তাদের

প্রাণান্ত চেষ্টা থাকে শয়তানদের স্কন্ধ-পরম্পরার একটি সিঁড়ি স্থাপন করে তার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া এবং ঊর্ধ্ব জগতের নিকটবর্তী হয়ে অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। কিন্তু এক্ষেত্রেও ফেরেশতাদের প্রহরা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে তাদের এরূপ চেষ্টাকালে উপর থেকে অগ্নিবর্ষণ করা হয়। কুরআন-হাদীছের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সৃষ্টিগত বিষয় সম্পর্কে আসমানে যখন কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় এবং এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, তখন সে ঘোষণা বিশেষ অবস্থা ও প্রক্রিয়ায় উপর হতে পর্যায়ক্রমে নীচে পৌঁছে। শেষ পর্যন্ত সর্বনিম্ন আকাশে এবং বুখারী শরীফের এক বর্ণনা অনুযায়ী 'আনান (মেঘমালা)-এর ভেতর ফেরেশতাগণ সে নিয়ে আলোচনা করে। শয়তানদের চেষ্টা থাকে এসব বিষয়ে ঠিক তেমনিভাবে অদৃশ্য-তথ্য সংগ্রহ করা, যেমন আজকাল ওয়ারলেস বা টেলিফোনের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানকালে মাঝখান থেকে কিছু লোক তা চুরি করার চেষ্টা চালায়। হঠাৎ উপর থেকে কোন আগুনের গোলা (شهاب ثاقب) বিস্ফোরিত হয় এবং অদৃশ্য সংবাদ হরণকারী শয়তানদেরকে আহত বা ধ্বংস করে দেয়। এই হাঁকপাঁক ও ধর-পাকড়ের মাঝে যা এক-আধটা কথা যে শয়তানের হস্তগত হয়ে যায় সে ক্ষিপ্রতার সংগে তা অন্য শয়তানদের কাছে এবং তারা তাদের মানুষ বন্ধুদের কাছে পৌছানোর চেষ্টা করে। ভবিষ্যত গণনাকারীরা এই সব আধ খেঁচড়া কথার সাথে হাযারটা মিথ্যা মিলিয়ে গায়বী সংবাদ বিতরণে লেগে যায়। যখন সেই এক-আধটা আসমানী কথা সত্য প্রমাণিত হয়, তখন তাদের ভক্তরা সেটাকে তাদের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে। আর যে হাযারটা মনগড়া সংবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়, সেগুলোকে উপেক্ষা ও পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়।

কুরআন ও হাদীছ এসব ঘটনা বর্ণনা করে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, যে-কোনও মামুলী ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সত্যেরও উৎসস্থল হচ্ছে ঊর্ধ্বজগত। জিন্ন ও মানুষ- শয়তানের থলিতে মিথ্যা ছাড়া কিছু নেই। আরও জানাচ্ছে যে, আসমানের ব্যবস্থাদি এতই পূর্ণাঙ্গ, কোন শয়তানের সেখানে পা রাখার সুযোগ নেই কিংবা যারপর নেই চেষ্টা করেও সেখানকার ব্যবস্থাপনা ও ফয়সালা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ সংবাদ সংগ্রহ তার পক্ষে সম্ভব নয়। যে এক-আধটা কথা ফেরেশতাদের কাছ থেকে চুরি করে শুনে পালায়, তা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দেওয়া আল্লাহ্র ইচ্ছা নয়। তিনি ইচ্ছা করলে এটাও বন্ধ করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর অপার হিকমত ও প্রজ্ঞার চাহিদা এটা ছিল না, যেই জিন্ন ও মানব-শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন মানুষকে প্ররোচনা দান ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হতে তারা কখনই নিবৃত্ত হবে না, তাদেরকে এত দীর্ঘ অবকাশ এবং বিভ্রান্তিকর আসবাব-উপকরণের ব্যবস্থা তাদের জন্য করে দেওয়ার মাঝে কোনও কোনও রহস্য ও তাৎপর্য যে নিহিত আছে এটা তো সকলকেই মানতে হবে। সেই রকমের রহস্য ও তাৎপর্য এ স্থলেও বুঝে নিতে হবে।

(১৯) وَالۡاَرۡضَ مَدَدۡنٰهَا وَاَلۡقَيۡنَا فِيۡهَا رَوَاسِىَ وَاَنۡۢبَتۡنَا فِيۡهَا مِنۡ كُلِّ شَىۡءٍ مَّوۡزُوۡنٍ ۝
(২০) وَجَعَلۡنَا لَـكُمۡ فِيۡهَا مَعَايِشَ وَمَنۡ لَّسۡتُمۡ لَهٗ بِرٰزِقِيۡنَ ۝
(২১) وَاِنۡ مِّنۡ شَىۡءٍ اِلَّا عِنۡدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعۡلُوۡمٍ ۝
(২২) وَاَرۡسَلۡنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسۡقَيۡنٰكُمُوۡهُ‌ ۚ وَمَاۤ اَنۡتُمۡ لَهٗ
بِخٰزِنِيۡنَ ۝

১৯. এবং আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি ও তার উপর স্থাপন করেছি ভারী পাহাড় এবং তাতে উৎপন্ন করেছি প্রত্যেক বস্তু পরিমিতভাবে।

২০. এবং আমি তোমাদের জন্য তাতে সৃষ্টি করেছি জীবিকার উপকরণ এবং যাদের জীবিকা তোমরা দাও না তাদেরও।[১৮]

২১. এবং আমার কাছে প্রত্যেকটি জিনিসেরই ভাণ্ডার আছে, আমি নির্দিষ্ট পরিমাণে অবতীর্ণ করি।[১৯]

২২. আমি প্রবাহিত করি মেঘ-ভারী বায়ু এরপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করাই।[২০] তোমাদের কাছে তার কোন ভাণ্ডার নেই।[২১]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ অগ্নিপিণ্ডের মাধ্যমে শয়তানরা হরহামেশাই ধ্বংস হতে থাকে, কিন্তু দক্ষিণ মেরু ও হিমালয়-চূড়ার অনুসন্ধানকারীরা একের পর এক মৃত্যুবরণ করছে দেখেও পরবর্তী অভিযাত্রীরা নতুন অভিযান শুরু করার উদ্যম কি কিছুটা হারিয়ে ফেলে? মোটেই না। শয়তানদের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসকেও এরই সংগে তুলনা করতে পারেন। লক্ষ্য রাখতে হবে কুরআন-হাদীস বলেনি যে, উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি কেবল শয়তান তাড়ানোর জন্যই। এর সৃষ্টির মঝে আরও বহু কল্যাণ ও তাৎপর্য নিহিত থাকা অসম্ভব কিছু নয়। হাঁ, প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে এ কাজেও ব্যবহার করা হয়।

১৮. অর্থাৎ চাকর-বাকর, জীব-জন্তু ইত্যাদি। এগুলোর থেকে সেবা গ্রহণ করি আমরা, কিন্তু জীবিকা জোগান আল্লাহ্।

১৯. অর্থাৎ যে জিনিস যে পরিমাণ ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এতে তার কোন ক্লান্তি ও অবসাদ লাগে না। একদিকে ইচ্ছা করেন, অন্যদিকে তা হয়ে যায়। বস্তুত তাঁর অসীম কুদরতই সমস্ত জিনিসের উৎস ও ভান্ডার। যেখান থেকে তাঁর হিকমত অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট এক নিয়মের অধীনে স্থিরীকৃত পরিমাপ ও পরিমাণে প্রতিটি জিনিস উৎসারিত হয়ে আসে।

২০. অর্থাৎ বৃষ্টিবাহী বায়ু সজল ভারী মেঘ বয়ে আনে। তা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। নদী-নালা, খাল-বিলে সঞ্চিত হয়ে সে পানি তোমাদের উপকার করে যায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে পানযোগ্য নাও করতে পারতেন, কিন্তু তিনি কত দয়াময়! কেবল

(২৩) وَ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَ نُمِيْتُ وَ نَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ۝

(২৪) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ۝

(২৫) وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝

(২৬) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝

২৩. এবং আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই পরবর্তীতে থেকে যাই।[২২]

২৪. আমি জেনে রেখেছি তোমাদের মধ্যে অগ্রগামীদেরকে এবং জেনে রেখেছি পশ্চাদ্বর্তীদেরকে।[২৩]

২৫. এবং তোমার প্রতিপালকই তাদেরকে একত্র করবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।[২৪]

২৬. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ছানা কাদার ঠনঠনে মাটি দ্বারা।[২৫]

কৃপাবশেই সুপেয় সুমিষ্ট পানি তোমাদের জন্য যমীনের ফাঁক-ফোকরে জমা করে রাখেন বার মাস।

২১. অর্থাৎ আকাশমণ্ডলের বৃষ্টি-ভাণ্ডারে যেমন তোমাদের কর্তৃত্ব নেই, তেমনি ভূ-মণ্ডলীয় কুয়া-নির্ঝর ইত্যাদিও তোমাদের ইখতিয়ারে নয়। আল্লাহ্ যখন চান বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তোমরা বাধাও দিতে পার না এবং নিজেদের ইচ্ছামত নিয়েও আসতে পার না। কুয়া, ঝর্না ইত্যাদির পানি যদি শুকিয়ে দেন বা নিম্নস্তরে তোমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যান, তবে তোমরা কী আদৌ তা সংগ্রহ করতে পারবে?

২২. অর্থাৎ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই তার পরিপূর্ণ গুণাবলীসহ বাকি থাকবেন।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, প্রত্যেক ব্যক্তি মারা যায় এবং তার কামাই-রোযগার সব আল্লাহ্র হাতে থেকে যায়।

২৩. অর্থাৎ আগের-পরের কোন লোক বা তার কর্ম আমার জ্ঞান-বেষ্টনীর বাইরে নয়। আদি-অন্তের যাবতীয় বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান আল্লাহ্র রয়েছে। সে অনুযায়ীই দুনিয়ার সব কিছু ঘটে এবং তারই নিরিখে আখিরাতে সমস্ত মাখলুকের বিচার হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ও পেছনে থেকে যাওয়ার অর্থ ব্যাপক। তা জন্ম, মৃত্যুতে হোক, কি ইসলাম গ্রহণ ও সৎকর্মে। অনুরূপ সালাতের সারিতে সামনে– পেছনে থাকাও এর অন্তর্ভুক্ত।

২৪. অর্থাৎ এক একবিন্দু তাঁর জ্ঞানে বিদ্যমান। বিচারের জন্য সকলকে একই সময়ে একত্র করার ইচ্ছা যখন তাঁর হবে, তখন তাঁর পক্ষে এটা মোটেই কঠিন হবে না। কবরের মাটি, জীব-জন্তুর পেট, সাগর-গর্ভ, শূন্যমণ্ডল তথা যেখানেই যে জিনিসের অংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে, তিনি স্বীয় অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতাবলে তা একত্র করে ফেলবেন।

মানবসত্তায় নিহিত কিছু নিদর্শন

২৫. বহির্জাগতিক নিদর্শনাবলীর পর মানবসত্তায় নিহিত কিছু নিদর্শন তুলে ধরা হচ্ছে, যার ভেতর দিয়ে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাও উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে যে, সর্বগুণের আধার যে সত্তা তোমাদেরকে এরূপ অভিনব পন্থায় সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করে এক ময়দানে একত্র করা কিসের মুশকিল?

মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে এস্থলে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এক. صلصال অর্থাৎ যে মাটি আগুনে পুড়ে এতটা শক্ত হয়ে গেছে যে, টোকা দিলে ঠনঠন বাজে। অন্যত্র একে كالفخار বলা হয়েছে।

দুই. حمأمسنون 'দুর্গন্ধযুক্ত পচা কাদা'। সম্ভবত প্রথমে কাঁদা ছেনে তা দ্বারা আদম (আ.)-এর দেহ কাঠামো তৈরী করা হয়েছে, পরে যখন তা শুকিয়ে শক্ত হয়ে ঠনঠন আওয়ায করতে শুরু করেছে, তখন তা বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এই স্তরে পৌঁছায় যে, তাতে রূহ্ ফুঁকার সময় হয়ে যায়। রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে কোনও এক আলিমের এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, **كانه سبحانه افرغ الحماء فصور من ذلك تمثال انسان اجوف فيبس حتى اذا نقر صوت ثم غيره طورا بعد طور حتى نفخ فيه من روحه فتبارك الله احسن الخالقين** 'যেন আল্লাহ্ তা'আলা ছাঁচে কাদা ঢেলে তা দিয়ে শূন্যগর্ভ মানব-মূর্তি তৈরী করলেন। তারপর তা এতটা শুকিয়ে গেল যে, টোকা দিলে ঠনঠন করে। তারপর পর্যায়ক্রমে তার মাঝে পরিবর্তন সাধন করতে করতে অবশেষে নিজ রূহ্ হতে ফুঁকে দেন। সুতরাং কত মহান আল্লাহ্, যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, পানি দ্বারা মাটির খামিরা তৈরী করলেন। তারপর তা শুকিয়ে ঠনঠন করতে লাগল। সেটাই হল মানুষের দেহ। কাঠিন্য ও ভার ছিল তার ধর্ম, যা মানবদেহে রয়ে গেল। অনুরূপ তপ্ত বায়ুর ধর্ম (সূক্ষ্মতা ও লঘুত্ব) থেকে যায় জিন্নের প্রবৃত্তির মাঝে।

রাগিব ইসফাহানী (র.) এক দীর্ঘ আলোচনায় বলেছেন যে, طين ও حمأ مسنون لازب ইত্যাদি শব্দ প্রকাশ করছে যে, মাটি ও পানি মিলিয়ে তা বাতাসে শুকানো হয়। আর الفخار শব্দটি ইংগিত করছে যে, এক পর্যায়ে তা আগুনেও পোড়ানো হয়। এই আগুন উপাদানই মানুষের দুষ্ট চরিত্রের উৎস। সুতরাং এক জায়গায় ইরশাদ হয়েছে خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ 'মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুকনো মাটি হতে এবং জিন্নকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম

CamScanner

(২৭) وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ○

(২৮) وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○

(২৯) فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○

২৭. এবং পূর্বে আমি জিন্নকে সৃষ্টি করেছি লূ-এর আগুন দ্বারা।[২৬]

২৮. এবং যখন তোমার রব্ব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি ছানা-কাদার ঠনঠনে মাটি দ্বারা এক মানব সৃষ্টি করব।

২৯. তারপর যখন তাকে ঠিকঠাক করব এবং তাতে ফুঁকে দেব স্বীয় আত্মা হতে, তখন তার সামনে সিজদায় লূটিয়ে পড়ো।[২৭]

অগ্নিশিখা হতে' (৫৫ ঃ ১৪-১৫)। রাগিব (র.)-এর এ আলোচনাটি বেশ দীর্ঘ ও মনোজ্ঞ। আফসোস, এ স্থলে তার সার সংক্ষেপও পেশ করা সম্ভব নয়।

২৬. অর্থাৎ বাতাস মিশ্রিত সূক্ষ্ম আগুন দ্বারা। অন্যত্র ইরশাদ, وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ 'এবং জিন্নকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে' (৫৫ ঃ ১৫)। কিংবা এরূপ বলা যেতে পারে যে, আগুনের মত দগ্ধ করে এরূপ তপ্ত বাতাস দ্বারা, যাকে আমরা লূ বলি। মোদ্দা কথা, মানব জাতির আদি পিতাকে এমন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে মাটির পরিমাণ বেশী ছিল আর জিন্ন জাতির আদি পিতাকে সৃষ্টি করা হয়েছে যে ধাতু দ্বারা, তাতে অগ্নির প্রাধান্য ছিল, ইবলীসও ছিল এদের অন্তর্ভুক্ত।

আদমের মাঝে আমার রূহ্ হতে ফুঁকে দিয়েছি'—এর ব্যাখ্যা

২৭. অর্থাৎ আদমের মূর্তি ঠিকঠাক করে যাতে তার মাঝে মানবাত্মা ফুঁকে দেওয়া যায় তার উপযুক্ত করে দেব। তারপর তাতে প্রাণ সঞ্চার করব, যা দিয়ে এক জড় পদার্থ পরিণত হবে মানুষে। তখন তোমাদেরকে আদেশ করা হবে 'সকলে সিজদায় গড়িয়ে পড়।'

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ রূহ (আত্মা)-এর সম্বন্ধ যে আল্লাহ্ নিজের সংগে করেছেন এর দ্বারা কেবল তাঁর মর্যাদা তুলে ধরা ও মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সেই বিশেষ আত্মা, যার মাঝে আমার গুণ (জ্ঞান, প্রজ্ঞা ইত্যাদি)-এর নমুনা বিদ্যমান এবং আমাকে স্মরণ করা যার মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। সেই সংগে বিশেষ সূক্ষ্মতার কারণে আমার সংগে অপেক্ষাকৃত নৈকট্যের সম্বন্ধ তার থাকবে।

ইমাম গায্যালী (র.) অন্য ধারায় এ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, যদি সূর্য বাকশক্তি লাভ করে এবং বলে ওঠে, আমি পৃথিবীতে নিজ জ্যোতির কল্যাণ বিতরণ করেছি, তবে কি তার এই 'নিজ জ্যোতি' বলাটা ভুল হবে? যখন এটা বলা

(٣٠) فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۝

(٣١) اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ۝

(٣٢) قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ۝

(٣٣) قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝

(٣٤) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۝

৩০. সুতরাং ফেরেশতাগণ সকলে মিলে সিজদা করল।

৩১. কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে অস্বীকার করল।

৩২. তিনি বললেন, হে ইবলীস! কী হল তোমার যে সিজদাকারীদের সংগে থাকলে না?

৩৩. সে বলল, আমি সে নই যে, একজন মানুষকে সিজদা করব, যাকে তুমি সৃষ্টি করেছ ছানা কাদার ঠনঠনে মাটি হতে।

৩৪. তিনি বললেন, তা হলে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা।[২৮] তোর উপর অভিশাপ।[২৯]

ভুল নয়, অথচ না সূর্য স্বয়ং পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করে আর না তার জ্যোতি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, বরং পৃথিবী থেকে লাখ লাখ মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও আলোর বল্গা তারই আয়ত্তে, পৃথিবীর কোন কর্তৃত্ব তাতে চলে না, সে শুধু নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী সে আলো দ্বারা উপকৃতই হতে পারে, তখন সকল ঊর্ধ্বেরও ঊর্ধ্বের মহান সত্তা আল্লাহ্ যদি বলেন, আদমের মাঝে আমি নিজ আত্মা হতে ফুঁকে দিয়েছি, তবে এটা কী করে তাঁর অনুপ্রবেশ, অভিন্নতা ইত্যাদির দলীল হতে পারে? ইনশাআল্লাহ্ সামনে- وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ -এর ব্যাখ্যায় রূহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হবে।

২৮. অর্থাৎ জান্নাত হতে বা আসমান হতে কিংবা সেই উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান হতে, যেখানে তুই পৌঁছেছিলি।

২৯. অর্থাৎ বিতাড়িত ও অভিহত। অথবা رجيم দ্বারা সেই দিকে ইংগিত হয়ে থাকবে, যা পূর্বে বলা হয়েছে যে, অগ্নিপিণ্ড দ্বারা শয়তানদেরকে বিতাড়িত করা হয়। যেন এর মাঝে তার বিভ্রমের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, তুই যে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিস, তার কারণ তোর ধাতুগত শ্রেষ্ঠত্ব নয়, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা তো সে-ই লাভ করে, যাকে আল্লাহ্ তা দান করেন। আসলে তোর এ অস্বীকৃতি ও অহংকারের উৎস সেই দুর্ভাগ্য, যা তোর অযোগ্যতা-দোষে নির্ধারিত হয়ে আছে।

(৩৫) وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ○

(৩৬) قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

(৩৭) قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○

(৩৮) اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ○

(৩৯) قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(৪০) اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ○

৩৫. এবং তোর উপর অভিসম্পাত সেই দিন পর্যন্ত, যে দিন ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে।[৩০]

৩৬. সে বলল, হে রব্ব! তুমি আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও, যে দিন মৃতগণ জীবিত হবে।

৩৭. তিনি বললেন, তা তোমাকে অবকাশ দিলাম।

৩৮. সেই স্থিরীকৃত সময়ের দিন পর্যন্ত।[৩১]

৩৯. সে বলল, হে রব্ব! তুমি যেমন আমাকে পথহারা করেছ, আমিও তাদেরকে পৃথিবীতে দেখাব নানা বাহার এবং তাদের সকলকে করব পথহারা।

৪০. তবে যারা তোমার বাছাইকৃত বান্দা, তাদেরকে নয়।[৩২]

---

৩০. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আল্লাহ্র অভিসম্পাত এবং বান্দাদের পক্ষ হতে লাআনত বর্ষিত হতে থাকবে। এভাবে দিন দিন মংগল হতে দূরে সরতে থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত যখন মংগলের তাওফীক হবে না, তখন তার পরে তো আর কোন সুযোগই নেই। কেননা, আখিরাতে প্রত্যেকে সে ফসলই তুলবে, যা এখানে সে বপন করবে। কিংবা বলুন, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত লা'নত থাকবে। তার পরে যে অসংখ্য রকমের আযাব রয়েছে, তা তো লা'নত অপেক্ষা শতগুণ কঠিন। তাছাড়া الى يوم الدين দ্বারা স্থায়িত্বের প্রতিও ইংগিত হতে পারে।

৩১. অর্থাৎ সেই সময় পর্যন্ত তোকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। মন খুলে যা করার করে নে। সূরা বাকারা ও আ'রাফে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। আমরা সূরা আ'রাফের দ্বিতীয় রুকূ'তে এর এক এক অংশ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, তাই যথেষ্ট। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

৩২. অর্থাৎ দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য দেখিয়ে কু-প্রবৃত্তির ফাঁদে ফাঁসিয়ে দেব। তোমার বিশিষ্ট ও মনোনীত বান্দাদের ছাড়া বাকি সকলকেই সত্যের পথ হতে বিচ্যুত

(৪১) قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ○
(৪২) اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ○
(৪৩) وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৪১. তিনি বললেন, এই আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ।[৩৩]
৪২. যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না। তবে বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর পথে চলবে, তাদের কথা স্বতন্ত্র।[৩৪]
৪৩. এবং জাহান্নামের ওয়াদা রয়েছে তাদের সকলের জন্য।[৩৫]

করে ছাড়ব। অভিশপ্ত শয়তান প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় এ কথা বলেছিল। যেন বলতে চাচ্ছিল, তোমার তো কিছু বিগড়াতে পারব না, কিন্তু যার কারণে আমি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি সাধ্য অনুযায়ী তার বংশানুক্রমে এর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব। এ বিষয়ে সূরা আ'রাফে যা লেখা হয়েছে, তা দেখে নিতে বলা হচ্ছে।

৩৩, অর্থাৎ নিশ্চয়ই বন্দেগী, ইখলাস ও নিষ্ঠার পথ সোজা আমার নিকট পর্যন্ত পৌঁছায়। আমার সরল-সোজা পথ, যাতে হেরফের কিছু নেই, সে তো কেবল এই যে, যে বান্দা বন্দেগী ও ইখলাসের পথ অবলম্বন করবে, সেই অভিশপ্ত শয়তানের আধিপত্য হতে নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি সে মালঊনের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, সে তার সংগে জাহান্নামে গিয়ে পৌঁছবে।

কোনও কোনও তাফসীরবিদ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ-কে ধমক ও শাসানির অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ রে অভিশপ্ত! মানুষকে সরল পথ হতে বিচ্যুত করে পালাবে কোথায়? কোন্ সে পথ, যা আমার দিকে পৌঁছে না? সুতরাং আমার শাস্তি থেকে পালিয়ে কোথায় যেতে পারবে? এ হিসাবে বাক্যটি এরূপ হবে, যেমন বলা হয়ে থাকে- اِفْعَلْ مَاشِئْتَ فطريْقكَ عَلَيَّ 'তোমার যা ইচ্ছা কর। তোমার গন্তব্য পথ তো আমারই দিকে।' কুরআন মাজীদে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ 'তোমার প্রতিপালক সতর্ক দৃষ্টি রাখেন' (৮৯ : ১৪)।

৩৪. অর্থাৎ নিশ্চয়ই মনোনীত বান্দাদের উপর, যাদের কথা উপরে বলা হল, তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না। বা কোনও বান্দার উপরই তোমার জোর চলবে না। বাকি যে নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে স্বীয় মূর্খতা ও অজ্ঞানতাবশত তোমার পেছনে ছুটে চলবে, সে তো স্বেচ্ছায়ই ধ্বংস হল, যেমন পূর্বে খোদ শয়তানের উক্তি বিধৃত হয়েছে- وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ 'আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না। আমি কেবল তোমাদেরকে ডাক দিয়েছিলাম এবং তোমরা আমার সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলে' (১৪ : ২২)।

৩৫. অর্থাৎ তোমার ও তোমার সাথীদের জন্য কারাগার প্রস্তুত রয়েছে। তোমাদের সকলকে সে ঘাঁটিতে পৌঁছানো হবে।

(٤٤) لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ○

(٤٥) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○

(٤٦) اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ○

(٤٧) وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ○

৪৪. তার সাতটি দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দরজার জন্য আছে তাদের মধ্য হতে এক একটি বন্টিত দল।[৩৬]
৪৫. মুত্তাকীরা তো উদ্যান ও ফোয়ারায় থাকবে।[৩৭]
৪৬. বলা হবে, তোমরা এতে প্রবেশ কর নিরাপত্তার সাথে, নির্ভয়ে।[৩৮]
৪৭. তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল আমি তা বের করে দিয়েছি।[৩৯] তারা সামনা-সামনি আসনে উপবিষ্ট হয়ে ভাই ভাই হয়ে গেছে।[৪০]

জাহান্নামের সাত দরজা

৩৬. প্রাচীন যুগের উলামায়ে কিরামের মধ্যে অনেকে سبعة ابواب 'সাত দরজা' দ্বারা জাহান্নামের উপর-নীচ সাতটি স্তর বুঝিয়েছেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা.) তার নাম বলেছেন নিম্নরূপ ঃ

১. জাহান্নাম, ২. সা'ঈর, ৩. লাজা, ৪. হুতাম, ৫. সাকার, ৬। জাহীম, ৭. হাবিয়া। জাহান্নাম শব্দটি যেমন এর বিশেষ একটি স্তরকে বুঝায়, তেমনি সবগুলোর উপরও শব্দটি প্রযুক্ত হয়। কারও মতে, এর দ্বারা সাতটি দরজাই বুঝানো হয়েছে। পৃথক ভাবে জাহান্নামীরা তা দিয়ে প্রবেশ করবে।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, পুণ্যবানদের জন্য যেমন জান্নাতের পৃথক পৃথক আটটি দরজা আছে, তেমনি পাপিষ্ঠদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের সাতটি দরজা, যা তাদের জন্য পৃথক ভাবে বন্টিত। জান্নাতের দরজা একটি বেশী হওয়ার কারণ এই হয়ে থাকবে যে, কিছু তাওহীদপন্থী আমল ব্যতীত কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমেই জান্নাতে যাবে। বাকি আমলের ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীর দরজা সমসংখ্যক।

৩৭. যারা কুফ্র, শির্ক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে, তারা পর্যায় অনুযায়ী জান্নাতের উদ্যানে বাস করবে, যেখানে নহর ও নির্ঝর প্রবাহিত থাকবে। শয়তানের অনুসারীদের পর এটা হল একনিষ্ঠ বান্দাদের পরিণাম সম্পর্কিত বর্ণনা।

৩৮. অর্থাৎ এখন যেমন সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ ও দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত ও নিরাপদ, তেমনি ভবিষ্যতে আর কোনদিন কোনও রকমের চিন্তা ও দুর্ভাবনা এবং ভয়-ভীতি তোমাদের স্পর্শ করবে না।

৩৯. অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করার পর জান্নাতীদের পরস্পরের মধ্যে অতীতের কোন মনোমালিন্য বাকি থাকবে না। বিলকুল পাক-সাফ করে তাদেরকে সেখানে

(৪৮) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ۝

(৪৯) نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

(৫০) وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۝

৪৮. সেখানে তাদের কোন কষ্ট হবে না এবং তাদেরকে কেউ সেখান থেকে বেরও করবে না।[৪১]

৪৯. আমার বান্দাদেরকে সংবাদ দাও যে, আমিই প্রকৃত ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।

৫০. এবং এও যে, আমার শাস্তি–সে তো মর্মন্তুদ শাস্তি।[৪২]

প্রবেশ করানো হবে। সেখানে একের প্রতি অন্যের কোন হিংসা থাকবে না। ভাই ভাই হয়ে পরম ভালবাসার সংগে তারা সেখানে বাস করবে। প্রত্যেকেই অন্যকে দেখে পরমানন্দ ও তৃপ্তি বোধ করবে। সূরা আ'রাফে অষ্টম পারার শেষ রুকূ'তেও এর কিছুটা বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

৪০. অর্থাৎ সম্মান ও মহা মর্যাদার আসনে সামনা-সামনি বসে কথাবার্তা বলবে। সাক্ষাত ইত্যাদির সময় তাদের বৈঠকগুলো এমন হবে না, যাতে কেউ সামনে, কেউ পেছনে পড়ে যায়।

৪১. হাদীছে আছে যে, জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবে, এখন তোমরা এভাবে থাক যে, চিরদিন সুস্থ থাকবে, রোগ-ব্যাধি তোমাদেরকে কখনও কষ্ট দেবে না। হামেশা জীবিত থাকবে, আর কখনও তোমাদের মৃত্যু আসবে না, সদা স্বস্তির সাথে অবস্থান করতে থাক–কোনও দিন আর এখান থেকে সফরের ঝক্কি পোহাতে হবে না।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সকলেরই জন্য অবারিত, কেউ বঞ্চিত হলে নিজ দোষেই হয়।

৪২. পাপিষ্ঠ ও মুত্তাকীদের পৃথক পৃথক পরিণাম বর্ণনা করার পর বলা হচ্ছে যে, প্রত্যেক অবস্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলার কোনও না কোনও গুণ ও শানের প্রকাশ ঘটে। সন্দেহ নেই, আল্লাহ্ তা'আলা মূলত নিজের সমুদয় সৃষ্টির উপরই অনুগ্রহ করতে চান। আর যা-কিছু অনুগ্রহ, তা তো প্রকৃতপক্ষে তাঁরই। তামাম বিশ্বের অনুগ্রহ তাঁর অনুগ্রহের প্রতিবিম্ব মাত্র। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায়-অনাচার ও দুষ্কৃতি দ্বারা নিজের প্রতি অনুগ্রহের দুয়ার রুদ্ধ করে ফেলে, তার জন্য আল্লাহ্‌র শাস্তিও এমন কঠিন যে, তা প্রতিহত করার কোনই উপায় নেই। সা'দী (র.) কী সুন্দর বলেছেন,

بتہدید گر برکشد تیغ حکم * بما نند کرو بیاں صم بکم

وگر در دہد یك صلائے کرم * عزازیل گوید نصیبے برم

(৫১) وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ○

(৫২) إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَـٰمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ○

(৫৩) قَالُوا۟ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍ ○

৫১. এবং তাদেরকে শোনাও ইবরাহীমের অতিথিদের বৃত্তান্ত।[৪৩]

৫২. যখন তারা তার ঘরে প্রবেশ করল ও বলল, সালাম। সে বলল, তোমাদের দেখে আমরা আতংক বোধ করছি।[৪৪]

৫৩. তারা বলল, ভয় করো না, আমরা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক জ্ঞানবান সন্তানের।[৪৫]

'যদি ধমকের সাথে আদেশের তরবারি হাঁকেন, নিকটতম ফেরেশতারাও হয়ে যায় মূক ও বধির। আর যদি ঘোষণা দেন পুরস্কারের, তখন আযাযীল বলে ওঠে আমিও পাব একটি ভাগ।'

সামনে একটি ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, যার মাঝে ফেরেশতা প্রেরণের কথা বলা হয়েছে। এ ফেরেশতাগণই এক জায়গায় সুসংবাদ নিয়ে যায়, আবার অন্যত্র করে পাথর বর্ষণ। এ দিয়ে বুঝানো উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্র উভয় গুণ (রহমত ও গযব) পরিপূর্ণ। সুতরাং বান্দারা যেন স্পর্ধিতও না হয়ে ওঠে, আবার নিরাশও না হয়।

ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে অতিথিরূপী ফেরেশতাদের আগমন ও সন্তানের সুসংবাদ দান।

৪৩. ফেরেশতাগণকে মেহমান বলার কারণ এই যে, ইবরাহীম (আ.) প্রথমে তাদেরকে মেহমানই মনে করেছিলেন। পরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তারা ফেরেশতা।

৪৪. অন্যত্র বলা হয়েছে واوجس منهم خيفة অর্থাৎ 'অন্তরে শংকা গোপন রাখল' (৫১ ঃ ২৮)। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে যে, প্রথম দিকে ভয় গোপন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হননি, মুখে প্রকাশ করে ফেলেছেন। কিংবা বলা হবে, গোপন করার চেষ্টা সত্ত্বেও ভয়ের ছাপ তাঁর চেহারায় এতই পরিষ্কার ছিল, যেন তিনি মুখেই বলছিলেন, আমরা তোমাদের দেখে শংকা বোধ করছি। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ভয় কিসের ছিল? এ সম্পর্কে সূরা হূদ-এ বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য। তাছাড়া, এ ঘটনার অন্যান্য অংশগুলোরও যে ব্যাখ্যা সেখানে দেওয়া হয়েছে, তা একবার দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

৪৫. অর্থাৎ অহেতুক ভয় পাবেন না। এখন তো আনন্দের সময়। এই বুড়ো বয়সে আমরা আপনাকে সন্তানলাভের সুসংবাদ দিচ্ছি। আর সে কি যেমন– তেমন সন্তান? অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও অতি বড় আলিম পুত্র সে। নবূওয়াতী জ্ঞান দিয়ে তাকে

(٥٤) قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ۝

(٥٥) قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ۝

৫৪. সে বলল, তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমার বার্ধক্য এসে গেছে? সুতরাং তোমরা আমাকে কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ?[৪৬]

৫৫. তারা বলল, আমরা তোমাকে সত্য সুসংবাদ দিয়েছি। সুতরাং তুমি নিরাশদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

সে মহান পদমর্যাদায় ভূষিত করা হবে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ 'আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছে ইসহাকের, সে সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী' (৩৭ ঃ ১১২)।

সুসংবাদ শুনে ইবরাহীম (আ.)-এর বিস্ময় প্রকাশ ও তার তাৎপর্য

৪৬. যেহেতু আশাতীত ও অসাধারণভাবে সুসংবাদ পেলেন, তখন নিজ বার্ধক্যাবস্থা দৃষ্টে তা কিছুটা আশ্চর্যজনক মনে হল। এটা মানব স্বভাবের ধর্ম যে, মানুষ যখন আকস্মিক ও অস্বাভাবিকভাবে আশাতীত কোন আনন্দদায়ক সংবাদ লাভ করে, তখন বিশ্বাস সত্ত্বেও সে সম্পর্কে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করে ও তার বাকভঙ্গি থেকে বিস্ময় ঝরে পড়ে, যাতে সংবাদদাতা জোরালোভাবে ও আরও স্পষ্ট ভাষায় সে খোশখবরের পুনরাবৃত্তি করে এবং এভাবে তাতে কোনও রকমের ভুল বোঝাবুঝি বা অন্য রকম ব্যাখ্যার অবকাশ না থাকে। যেন বিস্ময় প্রকাশ দ্বারা সুসংবাদকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার ও পরিপক্ব করানো এবং পুনর্বার শোনার তাজা স্বাদ ও পুলক লাভ করাই উদ্দেশ্য। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিস্ময় প্রকাশ ছিল এ ধারারই। ইবন কাছীর বিষয়টিকে এভাবে প্রকাশ করেন, قال متعجبا من كبره وكبر زوجته ومتحققا للوعد فاجابوه مؤكدين لمابشروه به تحقيقا وبشارة بعد بشارة 'হযরত ইবরাহীম (আ.) এ কথা বলেছিলেন তাঁর নিজের ও স্ত্রীর বার্ধক্যের কারণে বিস্মিত হয়ে। এবং ওয়াদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করানোও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং তাঁরা তাঁকে যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তার সত্যতা প্রতিপন্ন ও সে সুসংবাদকে আবার নতুন করে প্রদান করার জন্য জোরদার ভাষায় উত্তর দিলেন।'

ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি দ্বারা বাহ্য দৃষ্টিতে হতাশার ধারণা সৃষ্টি হতে পারত, যা মহিমান্বিত বুযুর্গানে দীন বিশেষত নবীগণের শানের পরিপন্থী, তাই ফেরেশতাগণ- فلا تكن من القانطين বলে সে দিকে সতর্ক করেছেন।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, বুঝা গেল, কামেল ব্যক্তিবর্গও (কোনও না কোনও পর্যায়ে) বাহ্য আসবাব-উপকরণের প্রতি লক্ষ্য করেন।

(٥٦) قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ○

(٥٧) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ○

(٥٨) قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ○

(٥٩) اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(٦٠) اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ

৫৬. সে বলল, পথভ্রষ্ট ছাড়া আর কে স্বীয় রব্বের রহমত হতে নিরাশ হতে পারে?[৪৭]
৫৭. সে বলল, তারপর তোমাদের মূল উদ্দেশ্য কী, হে আল্লাহ্‌র প্রেরিতগণ?[৪৮]
৫৮. তারা বলল, আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়ে এসেছি।
৫৯. তবে লূতের পরিবারবর্গ—আমরা তাদের সকলকে রক্ষা করব।
৬০. কিন্তু তার স্ত্রী ছাড়া। আমরা স্থির করেছি সে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[৪৯]

রহমত হতে হতাশ হওয়া কুফরী

৪৭. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে হতাশ তো সাধারণ মুসলিমও হতে পারে না, সেখানে কোথায় আল্লাহ্‌র নবী-রাসূলগণ। নাঊযুবিল্লাহ্, হতাশার কোন প্রশ্নই তাঁদের ক্ষেত্রে আসে না। নিছক স্বাভাবিক আসবাব-উপকরণ ও স্বীয় বার্ধক্য হেতু একটা বিষয় আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে আর তারই উপর আমি বিস্ময় প্রকাশ করেছি যে, আল্লাহ্‌র কী কুদরত! এই বুড়ো কালে আমার সন্তান লাভ হবে।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, আযাব হতে নিঃশঙ্ক হওয়া ও অনুগ্রহ হতে হতাশ হওয়া উভয়ই কুফর। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কী হবে না হবে তা আল্লাহ্ই জানেন। কোনও বিষয়ে প্রত্যয়ের সংগে এই দাবী করা যে, এটা হতেই পারে না—এটাই কুফর। বাকি মনের খেয়াল ও কল্পনার কারণে কোন ধরপাকড় নেই। তবে মুখে দাবী করলে সেটাই গুনাহ্।

৪৮. অর্থাৎ এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্যই কি তোমাদের পাঠানো হয়েছে, না কি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে, যা সাধনে আদিষ্ট হয়ে তোমরা এসেছ? খুব সম্ভব ইবরাহীম (আ.) কোন আলামত দেখে বুঝেছিলেন যে, তাদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু। হতে পারে তাদেরকে দেখে তাঁর মনে যে ভীতি সঞ্চার হয়েছিল, তাতেই তিনি অনুমান করেছিলেন যে, কেবল সুসংবাদবাহীকে দেখে মনে ভয় লাগবে কেন? নিশ্চয়ই তাদের সংগে ভীতিকর কোন ব্যাপারও জাড়ানো থাকবে।

৪৯. অর্থাৎ সে বাকি কাফিরদের সাথে আযাবে পতিত হবে।

(٦١) فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِۨ الْمُرْسَلُوْنَ ۝
(٦٢) قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝
(٦٣) قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝

৬১. তারপর যখন সেই প্রেরিতগণ লূতের বাড়ী পৌঁছল।
৬২. সে বলল, তোমরা তো অপরিচিত লোক।[৫০]
৬৩. তারা বলল, না, বরং আমরা তোমার কাছে সেই জিনিস নিয়ে এসেছি, যে সম্বন্ধে তারা ঝগড়া করত।[৫১]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ দৃশ্যত قدرنا انها لمن الغابرين কথাটি ফেরেশতাদের, যারা আযাব নিয়ে এসেছিলেন। তখন যেহেতু তারা তাকদীরের ফয়সালা কার্যকর করার জন্য সরকারী দায়িত্ব পালন করতে এসেছিলেন, তাই প্রতিনিধি হিসাবে تقدير 'স্থির করা'-এর কাজকে নিজেদের সংগে সম্পৃক্ত করেছেন। তবে এটা আল্লাহ্ তা'আলার কথাও হতে পারে। তখন আর কোন প্রশ্ন থাকে না।

ফেরেশতাদের প্রতি লূত (আ.)-এর উক্তি ও তার ব্যাখ্যা

৫০. হযরত লূত (আ.) হয়ত বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তোমাদেরকে আমার অস্বাভাবিক লোক বলে মনে হচ্ছে। যাদের দেখে অযথাই মনে খটকা লাগে। এ খটকা হয়ত ঠিক সেই রকমের হবে যেমন ইবরাহীম (আ.)-এর মনে সৃষ্টি হয়েছিল। কিংবা তাঁর বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা তো এদেশে নবাগত। এখানকার লোকের চরিত্রহীনতা তোমাদের জানা নেই। সাবধান থেক, তারা তোমাদের সংগে আবার কী আচরণ করে বসে। অথবা তিনি একথা সেই সময় বলেছিলেন, যখন শহরের লোক ফেরেশতাদেরকে সুদর্শন কিশোর মনে করে তাঁর ঘরে চড়াও হয়েছিল। লূত (আ.) তাদেরকে মেহমান মনে করে সাধ্য অনুযায়ী রক্ষা করার চেষ্টা চালান, এমন কি এক সময় দুঃখ করে বলে ওঠেন- لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ 'হায়! তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম' (১১ ঃ ৮০)। তখন তিনি সঙ্কটে পড়ে ও ঘাবড়ে গিয়ে মেহমানদের বললেন, তোমরা তো আজব মানুষ মনে হচ্ছে। আমি তোমাদের ইয্যত রক্ষার জন্য রক্ত পানি করছি, অথচ তোমরা আমাকে সহযোগিতা করার জন্য একটু হাতও নাড়ছ না!

ফেরেশতাদের জওয়াব

৫১. অর্থাৎ ঘাবড়াবেন না। আমরা মানুষ নই। আমরা তো আসমান থেকে সেই জিনিস নিয়ে এসেছি, যে সম্বন্ধে এরা আপনার সংগে বিবাদ করত। অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক শাস্তি, যে সম্পর্কে আপনি সতর্ক করতেন এবং তারা অস্বীকার করত।

(٦٤) وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

(٦٥) فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ○

(٦٦) وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ○

৬৪. এবং আমরা তোমার কাছে নিয়ে এসেছি পরিপক্ক বিষয় আর আমরা সত্য বলছি।[৫২]

৬৫. সুতরাং তুমি পরিবারবর্গকে নিয়ে কিছু রাত থাকতে বের হয়ে পড় এবং তুমি তাদের পেছনে চলো। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়।[৫৩] যেখানে তোমাদের আদেশ করা হচ্ছে, সেখানে তোমরা চলে যেও।[৫৪]

৬৬. এবং আমি তার জন্য এ কথা স্থির করে দিয়েছি যে, প্রভাত হওয়া মাত্র তাদের মূলোচ্ছেদ করা হবে।[৫৫]

---

৫২. অর্থাৎ এখন আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। এটা বিলকুল পরিপক্ক ও অটল বিষয়, যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যার অবকাশ নেই।

৫৩. অর্থাৎ রাত কিছু অবশিষ্ট থাকতে পরিবারের লোকজন নিয়ে জনপদ থেকে বের হয়ে পড়ুন এবং আপনি সবার পেছনে থাকুন। যাতে কেউ থেকে গেল কি না বা মাঝপথ থেকে ফিরে গেল কি না, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এ অবস্থায় আপনার মন ভাবনামুক্ত থাকবে এবং প্রশান্ত চিত্তে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও শুক্‌রে মশগুল থেকে সংগীদের দেখাশোনা করতে পারবেন। তা ছাড়া আপনি পেছনে থাকলে সামনের লোকদের মনে ভয় থাকবে না। ফলে তারা পেছনে ফিরে তাকাবে না। এভাবে ولايلتفت منكم احد (তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনে ফিরে না দেখে)-এ নির্দেশও পুরোপুরি পালন করা সম্ভব হবে। যাতে আপনার লোক বিপজ্জনক স্থান থেকে দূরে থাকতে পারবে। আপনাকে তারা বাহ্য পৃষ্ঠপোষক মনে করবে।

৫৪. অর্থাৎ শাম দেশে বা অন্য কোন নিরাপদ স্থানে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারিত করে থাকবেন।

৫৫. অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমি লূত (আ.)-কে আমার চরম সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেই যে, শাস্তি কিছু দূরে নয়। এই প্রভাত হওয়া মাত্রই এ সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। এর অর্থ সম্ভবত এই যে, ভোর হওয়া মাত্র আযাব শুরু হয়ে যাবে এবং সূর্যোদয়কালীন সময়ের ভেতর তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে খতম করে দেওয়া হবে। কেননা, অন্যত্র مصبحين -এর স্থলে مشرقين শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ সূর্যোদয়কালীন সময়।

(٦٧) وَجَاۤءَ اَهۡلُ الۡمَدِیۡنَۃِ یَسۡتَبۡشِرُوۡنَ ○

(٦٨) قَالَ اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ ضَیۡفِیۡ فَلَا تَفۡضَحُوۡنِ ○

(٦٩) وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخۡزُوۡنِ ○

(٧٠) قَالُوۡۤا اَوَلَمۡ نَنۡهَكَ عَنِ الۡعٰلَمِیۡنَ ○

৬৭. নগরবাসী উল্লাস করতে করতে এসে পৌঁছল।[৫৬]

৬৮. সে বলল, এরা আমার অতিথি। সুতরাং আমাকে হেয় করো না।[৫৭]

৬৯. এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আমার ইয্‌যত নষ্ট করো না।[৫৮]

৭০. তারা বলল, আমরা কি তোমাকে জগতের সাহায্য করতে নিষেধ করিনি।[৫৯]

ফেরেশতাদের দেখে কওমের দৌরাত্ম্য ও লূত (আ.)-এর বিচলতা

৫৬. অর্থাৎ তারা লূতের বাড়ীতে ক'জন রূপবান কিশোর মেহমান হয়ে এসেছে শুনে নিজেদের কদর্য স্বভাবের কারণে ভীষণ খুশী হল এবং মহা উল্লাসে দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁর বাড়ী এসে উপস্থিত হল। তারা লূত (আ.)-এর কাছে দাবী করল যে, তাদেরকে আমাদের হাতে ন্যস্ত কর।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ وَجَاۤءَ اَهۡلُ الۡمَدِیۡنَۃِ-এর 'وَ' অব্যয়টি কেবলই সংযোজনের অর্থে ব্যবহৃত। এখানে ঘটনার ধারাবাহিকতা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। সূরা হূদ ও সূরা আ'রাফে এ ঘটনা চলে গেছে। টীকাসহ সেখানে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

৫৭. কেননা অতিথির অবমাননা খোদ মেযবানেরই অবমাননা।

৫৮. অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় করে এই অশ্লীল কাজ হতে নিবৃত্ত হও। বিদেশী মেহমানদের দুঃখ দিও না। আর যাই হোক, আমি তো তোমাদেরই মধ্যে বাস করি। আমার মান-সম্মানের প্রতি কিছুটা হলেও তোমাদের লক্ষ্য করা উচিত। মেহমানরা যখন বুঝবে এ জনপদে একজন লোকও আমার সম্মান করে না, কেউ আমার কথা শোনে না, বল, তখন তাদের দৃষ্টিতে আমি কেমন হেয় হয়ে যাব।

৫৯. অর্থাৎ আমরা তোমাকে বেইয্‌যত করছি না। তুমি নিজেই নিজের ইয্‌যত নষ্ট করছ। আমরা তোমাকে আগেই নিষেধ করেছি। কোন বহিরাগতকে আশ্রয় দিও না এবং নিজ মেহমান বানিও না। বিদেশী লোকের সাথে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার আমরা করব। এ ব্যাপারে আমরা স্বাধীন। তারপরও তোমার কি ঠেকা পড়ল এই উঠতি যুবকগুলোকে নিজ বাড়ীতে জায়গা দিয়ে অহেতুক লাঞ্ছিত হলে? এতদ্‌দ্বারা অনুমান করা যায়, তারা বিদেশী মুসাফিরদের সাথে হামেশাই এরূপ অশ্লীল আচরণ করে থাকবে এবং লূত (আ.) সাধ্য অনুযায়ী সে অসহায় পথিকদের সাহায্য এবং উক্ত হতভাগাদেরকে তাদের ঘৃণ্য আচরণ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে থাকবেন।

(৭১) قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝

(৭২) لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

(৭৩) فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ۝

৭১. সে বলল, এই আমার কন্যাগণ উপস্থিত– একান্ত যদি তোমরা কিছু করতেই চাও।[৬০]

৭২. কসম তোমার জীবনের, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত।[৬১]

৭৩. এরপর সূর্যোদয়কালে তাদেরকে বিকট শব্দ এসে পাকড়াও করল।[৬২]

---

৬০. অর্থাৎ সত্য বটে, তোমরা আমাকে বিদেশী লোকদের সাহায্য করতে নিষেধ করেছ, কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা, এই নিষেধ করার কারণ কী? এই নয় কি যে, আমি তোমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ ও কুরুচিপূর্ণ কামাচারের পথে বাধা দিতে চাই? তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর, যৌন চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ ক্ষেত্র কি তোমাদের সামনে উপস্থিত নেই যে, এরূপ ন্যক্কারজনক হারাম কাজে লিপ্ত হচ্ছ? তোমাদের স্ত্রীগণ (যারা আমার কন্যাতুল্য) তো তোমাদের ঘরেই রয়েছে। তোমরা যদি আমার কথা শোন ও কামেচ্ছা পূরণের বৈধ ও যুক্তিসংগত পন্থা অবলম্বন কর, তবে তোমাদের চাহিদা পূরণের জন্য তারাই যথেষ্ট। এ কী আপদ যে, হালাল ও উপাদেয় জিনিস ছেড়ে হারামের নোংরা-পাঁক গায়ে মাখাচ্ছ?

কুরআনে মহানবী (সা.)-এর প্রাণের কসম

৬১. দৃশ্যত এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমার প্রাণের কসম, লূতের সম্প্রদায় ঔদাসীন্য ও উন্মাদনার নেশায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা স্পর্ধা ভরে লূত (আ.)-এর উপদেশ, বরং পীড়াপীড়িকে উপেক্ষা করে যাচ্ছিল। তারা ছিল আপন শক্তি মদে মত্ত। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা তাদের মন-মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিকৃত করে দিয়েছিল। তারা বড় নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ্র নবীর সংগে বিতর্ক করছিল। জানত না আসছে ভোরে তাদের কী দশা ঘটতে যাচ্ছে। তাদের মাথার উপর ধ্বংসের ক্ষণ পাক খাচ্ছিল। তারা তো লূতের কথায় হাসাহাসি করছিল, কিন্তু তাদের দেখে মৃত্যু হাসছিল ক্রূর হাসি।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত কোন প্রাণ সৃষ্টি করেননি। তাঁর প্রিয় প্রাণ ছাড়া আর কারুর প্রাণের শপথ তিনি করেছেন বলে আমি শুনিনি। কুরআন মাজীদে যে সব কসমের উল্লেখ আছে, সে সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ্ অন্যত্র কিঞ্চিত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

CamScanner

(৭৪) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ○

(৭৫) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ○

(৭৬) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ○

৭৪. এরপর সে জনপদকে আমি করে দিলাম উপর-নীচ এবং তার উপর কংকরের পাথর বর্ষণ করলাম।[৬৩]

৭৫. নিশ্চয়ই এর মাঝে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।[৬৪]

৭৬. আর সে জনপদ অবস্থিত সরল পথের উপর।[৬৫]

---

৬২. এ সম্পর্কে একটু পূর্বেই আয়াত دابر هؤلاء مقطوع مصبحين -এর টীকায় আলোচনা করা হয়েছে। ইবন জুরায়জ (র.) বলেন, যে কোনও আযাব, যা দিয়ে কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়, তাকে صيحة ও صاعقة বলা হয়।

৬৩. সূরা হূদ প্রভৃতিতে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

মু'মিনের অন্তর্দৃষ্টি

৬৪. متوسم বলা হয় মূলত সেই ব্যক্তিকে, যে বাহ্য কিছু লক্ষণ ও আলামত দেখে ফিরাসাত বা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা কোনও গোপন বিষয়ের সন্ধান লাভ করতে পারে। হাদীছে আছে, اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله 'ম'মিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় কর। কারণ, সে আল্লাহ্ প্রদত্ত আলোকে দেখে থাকে।' কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, ويتوفيق الله 'এবং সে দেখে আল্লাহ্‌র তাওফীক দ্বারা'। 'কাশফ' ও 'ফিরাসাত'-এর মধ্যে আমীর আবদুল্লাহ্ খানের মতানুসারে সম্ভবত এতটুকুই পার্থক্য, যতটুকু পার্থক্য টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের মধ্যে।

যা হোক, আয়াতের মর্ম এই যে, যারা চিন্তা ও অনুসন্ধান করে, তাদের জন্য লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনার মাঝে শিক্ষা গ্রহণের বহু নিদর্শন বিদ্যমান। এ থেকে মানুষ ইচ্ছা করলে বুঝতে পারে অন্যায়-ঔদ্ধত্যের পরিণাম কী? আল্লাহ্‌র মহাশক্তির সামনে সবধরনের শক্তি তুচ্ছ। তার লাঠিতে শব্দ নেই। তার প্রদত্ত অবকাশ পেয়ে মানুষের দর্পিত হওয়া এবং নবীগণের সাথে শত্রুতা পোষণ হঠকারী আচরণ করা উচিত নয়। অন্যথায় এমনই পরিণাম ঘটবে ইত্যাদি।

৬৫. মক্কা হতে শাম যাওয়ার পথে সে উলটানো জনপদটির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 'তোমরা তাদের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে গমন কর ভোর বেলায় এবং সন্ধ্যায়, তার পরেও কি তোমরা বোঝ না? (৩৭ : ১৩৭-১৩৮)।

(৭৭) اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝

(৭৮) وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَیْكَةِ لَظٰلِمِیْنَ ۝

(৭৯) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِیْنٍ ۝

(৮০) وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِیْنَ ۝

(৮১) وَاٰتَیْنٰهُمْ اٰیٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِیْنَ ۝

৭৭. নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।[৬৬]
৭৮. এবং নিশ্চয়ই বনের অধিবাসীরা অপরাধী ছিল।[৬৭]
৭৯. সুতরাং আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। আর এ জনপদ দুটো মুক্ত পথের উপর অবস্থিত।[৬৮]
৮০. নিশ্চয়ই হিজরবাসিগণ রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।[৬৯]
৮১. আমি তাদেরকে স্বীয় নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।[৭০]

---

৬৬. অর্থাৎ সে ধ্বংসাবশেষ দেখে বিশেষভাবে মু'মিনগণ শিক্ষা লাভ করে। কেননা, তারাই বোঝে যে, সে জাতির অশ্লীল কাজ-কর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এসব জনপদ উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। মু'মিন ছাড়া অন্যরা এসব দেখে মনে করতে পারে যে, এগুলো কোন আকস্মিক ঘটনা বা প্রাকৃতিক কারণাদিরই পরিণাম।

বনের অধিবাসী ও হযরত শু'আয়ব (আ.)-এর সম্প্রদায়

৬৭. বনের অধিবাসী বলতে শু'আয়ব (আ.)-এর সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। তারা 'মাদয়ান' শহরে বাস করত। পার্শ্বে গাছ-গাছালির বন ছিল। কিছু লোক সে বনেও বাস করত। কেউ বলেন, আয়কা বা 'বনবাসী' ও 'মাদয়ানবাসী' পৃথক দু'টি সম্প্রদায়। হযরত শু'আয়ব (আ.) উভয়ের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। শির্ক, পৌত্তলিকতা, লুট-তরায, ওযনে কম দেওয়া, প্রতারণা ইত্যাদি ছিল তাদের চরিত্র। সূরা হূদ ও সূরা আ'রাফে তাদের কাহিনী বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

৬৮. অর্থাৎ হিজায ও শামের যে পথে লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের জনপদ অবস্থিত ছিল। সেখান থেকে একটু নীচে নেমেই শু'আয়ব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের বসতি। উভয় জাতির ধ্বংসাবশেষ পথিকদের চোখে পড়ে।

৬৯. 'হিজরবাসী' বলতে ছামূদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। এটা মদীনা হতে উত্তর দিকে অবস্থিত। হযরত সালিহ (আ.) তাদের কাছে প্রেরিত হন। এক নবীকে অস্বীকার করা সব নবীকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

৭০. অর্থাৎ উট্‌নী, যাকে পাথর থেকে বের করা হয়েছিল এবং এ ছাড়াও অন্যান্য মু'জিযা।

(৮২) وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ۝

(৮৩) فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ۝

(৮৪) فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

(৮৫) وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۝

৮২. তারা নিশ্চিন্তে পাহাড়ে ঘর খোদাই করত।[৭১]

৮৩. তারপর প্রভাতকালে তাদেরকে পাকড়াও করল বিকট শব্দ।

৮৪. তখন আর কোন উপকারে আসল না তারা যা উপার্জন করেছিল।[৭২]

৮৫. আমি আসমান, য়মীন ও এ দুইয়ের মধ্যে যা-কিছু আছে, তা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি। কিয়ামত অবশ্যই আসবে। সুতরাং তুমি উত্তমরূপে উপেক্ষা করে।[৭৩]

---

৭১. অর্থাৎ পার্থিব জীবনে দর্পিত হয়ে অহংকার প্রদর্শনকল্পে পাহাড় কেটে কেটে জাঁকালো প্রাসাদ নির্মাণ করত। যেন এখান থেকে কখনও বিদায় নিতে হবে না। এও মনে করে থাকবে যে, এরূপ মযবূত ও সুরক্ষিত ইমারতে বিপদাপদ আসবে কোত্থেকে?

অতীত ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ

৭২. অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ, সুরক্ষিত ইমারত, দৈহিক শক্তি ও অন্যান্য উপায়-উপকরণের কোনটিই আল্লাহ্‌র আযাব প্রতিহত করতে পারে না। ছামূদ সম্প্রদায়ের ঘটনাও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছে আছে, তাবূক যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন হিজর উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি মাথা ঢেকে নেন, সওয়ারীর গতি বাড়িয়ে দেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে আদেশ দেন যে, শাস্তিপ্রাপ্ত জাতির বসতিতে (আল্লাহ্‌র ভয়ে) ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ কর আর কান্না না আসলে অন্তত কান্নার ভান কর, পাছে যে আযাব তাদের উপর পতিত হয়েছিল তা তোমাদের উপরও পতিত হয়। এভাবে প্রিয়নবী (সা.) মুসলিমদের শিক্ষা দিলেন যে, এ ধরনের জায়গায় গেলে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে কম্পিত হওয়া উচিত। কেবল আনন্দ ভ্রমণই যেন না হয়।

৭৩. হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, বিগত জাতিসমূহের বৃত্তান্ত শুনিয়ে বলা হচ্ছে যে, এ বিশ্ব-চরাচর এমনিই পড়ে নেই। মাথার উপর এক নিয়ন্ত্রক রয়েছেন। তিনি সবকিছুর প্রতিকারকর্তা। আসল ও চূড়ান্ত প্রতিকার তো কিয়ামতে। কাফিরদেরকে

(৮৬) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝

(৮৭) وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ۝

৮৬. তোমার প্রতিপালকই তো স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ।[৭৪]

৮৭. আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াতের ওযীফা এবং মহান কুরআন।[৭৫]

উপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। যখন আল্লাহ্র আদেশ পৌঁছে দেওয়া হল, তাবলীগ ও প্রচার কার্যের দায়িত্ব আদায় হয়ে গেল। কিন্তু তথাপি কাফিররা যিদের উপরই ঠায় বসে থাকল। তখন আদেশ হল, বেশী ঝগড়া-বিবাদ করে লাভ নেই, এখন ওয়াদার প্রতীক্ষায় থাক। তাদের উৎপীড়নে ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে যাও। মুখে অভিযোগের কোন হরফ উচ্চারণ করো না। দেখ, কখন আল্লাহ্র ফয়সালা এসে পৌঁছে।

৭৪. তিনি তোমার ধৈর্য ও তাদের উৎপীড়ন সবই জানেন। প্রত্যেককে তার কর্ম অনুযায়ী বদলা দেবেন। এ আয়াতে মা'আদ বা পরকালকে প্রমাণিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যিনি একবার সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করা মুশকিল কিসের? যে জিনিসের অংশসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, তার প্রত্যেকটি অংশের খবর তাঁর আছে। তা যেখানেই থাকুক, তিনি ঠিকই একত্র করে ফেলবেন। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۔

'যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তাকে বলেন হও, ফলে তা হয়ে যায়' (৩৬ : ৮১-৮২)।

سبع مثانى -এর ব্যাখ্যা

৭৫. হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, অর্থাৎ তোমাকে যে বিরাট নিআমত দেওয়া হয়েছে তা দেখ, কাফিরদের হঠকারিতায় ক্রুদ্ধ হয়ো না।

سبع مثانى -এর ব্যাখ্যায় মত-পার্থক্য রয়েছে। বিশুদ্ধ ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত এটাই যে, এর দ্বারা সূরা ফাতিহার সাত আয়াত বুঝানো হয়েছে, যা সালাতের প্রতি রাক'আতে পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং যা ওযীফা স্বরূপ বার বার পড়া হয়।

হাদীছে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত, ইনজীল, যাবূর কোন কিতাবেই এর মত কোন সূরা নাযিল করেননি। অনেকগুলো সহীহ্ হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, নবী করীম (সা.) সূরা ফাতিহা সম্পর্কে বলেন, এটাই سبع مثانى ও মহা কুরআন, যা আমাকে দেওয়া হয়েছে। এই ছোট্ট সূরাটিকে قران عظيم (মহা কুরআন) বলা হয়েছে এর মাহাত্ম্যের দিকে লক্ষ্য করে।

(৮৮) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ○

(৮৯) وَقُلْ إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ○

৮৮. আমি তাদের কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্য যা দিয়েছি।[৭৬] সেসব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না এবং তাদের জন্য দুঃখ করো না। আর মু'মিনদের জন্য স্বীয় ডানা ঝুঁকিয়ে দাও।[৭৭]

৮৯. বল, আমিই তো সুস্পষ্ট সতর্ককারী।[৭৮]

এ সূরাকে 'উম্মুল-কুরআন'-ও বলা হয় এই হিসাবে যে, এটা যেন এক সংক্ষিপ্ত মূল পাঠ, যার ব্যাখ্যা হচ্ছে সমগ্র কুরআন। কুরআনের যাবতীয় জ্ঞান ও মর্মের সংক্ষিপ্ত নমুনা এই এক সূরার মধ্যে বিদ্যমান আছে। এমনিতে مثانى শব্দটি কোন কোন দিকে লক্ষ্য করে পুরা কুরআনের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে- اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ 'আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব, যা সুসমঞ্জস এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় (مثانى)। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, এতে তাদের দেহ রোমাঞ্চিত হয়' (৩৯ ঃ ২৩)। বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য করলে অন্যান্য সূরাকেও مثانى বলা যেতে পারে, কিন্তু এ স্থলে سبع مثانى ও قران عظيم বলে এই সূরা (ফাতিহা)-কেই বুঝানো হয়েছে।

বিধর্মীদের বিত্ত-বৈভবের প্রতি না তাকানোর নির্দেশ

৭৬. অর্থাৎ মুশরিক, ইয়াহূদী, খৃস্টান এবং আল্লাহ্-রাসূলের অপরাপর দুশমনকে দুনিয়ার দু'দিনের জীবনের যে মালসামগ্রী দিয়েছি সেদিকে তাকিও না যে, এই অভিশপ্তদেরকে এত বিত্ত-সম্পদ কেন দেওয়া হয়েছে? এর দ্বারাই তো এদের অন্যায় অপকর্ম এত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব যদি মুসলিমদের হাতে থাকত, তবে ভাল পথে খরচ হত। ওদেরকে কিছুদিন মজা লুটতে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তো কুরআন দিয়েছেন, যে মহা দৌলতের সামনে সব দৌলতই তুচ্ছ।

হাদীছে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে কুরআন দিয়েছেন, সে যদি কারও অন্য কোন নিআমত দেখে আফসোস করে, তবে সে কুরআনের মূল্য বুঝল না।

৭৭. এই দুঃখ করবেন না যে, তারা ইসলাম কেন গ্রহণ করছে না। আপনি প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে থাকুন। বিরুদ্ধবাদীদের পেছনে নিজেকে অত বেশী চিন্তায় ফেলবেন না। আপনার সহানুভূতি ও সহমর্মিতার উপযুক্ত তো মু'মিনগণ। তাদের সংগে স্নেহ-মমতা ও বিনয়-কোমলতার আচরণ বজায় রাখুন।

৭৮. অর্থাৎ কেউ মানুক না মানুক আমি আল্লাহ্‌র পয়গাম পরিষ্কারভাবে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি এবং অস্বীকৃতি ও অন্যায়-অনাচারের পরিণাম সম্পর্কেও সতর্কিত করছি স্পষ্ট ভাষায়।

CS CamScanner

(৯০) كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ۝

(৯১) الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ۝

৯০. যেমন আমি নাযিল করেছি সেই বিভক্তকারীদের প্রতি।
৯১. যারা কুরআনকে করেছে খণ্ড খণ্ড।[৭৯]

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, মন ঘুরিয়ে দেওয়া আপনার কাজ নয়। এটা আল্লাহ্‌র দ্বারাই সম্ভব। কেউ ঈমান না আনলে তার জন্য আপনি দুঃখিত হবেন না।

কুরআনকে ভাগ-বাটোয়ারা ও আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা

৭৯. এ আয়াতের কয়েক রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ বলেন- مقتسمين (বন্টনকারী) দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়ের ইয়াহূদী, খৃস্টান প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে, যারা কুরআনকে ভাগ-বাটোয়ারা করে ফেলেছিল। তাদের কথা ছিল, কুরআনের যে বক্তব্য তাদের মনগড়া আকীদা-বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি ও তাদের খেয়াল-খুশীর সংগে সংগতিপূর্ণ হয় তা মান, আর যা তার পরিপন্থী হয়, তা মেন না। এ হিসাবে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, আমি তোমাকে سبع مثانى ও قران عظيم দিয়ে পাঠিয়েছি, যেমন তাদের প্রতিও পূর্বে কিতাব নাযিল করেছিলাম। আপনার প্রতি কিতাব বা ওহী নাযিল করাটা অভিনব কোন ব্যাপার নয় যে, তা অস্বীকার করা হবে।

কেউ কেউ مقتسمين দ্বারা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে বুঝিয়ে কুরআন শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ। অর্থাৎ তারা নিজেদের কিতাবকে বিকৃত করে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে।

কেউ বলেন, এর দ্বারা মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে, যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপচ্ছলে কুরআনকে ভাগ-বাটোয়ারা করত। যখন সূরাসমূহের নাম শুনত তখন পরিহাস করে বলত বাকারা বা মায়িদা আমি নেব, আর আনকাবূত তোকে দেব। তারা আরও এক ভাবে কুরআন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার বিভক্তি করেছিল। কেউ তাকে কাব্য বলত, কেউ ভাগ্য গণনার বিষয়। কারও দৃষ্টিতে কুরআন জাদু, কারও দৃষ্টিতে পাগলের প্রলাপ। আবার কেউ পূর্ববর্তীদের উপকথাও সাব্যস্ত করত। তাদেরকে সাবধান করে বলছেন, আমি সকলকেই আযাব সম্পর্কে সতর্ককারী। পরিহাসকারীদের উপর অবশ্যই শাস্তি আপতিত হবে। এ হিসাবে যার সংঘটন অবশ্যম্ভাবী এবং যা আসন্ন সেই ভবিতব্যকে অতীত ধরে নিয়ে انزلنا ক্রিয়াটিকে অতীতবাচক ব্যবহার করা হয়েছে।

ইব্‌ন কাছীর (র.) مقتسمين অর্থ করেছেন শপথকারী। অর্থাৎ অতীতের যেসব জাতি নবীগণের প্রতি অবিশ্বাস ও শত্রুতা পোষণের হলফ করে নিয়েছিল, যারা মিথ্যা কথার উপর কসম করত, যারা আসমানী কিতাবসমূহকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছিল,

(৯২) فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○
(৯৩) عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○
(৯৪) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○
(৯৫) اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ○
(৯৬) الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

৯২. সুতরাং তোমার রব্বের কসম, আমি তাদের সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করবই।
৯৩. যা-কিছু তারা করত সে সম্বন্ধে।[৮০]
৯৪. সুতরাং তুমি স্পষ্টভাবে শুনিয়ে দাও যে আদেশ তোমাকে করা হয়েছে এবং মুশরিকদের পরোয়া করো না।[৮১]
৯৫. তোমার পক্ষ হতে বিদ্রূপকারীদের জন্য আমিই যথেষ্ট।[৮২]
৯৬. যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যের বন্দেগী স্থির করে। সুতরাং শীঘ্রই জানতে পারবে।[৮৩]

তাদের উপর আমি যেমন আযাব নাযিল করেছিলাম, তদ্রূপ শাস্তি সম্পর্কে 'এই প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী' তোমাদেরকে সতর্ক করেন। ইব্‌ন কাছীর (র.) مقتسمين -এর অর্থের সমর্থনে নিম্নের আয়াতগুলো পেশ করেছেন- تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ 'তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ কর, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব' (২৭ ঃ ৪৯)। وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ 'তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না' (১৬ ঃ ৩৮)। اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ 'তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই' (১৪ ঃ ৪৪)। اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ 'এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না'? (৭ ঃ ৪৯)

৮০. অর্থাৎ কার ইবাদত করেছিলে? নবীর সংগে কীরূপ ব্যবহার করেছিলে? লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুকে মাননি কেন? এ কালিমার হক কেন আদায় করনি? কে জানে এরকম আরও কত প্রশ্ন হবে?

৮১. অর্থাৎ বলতে ত্রুটি করো না। আল্লাহ্‌র পয়গাম সুস্পষ্টরূপে খুলে প্রচার কর। এই মুশরিকরা তোমার কিছু বিগড়াতে পারবে না।

৮২. অর্থাৎ ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী যত আছে, আমি দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সকলকেই দেখে নেব। তুমি নিশ্চিন্তে-নির্ভয়ে প্রচারকার্য চালিয়ে যাও। তারা তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

৮৩. অর্থাৎ রাসূলের সংগে পরিহাস করা ও আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করা উভয় কাজের পরিণাম তারা দেখতে পাবে।

(৯৭) وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۝

(৯৮) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝

(৯৯) اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۝

৯৭. আমি জানি তাদের কথায় তোমার অন্তর সংকুচিত হয়।

৯৮. সুতরাং তুমি তোমার রব্বের গুণাবলী স্মরণ কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।[৮৪]

৯৯. এবং স্বীয় রব্বের বন্দেগী করতে থাক তোমার কাছে নিশ্চিত বিষয়ের আগমন পর্যন্ত।[৮৫]

---

৮৪. অর্থাৎ তাদের যিদ ও গোয়ার্তুমিতে যদি অন্তর সংকুচিত হয়, তবে তাদের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে একান্ত মনে আল্লাহ্র তাসবীহ্ ও স্তুতিবাদে মশগুল থাকুন। আল্লাহ্র যিকির, সালাত, সিজদা ও ইবাদত-বন্দেগী এমন জিনিস যার তাছীরে অন্তর প্রশান্ত ও প্রফুল্ল হয়। দুঃখ-চিন্তার অবসান ঘটে। এজন্যই নবী করীম (সা.)-এর অভ্যাস ছিল— যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তার ব্যাপার এসে পড়ত, তখন তিনি দ্রুত সালাতে মশগুল হতেন।

ইয়াকীন না আসা পর্যন্ত ইবাদত করে যাওয়ার ব্যাখ্যা

৮৫. ইয়াকীন (নিশ্চিত বিষয়) অর্থ মৃত্যু। কুরআন মাজীদে অন্যত্র শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, যথা- وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتّٰى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ 'আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত' (৭৪ ঃ ৪৬-৪৭)

জনৈক মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেন, اما هو فقد جاءه اليقين وانى لارجو له الخير 'তার কাছে তো নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ মৃত্যু এসে গেছে। আমি তার জন্য মঙ্গলের আশাবাদী।' পূর্বসূরী মনীষীবর্গের অধিকাংশই এ আয়াতে 'ইয়াকীন' শব্দকে মৃত্যু অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র ইবাদতে লেগে থাকুন। اندریں راہ میتراش ومیخراش تادم آخر دے فارغ مباش

এ পথে নিজেকে সর্বদা শংকিত ও বিচলিত রাখ মৃত্যু পর্যন্ত কখনও যেন গাফিল না হও।

মরমী মনীষীদের মধ্যে অনেকে যে এ স্থলে 'ইয়াকীন'-কে 'আত্মিক এক অবস্থার' অর্থে গ্রহণ করেছেন, তার ব্যাখ্যা রূহু'ল-মা'আনী গ্রন্থে করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

সূরা নাহ্ল

১২৮ আয়াত, ১৬ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ॥

(১) اَتٰۤی اَمۡرُ اللّٰهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوۡهُ ؕ سُبۡحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ ۝

১. আল্লাহ্‌র আদেশ এসে গেছে। সুতরাং তার জন্য ব্যস্ত হয়ো না।[১] তিনি পবিত্র এবং তারা যে শরীক স্থির করে, তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে।[২]

---

১. অর্থাৎ নবী কারীম (সা.)-এর জামাআত জয়ী ও বিরুদ্ধবাদীরা পরাস্ত-পদদলিত হবে, যাদেরকে দুনিয়ায় মুসলিম মুজাহিদদের হাতে এবং আখিরাতে সরাসরি মহা-বিচারকের দরবারে শির্‌ক ও কুফরের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্‌র এই হুকুম বাস্তবায়িত হওয়ার সময় নিকটে এসে পৌঁছেছে। তা ছাড়া, কিয়ামতের ক্ষণও দূরে নয়। যার আগমন নিশ্চিত, তাকে আগতই মনে করা উচিত। কাজেই অত ব্যস্ততা দেখানো কেন?

কাফিররা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অস্বীকৃতির ছলে বলত, তোমরা যেই আযাব বা কিয়ামত আসার ওয়াদা করছ, তা শীঘ্র কেন আসছে না? তাদেরকে হু'শিয়ার করা হচ্ছে যে, তোমরা এসব বললেই তা টলে যাবে না। বরং তা নিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবীরূপে শীঘ্রই আপতিত হবে। যতটুকু দেরী হচ্ছে, তা এক হিসাবে তোমাদের জন্য ভাল। অসম্ভব কি, এই অবকাশে কেউ কেউ সংশোধন ও তওবার তাওফীক লাভ করবে। ইরশাদ হচ্ছে- وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ 'তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদি নির্ধারিত কাল না থাকত, তবে শাস্তি তাদের উপর আসত (২৯ : ৫৩)। অন্যত্র আছে, يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ 'যারা এটা বিশ্বাস করে না, তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী, তারা একে ভয় করে এবং জানে, এটা সত্য' (৪২ : ১৮)।

২. অর্থাৎ সত্যের জয় ও শির্‌কের কারণে শাস্তিপ্রাপ্তি যখন নিশ্চিত, তখন তাওহীদের পথ অবলম্বন কর এবং শির্‌কী ভাবধারা পরিহার করে চল। তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত কর, তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্‌র আদেশ টলাতে পারে না এবং পারে না আল্লাহ্‌র আযাব প্রতিহত করতে।

CS CamScanner

(২) يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ۝

(৩) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

২. তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা[৩] স্বীয় আদেশক্রমে ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন[৪] রহস্য দিয়ে,[৫] এই মর্মে যে, হুঁশিয়ার করে দাও আমি ছাড়া আর কারও বন্দেগী নেই। সুতরাং আমাকে ভয় কর।[৬]

৩. তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি ঊর্ধ্বে তাদের শরীক করা থেকে।[৭]

---

৩. আর সেসব বান্দা হচ্ছেন নবী-রাসূলগণ, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হিকমত অনুযায়ী সমস্ত মাখলূকের মধ্য হতে পরিপূর্ণ ইখতিয়ারক্রমে বাছাই করে নেন। ইরশাদ হয়েছে- اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ 'আল্লাহ্ রিসালাতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন, তা তিনিই ভাল জানেন' (৬ঃ ১২৪)। অন্যত্র اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ 'আল্লাহ্ ফেরেশতাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও' (২২ ঃ ৭৫)।

৪. অর্থাৎ ফেরেশতা জাতির মধ্য হতে কতককে, যেমন হযরত জিবরাঈল (আ.) অথবা ওহীর প্রহরী। যাদের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে- فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا 'আল্লাহ্ রাসূলের সম্মুখে ও পেছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন' (৭২ ঃ ২৭)।

ওহীকে রূহ বলার তাৎপর্য

৫. এখানে 'রূহ' দ্বারা 'ওয়াহী' বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্র পক্ষ হতে নবীগণের কাছে অলক্ষ্য পথে এক রহস্যস্বরূপ এসে থাকে। সুতরাং অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ 'তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ' (৪০ ঃ ১৫)। এক জায়গায় কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا 'এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ্ তথা আমার নির্দেশ' (৪২ ঃ ৫২)। কুরআন বা ওহীকে 'রূহ' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করার মাঝে এই ইংগিত রয়েছে যে, রূহ্ ফুঁকার দ্বারা যেমন দেহের মাঝে বাহ্যিক জীবন সঞ্চার হয়, তেমনি অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির ব্যাধিতে যে আত্মার মৃত্যু ঘটে, তা ওয়াহীর রূহ্ পেয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

৬. অর্থাৎ তাওহীদের তালীম, শিরক খণ্ডন ও তাকওয়ার প্রতি ডাক-এটা ছিল সর্বকালে সকল নবীর অবিসংবাদিত লক্ষ্য, অভিন্ন মিশন। যেন তাওহীদ প্রমাণের জন্য এ হল বর্ণনা-নির্ভর প্রমাণ। সামনে যুক্তিগত দলীল দেওয়া হচ্ছে।

CamScanner

(٤) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○

৪. মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক বিন্দু থেকে, অমনি সে হয়ে গেল বিতণ্ডাকারী, বাগ্মী।[৮]

তাওহীদের পক্ষে যুক্তি

.৭. অর্থাৎ যমীন ও আসমানের বিধি-ব্যবস্থা তিনি এত সুষ্ঠু ও সঠিক বানিয়েছেন, যা দেখে বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না যে, নিখিল সৃষ্টির রজ্জু একই মালিক-মুখতারের হাতে থাকা অনিবার্য। সৃষ্টির বাগডোর যদি কয়েকজন স্বাধীন স্রষ্টার হাতে থাকত, তবে এ বিধি-ব্যবস্থা ও নিয়ম-শৃংখলা এতকাল যাবত প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারত না কখনই। আপসের মধ্যে কলহ্ অবশ্যই লেগে যেত। বরং একাধিক স্বাধীন খোদার পারস্পরিক সংঘাত আদপে এই বিশ্বজগতকে অস্তিত্বমানই হতে দিত না। ইরশাদ হয়েছে- لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا 'যদি আল্লাহ্ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত' (২১ ঃ ২২)। বরং اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ 'তা হলে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত' (২৩ ঃ ৯১)।

আত্ম-দর্শন ও কুদরতের সবক

৮. অর্থাৎ ঊর্ধ্ব ও অধঃজগতের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার পর তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা যদি নিজ সৃষ্টির মাঝে লক্ষ্য কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলার বিস্ময়কর শিল্প-কৌশল ও কুদরতের সবক লাভ করতে পারবে। তোমাদের মূল কী ছিল? একটি প্রাণহীন বিন্দু। তাতে না ছিল ইচ্ছা-অনুভূতি ও নড়াচড়ার শক্তি, না ছিল কথা বলার যোগ্যতা বা কোন বিষয়ে বাক-বিতণ্ডা করে নিজের হক জিতে নেওয়া কিংবা অন্যের উপর জয়ী হওয়ার ক্ষমতা। কিন্তু দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা সেই তুচ্ছ বিন্দু কিসের থেকে কী বানিয়ে দিলেন। কী অপরূপ আকৃতি তাতে দান করলেন। কত উন্নত শক্তি ও গুণাবলী তাতে চড়িয়ে দিলেন। এক হরফ বলার শক্তি যার ছিল না, সে এখন কী সুন্দর বক্তৃতা দেওয়া শুরু করে দিল। এতটুকু বোধ-বুদ্ধি যার ছিল না, সে এখন কথায় কথায় কেমন ঝগড়া-বিবাদ ও হুজ্জত-হাংগামা সৃষ্টি করে চলল! এমন কি অনেক সময় সৃষ্টিকে ছেড়ে স্বয়ং স্রষ্টার বিরুদ্ধে হাত-পা ঠুকে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। এটাও মনে রাখল না যে, আমার মূলে কী ছিল এবং কিভাবে এ শক্তি হল। ইরশাদ হয়েছে-

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ-

(৫) وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝

(৬) وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝

(৭) وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ
رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

৫. এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু, যার মধ্যে আছে শীত নিবারক এবং আরও বহু উপকার এবং কতক তোমরা আহার কর।[৯]

৬. এবং এতে তোমাদের সম্মান রয়েছে, যখন সন্ধ্যায় চারণভূমি হতে ফিরিয়ে আন এবং যখন চরাতে নিয়ে যাও।[১০]

৭. তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় সেই নগর পর্যন্ত, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর কষ্ট ছাড়া পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক বড়ই দয়ালু, দয়াময়।[১১]

'মানুষ কি দেখে না, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে। অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে, যখন তা পচে- গলে যাবে? বল, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনি, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত' (৩৬ ঃ ৭৭-৭৯)।

চতুষ্পদ জন্তুর উপকারিতা

৯. অর্থাৎ উট, গরু, ভেড়া, ছাগল তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি। এর মধ্যে কতকের পশম দিয়ে কম্বল, ডেরা, তাঁবু ও নানা ধরনের শীতের কাপড় তৈরি কর। তা ছাড়া কোনটির দুধ পান করা হয়। কোনটি চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত হয়। ঘি-মাখন ইত্যাদির রকমারি খাবার এরই বদৌলতে পেয়ে থাক। এর চামড়া দিয়ে কত রকম দামী ও উৎকৃষ্ট আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। যেসব পশুর গোশতে বিশেষ কোন শারীরিক বা চারিত্রিক ক্ষতি নেই, তার গোশত খাওয়া হয়। এরই দ্বারা কত গরীবের জীবিকার ব্যবস্থা হয়। অন্যান্য যে সব খাবার আমরা খাই, তার উৎপাদনেও এসব পশু কতই না কাজে আসে।

১০. গবাদি পশু যখন গোয়ালে বাঁধা থাকে বা মাঠে চোখের আড়াল থাকে, তখন নিআমতের অতটা পরিষ্কার প্রদর্শনী হয় না। হাঁ, যখন চরানোর জন্য বের করা হয় বা সন্ধ্যায় ঘাস-পানিতে উদরপূর্তি করে ফিরে আসে, তখন একটা দেখার মত দৃশ্য ও জৌলুস ফুটে ওঠে। মালিক নিজেও দেখে আনন্দিত হয় এবং অন্যরাও বলে, আল্লাহ্ অমুক জমিদারকে কত ধন-দওলত দিয়েছেন।

(৮) وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

(৯) وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ط وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ ع

৮. এবং ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা তার উপর সওয়ার হও এবং তোমাদের শোভার জন্য।[১২] এবং তিনি সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জান না।[১৩]

৯. এবং সরল পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছায়। কিছু পথ বাঁকাও আছে।[১৪] তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে সোজা পথ দিতে পারেন।[১৫]

---

১১. অর্থাৎ মালপত্র ছাড়া একাই যেখানে পৌঁছতে তোমাদের প্রাণান্ত হয়ে যেত, সেখানে এসব জন্তু তোমাদেরকে ভারী ভারী বোঝাসহ পৌঁছিয়ে দেয়। এটা আল্লাহ্ তা'আলার কত বড় দয়া ও অনুগ্রহ যে, এসব পশুকে তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এগুলো কাজে লাগানোর অনুমতি দিয়েছেন এবং এদের মাধ্যমে কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজকে সহজ করে দিয়েছেন! ইরশাদ হয়েছে–

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ -

'তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্টবস্তুদের মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি আন'আম এবং তারাই এগুলোর অধিকারী এবং আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলোর কতক তাদের বাহন ও কতক তারা আহার করে। তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবু কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না? (৩৬ ঃ৭১-৭৩)।

১২. অর্থাৎ আরোহণ কর এবং ইয্যত ও জৌলুস প্রকাশ পায়। আরবে গাধায় আরোহণ দোষণীয় নয়। সেখানকার গাধা খুবই মূল্যবান, সুন্দর ও দ্রুতগামী হয়ে থাকে। এমনও কিছু গাধা আছে, যার সামনে ঘোড়াও দাঁড়াতে পারে না। এক রসজ্ঞ ভারতীয় সুন্দর বলেছিলেন– আরবে গাধা নয় 'হিমার' পাওয়া যায়।

১৩. অর্থাৎ উপরে যে জীব-জন্তুর উল্লেখ করা হল, তা ছাড়াও তোমাদের উপকারার্থে এমন জিনিস সৃষ্টি করছেন ও করবেন, এক্ষণে যার খবরও তোমাদের নেই। কিয়ামত পর্যন্ত যত রকম বাহন উদ্ভাবিত হবে, তাও এর মধ্যে এসে গেছে।

১৪. পূর্বে বলা হয়েছিল, তোমরা জীব-জন্তুর পিঠে আরোহণ কর এবং তা তোমাদেরকে মালপত্র সহ দুর্গম-দুস্তর পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়। এ তো হল দৈহিক ও বাহ্য সফরের অবস্থা। এরই প্রসংগে এবার আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় পথপরিক্রমার অবতারণা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যেমন ভূমিজ পথ পাড়ি দিয়ে

(১০) هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّکُمۡ مِّنۡهُ شَرَابٌ وَّمِنۡهُ شَجَرٌ فِیۡهِ تُسِیۡمُوۡنَ ○

(১১) یُنۡۢبِتُ لَکُمۡ بِهِ الزَّرۡعَ وَ الزَّیۡتُوۡنَ وَ النَّخِیۡلَ وَ الۡاَعۡنَابَ وَمِنۡ کُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیَةً لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ ○

১০. তিনিই আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছেন। তা থেকে তোমরা পান কর এবং তা থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশু চরাও।[১৬]

১১. সে পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যায়তূন, খেজুর, আংগুর এবং সব ধরনের ফল। নিশ্চয়ই এর মাঝে নিদর্শন আছে সেইসব লোকের জন্য, যারা চিন্তা করে।[১৭]

গন্তব্যস্থলে পৌঁছ, ঠিক সেভাবে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার সরল পথও অবারিত রয়েছে। যার বোধশক্তি সরল হবে, সে উপরিউক্ত দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাদির মাঝে চিন্তা করে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও মহিমা এবং সার্বভৌম শক্তির উপর ঈমান আনবে। সে তাওহীদ ও তাকওয়ার সরল পথে চলে সোজা আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কিন্তু যার বোধ-বুদ্ধি সরল নয়, সোজা পথে চলার নসীব তার কী করে হবে? সে তো সর্বদা খেয়াল-খুশী ও কু-প্রবৃত্তির আঁকা-বাঁকা গলি-খুঁজতে পড়ে দিশাহারা থাকবে। ইরশাদ হচ্ছে- وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِیۡ مُسۡتَقِیۡمًا فَاتَّبِعُوۡهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمۡ عَنۡ سَبِیۡلِهٖ 'এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে' (৬ঃ ১৫৩)।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ কিছু অপারগ ছিলেন না। সমগ্র বিশ্বকে একই পথে পরিচালিত করার শক্তি তাঁর ছিল। কিন্তু সকলকে অভিন্ন পন্থা অবলম্বনে বাধ্য করাটা তাঁর হিকমতের চাহিদা ছিল না। পূর্বে একাধিক জায়গায় এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ পানি পান করার উপযুক্ত বানিয়ে দেন। আর এই পানি হতেই বৃক্ষ, ঘাস ইত্যাদি উদ্ভিদ উদগত করেন, যাতে তোমরা তোমাদের জীব-জন্তু চরিয়ে থাক।

১৭. অর্থাৎ একই পানি দ্বারা নানা রকম ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেন, যেগুলো আকার-আকৃতি, স্বাদ, বর্ণ-গন্ধ ইত্যাদিতে একটি হতে অন্যটি সম্পূর্ণ আলাদা। এর মাঝে চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ্‌র অপার কুদরত ও বিস্ময়কর কারিগরির নিদর্শন রয়েছে যে, একই মাটি, একই পানি এবং একই আলো-বাতাসের দ্বারা কত বিচিত্র রকমের ফল-ফুল উৎপন্ন হচ্ছে।

(١٢)وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ
بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝
(١٣)وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ
يَّذَّكَّرُوْنَ ۝
(١٤)وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ
فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

১২. এবং তোমাদের সেবায় নিযুক্ত করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে। তারকারাজি তাঁর নির্দেশে কার্যরত।[১৮] নিশ্চয়ই এতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন আছে।
১৩. এবং রঙ-বেরঙের যে সব জিনিস তোমাদের জন্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন,[১৯] সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে সেইসব লোকের জন্য, যারা চিন্তা করে।
১৪. তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা গোশত খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলংকার। এবং তুমি তাতে পানি বিদীর্ণ করে নৌকা চলতে দেখছ[২০] এবং যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান কর এবং যাতে অনুগ্রহ স্বীকার কর।[২১]

রাতদিন ও চন্দ্রসূর্যের মাঝে কুদরতের নিদর্শন ও মানুষের কল্যাণ

১৮. রাত ও দিন একাধারে একটির পর আরেকটি চলে আসছে, যাতে দুনিয়ার কাজ-কর্ম চলতে পারে এবং মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। অনুরূপ চন্দ্র-সূর্য একটি সুশৃংখল নিয়মের অধীনে উদিত-অস্তমিত হতে থাকে। দিন-রাতের আবর্তন এবং চাঁদ-সুরুজের উদয়-অস্তের সাথে মানুষের অসংখ্য উপকার নিহিত। বরং চিন্তা করলে দেখা যাবে এগুলো ব্যতিরেকে মানুষের জীবন চলাই অসম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বলে চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীকে অতি সাধারণ শ্রমিকের মত আমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। বিন্দুমাত্র অবহেলা করা বা অবাধ্য হওয়ার সাধ্য তাদের নেই। কিন্তু রাত-দিন ও চাঁদ-সুরুজের সংগে আমাদের কাজ-কর্ম যেহেতু সুস্পষ্টরূপে সম্পৃক্ত এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের সংগে আমাদের কল্যাণ ও উপকারিতার সম্পর্ক অতটা পরিষ্কার নয়, সম্ভবত এ জন্যই সেগুলোর কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৯. অর্থাৎ যেই মহান, পবিত্র সত্তা নভোমণ্ডলীয় বস্তুরাজিকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন, তিনিই তোমাদের কল্যাণার্থে পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের মাখলূক সৃষ্টি

(١٥) وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

১৫. তিনি যমীনের উপর স্থাপিত করেছেন ভারী পাহাড় যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে ঝুঁকে না পড়ে[২২] এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন নদী-নালা[২৩] ও পথ, যাতে তোমরা চলাচল করতে পার।[২৪]

করেছেন, যা আকার-আকৃতি, স্বাদ এবং বর্ণ ও ধর্মে একটি অন্যটি হতে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাণী, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং মৌলিক ও যৌগিক যাবতীয় বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত।

সমুদ্রের মাঝে মানুষের কল্যাণ ও কুদরতের নিদর্শন

২০. অর্থাৎ এরূপ উত্তাল ও ভয়াল সমুদ্রকেও তোমাদের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন, যার সামনে দুর্বল মানষের কোন কিছুই ক্ষমতা নেই। তোমরা নির্দ্বিধায় তার থেকে মাছ শিকার করে অত্যন্ত সুস্বাদু ও তাজা গোশত খেয়ে থাক। কোন কোন জায়গা থেকে মণিমুক্তা আহরণ করে মূল্যবান অলংকার তৈরী কর। তাকিয়ে দেখ সাগরের তরংগমালার দিকে, যার সামনে বড় বড় জাহাজ খড়-কুটার মতই তুচ্ছ নয় কি? কিন্তু ক্ষুদ্র এক নৌকা কিভাবে সে পর্বত-প্রমাণ ঢেউ চিরে চিরে সামনে চলতে থাকে! এটা আল্লাহ্‌র কুদরতের এক নমুনা যে, তিনি মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন এবং এমন জিনিস তৈরী করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, যা দিয়ে বলতে গেলে অকূল পাথার তোমাদের পদানত।

২১. অর্থাৎ জলযানে করে বাণিজ্যিক মালামাল এক দেশ হতে অন্য দেশে, এক মহাদেশ হতে অন্য মহাদেশে নিয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বিপুল ধন-সম্পদ উপার্জন করবে আর আল্লাহ্‌র কৃপা স্বীকার করে তাঁর নিআমতের কৃতজ্ঞতা আদায়ে যত্নবান থাকবে।

পাহাড় সৃষ্টির তাৎপর্য

২২. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে ভারী পাহাড় স্থাপিত করেছেন, যাতে পৃথিবী টলমল করতে করতে তোমাদেরসহ বসে না পড়ে। বর্ণিত আছে যে, সৃষ্টির সূচনাকালে পৃথিবী টলমলে অবস্থায় কাঁপছিল। আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড় সৃষ্টি করে সে কম্পন বন্ধ করে দেন। আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে, পাহাড়ের অস্তিত্ব ভূমিকম্পের আধিক্যের জন্য একটি বড় প্রতিরোধক।

পৃথিবী স্থির কি গতিশীল এ সম্বন্ধে যে মতভেদ তার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের সাথে এ আয়াতের কোন সম্বন্ধ নেই। কেননা, পাহাড় দ্বারা যে নড়াচড়া বন্ধ করা হয়েছে, তা সেই অবিরাম ঘূর্ণনের নড়াচড়া নয়, যে সম্বন্ধে মতবিরোধ রয়েছে।

(১৬) وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجۡمِ هُمۡ یَهۡتَدُوۡنَ ۝

(১৭) اَفَمَنۡ یَّخۡلُقُ كَمَنۡ لَّا یَخۡلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوۡنَ ۝

(১৮) وَاِنۡ تَعُدُّوۡا نِعۡمَةَ اللّٰهِ لَا تُحۡصُوۡهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ۝

১৬. এবং তিনি বহু চিহ্ন নির্দিষ্ট করেছেন[২৫] আর নক্ষত্র দ্বারা মানুষ পথ নির্ণয় করে।[২৬]

১৭. তবে কি যে সৃষ্টি করে সে তার মত, যে কিছুই সৃষ্টি করে না? তোমরা কি চিন্তা কর না?[২৭]

১৮. এবং তোমরা যদি আল্লাহ্‌র নিআমত গণনা কর,[২৮] তবে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৯]

---

২৩. অর্থাৎ নদ-নদীর উৎস যদিও পাহাড়, কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশে তা কত মাঠ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে শত-সহস্র মাইল দূর-দূরান্তের সেইসব জনপদে গিয়ে পৌঁছে, যার উপজীবিকাকে তার পানির সংগে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

২৪. অর্থাৎ যাতে এক দেশ হতে অন্য দেশে পৌঁছুতে পার।

২৫. অর্থাৎ পাহাড়, নির্ঝর, বৃক্ষ, টিলা ইত্যাদি নানা রকমের চিহ্ন ঠিক করে দিয়েছেন, যা দিয়ে পথযাত্রীরা সঠিক পথের দিশা লাভ করতে পারে। আমি নিজেও কতক বেদুঈনকে দেখেছি মাটির ঘ্রাণ নিয়ে গন্তব্য পথ নির্ণয় করে।

২৬. অর্থাৎ রাতের বেলা জল-স্থলের সফরকালে কিছু কিছু নক্ষত্র দ্বারা দিক নির্ণয় করা হয়। কম্পাস দিয়ে যে দিক নির্ণয় করা হয়, পরোক্ষভাবে তারও সম্পর্ক নক্ষত্রের সাথে।

২৭. অর্থাৎ চিন্তা করা উচিত এটা কত বড় আহমকী, যে জিনিস একটা মশার পাখা, মাছির ঠ্যাং, বরং একটি যবের দানা কিংবা বালুর কণা পর্যন্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়, তাকে মা'বূদ ও প্রার্থনাস্থল সাব্যস্ত করে আল্লাহ্‌ তা'আলার সমকক্ষ করে দেওয়া হচ্ছে, যিনি উপরিউক্ত বিশালাকার ও বিস্ময়কর সৃষ্টিরাজির অস্তিত্বদাতা এবং তাদের সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার নিয়ন্তা। একদিকে এই ধৃষ্টতা দেখ, অন্যদিকে লক্ষ্য কর আল্লাহ্‌র নিআমতরাজি। আসলে মানুষ বেজায় অকৃতজ্ঞ!

২৮. অর্থাৎ উপরে যেসব নিআমতের বর্ণনা দেওয়া হল, সে তো সমুদ্রের মধ্য থেকে বিন্দুমাত্র। আল্লাহ্‌র নিআমত এত সীমাহীন যে তোমরা কোনভাবেই গুণে শেষ করতে পারবে না।

২৯. অর্থাৎ এ অগণিত নিআমতের শুক্‌র পুরোপুরি কিভাবে আদায় হতে পারে? সুতরাং শুক্‌র আদায়ে যে ত্রুটি থেকে যায়, তা আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা করে দেন এবং এতটুকু শুকরিয়াতেই অনেক পুরস্কার দান করেন। কিংবা এর অর্থ এই যে, নিআমতের

(১৯) وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝

(২০) وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝

(২১) اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝

১৯. এবং আল্লাহ্ জানেন, যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর।[৩০]

২০. তারা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।[৩১]

২১. তারা মৃত, যাতে প্রাণ নেই[৩২] এবং তারা জানে না কবে উত্থিত হবে।[৩৩]

অকৃতজ্ঞতা করার পর যে ব্যক্তি তওবা করে কৃতজ্ঞ বনে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীতের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং ভবিষ্যতের জন্য খুলে দেন রহমতের দুয়ার। এমন কি অকৃতজ্ঞতার অবস্থায়ও স্বীয় অনুগ্রহধারা হতে তাকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করেন না। বরং পার্থিব জীবনে তার প্রতি হাযারও রকমের নিআমত বর্ষিত হতে থাকে।

৩০. আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় অবস্থা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তিনি খুব ভাল করেই জানেন কে তার নিআমতের কতটুকু মনে-প্রাণে এবং কতটুকু অংগে-প্রত্যঙ্গে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়। আর কার ভেতর বাহির নিআমতের হক আদায়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। কিংবা তিনি জানেন, উপরিউক্ত নিদর্শনাদি ও নিআমতসমূহের বর্ণনা শুনে কে খাঁটি মনে তাঁর প্রতি ঈমান আনে এবং কে এমন যে, দলীল-প্রমাণে লা জওয়াব হওয়ার পরও সত্য কবূল করে না। আল্লাহ্র জ্ঞানে যার যে অবস্থা, সে অনুযায়ীই তার সংগে ব্যবহার হবে।

৩১. আল্লাহ্ তো সেই সত্তা, যার আযীমুশ-শান ও অসীম অনুগ্রহরাজির কথা উপরে বর্ণিত হল। এবার মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা লক্ষ্য করা যাক, তারা এরূপ সর্বজ্ঞানী ও সর্বস্রষ্টা আল্লাহ্র শরীক স্থির করে এমন সব জিনিসকে– যারা একটি খড়-কুটাও সৃষ্টি করতে পারে না, বরং খোদ তাদেরই অস্তিত্ব আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া।

দেব-দেবীসহ অপরাপর উপাস্যের হাকীকত

৩২. অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ ছাড়া আর যাদের উপাসনা করে, সবই মৃত (প্রাণহীন), তা স্থায়ী মৃত হোক, যেমন প্রতিমা, বা বর্তমানকার যেমন মৃত বুযুর্গগণ, যাদের পূজা করা হয়ে থাকে, কিংবা হোক শেষ পরিণতি দৃষ্টে মৃত, যেমন হযরত মাসীহ্, রূহুল-কুদ্স ও ফেরেশতা, যাদের পূজা কোন কোন দল করত। বরং জিন্ন ও শয়তানও এর শামিল। অনেক বিকৃত-স্বভাব লোক এদেরও পূজা করত। এদের সকলের উপরই এক সময় মৃত্যু আসবে। যার অস্তিত্ব অন্যের প্রদত্ত এবং যে কোনও সময় তা কেড়ে নেওয়া হতে পারে, তাকে কী করে ইলাহ্ বলা যেতে পারে? কী করে তা ইবাদতের উপযুক্ত হতে পারে?

(٢٢) اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

(٢٣) لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ○

(٢٤) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّا ذَاۤ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

২২. তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ। সুতরাং আখিরাতের জীবনে যার বিশ্বাস নেই, তাদের অন্তর স্বীকার করে না, আর তারা অহংকারী।[৩৪]

২৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন যা-কিছু তারা গোপন করে ও যা কিছু প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীদের ভালবাসেন না।[৩৫]

২৪. যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের রব্ব কী অবতীর্ণ করেছেন, তখন বলে, পূর্ববর্তীদের কিসসা-কাহিনী।[৩৬]

---

৩৩. অর্থাৎ এরা তো আজব ইলাহ্, যাদের খবর নেই কিয়ামত কবে হবে এবং তারা নিজেরা এবং তাদের পূজারীরা কখন হিসাব-নিকাশের জন্য উত্থিত হবে। এরূপ নিষ্প্রাণ ও জ্ঞানহীন সত্তাদেরকে ইলাহ্ সাব্যস্ত করা কতই না বড় মূর্খতা।

৩৪. অর্থাৎ উপরে যেসব নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণ বর্ণিত হল, তা এতই স্পষ্ট যে, তার মাঝে সামান্য একটু চিন্তা করলেই মানুষ তাওহীদে প্রত্যয় অর্জন করতে পারে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা তো সেই করবে, যার নিজের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা ও ভয় আছে। মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে যার বিশ্বাসই নেই, নেই পরিণতির চিন্তা, সে কখন দলীল-প্রমাণে কর্ণপাত করবে? কখন ঈমান ও কুফরের ভাল-মন্দ পরিণামের প্রতি করবে দৃষ্টিপাত? সুতরাং অন্তরে তাওহীদের স্বীকৃতি ও নবীর সামনে বিনয়াবনত হওয়ার মনোভাব তার কী করে আসতে পারে?

৩৫. অর্থাৎ ভাল করে বুঝে রাখ, অহংকার-আত্মগরিমা কিছু ভাল জিনিস নয়। এর পরিণাম ভোগ করতে হবে। তোমরা অন্তরে যে তাওহীদের অস্বীকৃতি পোষণ কর এবং বাইরে ধরন-ধারণে যে অহংকার-আত্মগরিমার পরিচয় দাও, সবই আল্লাহ্র জ্ঞান-গোচর। তিনিই প্রতিটি প্রকাশ্য-গুপ্ত অন্যায়ের শাস্তি দেবেন।

কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের কটূক্তি

৩৬. অর্থাৎ যারা ওয়াকিফহাল নয়, তারা জানার উদ্দেশ্যে কিংবা ওয়াকিফহালরা পরীক্ষা স্বরূপ অবিশ্বাসীদেরকে বলত অথবা খোদ অবিশ্বাসীরাই ঠাট্টা-বিদ্রূপে মেতে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করত, বলত তোমাদের প্রতিপালক কী জিনিস অবতীর্ণ করেছেন? অর্থাৎ নবী করীম (সা.) যে কুরআনকে আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ বলে দাবী করেন, সে সম্বন্ধে তোমাদের মত কী এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর এ দাবীতে কতটুকু

(২৫) لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ
يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ○

(২৬) قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ
عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ○

২৫. যাতে কিয়ামতের দিন নিজেদের পূর্ণ বোঝা তারা বহন করতে পারে এবং কিছু বোঝা সেই সব লোকেরও যাদেরকে তারা বিপথগামী করে। শোন, যে বোঝা তারা বহন করবে, তা কতই না নিকৃষ্ট।[৩৭]

২৬. নিশ্চয়ই তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারাও চক্রান্ত করেছিল। তারপর আল্লাহ্‌র হুকুম এসে পৌছল তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে। ফলে উপর থেকে তাদের উপর ধসে পড়ল ছাদ আর তাদের উপর আপতিত হল আযাব–এমন স্থান থেকে যার ধারণাও তাদের ছিল না।[৩৮]

সত্যবাদী? তখন বলত, (নাঊযুবিল্লাহ্) কুরআনে আর আছেই বা কী? শুধুই প্রাচীন ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের কিছু ভিত্তিহীন কথা (তাওহীদ, নবূওয়াত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি) আর কিছু কিসসা-কাহিনী।

কেউ কাউকে বিপথগামী করলে সমপরিমাণ পাপভার তাকেও বহন করতে হবে।

৩৭. এসব উক্তির উদ্দেশ্য ছিল (নাঊযুবিল্লাহ্) কুরআন মাজীদকে হেয় সাব্যস্ত করে নিজেদের সাথে অন্যদেরকেও বিপথগামী করা এবং এভাবে নিজেদের কুফরীর পূর্ণ বোঝার সাথে সেই সব লোকের বিভ্রান্তিরও কিছু বোঝা মাথায় তুলে নেওয়া, যাদেরকে তারা মূর্খতা ও অজ্ঞতাবশত পথভ্রষ্ট করছে। চিন্তা করে দেখ কীরূপ পাপভার তারা মাথায় তুলে নিচ্ছে। হাদীছে আছে, من دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من اتبعه لاينقص ذلك من اثامهم شيئا 'কেউ যদি গুমরাহীর দিকে ডাকে, তবে যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের সমপরিমাণ গুনাহ্ তারও হবে এবং তাতে তাদের গুনাহ্ কিছু মাত্র কমবে না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ 'তারা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা' (২৯ : ১৩)।

৩৮. অর্থাৎ মানুষকে বিপথগামী ও সত্যের বাণীকে স্তব্ধ করে দেওয়ার যে চক্রান্ত আজ করা হচ্ছে, পূর্বে অন্যান্য জাতিও নবীগণের বিরুদ্ধে এরূপ চক্রান্ত করেছিল। তারা ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। তারপর যখন আল্লাহ্‌র আদেশ এসে গেল, তখন তা তার ভিত্তিমূলে আঘাত করল এবং আযাবের এক

(২৭) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآ
قُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى
الْكٰفِرِيْنَ ۝
(২৮) الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۪ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا
كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

২৭. তারপর কিয়ামতের দিন তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, কোথায় আমার শরীকগণ, যাদের নিয়ে তোমাদের বড় যিদ ছিল?[৩৯] যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলবে, নিশ্চয়ই আজ দুর্গতি কাফিরদের জন্য।[৪০]
২৮. নিজেদের প্রতি যুলুমে রত অবস্থায় যাদের প্রাণ ফেরেশতারা কবয করে,[৪১] তখন তারা আনুগত্য প্রকাশ করে বলবে, আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম না।[৪২] হাঁ নিশ্চয়ই, তোমরা যা করতে আল্লাহ্ তা খুব ভাল জানেন।[৪৩]

ঝটকায় তাদের নির্মিত প্রাসাদ তাদেরই উপর ধসে পড়ল। ছাদের তলে চাপা পড়ে মুহূর্তে সব ধ্বংস হয়ে গেল। এভাবে তাদের চক্রান্ত খোদ তাদেরই উপর উল্টিয়ে দেওয়া হল। বিজয় ও আত্মরক্ষার যে ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছিল, তাই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে গেল। কোন কোন জাতির বসতি বাস্তবেও ওলট-পালট করে দেওয়া হয়েছিল।

৩৯. অর্থাৎ যেই শরীকদের পক্ষ হয়ে আমার নবীগণের সংগে সর্বদা লড়াই করতে আজ তারা কোথায়? তোমাদের সাহায্যার্থে কেন এগিয়ে আসছে না? ইরশাদ হয়েছে– هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ 'তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে?'(২৬ ঃ ৯৩)। অন্যত্র- فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ 'যে দিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না এবং সাহায্যকারীও নয়' (৮৬ ঃ ১০)। এ কথা বলাই তাদের জন্য এক লাঞ্ছনা। অথবা লাঞ্ছিত করার দ্বারা জাহান্নামে ঢুকানো বুঝানো উদ্দেশ্য এবং সেই সংগে তাদের গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়া। اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ 'তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে তাকে তো তুমি নিশ্চয়ই হেয় করলে' (৩ ঃ ১৯২)।

৪০. অর্থাৎ তারা আর কী জওয়াব দিতে পারবে। তবে নবী-রাসূল ও অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ তখন এই ষড়যন্ত্রকারীদেরকে শুনিয়ে বলবেন, আমরা যা বলতাম দেখলে তো! আজ যাবতীয় অকল্যাণ ও লাঞ্ছনা কেবলই অবিশ্বাসীদের জন্য।

৪১. অর্থাৎ শির্ক ও কুফর অবলম্বন করে নিজেদের অমংগল সাধন করত। শেষ পর্যন্ত এই অবস্থাতেই মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের জান কবয করার জন্য এসে গেল। সারকথা, কুফর ও শিরকের অবস্থায় তাদের জীবনাবসান হল (নাঊযুবিল্লাহ্)।

CamScanner

(২৯) فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

(৩০) وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ○

(৩১) جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ○

২৯. সুতরাং জাহান্নামের দুয়ারে প্রবেশ কর, অবস্থান কর সদা তাতেই। অহংকারীদের ঠিকানা কতই না নিকৃষ্ট।

৩০. মুত্তাকীদের বলা হল, তোমাদের রব্ব কী নাযিল করেছেন? তারা বলল, উত্তম কথা। যারা এ দুনিয়ায় সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য মংগল[৪৪] এবং আখিরাতের নিবাসই উত্তম। কতই না উৎকৃষ্ট ঠিকানা মুত্তাকীদের।[৪৫]

৩১. সদা অবস্থানের উদ্যান, যাতে তারা প্রবেশ করবে। তার তলদেশে নহর প্রবাহিত। সেখানে তারা যা চাবে তাই পাবে।[৪৬] এভাবেই আল্লাহ্ বদলা দেবেন মুত্তাকীদেরকে।[৪৭]

---

৪২. অর্থাৎ তখন সব বাহাদুরী শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়ায় বসে যত দুষ্কৃতি করত সব অস্বীকার করে আনুগত্য প্রকাশ করবে এবং বলবে, আমরা তো কখনও কোন মন্দ কাজ করিনি। আমরা সর্বদা সাধু-শিষ্টই ছিলাম। ইরশাদ হয়েছে–

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَىْءٍ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ -

'যেদিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা আল্লাহ্র নিকট সেইরূপ শপথ করবে, যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করে যে, তাতে তারা উপকৃত হবে। সাবধান! তারাই তো মিথ্যাবাদী' (৫৮ : ১৮)।

৪৩. অর্থাৎ মিথ্যা বলে আল্লাহ্কে ধোঁকা দিতে চাচ্ছ, যার জ্ঞানগোচর তোমাদের সমস্ত তৎপরতা? আজ তোমাদেরকে কোন মিথ্যা ও প্রতারণা আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। সময় এসে গেছে, এখন কৃতকর্মের মজা ভোগ কর।

৪৪. এবার অহংকারীদের বিপরীতে মুত্তাকীদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে যে, যখন তাদেরকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাদের প্রতিপালক কী জিনিস নাযিল করেছেন? তখন অত্যন্ত ভক্তি ও বিনয়ের সংগে তারা বলে, উত্তম কথা, যার গোটাটাই কল্যাণ ও বরকতময়। তাদের জেনে রাখা উচিত, দুনিয়ায় যে ভাল কাজ করেছে সে তার ভাল কাজের উৎকৃষ্ট ফল পাবেই। আল্লাহ্র কাছে কারও শ্রম এবং বিন্দুবৎ পুণ্য ও বৃথা যায় না।

(٣٢) الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٣٣) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ
فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ○

৩২. ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ কবয করেন এই অবস্থায় যে, তারা পবিত্র।[৪৮] ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলে, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা যা করতে তার প্রতিদানে[৪৯] জান্নাতে প্রবেশ কর।[৫০]

৩৩. কাফিররা কি এখন এরই প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের কাছে আসবে ফেরেশতা, কিংবা পৌঁছবে তোমার রব্বের আদেশ।[৫১] এমনই করেছিল তাদের পূর্ববর্তিগণ। তাদের প্রতি আল্লাহ্ কোন যুলুম করেননি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের অমংগল করছিল।

---

৪৫. অর্থাৎ আখিরাতের কল্যাণ ও নিআমতের কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে? দুনিয়ার যাবতীয় নিআমত সেখানকার ছোট-ছোট নিআমতের সামনেও তুচ্ছ।

৪৬. অর্থাৎ জান্নাতবাসী সেখানে যে রকমের দৈহিক সুখ ও আত্মিক আনন্দ লাভ করতে চাইবে তা ঠিকই পাবে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ‘সেখানে রয়েছে সমস্ত কিছু অন্তর যা চায় এবং চোখ যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে’ (৪৩ : ৭১)।

৪৭. অর্থাৎ কুফর-শির্‌ক এবং অন্যায়-অনাচার হতে যারা বিরত থাকে, তারা সবাই এরূপ উত্তম প্রতিদান লাভ করবে।

৪৮. অর্থাৎ তাদের আত্মা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ও শিরকের অপবিত্রতা হতে পবিত্র এবং পাপাচারের পাঁক হতে নির্মল থাকে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার বিশুদ্ধ পরিচয় লাভ ও মুহাব্বতের কারণে অত্যন্ত খুশী ও প্রফুল্লতার সাথে, বরং আগ্রহ সহকারে প্রাণের স্রষ্টার হাতে প্রাণ নিবেদন করে।

৪৯. এক হিসাবে আত্মিকভাবে মানুষ মৃত্যুর পরপরই জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ করে। হাঁ, দৈহিক ভাবে পূর্ণাঙ্গ প্রবেশ হবে হাশরের পর। অসম্ভব নয়, এ সুসংবাদে উভয় প্রকার প্রবেশেরই প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

৫০. অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের নিয়মতান্ত্রিক কারণ তো তোমাদের কর্ম, যদিও প্রকৃত কারণ আল্লাহ্‌র রহমত। যেমন হাদীছে আছে, الا ان يتغمدنى الله برحمته অর্থাৎ ‘(আমিও শুধু কর্ম বলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না), যদি না আল্লাহ্ স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন করে নেন।’

(৩৪) فَأَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

(৩৫) وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ
وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ
فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

৩৪. তারপর তাদের অসৎকর্ম তাদের মাথায় এসে পড়ে এবং তারা যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা উল্টে তাদের উপরই পতিত হয়।[৫২]

৩৫. যারা শিরক করত তারা বলল, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন জিনিসকে পূজা করতাম না এবং আমাদের পূর্বপুরুষরাও নয়, আর আমরা তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোন জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করতাম না।[৫৩] এরূপই করেছিল তাদের পূর্ববর্তিগণ। রাসূলগণের দায়িত্বে তো স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।[৫৪]

আত্ম-সংশোধনে বিলম্বের নিন্দা

৫১. জান্নাতের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার পর সেই সব গাফিলকে সতর্ক করা হচ্ছে, যারা পার্থিব আসবাব-উপকরণের নেশায় চুর হয়ে আখিরাতকে সম্পূর্ণ ভুলে বসেছে। যারা নিজ পরিণতি শোধরানোর কোন ফিকিরই করে না। বলা হচ্ছে যে, তারা কি এই অপেক্ষায় আছে যে, যখন ফেরেশতা জান কবযের জন্য আসবে বা আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে কিংবা অপরাধীদেরকে শাস্তিদানের হুকুম এসে পৌঁছবে এবং মাথায় জুতো-পেটা শুরু হয়ে যাবে, তখন ঈমান এনে নিজ অবস্থা সংশোধন করে ফেলবে? অথচ তখনকার ঈমান ও তওবা কোন কাজে আসবে না। প্রয়োজন তো ছিল মৃত্যুর আগেই মৃত্যু-পরবর্তী কালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং শাস্তি আসার আগেই আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করা।

ঔদাসীন্যের পরিণাম ঃ অতীত কালে

৫২. অর্থাৎ আগেকার হঠকারীরাও এরূপ অহংকার ও ঔদাসীন্যের নেশায় আচ্ছন্ন ছিল। বাতিল-পূজায় তারা দিন কাটাতে থাকে। তওবার সময়ে তওবা না করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীগণের প্রতি অবিশ্বাস ও তাঁদের বিরোধিতায় নিবদ্ধ থাকে। তাঁদের কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ চালিয়ে যায়, কিন্তু পরিশেষে বিগত কৃতকর্ম সামনে এসে ধরা দিল। আযাদ ইত্যাদি যেসব বিষয় নিয়ে পরিহাস করত, তা চাক্ষুষ দেখতে পেল। তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ তাদেরই উপর উল্টে পড়ল। পালিয়ে বাঁচার কোন পথ থাকল না। দুষ্কৃতির পরিণাম ভোগ করতেই হল। যেমন বপন করেছিল, তেমনই ফল পেল। তাদের সংগে আল্লাহ্‌র কোন শত্রুতা ছিল না। তাঁর কাছে যুলুমের কোন

স্থান নেই। তারা নিজেদের পায়ে কুড়াল মেরেছে। কার কী বিগড়েছে, ক্ষতি তাদেরই হয়েছে।

শির্‌ক ও দুষ্কৃতির বৈধতা প্রমাণে কাফিরদের যুক্তি

৫৩. এবার মুশরিকদের সেই সব অসার-অচল যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন করা হচ্ছে, যা তারা নিজেদের শিরক ও পাপকর্মের বৈধতা তথা উৎকৃষ্টতার পক্ষে পেশ করত। তারা বলত, গায়রু'ল্লাহ্‌র পূজা বা কতিপয় পশু (বাহীরা, সাইবা ইত্যাদি)-কে হারাম সাব্যস্ত করাটা যদি মন্দ ও ভিত্তিহীন কাজ হত, যা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না, তো তিনি আমাদেরকে তা করতে দেন কেন? দরকার তো ছিল যখন আমরা তার মরযী বিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হই, তখন তাতে বাধা দেওয়া। আর বাধা না দিলে অন্তত ততক্ষণাৎ শাস্তিই দিতেন। এর কোনটিই যখন হল না, তখন এটা প্রমাণ করে যে, এসব কাজ তাঁর অপসন্দ নয়। অষ্টম পারায় দ্বিতীয় পাদে ..... سيقول الذين اشركوا لوشاء الله আয়াতের যে ব্যাখ্যা আমরা দিয়ে এসেছি, তাতে মুশরিকদের এ সংশয় এবং এর বিস্তারিত উত্তর বিধৃত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

যুক্তিখণ্ডন

৫৪. অর্থাৎ মুশরিকদের এ কথা সত্য নয় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়নি। সৃষ্টির সূচনা হতে অদ্যাবধি প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করে এসেছেন। তাদের কাজই ছিল মানুষকে শির্‌ক ও পাপাচার হতে বাধা দেওয়া এবং পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দেওয়া কোন্ কাজ আল্লাহ্‌র পসন্দ, কোন্‌টা পসন্দ নয় এবং উভয় প্রকার কাজের কী পরিণাম। বাকি সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিকভাবেই তাদেরকে এরূপ বাধ্য করে দেওয়া হল না কেন, যাতে তারা মন্দ কাজের পথ অবলম্বনই করতে না পারে। এর উত্তর পূর্বে একাধিক জায়গায় আমরা দিয়ে এসেছি যে, এটা তাঁর হিকমত ও রহস্যের পরিপন্থী ছিল। আর তারা যে বলে, অবাধ্যদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেওয়া হত, তো দেওয়াও হয়েছে তো। বহু জাতিকে দুনিয়ায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়েছে, যেমন সামনের আয়াতে বলা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যুক্তি-প্রমাণের নিরিখে এটা অপরিহার্য নয় যে, অপরাধ করার সংগে সংগেই শাস্তি দিতে হবে, যাতে সে এক মিনিটেরও সুযোগ না পায় এবং তওবা ও সংশোধনের কোন সুযোগই তার না থাকে।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, 'আল্লাহ্‌র কাছে এ কাজ অপসন্দ হলে তিনি শাস্তি দেন না কেন' এটা নেহাত মূর্খতাপ্রসূত কথা। প্রত্যেক দলেরই কিছু কাজ এমন রয়েছে যা ভাল নয়, তা তিনি হতে দেন কেন? (তবে কি তাদেরকে বাধা দিতে আল্লাহ্ অক্ষম?) এস্থলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, সর্বকালেই কোন না কোন রাসূল বাধা দিতে এসেছেন। যার ভাগ্যে হিদায়াত ছিল সে ঠিকই পেয়েছে আর যে বরবাদ হওয়ার ছিল সে বরবাদ হয়েছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এটাই যে, মানুষকে এক পর্যায়ের

(٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّا
غُوتَ ۚ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ○

(٣٧) إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن
نَّاصِرِينَ ○

৩৬. এবং আমি প্রত্যেক জাতির মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছি[৫৫] এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর এবং মিথ্যা উপাস্যদের পরিহার কর। তারপর আল্লাহ্ তাদের মধ্যে কতককে হিদায়াত করেন এবং কারও জন্য অবধারিত হয়ে যায় পথভ্রষ্টতা। সুতরাং তোমরা দেশে দেশে ভ্রমণ কর এবং দেখ অবিশ্বাসীদের কী পরিণতি হয়েছে।[৫৬]

৩৭. তুমি যদি তাদেরকে পথে আনতে লালায়িত হও, তো আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেন তাকে তিনি পথপ্রাপ্ত করেন না। আর তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।[৫৭]

স্বাধীনতা ও কর্মশক্তি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। ইট-পাথরের মত জড় বা পশু-পক্ষীর মত তার কর্মক্ষেত্র নিতান্তই সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হবে না, এবং সব দিকে এগুনোর ও উন্নতি লাভ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

৫৫. অর্থাৎ প্রত্যেককে তার স্ব-স্ব সময়ে। সব শেষে আরবের নবী (সা.)-কে জিন্ন ও ইনসান উভয় জাতির রাসূল করে পাঠানো হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক জাতি ও জনপদে সরাসরি রাসূল পাঠানো হয়েছে। হতে পারে, কোনও এক জাতির নিকট একজন রাসূলের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে এবং তাঁর কোন প্রতিনিধিকে, যাকে হাদী (পথ-প্রদর্শক) ও নাযীর (সতর্ককারী) বলা যেতে পারে, পাঠানো হয়েছে অপরাপর জাতির কাছে। এরূপ প্রতিনিধি প্রেরণ পরোক্ষভাবে উক্ত নবীকে প্রেরণ করারই নামান্তর।

৫৬. হযরত শাহ্ সাহেব বলেন, তাগূত হচ্ছে তারা, যারা ভিত্তিহীনভাবে নেতৃত্বের দাবী করে। প্রতিমা, শয়তান, স্বেচ্ছাচারী শাসক সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

৫৭. অর্থাৎ যোগ্যতা ও ইচ্ছাগত ত্রুটির কারণে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে বিপথগামী করেন, তাকে কেউ হিদায়াতপ্রাপ্ত করতে পারে না। পারে না কেউ তাকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব হতে রক্ষা করতে। তাদের হিদায়াতের জন্য আপনার লালায়িত হওয়ায়ও তাদের কোন উপকার হবে না। কাজেই তাদের চিন্তায় এত পেরেশান হয়ে নিজেকে নিঃশেষ করছেন কেন?

(৩৮) وَاَقۡسَمُوۡا بِاللّٰهِ جَهۡدَ اَیۡمَانِهِمۡ ۙ لَا یَبۡعَثُ اللّٰهُ مَنۡ یَّمُوۡتُ ؕ بَلٰی
وَعۡدًا عَلَیۡهِ حَقًّا وَّ لٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ۙ
(৩৯) لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِیۡ یَخۡتَلِفُوۡنَ فِیۡهِ وَ لِیَعۡلَمَ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡۤا اَنَّهُمۡ كَانُوۡا
كٰذِبِیۡنَ ۝
(৪০) اِنَّمَا قَوۡلُنَا لِشَیۡءٍ اِذَاۤ اَرَدۡنٰهُ اَنۡ نَّقُوۡلَ لَهٗ كُنۡ فَیَكُوۡنُ ۝

৩৮. এবং শপথ করে আল্লাহ্‌র নামে– কঠিন শপথ যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্‌ তাকে পুনরুত্থিত করবেন না।[৫৮] নয় কেন? এর নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।[৫৯]

৩৯. পুনরুত্থিত করবেন, যাতে তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত তা তাদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন এবং যাতে কাফিররা জানতে পারে যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল।[৬০]

৪০. আমি যখন কিছু করতে চাই, তখন সে সম্বন্ধে আমার কথা কেবল এতটুকুই যে, আমি তাকে বলি হয়ে যাও, তো সে হয়ে যায়।[৬১]

---

৫৮. অর্থাৎ মৃত্যুর পর আর কোন জীবনই নেই। কাজেই শাস্তির কিসের ভয়। সব ফাঁকা বুলি।

৫৯. অর্থাৎ তোমাদের অস্বীকার ও অটল-অনড় শপথ করার দ্বারা আল্লাহ্‌র সুনিশ্চিত ওয়াদা টলতে পারে না। তা অবশ্যই হবে। বাকি তোমরা এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যকে অস্বীকার করে নিজেদের মূর্খতারই প্রমাণ দিচ্ছ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞান, অপার কুদরত ও হিকমত এবং তাঁর সৃষ্টির রহস্য ও তাঁর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হবে, সে কখনই মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতে পারে না। **الناس اعداء لما جهلوا** 'মানুষ যা জানে না, তার শত্রু'।

পরকাল কেন প্রয়োজন

৬০. অর্থাৎ কিয়ামত ও পুনরুত্থান নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত। মৃত্যুর পর যদি আরেকটি জীবন না হয়, তবে দুনিয়ায় বিভিন্ন রকমের যে কর্ম ও অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, তার সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ ফলাফল কিভাবে প্রকাশ পাবে? এখানকার ঝগড়া-বিবাদের চূড়ান্ত ফয়সালা তো সেখানেই হবে। তখন অবিশ্বাসীরা জানতে পারবে যে, কসম করে করে যেসব বিষয় অস্বীকার করত তাই ছিল সত্য আর তারাই ছিল মিথ্যাবাদী।

হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, ইহজগতে অনেক বিষয়ই অমীমাংসিত রয়ে গেছে। কেউ আল্লাহ্‌কে মেনেছে, কেউ করেছে অবিশ্বাস। কাজেই আরেকটি জগত অপরিহার্য, যাতে সেখানে ঝগড়ার ফয়সালা হয়ে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আলাদা হয়ে যায় এবং অনুগত ও অবাধ্য নিজ-নিজ কর্মের ফল ভোগ করে।

৬১. সুতরাং মৃতকে জীবিত করা কিসের কঠিন?

(٤١) وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۙ

৪১. এবং যারা উৎপীড়িত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র জন্য ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট নিবাস দান করব এবং আখিরাতের প্রতিদান তো ঢের বড়– যদি তারা জানত![৬২]

كن فيكون -সম্পর্কিত আলোচনা প্রথম পারার وقالت اليهود শীর্ষক রুকূ'তে দ্রষ্টব্য। উদ্দেশ্য শুধু এ কথা বুঝানো যে, আল্লাহ্ যা চান তা তাঁর ইচ্ছা হতে এক মিনিটও দেরী করতে পারে না। ইচ্ছার পর অতি সহজ ও ক্ষিপ্রতার সাথে সংগে সংগে হয়ে যাওয়া এবং কোনরূপ বাধা-বিপত্তি সামনে দাঁড়াতে না পারা– এটাই হচ্ছে বাক্যটির সারমর্ম।

আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগী ব্যক্তির পুরস্কার

৬২. অর্থাৎ কর্মফল প্রদান তথা আনুগত্য ও অবাধ্যতার পূর্ণাঙ্গ ফলাফল প্রকাশ করার জন্য মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অপরিহার্য। আল্লাহ্‌র বহু অনুগত বান্দা বিপদাপদের ভেতর দিয়েই জীবন কাটিয়ে ইহলোক হতে বিদায় নেয়। তাদের এ ত্যাগ নিষ্ফল যেতে পারে? কখনও নয়। যারা সত্যের সহযোগিতা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যালিমদের অত্যাচার সহ্য করেছে, রকমারি নির্যাতন ভোগ করেছে, এমন কি বাধ্য হয়ে ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন এবং সুখ ও সম্মান সব কিছু আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করেছে, তারা তাদের মেহনত ও আনুগত্যের সুফল পাবেই পাবে। প্রথমত তাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা ইহ-জীবনেই ত্যাগের কিঞ্চিত ফল চাখতে পারবে। অর্থাৎ গৃহত্যাগীদেরকে উৎকৃষ্ট আবাসভূমি দেওয়া হবে। বাড়ী অপেক্ষা উত্তম বাড়ী, স্বদেশী ভাইদের চেয়ে বেশী দরদী ভাই, জীবিকা হতে উত্তম জীবিকা, সম্মান অপেক্ষা বেশী সম্মান তারা লাভ করবে। বরং যারা দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে, তাদের উপর বিজয়ী, দুনিয়ার শাসক এবং মুত্তাকীদের ইমাম ও নেতা হয়ে যাবে। আবার এ সব কিছুর পর যে উচ্চ মর্যাদা ও আযীমুশ-শান স্তর তারা আখিরাতে লাভ করবে তা তো কল্পনাও করতে পারবে না। সেখানকার পুরস্কার ও প্রতিদানের পূর্ণ প্রত্যয় এসে গেলে অপরাপর লোকও, যারা এখনও পর্যন্ত হিজরতের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত রয়েছে, ঘর-বাড়ী সব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয়ে পড়ত।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আমরা আয়াতের শাব্দিক ব্যাপকতার দিকে লক্ষ্য করেই এ ব্যাখ্যা করেছি (রূহুল -মা'আনীতে এরূপ বর্ণিত আছে)। নতুবা সাধারণভাবে তাফসীরবেত্তাগণ একে বিশেষভাবে সেই আশিজন সাহাবীর সংগে সম্পৃক্ত করেছেন, যারা মক্কার কাফিরদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথমে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। কেননা, অধিকাংশের মতে আয়াতটি মক্কী, যা মদীনায় হিজরতের আগে নাযিল

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○ (٤٢)

(٤٣) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ
اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৪২. যারা অবিচলিত থেকেছে এবং স্বীয় রব্বের প্রতি নির্ভর করেছে।[৬৩]
৪৩. তোমার পূর্বেও আমি এই পুরুষই পাঠিয়েছিলাম, যাদের প্রতি পাঠাতাম প্রত্যাদেশ। সুতরাং যারা স্মরণ রেখেছে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা কর– যদি তোমাদের জানা না থাকে।[৬৪]

হয়েছে। সে হিজরতকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তীকালে মদীনায় উত্তম নিবাস দান করেন। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি।

ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলের সুফলঃ যুগে যুগে

৬৩. অর্থাৎ কোন যুলুম ও সংকটে ঘাবড়ায়নি। প্রিয় দেশ ও আত্মীয়-স্বজন ছুটে যাওয়ার পরওয়া করেনি। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের পথ থেকে বিন্দুমাত্র কদম নাড়ায়নি। সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক আল্লাহ্র জন্য নিজেকে একান্ত করে রেখেছে। কেবল তাঁরই সাহায্য ও অটল অংগীকারের উপর ভরসা রেখেছে। অবশেষে তারা দেখতে সক্ষম হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য হয়ে যায়, কীভাবে আল্লাহ্ও তাঁর হয়ে যান।

৬৪. অর্থাৎ নবীর মযলূম সাথীদেরকে– যখন তারা ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলের পথে অবিচলিত থাকে– উভয় জাহানে বিজয়ী ও কৃতকার্য করা আমার নতুন কোন নিয়ম নয়। পূর্বেও আমি মানুষের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম। তাদের কাজ ছিল আল্লাহ্র বিধি-বিধান এবং পাপ-পুণ্যের পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে অবগত করা। তোমাদের যদি জানা না থাকে, তবে বিগত জাতিসমূহ ও তাদের নবীগণের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে যারা অবগত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও যে, বাস্তবিকই পূর্বে কতক ব্যক্তি নবূওয়াতের সমুচ্চ পদ, মু'জিযা ও কিতাবসহ প্রেরিত হয়েছিল কি না। আরও জিজ্ঞাসা কর যে, তাদের অনুসারী ও বিরোধীদের পরিণাম কী হয়েছিল? হকপন্থিগণ ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলের বদৌলতে কীভাবে বিজয়ী ও সফলকাম হয়েছিল এবং যালিম ও হঠকারিগণ দলীল-প্রমাণের পূর্ণতাবিধানের পর কীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল? ইরশাদ হচ্ছে, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ 'বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হল, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, আর ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা করেছি ধ্বংস' (৭ঃ ১৩৭)।

(٤٤) بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

৪৪. তাদেরকে পাঠিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী ও পত্রগুচ্ছ দিয়ে[৬৫] এবং আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করি এই স্মরণিকা, যাতে তুমি ব্যাখ্যা করে দাও মানুষের সামনে সেই জিনিস, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।[৬৬] যাতে তারা চিন্তা করে।[৬৭]

আমরা **اهل الذكر** দ্বারা বিশেষভাবে আহ্‌লে কিতাব না বুঝে বরং শাব্দিক ব্যাপকতাকে গুরুত্ব দিয়েছি, যার মধ্যে আহ্‌লে কিতাবও রয়েছে। রূহুল-মা'আনীতে আছে- **قال الرمانى والزجاج والازهرى المراد باهل الذكر علماء اخبار الامم السالفة كائنا من كان فالذكر بمعنى الحفظ** 'আর -রুম্মানী, আয-যুজাজ ও আল-আযহারী বলেন, **اهل الذكر** দ্বারা পূর্বেকার জাতিসমূহের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞজনদেরকে বুঝানো হয়েছে, তা তারা যে সম্প্রদায়ের লোকই হোক। বস্তুত এ স্থলে **الذكر** শব্দটি **الحفظ** (অর্থাৎ স্মরণ রাখা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুবাদক (র.)-ও **اهل الذكر** -এর অর্থ 'যারা স্মরণ রাখে' করে সম্ভবত এদিকেই ইংগিত করেছেন। যা হোক, আয়াতের ব্যাপকতা থেকে শিক্ষা লাভ করা যায় যে, অজ্ঞজনদের কর্তব্য জ্ঞাতদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে মেনে চলা। উলামায়ে কিরাম এ আয়াতকে তাকলীদ (ইমামদের অনুসরণ)-এর পক্ষে দলীলরূপে পেশ করেছেন।

৬৫. অর্থাৎ মু'জিযা ও সেই সব জ্ঞান যা পাতায় লেখা হয়।

কুরআনের পরিচয় ও নবীর দায়িত্ব

৬৬. 'স্মরণিকা' দ্বারা কুরআন মাজীদ বুঝানো হয়েছে, যা পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের জরুরী অবস্থা ও বিধানাবলীর সংরক্ষক, নবীগণের জ্ঞানরাজির ধারক, আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান ও দো-জাহানের সাফল্য লাভের পথের স্মারক এবং উদাসীনতা থেকে সজাগকারী। বুঝানো হচ্ছে যে, পূর্বে যেমন রাসূল পাঠানো হয়েছে ও কিতাব নাযিল করা হয়েছে। তেমনি আজ আপনাকে হে নবী! আমি এমন কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছি, যা পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাবের সারাংশ এবং পূর্ববর্তী নবীগণের জ্ঞানরাজির পূর্ণাঙ্গ স্মারক বিশেষ। আপনার কাজ হচ্ছে নিখিল বিশ্বের মানুষের জন্য এ কিতাবের বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট করে দেওয়া এবং এর কঠিন বিষয়ের ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিশদ বলে দেওয়া।

বুঝা গেল, কুরআনের সেই ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য, যা প্রিয়নবী (সা.)-এর হাদীছের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৬৭. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাজ কুরআনী বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা এবং মানুষের কাজ তাতে চিন্তা-ভাবনা করা।

(٤٥) أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ
يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ○
(٤٦) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ○
(٤٧) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ ۚ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ○

৪৫. যারা কুচক্রান্ত করে, তারা কি এর থেকে নিঃশঙ্ক হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূ-গর্ভে ধসিয়ে দেবেন কিংবা তাদের উপর এমন স্থান থেকে আযাব আসবে যার কল্পনাও তারা করে না?[৬৮]

৪৬. কিংবা তাদেরকে পাকড়াও করবে চলাফেরার মধ্যেই। তারা তো নয় ব্যর্থকারী।[৬৯]

৪৭. কিংবা পাকড়াও করবে তাদেরকে সতর্ক করার পর?[৭০] তা তোমাদের রব্ব অত্যন্ত দয়ালু, পরম করুণাময়।[৭১]

---

৬৮. অর্থাৎ পূর্বের নবী-রাসূল ও তাঁদের সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত শোনার এবং কুরআনরূপ এমন পূর্ণাঙ্গ স্মারকগ্রন্থ লাভ করার পরও কি মক্কার কাফিররা সত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণামূলক কার্যকলাপ হতে বিরত হবে না? এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তাদেরকে কারূনের মত মাটির নীচে ধসিয়ে দেবেন বা এমন এক দিক থেকে তাদের উপর মুসীবত পাঠিয়ে দেবেন যেদিক থেকে বিপদ আসার কল্পনাও তাদের নেই? সুতরাং বদর যুদ্ধে মুসলিম গাযীগণের হাতে তাদেরকে এমন শাস্তি দেওয়ালেন যে, নিজেদের দলীয় ও সামরিক শক্তিমত্তা এবং মুসলিমদের সার্বিক দুর্বলতা দৃষ্টে তার কল্পনাও তারা করতে পারছিল না।

৬৯. অর্থাৎ আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ বা মুকাবিলার জন্য সৈন্য বাহিনী প্রেরণ কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌র তো এ ক্ষমতাও আছে যে, তিনি তোমাদেরকে চলাফেরা করা অবস্থায়, কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কিংবা বিছানায় গড়াগড়ি খাওয়া অবস্থায় মুহূর্তের ভেতর পাকড়াও করবেন আর তখন তোমাদের কিছুই করার থাকবে না। সব কিছু করা, শক্তি তাঁর আছে। তিনি তোমাদেরকে সম্পূর্ণ অক্ষম করতে পারেন, কিন্তু তোমরা তাঁকে ব্যর্থ করতে পার না কিছু মাত্র।

৭০. অর্থাৎ অকস্মাৎ পাকড়াও করবেন না, বরং সতর্ক করার ও শাস্তির পূর্বাভাস দেখানো পর এমন অবস্থায় ধরবেন, যাতে মানুষ এত্তেলা পেয়ে এবং আযাবের লক্ষণ দেখে স্বাভাবিক ভাবেই ভীত-সন্ত্রস্ত বা আশে-পাশেই আসমানী আযাবে আক্রান্ত দেখে শংকাগ্রস্ত। কিন্তু এ ভয় প্রকৃতিগত। এতে অনুতাপ ও তওবার লেশমাত্র থাকে না, যা শাস্তি প্রতিহত করতে পারে।

(৪৮) اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ○

(৪৯) وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

৪৮. তারা কি আল্লাহ্ যে সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা দেখে না, যার ছায়া আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনয়াবনত হয়ে সিজদারত অবস্থায় ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে?[৭২]

৪৯. আসমান ও যমীনে যত প্রাণী আছে সকলেই আল্লাহ্কে সিজদা করে এবং ফেরেশতাগণও। আর তারা অহংকার করে না।[৭৩]

কেউ কেউ تخوف অর্থ করেছেন تنقص (পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা) অর্থাৎ এটাও সম্ভব যে, এক দফায় ধ্বংস না করে পর্যায়ক্রমে তোমাদেরকে সব দিক থেকে কমিয়ে আনবেন ও তিলে তিলে ধ্বংস করবেন।

৭১. অর্থাৎ আল্লাহ্ সবই করতে পারেন, কিন্তু করেন না কেন? বস্তুত তাঁর দয়া ও করুণা অপরাধীদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দানে বাধা দেয়। তাঁর রহমত ও করুণার চাহিদা, অপরাধীদেরকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হোক।

আর যদি تخوف শব্দটিকে تنقص (ক্রমহ্রাস ঘটানো) অর্থে গ্রহণ করা হয়, তখন فان ربكم لرؤف رحيم -এর সম্পর্ক হবে ياخذهم على تخوف -এর সাথে। অর্থাৎ আকস্মিকভাবে ধ্বংস না করে হ্রাস ও সংকুচিত করার কারণ তো তাঁর রহমত ও দয়া। নতুবা মুহূর্তের ভেতর তিনি সব নিশ্চিহ্ন করে দিতেন।

মহা বিশ্বের সমস্ত ছায়া-কায়া আল্লাহ্র সম্মুখে সিজদাবনত

৭২. সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিকভাবে প্রতিটি বস্তু আল্লাহ্র সামনে বিনীত, অনুগত। এমন কি ছায়াযুক্ত জিনিসের ছায়াও তাঁরই আদেশ ও কুদরতের নিয়মানুযায়ী বাড়ে-কমে। এদিক থেকে ওদিকে ঢলতে থাকে। এরূপ শক্তিমান আল্লাহ্র পক্ষে শাস্তি প্রেরণে কোন্ জিনিস বাধার সৃষ্টি করতে পারে? মানুষের কর্তব্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর বিধি-বিধান শিরোধার্য করে নেওয়া।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, ঠিক দুপুরে প্রত্যেকটি জিনিসের ছায়া স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ছায়াও ক্রমে ঢলতে থাকে। এমন কি সন্ধ্যা হতে হতে তা সম্পূর্ণরূপে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। ঠিক যেমন মুসল্লী দাঁড়ানো থেকে রুকূ'তে ও রুকূ' হতে সিজদায় চলে যায়। সব জিনিস আপনি দাঁড়িয়ে থাকে, ছায়ার মাধ্যমে সালাত আদায় করে। কোনও দেশে ও কোনও মওসুমে ডানদিকে ঝোঁকে এবং অন্যত্র অন্য সময় বাঁয়ে।

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○ (৫০)

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○ (৫১)

وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۗ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ○ (৫২)

৫০. তারা নিজেদের উপরে স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে এবং যে আদেশ পায় তা পালন করে।[৭৪]

৫১. আল্লাহ্ বলেন, দুই মা'বূদ গ্রহণ করো না। তিনি তো একই মা'বূদ। সুতরাং আমাকেই ভয় কর।[৭৫]

৫২. যা, কিছু আসমানে ও যমীনে আছে সব তাঁরই এবং ইবাদ্দত হামেশা তাঁরই।[৭৬] সুতরাং তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় কর?

---

৭৩. উপরে সেই সব ছায়াযুক্ত জিনিসের সিজদার কথা বলা হয়েছে, যা দাঁড়িয়ে থাকে। এবার সাধারণভাবে প্রাণীকুল এবং বিশেষভাবে ফেরেশতাদের সিজদার বিবরণ দিয়ে ইংগিত করা হচ্ছে যে, এরূপ নিকটতম ও মর্যাদাবান সত্তারাও তাঁর সামনে সিজদাবনত, বিন্দুমাত্র অহংকার-অহমিকা নেই, যা পরম প্রতিপালকের সামনে নতশির হতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, অহংকারীদের পক্ষে 'মাটির উপর মাথা রাখা কঠিন। তারা জানে না বান্দার বড়ত্ব এরই মাঝে। من تواضع لله رفعه الله 'যে আল্লাহ্র জন্য বিনয়াবনত হয়, আল্লাহ্ তাকে উঁচু করেন।'

৭৪. অর্থাৎ ফেরেশতাগণ এত নিকটে ও মর্যাদার আসনে থাকা সত্ত্বেও মহান রব্বের জালাল ও গৌরব-গরিমার ভয়ে ভীত থাকে এবং যে আদেশ আসে, সাথে সাথে তামীল করে।

মূযিহুল-কুরআনে আছে, প্রত্যেক বান্দার অন্তরে আছে, আমার উপরে আল্লাহ্ রয়েছেন, আমি নীচে। এই সিজদা যেমন ফেরেশতাদের, তেমনি সকলেরই।

৭৫. অর্থাৎ তোমরা নভোমণ্ডলীয় ও ভূমণ্ডলীয় সৃষ্টিকুল যখন একই আল্লাহ্র সামনে অনিবার্যভাবে নতশির ও তাঁর কাছে অসহায়, নিতান্ত অনন্যোপায়, তখন ইবাদতে শরীকের আগমন ঘটল কোত্থেকে? যিনি নিখিল বিশ্বের অধিপতি, সবাই যাঁর অনুগত, ইবাদত একা তাঁরই হওয়া উচিত। ভয় করা উচিত শুধু তাঁকেই।

৭৬. অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে সকল জিনিস কেবল তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্য করতে বাধ্য। ইরশাদ হচ্ছে اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ 'তারা কি চায় আল্লাহ্র দীনের পরিবর্তে অন্য দীন? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ

(৫৩) وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ۝

(৫৪) ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

(৫৫) لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

৫৩. তোমাদের কাছে যা-কিছু নিআমত আছে, তা আল্লাহ্‌রই পক্ষ হতে। তারপর যখন তোমরা সংকটে পড়, তখন তাঁরই কাছে কান্নাকাটি কর।[৭৭]

৫৪. তারপর যখন তোমাদের সংকট দূর করে দেন, অমনি তোমাদের মধ্যে একদল স্বীয় রব্বের সাথে শরীক স্থাপনে লেগে যায়।

৫৫. যাতে আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা অস্বীকার করতে পারে। তো মজা লুটে নাও। পরিশেষে জানতে পারবে![৭৮]

করেছে! আর তাঁর দিকেই তাঁরা প্রত্যানীত হবে' (৩ ঃ ৮৩)। কিংবা এর অর্থ– হামেশা তাঁর ইবাদত করা অপরিহার্য। اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ 'জেনে রেখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য' (৩৯ ঃ ৩)।

কেউ কেউ دين -কে 'প্রতিদান' অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের স্থায়ী বদলা এক আল্লাহ্‌রই পক্ষ হতে পাওয়া যাবে।

বিপদকালে ঘোর মুশরিকরাও আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হয়

৭৭. অর্থাৎ সব কল্যাণ ও নিআমত তাঁরই পক্ষ হতে। আবার যত অকল্যাণ ও সংকট তা মোচন করার ক্ষমতা তাঁরই। কাজেই মানুষ যখন কোন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন কট্টর মুশরিকও সব ভরসা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌কে ডাকতে শুরু করে। এভাবে যেন মানব-স্বভাব সাক্ষ্য দেয়, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও কাজ হতে পারে না। সুতরাং যার মুঠোয় সকল কল্যাণ-অকল্যাণ এবং লাভ-লোকসান, তাঁর রাবূবিয়্যাতে অংশীদার আবার কে হতে পারে? আর কার সামনে মানুষ ভীত হবে কিংবা কার কাছে আশায় বুক বাধবে!

৭৮. অর্থাৎ যেই সংকট মোচন হল, অমনি পরম উপকারীকে ভুলে গেল এবং চরম নির্লজ্জতার সাথে রাবূবিয়্যাতের ভাগ-বাটোয়ারা শুরু করে দিল। এতটুকু শরম লাগল না যে, এই ক্ষণিক আগে নিরুপায় হয়ে কাকে ডাকাডাকি করছিল। না প্রকৃত দয়াময়ের দয়া স্বীকার করল, না ভয় করল যে, অকৃতজ্ঞতার শাস্তিতে ধরা পড়তে হবে। কিংবা অন্ততপক্ষে এ অকৃতজ্ঞতা নিআমত চলে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

(٥٦) وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ؕ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا
كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ۝
(٥٧) وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ۝

৫৬. এবং আমার দান করা জীবিকা হতে তাদের জন্য একটি অংশ নির্ধারিত করে[৭৯], যাদের কোন খবর তারা রাখে না। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যে অপবাদ দাও, সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবেই।[৮০]

৫৭. তারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সাব্যস্ত করে। তিনি এ থেকে পবিত্র।[৮১] আর নিজেদের জন্য স্থির করে যা মনে চায়।[৮২]

এভাবে যেন লা-শারীক আল্লাহ্ তাদেরকে যে অনুগ্রহ করেছিলেন, তা বিলকুল অস্বীকার করে দিল। এটাই ভাল, কিছু দিনের জন্য সুযোগ দেওয়া হল। যা পার জীবন-সুধা ভোগ করে নাও। আখেরে জানতে পারবে এই অংশীবাদীসুলভ অকৃতজ্ঞতার কী সাজা ভোগ করতে হয়!

৭৯. এটা বলা হয়েছে তাদেরকে, যারা তাদের ফসল, গবাদি পশু ও ব্যবসা-বাণিজ্যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে নযরানা দিত (মূযিহুল-কুরআন)। আরব মুশরিকদের মাঝে এরূপ রীতি ছিল, যা অষ্টম পারার তৃতীয় রুকূ'তে বর্ণিত হয়েছে।

مَا لَا يَعْلَمُوْنَ (যাদের কোন খবর তারা রাখে না) দ্বারা সেই সব প্রতিমা ইত্যাদিকেই বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে মুশরিকরা অজ্ঞতাবশত মা'বূদ বা কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক মনে করত। অথচ এর পক্ষে কোন দলীল বা সনদ তাদের হাতে ছিল না। আবার শরীকও স্থির করত পাথরের প্রতিমাকে, যা সর্বপ্রকার বোধ-বুদ্ধিশূন্য। اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ 'এ যে কতই না আজব ব্যাপার।'

৮০. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে এই সব অপবাদ ও মিথ্যাচার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। এ অধিকার তোমরা কোথায় পেলে যে, আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্পদে অন্যকে শরীক বানালে? (তবে কাউকে ছওয়াব বখশিশ করার বিষয়টি স্বতন্ত্র। তা এ আয়াতের আওতায় পড়ে না।)

৮১. অর্থাৎ তিনি এর থেকে পবিত্র যে, তার জন্য সন্তান স্থির করা হবে, বিশেষত কন্যা। তাজ্জব ব্যাপার, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এরূপ ধৃষ্টতা কী করে দেখায়? এ আয়াতে বনূ খুযা'আকে রদ করা হয়েছে, যারা বলত, ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা (নাঊযুবিল্লাহ্)।

কন্যা সন্তান ও প্রাক-ইসলামী আরব

৮২. অর্থাৎ নিজেদের জন্য কন্যা সন্তানের ভাগ গ্রহণে তারা আদৌ প্রস্তুত নয়। প্রার্থনা করলে তা করে পুত্র সন্তানের জন্য।

(৫৮) وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۝

(৫৯) يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

(৬০) لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৫৮. যখন তাদের মধ্যে কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন দিনভর তার মুখ অন্ধকার হয়ে থাকে এবং মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে।[৮৩]

৫৯. যে খোশখবর সে শুনল, তার দুঃখে, মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে।[৮৪] ভাবে, লাঞ্ছনা স্বীকার করে তাকে রেখে দেবে, না মাটির নীচে তাকে পুঁতে ফেলবে।[৮৫] শোন, অতি নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করে।[৮৬]

৬০. যারা আখিরাত মানে না, তাদের দৃষ্টান্ত নিকৃষ্ট এবং আল্লাহ্‌র দৃষ্টান্ত সর্বোচ্চ।[৮৭] এবং তিনিই পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।[৮৮]

---

৮৩. অর্থাৎ এদের কাউকে যদি খবর দেওয়া হয়, তোমার একটি মেয়ে হয়েছে, তো ঘৃণায় ক্ষোভে নাক-মুখ বাঁকিয়ে রাখে এবং সারা দিন তার চেহারাখানা মলিন ও মন বিষণ্ন থাকে। সে এই দুঃখে মরমে মরে যেতে থাকে যে, কোত্থেকে এই অবাঞ্ছিত বিপদ মাথার উপর এসে পড়ল।

৮৪. অর্থাৎ 'জীবিত থাকলে কাউকে জামাই বানাতে হবে' এই লোক-লজ্জার কল্পনায় কাউকে মুখ দেখাতে চায় না। লুকিয়ে লুকিয়ে চলাফেরা করে।

৮৫. অর্থাৎ দিন, রাত দুশ্চিন্তায় জর্জরিত থাকে। কী সিদ্ধান্ত নেবে সেই ভাবনা। জগতের লজ্জা স্বীকার করে নিয়ে মেয়েটিকে জীবিত থাকতে দেবে, না মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে, অর্থাৎ মেরে ফেলবে? যেমন প্রাক-ইসলামী যুগে বহু নিষ্ঠুর কন্যা সন্তানকে মেরে ফেলত বা জ্যান্ত মাটির নীচে পুঁতে ফেলত। ইসলাম এসে এই অমানবিক প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে এবং এমনই নির্মূল করে যে, ইসলাম পরবর্তী কালে সমগ্র রাজ্যে এর একটি নযীরও দেখানো যাবে না।

কেউ কেউ **ايمسكه على هون**-এর অর্থ করেছেন, 'কন্যাকে রেখে দেবে হীন ও লাঞ্ছিত অবস্থায়।' অর্থাৎ জীবিত থাকলে তার সংগে এমন লাঞ্ছনাকর ব্যবহার করবে, যেন সে তার সন্তানই নয়, বরং মানুষই নয়।

৮৬. কন্যাদের সম্পর্কে তাদের যে নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত ছিল, তার চে' আরও জঘন্য সিদ্ধান্ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তান আরোপ করা এবং তাও কন্যা সন্তান, যাকে নিজেদের জন্যই এত ঘৃণা করে। যেন ভাল জিনিস তাদের আর মন্দটা আল্লাহ্‌র (নাঊযুবিল্লাহ্)।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ
يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ (٦١)
سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

৬১. আল্লাহ্ মানুষকে তাদের বে-ইনসাফীর জন্য পাকড়াও করলে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কাউকে রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদের নির্ধারিত এক মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন। যখন এসে পৌঁছবে তাদের সে প্রতিশ্রুতি, তখন না পেছনে হটতে পারবে এক মুহূর্ত, না পারবে সামনে এগুতে।[৮৯]

---

৮৭. অর্থাৎ নিকৃষ্ট উদাহরণ বা নিকৃষ্ট অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য তো সেই মুশরিকদেরই, অন্যায়-অনাচার ও ধৃষ্টতার পরিণাম সম্পর্কে যাদের বিশ্বাস নেই। তারাই তো সন্তানের মুখাপেক্ষী। দুঃখ-দুর্দশা, বার্ধক্য ইত্যাদি অবস্থায় তাদের চাই সন্তানের সহায়তা। লজ্জা নিবারণ বা দারিদ্র্য ইত্যাদির ভয়ে কন্যা হত্যা করা তাদেরই চরিত্র। পরিশেষে যুলুম, শির্ক ইত্যাদির যে নিকৃষ্ট পরিণাম হবার তা থেকেও তারা বাঁচতে পারবে না। মোদ্দা কথা, সর্বতোভাবে নিকৃষ্ট উদাহরণ ও দোষ-ত্রুটির সম্বন্ধ তাদেরই সংগে হওয়া উচিত। যা মানুষের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র সংগে তার সম্বন্ধ স্থাপন এবং তার প্রতি সন্তান-সন্ততি আরোপ করে নীচ উদাহরণ প্রদান তাঁর গৌরব-গরিমার বিলকুল পরিপন্থী। তাঁর জন্য তো কেবল সেই সব উদাহরণ ও গুণই সাব্যস্ত করা যায়, যা সবচেয়ে মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

৮৮. তিনি এতটা পরাক্রান্ত যে, হাতে হাতে তাদের ধৃষ্টতার সাজা দিতে পারেন, কিন্তু তাৎক্ষণিক শাস্তি তাঁর হিকমত বিরোধী। তাই অবকাশ দেওয়া হয়, যাতে তারা ফিরে আসে ও সংশোধনের সুযোগ পায়।

আল্লাহ্ তাৎক্ষণিক শাস্তি দিলে যা হত

৮৯. অর্থাৎ যুলুম-অত্যাচার ও বে-আদবীর কারণে যদি আল্লাহ্ তা'আলা সাথে সাথে ধরা ও শাস্তি দেওয়া শুরু করেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠের এই আবাদী কয়েক মুহূর্তও স্থায়ী হতে পারবে না। কারণ, দুনিয়ার বড় অংশই যালিম ও পাপাচারী। ছোট-খাট অপরাধ থেকে তো মুক্ত নয় কেউ।

হাদীছে আছে كلم خطاؤن 'তোমরা সবাই দোষ-ত্রুটিকারী'। যখন পাপী ও অপরাধীদেরকে সাথে সাথে ধ্বংস করে ফেলা হবে,' তখন আর নিষ্পাপ নবীগণকে দুনিয়ায় পাঠানোরও কোন দরকার থাকে না। বরং নিষ্পাপ ফেরেশতাদের সংগে থাকাটাই তাদের জন্য বেশী শোভন। আবার সৎ-অসৎ কোনও লোকই যদি দুনিয়ায় না থাকে, তো অন্যান্য জীব-জন্তুকে রাখারও কোন অর্থ থাকে না। কেননা, তাদের

(٦٢) وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ○

৬২. যা তাদের নিজেদের মন চায় না, তাই তারা সাব্যস্ত করে আল্লাহ্‌র জন্য[৯০] এবং তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, তাদের জন্য রয়েছে মংগল।[৯১] এটা সুনিশ্চিত যে, তাদের জন্য আছে আগুন আর তাদেরকে সামনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।[৯২]

সৃষ্টি করাই হয়েছে বনী আদমের জন্য। তা ছাড়া, মনে করুন আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্যায়-অনাচারের কারণে বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন, তখন মানুষের সাথে কি অপরাপর জীবও মারা যাবে না? মোদ্দা কথা, আল্লাহ্ তা'আলা যদি কথায় কথায় দুনিয়ায় পাকড়াও করেন এবং সাথে সাথে শাস্তি দেন, তা হলে বিশ্ব-জগতের সব কিছু মুহূর্তের মধ্যে বিনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি স্বীয় অপার সহনশীলতা ও হিকমতের কারণে এরূপ করেন না। বরং অপরাধীদেরকে তওবা ও সংশোধনের সুযোগ দেন এবং সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেন। পরিশেষে যখন সময় এসে যায়, তখন আর এক পলও এদিক-ওদিক হতে পারে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কোন কোন তাফসীরকারের মতে ماترك عليها من دابة দ্বারা বিশেষভাবে যালিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। এটা সঠিক হলে আর কোন প্রশ্ন থাকে না—মতলব পরিষ্কার।

৯০. অর্থাৎ যে জিনিস খারাপ মনে করে নিজের জন্য পসন্দ করে না, যেমন কন্যা-সন্তান বা নিজ মালিকানায় অন্য কারও অংশীদারিত্ব কিংবা বিদ্রূপাত্মক আচার-আচরণ, তা আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করে।

কাফিরদের ধারণা, দোজাহানের কল্যাণ তাদেরই জন্য

৯১. অর্থাৎ এরূপ ধৃষ্টতা সত্ত্বেও তাদের মুখে এই মিথ্যা দাবী যে, আমরা দুনিয়াতেও ভাল জিনিসের যোগ্য এবং আখিরাত ইত্যাদি যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে সেখানেও আমরা সুখে থাকব। ইরশাদ হয়েছে—

وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِىْ وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْۤ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى -

'দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দেই, তখন সে বলে থাকে, এটা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই, তাঁর কাছে তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে' (৪১ ঃ ৫০)।

(٦٣) تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○
(٦٤) وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَ
هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৬৩. আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রাসূল পাঠিয়েছি। তারপর শয়তান তাদের কাছে তাদের কার্যকলাপ শোভন করে দেখায়। সুতরাং আজ সে-ই তাদের বন্ধু এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[৯৩]
৬৪. আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি এ জন্যই যে, তুমি তাদেরকে সেই বিষয় সুস্পষ্টরূপে শুনিয়ে দেবে, যা নিয়ে তারা বিরোধ করছে।[৯৪] এবং সরল পথের দিশা দান ও মু'মিনদেরকে ক্ষমা করার জন্য।[৯৫]

---

৯২. অর্থাৎ এত বে-আদবী ও ধৃষ্টতার সংগে সংগে এরূপ আশা পোষণ করাই এ কথার প্রমাণ যে, তাদের জন্য কোন কল্যাণ ও মঙ্গল জমা থাকবে কী, বরং জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে, যার দিকে তাদেরকে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সেখানে পৌঁছানোর পর তাদেরকে যেন বিলকুল ভুলেই যাওয়া হবে। অর্থাৎ সেখানেই তারা পড়ে থাকবে অনন্তকাল। কখনই দয়ার চোখে তাদের দিকে তাকানো হবে না।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, এটা বলা হয়েছে তাদেরকে, যারা রদ্দী জিনিস আল্লাহ্‌কে দেয় আর বিশ্বাস রাখে বেহেশত আমরাই পাব। অথচ তারা ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামের দিকে।

৯৩. মক্কার কাফিরদের ধৃষ্টতা ও সেই সংগে বাতিল দাবীর কথা বর্ণনা করার পর এবার নবী করীম (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি তাদের আচার-আচরণে মর্মাহত হবেন না। আপনার পূর্বেও আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে নবী পাঠিয়েছি, কিন্তু সব সময় এমনই দেখা গেছে যে, অভিশপ্ত শয়তান অবিশ্বাসীদের কাছে তাদের কার্যকলাপ সুন্দর করে দেখিয়েছে এবং তারা সমানে দুষ্কৃতি চালিয়ে গিয়েছে। আজ তারা সবাই আল্লাহ্‌র আযাবের নীচে চাপা পড়ে রয়েছে। তাদের বন্ধুবর শয়তান কোন কাজে আসছে না। তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার কোন সাধ্য তার নেই। অনুরূপ পরিণতিই হবে আপনাকে অবিশ্বাসকারীদের।

কেউ কেউ فهو وليهم اليوم -এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, যেই শয়তান অতীত সম্প্রদায়গুলোকে বিপথগামী করেছিল, সে-ই আজ মক্কার এই কাফিরদের বন্ধু সেজেছে। কাজেই যে পরিণতি তাদের হয়েছিল এদেরও তাই হবে।

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

৯৪. অর্থাৎ কুরআন কেবল এজন্যই নাযিল করা হয়েছে যে, মানুষ যেই সত্য মূলনীতিগুলো সম্বন্ধে মতবিরোধ করে কলহ-বিবাদের সৃষ্টি করছে (যেমন তাওহীদ,

(٦٥) وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝

(٦٦) وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۭ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ
فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَاۗىِٕغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝

৬৫. আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এরপর তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন।[৯৬] এতে নিদর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা শোনে।[৯৭]

৬৬. এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তার উদরস্থ বস্তুসমূহের মধ্য হতে গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে বিশুদ্ধ দুধ[৯৮] যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়।[৯৯]

আখিরাত, হালাল-হারামের বিধান ইত্যাদি), তা আপনি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করবেন, যাতে কোন প্রশ্ন ও অস্পষ্টতা বাকি না থাকে। যেন নবী করীম (সা.) কুরআনের মাধ্যমে সমস্ত ঝগড়া-বিবাদের চূড়ান্ত ফয়সালা শুনিয়ে দেবেন এবং বান্দার উপর আল্লাহর প্রমাণ পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দেবেন। তারপর মানা না মানা তাদের কাজ। যার তাওফীক হবে কবূল করবে। আপনার পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই।

৯৫. অর্থাৎ ফয়সালা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তো সবার জন্য, কিন্তু এর হিদায়াত দ্বারা উপকৃত হওয়া ও আল্লাহর রহমতের কোলে ঠাঁই লওয়া কেবল তাদেরই ভাগ্যে জোটে, যারা এর ফয়সালাকে নিষ্ঠার সাথে স্বীকার করে ও এর প্রতি সাগ্রহে ঈমান আনে।

৯৬. অর্থাৎ শুকনো ভূমিকে বৃষ্টি দ্বারা সতেজ ও উর্বর করে দেই। যেন শুকিয়ে যাওয়া ভূমির জন্য মৃত্যু ও উর্বর হওয়া তার জীবন স্বরূপ।

৯৭. অর্থাৎ এভাবেই কুরআন দ্বারা অজ্ঞদেরকে বিদ্বান এবং মৃত আত্মাকে জীবিত করে তুলবেন, যদি তারা একনিষ্ঠ মনে ন্যায়ের মনোভাব নিয়ে শোনে।

পশুর দুধে কুদরতের নিদর্শন

৯৮. অর্থাৎ উট, গাভী, মহিষ ইত্যাদি পশু যে ঘাস খায়, তা পেটের ভেতর গিয়ে তিনটি পরিণতিতে পৌঁছে। প্রকৃতি এসব পশুর দেহের অন্তর্ভাগে এমন মেশিন লাগিয়ে দিয়েছে, যা খাদ্যের কিছু অংশকে বিভাজন করে বর্জ্য (গোবর) আকারে বাইরে নিক্ষেপ করে। কিছু অংশ রক্তে পরিণত করে শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত করে, যা সে জন্তুর জীবন রক্ষার কারণ হয়। আর সেই একই উপাদান থেকে এই পূতিগন্ধময় দুই জিনিস (গোবর ও রক্ত)-এর মাঝখানে তৃতীয় একটি জিনিসের (দুধ) সৃষ্টি করে, যা নেহায়েত পবিত্র, উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়।

(٦٧) وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

৬৭. এবং খেজুর ও আংগুরের ফল থেকে তৈরি কর নেশা ও উৎকৃষ্ট খাবার।১০০ এর মাঝে নিদর্শন রয়েছে সেইসব লোকের জন্য, যারা উপলব্ধি করতে পারে।১০১

---

৯৯. প্রথমে পানি বর্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, যা ছিল কিতাব নাযিলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আলোচ্য আয়াতে পানির বর্ণনা প্রসংগে অন্যান্য পানীয় দ্রব্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ দুধ, মদ, নাবীয (খেজুর ভেজানো পানি) ও মধু। অন্যত্র জান্নাতের নহরসমূহের বর্ণনা প্রসংগে পানীয়ের এই চার প্রকারই উল্লেখিত হয়েছে।

فِيْهَا اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى -

'তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর এবং আছে পরিশোধিত মধুর নহর' (৪৭ঃ১৫)।

এখানে এসব জিনিস উল্লেখ করার উদ্দেশ্য একথার প্রতি ইংগিত করা যে, মানুষের দৃষ্টিতে যেসব নিআমত অতি মূল্যবান ও মাহাত্ম্যপূর্ণ, তা সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষ কিভাবে পরম নিআমতদাতার অনুগ্রহ ভুলে গিয়ে অন্যের গোলাম বনে যায়। যেন শিরকের রদ ও ভ্রান্তির প্রতি ইশারা করা হল। আরও বুঝানো হচ্ছে যে, তোমাদের দৈহিক জীবনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যখন নানা রকমের আসবাব-উপকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির যোগান দিয়েছেন, সন্দেহ কী তিনি আত্মিক জীবন ও অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্থা করে থাকবেন ?

১০০. অর্থাৎ এসব ফল দ্বারা নেশাদার পানীয় তৈরি কর এবং আরও নানা রকম উৎকৃষ্ট পানাহার সামগ্রী, যথা শরবত, নাবীয, সিরকা, খোরমা, কিশমিশ ইত্যাদি।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ আয়াতটি মক্কী। মক্কায় থাকাকালে মদ হারাম করা হয়নি। মদ্যপায়ীরা তখন অবাধে পান করত। কিন্তু হিজরতের পর যখন নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তখন আর কোন মুসলিম এতে হাত লাগায়নি। তথাপি এ মক্কী আয়াতে سكرا (নেশা)-এর পর رزقا حسنا (উৎকৃষ্ট খাদ্য) শব্দের মাধ্যমে ইংগিত করে দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যে জিনিস নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, তার জন্য 'উৎকৃষ্ট খাবার' শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন নয়।

১০১. এখানে يعقلون ক্রিয়াপদটি عقل (বুদ্ধি) শব্দ থেকে উৎপন্ন। سكرا -এর সাথে শব্দটির বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। নেশা যেহেতু বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাই ইংগিত করা হয়েছে যে, আয়াত বুঝা বুদ্ধিমানদের কাজ, মদ্যপায়ীদের নয়।

(৬৮) وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ۝

(৬৯) ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

৬৮. এবং তোমার রব্ব মৌমাছিকে আদেশ করলেন যে, পাহাড়ে ঘর তৈরি কর এবং গাছে ও যেখানে মাচান তৈরি করে সেখানে।[১০২]

৬৯. তারপর সব রকমের ফল থেকে খাও[১০৩] এবং স্বীয় রব্বের মুক্ত পথে চল।[১০৪] তার পেট থেকে নির্গত হয় নানা বর্ণের পানীয়।[১০৫] তাতে মানুষের রোগের উপশম হয়।[১০৬] এর মাঝে নিদর্শন রয়েছে সেইসব লোকের জন্য, যারা চিন্তা করে।[১০৭]

সৃষ্টির আরেক রহস্য মৌমাছি

১০২. অর্থাৎ আংগুর-লতিকার জন্য তৈরী মাচানে কিংবা মানুষের বসবাসের জন্য নির্মিত ইমারতে। মৌমাছিকে আদেশ করার অর্থ, তার স্বভাব-প্রকৃতিই এমন বানানো হয়েছে যে, এক মামুলী প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও সে পাহাড়, গাছ ও মানুষের বাসগৃহে অত্যন্ত শিল্প-নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম কারুকলার সাথে চাক তৈরি করে। সব মৌমাছি একটি বৃহৎ মক্ষিকার অধীনে থেকে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে কাজ করে। তাদের নেতাকে বলা হয় ইয়া'সূফ (يعسوف), যার সংগে মৌমাছিদের মহা-মিছিল ছুটে চলে। যখন কোথাও গৃহ নির্মাণ করে, তখন তার প্রতিটি কক্ষ সমমাপের ছয় কোণবিশিষ্ট হয়ে থাকে। কোনরূপ কাঁটা-কম্পাস ইত্যাদি ছাড়া এরূপ সুষ্ঠু-সঠিকভাবে একই আকার-আকৃতিতে সবগুলো কক্ষ তৈরি করা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার বটে। এ দেখে মানুষকে রীতিমত বিস্মিত হতে হয়।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ছয় কোণ ছাড়া অন্য কোন আকৃতি অবলম্বন করলে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে কিছু জায়গা ফাঁকা পড়ে যেত। প্রকৃতি তাদেরকে এমন আকৃতির প্রতি দিক-নির্দেশ করল, যাতে কোন ফাঁক-ফুকর বেকার পড়ে না যায়।

১০৩. كلى (খাও) ও فاسلكى (চল) সবই সৃষ্টিগত বা প্রাকৃতিক নির্দেশ। অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে তাকে নির্দেশ করা হয়েছে, যেন নিজ ইচ্ছা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সব রকমের ফল-ফুল থেকে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে নেয়। সুতরাং মৌমাছি তার চাক থেকে বের হয়ে রঙ-বেরঙের ফুল ও ফল চুষে, যা থেকে মধু, মোম ইত্যাদি তৈরি হয়।

১০৪. অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহ ও খাওয়া-দাওয়ার পর চাকে ফিরে আসার জন্য উন্মুক্ত পথ পড়ে রয়েছে। কোনরূপ বাধা নেই। দেখা যায়, অনেক সময় খাদ্যের তালাশে মৌমাছিরা বহু দূর চলে যায়, কিন্তু আবার সময় মত চাকে ফিরে আসে অবলীলায়। এতটুকু পথ ভোলে না।

কেউ কেউ فاسلكى سبل ربك -এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ্ তোমার কর্ম তৎপরতার জন্য যে স্বভাব-প্রকৃতিগত পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাতে বাধ্য-অনুগত হয়ে চলতে থাক, তথা ফল-ফুল চুষে সৃষ্টিগত শক্তি দ্বারা মধু ইত্যাদি তৈরি করে যাও।

১০৫. অর্থাৎ বিভিন্ন রঙের মধু নির্গত হয়। সাদা, লাল, হলুদ ইত্যাদি। বলা হয় যে, রঙের বৈচিত্র্য মওসুম, খাদ্য, মৌমাছির বয়স ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে।

রোগ নিরাময়ে মধু

১০৬. অর্থাৎ বহু রোগ-ব্যাধিতে মধু শুধুই কিংবা অন্য কোন ওষুধের সংগে মিলিয়ে ব্যবহার করা হয়। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাতে উপশম লাভ হয়। সহীহ্ হাদীছে আছে, এক ব্যক্তির দাস্ত হচ্ছিল। তার ভাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তা জানাল। তিনি মধু খাওয়াতে বলে দিলেন। কিন্তু মধু পানের পর অবস্থার অবনতি ঘটল। সে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মধু খাওয়ানোর পর দাস্ত আরও বেড়ে গেছে। ইরশাদ করলেন صدق الله وكذب بطن اخيك 'আল্লাহ্ সত্য বলেছেন, তোমার ভাইয়ের পেটই ঝুটা।' আবার খাওয়াও। দ্বিতীয় বার খাওয়ানোতেও একই অবস্থা ঘটল। তিনি আবারও তাই বললেন। তৃতীয় বারে দাস্ত বন্ধ হল এবং স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে গেল।

চিকিৎসাবিদগণ তাদের মূলনীতি অনুযায়ী বলেন, অনেক সময় উদরস্থ দূষিত পদার্থের কারণে যা খাওয়া হয়, তাতেই বদ হযমি হয় ও দাস্ত হয়। এর চিকিৎসা এটাই যে, বিরেচক ওষুধ দিয়ে সেই দূষিত পদার্থ বের করে দিতে হবে। মধু যে বিরেচক তাতে কারও দ্বিমত নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরামর্শে যেন এ নীতিই অনুসৃত হয়েছিল। খলীফা মামুন রশীদের আমলে ছুমামা আবসী অনুরূপ রোগে আক্রান্ত হলে শাহী চিকিৎসক ইয়াযীদ ইব্ন ইয়ুহান্না বিরেচক দ্বারা তার চিকিৎসা করেছিলেন এবং এ কারণই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। আধুনিককালের চিকিৎসকগণও উদর-পীড়ায় মধুর বিপুল কার্যকারিতা স্বীকার করেন।

মন্দের ভেতর থেকে ভালোর উদ্ভব

১০৭. হযরত শাহ্ সাহেব (র.) বলেন, উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা মন্দ হতে ভালো বেরিয়ে আসার তিনটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। জানোয়ারের পেট থেকে রক্ত-গোবরের মধ্যখান থেকে দুধ, নেশার উপাদান (খেজুর, আংগুর ইত্যাদি) হতে পাক-পবিত্র জীবিকা এবং মৌমাছির পেট হতে মধু। তিনওটির মধ্যে ইশারা

(٧٠) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۛ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ
لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝
(٧١) وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا
بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ
اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝

৭০. আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় অকর্মণ্য বয়সে। ফলে, আগে যা-কিছু বুঝত তখন আর তা বোঝে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।১০৮

৭১. আল্লাহ্ তোমাদের কতককে কতকের উপর জীবিকায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। সুতরাং যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের হাত যাদের মালিক, তাদেরকে তারা স্বীয় জীবিকা প্রদান করে না যে, সকলে তাতে বরাবর হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহ্র নিআমত অস্বীকার করে?১০৯

করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ কুরআনের বদৌলতে অজ্ঞদের আওলাদ-ফরযন্দের মধ্যে হক্কানী আলিম সৃষ্টি করবেন। প্রিয়নবী (সা.)-এর যমানায় তাই হয়েছিল- কাফিরদের সন্তান-সন্ততি হয়ে যায় অন্তরালোকসম্পন্ন আউলিয়া।

জীবন, মৃত্যু ও বার্ধক্যের মাঝে কুদরতের নিদর্শন

১০৮. বাইরের কতগুলো নিদর্শন বর্ণনা করার পর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, মানুষ যেন তার নিজ অস্তিত্ব ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। সে কিছুই ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা অস্তিত্ব দান করলেন। তারপর মৃত্যু পাঠান ও প্রদত্ত জীবন ফিরিয়ে নেন— সে কিছুই করতে পারে না। অনেককে মৃত্যুর আগে বার্ধক্যের এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেন যে, তার বোধ-বুদ্ধি বলতে কিছু থাকে না। হাত-পায়ের শক্তি লোপ পেয়ে বিলকুল অথর্ব হয়ে যায়। না সে কোন কথা বোঝে, না আগের জানা-বুঝা কথা তার মনে থাকে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞান ও শক্তি একমাত্র আল্লাহ্র ভাণ্ডারেই আছে। যখন যতটুকু ইচ্ছা দান করেন এবং যখন ইচ্ছা কেড়ে নেন।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.)-এর মতে আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, এ উম্মতের মাঝে প্রথম দিকে কামেল ও পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিবর্গের জন্ম হবে, পরে ক্রমে ত্রুটিসম্পন্নদের জন্ম হতে থাকবে।

জীবিকার শ্রেণী-বিভেদ ও শিরকের অসারতা

১০৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত উপজীবিকা সকলের জন্য সমান নয়। যোগ্যতা ও অবস্থা ভেদে তিনি স্বীয় হিকমত অনুযায়ী কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

(٧٢) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۝

৭২. এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই প্রজাতি থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন[১১০] এবং তোমাদেরকে দান করেছেন তোমাদের স্ত্রীদের থেকে পুত্র ও পৌত্র।[১১১] আর তোমাদেরকে খাওয়ার জন্য দিয়েছেন উপাদেয় জিনিস।[১১২] তবে কি তারা মিথ্যাকে মানে ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে?[১১৩]

কাউকে বিত্ত ও ক্ষমতার অধিকারী করেছেন, যার অধীনে বহু গোলাম ও চাকর-বাকর রয়েছে। তারা তারই মাধ্যমে জীবিকা লাভ করে থাকে। দাস তো এমন যে, সে নিজে একটা পয়সা বা কোনরূপ স্বাধীনতার মালিক নয়। সর্বদা মুনীবের ইশারার অপেক্ষায় থাকে। আচ্ছা কোন মুনীব কি এটা মানতে চাইবে যে, গোলাম বা চাকর-নকর, যারা আর যাই হোক তারই মত মানুষ বৈ নয়, যথারীতি গোলামীর অবস্থায় বিদ্যমান থেকে তার ধন-দৌলত, সম্মান-শক্তি, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদিতে সমান অংশীদার হয়ে যাক? শরী'আতের বিধান মতে দাসের অবস্থা তো এই যে, দাসত্বের অবস্থায় কোন জিনিসের মালিক বানানো হলেও সে তার মালিক হয় না। মুনীবই মালিক থাকে। মুনীব যদি তাকে স্বাধীন করে দিয়ে স্বীয় সম্পত্তিতে তাকে সমান অংশীদার বানিয়ে দেয়, তখন সমতা সৃষ্টি হবে বটে, কিন্তু দাস তো আর তখন দাস থাকল না। মোদ্দা কথা, দাসত্ব ও সমতা একত্র হতে পারে না। যেখানে অভিন্ন জাতি ও সমশ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের মাঝে অংশীদারিত্ব ও সমতা হতে পার না, সেখানে কী আশ্চর্য স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে উপাস্য ইত্যাদি হওয়ার মাঝে সমান সাব্যস্ত করা হচ্ছে! এবং সেইসব জিনিসকে প্রকৃত মালিকের শরীক ও অংশীদার বানানো হচ্ছে, যাদের সম্পর্কে খোদ মুশরিকরাও স্বীকার করে তারা আল্লাহ্র অধীনস্থ (الاشريكا هولك تملكه ومامالك -তোমার কোন শরীক নেই, শুধু সেই শরীক ছাড়া, যার মালিক তুমি এবং সে যা-কিছুর মালিক তারও মালিক তুমি)। তবে কি পরম কৃপাকর্তার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা এটাই যে, যে জিনিস গ্রহণ করতে নিজেরাই উন্নাসিকতা প্রদর্শন কর, তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও মন্দ বস্তু তাঁর জন্য ধার্য করা হবে?

যেভাবে জীবিকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা কতককে কতকের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, সকলকে সমস্তরে রাখেননি, তেমনি যদি তিনি জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও নবূওয়াতের গুণাবলীতে কাউকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠ করে থাকেন, তবে কেবল হঠকারিতা ছাড়া আল্লাহ্র সে নিআমতকে অস্বীকার করার আর কী কারণ থাকতে পারে?

(٧٣) وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝

(٧٤) فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৭৩. এবং তারা আল্লাহ্ ছাড়া এমনসব বস্তুর পূজা করে, যা তাদের জন্য আসমান ও যমীন থেকে কিছু মাত্র রিযিক দেওয়ার ইখতিয়ার রাখে না[১১৪] এবং শক্তিও রাখে না।[১১৫]

৭৪. সুতরাং আল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টান্ত আরোপ করো না।[১১৬] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।[১১৭]

---

১১০. অর্থাৎ মানব জাতি হতেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রেম-প্রীতি বজায় থাকে এবং সৃষ্টির লক্ষ্য পূর্ণ হয়। ইরশাদ হয়েছে–

وَمِنْ اٰيَاتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ـ

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে– তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদেরকে, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন।' (৩০ : ২১)

১১১. যা তোমাদের শ্রেণীগত স্থায়িত্বের মাধ্যম।

১১২. যা তোমাদের প্রত্যেকের বেঁচে থাকার অবলম্বন।

১১৩. অর্থাৎ দেব-দেবীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে যে, রোগ থেকে মুক্তি দিয়েছে বা সন্তান, জীবিকা ইত্যাদি দান করেছে, অথচ এরা সব ভ্রান্ত– যিনি সত্যিকারের দাতা, তাঁর প্রতি তারা কৃতজ্ঞ নয়– 'মূযিহুল-কুরআন'।

এর প্রতিও ইংগিত হয়ে থাকবে যে, নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক স্থায়িত্বের উপায়-উপকরণকে তো স্বীকার করে, কিন্তু আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় নিআমত (প্রিয়নবী (সা.)-এর হিদায়াত)-কে করে অস্বীকার , যা অবিনশ্বর ও অনন্ত জীবনের স্থায়িত্বের একমাত্র উপায়। الا كل شئ ما خلا الله باطل 'শোন, আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছুই মিথ্যা।'

১১৪. অর্থাৎ না আছে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করার খোদায়ী ইখতিয়ার, আর না ভূমি থেকে শস্য জন্মানোর ক্ষমতা। তা হলে উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে সর্বশক্তিমান সত্তার শরীক তারা কী করে হয়ে গেল?

১১৫. অর্থাৎ না বর্তমানে কোন ইখতিয়ার আছে, আর না আছে ভবিষ্যতে তা অর্জন করার শক্তি।

(৭৫) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ
رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ
لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৭৫. আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন– একটি অধীনস্থ দাস যে কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে না এবং এমন একজন লোক যাকে আমি নিজের পক্ষ হতে উত্তম জীবিকা দান করেছি, তারপর সে তা হতে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে– তারা কি সমান হতে পারে? সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, কিন্তু বহু লোক জানে না।[১১৮]

শিরকের পক্ষে মুশরিকদের দৃষ্টান্ত ও তার অসারতা

১১৬. মুশরিকরা বলত, মালিক তো আল্লাহ্ই, বাকি এরা তাঁর রাজ-সরকারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। আমাদের কাজ এদের দ্বারাই হয়। সরকার প্রধানের কাছে সরাসরি পৌঁছা সম্ভব নয়। বস্তুত তাদের এ দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। আল্লাহ্র দরবার সম্বন্ধে এটা আদৌ প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্ সব কাজই স্বয়ং করেন তা প্রত্যক্ষ হোক, কি পরোক্ষ। তিনি কারও উপর কোন কাজ এমনভাবে ন্যস্ত করে রাখেননি, যেমন দুনিয়ার রাজন্যবর্গ তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত রাখে। তারা ন্যস্ত করে নিজ ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে, কিন্তু ন্যস্ত করার পর অধীনস্থরা ক্ষমতার ব্যবহারে থাকে স্বাধীন। কোন ম্যাজিস্ট্রেট যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা দেয়, তখন সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও ফয়সালা সম্পর্কে বাদশাহ্ বা পার্লামেন্টের আদৌ খবর থাকে না। সে ফয়সালা দানে আংশিকভাবেও বাদশাহ্র ইচ্ছা-ইখতিয়ারের কোন প্রভাব তখন থাকে না। আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে ব্যাপার আদৌ এমন নয়। ছোট-বড় যাবতীয় কাজ, তা উপায়-উপকরণের মধ্যস্থতায় হোক, কি কোনরূপ মাধ্যম ছাড়া, তাঁর অসীম জ্ঞান ও ইখতিয়ারের অধীনেই সম্পন্ন হয়। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রত্যেক মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ের আসল কর্তা বলে বিশ্বাস করে কেবল তাঁকেই মা'বূদ মনে করা কর্তব্য এবং সাহায্য প্রার্থনার জন্য তাঁরই সম্মুখে হাত তোলা বাঞ্ছনীয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ইবন 'আব্বাস (রা.) প্রমুখ হতে فلا تضربوا لله الامثال -এর মর্ম এই বর্ণিত হয়েছে যে, কাউকে আল্লাহ্র সমতুল্য স্থির করো না।

১১৭. অর্থাৎ তোমরা জান না আল্লাহ্র জন্য কীরূপ উদাহরণ পেশ করা উচিত, যা প্রকৃত রহস্য ও সঠিক মর্ম উপলব্ধিকরণে সহায়ক হবে এবং তাঁর মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি করবে না। যদি সঠিক উদাহরণ চাও, তো সামনে দু'টি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে। মনোযোগ সহকারে শোন ও তার মর্ম উপলব্ধির চেষ্টা কর।

(৭৬) وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ
وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ
وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৭৬. আল্লাহ্ আরেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন– দু'জন লোক, একজন বোবা,[১১৯] কোন কাজ করতে পারে না[১২০] এবং সে তার মুনীবের উপর বোঝা, যেদিকেই তাকে পাঠায় সে ভাল কিছু করে আনতে পারে না,[১২১] সে আর ওই ব্যক্তি কি সমান, যে ন্যায়ের আদেশ করে এবং সে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।[১২২]

শিরকের খণ্ডনে কুরআনী দৃষ্টান্ত

১১৮. একটি লোক এমন, যার স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই। অপরের অধীনস্থ গোলাম। কোনও কিছু করার ইখতিয়ার ও ক্ষমতা সে রাখে না। যে কোনও কাজে সে প্রভুর অনুমতির মুখাপেক্ষী। অনুমতি ছাড়া তার কোনও কাজ গ্রহণযোগ্য নয়। অপর এক ব্যক্তি স্বাধীন ও ইখতিয়ারসম্পন্ন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্বীয় অনুগ্রহে প্রভুত্ব, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য দান করেছেন। সে দিবারাত্র প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে যায়। কেউ তাকে বারণ করতে পারে না। বলতো, এ দু'জন কি সমান হতে পারে? ভাল করে বুঝ, আল্লাহ্ তা'আলা সব জিনিসের প্রকৃত মালিক। সব প্রশংসা, সৌন্দর্য ও গুণাবলীর তিনিই আকর, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন, তাতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। প্রতিটি বিন্দুর উপর তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। এটা কি আশ্চর্যের কথা যে, তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা হবে সেই পাথরের প্রতিমাকে, যে কোন কিছুর মালিক নয়, বরং নিজেই অন্যের মালিকানাধীন। যেখানে রূপক মালিক-ভৃত্য সমান নয়, সেখানে প্রকৃত মালিক-ভৃত্যের মধ্যে কী করে সমকক্ষতা হতে পারে? এ থেকে আরও বুঝে নাও যে, এক আল্লাহ্র ইবাদতকারী– যাকে তার মালিক জ্ঞান ও ঈমানের অমূল্য ঐশ্বর্য দান করেছেন এবং মানুষের মধ্যে দিবারাত্র আধ্যাত্মিক নিআমত বন্টনের মাধ্যম বানিয়েছেন, এমন তাওহীদী মু'মিনের সংগে এক কাতারে কি সেই অপবিত্র মুশরিকদের দাঁড় করানো যায়, যে প্রতিমার ভৃত্য, কু-প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর গোলাম এবং উৎকৃষ্ট কর্ম হতে সম্পূর্ণ রিক্ত-হস্ত? কখনও নয়, আল্লাহ্র কসম!

১১৯. বোবা যখন, তখন বধির তো অবশ্যই। নিজে তো বলতেই পারে না, অপরের বলাটাও শোনে না।

১২০. কেননা, না তার অনুভব শক্তি আছে, না বোধশক্তি। তাছাড়াও পঙ্গু-চলাফেরা করতে পারে না।

১২১. অর্থাৎ মালিকের কোন কাজে আসে না। যেখানেই তাকে পাঠানো হয়, কোন কল্যাণ ও সফলতা বয়ে আনতে পারে না।

(৭৭) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৭৭. আল্লাহ্রই কাছে আছে আসমান ও যমীনের রহস্য।[১২৩] কিয়ামতের বিষয়টি তো চোখের পলকতুল্য বা তার চেয়েও নিকটে।[১২৪] আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।[১২৫]

---

১২২. অর্থাৎ নিজে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থেকে অন্যকেও ন্যায়-ইনসাফ ও ভারসাম্যের পথে নিয়ে চলে। এই দুই ব্যক্তি যখন সমান হতে পারে না, তখন নিজ হাতে গড়া পাথর পুতুলকে কী করে (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্র স্তরে বসানো যেতে পারে? কিংবা একজন অন্ধ বধির মুশরিক, যে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা খেয়ে বাঁচে, কিন্তু অপরকে এক কণা দেয় না, সে সেই অনুগত মু'মিনের সমতুল্য কী করে হতে পারে, যে নিজেও সরল পথে থাকে এবং অন্যকেও নিজের সংগে নিয়ে চলে?

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) বলেন, আল্লাহ্র দুই মাখলূক– এক. অথর্ব প্রতিমা, চলাফেরা করতে পারে না। আবার বোবা-বধির গোলাম হেন। আরেক হচ্ছেন রাসূল, যিনি অসংখ্য লোককে আল্লাহ্র পথ বাতলে দেন এবং নিজে প্রতিষ্ঠিত থাকেন বন্দেগীতে। এঁর অনুগত হওয়া ভাল, না ওর?

১২৩. অর্থাৎ সমস্ত মাখলূক একই রকম হয়নি। একজন মানুষের অবস্থা অন্যজন হতে দুস্তর পৃথক। সব জিনিসকে একই স্তরে দাঁড় করানো হয়নি। এর রহস্য এবং প্রতিটি জিনিসের প্রচ্ছন্ন যোগ্যতা ও গুপ্ত অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তিনি স্বীয় অসীম জ্ঞান অনুযায়ী কিয়ামতে প্রত্যেকের সংগে পৃথক ব্যবহার করবেন এবং অবস্থা ভেদে ফলাফল দান করবেন।

১২৪. অর্থাৎ কিয়ামত আসাকে অসম্ভব মনে করো না। আল্লাহ্র জন্য কোন কাজই কঠিন নয়। সমস্ত মানুষকে যখন পুনরায় সৃষ্টি করার ইচ্ছা করবেন, তখন চোখের পলক ফেলবার সময়টুকুও লাগবে না। ইচ্ছা মাত্র সমগ্র বিশ্ব নিমিষের ভেতর পুনর্বার অস্তিত্বমান হয়ে যাবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ .... كَلَمْحِ الْبَصَرِ -এর অর্থ এই যে, সাধারণের উপলব্ধি অনুযায়ী তো তার ক্ষিপ্রতাকে চোখের পলক ফেলার দ্বারা ব্যক্ত করা যায়। কিন্তু বাস্তবে কিয়ামত সংঘটিত হবে তার চেয়েও কম সময়ে। কেননা, لمح بصر (পলক ফেলা) তো একটা কালিক ব্যাপার, কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছার সংগে ঈপ্সিত বিষয়ের অনুষ্ঠান কোন সময় সাপেক্ষ বিষয় নয়।

১২৫. অর্থাৎ যার সর্বব্যাপী জ্ঞানের অবস্থা এমন যে, আসমান-যমীনের সমস্ত রহস্য সেখানে বর্তমান এবং যার অপার শক্তিও প্রতিটি বিন্দু পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, তা তার সমতুল্য আর কে হতে পারে? কোথা হতেই বা দেওয়া যাবে তার পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত?

(৭৮) وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(৭৯) اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ۭ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ۭ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

৭৮. আল্লাহ্ তোমাদেরকে বের করেছেন তোমাদের মায়ের পেট থেকে, যখন তোমরা কিছুই জানতে না এবং তোমাদেরকে কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।[১২৬]

৭৯. তারা কি দেখে না উড়ন্ত জীবকে, যা আকাশের শূন্যলোকে রয়েছে আজ্ঞাধীন? আল্লাহ্ ছাড়া কেউ এগুলোকে ধরে রাখছে না।[১২৭] নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে সেইসব লোকের জন্য, যারা ঈমান আনে।[১২৮]

দেহ-মনে আল্লাহ্‌র নিআমত ও তার কৃতজ্ঞতা

১২৬. অর্থাৎ জন্মকালে তোমরা কিছু জানতে-বুঝতে না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জ্ঞান লাভের উপায়-উপকরণ ও সমঝদার হৃদয় দান করলেন। এগুলো এমনিতেও যেমন অনেক বড় নিআমত, তেমনি আরও লক্ষ-কোটি নিআমত লাভের মাধ্যম। চোখ, কান, বোধ-বুদ্ধি ইত্যাদি যদি না থাকত, তবে উন্নতির সব দরজাই বন্ধ থাকত। মানব শিশু যত বড় হতে থাকে, ততই তার জ্ঞান ও কর্মগত শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর শুকরিয়া তো ছিল যে, এসব শক্তিকে মাওলার আনুগত্যে ব্যয় করা হত এবং সত্য চেনার জন্য বোধ-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো হত। এটা কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক নয় যে, অনুগ্রহ স্বীকার করার স্থলে উল্টো অবাধ্যতা করতে বদ্ধপরিকর হবে এবং প্রকৃত অনুগ্রহকারীকে ছেড়ে ইট-পাথরের পূজায় লেগে যাবে।

শূন্যলোকে পাখীর বিচরণ

১২৭. অর্থাৎ মানুষকে যেমন তিনি যথোপযুক্ত শক্তি দান করেছেন, তেমনি পাখীদের মাঝেও তিনি তাদের অবস্থা অনুযায়ী স্বাভাবিক শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন। প্রতিটি পাখী তার উড্ডয়নে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রাকৃতিক বিধানে আবদ্ধ। তাকে কোন শিক্ষালয়ে উড্ডয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা তার ডানা, পালক, পুচ্ছ ইত্যাদি এমনভাবে গঠন করেছেন যে, তার সাহায্যে সে অবলীলায় বায়ুমণ্ডলে উড়ে বেড়াতে পারে। এমন না হলে তার ভারী দেহ বায়ু ভেদ করে নীচে পড়ে যেত। কিংবা পৃথিবীর বিপুল আকর্ষণ-শক্তি তাকে টেনে নীচে নামিয়ে আনত ও তার উড্ডয়নে বাধার সৃষ্টি করত। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও হাত কি তাদেরকে শূন্যলোকে এভাবে আগলে রেখেছে?

(৮০) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَاۤ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝

(৮১) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ۝

৮০. আল্লাহ্ তোমাদের ঘরকে তোমাদের বাসস্থান বানিয়েছেন[১২৯] এবং চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দিয়ে বানিয়ে দিয়েছেন তোমাদের জন্য তাঁবু, যা তোমাদের জন্য হালকা যে দিন সফরে থাক তখনও এবং যেদিন গৃহে অবস্থান কর তখনও।[১৩০] ভেড়ার পশম, উটের বাবরি চুল[১৩১] ও ছাগলের লোম দ্বারা তৈরি করেছেন কত আসবাবপত্র ও ব্যবহারের সামগ্রী–এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।[১৩২]

৮১. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিজ-সৃষ্ট বস্তু দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন[১৩৩] এবং পাহাড়ের মাঝে বানিয়ে দিয়েছেন তোমাদের জন্য আত্মগোপনের জায়গা[১৩৪] এবং তোমাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছেন এমন কিছু পোশাক, যা তোমাদেরকে রক্ষা করে গরম থেকে[১৩৫] এবং এমন কিছু পোশাক যা তোমাদেরকে রক্ষা করে যুদ্ধক্ষেত্রে।[১৩৬] এভাবেই তিনি পূর্ণ করেন তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ, যাতে তোমরা আদেশ মেনে চল।[১৩৭]

---

১২৮. হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, অনেকে পেটের ফিকিরে ঈমান আনতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বলা হচ্ছে যে, মায়ের পেট থেকে কেউ কিছু নিয়ে আসে না। কামাই-রোযগার করার জন্য হাত-পা, চোখ-কান, হৃদয়-মন ইত্যাদি রয়েছে। দেন আল্লাহ্ তা'আলাই। উড়ন্ত জীব তার পেটপূর্তির ব্যাপারে কার ভরসায় দিনপাত করে?

১২৯. অর্থাৎ ইট, পাথর, কাঠ ইত্যাদির ঘর।

১৩০. অর্থাৎ ইট-পাথরের ঘর তো স্থানান্তর করা যায় না। তাই তিনি চামড়া, পশম ইত্যাদি দ্বারা তাঁবু তৈরী শিক্ষা দিয়েছেন, যা অতি সহজে স্থানান্তর করা যায়। সফরে-বাড়ীতে যেখানে ইচ্ছা খাটিয়ে নাও, যখন ইচ্ছা তুলে রাখ।

يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ-এর অর্থ কেউ কেউ করেছেন, চলাফেরার সময় বহন করতে এবং কোথাও অবস্থান কালে খাটাতে কোন বেগ পেতে হয় না– খুবই সহজসাধ্য।

১৩১. অর্থাৎ উটের পশম দ্বারা।

(৮২) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ٥

৮২. তথাপি যদি তারা ফিরে যায়, তো তোমার কাজ তো কেবল সুস্পষ্টভাবে শুনিয়ে দেওয়া।[১৩৮]

১৩২. অর্থাৎ এ সব জিনিস দ্বারা আত্মরক্ষা ও আরাম-আয়েশের কত রকম জিনিস তৈরি করা হয়, যা এক নির্দিষ্ট সময় বা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাজে আসে। আল্লাহ্ তা'আলা যদি চোখ, কান ও উন্নতি সাধনকারী মন-মস্তিষ্ক দান না করতেন, তা হলে এ সব সামগ্রীর ব্যবস্থা হত কি?

১৩৩. যেমন মেঘমালা, গাছপালা, ঘরবাড়ী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির ছায়া প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী মাটিতে পড়ে, যা দিয়ে মাখলূক শান্তি লাভ করে।

১৩৪. যেখানে মাথা গুঁজে বৃষ্টি, রোদ, শত্রু ইত্যাদি হতে নিজেকে রক্ষা করতে পার।

১৩৫. হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, যে জামা-কাপড় দ্বারা রোদ-তাপ হতে রক্ষা পাওয়া যায়, তা শীত থেকেও রক্ষা করে। সে দেশে যেহেতু গরম বেশী, তাই প্রথমে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩৬. অর্থাৎ বর্ম, যা যুদ্ধে যখম থেকে রক্ষা করে।

১৩৭. অর্থাৎ দেখ, কিভাবে তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছেন এবং কীরূপ জ্ঞান ও কর্মগত শক্তি তোমাদের দান করেছেন, যা কাজে লাগিয়ে তোমরা কত বিরল বিস্ময়কর আবিষ্কার সম্পন্ন কর। চিন্তা করত, যিনি তোমাদের দৈহিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে এত কিছু মেহেরবানী করেছেন, তিনি কি তোমাদের আধ্যাত্মিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে স্বীয় অনুগ্রহ পূর্ণ না করে পারেন? নিঃসন্দেহে তিনি তা পূর্ণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম' (৫ : ৩)। সুতরাং সব মানুষের কর্তব্য তাঁর অনুগ্রহের সামনে মাথা নত করা ও সেই প্রকৃত নিআমতদাতা ও মহা অনুগ্রহকর্তার বাধ্য-অনুগত হয়ে থাকা।

১৩৮. এত কিছু অনুগ্রহের কথা শুনেও যদি আল্লাহ্র সামনে নত না হয়, তবে আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আপনি নিজ দায়িত্ব আদায় করেছেন। সুস্পষ্টরূপে সব কথা বলে দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে তাদের ব্যাপার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করুন।

يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنۡكِرُوۡنَهَا وَ اَكۡثَرُهُمُ الۡكٰفِرُوۡنَ ۝
(৮৩)
وَيَوۡمَ نَبۡعَثُ مِنۡ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيۡدًا ثُمَّ لَا يُؤۡذَنُ لِلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَلَا هُمۡ
(৮৪)
يُسۡتَعۡتَبُوۡنَ ۝
وَاِذَا رَاَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوا الۡعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمۡ وَلَا هُمۡ يُنۡظَرُوۡنَ ۝
(৮৫)

৮৩. তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চেনে, কিন্তু পরে অস্বীকারকারী হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে অনেকেই অকৃতজ্ঞ।[১৩৯]
৮৪. এবং যেদিন আমি প্রত্যেক দল থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করাবো তারপর কাফিরদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে না এবং তাদের তওবাও গৃহীত হবে না।[১৪০]
৮৫. আর যখন যালিমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন আর তা তাদের থেকে লাঘব করা হবে না, আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে।[১৪১]

---

১৩৯. অর্থাৎ সন্দেহ নেই কিছু বান্দা কৃতজ্ঞও আছে- وقليل من عبادى الشكور 'আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ' (৩৪ ঃ ১৩)। কিন্তু অধিকাংশের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিআমতসমূহ দেখে ও তার অনুগ্রহরাজি উপলব্ধি করে, কিন্তু যখন কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশের সময় আসে, তখন সব ভুলে যায়। যেন অন্তরে উপলব্ধি করেও কাজে করে অস্বীকার।

অকৃতজ্ঞতার পরিণতি

১৪০. এবার কুফ্‌র ও অকৃতজ্ঞতার পরিণতি বর্ণিত হচ্ছে যে, মনে রেখ, এমন একটা দিন অবশ্যই আসবে, যখন আগের-পরের সমস্ত উম্মত মহা বিচারকের চূড়ান্ত আদালতে দণ্ডায়মান হবে। প্রত্যেক উম্মতের পাপ-পুণ্য ও বাধ্য-অবাধ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করেন যে, সত্যের বাণী ও তার বাহকের সংগে কে কীরূপ আচরণ করেছে। তখন অবিশ্বাসীদের মুখ খোলার বা সময় চলে যাওয়ার পর তওবা করে নিষ্কৃতি লাভের অনুমতি দেওয়া হবে না। কী করেই বা মুখ খুলবে, যেখানে নিজেদের অপরাধী হওয়ার এবং কোনরূপ অজুহাত প্রদর্শনের সুযোগ না থাকার বিষয়টি তাদের কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারা এও উপলব্ধি করবে যে, সেটা কর্মফলের জায়গা, কর্মক্ষেত্র নয় যে, তওবা করে অপরাধ মার্জনা করিয়ে নেবে।

১৪১. অর্থাৎ না শাস্তির কঠোরতা কিছুটা হ্রাস করা হবে, না মাঝখানে একটু বিরতি দেওয়া হবে যে, কিছুক্ষণের জন্য অবকাশ মিলবে এবং তার পরে নতুনভাবে শাস্তি শুরু হবে।

ولاينظرون-এর অর্থ কেউ কেউ করেছেন, জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করার পর এক মুহূর্তেরও অবকাশ পাওয়া যাবে না। জাহান্নাম নিমেষের মধ্যে তাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, ঠিক যেমন পাখীতে শস্যকণা নিয়ে যায়। এতে জাহান্নামে প্রবেশের ক্ষিপ্রতার দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

(٨٦) وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا
الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝
(٨٧) وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ِالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

৮৬. যখন মুশরিকরা তাদের শরীকদের দেখবে তখন বলবে, হে রব্ব! এরা আমাদের শরীক, তোমাকে ছাড়া যাদেরকে আমরা ডাকতাম।[১৪২] তখন তারা তাদের উপর অভিযোগ আরোপ করবে যে, তারা মিথ্যাবাদী।[১৪৩]

৮৭. এবং তারা এসে উপনীত হয়েছে আল্লাহ্‌র সামনে নিরুপায় হয়ে। যে মিথ্যা তারা আরোপ করত তা বিস্মৃত হবে।[১৪৪]

---

১৪২. অর্থাৎ আমরা তো এদেরই কারণে মারা পড়েছি। যেন বুঝাতে চাচ্ছে যে, এমনিতে আমরা নিরপরাধ বা এদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন।

শেষ বিচারের দিন শরীকদের বক্তব্য

১৪৩. অর্থাৎ তোমরা যে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করেছিলে এতে তোমরা সম্পূর্ণ মিথ্যাচারী। আমরা কবে বলেছিলাম যে, আমাদের উপাসনা কর? প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজ কল্পনা ও খেয়ালখুশীরই পূজা করতে, যার মূলে ছিল না কোন সত্য। কিংবা তোমরা জিন্ন ও শয়তানদের পূজা করতে। কিন্তু সেখানে শয়তানও এই বলে পৃথক হয়ে যাবে- وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ فَلاَ تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ 'আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না। আমি কেবল তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা নিজেদেরই প্রতি দোষারোপ কর' (১৪ ঃ ২২)।

মোট কথা, মুশরিকরা যাদেরকে উপাস্য বানিয়েছিল সকলেই নিজ অসম্পৃক্ততা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে– কারুরটা হবে সত্য, কারুরটা মিথ্যা। পাথরের মূর্তির তো আদপে কোন বোধ-শোধই ছিল না। ফেরেশতা, নবী-রাসূল ও পুণ্যাত্মা বান্দাগণ সর্বদা শিরকের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি এবং নিজের একনিষ্ঠ বন্দেগীই প্রকাশ করেছেন। বাকি থাকল শয়তানের দল। তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ যদিও মিথ্যাই হবে, তবু তার ফলে মুশরিকরা সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে যাবে যে, আজ পরম বন্ধুও কোনও কাজে আসবার নয়।

১৪৪. অর্থাৎ সব জাঁকজমক ও মিথ্যাচার সে দিন লা-পাত্তা হয়ে যাবে। সকলেই অক্ষম ও নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্‌র সম্মুখে নিজ আনুগত্য প্রকাশ করবে। ইরশাদ হয়েছে– اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا 'সে দিন তারা কি চমৎকার শুনবে ও দেখবে– যেদিন আমার সামনে উপস্থিত হবে' (১৯ ঃ ৩৮)।

(৮৮) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ○

(৮৯) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

৮৮. যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদানে লিপ্ত থেকেছে, আমি তাদের শাস্তির উপরে শাস্তি বৃদ্ধি করব– তারা যে দুষ্কৃতি করত তার বদলে।[১৪৫]

৮৯. এবং যে দিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাবো তাদের বিরুদ্ধে তাদেরই মধ্য হতে এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের সম্বন্ধে বলার জন্য।[১৪৬] আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা,[১৪৭] হিদায়াত, রহমত ও আদেশ মান্যকারীদের জন্য সুসংবাদ।[১৪৮]

---

১৪৫. অর্থাৎ এক শাস্তি তো সত্য অস্বীকার করার কারণে এবং দ্বিতীয় শাস্তি সত্যের পথে বাধা দেওয়ার কারণে। অথবা এক শাস্তি অপরাধের সূচনা করার কারণে এবং অপর শাস্তি তাতে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে। যা হোক, আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, জান্নাতে জান্নাতবাসীদের যেমন বিভিন্ন স্তর হবে, তেমনি জাহান্নামীদের শাস্তিও আকৃতি-প্রকৃতি ও ধরন-ধারণে বিবিধ রকমের হবে।

সর্বোচ্চ আদালতে নবীগণের সাক্ষ্য

১৪৬. অর্থাৎ সেই ভয়াবহ দিন স্মরণীয়, যে দিন প্রত্যেক নবী নিজ উম্মতের আচার-আচরণ সম্বন্ধে মহা বিচারকের ইজলাসে বিবৃতি প্রদান করবেন এবং প্রিয়নবী (সা.) এ উম্মতের অবস্থা ব্যক্ত করবেন। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, তিনি সমস্ত সাক্ষী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন যে, নিশ্চয়ই তাঁরা নিজ নিজ দায়িত্ব সুচারুরূপে আদায় করেছেন। হাদীছে আছে, প্রতিদিন উম্মতের আমল প্রিয়নবী (সা.)-এর সামনে পেশ করা হয়। তিনি সৎকাজ দেখে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করেন এবং অসৎ কাজ সম্পর্কে অবগত হয়ে পাপিষ্ঠদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

১৪৭. অর্থাৎ কুরআন মাজীদে হিদায়াতের যাবতীয় জ্ঞান, দীনের মূলনীতিসমূহ ও দো জাহানের সফলতা সম্পর্কিত সকল বিষয়ের অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। এতে কিয়ামতের সেই সব ঘটনাও এসে গেছে যার বর্ণনা উপরে দেওয়া হল। যে নবীর উপর এমন পূর্ণাঙ্গ কিতাব অবতীর্ণ করা হল, স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দায়িত্ব ও যিম্মাদারীও হবে অনেক বড়। যেন شهيدا على هؤلاء (তাদের সম্বন্ধে সাক্ষী)-এর পর وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ বলে প্রিয়নবী (সা.)-এর মহা মর্যাদা এবং সে

(৯০) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

৯০. আল্লাহ্ আদেশ করেন ইনসাফ, সৎকার্য ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার[১৪৯] এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসংগত কাজ ও অবাধ্যতা হতে।[১৫০] তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।[১৫১]

অনুযায়ী গুরু দায়িত্বের প্রতি সূক্ষ্ম ইংগিত করে দেওয়া হল। অন্যত্র এই জিজ্ঞাসাবাদ সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে- فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ 'তারপর যাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করবই এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করব' (৭ ঃ ৬)। ইবন কাছীর (র.) এ বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

১৪৮. অর্থাৎ এ কিতাব নিখিল বিশ্বের জন্য আপাদমস্তক হিদায়াত ও মূর্তিমান রহমত। এটা অনুগত বান্দাদেরকে গৌরবময় ভবিষ্যতের সুসংবাদ দেয়।

ইসলামের সার্বজনীন জীবনদর্শন ও তার তিনটি মূলনীতি

১৪৯. কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছিল এটা تبيانا لكل شئ (সব কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা)। বক্ষ্যমাণ আয়াত তার একটি নমুনা স্বরূপ। ইব্ন মাসঊদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রকার ভাল-মন্দের বর্ণনাকে এই এক আয়াতে সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছেন। কোন 'আকীদা, নৈতিকতা, নিয়্যত, কর্ম, ভাল-মন্দ আচরণ এমন নেই, যা অনুজ্ঞা বা নিষেধাজ্ঞার রঙে এ আয়াতের ভেতর এসে যায় না। কোন কোন আলিম বলেছেন, কুরআন মাজীদে আর কোনও আয়াত না থাকলেও এই এক আয়াতই- تبيانا لكل شئ -এর সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল। এজন্যই হয়ত মহান খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) জুমু'আর খুতবার উপসংহারে এ আয়াত সংযুক্ত করে উম্মতের জন্য এক জীবন্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এ আয়াতের ব্যাপকতা বুঝাতে হলে তো একটি আলাদা রচনার প্রয়োজন। তথাপি সামান্য ধারণা দেওয়ার জন্য এতটুকু বলা যেতে পারে যে, আয়াতে তিনটি জিনিসের আদেশ করা হয়েছে ঃ আদ্ল, ইহসান ও আত্মীয়-স্বজনকে দান। আদল অর্থ এই যে, মানুষের যাবতীয় আকীদা-বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও চিন্তা-চেতনা ন্যায়-ইনসাফের তুলাদণ্ডে তুলিত হবে। শৈথিল্য ও বাড়াবাড়ির কারণে কোন দিক উঁচু-নিচু হবে না। ঘোরতর শত্রুর সংগেও আচার-ব্যবহারে ন্যায়-নীতি হাতছাড়া করা যাবে না। ভেতর-বাইর সর্বদা সমান থাকবে। যে কাজ নিজের জন্য পসন্দ হবে না, তা নিজ ভাইয়ের জন্যও কখনও পসন্দ করবে না।

ইহ্‌সান অর্থ, নিজেকে ন্যায় ও কল্যাণের প্রতীক বানিয়ে অন্যের শুভ কামনা করা। ন্যায়-ইনসাফের স্তর হতে ঊর্ধ্বে উঠে দয়া, অনুগ্রহ, ক্ষমা ও মহানুভবতার চরিত্র অবলম্বন করা, ফরয আদায়ের পর নফলের দিকে অগ্রসর হওয়া। ন্যায়ের সংগে সৌজন্য বোধ বজায় রাখা। এই বিশ্বাস রাখা যে, যা কিছু ভাল কাজ করা হবে, তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিগোচর। তাঁর পক্ষ হতে ভালোর জওয়াব ভালোর আকারেই দেওয়া হবে। হাদীছে বলা হয়েছে- الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك 'ইহ্‌সান হচ্ছে এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, যেন তাঁকে দেখছ, যদি তাঁকে দেখার মত হতে না পার, তবে এই মনে কর যে, তিনি তোমাকে দেখছেন' (সহীহ্ বুখারী)। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ 'ইহ্‌সানের বদলা ইহ্‌সান ছাড়া কী হতে পারে' (৫৫ ঃ ৬০)।

এই দুই চরিত্র (আদল ও ইহ্‌সান তথা ন্যায়নিষ্ঠা ও মহানুভবতা) ছিল নিজ সত্তা এবং আপন-পর ও দোস্ত-দুশমন নির্বিশেষে সকলের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের অপরাপর লোক অপেক্ষা কিছু বেশী। আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়তার যে সম্বন্ধ আপসের মধ্যে স্থাপিত করে দিয়েছেন, তাকে উপেক্ষা করা চলবে না, বরং আত্মীয়ের প্রতি সহানুভূতি এবং ইহ্‌সান ও মহানুভবতার ব্যবহার তাদের সংগে অন্যদের তুলনায় বেশী হতে হবে। আত্মীয়ের প্রতি সদাচরণ একটি স্বতন্ত্র পুণ্য, যা আত্মীয়তার স্তরভেদে আচরণীয়। ইহ্‌সানের পর আত্মীয়-স্বজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে যেন ইংগিত করে দেওয়া হল যে, আদল ও ইনসাফ তো সকলের ক্ষেত্রে সমান, কিন্তু ইহ্‌সান ও মহানুভবতার বিষয়টি স্তরভেদে একের অপেক্ষা অন্যের ক্ষেত্রে বেশী লক্ষণীয়। স্তরভেদের বিষয়টি ভুলে যাওয়া এক হিসাবে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম বিস্মৃত হওয়ার নামান্তর। এবার এই শব্দত্রয়ের ব্যাপকতাকে সামনে রাখলে যে কোনও সমঝদার ব্যক্তি ফয়সালা করতে পারে যে, দুনিয়ায় এমন কি স্বভাবগত সৌন্দর্য, মংগল ও পুণ্য রয়ে গেছে, যা এই তিনটি মূলনীতির আওতায় আসে না?

অকল্যাণ-অনর্থের তিন মৌলিক শক্তি

১৫০. নিষেধও করা হয়েছে তিনটি জিনিস থেকে। 'ফাহশা' (অশ্লীলতা), মুনকার (অসংগত কাজ) ও বাগী (অবাধ্যতা)। কেননা, মানুষের মধ্যে তিনটি শক্তি আছে, যেগুলোর অপাত্রে ব্যবহার ও অপব্যবহারের কারণেই যতসব অনর্থ ও অমংগলের সৃষ্টি হয়। (ক) পাশবিক কামজ শক্তি; (খ) শয়তানী কাল্পনিক শক্তি ও (গ) হিংস্র ক্রোধ-শক্তি। সম্ভবত فحشاء (অশ্লীলতা) দ্বারা সেই সব নির্লজ্জ কাজকর্ম বুঝানো হয়েছে, যার উৎস হচ্ছে কামপ্রবণতা ও পাশবিকতার বাড়াবাড়ি। মুনকার শব্দটি মা'রূফের বিপরীত অর্থাৎ অযৌক্তিক কাজ, যা সুষ্ঠু প্রকৃতি ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি প্রত্যাখ্যান করে। এসব কাজ মানুষ তখনই করে, যখন শয়তানী কাল্পনিক শক্তির দাপটে ফেরেশতাসুলভ বোধশক্তি চাপা পড়ে যায়। তৃতীয় জিনিস 'বাগী'। অর্থাৎ

(৯১) وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

৯১. এবং যখন আপসে অংগীকার কর, তখন আল্লাহ্‌র অংগীকার পূর্ণ কর এবং কসমসমূহ পরিপক্ব করার পর তা ভংগ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহ্‌কে নিজ যামিন বানিয়েছ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন– যা কিছু তোমরা কর।[১৫২]

অবাধ্যতা করে সীমা অতিক্রম করে যাওয়া, অন্যায়-অবিচারে বদ্ধপরিকর হয়ে হিংস্র পশু-পক্ষীর মত চিরে-ফেড়ে খাওয়ার জন্য ধাবিত হওয়া এবং অন্যের জান-মাল ও আবরু-ইয্‌যত ধ্বংস করার জন্য না হক থাবা বিস্তার করা। এসব যাবতীয় তৎপরতা হিংস্র-ক্রোধ-শক্তির অপব্যবহার থেকেই সৃষ্টি হয়। মোদ্দা কথা, আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ যতক্ষণ এই শক্তিত্রয়কে আয়ত্তে না রাখবে ও ফেরেশতাসুলভ বোধ-শক্তি এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ না করবে, সে সভ্য, সাধু ও পাক-পবিত্র হতে পারবে না।

নবীর শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব

১৫১. আকছাম ইবন সাফী (রা.) পবিত্র এ আয়াতটি শুনে তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, আমি লক্ষ্য করছি এ নবী সব উত্তম ও উচ্চতর চরিত্রের নির্দেশ দেন এবং ইতর কর্ম ও মন্দ চরিত্রে বাধা দান করেন। কাজেই শীঘ্র তাঁর অনুসরণ করো।

فكونوا فى هذا الامر رؤسا ولا تكونوا فيه اذنابا

'সুতরাং এ দীন গ্রহণে অগ্রগামী হয়ে তোমরা মাথা হও, পেছনে থেকে লেজ হয়ো না।'

হযরত উছমান ইবন মায'উন (রা.) বলেন, এ আয়াত শুনেই আমার অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় হয়েছে এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর ভালবাসা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছে।

অংগীকার রক্ষার গুরুত্ব

১৫২. উপরিউক্ত আয়াতে যেসব জিনিস করার বা বর্জন করার নির্দেশ ছিল এখানে তার মধ্য থেকে একটা জিনিসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে, অর্থাৎ অংগীকার পূরণের আদেশ ও বিশ্বাসঘাতকতার নিষেধাজ্ঞা। বিষয়টি এমনিতেও গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া তখনকার জন্য ছিল বিশেষভাবে সময়োপযোগী। মুসলিম জাতির উন্নতি ও গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যত বিনির্মাণে এর প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ও কসম করে কোন অংগীকার কর, তখন আল্লাহ্‌র নামের মর্যাদা রক্ষা কর। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সাথে অংগীকারাবদ্ধ হলে (যদি শরী'আত বিরোধী না হয়) তা পূরণ করা মুসলিমের কর্তব্য– তা তাতে যতই অসুবিধা ও জটিলতা দেখা দিক। قول مرداں جاں دارد 'মরদের কথা সেতো নয় প্রাণহীন।'

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا ۖ تَتَّخِذُونَ
(৯২) أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

৯২. তোমরা সেই স্ত্রীলোকটির মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর কাটা সুতা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলে,[১৫৩] যাতে নিজেদের কসমসমূহকে আপসের মধ্যে প্রতারণার বাহানারূপে গ্রহণ করতে পার এ জন্য যে, একদল অন্য দল অপেক্ষা বেশী ক্ষমতাবান হয়ে যায়।[১৫৪] এ দিয়ে তো আল্লাহ্ তোমাদেরকে কেবল পরীক্ষা করেন।[১৫৫] অবশ্যই তিনি কিয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা কলহ করতে।[১৫৬]

বিশেষত যখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ও হলফ করে অংগীকার করা হয়, তখন মনে করা উচিত যে, কসম খাওয়া আল্লাহ্‌কে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাক্ষী ও যামিন বানানোরই নামান্তর। তোমরা যখন তাকে সাক্ষী রাখ, তখন তিনি তা জানেন এবং এটাও জানেন যে, তোমরা কতদূর তা রক্ষা করবে। তোমরা অংগীকার ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতা করলে তিনি তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান অনুযায়ী তার শাস্তি দেবেন। কেননা, তোমাদের কোন প্রকাশ্য-গোপন প্রতারণা তাঁর অগোচরে থাকে না।

ওয়াদা ভংগের দৃষ্টান্ত

১৫৩. অর্থাৎ অংগীকার সম্পন্ন করে তা ভেংগে ফেলা এক চরম নির্বুদ্ধিতা। এর দৃষ্টান্ত সেই নারী, যে দিনভর সুতা কাটে এবং সন্ধ্যা বেলা সমস্ত কাটা সুতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। মক্কায় এক পাগলাটে নারী এরূপ করত। বুঝানো হচ্ছে যে, ওয়াদাকে এরূপ কাঁটা সুতার মত মনে করা যে, যখন ইচ্ছা কাটলাম, যখন ইচ্ছা আংগুলের সামান্য টানে ছিঁড়ে ফেললাম, এটা চরম অপরিণামদর্শিতা ও পাগলামি। কথার যদি মূল্য না থাকে, তবে দুনিয়ার সব কাজই তো অচল হয়ে পড়বে। কথা-কড়ারের মূল্য রক্ষা দ্বারাই ন্যায়ের তুলাদণ্ড থাকতে পারে। যে জাতি ন্যায়-ইনসাফের নীতি বিসর্জন দিয়ে খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারের পূজা করে, তাদের কাছে ওয়াদা-অংগীকারের কোন মূল্য নেই। তারা এগুলো করেই ভাংগার জন্য। যেখানে প্রতিপক্ষকে দুর্বল দেখে অবিলম্বে তাদের সাথে কৃত ওয়াদা ও চুক্তিপত্রকে ছিঁড়ে-কুটে টুকরীতে ফেলে দেয়।

১৫৪. অর্থাৎ অংগীকার ও কসমসমূহকে প্রতারণা ও চল-চাতুরীর বাহানা বানিও না। জাহিলী যুগের মানুষের নিয়ম ছিল, কোন সম্প্রদায়কে নিজেদের চেয়ে শক্তিশালী

(٩٣) وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٩٤) وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৯৩. আল্লাহ্ যদি চাইতেন তোমাদের সকলকে একই সম্প্রদায় করে দিতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা পথ ভুলিয়ে দেন আর যাকে ইচ্ছা দেখিয়ে দেন।[১৫৭] এবং তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যা কিছু তোমরা করতে।[১৫৮]

৯৪. এবং নিজেদের কসমগুলোকে আপসের মধ্যে প্রতারণার উপায় বানিও না, পাছে কোনও পা স্থিত হওয়ার পর স্খলিত হয়ে যায় এবং তোমরা আস্বাদন কর শাস্তি এই কারণে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদান করেছিলে, আর তোমাদের জন্য রয়ে যায় মহাশাস্তি।[১৫৯]

দেখলে তাদের সংগে চুক্তিবদ্ধ হত। তারপর অন্য কোনও দলকে আরও শক্তিশালী পেলে পূর্বের চুক্তি ভেংগে ফেলে নতুন দলের সংগে চুক্তি সম্পন্ন করে নিত। পরে আবার সে মিত্রদেরকে দুর্বল ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেলে পত্রপাঠ চুক্তিপত্র ছিঁড়ে সব কসম আর হলফ তাকের উপর উঠিয়ে রাখত। আজকাল পাশ্চাত্য সম্প্রদায়গুলোর নীতিও এমনই।

১৫৫. অর্থাৎ সম্প্রদায়সমূহের মাঝে শক্তি-দুর্বলতার পার্থক্য এবং তাদের মধ্যে কাউকে উপরে তোলা ও কাউকে নামানো সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র কাজ। এ দিয়ে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। ওয়াদা রক্ষার আদেশ দানের মধ্যেও তোমাদের পরীক্ষা রয়েছে। তিনি দেখেন, কে ওয়াদা রক্ষায় অবিচলিত থাকে এবং এ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের শক্তি ও দুর্বলতার কিছু পরওয়া করে না। বাকি উত্থান-পতন কেউ বদলাতে চাইলেই বদলে যায় না। পতনের স্থলে উত্থান এবং দুর্বলতার জায়গায় শক্তি যদি আল্লাহ্ তা'আলা আনয়ন করেন, তবেই তা আসতে পারে। বিশ্বাসঘাতকতার ইচ্ছা দেখা দিলে এটা পতনের আলামত। বুঝতে হবে ধ্বংসের আর দেরী নেই।

১৫৬. অর্থাৎ এখানের পরীক্ষা, ফলাফল কিয়ামতে প্রকাশ পাবে। তখন দুর্বলতা ও শক্তিমত্তার সব বিরোধ মিটিয়ে দেওয়া হবে।

১৫৭. অর্থাৎ মতবিরোধ না রাখার শক্তি তাঁর ছিল, কিন্তু তাঁর হিকমতের চাহিদা এরূপ ছিল না। পূর্বে কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

১৫৮. হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, এ থেকে জানা গেল যে, কাফিরদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা-খেলাফী করা যাবে না। এর দ্বারা কুফর মেটে না, উল্টো নিজেদের উপর বিপদ আসে।

(৯৫) وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
(৯৬) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۭ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
(৯৭) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৯৫. আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তোমাদের জন্য তাই শ্রেয়– যদি তোমরা জান।[১৬০]
৯৬. যা কিছু তোমাদের কাছে আছে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা শেষ হবে না।[১৬১] যারা সবর করে আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদান স্বরূপ, যা তারা করত।[১৬২]
৯৭. যে সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক কি নারী, আর সে হয় মু'মিন, আমি তাকে এক উৎকৃষ্ট জীবন দান করব[১৬৩] এবং প্রতিদানে তাদেরকে দেব প্রাপ্য পুরস্কার তাদের উত্তম কাজের কারণে– যা তারা করত।

---

১৫৯. অর্থাৎ ওয়াদা-খেলাফী করে ও কসম ভেংগে বিশ্বাসঘাতকতার রাস্তা সৃষ্টি করো না। মুসলিম জাতির বদনাম করো না, পাছে তোমাদের চরিত্রহীনতা ও কথার নড়চড় দেখে বিশ্বাস আনয়নকারীরা সন্দেহে পড়ে যায় এবং অমুসলিম সম্প্রদায় ইসলামে প্রবেশ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরিণামে আল্লাহ্‌র পথে বাধা দানের গুনাহ্ তোমাদের উপর বর্তায়, যার শাস্তি সুকঠিন।

১৬০. এতক্ষণ আলোচনা চলছিল আপসের অংগীকার ভংগ সম্পর্কে। এবার আল্লাহ্‌র সংগে অংগীকার ভংগ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, অর্থ-লালসায় শরী'আত বিরোধী ফয়সালা দিও না। পরিণামে এ অর্থ বিপর্যয় ডেকে আনবে। শরী'আত-সম্মতভাবে যা হাতে আসে তোমাদের জন্য সেটাই শ্রেয় (মূযিহুল কুরআন)। কিংবা ওয়াদা রক্ষার যে প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে পাওয়া যাবে, তা এ তুচ্ছ মূল্য অপেক্ষা শতগুণ শ্রেয়। মূল্যকে তুচ্ছ বলার কারণ, যদি সমগ্র দুনিয়াও পাওয়া যায়, তবু তা আখিরাতের তুলনায় সামান্য ও তুচ্ছ বৈ কি!

১৬১. সুতরাং স্থায়ী ও অবিনশ্বরকে ছেড়ে নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ীকে বেছে নেওয়াটা কেমন বুদ্ধির কাজ?

১৬২. অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র অংগীকার রক্ষায় অবিচলিত থাকবে, ধৈর্যের সংগে সমস্ত সংকটের মুকাবিলা করবে, তাদের পুরস্কার নষ্ট হবার নয়। এরূপ উৎকৃষ্ট কাজের বদলা অবশ্যই আমার কাছে পাবে।

সৎকর্মের পুরস্কার উৎকৃষ্ট

১৬৩. উপরের আয়াতে ধৈর্যশীল ও অংগীকার রক্ষাকারীদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছিল। এবার সমস্ত সৎকর্ম সম্পর্কে সাধারণ মূলনীতি বলে দেওয়া হচ্ছে। সারকথা এই যে, যে-কোনও নর-নারী সৎকার্যে অভ্যস্ত হবে এবং সেটা কেবল বাহ্যিক নয়, বাস্তবেও অর্থাৎ তার ভেতরে ঈমান ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের আত্মাও নিহিত থাকে, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র, উৎকৃষ্ট ও সুখের জীবন দান করব। দুনিয়ায় হালাল রূযী, পরিতুষ্টি, হৃদয়ের ঐশ্বর্য, স্বস্তি ও প্রশান্তি, আল্লাহ্র যিক্রের স্বাদ, তাঁর প্রেমের আনন্দ, বন্দেগীর দায়িত্ব-কর্তব্য আদায়ের সুখ, সার্থক ভবিষ্যতের কল্পনা ইত্যাদি তার নসীব হবে। সেই সংগে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের পরম মজা সে আস্বাদন করবে, যে রস আস্বাদন করে জনৈক মরমী কবি বলেছিলেন,

چوں چتر سنجری رخ بختم سیاه باد * دردل اگر بود هوس ملك سنجرم

زانگه که یافتم خبر ازملك نیم شب * من ملك نیم روزبیك جونمی خرم

চেহারা আমার হয়ে যাক্ কাল সানজরী ঐ ছাতার মত

সানজারী দেশের রাজক্ষমতার থাকলে মনে একটু খায়েশ

যে দিন থেকে দিশ পেয়েছি 'নিমশব' দেশের গহন খনির

যবের একটি দানা দিয়েও কিনব নাক 'নিমরোজ' দেশ।

সত্য বটে- اهل الليل في ليلهم الذ من اهل اللهو فى لهوهم 'রাত্রি জাগরণকারীদের কাছে তাদের জাগরণ এত বেশী মজাদার যে, ক্রীড়ামোদীদের কাছে ক্রীড়ার আনন্দ তার কাছে তুচ্ছ।'

এজন্যই এক বুযুর্গ বলেন, রাজা-বাদশাহরা যদি জানত রাত্রি জাগরণকারীরা রাত্রি জাগরণে কী আনন্দ ও সম্পদ লাভ করে, তবে তা কেড়ে নেওয়ার জন্য তারা রাজ্য জয়ের মত সেনাভিযান চালাত।

মোটকথা, অনুগত মু'মিনের পবিত্র ও সুখময় জীবন এখান থেকেই শুরু হয়ে যায়। কবরে যাওয়ার পর এর ঔজ্জ্বল্য আরও বেড়ে যায়। এ পবিত্র জীবনের চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে জান্নাতে, যে সম্পর্কে বলা হয়েছে, حياة بلا موت وغنى بلا فقر وصحة بلاسقم وملك بلاهلك وسعادة بلا شقاوة 'মৃত্যুহীন জীবন, অভাবমুক্ত ঐশ্বর্য, নীরোগ স্বাস্থ্য, পতনহীন রাজত্ব এবং এমন সৌভাগ্য যার পর আর নেই দুঃখ-দুর্দশা।' আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরও তা দান করুন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ আয়াতে ঘোষিত হয়েছে যে, কুরআনের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর পুণ্য ও সাফল্যের একই নিয়ম। অর্থাৎ নর-নারী নির্বিশেষে যে কেউ স্বীয় অবস্থা অনুযায়ী পুণ্যার্জন করে পবিত্র জীবনের অধিকারী হতে পারে।

(৯৮) فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

(৯৯) اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

৯৮. সুতরাং তুমি যখন কুরআন পড় তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ কর।[১৬৪]

৯৯. তার আধিপত্য তাদের উপর চলে না, যারা ঈমানের অধিকারী এবং যারা স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।[১৬৫]

কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম ও আউযুবিল্লাহ্ পড়ার তাৎপর্য

১৬৪. হাদীছে আছে, خيركم من تعلم القران وعلمه 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যে নিজে কুরআন শেখে ও অপরকে শেখায়।' বুঝা গেল, মু'মিনের জন্য কুরআন পাঠ একটি শ্রেষ্ঠ আমল। পূর্বে দুই জায়গায় শ্রেষ্ঠ কাজের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। তাই এস্থলে কুরআন তিলাওয়াতের কিছু নিয়ম বর্ণিত হয়েছে, যাতে মানুষ অসতর্কতাবশত এ উৎকৃষ্ট কাজের ছওয়াব নষ্ট না করে ফেলে। শয়তানের চিরদিনকার চেষ্টা, যাতে মানুষকে নেক কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা যায়। বিশেষত কুরআন পাঠের মত কাজকে সে কী করে নিশ্চিন্ত মনে স্বীকার করে নিতে পারে, যা কি না সমস্ত পুণ্যের উৎস? অবশ্যই তার চেষ্টা থাকবে যাতে মু'মিনকে এর থেকে বিরত রাখা যায়। এতে সফল না হলে অন্ততপক্ষে তাকে এমন দোষ-ক্রটিতে লিপ্ত করতে তো চাইবেই, যাতে করে কুরআনের প্রকৃত কল্যাণ লাভ করে তাকে বঞ্চিত রাখা যায়। এসব বিভ্রান্তিকর অপচেষ্টা ও আসন্ন অনর্থ হতে আত্মরক্ষার পথ এটাই হতে পারে যে, মু'মিন যখন কুরআন পাঠের ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমে খাঁটি মনে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবে এবং অভিশপ্ত শয়তানের আওতা হতে বের হয়ে এসে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করবে। প্রকৃত আশ্রয় গ্রহণ তো মনের ব্যাপার, কিন্তু মন ও মুখের ঐক্য সাধনের জন্য বিধান রাখা হয়েছে তিলাওয়াতের পূর্বে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির-রাজীম' পড়ে নেবে।

১৬৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করেছে ও তাঁর আশ্রয় খোঁজ করেছে, তার উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। এরূপ ব্যক্তি যদি কিছুক্ষণের জন্য মানবিক দুর্বলতাবশত শয়তানের আওতার মধ্যে এসেও পড়ে, তবু শয়তান তার উপর নিজ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় না। শীঘ্রই সে ব্যক্তির চোখ খুলে যায়। তার উদাসীনতা দীর্ঘায়িত হতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ-

(١٠٠) اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ۝

(١٠١) وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ
اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

১০০. তার আধিপত্য তো তাদের উপর, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে শরীক বলে বিশ্বাস করে।[১৬৬]

১০১. এবং আমি যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি- আর আল্লাহ্ ঢের জানেন যা তিনি অবতীর্ণ করেন, তখন তারা বলে, তুমি তো বানিয়ে আনছ। কখনও নয়, আসলে তাদের অধিকাংশের খবর নেই।[১৬৭]

'যারা তাকওয়ার অধিকারী হয়, তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়। তাদের সংগী-সাথীগণ তাদের ভ্রান্তির দিকে টানে এবং এ বিষয়ে তারা কোন ত্রুটি করে না' (৭ঃ২০১-২০২)।

১৬৬. অর্থাৎ যারা নিজেরাই শয়তানকে বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তার উপর নির্ভর করে, যেন তাকে আল্লাহ্র শরীক বানিয়ে নেয় বা তার প্রতারণায় অন্য জিনিসকে আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করে, তাদেরই উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে এবং যেমনি ইচ্ছা তাকে নাচায়।

নাস্খ (রহিতকরণ) সম্পর্কে কাফিরদের প্রশ্ন ও তার জওয়াব

১৬৭. পূর্বে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, বিতাড়িত শয়তানের ছলনা হতে আল্লাহ্র আশ্রয় সন্ধান কর, পাছে সে এই পবিত্র কর্মে বাধার সৃষ্টি বা ক্ষতি সাধন করে বসে। এখানে তার কিছু বাধার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, যা সে কুরআন সম্পর্কে সৃষ্টি করত। ঘটনা এই যে, পূর্ণ কুরআন তো একই বারে নাযিল হয়নি, প্রয়োজনানুসারে খণ্ড খণ্ড আকারে আয়াত নাযিল হত। অনেক সময় সাময়িক বিধি-বিধানও অবতীর্ণ হত। পরে অবস্থার পরিবর্তনের কারণে সে সব বিধানের স্থলে অন্য বিধান এসে যেত, যেমন প্রথম দিকে যুদ্ধের প্রতি নিষেধাজ্ঞা ও হাত গুটিয়ে রাখার আদেশ ছিল। কিছুকাল পর যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। অনুরূপ প্রথমদিকে নির্দেশ ছিল- قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ 'রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধ রাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প অথবা তদপেক্ষা বেশী' (৭৩ ঃ ২, ৩, ৪)। কিন্তু কিছুদিন পর মক্কাতেই এ আয়াত নাযিল হয়- عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ 'তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না, অতএব, আল্লাহ্ তোমাদের

(١٠٢) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَّبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

১০২. বল, এটি অবতীর্ণ করেছেন পবিত্র ফেরেশতা তোমার রব্বের পক্ষ হতে সন্দেহাতীতভাবে,[১৬৮] যাতে মুসলিমদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটা মুসলিমদের জন্য পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ স্বরূপ।[১৬৯]

প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর' (৭৩ ঃ ২০)।

কাফিররা এসব বিষয় শুনে প্রশ্ন করত, এটা আল্লাহ্‌র বাণী কী করে হতে পারে? তবে কি আল্লাহ্ (নাউযুবিল্লাহ্) পূর্বে অজ্ঞতাবশত এক আদেশ দিয়ে বসেছিলেন, পরে প্রকৃত বিষয় অবগত হয়ে অন্য আদেশ জারি করছেন? অনুমান করা যাচ্ছে এ সব আপনার স্বরচিত বাণী। আল্লাহ্‌র কালাম এমন হতে পারে না যে, এক দিন এক কথা, আবার অন্যদিন আরেক কথা। অসম্ভব নয়, শয়তান সুযোগ পেলে কোন কোন মু'মিনের অন্তরেও এরূপ সন্দেহ জাগিয়ে তুলত। তাই জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, তোমাদের এ প্রশ্ন নিছক অজ্ঞতাপ্রসূত। তোমরা যদি 'নাস্‌খ' বা রহিতকরণের তাৎপর্য জানতে, তবে এরূপ কথা কখনও মুখে আনতে না। 'নাসখ'-এ মর্ম কেবল এতটুকুই যে, একটি সাময়িক বিধানের সময়কাল পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর অন্য বিধান প্রদান করা। কোন চিকিৎসক দশ বিশ দিনের জন্য এক ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার পর অন্য ব্যবস্থাপত্র দেন। তবে কি সেটা তার অজ্ঞতা বা অনভিজ্ঞতা প্রমাণ করে? বরং কেউ সেরূপ মন্তব্য করলে তাকেই মূর্খ সাব্যস্ত করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ভাল করে জানেন, যখন যে বিধান নাযিল করা হয়, অর্থাৎ যে রূহানী খাদ্য বা ওষুধ দেওয়া হয়, তা কতক্ষণ পর্যন্ত রোগীর স্বভাব ও অবস্থার উপযোগী থাকবে।

১৬৮. অর্থাৎ আমার বা অন্য কোন মানুষের রচিত কথা নয়। এটা তো সেই কালাম, যা নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক রূহুল-কুদ্‌স (পবিত্র ফেরেশতা জিবরীল আমীন)-এর মাধ্যমে হিকমত ও কল্যাণ অনুযায়ী আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। যেন من ربك বলে সুস্পষ্ট ইংগিত করে দেওয়া হয়েছে যে, এর নাযিলকর্তা সেই সত্তা, যিনি স্বয়ং এমন বিস্ময়কর পন্থায় মুহাম্মাদ (সা.)-কে এরূপ উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের উপর গড়ে তুলেছেন, যা তোমাদের সামনে রয়েছে। 'রূহুল-কুদস'-এর মাধ্যম বর্ণনা দ্বারা সম্ভবত ইংগিত করা হয়েছে যে, রূহুল-কুদ্‌সকে যে বাণীর বাহক বানানো হয়েছে, নিশ্চয়ই তা রূহানিয়াত, পবিত্রতা ও ফেরেশতাসুলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। খোঁজ করে দেখ, এসব গুণে আসমানের নীচে এ কিতাবের সমতুল্য কোন কিতাব পরিলক্ষিত হয় কি?

(১০৩) وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِیْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِیٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُّبِيْنٌ ۝

১০৩. আমি ভাল করে জানি তারা বলে, তাকে তো একজন মানুষ শেখায়।[১৭০] যার প্রতি তারা ইংগিত করে তার ভাষা তো আরবী নয়, আজমী। অথচ এ কুরআন পরিষ্কার আরবী ভাষার।[১৭১]

১৬৯. অর্থাৎ সময়ে সময়ে পর্যায়ক্রমে আয়াত ও বিধানাবলী অবতীর্ণ হতে দেখে ঈমানদারদের অন্তর মযবূত ও 'আকীদা সুদৃঢ় হয়। তারা ভাবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের প্রতিটি অবস্থা ও জীবনের প্রতিটি পর্যায় সম্বন্ধে সম্যক অবগত। তিনি অত্যন্ত হিকমতের সাথে আমাদের প্রতিপালন করেন। যেমন অবস্থা দেখা দেয়, তার উপযোগী নির্দেশনা দান করেন এবং প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে উপযুক্ত খোশখবর আমাদেরকে শোনান।

প্রিয়নবী (সা.)-এর নিরক্ষরতা দৃষ্টে কুরআন সম্বন্ধে কাফিরদের প্রশ্ন ও তার জওয়াব

১৭০. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ আল্লাহ্‌র কালাম নয়। হলে তাতে 'নাস্‌খ' (রহিতকরণ)-এর বিষয়টি থাকত না। এটা আল্লাহ্‌র কালাম হতেও পারে না। কেননা, মুহাম্মাদ (সা.) যে নিরক্ষর তা সুবিদিত। একজন উম্মী লোক, যে না কোন দিন কোন কিতাব স্পর্শ করেছে, না কলম ধরে দেখেছেন, এমনকি অভিজাত কুরায়শী হওয়া সত্ত্বেও চল্লিশ বছর পর্যন্ত মুখে একটা শ্লোক পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি, অথচ আরবের ছোট ছোট মেয়েরা পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে স্বভাবগত যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে থাকে। কী করে ধারণা করা যায় যে, এমন একজন লোক কোনরূপ তালীম ছাড়া সহসাই বিরল বিস্ময়কর জ্ঞান ও হিকমত, হৃদয়গ্রাহী দিক-নির্দেশ এবং বৈপ্লবিক বিধি-বিধান সম্বলিত এক মহাগ্রন্থ রচনা করে আনবেন? স্বীকার না করে উপায় নেই যে, অন্য কোন ব্যক্তি তাঁকে এসব শেখায় ও এরূপ বাক্য বানিয়ে দেয়। কে সে ব্যক্তি, যার অনন্যসাধারণ যোগ্যতা বলে কুরআনের মত কিতাব তৈরী হয়ে গেল? তার নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ছিল। জাবার, ইয়াসার, আইশ, ইয়াঈশ প্রভৃতি কয়েকজন 'আজমী গোলামের নাম বলা হত। তাদের মধ্যে কেউ ছিল ইয়াহূদী, কেউ খৃস্টান। এমন কি কারও সম্পর্কে বলা হত, সে খৃস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। বলা হয়, প্রিয়নবী (সা.) মাঝে-মধ্যে যাতায়াত পথে এদের কোনও একজনের কাছে বসতেন। কিংবা সে কখনও-সখনও প্রিয়নবী (সা.)-এর খিদমতে হাযির হত। কিন্তু তাজ্জবের ব্যাপার, এত বড় যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নামটা পর্যন্ত ইতিহাস নিশ্চিত করে ধরে রাখল না। অথচ তার কাছ থেকে শিখে নিয়ে কেবল নকলনবীস করতেন যিনি, গোটা বিশ্ব তাঁরই

(১০৪) إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○
(১০৫) إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

১০৪. যারা আল্লাহ্‌র আয়াতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ তাদেরকে সুপথে পরিচালিত করেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[১৭২]
১০৫. মিথ্যা রচনা তো তারাই করে, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতে বিশ্বাস করে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী।[১৭৩]

পায়ের উপর গড়িয়ে পড়ল, এমন কি যারা নবী বলেই স্বীকার করত না, তাদেরকেও মানতে হল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সংস্কারক এবং মহা মানব তিনিই।

যা হোক, মুশরিকদের এই মূর্খতাপ্রসূত প্রশ্ন দ্বারা এতটুকু প্রমাণ হয়ে গেল যে, নবূওয়াত দাবীর পূর্বে তাঁর উম্মী হওয়ার বিষয়টি তাদের কাছে এমনই অবিসংবাদিত ছিল যে, তারা কুরআনী জ্ঞান ও তথ্যভাণ্ডারকে তাঁর নিরক্ষরতার সংগে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারত না। তাই তাদের বলতে হত, অন্য কোন লোক তাকে এসব কথা শিখিয়ে যায়। সন্দেহ নেই তাকে শেখানোই হত, কিন্তু শিক্ষাদাতা কোন মানুষ ছিল না। তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ, যিনি বলেন, اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ 'দয়াময় আল্লাহ্ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।'

১৭১. অর্থাৎ কুরআনের অলৌকিক জ্ঞান ও অন্যান্য অসাধারণত্বের দিকগুলো যদি তোমরা নিজ নির্বুদ্ধিতার কারণে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হও, তবে তার ভাষার অলৌকিক অলংকারত্বের বিষয়টি তো তোমাদের না বুঝার কথা নয়, যে সম্পর্কে বার বার চ্যালেঞ্জ ও ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমস্ত জিন্ন ও মানব মিলেও এর তুল্য কোন কালাম পেশ করতে পারবে না। তো যার তুলনা পেশ করতে আরবের সমস্ত কবি-সাহিত্যিক অক্ষম, সেখানে একজন অখ্যাত আজমী বাজারের গোলামের দ্বারা কী করে আশা করা যায় যে, সে এরূপ অলৌকিক বাণী রচনা করে দেবে? যদি সমগ্র আরবের কোন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কিছু করা সম্ভব হত, তবে এক মুহাম্মাদ (সা.)-এর পক্ষেই তা সম্ভব ছিল। কিন্তু কুরআন ব্যতীত তাঁর অন্যান্য বাণী কুরআন-বর্ণিত বিষয়াবলীর উপরই সংরক্ষিত রয়েছে, যা সাহিত্যালংকারের চূড়ান্ত নিদর্শন হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের সর্ব ক্ষুদ্রতম সূরাটিরও সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না।

১৭২. অর্থাৎ প্রকাশ্য নিদর্শনাদি দেখা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মনে মনে এ সিদ্ধান্তই নিয়ে নেয় যে, ঈমান আনব না, আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে লক্ষ্যে পৌঁছার পথে উঠান না। যতই বুঝানো হোক সে কখনই বুঝবে না। ভেতর যার মন্দ, সে হিদায়াত হতে বঞ্চিত থেকে পরিশেষে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।

(১০৬) مَنۡ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنۡۢ بَعۡدِ اِيۡمَانِهٖۤ اِلَّا مَنۡ اُكۡرِهَ وَقَلۡبُهٗ مُطۡمَئِنٌّۢ بِالۡاِيۡمَانِ وَلٰكِنۡ مَّنۡ شَرَحَ بِالۡكُفۡرِ صَدۡرًا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ ۝

১০৬. যার উপর শক্তি আরোপ করা হয়, কিন্তু তার অন্তর ঈমানে অবিচলিত থাকে[১৭৪] সে ব্যতীত, যে কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী হয় এবং অবিশ্বাসী হয় হৃদয় খুলে, তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

---

১৭৩. অর্থাৎ আপনাকে বলে **انما انت مفتر** 'তুমি তো মিথ্যা রচনাকারী।' অথচ আপনার আমানতদারী ও সত্যবাদিতা পূর্ব হতেই স্বীকৃত এবং আপনার প্রতিটি আচার-আচরণ দ্বারাও তা পরিস্ফুট ছিল। মিথ্যা রচনাকারীদের চেহারা ও ধরন-ধারণ কি এমন হয়? মিথ্যা রচনা তো সেই হতভাগাদের ধর্ম, যারা আল্লাহ্‌র বাণী শুনে ও তাঁর নিদর্শনাবলী দেখেও বিশ্বাস করে না। এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যা আর কী হতে পারে যে, মানুষ আল্লাহ্‌র বাণীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে?

চাপের মুখে ইসলাম-বিরোধী কথা উচ্চারণের অবকাশ এবং সেক্ষেত্রেও বীরোচিত কর্ম

১৭৪. এক অপরাধী তো তারা, যারা অসংখ্য নিদর্শন ও আয়াত শুনেও বিশ্বাস করে না, কিন্তু তাদের চেয়ে আরও বড় অপরাধী তারা, যারা ঈমান আনয়ন ও স্বীকৃতি প্রদানের পর শয়তানী মন্ত্রণা ও প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে সত্য অস্বীকার করে বসে। যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী সারাহ্ করেছিল। ঈমান আনার পর সে আবার মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল (নাঊযুবিল্লাহ্)। সামনে এদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে **الا من اكره** -র দ্বারা একটি জরুরী ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন মুসলিম যদি একনিষ্ঠ মনে ঈমানের উপর অবিচলিত থাকে, মুহূর্তের জন্যও ঈমানের আলো ও আত্মিক স্থিরতা আর হৃদয় হতে দূরে সরে না যায়, সে যদি বিশেষ কোন অবস্থায় প্রচন্ড চাপ ও যবরদস্তির মুখে অপারগ হয়ে আত্মরক্ষার জন্য কেবল মুখে অবিশ্বাসমূলক তথা ইসলামবিরোধী কোন কথা উচ্চারণ করে, তবে সে মুরতাদ নয়, মুসলিমই বিবেচিত হবে– যদি তখনও তার অন্তরে প্রত্যয় বদ্ধমূল থাকে, কোন দ্বিধা-সন্দেহ দেখা না দেয়, বরং মৌখিক অবিশ্বাসের উপরও অন্তরে প্রচন্ড ঘৃণা বজায় থাকে। হাঁ, এর চেয়ে উচ্চ স্তর তো এটাই যে, মানুষ এ অবস্থায় মৃত্যু কবূল করবে, তবু মুখে এরূপ কথা উচ্চারণ করবে না। হযরত বিলাল (রা.), ইয়াসির (রা.), সুমায়্যা (রা.), খুবায়ব ইব্‌ন যায়দ আনসারী (রা.) ও 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা (রা.)-এর এরূপ ঘটনা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে। সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে এখানে তা উদ্ধৃত করা গেল না। তাফসীরে ইব্‌ন কাছীরে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

(১০৭) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

(১০৮) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○

(১০৯) لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

(১১০) ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১০৭. এটা এই হেতু যে, তারা পার্থিব জীবনকে আখিরাতের চেয়ে বেশী ভালবেসেছে। এবং আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।[১৭৫]

১০৮. এরাই তারা, যাদের অন্তর, কান ও চোখে আল্লাহ্ মোহর করে দিয়েছেন এবং এরাই গাফিল।[১৭৬]

১০৯. বলা বাহুল্য, আখিরাতে এসব লোকই ক্ষতিগ্রস্ত।[১৭৭]

১১০. প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতিপালক সেই সব লোকের প্রতি, যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশ ত্যাগ করেছে, তারপর জিহাদরত ও অবিচলিত থেকেছে, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক এসব বিষয়ের পর ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৭৮]

---

১৭৫. অর্থাৎ পার্থিব জীবনকেই যারা লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে, তারা কী করে সাফল্যের পথ পেতে পারে? হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, যে-কেউ ঈমান আনার পর মুরতাদ হয়েছে, তা সে হয়েছে পার্থিব স্বার্থে। প্রাণভয়ে বা জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর খাতিরে কিংবা অর্থ-লালসায় যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনকে বেছে নিয়েছে, তার আর আখিরাত থাকে কোথায়? যদি প্রাণ ভয়ে কিছু বলে থাকে, তবে পরে উচিত তওবা ও ইসতিগফার করে দৃঢ় হয়ে যাওয়া।

১৭৬. অর্থাৎ দুনিয়াদারী ও প্রবৃত্তি-পূজার নেশায় এমনই চুর হয়ে আছে যে, সজ্ঞান হওয়ার কোন আশা নেই। আল্লাহ্ প্রদত্ত সব শক্তি তারা বেকার নষ্ট করে ফেলেছে। শেষতক কান দিয়ে সত্যের আওয়ায শোনার, চোখ দিয়ে সত্যের নিদর্শন দেখার এবং মন দিয়ে সত্য কথা উপলব্ধি করার তাওফীকও কেড়ে নেওয়া হয়। মোহর করার অর্থ পূর্বে সূরা বাকারা ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে।

১৭৭. অর্থাৎ যারা অন্যায়-অনাচার ও অনুচিত কার্য দ্বারা আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি নষ্ট করে ফেলেছে এবং দুনিয়ার জীবনকেই লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে, তাদের চেয়ে মন্দ পরিণাম আর কার হতে পারে?

(১১১) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ
مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

(১১২) وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِ
زْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ
الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝

১১১. যে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে সওয়াল-জওয়াব করতে আসবে[১৭৯] এবং প্রত্যেকে নিজ কৃতকর্মের পূর্ণ ফল পাবে আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।[১৮০]

১১২. আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন- একটি জনপদ ছিল নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ।[১৮১] সেখানে সব জায়গা থেকে পর্যাপ্ত জীবনোপকরণ আসত।[১৮২] তারপর সে (জনপদ) আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা করে। ফলে, আল্লাহ্ তাকে এই শাস্তি আস্বাদন করালেন যে, ক্ষুধা ও ভীতি হয়ে গেল তার আচ্ছাদন- তারা যা করত তার বদলে।[১৮৩]

---

১৭৮. মক্কায় কিছু লোক কাফিরদের যুলুম-অত্যাচারের ফলে ইসলাম হতে ফিরে গিয়েছিল, কিংবা কেবল মুখে মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তারা হিজরত করে মদীনায় চলে যায় এবং জিহাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরম নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে নিজেদের দৃপ্ত অবিচলিত ঈমান-ইসলামের প্রমাণ দেয়। ঈমানের এত কিছু কাজের পর সে ত্রুটি আর ধর্তব্যের মধ্যে থাকে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তিনি তাদের প্রতি খাস রহমত বর্ষণ করেন। মহান সাহাবী 'আম্মার (রা.)-এর পিতা ইয়াসির (রা.) ও মাতা সুমায়্যা (রা.) কাফিরদের নির্যাতনে শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিয়ে দেন, কিন্তু কুফরী কোন শব্দ মুখে উচ্চারণ করতে রাযী হননি। এটাই ছিল আল্লাহ্র পথে ঝরানো মুসলিমদের প্রথম রক্ত। পুত্র আম্মার (রা.) প্রাণভয়ে কিছু বলে ফেলেন, পরে কেঁদে বুক ভাসিয়ে প্রিয়নবী (সা.)-এর খিদমতে হাযির হন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো নাযিল হয়।

১৭৯. অর্থাৎ একজনের পক্ষ হতে অন্যজন বলতে পারবে না। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব কেউ কোন কাজে আসবে না। কিভাবে আল্লাহ্র শাস্তি হতে রেহাই পাওয়া যায় প্রত্যেকে এই ফিকিরেই থাকবে। নানা রকম মিথ্যা ওজুহাত তৈরী করবে এবং সওয়াল-জওয়াব করে কোনও রকম মুক্তি পাওয়া যায় কিনা সেই চেষ্টা করবে।

১৮০. অর্থাৎ পুণ্যের প্রতিদানে কমতি করা হবে না এবং পাপের ক্ষেত্রে শাস্তিও প্রাপ্যের বেশী দেওয়া হবে না।

(١١٣) وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

১১৩. এবং তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা তাদেরকে করে প্রত্যাখ্যান। ফলে, শাস্তি এসে তাদেরকে পাকড়াও করে, যখন তারা ছিল পাপিষ্ঠ।[১৮৪]

---

১৮১. অর্থাৎ না ছিল বাইরের কোন দুশমনের আশংকা আর না ভেতরের কোন অশান্তি ও দুশ্চিন্তা। পরম শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে দিনপাত করছিল।

১৮২. অর্থাৎ আহার করার জন্য চারদিক থেকে শস্য ও ফল-ফলাদি চলে আসত। সব কিছুই প্রচুর পাওয়া যেত। কোন কিছুর অভাব ছিল না। ঘরে বসে সারা দুনিয়ার সামগ্রী তারা পেয়ে যেত।

১৮৩. সে জনপদের অধিবাসীরা আল্লাহ্ তা'আলার নিআমতের মূল্য বুঝল না। দুনয়ার আনন্দ-স্ফূর্তিতে পড়ে এমনই গাফিল ও নেশাগ্রস্ত হয়ে গেল যে, প্রকৃত নিআমতদাতার কথা তাদের মনেই আসত না। বরং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ্ চালিয়ে যায়। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের অকৃতজ্ঞতার মজা চাখিয়ে দিলেন। অর্থাৎ নিরাপত্তা ও চিন্তাহীনতার স্থলে ভয়-ত্রাস এবং ঐশ্বর্যের স্থলে অনাহার ও দুর্ভিক্ষের মহা মুসীবত তাদেরকে এভাবে ঘিরে ধরল, যেমন কাপড় ঘিরে ধরে পরিধানকারীর গোটা দেহ্। মুহূর্তের জন্যও তারা ক্ষুধা ও ভয়-ভীতিমুক্ত হতে পারত না।

নিরাপদ জনপদবাসী তথা মক্কাবাসীদের অকৃতজ্ঞতা ও তার পরিণাম

১৮৪. উপরিউক্ত বাহ্য নিআমত ছাড়া তাদেরকে একটি বিরাট অভ্যন্তরীণ নিআমতও দেওয়া হয়েছিল। আর তা ছিল রাসূল-প্রেরণ, যাঁকে তাদেরই মধ্য হতে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তারা তাঁর অনুসরণ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারত। কিন্তু তারা বিশ্বাস ও অনুসরণের স্থলে অবিশ্বাস ও বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে যায় এবং এভাবে ক্রমে অধঃপতনে নেমে যেতে থাকে। পরিশেষে আল্লাহ্র চিরায়ত নীতি অনুযায়ী শাস্তি এসে যালিম ও পাপিষ্ঠদেরকে আঘাত হানে। কারুর কোন কৌশল ও তদবীর তা রুখতে পারল না।

কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষ কোন জনপদের কথা বলা হয়নি। কেবল উদাহরণস্বরূপ অনির্দিষ্টভাবে কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের বরাত দিয়ে অথবা কোন একটা জনপদ ধরে নিয়ে মক্কার কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা যদি এরূপ কর, তবে একই আচরণ তোমাদের সংগেও করা হতে পারে। কাজেই নিআমতের অকৃতজ্ঞতা এবং রাসূলের প্রতি অবিশ্বাস ও শত্রুতা পোষণের শাস্তি হতে নিশ্চিন্ত হয়ে যেও না।

(١١٤) فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

১১৪. অতএব, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও পবিত্র রিয্ক দান করেছেন, তা খাও এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের শোকর কর– যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক।[১৮৫]

কারও কারও মতে আয়াতে বর্ণিত জনপদ দ্বারা মক্কা মুকার্‌রামাকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ছিল। ছিল ভাবনাহীন জীবন। বৃক্ষ-লতাহীন উপত্যকা হওয়া সত্ত্বেও চারদিক থেকে নানা রকম ফল-ফলাদি এখানে চলে আসত। ইরশাদ হয়েছে- اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ 'আমি কি তাদেরকে এক নিরাপদ 'হারামে' প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয়? (২৮ ঃ ৫৭)। কিন্তু মক্কাবাসিগণ এ সব নিআমতের কোন কদর করেনি। তারা শির্‌ক, পাপাচার, অশ্লীলতা ও প্রবৃত্তি-পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা.)-রূপ সর্বশ্রেষ্ঠ নিআমতও তাদের কাছে পাঠান। কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান ও প্রতিহত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। এমন কোনও কৌশল নেই, যা তারা অবলম্বন করেনি। ইরশাদ হয়েছে- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ - 'তুমি কি তাদের লক্ষ্য কর না, যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে'? (১৪ ঃ ২৮)। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা শান্তি ও নিরাপত্তার স্থলে মুসলিম মুজাহিদদের ভয়-ভীতি এবং পর্যাপ্ত রিযকের স্থলে অবিশ্রান্ত সাত বছরের দুর্ভিক্ষ তাদের উপর চাপিয়ে দেন। এমনও পর্যায় আসে, যখন তাদেরকে কুকুর ও মৃতদেহ পর্যন্ত খেতে হয়। তারপর বদরের যুদ্ধে ইসলামী গাযীদের হাতে আল্লাহ্র শাস্তি তাদের উপর নেমে আসে। একদিকে তো এই হল, অন্যদিকে যারা এ যালিমদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উৎকৃষ্ট ভূমিতে অভিবাসিত করেন। শত্রুদের ভয়-ভীতি হতে নিরাপদ করে দেন। জীবিকার দুয়ার তাদের জন্য খুলে যায়। এমন কি শক্তিশালী শত্রুদের উপর তারা জয়লাভ করে। শুধু কি তাই, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বড় বড় মহাদেশের বাদশাহ ও মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দেন। সম্ভবত এ জন্যই আলোচ্য আয়াতসমূহে মক্কাবাসীদের অবস্থা বিবৃত করার পর সামনের আয়াতে فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ বলে মু'মিনদের সম্বোধন করেছেন যে, তোমরা সে সমস্ত আচার-আচরণ থেকে বিরত থেক, যার কারণে মক্কাবাসীদের উপর মুসীবত নেমে এসেছিল।

১৮৫. অর্থাৎ যে আল্লাহ্র ইবাদতের দাবী করে, তার কর্তব্য আল্লাহ্ প্রদত্ত হালাল ও উপাদেয় জীবিকা ভোগ করা এবং তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করে কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকা। হালালকে হারাম মনে করা ও নি'মত ভোগকালে নিআমতদাতাকে ভুলে যাওয়া

(١١٥) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○
(١١٦) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ○

১১৫. আল্লাহ্ তো তোমাদের উপর হারাম করেছেন কেবল মৃত জন্তু, রক্ত; শূকরের গোশত এবং যার উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নাম উচ্চারিত হয়েছে। এরপর কেউ যদি নিরুপায় হয়ে যায়, অথচ সে অন্যায়কারী ও সীমালংঘনকারী নয়, তবে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৮৬]

১১৬. তোমাদের যবানের মিথ্যা রচনা দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফলকাম হয় না।[১৮৭]

তাদের জন্য শোভন নয়। বরং তারা তাঁর প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর বিধি-বিধান ও হিদায়াতের অনুসরণ করবে।

১৮৬. সূরা বাকারা, আন‘আম প্রভৃতিতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বে যেমন ইশারা ছিল হালালকে নিজের জন্য হারাম করো না, তেমনি এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, হারাম জিনিসকে হালাল সাব্যস্ত করো না।

মোদ্দা কথা, কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম করার অধিকার কেবল তাঁরই, যিনি এর স্রষ্টা। সুতরাং সামনের আয়াতে বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

১৮৭. অর্থাৎ শরী‘আতের কোন সনদ ব্যতিরেকে কোন জিনিস সম্পর্কে বলে দেওয়া যে, এটা হালাল বা হারাম, অতি বড় ধৃষ্টতা ও মিথ্যাচার। হালাল ও হারাম তো সেটাই হতে পারে, যাকে খোদ আল্লাহ্ তা‘আলা হালাল বা হারাম বলেছেন। যদি কোন ব্যক্তি কেবল নিজ খেয়ালে কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করে, এবং আল্লাহ্‌র সংগে তার সম্বন্ধ স্থাপন করে যেমন মক্কার মুশরিকরা করত, যা সূরা আনআমে বর্ণিত হয়েছে, তবে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করে। মুসলিমদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন কখনও এরূপ নীতি অবলম্বন না করে। যে জিনিসকে আল্লাহ্ হালাল করেছেন, তাকে হালাল এবং যাকে হারাম করেছেন তাকে যেন হারামই মনে করে। শরী‘আতের দলীল ছাড়া যেন কোন জিনিস সম্বন্ধে বৈধাবৈধের সিদ্ধান্ত না দেয়।

(১১৭) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(১১৮) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

(১১৯) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن
بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১১৭. সামান্য কিছু সুখ-সম্ভোগ করে নিক। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[১৮৮]

১১৮. আর যারা ইয়াহূদী তাদের প্রতি হারাম করেছিলাম যা তোমাকে এর পূর্বে শুনিয়েছ। আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে।[১৮৯]

১১৯. তারপর কথা হচ্ছে যে, যারা অজ্ঞতাবশত[১৯০] মন্দ কাজ করে, তারপর ত'ওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তো তোমার প্রতিপালক এসবের পর তাদের জন্য ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৯১]

---

১৮৮. অর্থাৎ মক্কার মুশরিকরা, যারা প্রিয়নবী (সা.)-কে মিথ্যা রচনাকারী বলত (নাঊযুবিল্লাহ্), তারা যেন মনে রাখে মিথ্যা রচনাকারী তারাই। তারাই তো মিথ্যাচারের ভিত্তিতে যে জিনিসকে ইচ্ছা হালাল ও যে জিনিসকে ইচ্ছা হারাম সাব্যস্ত করছে এবং তার সম্পর্ক স্থাপন করে দিচ্ছে আল্লাহ্‌র সংগে। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে, এ নীতি অবলম্বনে তারা কোন শুভ পরিণতিতে পৌঁছতে পারবে না। আর কিছু দিন দুনিয়ার মজা লুটে নিক, এরপর যাবজ্জীবনের জন্য কারাগার প্রস্তুত।

১৮৯. সূরা আন'আমের আয়াত وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا (৬ : ১৪৬)-এর টীকায় এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য। বাকি এখানে উদ্দেশ্য এতটুকু বুঝানো যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে জিনিস বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা সকলেরই জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত হারাম করেছেন, তা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। তাতে হস্তক্ষেপ করে হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করার অধিকার কোন মানুষের নেই।

১৯০. উদাহরণস্বরূপ হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করল। 'অজ্ঞতাবশত' বলার কারণ, মানুষ জেনেই হোক আর না জেনেই হোক, আল্লাহ্‌র যে নাফরমানী করে প্রকৃতপক্ষে তা মূর্খতার ও অজ্ঞতার শিকার হয়েই করে। কিছুটাও যদি বোধবুদ্ধি কাজে লাগানো হয় এবং পাপের অশুভ পরিণাম চিন্তা করা হয়, তবে

(১২০) اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ؕ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

১২০. আসলে ইবরাহীম ছিল পথ প্রতিষ্ঠাতা, সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহ্‌র অনুগত এবং সে ছিল না শির্‌ককারীদের অন্তর্ভুক্ত।১৯২

কখনই গুনাহের দিকে কদম চলতে পারে না। সূরা নিসার আয়াত اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ (৪ : ১৭)-এর ব্যাখ্যায় যা কিছু লেখা হয়েছে, তাও দ্রষ্টব্য।

তওবার দুয়ার অবারিত

১৯১. অর্থাৎ কুফরী কাজ-কর্ম হতে তাওবা করে মুসলিম হয়ে গেলে এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজ আচার-আচরণ সংশোধন করে নিলে আল্লাহ্ তা'আলা অতীতের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। তা সে গুনাহ্ যত কঠিন হোক না কেন।

بازآ بازآ هر آنچه کر دی باز آ * گر کافر وگبر وبت پرستی باز آ
ایں درگه ما درگه نومیدی نیست * صدبار اگر توبه شکستی باز آ

'ফিরে এসো, ফিরে এসো, তুমি যাই করে থাক না কেন, ফিরে এসো।
'যদি কাফির ও অগ্নিপূজারী কিংবা পৌত্তলিকও হয়ে থাক, তবু ফিরে এসো,
আমার এ দরবার তো নয় হতাশ হওয়ার দরবার।
শতবার যদি তওবা ভেঙে থাক, তবু ফিরে এসো।'

ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মাদর্শ ও আরব মুশরিকদের দাবী

১৯২. আরব মুশরিকদের শিরকী কর্মকাণ্ডের রদ করার পর এবার তাওহীদবাদীদের পথিকৃৎ নবীকুলের পিতা হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.)-এর আদর্শ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কারণ, আরববাসী ছিল তাঁর বংশধর। তাঁর ধর্মাদর্শে অধিষ্ঠিত থাকার দাবীও তাদের ছিল। অথচ ইবরাহীমী ধর্মাদর্শের সংগে তাদের কোন সম্বন্ধই ছিল না। তাদের বলা হচ্ছে যে, ইবরাহীম (আ.) ছিলেন তাওহীদপন্থীদের নেতা ও পুণ্যের শিক্ষাগুরু। সমগ্র বিশ্বের মুশরিকদের বিরুদ্ধে তিনি একাই ছিলেন একটা মহা জাতি সদৃশ। তাঁর একই সত্তার মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা এতগুলো গুণের সমাহার ঘটিয়েছিলেন, যা একটা বিরাট দলের মধ্যে পাওয়া যায় বিক্ষিপ্ত আকারে।

ليس على الله بمستنكر * ان يجمع العالم فى واحد

'আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা অসম্ভব কিছু নয় যে, সারাটা বিশ্বকে তিনি সন্নিবিষ্ট করে দেবেন একই ব্যক্তির মধ্যে।'

(১২১) شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝
(১২২) وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১২১. সে ছিল তাঁর অনুগ্রহের হক স্বীকারকারী।[১৯৩] আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে।[১৯৪]

১২২. এবং আমি তাকে দুনিয়াতে দান করেছি কল্যাণ[১৯৫] এবং পরকালে সে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত।[১৯৬]

ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ অনুগত বান্দা ছিলেন। তিনি সব দিক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক আল্লাহ্‌র জন্য আত্মনিবেদিত ছিলেন। তাঁর পক্ষে সম্ভবই ছিল না যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া কেবল নিজের পক্ষ হতে কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করবেন। তিনি নিজে শির্ক করবেন কি, মুশরিকদের সংগে এক দলে ও এক দেশে বাস করাকেই তো তিনি মেনে নিতে পারেননি। সুতরাং যারা নিজেদেরকে হানীফ (একনিষ্ঠ তাওহীদপন্থী) বলে এবং ইবরাহীমী দীনের অনুসারী বলে দাবী করে, তাদের লজ্জা করা উচিত যে, আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বলা এবং শির্কের সাহায্যার্থে নবী-রাসূলের সংগে যুদ্ধ করা কী একজন হানীফ ও ইবরাহীমপন্থীর কাজ হতে পারে? মনে রেখ, ইবরাহীমী ধর্মাদর্শই হালাল ও হারামের বর্ণনা এবং দীনের মূলনীতিসমূহের বুনিয়াদ। মুহাম্মদ (সা.) সেই মিল্লাতেরই প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও সম্প্রসারণের জন্য আগমন করেছেন। যদি প্রকৃত ইবরাহীমী মিল্লাতের উপর চলতে চাও, তবে তাঁর তরীকা গ্রহণ কর।

১৯৩. অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন, অথচ তোমরা ঘোর কৃতঘ্ন ও নিমকহারাম, যেমন ضرب الله مثلا قرية كانت امنة -এর টীকায় লেখা হয়েছে। কাজেই তার পথাবলম্বী তোমরা কী করে হলে?

১৯৪. অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ ও আত্মসমর্পণের সরল পথে।

১৯৫. অর্থাৎ নবুওয়াত, রিযকের প্রাচুর্য, সন্তান-সন্ততি ও সম্মান দিয়েছিলাম। তাকে দান করেছিলাম সার্বজনীন সমাদর–সমস্ত ধর্মাবলম্বিগণ এক বাক্যে তাঁকে সম্মান করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তাঁর সংগে নিজ যোগসূত্র স্থাপন করতে চায়।

১৯৬. অর্থাৎ তিনি নিজের জন্য যে দু'আ করেছিলেন, والحقني بالصالحين 'আমাকে পুণ্যবানদের সংগে মেলাও', তা কবূল করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি আখিরাতে শীর্ষস্থানীয়দের স্তরে থাকবেন। যা কি না নবী-রাসূলদের স্তর।

(১২৩) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(১২৪) إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

১২৩. তারপর আমি তোমার প্রতি নির্দেশ পাঠাই যে, একনিষ্ঠ ইবরাহীমের দীন অনুসরণ কর। সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।[১৯৭]

১২৪. শনিবার দিন তো আবশ্যিক করা হয়েছিল তাদেরই প্রতি, যারা এর মাঝে মতবিরোধ করত। তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তার মধ্যে ফয়সালা করবেন।[১৯৮]

প্রিয়নবী (সা.) ছিলেন মহান ইবরাহীমী মিল্লাতের পুনরুজ্জীবনকারী

১৯৭. সূরা আনআমের আয়াত دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (৬ঃ ১৬১)-এর অধীনে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিষয়টি সেখানে দ্রষ্টব্য। এ স্থলে বুঝানো উদ্দেশ্য যে, হালাল-হারাম এবং দীনের অন্যান্য বিষয়ের মূল হচ্ছে ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মাদর্শ। মাঝখানে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে তাদের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র কিছু বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছিল। পরিশেষে প্রিয়নবী (সা.)-কে আখিরী নবী করে পাঠানো হয়েছে। তাঁর কাজ হচ্ছে গাফলতি, অন্যায় হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কারণে যে আসল ইবরাহীমী মিল্লাতের বিলুপ্তি ঘটেছিল, তাকে পুনরুজ্জীবিত ও সমুজ্জ্বল করে তোলা এবং শির্কের শিরা-উপশিরা কেটে ফেলা। হাদীছে আছে– بعثت بالسمحة الحنيفية البيضاء 'আমি মহান সমুজ্জ্বল 'মিল্লাতে হানীফ'-সহ প্রেরিত হয়েছি। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (র.) তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগা' -তে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা দেখার মত বিষয় বটে।

ইয়াহূদীদের শনিবার পালন

১৯৮. আসল ইবরাহীমী ধর্মে শনিবার পালনের বিধান ছিল না। এ উম্মতের উপরও নেই। মাঝখানে ইয়াহূদীরা তাদের নবী মূসা (আ.)-এর সংগে বিরোধিতা করে যখন নিজেদের জন্য এ দিন বেছে নিল, তখন নির্দেশ দেওয়া হল, ঠিক আছে, তোমরা এ দিনের মর্যাদা রক্ষা কর। এ দিন কোন মাছ শিকার করতে পারবে না। নির্দেশটি কেউ মানল, কেউ মানল না। অমান্যকারীদেরকে দুনিয়াতে শূকর ও বানরে পরিণত করা হল। আখিরাতের শাস্তি তো স্বতন্ত্র রয়েছেই। কেবল এটিই কি, সেখানে

(১২৫) ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

১২৫. ডাক স্বীয় প্রতিপালকের পথে পরিপক্ব কথা বুঝিয়ে এবং উত্তমরূপে উপদেশ শুনিয়ে আর তাদেরকে বিতর্কে নিরুত্তর করে দাও যেভাবে ভাল হয়।[১৯৯] তোমার প্রতিপালক সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে সম্যক জানেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং তিনিই ভাল করে জানেন তাদের সম্বন্ধে, যারা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছে।[২০০]

সব ঝগড়া-ফাসাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে কেউ বলত, তিনি 'ইয়াহূদী' ছিলেন, কেউ বলত 'নাসারা'। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি 'একনিষ্ঠ মুসলিম' ছিলেন। যা হোক, আখিরাতে সব বিতর্কের মীমাংসা হয়ে যাবে। প্রত্যেকে চাক্ষুষ দেখতে পাবে কে হকের উপর ছিল, আর কে মিথ্যার উপর।

দাওয়াতের পদ্ধতি ও তার তিনটি মূলনীতি

১৯৯. উপরের আয়াতগুলোতে জানানো হয়েছিল যে, নবী মুহাম্মদ (সা.) আসল ইবরাহীমী মিল্লাত নিয়ে আগমন করেছেন। যদি সফলতা লাভ করতে চাও ও 'হানীফ' হওয়ার সত্যিকার দাবীদার হও, তো তাঁর পথ অবলম্বন কর।

ادع الى سبيل ربك -দ্বারা খোদ নবীকে তালীম দেওয়া হচ্ছে মানুষকে কিভাবে পথে আনতে হবে। এর তিনটি পন্থা বলা হয়েছে। (ক) হিকমত, (খ) মাওইযা হাসানা ও (গ) জিদাল বিল্লাতী হিয়া আহসান।

হিকমত– অর্থাৎ মযবূত দলীল-প্রমাণের আলোকে হিকমত ও প্রজ্ঞাজনোচিত ভঙ্গিতে অত্যন্ত পরিপক্ব ও অকাট্য বিষয়বস্তু পেশ করতে হবে, যা শুনে সমঝদার ও জ্ঞানবান রুচিসম্পন্ন লোক মাথা ঝুঁকিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দুনিয়ার কাল্পনিক দর্শনাদি তার সামনে ম্লান হয়ে যায়। কোন রকম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার বিকাশ যেন ওহী-বর্ণিত তত্ত্ব ও তথ্যকে পরিবর্তন করতে না পারে।

মাওইযা হাসানা– এর দ্বারা মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশকে বুঝানো হয়েছে, যা কোমল চরিত্র ও দরদী আত্মার রস ও আবেগে থাকবে পূর্ণ। নিষ্ঠা, সহমর্মিতা, দরদ ও মধুর চরিত্র দিয়ে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় যে নসীহত করা হয়, তাতে অনেক সময় পাষাণ-হৃদয়ও মোম হয়ে যায়, মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার হয় এবং একটি হতাশ ও ক্ষয়ে যাওয়া জাতি গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। মানুষ ভয়-ভীতি ও আশাব্যঞ্জক বক্তব্য

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ○ (١٢٦)

১২৬. তোমরা যদি প্রতিশোধ নাও, তবে প্রতিশোধ নিও সেই পরিমাণ, যে পরিমাণ কষ্ট তোমাদের দেওয়া হয়েছে। আর ধৈর্য ধারণ করলে তো ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই শ্রেয়।[২০১]

শুনে লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে চলে প্রবল বেগে। বিশেষত যারা অতটা সমঝদার, ধীমান ও উচ্চ মেধা-মস্তিষ্কের অধিকারী নয়, অথচ অন্তরে সত্য-সন্ধানের স্পৃহা প্রবল, তাদের হৃদয়ে মনোজ্ঞ ওয়ায-নসীহত দ্বারা এমন কর্ম-প্রেরণা সঞ্চার করা যায়, যা উঁচু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সম্ভব হয় না কখনও। হাঁ, দুনিয়ায় সব সময় একটা দল এমনও থাকে, যাদের কাজই হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করা এবং কথায় কথায় হুজ্জত করা ও কূট তর্কে লিপ্ত হওয়া। এরা না হিকমতপূর্ণ কথা কবূল করে, আর না ওয়ায-নসীহতে কান দেয়। তারা চায় প্রতিটি বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের ময়দান উত্তপ্ত হোক। অনেক সময় প্রকৃত বোদ্ধা, ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যানুসন্ধিৎসু স্তরের লোকদেরও সংশয়-সন্দেহ ঘিরে ধরে– আলোচনা-পর্যালোচনা ছাড়া তখন তাদেরও সন্তোষ লাভ হয় না। তাই বলা হয়েছে– وجاد لهم بالتى هى احسن

অর্থাৎ কখনও এমন অবস্থার সম্মুখীন হলে তখন উৎকৃষ্ট পন্থায় সৌজন্য ও শিষ্টাচার এবং সত্যানুরাগ ও ন্যায়-নিষ্ঠতার সাথে তর্ক-বিতর্ক কর। প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করতে চাইলে তা উত্তম পন্থায় কর। অহেতুক বেদনাদায়ক ও কলজে-জ্বালানো কথাবার্তা বলো না, যা দিয়ে সমস্যার কোন সুরাহা হয় না, বরং তা আরও প্রলম্বিত হয়, অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়। উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করা ও সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। রুক্ষতা, দুর্ব্যবহার, বাক-চাতুর্য ও হঠকারিতা কখনও সুফল দেয় না।

(১২ মুহার্‌রম, ১৩৩৬ হি., মাল্টায় বন্দীদশায়, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র।)

২০০. দাওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতিতে তোমার উচিত আল্লাহ্-নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করা। কে মানল, কে মানল না, সে ফিকিরে পড়ার প্রয়োজন নেই। ফলাফলকে আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দাও। তিনিই ভাল জানেন কে পথে আসবে, আর কে আসবে না। কাজেই তাদের সাথে যথোপযুক্ত ব্যবহার করবেন।

২০১. অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের পথে যদি তোমাদের কষ্ট-ক্লেশ দেওয়া হয়, তবে শক্তি অর্জনের পর সম-পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পার। অনুমতি আছে। তবে ধৈর্যের মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। যদি ধৈর্য ধারণ কর, তবে তার পরিণাম তোমাদের পক্ষে এবং দর্শকদের এমন কি খোদ উৎপীড়কদের পক্ষেও ভাল হবে।

(১২৭) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي
ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝

(১২৮) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ۝

১২৭. ধৈর্য ধারণ কর আর তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারবে তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে। এবং তাদের প্রতি দুঃখ করো না ও তাদের চক্রান্তে হয়ো না মনঃক্ষুণ্ন।[২০২]

১২৮. আল্লাহ্ তাদের সংগে আছেন, যারা মুত্তাকী এবং যারা সৎকর্মশীল।[২০৩]

---

২০২. অর্থাৎ বিপদাপদ ও যুলুম-নির্যাতনের মুখে ধৈর্য ধারণ করা সহজ কাজ নয়। আল্লাহ্ সাহায্য করলেই তবে মানুষের পক্ষে সম্ভব যে, যুলুম সহ্য করে যাবে, কিন্তু মুখে উহ্‌টি পর্যন্ত করবে না।

২০৩. অর্থাৎ মানুষ যে পরিমাণে আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করবে ও সৎকর্মে যত্নবান থাকবে, সে পরিমাণে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও রহমত তার সংগে থাকবে। সুতরাং কাফিরদের ছল-চাতুরীতে এদের চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা এই অক্ষম অধম বান্দাকেও হাশরের ময়দানে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহে মুত্তাকী মুহসিনদের সংগে রাখুন।

সূরা বনী ইসরাঈল

১১১ আয়াত, ১২ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ॥

(১) سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا
الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

১. পবিত্র সত্তা[১] তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের মধ্যে নিয়ে যান মসজিদুল-হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত,[২] যাকে ঘিরে রেখেছে আমার বরকত, তাকে স্বীয় কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য।[৩] তিনিই শ্রবণকারী, দ্রষ্টা।[৪]

---

১. অর্থাৎ তাঁর সত্তা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সর্বপ্রকার অক্ষমতা-দুর্বলতা থেকে পবিত্র। যে ঘটনা আমাদের ধারণা মতে চরম বিস্ময়কর মনে হয় এবং যাকে আমাদের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি অসম্ভব গণ্য করে আল্লাহ্‌র শক্তি ও ইচ্ছার সামনে তা কিছু মাত্র কঠিন নয়।

মি'রাজের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ

২. কেবল এক রাতের সীমিত অংশে আমার বিশিষ্টতম ও নিকটতম বান্দা (মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্ (সা.))-কে মক্কার'হারাম শরীফ হতে বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে যাই। এ সফরের উদ্দেশ্য কী ছিল? সে দিকে ইংগিত করে সামনে বলা হয়েছে- لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا যার সারকথা এই যে, এ সফরে কিংবা বায়তুল-মুকাদ্দাস হতে তারপর আরও কোথাও নিয়ে গিয়ে স্বীয় কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী এবং হিকমতপূর্ণ ব্যবস্থাপনার আশ্চর্যজনক নমুনা দেখানো উদ্দেশ্য ছিল। এরূপ নিদর্শনাবলীর কিছুটা বর্ণনা সূরা নাজ্‌মে দেওয়া হয়েছে। যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রিয়নবী (সা.) সিদরাতুল-মুনতাহা পর্যন্ত গমন করেছিলেন এবং আযীমুশ-শান নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছে- وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى "নিশ্চয়ই সে তাকে আরেক বার দেখেছিল শেষসীমার বরই গাছের (সিঁদরাতুল-মুনতাহা) নিকট, যার নিকট অবস্থিত আরামে থাকার জান্নাত, যখন গাছটি যা দিয়ে আচ্ছাদিত হবার তা দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল। তার দৃষ্টি-বিভ্রম হয়নি, লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল (৫৩ ঃ ১৩-১৮)।

উলামায়ে কিরামের পরিভাষায় মক্কা হতে বায়তুল-মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' এবং সেখান থেকে উর্ধ্বে 'সিদরাতুল-মুনতাহা' পর্যন্ত সফরকে 'মি'রাজ' বলা হয়। অনেক সময় উভয় ভ্রমণের সমষ্টিকে এক সংগে ইসরা বা মি'রাজ শব্দেও ব্যক্ত করা হয়। প্রায় ত্রিশজন সাহাবী থেকে মি'রাজের হাদীছ বর্ণিত আছে, যাতে মি'রাজ ও ইসরার ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে।

সাহাবায়ে কিরাম থেকে নিয়ে আমাদের পূর্বসূরী অধিকাংশ উলামার আকীদা হল- প্রিয়নবী (সা.)-এর মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে সম্পন্ন হয়েছে। কেবল দু'তিনজন সাহাবী ও তাবিঈ থেকে বর্ণিত যে, তারা মনে করতেন ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা নিদ্রিতাবস্থায় এক বিরল-বিস্ময়কর স্বপ্নের আকারে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং বক্ষ্যমাণ সূরাতেই সামনে বলা হয়েছে مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ (আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি .... ১৭ ঃ ৬০) [এ স্থলে الرؤيا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা সাধারণত নিদ্রিতাবস্থায় দেখানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়] একেই তাঁরা দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন।

কিন্তু মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় কেবল রূহানীভাবে সাধিত হয়েছিল—এরূপ কথা পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের মধ্যে কেউ বলেননি, যেমন দার্শনিক ও তাসওউফপন্থীদের কারও কারও বক্তব্য দ্বারা পরিস্ফুট হয়। রূহুল-মা'আনীতে আছে—

ليس معنى الاسراء بالروح الذهاب يقظة كالانسلاخ الذى ذهب اليه الصوفية والحكماء فانه وان كان خارقا للعادة ومحلا للتعجب ايضا الا انه امر لاتعرفه العرب ولم يذهب اليه احد من السلف -

"রূহানীভাবে 'ইসরা' হওয়ার অর্থ জাগ্রত অবস্থায় এমন গমন নয়, যেমন সূফী-সাধক ও দার্শনিকগণ 'ইনসিলাখ' (আত্মার দেহ-পরিবর্তন) পরিভাষা দ্বারা বুঝিয়ে থাকে। কেননা, এটা যদিও অস্বাভাবিক বিষয়, এমনকি বিস্ময়কর ব্যাপারও বটে, কিন্তু আরববাসী এর সাথে পরিচিত ছিল না। তাছাড়া পূর্বসূরীদের মধ্যে একজনও এমতের প্রবক্তা নন।

সত্য বটে, ইবনুল-কায়্যিম (র.) যাদু'ল-মা'আদ গ্রন্থে হযরত 'আইশা (রা.), মু'আবিয়া (রা.) ও হাসান বসরী (র.)-থেকে বর্ণিত মতের এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এর পক্ষে কোন দলীল পেশ করেননি, কেবল আন্দাজ-অনুমানকেই অবলম্বন করেছেন।

ইবন ইসহাক প্রমুখ তাদের যে উক্তি বর্ণনা করেছেন, তাতে কোথাও এমন শব্দ নেই, যা 'জাগ্রত অবস্থা'-কে ব্যক্ত করে।

যা হোক, কুরআন মাজীদ যেই গুরুত্ব দিয়ে অনন্যসাধারণ ভাষা ও চমৎকার ভঙ্গিতে 'ইসরা'-র ঘটনা বর্ণনা করেছে এবং বিরুদ্ধবাদীরা যতটা দৃঢ়তার সংগে এ ঘটনাকে অস্বীকার করছিল ও মিথ্যা প্রমাণের জন্য তোড়জোড় করে ময়দানে নেমে এসেছিল, এমনকি স্বপক্ষীয়দের মধ্যেও অনেকের পদস্খলন ঘটার উপক্রম করছিল,

এটা একথার প্রমাণ বহন করেছিল যে, ঘটনাটি কেবল বিরল-বিস্ময়কর এক স্বপ্ন বা রূহানী পরিভ্রমণের আকারেই ঘটেনি। আত্মিকভাবে পরিভ্রমণ ও তথ্যোদঘাটনের ভঙ্গিতে যে সব দাবী প্রিয়নবী (সা.) নবূওয়াতের সূচনাকাল থেকে করে এসেছেন, ইসরার দাবীটি কাফিরদের জন্য তার চেয়ে বেশী কিছু আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ছিল না যে, এটাকে তাদের বিশেষভাবে অবিশ্বাস ও খণ্ডন করার দরকার হয়ে পড়েছিল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিশেষ লক্ষ্যে পরিণত করার দায় পড়ে গিয়েছিল কিংবা মানুষকে ডাক দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যে, এসো আজ নবূওয়াতের দাবীদার কী অভিনব কথা বলছে শুনে যাও। কেন? কেন এতকিছু ঘটল? কেনই বা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)বিশেষভাবে এ ঘটনাটি প্রকাশ করতে গিয়ে এতটা চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে পড়লেন, যা বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে। কোন কোন হাদীছে স্পষ্ট আছে- ثم اصبحت بمكة او ثم اتيت مكة 'তারপর ভোরবেলা মক্কায় এসে উপস্থিত হলাম।' মি'রাজ যদি রূহানী কোন অবস্থা বিশেষই হবে, তবে তিনি মক্কায় অনুপস্থিতই ছিলেন কোথায়, এবং শাদ্দাদ ইবন আওস (রা.) প্রমুখ সাহাবীর বর্ণনা মতে কোন কোন সাহাবীর এ প্রশ্ন করারই বা কী অর্থ থাকে যে, রাতে আপনাকে গৃহে খোঁজ করা হল, আপনি গিয়েছিলেন কোথায়?

আমাদের মতে اسرى بعبده -এর এই অর্থ করা যে, 'আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাকে স্বপ্নযোগে বা রূহানীভাবে মক্কা হতে বায়তুল-মুকাদ্দাস নিয়ে যান'–এটা ঠিক এই রকম হবে, যেমন কেউ فاسر بعبادى -এর অর্থ করে বসল– 'হে মূসা! আমার বান্দাদের (বনী ইসরাঈল) -কে নিয়ে স্বপ্নযোগে কিংবা রূহানীভাবে মিসর হতে বের হয়ে পড়। কিংবা সূরা কাহ্ফে হযরত খিযির ('আ)-এর সংগে সাক্ষাত করার জন্য মূসা (আ.)-এর গমন ও তাঁর সংগে ভ্রমণ সম্পর্কে যে فانطلقا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সে সম্পর্কে বলল যে, এসব কিছু কেবল স্বপ্নে বা রূহানীভাবে সংঘটিত হয়েছিল।

তবে কুরআন মাজীদে যে ' رؤيا ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সে সম্পর্কে তো ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেই দিয়েছেন, رؤيا عين اريها رسول الله "এটা ছিল চোখের দেখা, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখানো হয়"।

তাফসীরবিদগণ এর সমর্থনে আরবদের ব্যবহার দেখিয়েছেন যে, অনেক সময় رؤيا শব্দটি সাধারণভাবে 'দেখা' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং কুরআনের সে শব্দটি দ্বারা যদি আলোচ্য 'ইসরা'-ই বুঝানো হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ করা হবে সাধারণ 'দেখা', যা বাহ্য চোখ দ্বারা সাধিত হয়, যাতে কুরআন-হাদীছের পরিষ্কার বক্তব্য ও উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের, 'আকীদা-বিশ্বাসের সংগে তার দ্বন্দ্ব দেখা না দেয়।

হাঁ, শারীকের বর্ণনায় এমন কিছু শব্দ অবশ্যই আছে, যা থেকে 'ইসরা' নিদ্রিতাবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু হাদীছবিশারদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শারীকের স্মরণশক্তি দুর্বল ছিল। তাই হাদীছের বড় বড় হাফিযের বিপরীতে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

হাফিয ইব্ন হাজার (র.) 'ফাতহুল-বারী' গ্রন্থে শারীকের ত্রুটিসমূহের তালিকা পেশ করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, তার বর্ণনার এরূপ অর্থ নেওয়া যেতে পারে, যা অপরাপর হাদীছসমূহের পরিপন্থী না হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা এস্থলে সম্ভব নয়। মুসলিম শরীফের ভাষ্য 'ফাতহুল-মুলহিম' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকুই বলা উদ্দেশ্য যে, মি'রাজ ও ইসরা-র ঘটনা জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে ঘটেছিল। এটাই গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী মত।

হাঁ, এর আগে বা পরে যদি স্বপ্নযোগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে, তবে তা অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

বলা হয়ে থাকে, এক রাতের ভেতর আসমান-যমীনের এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম কী করে সম্ভব? কিংবা অগ্নি ও শৈত্য-মণ্ডল পার হবেন কিভাবে? অথবা পাশ্চাত্য ধারণা মতে আকাশমণ্ডলের অস্তিত্বই যখন নেই, তখন রিওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী এক আসমান হতে দ্বিতীয় আসমানে এবং দ্বিতীয় হতে তৃতীয় আসমানে গমন করাকে কী করে মেনে নেওয়া যায়? কিন্তু আজ পর্যন্ত আসমানের অস্তিত্ব না থাকার পক্ষে কোন দলীল পেশ করা হয়নি। তাদের এ দাবীও যদি মেনে নেওয়া যায় যে, আমরা যে নীলিমা দেখতে পাই তা প্রকৃতপক্ষে আকাশ নয়, তবু এর কী প্রমাণ আছে যে, এ নীলিমার ঊর্ধ্বে আকাশমণ্ডলীর অস্তিত্ব থাকতে পারে না? বাকি থাকল এক রাতের মধ্যে এত দীর্ঘ পরিভ্রমণের সম্ভাব্যতা। তো দার্শনিকগণ তো স্বীকার করে নিয়েছেন গতির ক্ষিপ্রতার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। আজ থেকে শত বছর আগে কেউ কল্পনাও করতে পারত না যে, ঘন্টায় তিনশ' মাইল দ্রুতগামী কোন গাড়ী তৈরী হয়ে যাবে কিংবা দশ হাজার ফুট ঊর্ধ্বে আমরা বিমানযোগে উড্ডয়ন করতে পারব। বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শক্তির এই বিস্ময়কর প্রকাশ আগে কে দেখেছিল? 'অগ্নিমণ্ডল' তো আজ একটি অর্থহীন শব্দের বেশী কিছু নয়। হাঁ, বেশী উপরে গেলে বায়ুমণ্ডলীয় প্রচণ্ড শৈত্য ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু বর্তমানে সে জন্য বিমানে এমন যন্ত্র জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা নভোচারীকে শীত থেকে রক্ষা করে। এ তো হল মানব তৈরী যন্ত্রের অবস্থা। বিনা মাধ্যমে স্রষ্টার সৃষ্টি মেশিনকে পর্যবেক্ষণ করলে তো রীতিমত হয়রান হতে হয়। পৃথিবী কিংবা সূর্য চব্বিশ ঘন্টায় কী পরিমাণ পথ আবর্তন করে? মিনিটের ভেতর আলোকরশ্মি কোথা হতে কোথায় পৌঁছে যায়। মেঘ-বিদ্যুত সেই পূর্ব বলয়ে চমকে ওঠে আর পশ্চিম দিগন্তে গিয়ে পতিত হয় আর তার গতির সামনে যদি পাহাড়ও পড়ে, তবে সে তাকে তৃণখণ্ডের বেশী কিছু মনে করে না। যেই আল্লাহ্ এসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, সেই সর্বশক্তিমানের পক্ষে কি এটা সম্ভব ছিল না যে, তিনি তাঁর প্রিয় হাবীবের বুরাকে বিদ্যুৎ-গতির এমন কোন মেশিন এবং হিফাযত ও আরামের উপকরণ রেখে দেবেন, যাতে করে প্রিয়নবী অত্যন্ত আরাম ও সম্মানের সংগে এক স্থান

হতে অন্য স্থানে পৌঁছে যাবেন নিমিষের ভেতর? সম্ভবত এজন্যই 'ইসরা'-র ঘটনা বর্ণনার সূচনা করা হয়েছে سبحان الذى শব্দ দ্বারা, যাতে সেই সব লোক নিজেদের ধৃষ্টতা এবং যুক্তি-বুদ্ধির ঠেঁটামির জন্য কিছুটা হলেও শরম বোধ করে, যারা দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা ও চিন্তা-চেতনার সংকীর্ণতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তিকে নিজেদের আন্দাজ-অনুমানের চার-দেয়ালে সীমাবদ্ধ করতে চায়।

نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن * کہ جاہا سپر باید انداختن

সব জায়গায় (কল্পনার) ঘোড়া ছুটানো চলে না। এমন জায়গাও রয়েছে, যেখানে নতি স্বীকারই বাঞ্ছনীয়।

মসজিদুল-আকসার বরকত এবং সেখানে প্রিয়নবীকে নেওয়ার রহস্য

৩. অর্থাৎ যে দেশে মসজিদুল-আকসা (বায়তুল-মুকাদ্দাস) অবস্থিত, সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য-গোপন বহু বরকত নিহিত রেখেছেন। সেখানে বৈষয়িক দিক থেকে রয়েছে নদী-নালা, ঝরনা, শস্য, ফল-মূল ইত্যাদির প্রাচুর্য আর আত্মিক দিক থেকে দেখা হলে সে দেশ কত নবী-রাসূলের বাসভূমি ও মাযারসমূহ। সেখানে রয়েছে তাদের রূহানী ফয়েয ও আলোর ধারা। প্রিয়নবী (সা.)-কে সেখানে নেওয়ার মাঝে এই ইশারাও থেকে থাকবে যে, যে বরকত ও কল্যাণধারা বনী ইসরাঈলের নবীদের মাঝে বন্টন হয়েছিল, সে সব একা প্রিয়নবী (সা.)-এর সত্তায় সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। যে নি'মত বনী ইসরাঈলের প্রতি বর্ষিত হয়েছিল এখন থেকে তার উপর বনী ইসমাঈলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কা'বা ও বায়তুল-মুকাদ্দাস–উভয় কেন্দ্রের আলো ও বরকতের ধারক এখন থেকে হবে একই উম্মত। মি'রাজের হাদীছসমূহে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বায়তুল-মুকাদ্দাসে সমস্ত নবী (আ.) হযরত (সা.)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। এভাবে প্রিয়নবী (সা.)-কে নবীগণের নেতৃত্ব ও ইমামতের যে আসন দেওয়া হয়েছিল তারই একটি চাক্ষুষ নমুনা তাঁকে ও আল্লাহ্র দরবারের সান্নিধ্য-প্রাপ্তদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হল।

৪. অর্থাৎ প্রকৃত শ্রবণকারী ও দ্রষ্টা তো আল্লাহ্ তা'আলাই। তিনি যাকে স্বীয় কুদরতের নিদর্শন দেখাতে চান, দেখিয়ে দেন। তিনি তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রার্থনা শুনেছেন ও উচ্চতর অবস্থাদি দেখেছেন। পরিশেষে মি'রাজে بى يبصر (আমাকে দিয়ে দেখে)-এর গুণে ভূষিত চোখ দ্বারা সেই সব মহান নিদর্শনও দেখিয়ে দিয়েছেন, যা তাঁর পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতা ও সমুচ্চ মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

CS CamScanner

(২) وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝

(৩) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝

(৪) وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝

২. আমি মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব এবং তাকে করেছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য হিদায়াত[৫] এই মর্মে যে, তোমরা আমাকে ছাড়া আর কাউকে কর্ম-বিধায়করূপে গ্রহণ করো না।[৬]

৩. তোমরা তো তাদের বংশধর, যাদেরকে আমি নূহের সংগে সওয়ার করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা।[৭]

৪. আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে স্পষ্ট বলে দিয়েছি যে, তোমরা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে দু'বার এবং তোমরা অবাধ্যতা করবে ঘোর অবাধ্যতা।[৮]

---

৫. প্রিয়নবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনার পর হযরত মূসা ('আ) সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হচ্ছে। 'ইসরা'-এর ঘটনায় মসজিদুল-আকসা তথা বায়তুল-মুকাদ্দাসে গমনের উল্লেখ করা হয়েছিল। সামনে মুসলিমদের শিক্ষা ও খোদ বনী ইসরাঈলের নসীহতের জন্য মসজিদুল-আকসা ও তার প্রাচীন মোতাওয়াল্লী বনী ইসরাঈলকে যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হবে। এ আয়াত তারই ভূমিকা স্বরূপ। 'ইসরা'-র ঘটনায় ইংগিত ছিল, শামের পবিত্র ভূমিতে যে আমানত গচ্ছিত রাখা হয়েছিল আগামীতে হিজাযী নবী (সা.)-এর উম্মতই তার মালিক হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, যদি ভাল চায় তো এখন আরবী নবী (সা.)-এর অনুসরণ করুক, তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি মেহেরবানী করবেন। অন্যথায় পূর্বের মত আবারও দুষ্কৃতির শাস্তি ভোগ করতে হবে। সেই সংগে মসজিদুল-আকসার মোতাওয়াল্লী থাকার সৌভাগ্য হতেও বঞ্চিত করা হবে।

৬. অর্থাৎ তাওরাতে নির্দেশ করা হয়েছিল তারা যেন খাঁটি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে কর্ম-বিধায়ক মনে না করে এবং সর্বদা যেন তাঁরই উপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল করে।

৭. অর্থাৎ নূহ ('আ)-এর সংগে নৌকায় চড়ে যারা আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল তোমরা তাদেরই সন্তান। তোমাদের পূর্বপুরুষদের উপর যে অনুগ্রহ করা হয়েছে, তা ভুলে যেও না। দেখ, তোমরা যেই নূহ ('আ)-এর সন্তান, তিনি কেমন অনুগ্রহ স্বীকারকারী ও কৃতজ্ঞতা আদায়কারী বান্দা ছিলেন।

(৫) فَاِذَا جَآءَ وَعۡدُ اُوۡلٰىہُمَا بَعَثۡنَا عَلَیۡکُمۡ عِبَادًا لَّنَاۤ اُولِیۡ بَاۡسٍ شَدِیۡدٍ فَجَاسُوۡا
خِلٰلَ الدِّیَارِ ؕ وَ کَانَ وَعۡدًا مَّفۡعُوۡلًا ○
(৬) ثُمَّ رَدَدۡنَا لَکُمُ الۡکَرَّۃَ عَلَیۡہِمۡ وَ اَمۡدَدۡنٰکُمۡ بِاَمۡوَالٍ وَّ بَنِیۡنَ وَ جَعَلۡنٰکُمۡ اَکۡثَرَ
نَفِیۡرًا ○
(৭) اِنۡ اَحۡسَنۡتُمۡ اَحۡسَنۡتُمۡ لِاَنۡفُسِکُمۡ ۟ وَ اِنۡ اَسَاۡتُمۡ فَلَہَا ؕ فَاِذَا جَآءَ وَعۡدُ الۡاٰخِرَۃِ
لِیَسُوۡٓءٗا وُجُوۡہَکُمۡ وَ لِیَدۡخُلُوا الۡمَسۡجِدَ کَمَا دَخَلُوۡہُ اَوَّلَ مَرَّۃٍ وَّ لِیُتَبِّرُوۡا مَا عَلَوۡا
تَتۡبِیۡرًا ○

৫. তারপর যখন আসল প্রথম প্রতিশ্রুতি, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম প্রচণ্ড যুদ্ধক্ষম বান্দাদেরকে।[৯] এরপর তারা ছড়িয়ে পড়ল শহরের ভেতর। সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ারই ছিল।[১০]

৬. তারপর আমি তোমাদের পালা ঘুরিয়ে দিলাম তাদের বিরুদ্ধে[১১] এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তাদের চেয়ে বাড়িয়ে দিলাম তোমাদের সৈন্য সংখ্যা।

৭. তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে, আর যদি মন্দ কর তাও নিজেদেরই জন্য।[১২] এরপর যখন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি এসে গেল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তারা তোমাদের মুখমণ্ডল দুঃখ-মলিন করে দেয় এবং ঢুকে পড়ে মসজিদে, যেমন তাতে ঢুকেছিল প্রথমবার, আর যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংস[১৩] চালায়।

---

৮. তাওরাত বা অন্য কোন আসমানী কিতাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, এ সম্প্রদায় (বনী ইসরাঈল) দু'বার দেশে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এবং যুলুম ও অহংকারের নীতি অবলম্বন করে চরম অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে। ফলত এমনই হয়েছিল। এবং প্রতি বারই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়, যা সামনে বর্ণিত হচ্ছে।

৯. অর্থাৎ তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যাদেরকে তোমাদের উপর চড়াও করেছিলাম।

১০. অর্থাৎ জনপদে ঢুকে ঘরে ঘরে হত্যাকাণ্ড ও লুট-তরায চালায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তিদানের যে ওয়াদা করেছিলেন, তা পূরা করে ছাড়লেন।

১১. অর্থাৎ তোমরা যখন আমার দিকে ফিরে এলে এবং তাওবা ও অনুশোচনার পন্থা অবলম্বন করলে, তখন আমি আরেকবার তোমাদেরকে শত্রুর উপর জয়ী করলাম।

(৮) عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ○

(৯) اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ○

৮. অসম্ভব নয়, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষে যে তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন, কিন্তু পুনরায় যদি অনুরূপ কর, তবে আমিও আবার তাই-ই করব। আমি জাহান্নামকে কাফিরদের জন্য কয়েদখানা করেছি।[১৪]

৯. এই কুরআন সেই পথ প্রদর্শন করে যা সরল এবং মু'মিনদেরকে– যারা সৎকর্ম করে, সুসংবাদ শোনায় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।[১৫]

---

১২. অর্থাৎ ভাল-মন্দ কাজের যা-কিছু লাভ-লোকসান তা তোমাদেরই হওয়ার ছিল। সুতরাং তা হয়েছেও।

১৩. অর্থাৎ মেরে মেরে তোমাদের চেহারা বিকৃত করে ফেলল এবং বায়তুল-মুকাদ্দাসে ঢুকে প্রথম বারের মত ধ্বংসাত্মক কার্য চালাল ও হায়কাল ইত্যাদি ভেংগে ফেলল। এভাবে চিরদিনের মত বনী ইসরাঈলের মেরুদণ্ড ভেঙে দিল।

বনী ইসরাঈল দু'দফা ধ্বংসের কবলে

১৪. হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, তাওরাতে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, বনী ইসরাঈল দু'বার দুষ্কর্ম করবে এবং তার পরিণামে শত্রু তাদের দেশ জয় করে নেবে। এমনিই হয়েছে। একবার জালূত বিজয়ী হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ ('আ)-এর হাতে তাকে ধ্বংস করে দেন। বনী ইসরাঈলের শক্তি এবার আরও বাড়িয়ে দেন এমন কি হযরত সুলায়মান ('আ)-এর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়বার পারসিক বুখতে নাস্র (নেবুচাদ নাযর) তাদেরকে পরাস্ত করে। এই যে তাদের পতন ঘটল এর পর আর তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এখন বলা হচ্ছে আল্লাহ্ দয়াপরবশ হয়েছেন। এরা যদি নবীর অনুসরণ করে তবে আবারও সেই রাজত্ব ও প্রভুত্ব ফিরিয়ে দেবেন, কিন্তু যদি দুষ্কৃতি করে, তবে পুরাতন সেই ব্যবহারই করা হবে। সুতরাং তাদের উপর মুসলিমদেরকে আধিপত্য দান করলেন আর আখিরাতে তো জাহান্নাম তৈরীই।

কোন কোন 'আলিম বলেন, প্রথম প্রতিশ্রুতি বলতে 'বুখতে নাস্র'-এর আক্রমণকে বুঝানো হয়েছে, যা মাসীহ্ ('আ)-এর জন্মের ৫৮৭ বছর আগে ঘটেছিল। আর দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি হচ্ছে 'তায়তূস রূমী'-এর হামলা, যা মাসীহ্ ('আ)-এর আকাশে উত্তোলিত হওয়ার সত্তর বছর পর ঘটে। এ উভয় হামলায় ইয়াহূদীরা চূড়ান্তরূপে ধ্বংস হয় এবং পবিত্র হায়কাল ভেঙে ফেলা হয়।

(১০) وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

(১১) وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ۝

১০. আর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১১. এবং মানুষ অমংগল কামনা করে, যেমন কামনা করে মংগল। মানুষ অতি ত্বরা-প্রিয় বটে।[১৬]

কুরআন প্রদর্শিত পথই মুক্তির একমাত্র পথ

১৫. অর্থাৎ এমনিতে তো তাওরাত বনী ইসরাঈলকে পথ-প্রদর্শন করত। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে- هدى لبنى اسرائيل (বনী ইসরাঈলের জন্য পথ-প্রদর্শক), কিন্তু এই কুরআন সমগ্র বিশ্বকে সর্বাধিক সরল ও সুপ্রতিষ্ঠিত পথের দিশা দেয়। সমস্ত সরল (قويم) পথ এই মহা সরল পথের (اقوم) মাঝে লীন হয়ে গেছে। কাজেই এখন যদি সাফল্য ও মুক্তি চাও, তবে আখিরী নবী (সা.)-এর অনুসরণে এই সরল মহা সড়কের উপর দিয়ে চল। যারা অন্তর ও অংগ-প্রত্যংগ অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা এই আলোকিত রাজপথে চলবে, কুরআন তাদেরকে দুনিয়ায় 'সুখী-সুন্দর জীবন' এবং আখিরাতে জান্নাতের মহা সুসংবাদ শোনায়। পক্ষান্তরে পরিণতির দিকে যাদের লক্ষ্য নেই, অসতর্কভাবে দুনিয়ার বিলাস-ব্যসনে ডুবে আছে, আখিরাতের কোন চিন্তাই করে না, সামনের বাক্যে তাদের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে।

মানুষের ত্বরা-প্রিয়তা ও তার পরিণাম

১৬. অর্থাৎ কুরআন তো মানুষকে মহা সাফল্যের দিকে ডাকে, মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দেয় এবং অন্যায় কার্যের ধ্বংসকর পরিণতি সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করে। কিন্তু মানুষের অবস্থা হচ্ছে যে, তারা সব কিছু শোনার পরও নিজের জন্য অমংগল প্রার্থনা করে ঠিক সেই আগ্রহ ও আকুতির সাথে, যেমনটি কেউ করে থাকে মংগলের ক্ষেত্রে কিংবা যেভাবে প্রার্থনা করা চাই মংগল। তারা পরিণতি সম্বন্ধে চোখ বন্ধ রেখে দ্রুতবেগে গুনাহ্ ও অমংগলের পথে অগ্রসর হয়। এমনকি কোন কোন হতভাগা তো স্পষ্টভাষায় বলে ওঠে–

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ-

'হে আল্লাহ, নবী যে দীনের দিকে ডাকে, তা যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর নিক্ষেপ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও' (৮ ঃ ৩২)।

(১২) وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۭ وَكُلَّ
شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ۝

১২. আমি রাত ও দিনকে বানিয়েছি দু'টি নিদর্শন।[১৭] পরে রাতের নিদর্শন মিটিয়ে[১৮] দেই এবং দিনের নিদর্শন করি দেখার উপযোগী, যাতে তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান কর[১৯] এবং জানতে পার বছরসমূহের গণনা ও হিসাব।[২০] এবং সব কিছু আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।[২১]

কোন কোন বেকুফ রাগের আতিশয্যে নিজের জন্য বা নিজ সন্তান-সন্ততির জন্য বদ দু'আ করে বসে। কেউ কেউ দুনিয়ার নগদ লাভকে পূজ্য বানিয়ে হালাল-হারাম নির্বিশেষে যে-কোনও উপায়ে সে দিকে ধাবিত হয়। চিন্তা করে না যে, এই দোল খাওয়া শ্যামল চারাগাছটির নীচে সাপ-বিচ্ছুও লুকিয়ে থাকতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস-গহ্বরে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আসল কথা হচ্ছে, মানুষ সব জিনিসেরই বাহ্যিক টিপটপ অবস্থাকেই দেখে। পাপকর্মের সুদূরপ্রসারী পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে না। ব্যস, যখন যে কথা মুখে আসল বলে ফেলল বা করে বসল। যে দিকে পা উঠে গেল, চিন্তা-ভাবনা না করে সে দিকেই ছুটে চলল। যদি ত্বরিত-প্রবণতা ছেড়ে ধীরে-সুস্থে, চিন্তা-ভাবনা করে বিচক্ষণতার সংগে কাজ করত, তবে এরূপ ভুল কখনও হত না।

দিন ও রাত আল্লাহ্র কুদরতের দু'টি নিদর্শন

১৭. রাতের অন্ধকার, দিনের আলো, উভয়ের প্রত্যেকটির পালাক্রমে ছোট-বড় হওয়া, আবার রাতে ক্রম-হ্রাস ও বর্ধমান চাঁদের স্নিগ্ধ আলো, দিনে উজ্জ্বল সূর্যের প্রখর ও উত্তপ্ত আলো—এসবই আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতের নিদর্শন, যার প্রত্যেকটির জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র নিয়ম-নীতি এবং যার সংগে অসংখ্য রকমের উপকারিতা ও কল্যাণ নিহিত। আবার সবগুলোর রয়েছে পৃথক সামষ্টিক বিধি-ব্যবস্থা, যা শুরু হতে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত শক্ত নিয়ন্ত্রণের অধীনে চালু আছে।

১৮. অর্থাৎ রাতের নিদর্শন অন্ধকার ও ম্রিয়মাণ। চাঁদের আলো রবিরশ্মির তুলনায় ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ হয়ে থাকে। এমনকি দর্শকের চোখে খোদ চাঁদই পরিলক্ষিত হয় কলঙ্কময়।

১৯. অর্থাৎ দিনের বেলা সূর্যালোকে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। মানুষ তাজাপ্রাণ হয়ে জীবিকার সন্ধানে বের হয়ে পড়ে এবং নানা রকম কাজ-কারবারে মশগুল হয়ে যায়। মোদ্দা কথা, রাতে যেসব জিনিসের উপর অন্ধকারের আচ্ছাদন পড়ে রয়েছিল সূর্যের আলো সে সবকে উন্মুক্ত করে দেয়। যারা সুখ-নিদ্রায় বিভোর ছিল, তারা চোখ খুলে উঠে দাঁড়ায় এবং বিভিন্ন কাজ-কারবারে মশগুল হয়ে যায়।

(١٣)وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِیْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ كِتٰبًا یَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ○

১৩ আমি প্রত্যেক মানুষের দুর্ভাগ্যকে তার গর্দানের সাথে দিয়েছি, কিয়ামতের দিন তাকে বের করে দেখাব এক কিতাব, যা সে দেখতে পাবে খোলা অবস্থায়।২২

২০. অর্থাৎ রাত-দিনের আগমন-নিষ্ক্রমণ এবং চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্তের সংগে মাস-বছরের গণনা এবং নানা রকমের ছোট-বড় হিসাব সম্পৃক্ত রয়েছে।

পার্থিব জীবন রাত ও আখিরাত দিন-সদৃশ

২১. বুঝে রাখ যে, চঞ্চল ও ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কিছু ফায়দা নেই। ভাল হোক কি মন্দ, আল্লাহ্‌র কাছে সব জিনিসেরই একটা সময় ও পরিমাণ নির্ধারিত আছে, যেমন রাত ও দিন। কেউ তাড়াহুড়ো করলে তাতে রাত কমে যায় না এবং বৃদ্ধি পায় না দিন। সকাল-সন্ধ্যা আপনিই যথাসময়ে হয়ে যায়। মংগলের পর অমংগল এবং অমংগলের পর মংগলের আগমনকেও এরূপই মনে করতে পার, যেমন রাতের পরে দিন ও দিনের পরে রাত সংলগ্ন হয়ে আসে। দুনিয়ার তাবত শুভাশুভের ধারা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির অধীন, যা ভেংগে ফেলার সাধ্য নেই কারুর। এ দুনিয়ার ঘোলাটে ও অস্থির জীবনকে আঁধার রাতের সংগে তুলনা করতে পার। রাতের অন্ধকারে মানুষ ভাল-মন্দের কোন প্রভেদ করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূল এজন্যই প্রেরণ করেছেন, যাতে তারা রাতের অন্ধকারে মানুষকে সঠিক পথ বাতলে দেন এবং তাদের চোখের সামনে যার যার যোগ্যতানুসারে আলো জ্বেলে দেন, যাতে করে তারা ভাল-মন্দের স্বরূপ ও তার ফলাফল উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তির যাতে কোনরূপ অস্বীকৃতি ও সন্দেহ করার অবকাশ না থাকে এরূপ প্রত্যক্ষ ও দ্ব্যর্থহীন প্রকাশ তো সেই সময়ই হবে, যখন আমাদের পার্থিব জীবনের রাত খতম হয়ে হাশর-দিবসের অভ্যুদয় ঘটবে। মানুষের যে কর্ম দুনিয়ার অস্পষ্ট জীবনে সর্বদা গলার হার রূপে ছিল, কিন্তু ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতার অন্ধকারে তা পরিষ্কার দেখাও যাচ্ছিল না, কিয়ামতের প্রভাত হওয়া মাত্রই তা সব উন্মুক্ত কিতাব আকারে সামনে এসে যাবে, উজ্জ্বল দিবালোকে যা প্রত্যেকে পড়তে পারবে অনায়াসে। ইরশাদ হয়েছে- "فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ" 'এখন তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি। আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর' (৫০ : ২২)। তখন নিজের যাবতীয় ছোট-বড় কর্মকে আসল রূপে দেখে বলে উঠবে- مَا لِهٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰىهَا 'এ কেমন গ্রন্থ! এ যে ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয় না, বরং সব কিছুরই হিসাব রেখেছে' (১৮ : ৪৯)।

২২. অর্থাৎ দুর্ভাগ্য ও দুষ্কর্ম তার গলার হার। দুর্ভাগ্যের সংগে দুষ্কর্ম এমনভাবে জড়িত যে, ছুটতে পারে না। কিয়ামতে এটাই চাক্ষুষ দেখতে পাবে।

(١٤) اِقۡرَاۡ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰی بِنَفۡسِكَ الۡیَوۡمَ عَلَیۡكَ حَسِیۡبًا

(١٥) مَنِ اهۡتَدٰی فَاِنَّمَا یَهۡتَدِیۡ لِنَفۡسِهٖ ۚ وَمَنۡ ضَلَّ فَاِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیۡهَا ؕ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَۃٌ وِّزۡرَ اُخۡرٰی ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِیۡنَ حَتّٰی نَبۡعَثَ رَسُوۡلًا ۝

১৪. পড় নিজের কিতাব। আপন হিসাব গ্রহণের জন্য আজ তুমি নিজেই যথেষ্ট।[২৩]

১৫. যে-কেউ সৎ পথে আসে, সে আসে নিজেরই কল্যাণার্থে, আর যে বিচ্যুত হয়, সে বিচ্যুত হয় নিজেরই অকল্যাণার্থে। কারও উপর অন্যের বোঝা পতিত হয় না।[২৪] আমি বিপদপাত করি না যতক্ষণ না প্রেরণ করি কোন রাসূল।[২৫]

---

২৩. অর্থাৎ আমলনামা তার হাতে দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে সে নিজে পড়ে ফয়সালা করতে পারে যে, যে কাজ সে জীবনভর করেছিল তার কিছু বাদ যায়নি তো, বা কিছু বেশী লেখা হয়নি তো? তখন প্রত্যেকের বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম পর্যন্ত কোনরূপ কমবেশী ছাড়া হুবহু লিপিবদ্ধ আছে।

দুনিয়ায় যে কিতাব পাঠানো হয়েছিল (কুরআন মাজীদ) এবং চাঁদ-সুরূজের সাথে যে হিসাব সম্পৃক্ত ছিল পূর্বে সে সম্পর্কে আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে কিয়ামতের হিসাব ও কিতাবের আলোচনা, যা পূর্বের সেই কিতাব ও কিতাবেরই পরিণতি স্বরূপ গণ্য হয়।

২৪. অর্থাৎ সরল পথ আল্লাহ্ সকলকেই জানিয়ে দিয়েছেন। এখন প্রত্যেকেই তাতে চলা না চলার ও নিজ ভাল-মন্দের কথা চিন্তা করুক। কেননা, নিজ কর্মপদ্ধতির লাভ-লোকসান সে নিজেই ভোগ করবে। একের পাপের বোঝা অন্যের কাঁধে চাপানো হবে না।

নবী-প্রেরণ ছাড়া আল্লাহ্ কাউকে শাস্তি দেন না

২৫. অর্থাৎ অসৎকর্ম নিঃসন্দেহে বিপদ ডেকে আনে, কিন্তু তবু আল্লাহ্ কাউকে বিনা ইত্তিলায় পাকড়াও করেন না। এজন্যই রাসূল পাঠান, যাতে তারা অনবহিত ও উদাসীন থেকে না যায় এবং ভাল-মন্দ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল করে দেয়। যে সব বিষয় কেবল বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাই উপলব্ধি করা যায় (যেমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্ব) তার অধিকতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেওয়া এবং যে সব বিষয় উপলব্ধি করার জন্য শুধু বোধশক্তি যথেষ্ট নয়, তা ওহী ও ইলহামের আলোকে উপস্থাপন করা নবী-রাসূলের কাজ। এ জন্যই সৃষ্টির সূচনা হতে আল্লাহ্ ওহী ও রিসালাতের ধারা জারী রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত নবী-রাসূলগণ হতে উৎসারিত আলো ও কল্যাণধারায় দুনিয়ায় এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, এখন আর কোন শাস্তিপ্রাপ্ত জাতি দুনিয়া

CamScanner

(١٦) وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ○
(١٧) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ
خَبِيرًۢا بَصِيرًا ○

১৬. আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন তার আয়েশী লোকদের কাছে আদেশ পাঠাই, পরে তারা তাতে অবাধ্যতা করে, তখন তাদের উপর অবধারিত হয়ে যায় আদেশ। সুতরাং তাকে উৎপাটিত করে আছাড় মারি।[২৬]

১৭. নূহের পর আমি বহু জাতি ধ্বংস করেছি।[২৭] স্বীয় বান্দাদের পাপরাশির জ্ঞাতা ও দ্রষ্টারূপে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।[২৮]

কি আখিরাত কোথাও নিজ অজ্ঞতা ও অনবধানের ওজুহাত পেশ করে আল্লাহ্র আযাব হতে বাঁচতে পারবে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ তাফসীরবেত্তাগণ এ স্থলে দুই নবীর মধ্যবর্তীকালীন সময়ের লোক ও শিশুদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমরা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় বিষয়টি আলোচনায় আনলাম না।

২৬. অর্থাৎ অসৎকর্মের কারণে কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাইলে সহসাই পাকড়াও করে ধ্বংস করি না, বরং শাস্তি দেই প্রমাণাদি চূড়ান্ত হওয়ার পর। প্রথমে নবী বা তার প্রতিনিধি দ্বারা তাদেরকে আল্লাহ্র বিধি-বিধান শোনানো হয়, বিশেষত সেখানকার নেতৃস্থানীয় ও প্রভাশালী লোকদেরকে, যাদের মানা না মানার প্রভাব সাধারণ জনগণের উপর পড়ে। এই উন্নাসিক শ্রেণী যখন বুঝে-শুনে আল্লাহ্র বিধান প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রকাশ্য নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে গোটা জনপদের আবহাওয়া বিষাক্ত ও ক্লেদাক্ত করে তোলে। এভাবে সে জনপদ নিজেকে প্রকাশ্যে অপরাধী প্রমাণ করে আল্লাহ্র শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায় (আল্লাহ্র কাছে আমরা আমাদের কু-প্রবৃত্তির অনর্থ হতে পানাহ চাই)।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ وقال بعض السلف ان الامر فى قوله تعالى امرنا مترفيها امر تكوينى قدرى بالفسق وقوله تعالى ان الله لايأمر بالفحشاء معناه نفى الامر التشريعى فلا منافاة فافهم পূর্বসূরী কোন কোন মনীষী বলেন, امرنا مترفيها-এর মাঝে أمر দ্বারা সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক নির্দেশ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের তাকদীরে পাপাচারের আদেশ আরোপিত। পক্ষান্তরে إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ-এর امر শরী'আতগত, অর্থাৎ শর'ঈভাবে আল্লাহ্ অশ্লীলকার্যের আদেশ করেন না। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। ভাল করে বুঝে রাখুন।

(١٨) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○

(١٩) وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○

(٢٠) كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ○

১৮. যে-কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি তাতেই যা ইচ্ছা দান করি যাকে চাই, তারপর তার জন্য স্থির রেখেছি জাহান্নাম– যাতে তারা প্রবেশ করবে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায়।[২৯]

১৯. আর যে ব্যক্তি আখিরাত চায় ও সে জন্য সঠিক মেহনত করে এবং সে ইয়াকীন-বিশ্বাসেও স্থিত, তো এরূপ লোকদের মেহনত ফলপ্রসূ হবে।[৩০]

২০. এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককেই আমি পৌঁছে দেই তোমার প্রতিপালকের দান। আর তোমার প্রতিপালকের দানকে[৩১] কেউ রুখতে পারে না।

---

২৭. হযরত আদম ও নূহের মধ্যবর্তীকালে সমস্ত মানুষ ইসলামের উপর ছিল। তারপর শিরক ও মূর্তিপূজা শুরু হয়। তাদের সংশোধনের জন্য হযরত নূহ (আ.) প্রেরিত হন। হযরত নূহ তাদেরকে শত শত বছর বুঝাতে থাকেন। কিন্তু তারা মানল না। শেষে ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর আরও বহু জাতি (আদ, ছামূদ প্রভৃতি) ধ্বংস হয়। অর্থাৎ জাতিসমূহকে ধ্বংস সাধনের ধারা শুরু হয় হযরত নূহ (আ.)-এর সময় থেকে।

২৮. অর্থাৎ কাউকে বিনা দোষে পাকড়াও করেন না এবং অসংগত শাস্তিও দেন না, বরং প্রত্যেকের গুনাহ্ দেখে তার ধরন-ধারণ পূরোপুরিভাবে নির্ণয় করে উপযুক্ত শাস্তি দান করেন।

২৯. অর্থাৎ দুনিয়ায় আসক্ত প্রত্যেককেই যে হাতে হাত শাস্তি দিতে হবে এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের পেছনে ছোটাছুটি করে আমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা ভোগের উপকরণ দিয়ে দেই। যাতে সে তার মেহনত ও নশ্বর পুণ্যের নশ্বর ফল পেয়ে যায় এবং যদি আখিরাতের কল্যাণ তার ভাগ্যে না থাকে, তবে যাতে দুর্ভাগ্যের পাত্র পূর্ণ হয়ে চরম লাঞ্ছনার সাথে জাহান্নামের চির কারাগার নিক্ষিপ্ত হয়।

৩০. অর্থাৎ যার অন্তরে ঈমান ও প্রত্যয় আছে এবং সে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখিরাতের পুরস্কারের আশায় নবী-প্রদর্শিত পথে প্রচেষ্টারত থাকে, তার চেষ্টা কখনই বৃথা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দরবারে তা সমাদর পাবে, হবে তার মূল্যায়ন।

(২১) اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ○

(২২) لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ○

২১. দেখ, আমি কিভাবে কতককে শ্রেষ্ঠত্ব দেই কতকের উপর। আর আখিরাত তো মর্যাদায় বড় এবং বড় মাহাত্ম্যে।[৩২]

২২. আল্লাহ্‌র সংগে অপর কোন ইলাহ্ স্থির করো না, তা হলে তুমি বসে পড়বে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে।[৩৩]

---

৩১. আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হিকমত ও সামগ্রিক কল্যাণ দৃষ্টে কতক দুনিয়া সন্ধানীকে দুনিয়া এবং সমস্ত আখিরাত-সন্ধানীকে আখিরাত দান করেন। তাঁর দানে কেউ বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। কিংবা এর অর্থ, দুনিয়া সন্ধানী হোক কি আখিরাত-সন্ধানী, দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রী হতে প্রত্যেকেই হিকমত অনুযায়ী অংশ লাভ করে। কেবল কুফর ও অবাধ্যতার কারণে পার্থিব দানের দুয়ার রুদ্ধ করে দেওয়া হয় না।

৩২. অর্থাৎ পার্থিব জীবনে ধন-দওলত, মর্যাদা ও রাজত্ব এবং সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির দিক থেকে একজনকে অপরের উপর কী রকম শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। এর উপরে অনুমান করে বুঝে নাও যে, আখিরাতে আমল ও অবস্থার ভিত্তিতে কী পরিমাণ মর্যাদাগত পার্থক্য থাকবে। সুতরাং কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, জান্নাত ও জাহান্নামের স্তরসমূহের মধ্যে বিপুল প্রভেদ রয়েছে। হাদীছে আছে, জান্নাতের দুই স্তরের মধ্যে আসমান-যমীনের ব্যবধান থাকবে। নীচের স্তরের জান্নাতিগণ উপর স্তরের জান্নাতিগণকে ঠিক সেই রকমের দেখবে যেমন আমরা আকাশের নক্ষত্র দেখি। পূর্বে বলা হয়েছিল যে, জান্নাতের এসব স্তর তারাই লাভ করতে পারে, যারা আখিরাতের জন্য সঠিক মেহনত করবে। সামনের আয়াতসমূহে অনেক দূর পর্যন্ত সে মেহনতের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী চললেই মানুষ এ উচ্চ মর্যাদাসমূহ অর্জন করতে পারে।

ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাতের গোটা নৈতিক শিক্ষা সূরা বনী ইসরাঈলের পনরটি আয়াতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছেন। সে পনর আয়াত সামনের রুকূ' থেকে শুরু হচ্ছে।

শিরকের হীনতা

৩৩. অর্থাৎ শিরক এমনই সুস্পষ্ট বাতিল জিনিস, যা অবলম্বন করলে তোমরা আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, বরং দুনিয়ার প্রতিটি বিবেকবানের কাছে অপরাধী ও নিন্দিত সাব্যস্ত হবে। সুতরাং আজ আমরা স্বচক্ষে দেখছি, যে-সব ধর্মে প্রকাশ্য শিরকের শিক্ষা

(٢٣) وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○

২৩. তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া আর কারুর ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সংগে সদ্ব্যবহার করো।[৩৪] তোমার সামনে যদি তাদের মধ্যে কোন একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' (বা হুঁ) শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, তাদের সংগে আদবপূর্ণ কথা বল।[৩৫]

ছিল তার অনুসারীরা জ্ঞানী সমাজে স্থান লাভের জন্য সে সব ধর্মের সংস্কার সাধন করে ক্রমে তাওহীদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রতিটি বুদ্ধিমান লোক উপলব্ধি করতে শুরু করছে যে, সৃষ্টির মধ্যমণি মানুষের জন্য এটা বড়ই লাঞ্ছনাকর বিষয় যে, সে নিজ অপেক্ষা হীন বা দুর্বল মাখলূকের সামনে সিজদাবনত হবে, বিশেষত প্রার্থনার হাত বাড়াবে এমন জিনিসের সামনে যা তার নিজেরই হাতে গড়া। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের সামনে নত হয়, বেনিয়ায আল্লাহ্ তার জন্য প্রকৃত সাহায্যের দুয়ার রুদ্ধ করে দিয়ে তাকে দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেন। সংকটকালে যখন তার সাহায্যের প্রয়োজন হবে ভীষণভাবে, তখন সে পাবে না কোন সাহায্যকারী। ضعف الطالب والمطلوب 'যে হাত বাড়ায় ও যার কাছে বাড়ায়, উভয়েই নিতান্ত অসহায়।'

পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার

৩৪. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সন্তানের অস্তিত্ব দান করেন, বাকি পিতামাতা তার অস্তিত্ব লাভের বাহ্য মাধ্যম। তাই কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্‌র হকের সংগে পিতামাতার হক বর্ণিত হয়েছে। হাদীছে এসেছে, সেই ব্যক্তি ধূলিসাৎ হয়ে গেল, যে পিতামাতাকে পেয়েও তাঁদের খিদমত করে জান্নাত লাভ করতে পারল না। আরেক হাদীছে আছে, জান্নাত মায়ের পদতলে। পিতামাতার খিদমতের অর্থ, বেঁচে থাকা অবস্থায় জানমাল দিয়ে তাঁদের সেবা এবং আন্তরিকভাবে মুহাব্বত ও সম্মান করা। আর মৃত্যুর পর তাঁদের জানাযা আদায় করা, রূহের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা, তাঁরা কোন ওয়াদা-অংগীকার করে থাকলে যথাসম্ভব তা পূরণ করা। তাঁদের বন্ধুবর্গের সংগে সম্মানজনক আচার-আচরণ করা এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি।

(٢٤) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○

(٢٥) رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ۗ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ○

২৪. তাদের সম্মুখে কাঁধ ঝুঁকিয়ে দাও সদয় বিনয়ে এবং বল, হে রব্ব! তাদের প্রতি রহম কর, যেমনিভাবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন শৈশবে।[৩৬]

২৫. তোমাদের রব্ব ভাল জানেন যা তোমাদের অন্তরে আছে। যদি তোমরা পুণ্যবান হও, তবে তিনি তো প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে ক্ষমা করেন।[৩৭]

বুড়ো মা-বাপের খিদমত

৩৫. বৃদ্ধাবস্থায় খিদমতের প্রয়োজন বেশী দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে পরিবারের লোকজন অনেক সময় বিরক্ত হয়ে যায়। বয়স বেশী হয়ে গেলে বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক থাকে না। ভাগ্যবান সন্তানের কাজ হবে সে সময় বুড়ো বাপ-মার' আনুগত্য ও সেবাযত্নে কোনরূপ হার না মানা। কুরআন সতর্ক করেছে যে, ধমক দেওয়া ও তেড়ে কথা বলা তো দূরের কথা তাদের সামনে 'উফ' শব্দটি পর্যন্ত করো না। কথা বলার সময় পূর্ণ আদব ও সম্মান রক্ষা করো। ইবনুল-মুসায়্যিব (র.) বলেন, এভাবে কথা বলো, যেমন কোন অপরাধী গোলাম কঠোর স্বভাব মুনীবের সংগে বলে থাকে।

৩৬. অর্থাৎ আমি যখন বিলকুল দুর্বল ও অক্ষম ছিলাম, তখন তারা আমার লালন-পালনে যারপরনাই কষ্ট স্বীকার করেছেন। নিজ সাধ্য অনুযায়ী আমার সর্বপ্রকার আরাম ও মংগলের চিন্তা করেছেন। হাযারো রকমের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থেকেছেন। বহুবার আমার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছেন। আজ তাঁদের দুর্বলতার সময় আমার শক্তি অনুযায়ী তাদের সেবা করতে চাই, কিন্তু পুরো হক আদায় করতে পারছি না। তাই তোমার কাছে দু'আ করি এই বার্ধক্য অবস্থায় এবং মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিও। আমার শক্তি অনুযায়ী তাদের সেবা করতে চাই, কিন্তু পুরো হক আদায় করতে পারছি না। তাই তোমার কাছে দু'আ করি এই বার্ধক্য অবস্থায় এবং মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিও।

৩৭. অর্থাৎ পিতামাতার সেবা-যত্ন ও তাদের সামনে বিনয়-নম্রতা আন্তরিক হওয়া চাই। আল্লাহ্ জানেন কে কী মনে পিতামাতার খিদমত করে। যদি বাস্তবিকই তোমরা মন-মানসিকতায় নেক ও ভাগ্যবান হও এবং আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়ে ইখলাস ও কৃতজ্ঞতার সংগে তাদের পরিচর্যা কর, তবে তিনি তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। মনে কর কোন এক সময় আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও তবিয়ত ভাল না থাকার

(٢٦) وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝
(٢٧) اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝
(٢٨) وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا
مَّيْسُوْرًا ۝

২৬. আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও এবং অভাবী ও মুসাফিরকেও। আর অপব্যয় করো না।[৩৮]
২৭. নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।[৩৯]
২৮. এবং স্বীয় রব্বের অনুগ্রহের প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ থাকতে গিয়ে যদি কখনও তাদেরকে উপেক্ষা কর, তবে সে ক্ষেত্রে তাদের সংগে বিনম্র কথা বলো।[৪০]

দরুন কোন ত্রুটি হয়ে গেল, তো তখন যদি আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও, তবে তিনি ক্ষমাশীল বৈ কি!

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কোন্ ক্ষেত্রে পিতামাতার আনুগত্য করতে হবে এবং কোন্ ক্ষেত্রে নয়, তার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের কিতাবসমূহে দ্রষ্টব্য। রূহুল-মা'আনীতেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত ও মূল্যবান আলোকপাত করা হয়েছে।

অপব্যয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

৩৮. আত্মীয়-স্বজনের আর্থিক ও নৈতিক সর্বপ্রকার হক আদায় কর। অভাবী ও মুসাফিরদের খোঁজ-খবর নিও। আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ অনর্থক উড়িয়ে দিও না। অপব্যয়ের অর্থ– পাপকাজ ও বেহুদা খাতে ব্যয় করা কিংবা বৈধ ক্ষেত্রেই চিন্তা-ভাবনা না করে এতটা খরচ করা যা আগামীতে অন্যের হক নষ্ট করার ও হারামে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৩৯. অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র অনেক বড় নিআমত। এর দ্বারা ইবাদত-বন্দেগীতে একাগ্রতা আসে। বহু ইসলামী খিদমত ও পুণ্যার্জনের সুযোগ পাওয়া যায়। একে অযথা উড়ানো অকৃতজ্ঞতার নামান্তর। অপব্যয় হয়ে থাকে শয়তানের তৎপরতা ও প্ররোচনায়। মানুষ অকৃতজ্ঞতা করে শয়তানের সংগে নিজ সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করে। শয়তান আল্লাহ্-প্রদত্ত শক্তিকে অবাধ্যতায় ও বিভ্রান্তকরণের কাজে ব্যয় করে। সেও আল্লাহ্র দেওয়া নিআমত উড়িয়ে দেয় নাফরমানীতে।

৪০. অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বদা দান-খয়রাত করে, তার কাছে যদি কোন এক সময় কিছু না থাকে, তবে আশাবাদীকে বঞ্চিত করা আল্লাহ্র পসন্দ নয় বলে তিনি অভাবীর কিসমতে দানশীল ব্যক্তিকে দান করেন। কাজেই একবার দিতে না পারলে নরম ও

(২৯) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ۝

(৩০) اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا

২৯. এবং তুমি তোমার হাত নিজ গর্দানে বদ্ধ অবস্থায় রেখে দিও না এবং বিলকুল মুক্ত করেও দিও না। পাছে তুমি বসে পড় নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে।[৪১]

৩০. তোমার রব্ব যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা অবারিত করে দেন আবার সংকুচিতও করেন তিনিই।[৪২] তিনিই স্বীয় বান্দাদের জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা।[৪৩]

মিষ্ট ভাষায় ক্ষমা চাও। বলে দাও যে, আল্লাহ্ যখন আমাকে দেবেন, তখন ইনশাআল্লাহ্ তোমাদের খিদমত করব্। রুক্ষ জওয়াব ও দুর্ব্যবহারে আশংকা রয়েছে, পাছে না আগের দান-খয়রাতও বরবাদ হয়ে যায়।

অপরিমিত ব্যয়ের পরিণাম

৪১. অর্থাৎ সবাই এই বলে নিন্দা করবে যে, কঞ্জুস, হাতে জল গলে না। কিংবা এত কেন দিলে যে নিজে ফকীর হয়ে গেলে? মোদ্দা কথা, সব ব্যাপারে ভারসাম্য বজায় রাখা চাই। হাত এত গুটিয়ে রাখবে না যাতে গলায় লেগে যায়, আবার সাধ্যাতীত ব্যয়ও করতে গিয়ে এতটা দাতাগিরি দেখাবে না যে, শেষে ভিক্ষা করতে হয় ও খোলা হাত খোলাই থেকে যায়। ইবন কাছীর (র.) লেখেন, فتعطى فوق طاقتك وتخرج اكثر من دخلك অর্থাৎ সাধ্যের অতিরিক্ত বা আয়ের বেশী ব্যয় করাও وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ - (বিলকুল মুক্তহস্ত হওয়া)-এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীছে আছে, ما عال من اقتصد -(যে ব্যক্তি পরিমিত ব্যয় করে, সে অভাবী হয় না)।

ধনী-নির্ধন করা একান্তই আল্লাহ্র কাজ

৪২. অর্থাৎ তুমি ব্যয়কুণ্ঠ হলে তাতে তুমি ধনী ও অন্যে ফকীর হয়ে যাবে না কিংবা দান-খয়রাত করলে সে ধনী ও তুমি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়বে না। ধনী-দরিদ্র বানানো এবং জীবিকার হ্রাস -বৃদ্ধি করা সম্পূর্ণই আল্লাহ্র হাতে। দিতে না পারলে দুঃখিত হওয়ার কারণ নেই যে, আফসোস! আজ আমার হাতে নেই। এই ফকীর বড় আশা করে এসেছিল। সে কী বলবে! ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যের বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি করা সেই নিরঙ্কুশ মালিকেরই কাজ। তোমাদের কাজ হচ্ছে ভারসাম্যের সাথে আদেশ পালন করে যাওয়া।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, অর্থাৎ অভাবীকে দেখে বিলকুল বিচলিত হয়ে পড়ো না। তার অভাব পূরণ করার দায়িত্ব তোমার নয়, আল্লাহ্র। আর এ কথা বলা

(৩১) وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ○

(৩২) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

৩১. দারিদ্র্য ভয়ে নিজ সন্তান-সন্ততি হত্যা করো না। আমিই জীবিকা দেই তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও।[৪৪] নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মহা পাপ।[৪৫]
৩২. এবং ব্যভিচারের কাছেও যেও না।[৪৬] সেটা অশ্লীলতা এবং নিকৃষ্ট পন্থা।[৪৭]

হয়েছে প্রিয়নবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে, যিনি অপরিসীম দানশীল ছিলেন। কিন্তু যার অন্তর হতে অর্থ-কড়ি বের হতে চায় না, তাকে দান করে যাওয়ারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকও তপ্ত রোগীকে ঠাণ্ডা ওষুধ এবং ঠাণ্ডাকে গরম ওষুধ দেয়।

৪৩. অর্থাৎ প্রত্যেক বান্দার ভেতর-বাইরের অবস্থা ও উপযোগিতা সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত। সে অনুসারেই ব্যবহার করেন। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন, আমার কিছু বান্দা এমন আছে, যাদের মংগল দারিদ্র্যেই নিহিত। আমি তাদের ধনী করলে তারা তাদের দীন-ধর্ম বরবাদ করে ফেলত। পক্ষান্তরে কতক বান্দা এমন, যাদেরকে আমি বিত্তবান বানিয়েছি। ফকীর বানালে দীনের উপর কায়েম থাকতে পারত না। আবার কতক দুর্ভাগার ব্যাপার ভিন্ন। তাদেরকে বাহ্য ঐশ্বর্য কেবল অবকাশ ও পাপাচারে সুযোগ দান এবং অভাব-অনটন আযাব ও শাস্তিরূপে দেওয়া হয়। (আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন)। পূর্বে কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

৪৪. কতক কাফির এই চিন্তায় তাদের সন্তানদের হত্যা করত যে, খরচ যোগাবে কোত্থেকে? সূরা আন'আমে এ বিষয়ের আয়াত রয়েছে। বিস্তারিত সেখানে দ্রষ্টব্য।

৪৫. কেননা-এ নিষ্ঠুর আচরণ মানব-প্রজন্ম নির্মূল করার এক জঘন্য পদ্ধতি। বলা বাহুল্য, এরূপ যে করে তার বিশ্বাস নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই রিয্কদাতা।

ব্যভিচার ও তার সূচনামূলক কার্যাদির প্রতি নিষেধাজ্ঞা

৪৬. অর্থাৎ ব্যভিচার তো সঙ্গীন ব্যাপার। তার কাছেও যেও না। যেন لا تقربوا -এর দ্বারা ব্যভিচারের প্রাথমিক আচরণাদি বা যা দিয়ে ব্যভিচারের সূচনা ঘটে, তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যেমন পর নারীর প্রতি শরী'আতসম্মত ওযর ছাড়া দৃষ্টিপাত করা, স্পর্শ, চুম্বন ইত্যাদি।

৪৭. কেননা, ব্যভিচার দ্বারা বংশ-কুল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। নানা রকম কলহ-বিবাদের সূত্রপাত হয় এবং সকলের জন্য নিকৃষ্ট পথ বের হয়ে আসে। হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, এ পথ বের হলে একে অন্যের স্ত্রীর প্রতি তাকাবে এবং অপর কেউ তাকাবে তার স্ত্রীর দিকে।

(৩৩) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ○

৩৩. এবং সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু ন্যায্যভাবে।[৪৮] যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করেছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে কেউ যেন সীমালংঘন না করে।[৪৯] সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত।[৫০]

মুসনাদে আহমদে আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আরয করল, আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। উপস্থিত সকলে তাকে তেড়ে উঠল (রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে এমন ধৃষ্টতা?) "খবরদার, চুপ হও"। প্রিয়নবী (সা.) তাকে বললেন, "আমার কাছে এসো।" সে কাছে এসে বসল। তিনি বললেন, "এ আচরণ তোমার মা, বোন, মেয়ে, ফুফু, খালার প্রতি পসন্দ কর"? সে বলল, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গ করুন, এটা আমি কখনও পসন্দ করি না।" তিনি বললেন, "অন্য লোকও তাদের মা, বোন, কন্যা ও খালার জন্য এ কাজ পসন্দ করে না। তারপর প্রিয়নবী (সা.) দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ্! এর অপরাধ ক্ষমা কর এবং এর অন্তর পবিত্র ও লজ্জাস্থান নিরাপদ রাখ।" আবূ উমামা বলেন, এ দু'আর পর সে ব্যক্তির এই অবস্থা হয়ে গেল যে, কখনও কোন নারীর প্রতি চোখ তুলে তাকাতেন না। হে আল্লাহ্ প্রিয়নবীর প্রতি রহমত, বরকত ও শান্তিবর্ষণ কর।

অন্যায় হত্যার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা

৪৮. বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, কোন মুসলিমের রক্ত হালাল নয়, তবে তিনটি অবস্থা ব্যতিক্রম, প্রাণের বদলে প্রাণ, বিবাহিত মুসলিম ব্যভিচারী কিংবা কোন ব্যক্তি যদি মুরতাদ হয়ে যায়।

৪৯. অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের এই ইখতিয়ার আছে যে, আদালতের শরণাপন্ন হয়ে রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। তবে প্রতিশোধ গ্রহণকালে সীমালংঘন করবে না, যেমন হত্যাকারীর স্থলে অন্য কাউকে শাস্তি দেওয়ানো বা হত্যাকারীর সাথে নির্দোষ কাউকে যুক্ত করা কিংবা হত্যাকারীর নাক, কান ইত্যাদি কেটে তাকে বিকৃত করা ইত্যাদি।

৫০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তার সাহায্য করেছেন যে, প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার দিয়েছেন এবং প্রশাসনকে আদেশ করেছেন যে, তার অধিকার আদায় করিয়ে দিতে যেন কোন ত্রুটি করা না হয়, বরং প্রত্যেকেরই দায়িত্ব হল প্রতিশোধ গ্রহণে সহযোগিতা করা। কোনক্রমেই যেন ঘাতকের সাহায্য করা না হয়। ওয়ারিসের কর্তব্য হল একের বদলে দু'জনকে না মারা বা ঘাতককে ধরতে না পারলে তার পুত্র বা ভাইকে হত্যা না করা, যেমন প্রাক-ইসলামী যুগে এসব রেওয়াজ ছিল।

(٣٤) وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ○

(٣٥) وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○

৩৪. এবং ইয়াতীমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না, তবে যেভাবে উত্তম হয়, তার যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত।[৫১] এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে।[৫২]

৩৫. পূর্ণ করো পরিমাপ, যখন মেপে দাও আর ওযন করো সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।[৫৩] এটা উত্তম এবং এর পরিণাম শুভ।[৫৪]

ইয়াতীমের সম্পদ সম্পর্কে বিধান

৫১. অর্থাৎ ইয়াতীমের সম্পত্তিতে হাত লাগিও না। হাঁ, তার রক্ষণাবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও উপকার করা যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটা দূষণীয় নয়। তবে সে যখন যুবক হয়ে যাবে এবং নিজ ভাল-মন্দ উপলব্ধি করতে শুরু করবে, তখন তার সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দাও।

অংগীকার রক্ষা ও সঠিক মাপ দেওয়া

৫২. সব ধরনের অংগীকার এর অন্তর্ভুক্ত, তা আল্লাহ্‌র সংগে করা হোক, কি বান্দার সংগে– যদি তা শরী'আত বিরোধী না হয়। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, কাউকে কথা, প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও কারও সংগে সন্ধি করে পরে তা রক্ষা না করলে তার অশুভ পরিণাম অবশ্যই ভোগ করতে হয়।

৫৩. অর্থাৎ তুলাদণ্ডে যেন ঝোঁক না থাকে। মাপ-ওযনে কমতি করলে লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম-শৃংখলা নষ্ট হয়ে যায়। শু'আয়ব (আ.)-এর সম্প্রদায় এ অপরাধে লিপ্ত ছিল বলেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের ঘটনা পূর্বে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। রিওয়ায়াতে আছে, কোন ব্যক্তি হারাম কাজের সুযোগ পেয়েও যদি কেবল আল্লাহ্‌র ভয়ে তা থেকে বিরত থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতের আগে ইহকালেই তাকে উত্তম বদলা দান করেন।

৫৪. অর্থাৎ প্রতারণা প্রথম প্রথম চলে, কিন্তু পরে মানুষ সাবধান হয়ে যায় এবং তার সংগে লেনদেন ছেড়ে দেয়। পক্ষান্তরে যে মাপ-ওযন ঠিক দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যবসা চালু রাখেন।

(৩৬) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۗىِٕكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ○
(৩৭) وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ
الْجِبَالَ طُوْلًا ○
(৩৮) كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ○

৩৬. যে বিষয়ে তোমার খবর নেই তার পেছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ, অন্তর– এসবের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৫৫]

৩৭. যমীনের উপর দম্ভভরে চলো না। তুমি যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং পারবে না পাহাড় সমান উঁচু হতে।[৫৬]

৩৮. এসব বিষয়ের মধ্যে মন্দগুলো তোমার রব্বের কাছে অপসন্দ।[৫৭]

গজবের পেছনে ছোটা

৫৫. অর্থাৎ যে কথা ভাল করে জান না, তা মুখে প্রকাশ করো না এবং মন্দের মত তার অনুসরণ করো না। প্রত্যেকের উচিত চোখ, কান ও মন-মস্তিষ্ক দ্বারা প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর কথাবার্তা বলা বা আমল করা এবং শোনা কথা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা না করে কেবল আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কোন ফয়সালা না দেওয়া কিংবা সে কথার উপর ভিত্তি করে কোন কাজের পদক্ষেপ না নেওয়া। এক্ষেত্রে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, শোনা কথা যাচাই না করে কারুর পেছনে লেগে পড়া বা শত্রুতা-বিদ্বেষ শুরু করে দেওয়া, বাপদাদার অন্ধ অনুকরণে বা রসম-রেওয়াজের প্রভাবে শরী'আত বিরোধী ও অন্যায় কার্যের সমর্থন করা, না দেখা ও না শোনা বিষয়কে দেখা ও শোনা বিষয় বলে প্রকাশ করা, অজানা বিষয় সম্পর্কে জানি বলে দাবী করা–এ সবই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মনে রাখতে হবে কিয়ামতের দিন যাবতীয় শক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, এগুলো কোথায় কোথায় ব্যয় করেছিলে, অন্যায়ভাবে তা ব্যবহার করনি তো?

দর্পিত চালচলন নিষিদ্ধ

৫৬. অহংকারীদের মত চলা মানুষের জন্য শোভন নয়। সে সজোর পদাঘাতে তো মাটি ফাটিয়ে ফেলতে পারবে না, আর না ঘাড় ফুলিয়ে ও বুক উঁচিয়ে পারবে পাহাড় সমান উঁচু হতে। কাজেই এমন দুর্বল ও অক্ষম মানুষের এভাবে বুক টান করে চলার কী ফায়দা?

৫৭. অর্থাৎ যেসব বিষয় উপরে নিষেধ করা হয়েছে, তা করার মাঝে এবং যার আদেশ করা হয়েছে তা না করার মাঝে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি নিহিত।

(৩৯) ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى
فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝

(৪০) اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا
عَظِيْمًا ۝

(৪১) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝

(৪২) قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ
سَبِيْلًا ۝

৩৯. তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি যে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ের ওহী পাঠিয়েছেন[৫৮] এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌র সংগে অন্য কারও বন্দেগী স্থির করো না, তা হলে তুমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায়।[৫৯]

৪০. তবে কি তিনি বেছে বেছে তোমাদের পুত্র দিয়েছেন আর নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে গ্রহণ করেছেন কন্যারূপে? তোমরা তো ভয়ানক কথা বল।[৬০]

৪১. আমি এ কুরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা করে, অথচ তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।[৬১]

৪২. বল, তাঁর সংগে যদি আরও ইলাহ্ থাকত, যেমন তারা বলে,[৬২] তবে তারা আরশাধিপতি পর্যন্ত পৌঁছার পথ খুঁজত।[৬৩]

---

৫৮. অর্থাৎ উপরে যে সারগর্ভ ও মূল্যবান নসীহত করা হল, তা এমনই জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষা যা পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত বিবেক-বুদ্ধি গ্রহণ করে নেয় এবং যা ওহী আকারে উম্মী নবী (সা.)-এর কাছে সরাসরি এবং উম্মতের কাছে তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে।

৫৯. উপরিউক্ত উপদেশসমূহের বয়ান শুরু হয়েছিল তাওহীদ দ্বারা (لَاتَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا) এবং উপসংহারেও সেই তাওহীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে পাঠক বুঝতে পারে, সমস্ত সৎকর্মের সূচনা ও সমাপ্তি বিশুদ্ধ তাওহীদের উপর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬০. অর্থাৎ একে তো আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান স্থির করা, তাও কন্যা সন্তান, যাদেরকে তোমরা নিতান্তই তাচ্ছিল্যের চোখে দেখ, এটা ঘোরতর ধৃষ্টতা।

৬১. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ নানা ভঙ্গিতে ও রঙ-বেরঙের দলীল-প্রমাণ দ্বারা মুশরিকদেরকে উপদেশ দেয়, কিন্তু এ হতভাগারা উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে আরও বেশী বিমুখ হয় ও ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায়।

سُبۡحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَقُوۡلُوۡنَ عُلُوًّا كَبِيۡرًا ۝ (٤٣)
تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبۡعُ وَالۡاَرۡضُ وَمَنۡ فِيۡهِنَّ ؕ وَاِنۡ مِّنۡ شَىۡءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ (٤٤)
بِحَمۡدِهٖ وَلٰـكِنۡ لَّا تَفۡقَهُوۡنَ تَسۡبِيۡحَهُمۡ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيۡمًا غَفُوۡرًا ۝

৪৩. তিনি পবিত্র ও মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা হতে অন্তহীন ঊর্ধ্বে।
৪৪. সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা-কিছু আছে, তা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে। এমন কোন জিনিস নেই, যা তাঁর প্রশংসা পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের পঠন বোঝ না।[৬৪] নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।[৬৫]

---

৬২. অর্থাৎ প্রতিমা ইত্যাদি, যাদেরকে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের অংশীদার বলে দাবী করা হয়।

৬৩. অর্থাৎ তারা অধীনস্থ হয়ে থাকাকে মেনে নেবে কেন? সকলে মিলে আল্লাহ্ তা'আলার রাজ তখত উল্টিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাত। যদি বলা হয়, আরশাধিপতির বিরুদ্ধে তারা কিছু পেরে ওঠে না, তবে এক অক্ষম মাখলূকের উপাসনা করা কি নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা নয়? কিংবা সে উপাস্যগণই যদি আরশাধিপতিকে খুশী রাখা ও তাঁর নৈকট্য অর্জনকে নিজেদের জন্য জরুরী মনে করে, তবে তাদের পূজারীদের জন্য তো আরও বেশী জরুরী যে, তারা মহাপ্রতিপালককে খুশী রাখার চেষ্টা-ফিকির করবে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ সমস্ত নবী-রাসূলের যবানীতে এবং মানব-প্রকৃতির মারফতে শিরকের প্রতি নিজের চরম ঘৃণা প্রকাশ করে দিয়েছেন। তথাপি কী আশ্চর্য, এই নির্বোধেরা অন্ধের মত কোন্ পথে ছুটে চলেছে!

সকলেই আল্লাহ্‌র তাসবীহ পড়ে, কিন্তু মানুষ বোঝে না

৬৪. অর্থাৎ প্রতিটি মাখলূক যবান বা অবস্থা দ্বারা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, কিন্তু তোমরা তা বোঝ না। তা চিন্তা-ভাবনা না করার কারণেই হোক কিংবা সেই শক্তি না থাকার কারণে, যা দিয়ে অপরাপর মাখলূকের যবানী তাসবীহ শোনা ও উপলব্ধি করা যেতে পারে। আর কোন ব্যক্তি যদি উপলব্ধি করা সত্ত্বেও স্বীকার না করে বা তার চাহিদানুসারে কাজ না করে, তবে সে বুঝা না বুঝারই নামান্তর।

৬৫. অর্থাৎ তাবত সৃষ্টি যার পবিত্রতা বর্ণনা করে, তোমরা তাঁর জন্য শরীক ও কন্যা সন্তান সাব্যস্ত কর। এটা এমন ধৃষ্টতা ছিল যে, তোমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবেই ধ্বংস করে দেওয়া হত, কিন্তু তিনি সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ। তাই সাথে সাথে পাকড়াও করেন না, পরন্তু তওবা করলে ক্ষমা করে দেন।

CamScanner

(٤٥) وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۝

(٤٦) وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝

৪৫. যখন তুমি কুরআন পড়, তখন আমি তোমার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের মাঝে ফেলে দেই এক প্রচ্ছন্ন পর্দা।[৬৬]

৪৬. এবং আমি তাদের অন্তরের উপর রেখে দেই আবরণ, যাতে তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে[৬৭] এবং তাদের কানে বোঝা।[৬৮] আর তুমি যখন কুরআনে তোমার একমাত্র প্রতিপালকের উল্লেখ কর, তখন তারা উপেক্ষায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।[৬৯]

---

৬৬. যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং নিজের ভালমন্দ পরিণামের ফিকির করে না, সে নসীহতে কেন মনোযোগ দেবে। যখন মুক্তিরই ফিকির নেই, তখন মুক্তিদাতা নবীর অবস্থাদি ও কথাবার্তার মাঝে চিন্তা করার ও রিসালাতের দরবারে পৌঁছার তার কী প্রয়োজন? ব্যস, এই আখিরাতে অবিশ্বাস এবং পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তাহীনতা, এটাই সেই প্রচ্ছন্ন পর্দা, যা তার ও নবীর মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

কাফিরদের উপর কুরআনের প্রভাব পড়ে না কেন?

৬৭. পূর্বে নবীর নবূওয়াতের বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছতে না পারার বয়ান ছিল, এবার কুরআনের উপলব্ধি পর্যন্ত উপনীত না হতে পারার বর্ণনা। এ কুরআনের মাঝে এত বিপুল শক্তি ও প্রভাব নিহিত, অথচ কাফিরদের উপর কোন আছর হয় না এর কারণ কী? কারণ স্পষ্ট। সূর্যের আলোয় সারা জাহান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু কোন লোক যদি ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে সব দরজা-জানালা বন্ধ করে বসে থাকে, সেই সংগে চোখও বন্ধ করে রাখে, তো তার কাছে সূর্যালোক তো কোথা ও নেই।

৬৮. অর্থাৎ যখন উপকৃত হওয়ার নিয়তে শোনে না, তখন যেন শোনেই না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে পর্দা ইত্যাদি ফেলে দেন সে তো ওই জিনিস, যা তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য অত্যন্ত গর্বের সাথে প্রমাণ করেছিল। ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ۔

(٤٧) نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖۤ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰۤى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝

৪৭. যখন তারা তোমার দিকে কান পেতে শোনে, তখন কী জন্য তারা শোনে[৭০] তা আমি খুব ভাল জানি এবং এও জানি যখন তারা গোপন পরামর্শ করে, যখন যালিমরা বলে তোমরা যার কথায় চল, সে তো এক জাদুগ্রস্ত লোক ছাড়া কিছু নয়।[৭১]

'তারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে ডাকছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত, কানে রয়েছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি' (৪১ ঃ ৫)।

আখিরাতে বিশ্বাস না করা, পরিণাম সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকা, এক আল্লাহ্র আলোচনাকে অপসন্দ করা, নবীর সংগে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা– এসবই এমন জিনিস, যা পর্দা, আবরণ ও ছিপির আকার ধারণ করে। যেহেতু সব জিনিসের স্রষ্টা আল্লাহ্, তাই এর সৃষ্টিকেও তাঁরই সংগে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে।

৬৯. অর্থাৎ এক আল্লাহ্র উল্লেখে তারা বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত হয় এবং পিঠ ফিরিয়ে সরে পড়ে। হাঁ, তাদের উপাস্যদের কথা আসলে তখন বেজায় খুশী হয়। ইরশাদ–

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ -

'আল্লাহ্র কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়'এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলির উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়' (৩৯ ঃ ৪৫)।

৭০. অর্থাৎ শুনে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্য থাকে না, কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাই লক্ষ্য, যা সামনে বর্ণিত হচ্ছে।

৭১. অর্থাৎ কুরআন ও প্রিয়নবী (সা.)-এর বক্তব্য শোনার পর গিয়ে পরামর্শে বসল যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্বন্ধে কী বলা যেতে পারে? শেষ পর্যন্ত বলতে লাগল, এই ব্যক্তি জাদুগ্রস্ত বলে মনে হয় অর্থাৎ জাদুর প্রভাবে পাগল হয়ে গেছে। বোধ-বুদ্ধি ঠিক নেই (নাউযুবিল্লাহ্)।

কেউ কেউ مسحور শব্দটিকে ساحر (জাদুকর) অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ যেন তাঁর কথায় জাদুর প্রভাব আছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ مسحور শব্দটি দ্বারা তারা যা বুঝাতে চাইত, তা রদ করার দ্বারা এটা অনিবার্য হয়ে যায় না যে, নবীর উপর কখনও কোন প্রকার জাদুর ক্রিয়া হয় না। এ আয়াতটি মক্কী। মদীনায় প্রিয়নবী (সা.)-এর উপর ইয়াহূদীদের জাদু করার

(৪৮) اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝

(৪৯) وَ قَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا

(৫০) قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ۝

(৫১) اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ۝

৪৮. দেখ, তারা কিভাবে তোমার জন্য উপমা প্রদান করে। সুতরাং তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তারা আর পথ পেতে পারে না।[৭২]
৪৯. এবং তারা বলে, যখন আমরা হাড্ডিতে পরিণত হব ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুন সৃষ্টি হয়ে উত্থিত হব।[৭৩]
৫০. বল, তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা–
৫১. অথবা অন্য কোন সৃষ্টি, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন,[৭৪] তবু তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবে? বল, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার।[৭৫] এরপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে, তা কবে হবে?[৭৬] বল, সম্ভবত শীঘ্রই হবে।[৭৭]

ঘটনা সহীহ হাদীছ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে, যার প্রভাব কিছু দিন পর্যন্ত এতটুকু ছিল যে, পার্থিব কোন কোন কাজে মাঝে-মধ্যে বিস্মৃতি দেখা দিত।

৭২. অর্থাৎ কখনও কবি বলত, কখনও জাদুকর, কখনও ভবিষ্যত গণনাকারী এবং কখনও জাদুগ্রস্ত কিংবা উন্মাদ। মোট কথা, এক এক সময় এক এক মন্তব্য করত। এক কথায় স্থির থাকত না। যখন যা মুখে আসত, বকে দিত। আসলে অনেক চেষ্টা করেও তারা নিন্দাবাদ ও দোষারোপের সুযোগ খুঁজে পেত না, যে সুযোগ ব্যবহার করে তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টির ঈপ্সিত লক্ষ্য হাসিল করতে পারে।

পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে যুক্তি

৭৩. অর্থাৎ আপনার প্রতি জাদুগ্রস্ত, উন্মাদ, কবি, ভবিষ্যত গণনাকারী ইত্যাদির উপমা প্রয়োগ বিস্ময়কর তো ছিলই, তার চেয়ে আরও বেশী বিস্ময়কর হচ্ছে তাদের সেই দলীল, যা তারা আপনাকে জাদুগ্রস্ত ও পাগল সাব্যস্ত করার জন্য পেশ করত। দলীলের সারমর্ম এই যে, আমরা দেখি মৃত্যুর পর মানবদেহ পচে-গলে যায়। বাকি থাকে শুধু সাদা হাড়গোড়। কিছুদিন পর তাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যায়। বোধ-বুদ্ধি ঠিক আছে এমন কোন লোক কি এমন কথা বলতে পারে যে, এই

(৫২) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৫২. যে দিন তোমাদেরকে আহবান করবেন, তারপর তোমরা চলে আসবে তাঁর প্রশংসারত অবস্থায়[৭৮] এবং তোমরা ধারণা করবে যে, তোমরা অল্প কিছু সময়ই অবস্থান করেছিলে।[৭৯]

হাড্ডির চূর্ণ ও মাটির কণিকাসমূহ আবার জীবিত হয়ে উঠবে? মানবাত্মা আবার ফিরে আসবে এই বিক্ষিপ্ত অণুরাজির মধ্যে? নবী যদি এরূপ অসম্ভব বিষয়ের সংবাদ দেন, তবে প্রমাণ হয় (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে।

তাদের যুক্তির ভ্রান্তি

৭৪. অর্থাৎ এই চূর্ণ ও অণুরাজি আর যাই হোক মানুষের লাশ তো বটে, যার মাঝে পূর্বে জীবন ছিল এবং খোদ মাটির কণিকাসমূহের মধ্যেও জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এর চেয়ে বড় কিছুরও অনুমতি আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি। তোমরা হাড্ডি-চূর্ণ নয়, বরং সম্ভব হলে পাথর ও লোহা বনে যাও, যা জীবনের আলামত হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত পরিলক্ষিত হয়, বরং এমন কোন কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়ে পরীক্ষা করে দেখ, যে জিনিসের জীবিত হওয়াটা লোহা-পাথর অপেক্ষা মুশকিল মনে হয়, পার তো মূর্তিমান মৃত্যু হয়ে যাও, তারপর দেখ, এরপরও তোমাদেরকে জীবিত করা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র পক্ষে কী সহজ!

৭৫. যিনি প্রথমবার তোমাদেরকে মাটি বা শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছেন এবং অবোধ জড় পদার্থে মানবাত্মা সঞ্চারিত করেছেন, এখন কি তাঁর মধ্যে সেই শক্তি আর নেই যে, মাটির কণা ও মৃত লাশের চূর্ণরাজিকে একত্র করে পুনর্জীবন দান করবেন?

৭৬. অর্থাৎ পরিহাসের সাথে মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, হাঁ সাহেব, গলিত হাড়ের মাঝে প্রাণ আসবে কবে? কবে মৃতদেরকে কবর থেকে হিসাবের জন্য উঠানো হবে?

৭৭. অর্থাৎ কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়ের কথা আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে জানাননি। হাঁ, তোমরা আশা করতে পার যে, তা নিকট ভবিষ্যতেই ঘটবে। যেন পৃথিবীর বয়স বিগত সময় অপেক্ষা ভবিষ্যতের সময়ের পরিমাণ অল্প।

৭৮. অর্থাৎ যখন আল্লাহ্র পক্ষ হতে ডাক দেওয়া হবে, তখন মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মৃত ব্যক্তি কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। অবাধ্যতা করার সাধ্য হবে না কারও। প্রতিটি মানুষ তখন বাধ্য অনুগত হয়ে আল্লাহ্র সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করতে করতে উপস্থিত হয়ে যাবে, যদিও তখনকার সেই নিরুপায় অবস্থায় হাম্দ-ছানা কাফিরদের কোন কাজে আসবে না। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, মু'মিনদের মুখে তখন উচ্চারিত হবে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ 'সেই আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে দুঃখ-দুশ্চিন্তা হতে রক্ষা করেছেন।'

(৫৩) وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ
الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ○

(৫৪) رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ؕ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ؕ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ
عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ○

৫৩. আমার বান্দাদের বলে দাও, যে কথা উত্তম যেন তাই বলে। শয়তান তাদের মাঝে সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।[৮০]

৫৪. তোমাদের রব্ব তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন। তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি দয়া করবেন এবং চাইলে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন।[৮১] আমি তোমাকে তাদের দায়িত্ব গ্রহণকারী করে পাঠাইনি।[৮২]

---

৭৯. অর্থাৎ এখন পরিহাস করছ, কিন্তু তখন টের পাবে যে, দুনিয়ায় তোমরা বেশী কিছু সময় বাস করনি। সেখানকার হাযার হাযার বছরের সামনে পঞ্চাশ কি শত বছর তেমন কী আর মনে হতে পারে? (মূযিহুল-কুরআন)

কেউ বলেছেন, প্রচণ্ড ভয়-ভীতির কারণে পার্থিব জীবন সামান্য মনে হবে কিংবা প্রথম ও দ্বিতীয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে যেহেতু আযাব থাকবে না, তাই সেই মধ্যবর্তী সময়কে অল্প জ্ঞান করে বলবে, مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে উঠালো? (৩৬ ঃ ৫২)

৮০. মুশরিকদের মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুনে সম্ভাবনা ছিল কোন মুসলিম উপদেশদানকালে সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়ে বসবে ও কঠোরতা অবলম্বন করবে। তাই মুসলিমদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আলোচনাকালে কঠিন কষ্টদায়ক ও উত্তেজনাকর পন্থা অবলম্বন করো না। কেননা, তাতে লাভের স্থলে লোকসান হয়ে যায়। শয়তান অন্যদেরকে প্ররোচনা দিয়ে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়। তারপর প্রতিপক্ষের অন্তরে এমন যিদ ও দুশমনী বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, তখন আর বুঝেও বুঝে না।

৮১. অর্থাৎ দয়া করবেন ঈমানের তাওফীক দিয়ে অথবা শাস্তি দেবেন কুফর অবস্থায় মৃত্যু ঘটিয়ে।

৮২. হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, আলোচনাকালে হকপন্থী ব্যক্তি গরম হয়ে ওঠে যে, অন্যরা প্রকাশ্য সত্যকে কেন মানবে না। তাই বলা হয়েছে যে, হিদায়াতের দায়িত্ব তোমাদের নয়। আল্লাহ্ ভাল জানেন। তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেবেন।

(٥٥) وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ
عَلٰى بَعْضٍ وَّ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝
(٥٦) قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا
تَحْوِيْلًا ۝

৫৫. এবং তোমার রব্ব তাদেরকে খুব ভাল জানেন, যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে। আমি কতক নবীকে কতকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করেছি এবং আমি দাউদকে দিয়েছি যাবূর।[৮৩]

৫৬. বল, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের মনে কর, আহবান কর, কিন্তু তারা ইখতিয়ার রাখে না তোমাদের সংকট মোচনের বা পরিবর্তনের।[৮৪]

মহানবী (সা.) ও তাঁর উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব

৮৩. অর্থাৎ আমি সর্বব্যাপী জ্ঞান অনুসারে প্রত্যেকের সাথে আচরণ করি। মানুষের মধ্যে যাকে সমীচীন মনে করেছি নবী বানিয়েছি আবার যে নবীকে ইচ্ছা অন্যান্য নবীর উপর সর্বাত্মক বা আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, কতক নবী এমন ছিলেন, যারা উম্মতের মাত্রাতিরিক্ত দুষ্কৃতিতে শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী (সা.)- কে আরও বড় মনের অধিকারী করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁকে অন্য সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। কাজেই তাঁর চরিত্র-মাধুরী যেন নিজের সে শ্রেষ্ঠত্বের সংগে সংগতিপূর্ণ হয়, সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। বিশেষভাবে দাউদ (আ.)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, জিহাদ ও যাবূর উভয়ই তাঁর ছিল (হাদীছে আছে, **كان لايفر اذا لاقى** 'তিনি শত্রু-সমক্ষ হতে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করতেন না')। সে দুটো জিনিসই এখানেও আছে। কুরআন ও জিহাদ।

কেউ বলেন, এস্থলে যাবূরের উল্লেখ দ্বারা রাসূলে কারীম (সা.)-এর সর্বাত্মক শ্রেষ্ঠত্ব এবং উম্মতে মুহাম্মাদীর মাহাত্ম্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কেননা, প্রিয়নবী (সা.) যে খাতিমুল-আম্বিয়া এবং তাঁর উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত এটা যাবূর শরীফে বর্ণিত ছিল। ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ -

'আমি উপদেশের পর যাবূরে লিখে দিয়েছিলাম যে, আমার নেক্কার বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে' (২১ : ১০৫)। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর উম্মত।

তাওহীদের প্রমাণ

৮৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তো হতে পারেন সেই সত্তা, যিনি যাকে ইচ্ছা আযাব দিতে এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহম করতে পারেন। যাকে যে পরিমাণ ইচ্ছা অন্যের উপর

(৫৭) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ○

৫৭. এরা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো স্বীয় রব্বের কাছে পৌঁছার ওসীলা সন্ধান[৮৫] করে যে, কোন্ বান্দা বেশী নিকটবর্তী এবং তাঁর অনুগ্রহের আশা রাখে ও ভয় করে তাঁর শাস্তির। নিশ্চয়ই তোমার রব্বের আযাব ভয়ের জিনিস বটে।[৮৬]

শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। আর তার শক্তি হবে পূর্ণাঙ্গ, জ্ঞান হবে সর্বব্যাপী। এবার মুশরিকরা তাদের কল্পিত খোদাদেরকে একটু ডাকুক। তাদের মধ্যে কেউ কি এরূপ স্বাধীন ক্ষমতা রাখে যে, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট কিছুটা হলেও দূর বা লাঘব করতে পারে কিংবা পারে তা তোমাদের থেকে তুলে নিয়ে অন্য কারও উপর নিক্ষেপ করতে? অন্যথায় এরূপ দুর্বল অক্ষম মাখলূককে মা'বূদ সাব্যস্ত করা কী করে বৈধ হবে?

আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য খোদ মুশরিকদের উপাস্যদের প্রতিযোগিতা ও তাওয়াস্‌সুল

৮৫. বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, প্রাক-ইসলামী যুগে কিছু লোক জিন্নদের উপাসনা করত। পরে সে জিন্নরা ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু উপাসকরা সে মূর্খতার মধ্যেই থেকে যায়। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কেউ বলেন, জিন্ন, ফেরেশতা, মাসীহ্ (আ.), 'উযায়র (আ) প্রমুখের পূজারিগণ এর অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের মর্ম এই যে, তোমরা যাদেরকে মা'বূদ ও সাহায্যকারী মনে করে ডাক, তারা নিজেরাই তো স্বীয় প্রতিপালকের যথাসম্ভব সান্নিধ্য অনুসন্ধান করে। তাদের যাবতীয় চেষ্টা কেবল এজন্যই যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে কে অগ্রগামী হয়। তাদের মধ্যে যে যত নিকটবর্তী, সে আরও বেশী নৈকট্যের অভিলাষী। চিন্তা করে যে, সর্বাধিক নিকটতম কোন বান্দার দু'আ ইত্যাদিকে নৈকট্য লাভের ওসীলা বানানো যায় কি না। আল্লাহ্‌র সামনে তোমাদের স্থিরীকৃত উপাস্যদেরই যখন এই অবস্থা, তখন নিজের সম্পর্কে ফয়সালা করে নাও যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট রাখা কতটুকু জরুরী। গায়রুল্লাহর উপাসনায় না আল্লাহ্ খুশী হন, না তারা খুশী হয়, যাদেরকে তোমরা খুশী করতে চাও।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ توسل (ওসীলা বানানো) ও تعبد (ইবাদত করা)-এর মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। তাছাড়া, توسل -ও সেই সীমার ভেতরই বৈধ-শরী'আত যতটুকুর অনুমতি দিয়েছে।

৮৬. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এতটা সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের আশা-আকাংক্ষা কেবলই আল্লাহ্‌র রহমতের সংগে সংশ্লিষ্ট এবং তাঁরই আযাবের ভয়ে থাকে সর্বদা ভীত-কম্পিত। তারা জানে সর্বপ্রকার মংগলসাধন বা সংকটমোচন শুধু আল্লাহ্‌রই হাতে।

(৫৮) وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُورًا ○

৫৮. এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামতের আগে ধ্বংস করব না বা কঠিন শাস্তিতে তাকে আক্রান্ত করব না।[৮৭] এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।[৮৮]

---

৮৭. এ আয়াতটির ব্যাখ্যা কয়েকভাবে করা যেতে পারে।

(ক) দুনিয়ার প্রতিটি জনপদকে মহাপাপের শাস্তিতে কিয়ামতের আগে ধ্বংসাত্মক আযাব পাঠিয়ে বিলকুল খতম করে দেওয়া হবে। কিংবা অপরাধ চরম না হলে দ্বিতীয় স্তরের পাপাচারের শাস্তিস্বরূপ সর্বগ্রাসী ধ্বংস অপেক্ষা নিম্নস্তরের কোন কঠিন শাস্তি সে বসতির উপর অবতীর্ণ করা হবে। আর এমন বসতি আছেই বা কোথায় যার অধিবাসীরা শুরু হতে কিয়ামত পর্যন্ত কোন পাপ করবে না আর শাস্তিও ভোগ করবে না।

(খ) কিয়ামতের পূর্বাহ্নে অনিবার্যভাবে প্রতিটি জনপদকে প্রাকৃতিক মৃত্যুর দ্বারা বিরাণ করে দেওয়া হবে বা কোন কঠিন মুসীবতে আক্রান্ত করা হবে। প্রাকৃতিক মৃত্যু শাস্তি জাতীয় না হলেও কুরআন-হাদীছের বহু জায়গায় তার উপর هلاك (ধ্বংস) শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে, যথা- حَتّٰى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُوْلًا 'পরিশেষে ইউসুফ যখন ধ্বংস হল (মৃত্যুবরণ করল), তখন তোমরা বলেছিলে, তার পরে আল্লাহ্ আর কাউকে রাসূল করে পাঠাবেন না' (৪০ ঃ ৩৪)।

হাদীছে আছে, كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ جَاءَ نَبِيٌّ اٰخَرُ 'যখনই এক নবী ধ্বংস হয়েছেন (মৃত্যুবরণ করেছেন), অপর এক নবীর আগমন ঘটেছে।'

(গ) কাফিরদের প্রত্যেকটি জনপদকে হয় কিয়ামতের আগে তার সঙ্গীন পাপাচারের পরিণামে ধ্বংস করে দেওয়া হবে অথবা কোন না কোন সময়ে (কিয়ামতের আগে বা পরে) কঠিন শাস্তিতে আক্রান্ত করা হবে। যে অর্থই নেওয়া হোক আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে সতর্কিত করা। আগে যে বলা হয়েছিল إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا (তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়ের জিনিস বটে) যেন তা সংঘটিত হওয়ারই সংবাদ এ আয়াতে দেওয়া হল।

৮৮. অর্থাৎ এটা চূড়ান্ত ও অটল ফয়সালা, যা আল্লাহ্র জ্ঞানে স্থিরীকৃত এবং লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ। কোন শক্তি এটা প্রতিহত করতে পারবে না। হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, প্রত্যেক এলাকার লোক একজন নেতার অনুসরণ করে এবং মনে করে আমরা তার প্রজা, তার আশ্রয়ে আছি। কিন্তু যখন সময় আসবে, কেউ আশ্রয় দিতে পারবে না, لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ 'আজ আল্লাহ্র বিধান হতে রক্ষা করবার কেউ নেই, যাকে আল্লাহ্ দয়া করবেন সে ব্যতীত।

(৫৯) وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ○

৫৯. আমি নিদর্শন প্রেরণ কেবল এজন্যই মওকুফ রেখেছি যে, পূর্ববর্তীরা তা অস্বীকার করেছিল।[৮৯] আমি ছামূদকে উট্‌নী দিয়েছিলাম তাদেরকে সমঝানোর জন্য, কিন্তু তারা তার উপর করে অত্যাচার।[৯০] আমি নিদর্শনাবলী প্রেরণ করি তো সতর্ক করার জন্য।[৯১]

ফরমায়েশী নিদর্শন না দেখানোর রহস্য

৮৯. হাদীছে আছে, মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে কিছু নিদর্শনের ফরমায়েশ করল। যেমন তারা বলেছিল, সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করে দিন বা আমাদের আশপাশ থেকে পাহাড়গুলো সরিয়ে ভূমি সমতল করে দিন, যাতে আমরা চাষাবাদ করতে পারি ইত্যাদি। এরূপ করলে আমরা আপনাকে মেনে নেব। তার জওয়াবে এ আয়াত নাযিল হয়। বলা হয়েছে যে, ফরমায়েশী নিদর্শন দেখানো আল্লাহ্‌র পক্ষে কিছু কঠিন ছিল না। কিন্তু পূর্ববর্তী লোকদেরকে তাদের প্রার্থিত নিদর্শন দেখানো সত্ত্বেও তারা মানেনি, বরং তাতে তাদের অবাধ্যতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরিশেষে আল্লাহ্‌র রীতি অনুযায়ী তার পরিণাম এই দাঁড়িয়েছিল যে, তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এখন তোমাদের সকল ফরমায়েশ যদি পূরণ করা হয়, অথচ আল্লাহ্‌র জ্ঞানে আছে, বরং তোমাদের অবস্থা দ্বারাও সুস্পষ্ট যে, তথাপি তোমরা বিশ্বাস করবে না, তখন তো আল্লাহ্‌র শাশ্বত নীতি অনুযায়ী তার পরিণতি সেই সমূলে ধ্বংসই হওয়া উচিত, যা এ উম্মতের জন্য হিকমতের খেলাফ। এই আখিরী উম্মত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মত ধ্বংসাত্মক শাস্তি দিয়ে বিলকুল নিশ্চিহ্ন করে ফেলা নয়। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহকে ফরমায়েশী নিদর্শন দেখানো জায়েয রাখা হয়েছিল এই ভিত্তিতে যে, তাদের আমূল ধ্বংস আল্লাহ্‌র কাছে ভ্রূক্ষেপযোগ্য বিষয় ছিল না। তা ছাড়া, পরবর্তীতে যে উম্মত আসবে তাদেরকে কিছু নমুনা দেখানোও দরকার ছিল যে, ফরমায়েশী নিদর্শন না মানলে পরিণতি কী হয়। সুতরাং এ আয়াতে সেই ঐতিহাসিক নিদর্শনের দিকেই সংক্ষেপে ইশারা করা হয়েছে এবং সাবধান করা হয়েছে যে, পার্থিব নিদর্শন দেখার পর অবিশ্বাস করলে (আর তোমরা তা নিশ্চয়ই করবে) যে পরিণতি পূর্ববর্তীদের হয়েছিল সেরূপ তোমাদেরও হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র হিকমতের চাহিদা নয় তোমাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, তাই ফরমায়েশী নিদর্শন দেখানো মওকূফ রাখা হয়েছে।

ফরমায়েশী নিদর্শন না মানায় ছামূদ সম্প্রদায়ের পরিণতি

৯০. ছামূদ সম্প্রদায় হযরত সালিহ (আ.)-এর কাছে দরখাস্ত করেছিল, পাহাড়ের অমুক পাথর-খণ্ড থেকে একটি উটনী বের করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা তা বের করে

وَاِذۡ قُلۡنَا لَکَ اِنَّ رَبَّکَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلۡنَا الرُّءۡیَا الَّتِیۡۤ اَرَیۡنٰکَ اِلَّا
(٦٠) فِتۡنَۃً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَۃَ الۡمَلۡعُوۡنَۃَ فِی الۡقُرۡاٰنِ ؕ وَنُخَوِّفُهُمۡ ۙ فَمَا یَزِیۡدُهُمۡ اِلَّا طُغۡیَانًا
کَبِیۡرًا ٪

৬০. এবং যখন আমি তোমাকে বলে দেই, তোমার রব্ব মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।[৯২] আর যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই[৯৩] আর অনুরূপই কুরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষটি।[৯৪] এবং আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু তাতে তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি পায়।[৯৫]

দিলেন। এই ফরমায়েশী মু'জিযা দেখে তাদের উচিত ছিল চোখ খোলা ও আত্মিক ব্যুৎপত্তি লাভ করা। সেখানে তারা যুলুম ও অবাধ্যতায় বদ্ধপরিকর হয়ে গেল। তারা উটনীটিকে মেরে ফেলল। এমন কি হযরত সালিহ্ (আ.)-কেও হত্যার ষড়যন্ত্র পাকিয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত যে পরিণতি হল তা সকলেরই জানা। বলা নিষ্প্রয়োজন, এটা اَنۡ كَذَّبَ بِهَا الۡاَوَّلُوۡنَ -এর একটি নমুনা।

৯১. অর্থাৎ হিদায়াত নিদর্শনাবলী দেখার উপর নির্ভরশীল নয়। অস্বাভাবিক নিদর্শন প্রেরণের উদ্দেশ্য মানুষ আল্লাহ্র প্রবল পরাক্রম দেখে ভয় করবে এবং ভীত হয়ে তাঁর দিকে ঝুঁকবে। যদি এ উদ্দেশ্য হাসিল না হয়, অথচ এ জাতিকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করাও এখন সমীচীন নয়, তো নিছক ফরমায়েশ পূরণ করার ফায়দা কী? সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য যে সব নিদর্শন প্রেরণ কল্যাণকর তা তো পাঠানোই হচ্ছে।

আল্লাহ্র শক্তির উপর নির্ভরশীল থেকে শত্রুর নিন্দা-উপহাস উপেক্ষা করার নির্দেশ

৯২. প্রিয়নবী (সা.)-এর ধারণা হয়ে থাকবে যে, ফরমায়েশী নিদর্শন দেখানো না হলে কাফিররা নিন্দা-পরিহাসের সুযোগ পাবে। তারা বলবে, সত্য নবী হয়ে থাকলে আমাদের চাওয়া নিদর্শন দেখাত। তাই তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তোমার প্রতিপালকের জ্ঞান ও শক্তি সমস্ত মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। কেউ তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয় এবং কেউ বের হয়ে যেতে পারে না তাঁর শক্তির আওতা হতে। সকলেই তাঁর মুঠোর ভেতর। তাদের নিন্দা-উপহাসের দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করবেন না। তারা আপনার কিছুই বিগড়াতে পারবে না। নিজের কাজ করে যান। তাদের সম্বন্ধে ফয়সালা আমার উপর ছেড়ে দিন। আমি জানি ফরমায়েশী নিদর্শন দেখেও তারা আপনার প্রতি ঈমান আনবার ছিল না। আর তখন আমার শাস্তি হতে পলায়ন করাও সম্ভব ছিল না। এটাও জানি যে, মানুষের মধ্যে কে এখনই ধ্বংসযোগ্য, আর কাকে অবশিষ্ট রাখা ভাল। সুতরাং এ ঝঞ্ঝাটে আপনি পড়বেন না। সকলেই আমার অবরোধের মাঝে রয়েছে। পরিশেষে ঈমান আনতেই হবে।

(٦١) وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۗ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ○

(٦٢) قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ ۫ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৬১. এবং যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন তারা সিজদায় পড়ে গেল, তবে ইবলীস। সে বলল, আমি কি সিজদা করব এমন এক ব্যক্তিকে যাকে তুমি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছ?[৯৬]

৬২. সে বলল, আচ্ছা দেখ এই যাকে তুমি আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছ, তুমি যদি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দাও, তবে আমি তার বংশধরদেরকে বল্গা পরিয়ে দেব, তবে কিছু সংখ্যক ছাড়া।[৯৭]

---

৯৩. 'দৃশ্য' দ্বারা মি'রাজ-রজনীর চিত্র বুঝানো হয়েছে যার বর্ণনা দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করা হয়েছে। সাচ্চারা শুনে বিশ্বাস করেছে, আর যারা কাঁচা তারা মনে করেছে মিথ্যা।

৯৪. অর্থাৎ 'যাক্কুম' বৃক্ষ, যে সম্বন্ধে কুরআনে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামীরা তা ভক্ষণ করবে। প্রত্যয়ীরা শুনে মেনে নিয়েছে আর যারা অবিশ্বাসী তারা মন্তব্য করেছে, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে সবুজ গাছ কী করে হবে? বস্তুত এটাও পরীক্ষা করার ছিল। এ দু'টি দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুমান করতে পার, অস্বাভাবিক বিষয়ের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এদের মনের অবস্থা কী?

৯৫. অর্থাৎ যাদের অন্তর আল্লাহ্‌ভীতিশূন্য, তারা ভীতি প্রদর্শনে ভীত হবে না। বরং তাদের ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে যাবে। তাদের সম্বন্ধে ফরমায়েশী নিদর্শন দেখে সত্য কবূল করে নেওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

৯৬. এ ঘটনা আরও কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে অবহিত করা হয়েছে যে, বিনা বাক্যে আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে নেওয়া ফেরেশতাদের কাজ আর আপত্তি তোলা শয়তানের কাজ। এ কাফিররাও তারই পথ অনুসরণ করছে। তাই কথায় কথায় কূটতর্কে লিপ্ত হয়। তবে মনে রাখবেন, এদের পরিণতিও তাই ঘটবে, যা ঘটবে তাদের নেতা অভিশপ্ত ইবলীসের।

৯৭. অর্থাৎ অল্প কিছু বাদ দিয়ে সকলকে কাবু করে নেব, যেমন বল্গা লাগিয়ে ঘোড়াকে কাবু করে রাখা হয়। আমার কাছে যে এতই দুর্বল, তাকে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার কী যুক্তি থাকতে পারে?

(٦٣) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ۝
(٦٤) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ
وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝
(٦٥) اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ۝
(٦٦) رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ۝

৬৩. তিনি বললেন, চলে যা, তারপর তাদের মধ্য থেকে কেউ তোর অনুগামী হলে জাহান্নামই হবে তোদের সকলের শাস্তি–পূর্ণাঙ্গ বদলা।[৯৮]

৬৪. তুই তাদের মধ্যে যাকে পারিস স্বীয় আওয়ায দ্বারা বিচলিত করে ফেল,[৯৯] তাদের উপর স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা অভিযান চালা,[১০০] তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা[১০১] এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা প্রবঞ্চনা মাত্র।[১০২]

৬৫. যারা আমার বান্দা তাদের উপর তোর কোনও কর্তৃত্ব নেই। কর্মবিধায়ক রূপে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।[১০৩]

৬৬. তোমাদের রব্ব তো তিনি, যিনি সমুদ্রে তোমাদের জন্য নৌযান চালনা করেন,[১০৪] যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার।[১০৫] তিনিই তোমাদের প্রতি দয়াময়।

---

৯৮. অর্থাৎ চলে যা, যত শক্তি খাটাতে পারিস খাটা। এখানেও তোর ও তোর অনুসারীদের জন্য জেলখানা তৈরী আছে।

৯৯. অর্থাৎ সেই ডাক, যা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার দিকে আহ্বান করে। এর দ্বারা প্ররোচনা দানকে বুঝানো হয়েছে। গান-বাজনাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

১০০. অর্থাৎ যত শক্তি আছে ব্যয় করে ফেল। সর্বশক্তি দ্বারা সেনাভিযান চালা। আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা যারা করে সবাই শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, জিন্ন হোক কি মানুষ।

১০১. অর্থাৎ মনের কোন অভিপ্রায় বাকি রাখিস না। সর্বতোভাবে তাদেরকে প্ররোচনা দে, যাতে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে তোকে অংশীদার বানিয়ে নেয়। অর্থাৎ এসব জিনিস অবৈধ পন্থায় অর্জন করবে ও অবৈধ কাজে ব্যয় করবে।

১০২. অর্থাৎ শয়তান যে সুখ-স্বপ্ন দেখায় তাতে ভুলে যাওয়া আহ্মকের কাজ। তার সব ওয়াদাই ছলনা। সে নিজেই এক দিন স্বীকার করবে- وَوَعَدْتُكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ 'আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কিন্তু আমি তা রক্ষা করিনি' (১৪ ঃ ২২)।

১০৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর ও তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ্ তার কার্যসিদ্ধি করে দেন এবং শয়তানের ফাঁদ হতে তাকে রক্ষা করেন।

(٦٧) وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۚ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ○

(٦٨) اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ○

(٦٩) اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ○

৬৭. যখন সাগরে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ডাকতে, তাদের ভুলে যাও। তারপর যখন তোমাদেরকে বাঁচিয়ে তীরে পৌছিয়ে দেন, তখন তোমরা বিমুখ হয়ে যাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।[১০৬]

৬৮. তবে কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গেছ এর থেকে যে, তিনি তোমাদেরকে ধসিয়ে দেবেন স্থলভাগে[১০৭] অথবা তোমাদের উপর পাঠিয়ে দেবেন পাথর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড়। তারপর তোমরা নিজেদের কোন রক্ষাকর্তা পাবে না।

৬৯. না কি নির্ভয় হয়ে গেছ এর থেকে যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার নিয়ে যাবেন সাগরে,[১০৮] এরপর তোমাদের উপর পাঠিয়ে দেবেন প্রচণ্ড দমকা হাওয়া এবং অকৃতজ্ঞতার শাস্তিতে তোমাদেরকে করবেন নিমজ্জিত। তখন আর তোমরা আমার বিরুদ্ধে নিজেদের পক্ষে পাবে না কোন প্রতিশোধ গ্রহণকারী।[১০৯]

---

১০৪. আল্লাহ্র কর্মবিধানের এটা একটা দৃষ্টান্ত। একজন মুশরিকও এক্ষেত্রে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, তিনি ছাড়া কোন কর্মবিধায়ক নেই। অনিত্য যত শক্তি তা সব নিতান্তই দুর্বল।

১০৫. অর্থাৎ জীবিকা। কুরআন মাজীদে আকছার জায়গায় জীবিকাকে فضل বলা হয়েছে। শব্দটির আসল অর্থ বাড়তি। মুসলিমদের বন্দেগী আখিরাতের জন্য। দুনিয়ায় যা লাভ হয়, তা বাড়তি বৈ কি!

১০৬. অর্থাৎ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া মাত্রই প্রকৃত সাহায্যকারীকে ভুলে যায়। কয়েক মিনিট আগে সাগরের ঢেউয়ের মাঝে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করছিল। তীরে পা রাখা মাত্র নিশ্চিন্তে সব ভুলে গেল। এরচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা আর কী হতে পারে?

১০৭. অর্থাৎ সাগরের তীরে স্থলে ধসিয়ে দেবেন। যেমন ভূমিকম্প দেখা দেবে এবং মাটি বিদীর্ণ হয়ে কারূনের মত তার ভেতর তলিয়ে যাবে। মোটকথা, ধ্বংস যে কেবল সাগরের ঢেউয়ের মধ্যেই হতে পারে আর কোথাও নয় এমন ভাবার কারণ নেই।

(৭০) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝

৭০. আমি আদম-সন্তানকে সম্মান দিয়েছি, তাদেরকে জলে-স্থলে বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জিনিসের থেকে জীবিকা দান করেছি এবং তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি এমন অনেকের উপর, যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি মর্যাদাবান করে।[১১০]

---

১০৮. অর্থাৎ এমন কোন প্রয়োজন দাঁড় করিয়ে দেবেন, যার ফলে বাধ্য হয়ে সামুদ্রিক সফর করতে হবে।

১০৯. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র থেকে কৈফিয়ত নেওয়ার বা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে ধ্বংসপ্রাপ্তদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা কার আছে?

তাবত সৃষ্টির উপর বনী আদমের শ্রেষ্ঠত্ব

১১০. অর্থাৎ মানুষকে সুন্দর আকৃতি, বাকশক্তি, বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভব-উপলব্ধির ক্ষমতা দান করেছেন, যা দিয়ে সে দুনিয়া ও আখিরাতের লাভ-লোকসান বুঝতে পারে, ভাল-মন্দের মধ্যে প্রভেদ করতে পারে। সব দিকের উন্নতি সাধন করার পথ তার জন্য অবারিত। সে অন্যসব সৃষ্টিকে আয়ত্তে এনে নিজের কাজে লাগায়। স্থলে পশুর পিঠে বা অন্য রকমের যানবাহনে চড়ে সফর করে এবং পানিতে নৌকা ও জাহাজের মাধ্যমে অবলীলায় পথ পাড়ি দেয়। রকমারি উৎকৃষ্ট খাবার, পোশাক, ঘর-বাড়ি এবং আরও কত রকম পার্থিব আরাম-আয়েশের উপকরণ দ্বারা জীবনসুধা উপভোগ করে। এই মানুষেরই আদি পিতা আদম 'আলায়হিস সালামকে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করান এবং তাদের আখিরী নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে কুল-মাখলুকের সর্দার বানান। মোদ্দা কথা, মানবজাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকভাবে ইয্‌যত-সম্মান দিয়ে নিজের অনেক বড় মাখলুকের উপরও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। পূর্বের রুকূ'তে আদম (আ.) সম্পর্কে শয়তানের উক্তি هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ ফেরেশতা কর্তৃক আদমকে সিজদা, এরপর আদম-সন্তানকে সামুদ্রিক সফর করানো সম্পর্কে আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু উপরিউক্ত বিষয়গুলোর সংগে সুস্পষ্টরূপে সম্পর্কযুক্ত।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ মুফাসসিরগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ বিষয়টির অবতারণা করেছেন যে, মানুষ ও ফেরেশতার মধ্যে কে কার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আসলে এ আয়াত দ্বারা সে সম্বন্ধে কোন ফয়সালা করা যায় না। হানাফী মাযহাবে বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে যারা রাসূল, তারা ফেরেশতাদের রাসূলগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ফেরেশতাদের রাসূলগণ অবশিষ্ট ফেরেশতা এবং সাধারণ মানুষের উপর মর্যাদাবান। আর সাধারণ মানুষের চেয়ে সাধারণ ফেরেশতাদের মর্যাদা বেশী। বাকি প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

(৭১) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ○

৭১. যেদিন আমি ডাকব প্রত্যেক দলকে তাদের নেতৃবর্গসহ, তখন যারা তাদের ডান হাতে আমলনামা লাভ করবে, তারা নিজেদের লিপি পাঠ করবে[১১১] আর তাদের প্রতি সুতা পরিমাণ যুলুম করা হবে না।[১১২]

কিয়ামতে নেতাসহ ডান ও বামপন্থীদের অবস্থা

১১১. এখানে বলা উদ্দেশ্য যে, সৃষ্টিগতভাবে মানুষকে দুনিয়ায় যে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে মানুষ তা কতটুকু রক্ষা করেছে এবং কতজন মানবতার মর্যাদাকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে। মোদ্দা কথা, এই যে, প্রত্যেক দল কিয়ামতে তাদের সংগে উপস্থিত হবে যাদের ইত্তিবা-অনুসরণ তারা করত। মু'মিনগণ নবী, কিতাব, ধর্মীয় নেতার সংগে এবং কাফিররা তাদের ধর্মগুরু, বড় শয়তান ও মিথ্যা উপাস্যদের সাথে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ 'তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকত' (২৮ ঃ ৪১)। হাদীছে আছে, لِتَتْبَعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ 'প্রত্যেক উম্মত তার অনুগামী হবে যার উপাসনা সে করত।'

তখন সমস্ত আমলনামা তাদের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া হবে। কারও আমলনামা সম্মুখ দিক হতে ডান হাতে এবং কাউকে পেছন থেকে বাঁ হাতে। এটাকে তাদের সমাদৃত কি বিতাড়িত হওয়ার একটা চাক্ষুষ আলামত রূপে ধরে নেওয়া হবে।

'আসহাবে ইয়ামীন' (ডান হাতে আমলনামাধারিগণ) হবে তারা, যারা দুনিয়ায় সত্যকে কবুল করে স্বীয় মজ্জাগত মর্যাদা মানবতার মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল। দুনিয়ায় তারা দেখে-শুনে, ভেবে-চিন্তে কাজ করেছিল। আখিরাতে তাদের সে সতর্কতা কাজে এসেছে। সেদিন তাদের খুশীর সীমা থাকবে না। পরমানন্দে তারা নিজ নিজ আমলনামা পড়বে এবং অন্যকে বলবে هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ 'এসো, আমার আমলনামা পড়ে দেখ' (৬৯ ঃ ১৯)।

আসহাবে শিমাল (বাম হাতে আমলনামাধারিগণ)-এর অবস্থা কিছুটা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ امام শব্দটি দ্বারা আমলনামাকেই বুঝিয়েছেন। কেননা, সেদিন মানুষ এরই অনুগামী হবে।

১১২. অর্থাৎ খেজুরের বিচির মাঝখানে যে সরু সুতার মত থাকে, তার সমান যুলুমও সেখানে হবে না। প্রত্যেকে তার মেহনতের পুরোপুরি বরং তারও বেশী ফল লাভ করবে।

(৭২) وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ○
(৭৩) وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ○

৭২. যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ হয়ে থাকে পরজগতেও সে অন্ধ থাকবে। সে সরল পথ হতে বহু দূরে পড়ে আছে।[১১৩]

৭৩. তারা তো তোমাকে বিচ্যুত করতে চাচ্ছিল সেই বিষয় হতে যা আমি ওহী মারফত তোমার কাছে পাঠিয়েছি, যাতে তুমি ওহী ছাড়া অন্য কিছু আমার নামে রচনা করে দাও। আর তখন তারা তোমাকে বন্ধু বানিয়ে নিত।[১১৪]

---

১১৩. অর্থাৎ এখানে হিদায়াতের পথ সম্বন্ধে অন্ধ থেকেছে। এ ভাবেই আখিরাতে জান্নাতের পথ থেকে অন্ধ ও বহু দূরে পড়ে থাকবে। (মূযিহুল-কুরআন)। এটা হচ্ছে আসহাবে ইয়ামীনের বিপরীতে আসহাবে শিমালের অবস্থা।

اضل سبيلا -এর অর্থ কেউ কেউ করেছেন, দুনিয়ায় তো যা হারিয়েছিল তার প্রতিকারের সুযোগ ছিল, কিন্তু আখিরাতে তা থেকেও দূরে নিক্ষিপ্ত থাকবে। কেননা, তখন আর প্রতিকার-প্রতিবিধানের কোন সুযোগই থাকবে না।

কাফিরদের নানা প্রলোভনে নবীকে ওহী থেকে বিচ্যুতকরণের চেষ্টা

১১৪. কতক অন্ধ এমনই দুষ্ট তারা নিজেরা সুপথে চলা তো দূরের কথা, বড় বড় সাধু পুরুষকে পর্যন্ত টলিয়ে দিতে চায়। মক্কার কাফিরদের ধৃষ্টতাই দেখুন, তারা প্রিয়নবী (সা.)-কে প্রস্তাব দেয়, তিনি যেন আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধান ও ওহীর কিছু অংশ তাদের খাতিরে বাদ দিয়ে দেন কিংবা পরিবর্তন করে ফেলেন। এক্ষেত্রে কখনও রাজত্ব, ঐশ্বর্য ও সুন্দরী নারীর প্রলোভন দেখায়। কখনও বলে, আমরা আপনার অনুগত হয়ে যাব। কুরআন হতে কেবল সেই অংশ বাদ দিয়ে দিন, যা শিরক ও মূর্তিপূজা রদ করে। প্রিয়নবী (সা.) যদি এরূপ করতেন (যদিও বিষয়টি সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল), তবে তারা নিশ্চয়ই তাঁকে পরম বন্ধু বানিয়ে নিত। কিন্তু তাঁর উত্তর ছিল, আল্লাহ্র কসম, তোমরা যদি আমার এক হাতে চাঁদ এবং অন্য হাতে সূর্য নামিয়ে এনে দাও, তবু মুহাম্মাদ সে জিনিস ত্যাগ করবার নয়, যে জন্য তাঁকে আল্লাহ্ আবির্ভূত করেছেন। আমি আমার দায়িত্ব আদায় করব, নয়ত চলে যাব পরপারে।

دست ازطلب ند ارم تاكام من برآيد * ياتن رسد بجاناں ياجان زتن برآيد

আমি আমার লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না।

হয় দেহ পৌঁছে যাবে প্রাণপ্রিয়ের কাছে, নয়ত প্রাণ করবে দেহত্যাগ।

CS CamScanner

(৭৪) وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ۝

(৭৫) اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝

৭৪. আমি যদি তোমাকে নিয়ন্ত্রণে না রাখতাম, তবে তুমি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়ার উপক্রম করতে।[১১৫]

৭৫. তখন তো আমি তোমাকে আস্বাদন করাতাম দ্বিগুণ স্বাদ জীবনের এবং দ্বিগুণ মৃত্যুর। তারপর তুমি আমার বিরুদ্ধে নিজের জন্য পেতে না কোন সাহায্যকারী।[১১৬]

মহানবী (সা.)-এর অসাধারণ অবিচলতা

১১৫. تركن -ক্রিয়াটির উৎপত্তি ركون হতে, যার অর্থ মামুলী ঝোঁক ও মনের ঈষৎ আগ্রহ। এর সংগে شيئا قليلا যোগ করার দ্বারা অর্থ হয়ে গেল অতি লঘু ঝোঁক। এরপর لقد كدت যোগ করে সেই আত্যন্তিক লঘু ঝোঁককেও দুর্বল করে দেওয়া হল। অর্থাৎ নবী তো মা'সূম ও নিষ্পাপ। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং সে নিষ্পাপতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তা না হলে এই ধূর্ত দুর্বৃত্তদের ফেরেববাযীতে তিনি তাদের দিকে অতি সামান্য মাত্র ঝুঁকে পড়ার উপক্রম করতেন। কিন্তু নবীগণের নিষ্পাপতা রক্ষার যিম্মাদারী যেহেতু খোদ তাঁদের প্রতিপালক আঞ্জাম দেন, তাই এতটা লঘু ঝোঁকও ঘটতে পারল না। এতদদ্বারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, প্রিয়নবী (সা.)-এর মাঝে তাকওয়ার মজ্জাগত শক্তি কী পরিমাণ দৃঢ় ও অবিচল ছিল।

ভর্ৎসনা নয় সূক্ষ্ম সংবর্ধনা

১১৬. এর দ্বারাও মহানবী (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রতি সূক্ষ্ম ইংগিত করা উদ্দেশ্য। নিকটতমদের পুরস্কার যেমন অতি বড়, তেমনি نزد يكاں رابيش بود حيرانى "নৈকট্যপ্রাপ্তদের ঝক্কি-ঝঞ্চাটও থাকে বেশুমার।" এই নিয়মে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে ভর্ৎসনাও হয় অনেক বেশী। যেমন মহানবী (সা.)-এর পূত-পবিত্র স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে- يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ 'হে নবী-পত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে (৩৩ : ৩০)।

সুতরাং আলোচ্য আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হল যে, আপনার মর্যাদা মামুলী নয়। অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে, যদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোন ত্রুটিও হয়ে যায়, দুনিয়া ও আখিরাতে দ্বিগুণ মজা ভোগ করতে হবে। এসব আয়াত তিলাওয়াতকালে মু'মিনের উচিত জানু পেতে বসে অত্যন্ত বিনয় ও ভয়ের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার শান ও মহিমা

(٧٦) وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

(٧٧) سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ○

(٧٨) اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۚ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ○

৭৬. তারা তো চাচ্ছিল তোমাকে ঘাবড়িয়ে দিয়ে এ দেশ থেকে উৎখাত করতে, অবশ্য তখন তারাও তোমার পর অল্পকালই টিকতে পারবে।[১১৭]
৭৭. তোমার পূর্বে আমি যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম চলে এসেছে। তুমি আমার নিয়মের কোন ব্যত্যয় পাবে না।[১১৮]
৭৮. সালাত কায়েম রাখ।[১১৯] সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত[১২০] এবং ফজরের কুরআন পাঠ কর।[১২১] নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন পাঠ মুখোমুখি হয়[১২২] (ফেরেশতাগণ হাযির হয়)।

সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং মহানবী (সা.) যা বলেছিলেন তাই বলা اللّهم لا تكلنى الى نفسى طرفة عين "হে আল্লাহ্! আমাকে নিমিষের জন্যও আমার নফসের হাতে ছেড়ে দিও না।" অর্থাৎ হামেশা তোমারই দৃষ্টি ও তত্ত্বাবধানে রেখ।

মহানবী (সা.)-কে উৎখাতের চেষ্টা ও তার ফল

১১৭. অর্থাৎ উৎপাত-উৎপীড়ন চালিয়ে তারা আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দিতে চায়। কিন্তু তারা যেন মনে রাখে, এরূপ করলে তারা নিজেরাও এখানে বেশী দিন থাকতে পারবে না। ফলত তাই হয়েছিল। তাদের যুলুম-নির্যাতনের কারণে প্রিয় নবী (সা.)-কে হিজরত করতে হয়। তাঁর মক্কা ত্যাগের মাত্র দেড় বছরের মাথায় মক্কার বড় বড় নামী-দামী সর্দারগণ বাড়ী থেকে বের হয়ে বদরের ময়দানে চরম লাঞ্ছনার সংগে নিহত হয়। তার পাঁচ-ছয় বছর পর মক্কা ইসলামের করতলগত হয়ে যায়। কাফিরদের রাজত্ব ও দাপট খতম হয়ে যায়। এরপর আর বেশী দিন যায় নি, মক্কা হতে সমগ্র জাযীরাতুল-আরব মহানবী (সা.)-এর মুঠোয় এসে পড়ে। বিরোধী বলতে কেউ থাকল না।

১১৮. অর্থাৎ এটাই আমার শাশ্বত নিয়ম যে, যখন কোন জনপদে আমার নবীকে থাকতে দেওয়া হয়নি, তখন জনপদবাসীরা নিজেরাও থাকতে পারেনি।

১১৯. অর্থাৎ ওদের ষড়যন্ত্রের জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনি স্বীয় প্রভুর দিকে মনোযোগী থাকুন। যথাযথভাবে সালাত কায়েম রাখুন। আল্লাহ্র সংগে সম্পর্ক এমনই এক জিনিস যা সমস্ত সংকট ও বিপদাপদে বিজয় দান করে। وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ 'তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর ও সালাতের মাধ্যমে।'

(৭৯) وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ○

৭৯. এবং রাতের কিছু অংশ জেগে থাক কুরআনের তিলাওয়াত-সহ। এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত।[১২৩] হয়ত তোমার প্রতিপালক শীঘ্রই তোমাকে দাঁড় করাবেন মাকামে মাহ্মূদে।[১২৪]

---

১২০. এতে যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা-এর চার ওয়াক্ত এসে গেছে। দুই নামায এক ওয়াক্তে আদায়ের সংগে এর কোন সম্পর্ক নেই। আর যদি সে ইংগিত টেনে বার করা হয়, তবে কেবল দুই নয়, চার ওয়াক্তের নামায একত্র করার বৈধতা এখান থেকে বের হয়ে আসবে। হাঁ, সঠিক জ্ঞান-প্রজ্ঞার আলোকে এই সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন করা যেতে পারে যে, যোহরে ওয়াক্ত হওয়া মাত্র এবং ইশায় বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব হওয়া চাই, যদি না অন্য কোন উপলক্ষ থাকে।

১২১. অর্থাৎ ফজরের সালাতে। সম্ভবত قران الفجر -বলে ইশারা করা হয়েছে, ফজরে বড় কিরাআত পড়া বাঞ্ছনীয়।

১২২. হাদীছে আছে, ফজর ও আসরের সময় দিন ও রাতের ফেরেশতাগণের বদলী হয়। সুতরাং এ দুই ওয়াক্তে রাত-দিনের ফেরেশতাগণ একত্র হয় এবং আমাদের কুরআন পাঠ ও সালাত আদায় তাদের মুখোমুখি হয়, যা অতিরিক্ত বরকত ও প্রশান্তির কারণ বৈ কি। তখন ঊর্ধ্বগামী ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র সম্মুখে সাক্ষ্য দেবে যে, যখন গিয়েছিলাম, তখনও তোমার বান্দাগণকে সালাতে দাঁড়ানো দেখেছি এবং এখনও সেই অবস্থায় রেখে এসেছি। তাছাড়া ফজরের সময় এমনিতেও মানুষের মন একাগ্র ও স্থির থাকে।

১২৩. হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, অর্থাৎ ঘুম থেকে জেগে তাহাজ্জুদে কুরআন পাঠ কর। এ আদেশ তোমাকেই সবচেয়ে বেশী দিয়েছি, কেননা তোমাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দানই লক্ষ্য।

মাকামে মাহ্মূদের ব্যাখ্যা

১২৪. মাকামে মাহ্মূদ হচ্ছে, (شفاعت عظمى) মহা সুপারিশের স্থান। যখন কোন নবী-রাসূল কথা বলার সাহস করবেন না, তখন প্রিয়নবী (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দরখাস্ত করে মানুষের দুঃখ-ঘুচাবেন। তখন প্রত্যেকের মুখে থাকবে তাঁর প্রশংসা এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর প্রশংসা করবেন। যেন মুহাম্মাদ (প্রশংসিত) নামকরণের সার্থকতা চূড়ান্তরূপে তখনই প্রকাশ পাবে।

মাকামে মাহ্মূদের এ ব্যাখ্যা সহীহ্ হাদীছেই আছে। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে মহা সুপারিশের বিবরণ বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। ভাষ্যকারগণ মহানবী (সা.)-এর জন্য দশ প্রকারের সুপারিশ প্রমাণ করেছেন। 'ফাতহুল-বারী'-তে দ্রষ্টব্য।

(৮০) وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّا
جْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝
(৮১) وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝

৮০. এবং বল, হে রব্ব! আমাকে সত্য প্রবেশে প্রবেশ করান এবং আমাকে বের করুন সত্য বের করানো।[১২৫] আর আমাকে দান করুন নিজের পক্ষ হতে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।[১২৬]

৮১. এবং বল, সত্য এসেছে ও মিথ্যা পালিয়ে অন্তর্হিত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা পালিয়ে অন্তর্হিত হওয়ারই ছিল।[১২৭]

---

১২৫. অর্থাৎ যেখানে আমাকে পৌঁছানো স্থির করা হয়েছে (যেমন মদীনা), সেখানে সসম্মানে উৎকৃষ্ট পন্থায় পৌঁছান, যাতে সত্যের ডাক সমুচ্চ থাকে আর যেখান থেকে আমাকে বের করা (যেমন মক্কা) উদ্দেশ্য, সেখান থেকে বেরও করুন সম্মানের সাথে, উত্তম পন্থায়, যাতে শত্রু লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ মনোরম এবং বন্ধু সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়। মোট কথা, সর্বাবস্থায়ই যেন সত্যের জয় হয় এবং মিথ্যা হয় নতশির।

রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োজনীয়তা

১২৬. অর্থাৎ জয় ও আধিপত্য দান করুন, যার সংগে থাকবে আপনার সাহায্য, যাতে করে সত্যের ডাক সমুচ্চ থাকে এবং বিরুদ্ধবাদীরা লাঞ্ছিত ও অবদমিত হয়। কোন ঐশী বা মানব রচিত বিধান দুনিয়ায় কার্যকর করতে হলে এক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জরুরী। যারা দলীল-প্রমাণ শোনার এবং সত্য সূর্যের মত সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠার পরও যিদের উপর অটল থাকে, রাষ্টশক্তিই পারে তাদের অপতৎপরতা বন্ধ করতে। সুতরাং সূরা হাদীদে ইরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ -

'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সংগে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লোহাও দিয়েছি, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এই জন্য যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী' (৫৭ : ২৫)।

CS CamScanner

(٨٢) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ○

৮২. আমি কুরআনে এমন বিষয় অবতীর্ণ করি, যা রোগের প্রতিকার করে এবং যা মু'মিনদের জন্য রহমত। আর অপরাধীদের তো এর দ্বারা ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।১২৮

মহা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ও বাস্তবায়ন

১২৭. এই মহা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল মক্কায় থাকাকালে, যেখানে তখন সত্যের জয়লাভ করার মত বাহ্য কোন উপায়-উপকরণ ছিল না। আয়াতে বলা হয়েছে যে, বলে দাও কুরআন মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দান ও বাতিলকে নির্মূল করতে এসে পৌঁছেছে। সুতরাং ধরে রাখতে পার সত্য দীন জয়লাভ করেছে এবং কুফর পলায়ন করেছে, কেবল মক্কা হতেই নয়, সমগ্র আরব হতে। হাদীছে আছে, মহানবী (সা.) যখন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন কা'বা শরীফের চারদিকে তিনশ ষাটটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি একটি ছড়ি দ্বারা এক একটিকে আঘাত করছিলেন ও বলছিলেন- جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا - جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ 'সত্য এসে গেছে, মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে, মিথ্যা তো দূরীভূত হওয়ারই ছিল। সত্য এসে গেছে, মিথ্যা যে শুরু বা শেষ কিছুই বলছে না।

সংগে সংগে প্রতিটি দেবমূর্তি মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। এভাবে কুরআন মাজীদের একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হল। অন্যটি সম্পর্কে ঘোষণা করা হল, যে কুফর কা'বা হতে অন্তর্ধান করেছে ভবিষ্যতে আর কখনও তা ফিরে আসবে না। আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা।

আত্মিক রোগ-নিরাময়ের একমাত্র ব্যবস্থাপত্র

১২৮. অর্থাৎ সত্যের আগমনে যেমন মিথ্যা দূরীভূত হয়ে যায়, তেমনি পর্যায়ক্রমে কুরআনের যে আয়াত অবতীর্ণ হয়, তা দিয়ে রূহানী ব্যাধি দূর হয়, অন্তর থেকে বাতিল আকীদা-বিশ্বাস, দূষণীয় চরিত্র ও সংশয়-সন্দেহের রোগ মিটে গিয়ে অভ্যন্তরীণ সুস্থতা লাভ হয়। বরং অনেক সময় এর বরকতময় প্রভাবে দৈহিক আরোগ্যও লাভ হয়, যেমন 'রূহুল-মা'আনী', 'যাদুল-মা'আদ' প্রভৃতি গ্রন্থে এর দর্শন ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। যা হোক, যারা ঈমান আনবে, অর্থাৎ এই ব্যবস্থাপত্র অবলম্বন করবে, তারা সমস্ত আত্মিক ও আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিআমতের অধিকারী হয়ে যাবে। হাঁ, যে রোগী তার নিজ প্রাণেরই শত্রু এবং চিকিৎসক ও চিকিৎসার সংগে শত্রুতা করতেই বদ্ধপরিকর, বলা বাহুল্য সে ওষুধপত্র থেকে যতটা দূরে সরে থাকবে সে পরিমাণই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা, দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণে তার ব্যাধি ভয়ানক আকার ধারণ করবে এবং পরিশেষে তার প্রাণ নিয়ে ছাড়বে। তো সে বিপর্যয় কুরআনের পক্ষ হতে নয়, বরং

(৮৩) وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ○

(৮৪) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ○

৮৩. এবং আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে উপেক্ষা করে ও পাশ ফিরিয়ে চলে যায়। আর যখন তার কোন অনিষ্ট সাধিত হয়, তখন সে হতাশ হয়ে পড়ে।[১২৯]

৮৪. বল, প্রত্যেকে নিজ ধরনে কাজ করে। তোমার প্রতিপালক সম্যক জানেন কে ভালভাবে পথ পেয়েছে।[১৩০]

খোদ হঠকারী রোগীর পক্ষ হতেই আগত। ইরশাদ হয়েছে- وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ "এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তা তাদের কলুষের সাথে আরও কলুষ যুক্ত করে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে কাফির অবস্থায়" (৯ ঃ ১২৫)।

আজব মানব-চরিত্র, হতাশা ও ঔদাসীন্যের প্রান্তিকতা

১২৯. অর্থাৎ কী আজব চরিত্র! আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে নিআমত দিলে তাঁর শোকর আদায় করে না। যত আরাম-আয়েশ লাভ হয়, ততই সে নিআমতদাতার প্রতি অমনোযোগী হয় ও তাঁকে উপেক্ষা করে এবং বন্দেগীর দায়িত্ব-কর্তব্য হতে পাশ কাটিয়ে চলতে চায়। এরপর যখন সে খারাপ দিনকাল ও সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হয় একেবারে আশাহত হয়ে বসে পড়ে। উভয় অবস্থায় সে আল্লাহ্র সংগে থাকে সম্পর্কহীন। কখনও গাফলতির কারণ, কখনও হতাশার (উভয় অবস্থা হতে আল্লাহ্র পানাহ চাই)।

এ বিষয়টির অবতারণা সম্ভবত এ কারণে করা হয়েছে যে, কুরআন, যা আল্লাহ্র সর্ববৃহৎ নিআমত, বহু লোক তার কদর করে না, বরং তা মানতেই চায় না, পাশ কাটিয়ে চলে। তারপর যখন এই না-শোকরীর অশুভ পরিণাম সামনে এসে যায়, তখন চরম হতাশায় ভোগে, কোন দিকে আশার আলো দেখতে পায় না।

১৩০. অর্থাৎ কাফির, মু'মিন, উপেক্ষাকারী, অভিমুখী প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদ্ধতি, উদ্দেশ্য, অভিরুচি ও মতানুসারে চলে, তাতেই মগ্ন থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে কারও কোনও কাজ আল্লাহ্র সর্বব্যাপী জ্ঞানের বাইরে থাকে না। তিনি প্রত্যেকের কর্ম-পদ্ধতি, তৎপরতা ও গতি-স্থিতি দেখে যাচ্ছেন। ভাল করে জানেন, কে কতটুকু সোজা পথে চলে এবং কার মাঝে কী পরিমাণ বক্রতা আছে। প্রত্যেকের সংগে সে অনুযায়ীই ব্যবহার করবেন।

CS CamScanner

(৮৫) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۖ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৮৫. এবং তারা তোমাকে রূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে।[১৩১] বলে দাও, রূহ আমার রব্বের আদেশের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমাদেরকে তো জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সামান্যই।[১৩২]

রূহ সম্পর্কে কোথায় প্রশ্ন করা হয়েছিল?

১৩১. অর্থাৎ মানুষের রূহ কী জিনিস? কী তার স্বরূপ ও হাকীকত? বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী মদীনার ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে পরীক্ষা করার জন্য এ প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু সীরাত ও ইতিহাসের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, মক্কায় কুরায়শরা ইয়াহূদীদের পরামর্শে প্রশ্নটি করেছিল। এ জন্যই আয়াতটি মক্কী, না মাদানী এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। হতে পারে দু'বার অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভাল জানেন।

এ স্থলে প্রশ্নটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকেব যে, যে সব জিনিস এদের বুঝার প্রয়োজন তা তো পাশ কাটিয়ে চলে, অথচ অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে যিদের বশবর্তী হয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত থাকে। উচিত তো ছিল কুরআনী ওহীর রূহ দ্বারা অভ্যন্তরীণ যিন্দেগী অর্জন করা ও এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারা উপকৃত হওয়া। ইরশাদ হয়েছে- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا 'এভাবে আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি আমার নির্দেশ হতে রূহ' (৪২ : ৫২)। আরও ইরশাদ হয়েছে- يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ 'তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তাঁর আদেশ হতে রূহসহ ফেরেশতা প্রেরণ করেন' (১৬ : ২)। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় ও হঠকারিতামূলক তর্ক-বিতর্কের মাঝে তাদের সে সুযোগ কোথায়?

প্রশ্নটির সমালোচনা

'রূহ' কী? বস্তু না আপতিত গুণ? শরীরী, না অশরীরী? যৌগিক না অযৌগিক? এবং বিধ জটিল ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বুঝার উপর যেমন মুক্তি নির্ভরশীল নয়, তেমনি নয় এটা নবী-রাসূলগণের তাবলীগী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। বড় বড় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ আজও পর্যন্ত খোদ পদার্থের স্বরূপ উদঘাটন করতে পারেননি। অথচ 'রূহ' তার চেয়ে ঢের সূক্ষ্ম ও অলক্ষ্য। কাজেই তার রহস্য ও স্বরূপ উদঘাটন-চেষ্টায় সাফল্য লাভের কী আশা করা যেতে পারে? মক্কার মুশরিকদের অজ্ঞতা এবং মদীনার ইয়াহূদীদের ইসরাঈলী রিওয়ায়াত সম্বন্ধে যাদের পড়াশুনা আছে, তারা ভাল করেই জানে, যে জাতি মোটা মোটা কথা ও দিবালোকের মত সুস্পষ্ট বিষয়াবলীর তাৎপর্য বুঝতে পারে না, তারা রূহের হাকীকত উপলব্ধি করার কী ছাই যোগ্যতার অধিকারী হতে পারে?

تو کار زمیں را نکو ساختی * که با آسماں نیز پرداختی

'তুমি এই যমীনের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারলে, না হয় আসমানে দেখাতে তোমার পারঙ্গমতা।'

১৩২. মূযিহু'ল-কুরআনে আছে, ইয়াহূদীরা প্রশ্ন করেছিল হযরত (সা.)-কে পরীক্ষা করার জন্য। কিন্তু আল্লাহ্ পরিষ্কার উত্তর দিলেন না। কারণ, বুঝবার মত যোগ্যতা তাদের ছিল না। এমন কি পরবর্তীতে প্রিয়নবী (সা.)-ও এ সূক্ষ্ম বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু বলেননি। এতটুকু জানলেই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে দেহে একটি জিনিস এসে ঠাঁই নিয়েছে, যার ফলে দেহ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। যখন তা চলে যায় দেহের মৃত্যু ঘটে।

'রূহ'-এর স্বরূপ সন্ধানে

আল্লাহ্ তা'আলার কথার মাঝে বিস্ময়কর অলৌকিকত্ব নিহিত থাকে। রূহ সম্পর্কে এখানে যা বলা হয়েছে, তার উপরি-উপরি বক্তব্যটুকু সরলমতি সাধারণ লোক কিংবা কুটিল স্বভাব হঠকারী শ্রেণীর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ভাসা ভাসা বক্তব্য ও সংক্ষিপ্ত বাক্যের গভীরে রূহ্ সম্পর্কে এমন দিব্যদৃষ্টি দানকারী তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে, যা বড় বড় ধীমান, তত্ত্বানুসন্ধানী দার্শনিক এবং একজন কামিল সূফীর জন্য গবেষণা ও অনুসন্ধানের পথে হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ দেয়।

রূহ সম্পর্কে প্রাচীন কাল থেকে যে গবেষণা চলে আসছে, তা আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি, হবে কি না তাও সন্দেহ। রূহের স্বরূপ ও হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছার দাবী অত সহজ নয়। এখনও পর্যন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কত জিনিস রয়েছে, যার স্বরূপ উদঘাটনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তথাপি আমার মতে কুরআনী আয়াতের আলোকে 'রূহ' সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় আমরা পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারি।

১. মানুষের মধ্যে এই বস্তুগত দেহের বাইরে এমন কোন জিনিস আছে, যাকে রূহ বলা হয়। সেটা 'আলম-ই আম্‌র' বা আদেশ-জগতের জিনিস, যা আল্লাহ্ তাআলার আদেশ ও ইচ্ছায় সঞ্চারিত হয়। ইরশাদ হয়েছে- قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 'তাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বলেছিলেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল' (৩ : ৫৯)।

ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ 'অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে' (২৩ : ১৪)।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 'আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি হও, ফলে তা হয়ে যায়' (১৬ : ৪০)।

২. রূহের জ্ঞান, অনুভূতি ইত্যাদির গুণ পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে। গুণগত পরিপূর্ণতা লাভের ক্ষেত্রে রূহসমূহের মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার

প্রতিপালন-পরিচর্যায় কোন কোন রূহ এত উচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়, যেখানে অন্যান্য রূহ আদৌ পৌঁছতে পারে না। যেমন রূহে মুহাম্মাদী (সা.)। আলোচ্য আয়াতে 'আর-রাব্ব' -এর সাথে 'আম্‌র'-এর সম্বন্ধ এবং 'আম্‌র'-এর সম্বন্ধ উত্তম পুরুষ সর্বনাম ' ى ' তথা মুহাম্মদ (সা.)-এর সংগে হওয়ার দ্বারা ইংগিত পাওয়া যায়। অনুরূপ ভাবে পরে ইরশাদ হয়েছে- قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ 'বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন নিয়ে আসার জন্য মানুষ ও জিন্ন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবু তারা এর অনুরূপ নিয়ে আসতে পারবে না' (১৭ ঃ ৮৮)।

৩. কিন্তু তার এ গুণাবলী সত্তাগত নয়। প্রকৃত দাতার প্রদত্ত এবং সীমাবদ্ধ। ইরশাদ হয়েছে- وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا 'তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে' (১৭ ঃ ৮৫)। বুঝা যাচ্ছে, তাঁর জ্ঞান অন্যত্র হতে উৎসারিত এবং আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সামনে তা অতি সামান্য। আল্লাহ্‌র জ্ঞান সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ- 'বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সাগর যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে' (১৮ ঃ ১০৯)। আরও ইরশাদ হয়েছে- وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ 'পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সাগর এর সাথে যদি আরও সাত সাগর যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবু আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হবে না' (৩১ ঃ ২৭)।

'পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয়, এবং এই যে সাগর এর সাথে যদি আরও সাত সাগর যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবু আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হবে না' (৩১ ঃ ২৭)।

আর মানুষের শক্তিও যে সীমাবদ্ধ তা সামনের (৯০-৯৩) আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেছিল- وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ..... 'তারা বলে, কখনই তোমাতে ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। অথবা তোমার খেজুরের বা আংগুরের এক বাগান হবে, যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা।' অথবা তুমি যেমন বলে থাক, সে অনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবে। অথবা তোমার একটি সোনার ঘর হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনও ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে, যা আমরা পাঠ করব।'

এ সব কিছুর জওয়াবে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য বলা হয়েছে- قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا অর্থাৎ বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি কি একজন মানুষ, একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু?

জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণে মানবীয় রূহ যত উৎকর্ষই লাভ করুক, এমন কি স্বজাতীয় সকলের থেকে যত উপরেই চলে যাক, তারপরও তার গুণ সীমাবদ্ধই থেকে যায়। আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মত অসীম অনন্ত হয়ে যায় না। এটাই বড় প্রমাণ যে, আর্য সমাজের বিশ্বাস অনুযায়ী রূহ আল্লাহ্ হতে পৃথক কোন নিত্য ও অসৃষ্ট সত্তা হতে পারে না। নচেৎ তাতে সীমাবদ্ধতা কোত্থেকে আসল?

৪. রূহ যত বড় পূর্ণাঙ্গই হোক, আল্লাহ্ তা'আলার এ শক্তি আছে যে, যখন ইচ্ছা তার গুণাবলী কেড়ে নিবেন, যদিও তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় এমনটি কখনও না হয়। ইরশাদ হয়েছে- وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُلَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا 'ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যে ওহী নাযিল করেছি, তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম। তখন আর তুমি এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পেতে না। এটা প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া। তোমার প্রতি আছে তার মহা অনুগ্রহ' (১৭ ঃ ৮৬)।

আমি এই যে কয়েকটি মূলনীতি বর্ণনা করলাম, আয়াতের বিন্যাসের মাঝে সামান্য একটু চিন্তা করলেই সমঝদার ব্যক্তিরা এগুলো বুঝতে সক্ষম। কেবল একটি শব্দ 'আলাম-ই-আম্‌র' সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জরুরী। এটা বুঝতে পারলে আশা করা যায় 'রূহ'-এর হাকীকত বুঝা সহজ হয়ে যাবে।

আম্‌র (امر) শব্দটি কুরআন মাজীদের বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ নির্ণয়ে উলামায়ে কিরাম যথেষ্ট আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। এক্ষণে আমার উদ্দেশ্য কেবল কুরআন মাজীদের আয়াত اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ -এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এতে 'আম্‌র' শব্দটিকে 'খাল্‌ক'-এর বিপরীতে রাখা হয়েছে। এর দ্বারা আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, আল্লাহ্‌র কাছে 'খালক' ও 'আম্‌র' সম্পূর্ণ আলাদা দু'টি জিনিস। প্রশ্ন হচ্ছে, এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী? আয়াতের বিন্যাসের মাঝে চিন্তা করলে আমরা সহজেই এর উত্তর পেয়ে যাই। প্রথম বলা হয়েছে- اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ 'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন।' এ তো হল 'খালক'। মাঝখানে আরশে সমাসীন হওয়ার- যা রাজত্ব পরিচালনার জৌলুসের প্রতি ইংগিত করে- উল্লেখ করার পর ইরশাদ হয়েছে- يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ অর্থাৎ, তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছন্ন করেন, যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র, ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এই যে, সৃষ্টিনিচয়কে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় নিয়ম-শৃংখলার উপর পরিচালিত করা, যাকে তাদবীর (নিয়ন্ত্রণ) ও তাসরীফ (পরিচালন) বলা যায়, এটাই 'আম্‌র'। ইরশাদ হয়েছে- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ 'আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং পৃথিবীও তাদের অনুরূপভাবে,

তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ, (৬৫ ঃ ১২)। অর্থাৎ দুনিয়াকে এক সুবৃহৎ কারখানার সংগে তুলনা করতে পার। যাতে নানা রকম যন্ত্র স্থাপিত আছে। কোনটি কাপড় বুনছে, কোনটি আটা পিষছে, কোনটি ছাপার কাজ করছে, কোনটি নগরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। কোনটি দ্বারা পাখা চলছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রতিটি যন্ত্রের মাঝে নানা রকম কল-কব্জা আছে, যেগুলো যন্ত্রের কাজ অনুযায়ী এক নির্দিষ্ট পরিমাপে তৈরী ও সংযুক্ত করা হয়। সবগুলো কল-কব্জার পারস্পরিক সংযোজনে যন্ত্রটি পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করে। সবগুলো যন্ত্র যথাস্থানে স্থাপিত হওয়ার পর পাওয়ার হাউজ থেকে যখন পৃথক পৃথক লাইনে প্রত্যেকটিতে বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়, তখন সহসা নিশ্চল স্থির সব যন্ত্র নিজ নিজ নিয়ম অনুসারে সচল হয়ে উঠে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে লেগে যায়। বিদ্যুত প্রতিটি যন্ত্র ও তার কল-কব্জাকে যার যার ধরন-ধারণ ও লক্ষ্য অনুযায়ী পরিচালিত করে। এমন কি অল্প-বিস্তর যে বিদ্যুত বাল্ব ইত্যাদির ভেতর পৌঁছে, সেখানে গিয়ে তা সেই বাল্বেরই অবস্থা ও রঙ ধারণ করে নেয়। এ দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, মেশিনের আকৃতি গঠন করা, তার কল-কব্জাগুলো সঠিক পরিমাপে বসানো এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ মেশিনটি যথাস্থানে স্থাপিত করা–এ একটি ধারাবাহিক কর্ম, যার পূর্ণতা বিধানের পর মেশিন চালু করার জন্য অন্য একটি জিনিস (বিদ্যুত) তার কেন্দ্র থেকে আনার প্রয়োজন হয়। এভাবেই মনে করুন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে আসমান ও যমীনের সমস্ত মেশিন তৈরী করেছেন, যাকে 'খালক' বলা হয়। ছোট-বড় প্রতিটি পার্টস সঠিক পরিমাপে তৈরী করেছেন, যাকে তাকদীর বলা হয়– যথা قَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا 'প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।' পার্টসগুলোকে একটির সাথে অন্যটি জুড়ে মেশিনের রূপ দেওয়া, যাকে 'তাসবীর' বলা হয়, خَلَقْنَا كُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ 'আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদের রূপ দান করেছি' (৭ ঃ ১১)। এ সব কাজ ছিল ' خلق ' -এর আওতাভুক্ত।

এখন প্রয়োজন ছিল যে মেশিনকে যে কাজে লাগাবার ছিল লাগিয়ে দেওয়া। সুতরাং মেশিন চালু করার জন্য আল্লাহ্‌র 'আদেশ'-এর বিদ্যুৎ সংযোগ করা হল। সম্ভবত এর সম্পর্ক আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম বারি (بارى) -এর সংগে। বলা হয়েছে- اَلْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ 'আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্দীপনকর্তা, রূপদাতা' (৫৯ ঃ ২৪)। হাদীছে আছে, فلق الحبة وبرأ النسمة 'আল্লাহ্ শস্য-বীজ অংকুরিত করেন ও প্রাণীর উদ্দীপন করেন।' সূরা হাদীদে আছে, مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا [তোমাদের প্রাণের উপর যে বিপর্যয় আসে তা লিপিবদ্ধ আছে] প্রাণ সঞ্চারের পূর্বেই। ইবন 'আব্বাস (রা.), কাতাদা (র.) ও হাসান (র.) হতে এমনই বর্ণিত আছে যে, نَبْرَاَهَا -এর সর্বনাম দ্বারা প্রাণকে বুঝানো হয়েছে। মোদ্দা কথা, তাঁর কাছ থেকে আদেশ হল, চল। তৎক্ষণাৎ চলা শুরু করে দিল। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশেরই কথা বলা হয়েছে- اِنَّمَا اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ 'তাঁর নির্দেশ শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তিনি তাকে বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়' (৩৬ ঃ ৮২)।

অন্যত্র অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেহ সৃষ্টির উপর ' كن ' নির্দেশের স্থাপনা করে বলা হয়েছে, خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ 'তাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বলেছিলেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল, (৩ ঃ ৫৯)। বরং অনুসন্ধান করলে দেখা যায় কুরআন মাজীদে ' كُن فَيَكُونُ ' কথাটি যত জায়গায় এসেছে, সাধারণত 'সৃষ্টি' ও 'অস্তিত্বদান'-এর কথার পরই এসেছে। এর দ্বারা ধারণা হয়, ' كن ' শব্দের আজ্ঞাটি সৃষ্টির পর নিয়ন্ত্রণ (তাদবীর ও তাসরীফ) ইত্যাদির জন্যই হয়ে থাকবে।

যা হোক, আমি বলতে চাচ্ছি, এখানে ' امر ' -এর অর্থ আদেশ এবং এটা সেই আদেশ যাকে ব্যক্ত করা হয়েছে ' كن ' শব্দের দ্বারা। আর ' كن ' হল আল্লাহ্র একটি অনাদি ও নিত্য গুণ 'কালাম'-এর অন্তর্ভুক্ত। তার জীবন, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি যাবতীয় গুণকে আমরা যেমন কোন আকার-আকৃতি ও বিশেষ অবস্থার কল্পনা ব্যতিরেকে স্বীকার করি, আল্লাহ্র কালাম ও কথা সম্পর্কেও তদ্রূপ আকীদা পোষণ করতে হবে।

সারকথা, কুরআন মাজীদে আকছার জায়গায় 'রূহ'-এর সংগে ' امر ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন (ক) وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ (খ) قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ يُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ (ঘ) يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ (গ) اَمْرِنَا اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ পূর্বেই বলা হয়েছে ' امر ' দ্বারা ' كُنْ ' কথাটিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আম্র হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সেই কথা, যা দিয়ে সৃষ্টিনিচয়কে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করা হয়, যাতে সৃষ্টির উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। সুতরাং প্রমাণিত হল, 'রূহ'-এর উৎস আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম গুণ কথা, যা তাঁর 'জ্ঞান' গুণের অধীন। সম্ভবত এ জন্যই نفخت فيه من روحى (তার মাঝে ফুঁকে দিয়েছি আমার রূহ)-এর মাঝে 'রূহ'-কে তিনি নিজের সংগে সম্পৃক্ত করেছেন। কথক ও আদেশদাতার সংগে কথা ও আদেশের সম্বন্ধ প্রকাশক ও প্রকাশিতের হয়ে থাকে, স্রষ্টা ও সৃষ্টের নয়। এ জন্যই اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ 'শোন, সৃজন ও আদেশ তাঁরই' (৭ ঃ ৫৪)-এর মাঝে 'আম্র'কে 'খালক'-এর বিপরীতে রাখা হয়েছে।

হাঁ, এটা সম্ভব যে, এই ' كُنْ ' -এর আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা হতে প্রকাশিত হয়ে এক বিমূর্ত বস্তুরূপে বা 'মহা ফেরেশ্তা' কিংবা 'মহা রূহ' আকারে আত্মপ্রকাশ করবে, যার উল্লেখ হাদীছে ও সাহাবী-তাবিঈগণের উক্তিতে পাওয়া যায়। আমরা একে রূহানী বিদ্যুতের পাওয়ার হাউজ বলতে পারি। যেন এখান থেকেই প্রাণীকুলের মাঝে জীবাত্মার তরঙ্গ বিতরণ করা হয় এবং এরই সংগে الارواح جنود مجندة (রূহ তো এক সুবিশাল বাহিনী)-এর অসংখ্য তারের কানেকশান। এখন ছোট-বড় অগণিত মেশিনের দিকে যে বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়, তা মেশিনগুলো দ্বারা তার গড়ন ও যোগ্যতা অনুযায়ী ফায়দা নেয় এবং গঠন-প্রকৃতি অনুযায়ী তাকে সচল রাখে। এমন কি এ বিজলী যে-সব বাল্ব ও বাতিতে পৌঁছে তাদেরই বর্ণ ও অবস্থা সে ধারণ করে নেয়।

• প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে ' كُنْ ' -এর নির্দেশ, যা মূলত কথা জাতীয় জিনিস, এটা বিমূর্ত সত্তা বা সূক্ষ্ম জ্যোতির্দেহে কী করে পরিণত হয়। বিষয়টি এভাবে বুঝতে পারেন

যে, সমস্ত দার্শনিক একমত হয়ে বলেন, আমরা স্বপ্নে যেসব আকার-আকৃতি দেখি, অনেক সময়ই তা আমাদের কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। সে কল্পনাই নদী, পাহাড়, বাঘ-ভল্লুক ইত্যাদি রূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এবার লক্ষণীয় হচ্ছে, কল্পনাদি তো এক অস্থায়ী ও আপতিত গুণ মাত্র, যা আমাদের মস্তিষ্ক-আশ্রয়ী। এই গুণ কী করে বস্তু ও দেহতে পরিণত হল? কী করে তার ভেতর দেহের বৈশিষ্ট্যাবলী সৃষ্টি হয়ে গেল? এমন কি দেখা যায় অনেক সময় জাগ্রত হওয়ার পরও স্বপ্নের লক্ষণ ও আলামত থেকে যায়।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি মানুষকে স্বপ্নের মাধ্যমে অনেক বড় একটা দিক-নির্দেশ করেছেন। বুঝান, হয়েছে যে, একজন মানুষের কল্পনাশক্তিতে তিনি এতটা ক্ষমতা নিহিত রেখেছেন যে, সে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অশরীরী ও বিমূর্ত চিন্তাকে দৈহিক কাঠামোতে ঢেলে তার মাঝে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সেই সব বৈশিষ্ট্যও সৃষ্টি করে ফেলে যা জাগ্রত জগতে সংশ্লিষ্ট দেহে বিদ্যমান ছিল। পরন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, স্বপ্ন-দ্রষ্টার মস্তিষ্ক হতে সে সব কল্পনা এক মিনিটের জন্য অন্তর্হিতও হয় না। তার মস্তিষ্কগত অস্তিত্ব বিলক্ষণ বর্তমান। তো আমরা এই অতি সাধারণ একটা নমুনা দেখে কি এতটুকু বুঝতে পারি না যে, অসম্ভব নয় সর্বশক্তিমান ও মহান রূপকার আল্লাহ্‌র 'كُنْ' আদেশটি তাঁর সত্তায় নিহিত গুণ হওয়া সত্ত্বেও এক কি বহু আকার-আকৃতিতে প্রকাশমান হবে, তা সেসব আকৃতিকে আমরা রূহ, ফেরেশতা বা অন্য যে নামই দেই না কেন? আর সে সব রূহ ও ফেরেশতা ইত্যাদি সব অনিত্য হবে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ যথারীতি নিত্য? সৃষ্টি ও অনিত্যতার ধর্ম, লক্ষণ সব কিছু রূহ ইত্যাদি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে আর আল্লাহ্‌র 'আম্‌র' তা হতে থাকবে সমুচ্চ, পবিত্র? যেমন স্বপ্ন-যোগে যে কল্পচিত্র আগুনরূপে দৃষ্টিগোচর হয়, তার মাঝে আমরা তাপ, দাহন ইত্যাদি লক্ষণ অনুভব করি, অথচ এই আগুনেরই কল্পনা আমাদের মস্তিষ্কে বছরের পর বছরও যদি বিদ্যমান থাকে, তবু তাতে এক সেকেণ্ডের জন্যও আমরা এসব লক্ষণ দেখতে পাই না। সুতরাং কোনও সন্দেহ নেই মানুষের রূহ (তা বিমূর্ত সত্তাই হোক কি সূক্ষ্ম জ্যোতির্দেহ) আল্লাহ্ তা'আলার আদেশেরই প্রকাশ। কিন্তু এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে, 'প্রকাশ'-এর সমস্ত লক্ষণ ও ধর্ম 'মূল'-এর উপরও বর্তাতে হবে, যা অতি স্পষ্ট।

মনে রাখতে হবে, যা কিছু আমি লিখলাম এবং যে সব উদাহরণ দিলাম, তার উদ্দেশ্য কেবল বিষয়টি সহজ ধারায় উপলব্ধির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। নচেৎ এমন কোন উদাহরণ আমার হাতে নেই, যা এসব অদৃশ্য বিষয়ের উপর পুরোপুরি প্রযোজ্য হতে পারে।

ا ے بروں از وہم وقال وقیل من * خاك برفرق من وتمثيل من

'হে সেই মহান সত্তা, যিনি আমার ধারণা-কল্পনা ও জিজ্ঞাসা-প্রশ্নের উর্ধ্বে। আমার যত পৃথকীকরণ ও উপমা দান সব কিছুর উপর ছাই-ভস্ম।

থেকে গেল এই প্রশ্ন যে, রূহ কি বিমূর্ত সত্তা, না সূক্ষ্ম জ্যোতির্দেহ? প্রথমটি আকছার প্রাচীনকালের দার্শনিক ও সূফী-সাধকদের মত এবং দ্বিতীয় মত অধিকাংশ মুহাদ্দিসের। এ ব্যাপারে জ্ঞানের সাগর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) যা বলেছেন সেটাই আমার মতে সঠিক কথা। তিনি বলেন, মাওলানা রূমীর কথা অনুযায়ী এখানে তিনটি জিনিস রয়েছেঃ

(ক) সেই সব সত্তা, যার মাঝে বস্তু ও পরিমাণ দুটোই আছে, যেমন আমাদের বস্তুগত দেহ।

(খ) সেই সব সত্তা, যার ভেতর বস্তু নেই, শুধু পরিমাণ আছে, যাকে সূফী-সাধকগণ উপমাগত দেহ (اجسام مثالية) বলেন।

(গ) সেই সব সত্তা, যা বস্তু ও পরিমাণ উভয় হতে মুক্ত, যাকে সূফী-সাধকগণ 'আরওয়াহ' (রূহ-এর বহুবচন) এবং দার্শনিকগণ বিমূর্ত সত্তা (جواهر مجرده) বলে থাকেন।

সাধারণভাবে শরীআতপন্থিগণ রূহ বলেন, সূফী-সাধকগণের কাছে সেটা 'উপমাগত দেহ' নামে অভিহিত। যা বস্তুগত দেহের মাঝে প্রবিষ্ট হয় এবং বস্তুগত দেহের মত তার নাক, চোখ, কান, হাত-পা ইত্যাদি সবই আছে। এ রূহ কখনও বস্তুগত দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ও দেহের সংগে তার এক ধরনের সম্পর্ক বজায় থাকে, যার কারণে দেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। যেন হযরত 'আলী (রা.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী (যা ইমাম বাগাবী (র.) আয়াত اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا -এর ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করেছেন) তখন রূহ নিজে তো বিচ্ছিন্ন থাকে, কিন্তু তার কিরণ দেহে পৌঁছে জীবন রক্ষার কারণ বনে। যেমন সূর্য লাখো মাইল দূরে থেকে আলোকচ্ছটার মাধ্যমে পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে। কিংবা যেমন এই আজকেই আমি পত্রিকায় একটি সংবাদ পড়লাম, সম্প্রতি ফ্রান্সের মহাশূন্য গবেষণা অধিদফতর চালক ব্যতিরেকে বিমান চালানোর এক সফল পরীক্ষা চালিয়ে আকাশ অভিযাত্রার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আরও সংবাদ পাওয়া গেছে, একটি বিশেষ বোমারু বিমান প্রেরণ করা হয়েছিল, যাতে কোন চালক ছিল না। রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে তাকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো হয়। এ বিমান দ্বারা সেখানে বোমাবর্ষণ করা হয়, তারপর তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়। দাবী করা হয়, রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে বিমান নিজে নিজে যে কাজ সম্পন্ন করে, তা এমনই নিখুঁত ছিল, যেমনটি হত চালকের মাধ্যমে আঞ্জাম দেওয়া হলে । সাম্প্রতিক কালে ইউরোপের যে সোসাইটি 'রূহ' সম্পর্কে গবেষণা চালাচ্ছে, তারা এমন কিছু অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করেছে যে, একটি রূহ দেহ হতে পৃথক ছিল। সে রূহের পায়ে আঘাত করলে তার চিহ্ন দেহের পায়ে প্রকাশ পায়।

যা হোক, শরী'আতপন্থিগণ যে 'রূহ' প্রমাণ করেন, তাসাওউফপন্থিগণ তা অস্বীকার করেন না। বরং তারা তার উপর আরেক বিমূর্ত রূহের অস্তিত্বের কথা

(৮৬) وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ٥

(৮৭) اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ٥

৮৬. আমি ইচ্ছা করলে তোমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেছি, তা প্রত্যাহার করতে পারতাম, তখন তুমি নিজের জন্য তা নিয়ে আসার জন্য আমার বিরুদ্ধে কোন যিম্মাদার পেতে না।

৮৭. তবে স্বীয় রব্বের অনুগ্রহক্রমে। তোমার প্রতি তার দান অতি বড়।[১৩৩]

বলেন, যা থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়, বরং সে বিমূর্ত রূহেরও যদি অন্য কোন রূহ থাকে এবং আখিরাতে এই বহুত্বের ধারা গুটিয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌র 'আম্‌র'-এর একত্বের মাঝে লীন হয়ে যায়, তবে তা অস্বীকার করার কী কারণ থাকতে পারে? শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (র.) 'মানতিকুত-তায়র'-এর ভেতর কী সুন্দর বলেছেন,

هم زجمله بيش وهم پيش ازهمه * جمله ازخود ديده وخويش ازهمه

جاں نہاں درجسم واد درجاں نہاں * اے نہاں اندر نہاں اے جان جاں

"সবার চেয়ে বেশী আমি সবার আগে আমি
সবাই দেখি আমা থেকে সবাই থেকে আমি,
জানের মধ্যে দেহ লুকিয়ে, দেহে লুকানো জান,
গুপ্ত আছে গুপ্তের মাঝে ওহে জানের জান।"

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ' كن ' নির্দেশটি যাকে যাকে সম্বোধন করে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকের মধ্যেই জীবনের 'রূহ' বা জীবাত্মা থাকবে। নিশ্চয়ই আমি এটাই বুঝি যে, প্রতিটি মাখলূকের প্রত্যেক জাতি তার যোগ্যতা অনুযায়ী দুর্বল বা শক্তিশালী জীবন লাভ করেছে, অর্থাৎ যে কাজের জন্য সে জিনিসের সৃষ্টি, দেহ পিঞ্জর তৈরী করার পর এই হুকুম দেওয়া যে, ' كن ' অর্থাৎ সেই কাজে লেগে যা, ব্যস এটাই তার জীবাত্মা। যতক্ষণ পর্যন্ত যে পরিমাণে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করবে সে পর্যন্তই তাকে জীবিত মনে করা হবে। আর যে পরিমাণে তা থেকে দূরে সরে গিয়ে বেকারত্বের দিকে অগ্রসর হবে, সে পরিমাণ তাকে মৃত্যুর নিকটবর্তী বা মৃত সাব্যস্ত করা হবে। এই আমার মত। আর অপরাপর যে যা বলেছেন তা তাদের বিষয়। আল্লাহ্ তা'আলাই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জ্ঞান দান করেন।

১৩৩. অর্থাৎ কুরআনের যে জ্ঞান আপনাকে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিমিষে তা কেড়ে নিতে পারেন। তখন আর কেউ তা ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কিন্তু আপনার প্রতি তার অনুগ্রহ অপরিসীম। তাই তিনি এ মহা নিআমত আপনাকে দান করেছেন এবং কেড়ে নেওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। কেবল আল্লাহ্‌র মহা শক্তি তুলে ধরাই উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে বুঝানো হচ্ছে যে, রূহ যত বড় পূর্ণাঙ্গই হোক না কেন, তার সমস্ত গুণ আল্লাহ্ প্রদত্ত, তার নিজস্ব নয়।

(৮৮) قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۝
(৮৯) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ
النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝
(৯০) وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ۝
(৯১) اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ۝
(৯২) اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ
قَبِيْلًا ۝

৮৮. বল, এরূপ কুরআন নিয়ে আসার জন্য মানুষ ও জিন্ন একত্র হয়ে যায়, তবু তারা কখনও এরূপ কুরআন আনতে সক্ষম হবে না– যদিও একে অন্যের সাহায্যে লেগে যায়।[১৩৪]

৮৯. আমি এ কুরআনে প্রতিটি উদাহরণ নানা রকমে বুঝিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞ না হয়ে থাকেনি।[১৩৫]

৯০. এবং তারা বলে, আমরা তোমার কথা মানব না, যাবত না তুমি আমাদের জন্য মাটি থেকে কোন ঝরনা জারী করবে।[১৩৬]

৯১. কিংবা তোমার হয়ে যাবে খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান, এরপর তুমি তার ফাঁকে ফাঁকে চালু করবে নদী-নালা।

৯২. কিংবা আমাদের উপর পতিত করবে আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে,[১৩৭] যেমন তুমি বলে থাক, কিংবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণকে নিয়ে আসবে আমাদের সামনে।[১৩৮]

---

১৩৪. কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে পূর্বে বেশ কয়েক জায়গায় আলোচনা হয়েছে। এ সম্পর্কে 'ই'জাযুল-কুরআন' নামে আমার একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাও মুদ্রিত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

১৩৫. অর্থাৎ তাদের শুভাকাংক্ষায় অনেক মূল্যবান বিষয়বস্তু নানা ভঙ্গিতে বিভিন্ন শিরোনামে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু অধিকাংশ নির্বোধ তার কদর করে না। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের স্থানে অকৃতজ্ঞতায় লিপ্ত থাকে।

১৩৬. অর্থাৎ মক্কার মাটি হতে। তারা কুরআনের অলৌকিকত্বের কাছে হেরে গিয়ে এ রকম যত অবান্তর অযৌক্তিক ফরমায়েশ করে যাচ্ছিল। মোট কথা, উপকৃত হওয়া লক্ষ্য ছিল না, কেবল যিদ ও হঠকারিতা প্রদর্শনই ছিল মুখ্য।

CamScanner

(৯৩) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۝

(৯৪) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۝

৯৩. কিংবা তোমার হয়ে যাবে একটি সোনালী[১৩৯] ঘর কিংবা তুমি আরোহণ করবে আকাশে কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনও বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করবে, এক কিতাব, যা আমরা পাঠ করব।[১৪০] বল, সুবহানাল্লাহ্! আমি কি একজন রাসূল বা প্রেরিত মানুষ ছাড়া আর কিছু?[১৪১]

৯৪. যখন মানুষের কাছে হিদায়াত এসে পৌছুল, তখন তাদেরকে ঈমান আনতে এ ছাড়া আর কোন কিছুতেই বাধা দেয় না যে, তারা বলতে লাগে আল্লাহ্ কি একজন মানুষকে বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন?[১৪২]

---

১৩৭. এর দ্বারা যেদিকে ইংগিত করা হয়েছে তা অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে- إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ 'আমি ইচ্ছা করলে তাদেরসহ্ ভূমি ধ্বসিয়ে দিব অথবা তাদের উপর আকাশখণ্ডের পতন ঘটাব' (৩৪:৯)।

১৩৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বয়ং আমাদের সামনে এসে বলে দেবেন এবং ফেরেশতাগণ খোলাখুলি সাক্ষি দেবে যে, তুমি সত্য নবী।

১৩৯. অর্থাৎ সোনার না হোক অন্তত সোনার গিলটি করাই হোক।

১৪০. অর্থাৎ আপনি যেমন মি'রাজের কথা বলেন, তেমনি আমাদের সামনে আকাশে উঠুন এবং সেখান থেকে একখানি লিখিত কিতাব নিয়ে আসুন, যা আমরা পড়তে ও বুঝতে পারি।

১৪১. অর্থাৎ যেমন পূর্বে নবী-রাসূলের আগমন হয়েছিল এবং তাঁরা সকলে মানুষই ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার ইখতিয়ার কোন নবীর থাকে না এবং আল্লাহ্র কাছে এরূপ অর্থহীন ফরমায়েশ করাও তাঁর শান নয়। তাঁর কাজ হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ হতে যা আসবে তার প্রচার করা এবং নিজের প্রতিটি বিষয়কে এক আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করা। সুতরাং আমি আমার রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করে যাচ্ছি। ফরমায়েশী নিদর্শন দেখানো না দেখানোকে তাঁর অপার প্রজ্ঞার উপর ন্যস্ত রয়েছে। এ সূরায়ই পূর্বে ফরমায়েশী নিদর্শন না দেখানোর কিছু রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।

(٩٥) قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○

(٩٦) قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ○

৯৫. বল, পৃথিবীতে যদি ফেরেশতাগণ বিচরণ ও বসবাস করত, তবে তাদের প্রতি আকাশ থেকে কোন ফেরেশতাকেই আমি বার্তা দিয়ে পাঠাতাম।১৪৩

৯৬. বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য প্রমাণকারী রূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি স্বীয় বান্দাদের সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, দ্রষ্টা।১৪৪

---

১৪২. অর্থাৎ হিদায়াতের আলো এসে পড়ার পরও চোখ খুলল না। কেবল বলতে থাকল একজন মানুষ হয়ে আবার রাসূল হয় কী করে? আল্লাহ্‌র যদি কোন রাসূল পাঠানোর ইচ্ছা থাকে তো কোন ফেরেশতাকেই পাঠাতেন?

১৪৩. অর্থাৎ এ পৃথিবী যদি মানুষের পরিবর্তে ফেরেশতাদের বাসস্থান হত, তবে নিঃসন্দেহে ফেরেশতাকে নবী করে পাঠানোই সমীচীন হত। মানুষের কাছে যদি ফেরেশতাকে তার আসল রূপে পাঠানো হয়, তবে তাদের চোখ ও চিত্ত তা বরদাশতই করতে পারবে না, উপকৃত হওয়া তো দূরের কথা। আর যদি মানুষের আকৃতিতে আসে, তবে তারা বিভ্রমে পড়ে যাবে। সূরা আন'আমের প্রথম রুকূ'তে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

নবীর পক্ষে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য

১৪৪. তারা যে বলত اَوْتَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا অর্থাৎ আল্লাহ্ সামনে এসে তাসদীক করলে তখন মানব। এর জওয়াবে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তো এখনও স্বীয় কার্যাবলী দ্বারা আমার তাসদীক করছেন। তিনি দেখছেন আমি নবূওয়াতের দাবী করছি, আমার ভেতর-বাইরের সকল অবস্থা তিনি জানেন, এরপরও তিনি আমার হাত ও মুখে কর্ম ও জ্ঞানগত নিদর্শন সমানে প্রকাশ করে যাচ্ছেন, যার সবটাই অলৌকিক এবং যা তাঁর সাধারণ নিয়মের ঊর্ধ্বে। তিনি আমার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে ক্রমেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, এর প্রভাব ছড়িয়ে দিচ্ছেন চতুর্দিকে। অবিশ্বাসীদেরকে পদে পদে সতর্ক করছেন যে, তোমরা যে পথে চলছ তাতে সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এসব কি তাঁর পক্ষ হতে খোলা সাক্ষ্য নয় যে, আমি আমার দাবীতে সত্যবাদী? একজন মিথ্যাবাদীর সংগে কি আল্লাহ্‌র ব্যবহার এরূপ হতে পারে, না হওয়া সম্ভব?

(৯৭) وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ○

(৯৮) ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ○

৯৭. আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান, সে-ই পথপ্রাপ্ত। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোন বন্ধু পাবে না।[১৪৫] কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে উঠাব তাদের মুখে ভর করে চলা অবস্থায় এবং অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায়।[১৪৬] তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখন তা নিভে যাওয়ার উপক্রম হবে, আমি তা তাদের উপর আরও বৃদ্ধি করে দেব।[১৪৭]

৯৮. এটা তাদের শাস্তি, এই হেতু যে, তারা আমার আয়াতসমূহে অবিশ্বাসী হয়েছে এবং তারা বলে, আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখন কি আমাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করে উত্থিত করা হবে?[১৪৮]

---

১৪৫. অর্থাৎ আল্লাহ্র তাওফীক ও সাহায্যেই মানুষ সঠিক পথে চলে পারে মনযিলে মাকসূদে পৌঁছুতে। দুর্ভাগ্য ও হঠকারিতার কারণে যাকে আল্লাহ্ সাহায্য করবেন না, কে আছে যে তাকে সঠিক পথে চালাতে পারবে?

১৪৬. এটা হবে কিয়ামতের কোন এক ক্ষেত্রে। কাফিরদেরকে অন্ধ, বোবা ও বধির বানিয়ে মুখের উপর ভর দিয়ে চলতে দেওয়া হবে। হাদীছে আছে, সাহাবিগণ জানতে চাইলেন, হে রাসূল! মুখে ভর দিয়ে কিভাবে চলবে? বললেন, যিনি মানুষকে পায়ে চলার শক্তি দিয়েছেন, তিনি মাথা দিয়ে চালানোরও শক্তি রাখেন। আর ফেরেশতাগণ যে তাদেরকে মুখের উপর টেনে-হেঁচড়ে নিবেন, সেটা হবে জাহান্নামে দাখিল হওয়ার পর।

ইরশাদ হয়েছে- يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ যেদিন তাদেরকে অধোমুখে টানা হবে জাহান্নামে (৫৪ : ৪৮)।

১৪৭. অর্থাৎ শাস্তি সুনির্দিষ্ট পরিমাণের কম হতে দেওয়া হবে না। দেহ পুড়ে গিয়ে শাস্তিতে কমতি ঘটার উপক্রম হলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। ইরশাদ হয়েছে- كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا 'যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করব' (৪ : ৫৬)।

১৪৮. অর্থাৎ ইহকালে দলীল-প্রমাণ দ্বারা তো মাননি। এখন বার বার চাক্ষুষ দেখে নাও, কীভাবে তোমরা পুড়ে গিয়ে নতুনভাবে সৃষ্ট হচ্ছ।

(৯৯) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ○

(১০০) قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ○

৯৯. তারা কি দেখেনি, যে আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম?[১৪৯] এবং তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন একটি সন্দেহাতীত মেয়াদ।[১৫০] তথাপি যালিমরা অকৃতজ্ঞতা করা ছাড়া থাকতে পারে না।[১৫১]

১০০. বল, আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডার যদি তোমাদের হাতে থাকত, তবে তোমরা তা অবশ্যই রুদ্ধ করে রাখতে, ব্যয় হয়ে যাবে এই আশংকায় মানুষ নিতান্তই সংকীর্ণমনা।[১৫২]

---

১৪৯. অর্থাৎ যিনি এত বড় বড় জিনিস সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে তোমাদের মত ক্ষুদ্র জীব সৃষ্টি কিসের কঠিন? অন্যত্র ইরশাদ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ "মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আসমান-যমীন সৃষ্টি তো বেশী কঠিন।" নিশ্চয়ই তিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের অনুরূপ সমস্ত মানুষকে অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন।

১৫০. অর্থাৎ হয়ত তোমরা বলবে, কত মানুষই তো মারা গেল, কই কেউ তো উঠছে না? কিন্তু সকলের জন্য কবর থেকে ওঠা এবং পুনরায় জীবিত হওয়ার এক সময় নির্দিষ্ট আছে। তা অবশ্যই আসবে। বিলম্ব দেখে অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। ইরশাদ হয়েছে- وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ 'আমি তা স্থগিত রাখি কেবল এক নির্দিষ্টকালের জন্য (১১ ঃ ১০৪)

১৫১. অর্থাৎ এরূপ সুস্পষ্ট বক্তব্য ও দলীল-প্রমাণ শুনেও যালিমরা বিশ্বাস করে না, বরং তাদের কুফর ও বিভ্রান্তি এবং অকৃতজ্ঞতাই বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহর বদান্যতা ও মানুষের সংকীর্ণতা

১৫২. পূর্বের রুকূ'তে বলা হয়েছিল- اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ .... (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে আপনার প্রতি বিরাট মেহেরবানী করেছেন যে, কুরআনের মত অনন্য সম্পদ আপনাকে দান করেছেন) মাঝখানে বিরুদ্ধবাদীদের যিদ ও হঠকারিতা, অবান্তর-অযৌক্তিক দাবী-দাওয়া, উপেক্ষা ও অস্বীকৃতি এবং এসবের পরিণাম বর্ণিত হয়েছিল। এবার আবার সেই আগের বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, একজন বান্দাকে এরূপ আযীমুশ্‌শান রহমত ও অতুলনীয় সম্পদের অধিকারী করাটা

CamScanner

(১০১) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ○

১০১. আমি মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দিয়েছিলাম। সুতরাং বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, যখন সে তাদের কাছে আসল, তখন[১৫৩] ফির'আওন তাকে বলেছিল, হে মূসা! আমি আন্দাজ করি তোমার উপর জাদু করা হয়েছে।[১৫৪]

কেবল সেই পরম দাতা ও নিরঙ্কুশ দানশীলেরই কাজ হতে পারে, যাঁর নিকট রয়েছে রহমতের অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং যাকে যতই দেওয়া হোক তাতে তাঁর নেই খালিতাত হওয়ার আশংকা বা এই ভয় যে, বেশী পেয়ে কে কখন প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়ায় কিংবা ভবিষ্যতে বিস্তার করে বসে আধিপত্য।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মত (নাঊযুবিল্লাহ) সংকীর্ণমনা নন। মানুষ তো এমন যে, মনে কর তাকে যদি রহ্মত-ভাণ্ডারের মালিক-মুখতারও বানিয়ে দেওয়া হয়, তবু সে তার মন থেকে কঞ্জুসী ছাড়তে পারবে না। কোন হকদারকে দেওয়ার ক্ষেত্রে সে এই উদ্বেগ বোধ করবে যে, শেষে কিনা সবই খরচ হয়ে যায় আর আমি হয়ে পড়ি দেউলিয়া বা আজ যাকে দিচ্ছি কাল না সে আমার সমকক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। মোদ্দা কথা, আল্লাহ্র রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে থাকলে তোমরা তা থেকে কাকে দিতে এবং কখন তোমরা এটা মানতে প্রস্তুত হতে যে, মক্কা ও তায়েফের দাম্ভিক মোড়লদের বাদ দিয়ে ওহী ও নবূওয়াতের এই মহামূল্যবান সম্পদ পেয়ে যাবে বনূ হাশিমের এক ইয়াতীম দুর্লভ মানিক? বস্তুত এটা আল্লাহ্ তা'আলারই অপরিসীম বদান্যতা যে, যার মাঝে যতটুকু যোগ্যতা তিনি দেখেছেন, সে অনুযায়ী অনুগ্রহ ও গৌরব-গরিমার ভাণ্ডার তার জন্য অবারিত করে দিয়েছেন। তোমাদের হিংসা-বিদ্বেষের মুখে আল্লাহ্র অনুগ্রহ বন্ধ হওয়ার নয়। মুহাম্মদ (সা.)-এর ওসীলায় তার অনুগামিগণ যে গৌরব-ভাণ্ডার লাভ করবার তা অবশ্যই লাভ করবে। এরপর তাঁরা ও তাঁদের নবী সাগর-সম উদারতায় সে সম্পদ বিশ্বমানবতার মাঝে বন্টন-বিতরণ করবেন। তোমাদের মত সংকীর্ণতার পরিচয় দেবেন না।

বনী ইসরাঈলের মুক্তিদূত ও তাঁর নিদর্শনাবলী

১৫৩. অর্থাৎ আমি স্বীয় রহমত ও করুণায় যেমন কুরআনসহ বহু অনুগ্রহ আপনার প্রতি বর্ষণ করেছি, তেমনি এর পূর্বে মূসা (আ.)-এর প্রতিও বহু মেহেরবানী করেছিলাম। আমি তার নবূওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য তখনকার অবস্থা অনুযায়ী নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন (মু'জিযা) দান করি। এটা সেই সময়ের কথা, যখন তিনি বনী ইসরাঈলকে ফির'আওনের যুলুম-নির্যাতন হতে মুক্ত করার জন্য তাদের মাঝে

আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে বনী ইসরাঈলের অভিজ্ঞ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার, এ ঘটনা কতটুকু সত্য।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সে নয় নিদর্শন ছিল এই, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হাত, অলৌকিক লাঠি, দুর্ভিক্ষ, ফল-ফসলের ক্ষতি, প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত। সূরা আ'রাফের আয়াত- ..... فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ -এর টীকায় আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিষয়টি সেখানে দ্রষ্টব্য।

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী প্রভৃতি গ্রন্থে একটি হাদীছ আছে যে, ইয়াহূদীরা প্রিয়নবী (সা.)-এর কাছে تسع ايات সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তা হচ্ছে এইসব বিধান যে, তোমরা শির্ক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে না, জাদু করবে না, সূদ খাবে না, নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধরে সরকারকে দিয়ে হত্যা করাবে না, সতী নারীর উপর অপবাদ দেবে না এবং জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করবে না। এ নয়টি বিধান তো এমন, যা সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য। আর হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়, দশম একটি নির্দেশ ছিল কেবল তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট। অর্থাৎ শনিবার উদ্‌যাপন–এ দিন সীমালংঘন না করা। ইয়াহূদীরা শুনে প্রিয়নবী (সা.)-এর তাসদীক করল।

হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাছীর (র.) লেখেন, এ হাদীছে মুনকার হওয়ার ত্রুটি রয়েছে এবং তা এসেছে সম্ভবত এর বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা'র তরফ থেকে। কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াতটির পূর্বাপর অবস্থা দৃষ্টে কিছুতেই মনে হয় না وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ দ্বারা উপরিউক্ত নয়টি বিধান বুঝানো হয়েছে। সামনে মূসা (আ.) ও ফির'আওনের যে কথোপকথন فَقَالَ لَهُ -এর দ্বারা শুরু হয়েছে, তার দাবী, ايات দ্বারা এমন সব নিদর্শন বুঝানো হবে, যা দলীল-প্রমাণরূপে ফির'আওনের সম্প্রদায়কে দেখানো হয়েছিল। সুতরাং بصائر শব্দটিও তারই সংগে বেশী খাপ খায়। পূর্বে মক্কাবাসীদের যে হঠকারিতা ও নিদর্শন সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া বর্ণিত হয়েছে, তার সংগেও সংগতিপূর্ণ এটাই যে, নিদর্শনাবলী-এর ক্ষেত্রে ফির'আওনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতার চিত্রই তুলে ধরা হবে।

মোট কথা, ইব্‌ন কাছীর (র.)-এর মতে ইয়াহূদীরা সম্ভবত تسع ايات সম্বন্ধে নয়, বরং সেই দশ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল যা তাওরাতের শুরুতে ওসীয়ত স্বরূপ লেখা হত। হাদীছেও দশটি বিষয়েরই উল্লেখ আছে। বর্ণনাকারীর বিভ্রম হয়ে গেছে। তিনি كلمات عشر -এর স্থলে تسع ايات বলে দিয়েছেন। এমনও হতে পারে, তারা নয় নিদর্শন সম্পর্কেই প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু প্রিয়নবী (সা.)-এর উত্তর ছিল বিজ্ঞজনোচিত। যেন তাদের সচেতন করে দিলেন যে, নিদর্শনাবলী জানাটা তোমাদের জন্য বিশেষ কিছু উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এই বিধান দশটি মনে রাখাই বেশী দরকারী।

CamScanner

(١٠٢) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰۤؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَ اِنِّیْ لَاَظُنُّكَ یٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ○

(١٠٣) فَاَرَادَ اَنْ یَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ جَمِیْعًا ○

(١٠٤) وَّ قُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیْفًا ○

১০২. সে বলল, তুমি তো জান, এসব জিনিস আর কেউ নয়, কেবল আসমান-যমীনের প্রতিপালকই সমঝানোর জন্য অবতীর্ণ করেছেন। আর হে ফির'আওন, আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চাচ্ছ।[১৫৫]

১০৩. তারপর সে চাইল বনী ইসরাঈলকে সে দেশে শান্তিতে থাকতে দেবে না। সুতরাং আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে নিমজ্জিত করলাম।[১৫৬]

১০৪. এবং তার পরে আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম, তোমরা দেশে বসবাস করতে থাক। তারপর যখন আখিরাতের প্রতিশ্রুতি এসে পড়বে, তখন আমি তোমাদের সকলকে জড়ো করে নিয়ে আসব।[১৫৭]

---

১৫৪. অর্থাৎ কেউ তোমার উপর জাদু করেছে, যার প্রভাবে তোমার বুদ্ধিবিভ্রাট হয়ে গেছে (নাঊযুবিল্লাহ্)। এ কারণেই বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলছ। অন্যত্র আছে, اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِیْۤ اُرْسِلَ اِلَیْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল তো নিশ্চয়ই পাগল' (২৬ ঃ ২৭) যেন 'জাদুগ্রস্ত' দ্বারা 'পাগল' বুঝাতে চাচ্ছিল। কেউ কেউ শব্দটি জাদুকর অর্থেও গ্রহণ করেছেন।

১৫৫. অর্থাৎ মুখে অস্বীকার করলেও তোমার মন ঠিকই জানে যে, এইসব বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী তোমার চোখ খুলে দেওয়ার জন্য সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ই দেখাচ্ছেন, যিনি আসমান ও যমীনের সার্বভৌম মালিক। এখন যদি কেউ জেনেশুনে কেবল অহংকারবশত সত্যপথ প্রত্যাখ্যান করে, তার সম্পর্কে এ ছাড়া আর কী ধারণা রাখা যায় যে, ধ্বংস-মুহূর্ত তার মাথার উপর এসে পড়েছে। পতনের আর দেরী নেই।

এ থেকে বুঝা গেল, ঈমান জানার নয়, মানার নাম। ইরশাদ হয়েছে, وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا 'তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে জানে' (২৭ ঃ ১৪)।

১৫৬. ফির'আওন যখন দেখল মূসার প্রভাব দিন দিন বেড়ে চলেছে, তখন তার আশংকা হল, বনী ইসরাঈল জেগে উঠতে পারে। তাই তাদের উপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল, যাতে তাঁরা মিসরে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বাস করতে না পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাকেই থাকতে দিলাম না। যালিমকে সদলবলে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দিলাম।

(١٠٥) وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۘ
(١٠٦) وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ۘ

১০৫. আমি সত্যসহ নাযিল করেছি এ কুরআন এবং সত্যসহ এটি নাযিল হয়েছে।[১৫৮] আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি।[১৫৯]

১০৬. আমি কুরআনকে পৃথক পৃথকভাবে করেছি পঠিতব্য। যাতে তুমি মানুষের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ কর এবং আমি এটি ক্রমশ অবতীর্ণ করেছি যথাযথ অবতারণে।[১৬০]

---

১৫৭. অর্থাৎ আল্লাহ্ যালিমদের মূলোচ্ছেদ করলেন এবং তোমাদেরকে গোলামী হতে নিষ্কৃতি দিলেন। এখন মিসর ও সিরিয়ার যেখানে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে বসবাস কর। তারপর যখন কিয়ামত আসবে, তখন আরেকবার তোমাদেরকে ও তোমাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত শত্রুদেরকে একত্র করে কে ভাগ্যবান ও কে হতভাগা এবং কে সাফল্যমণ্ডিত ও কে ব্যর্থতার স্থায়ী ফয়সালা করে দেওয়া হবে।

মহানবী শ্রেষ্ঠ মু'জিযা

১৫৮. হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করার পর আবার সেই কুরআনের দিকে বক্তব্যকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ তো আপন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.)-কে যেসব প্রোজ্জ্বল মু'জিযা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে জ্ঞানবিষয়ক মু'জিযা আল-কুরআন'। একে আমি অসীম জ্ঞান, সর্বোচ্চ সত্যতা ও প্রজ্ঞাসহ অবতীর্ণ করেছি এবং হুবহু সেই সত্যতাসহই তা তাঁর কাছে পৌঁছে গিয়েছে। মাঝপথে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন ঘটেনি। ইরশাদ হয়েছে- فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ 'জেনে রেখ, এটা আল্লাহ্রই 'ইলুম দ্বারা অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই' (১১ : ১৪)।

১৫৯. অর্থাৎ যারা মানে তাদেরকে সুসংবাদ এবং অমান্যকারীদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়ে দিন।

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য, পাঠের মাহাত্ম্য এবং অল্প অল্প করে নাযিল করার তাৎপর্য

১৬০. কুরআন নাযিলের মুখ্য উদ্দেশ্য, এর অর্থ ও মর্ম বুঝে আমল করা, যাকে তাদাব্বুর (চিন্তা ও গবেষণা) ও তাযাক্কুর (উপদেশ গ্রহণ) বলা হয়। তবে এমনিতে এর শব্দ ও হরফের মাঝেও রয়েছে বরকত ও নূরের সমারোহ। ইরশাদ হয়েছে- كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ 'এক কল্যাণময় কিতাব। এটি আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং

(১০৭) قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى
عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ

(১০৮) وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۙ

(১০৯) وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۩

১০৭. বল, তোমরা তা মান আর নাই মান, যারা এর পূর্ব থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের কাছে যখন এর তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা চিবুক নামিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।
১০৮. আর তারা বলে, পবিত্র আমাদের প্রতিপালক। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা পূর্ণ হবেই।[১৬১]
১০৯. তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় চিবুকের উপর লুটিয়ে পড়ে এবং বেড়ে যায় তাদের বিনয়।[১৬২]

বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ' (৩৮ ঃ ২৯)। এজন্যই কুরআনকে বিভিন্ন সূরা ও আয়াতে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে ওযীফা হিসাবে তিলাওয়াত করাও সহজ হয় এবং শ্রোতাগণ সহজে মুখস্থ ও অনুধাবন করতে পারে। অল্প অল্প করে নাযিল করার কারণ, যাতে মানুষ অবস্থা অনুযায়ী কুরআন পেয়ে হিদায়াত গ্রহণ করতে পারে। আগামীতে যারা হবে সমগ্র বিশ্বের শিক্ষক, তারা যেন প্রতিটি আয়াত ও বিধানের স্থান, কাল যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কোন আয়াতের অনুচিত ও অপাত্র ব্যবহারের যেন সুযোগ থেকে না যায়।

আখেরী নবী ও তাঁর কিতাব সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণ

১৬১. অর্থাৎ তোমরা মান আর নাই মান কুরআনের সত্যতা এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নবূওয়াতের তাসদীক সেই সব ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানবানরা করছে, যারা পূর্বেকার কিতাবসমূহে প্রদত্ত সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে অবগত। তারা এ কালাম শুনে মাথা নুইয়ে সিজদায় পড়ে যায়। বলে ওঠে, সুবহানাল্লাহ্‌, কী আশ্চর্য ও অসাধারণ বাণী! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সেই ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার ছিল, যা মূসা (আ.)-এর যবানীতে তাওরাতের 'ইসতিছনা' অধ্যায়ে করা হয়েছিল, "হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের ভাইদের (বনী ইসমাঈলের) মাঝে এক নবীর আবির্ভাব ঘটাব এবং তার যবানে আমার কালাম নাযিল করব।" নিঃসন্দেহে সেটাই এই কালাম যা মুহাম্মদ (সা.)-এর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। জ্ঞানবানদের পক্ষে যখন কুরআনের তাসদীক না করে উপায় নেই, তখন একে অস্বীকার করা মূর্খেরই কাজ।

১৬২. অর্থাৎ কুরআন শুনে তাদের অন্তর বিগলিত হয়। তারপর সিজদা করলে বিনয় বৃদ্ধি পায়। اذقان 'চিবুক' শব্দের দ্বারা এই দিকে ইংগিত করা হয়ে থাকবে যে, তারা সিজদায় নত হয় অত্যন্ত বেশী। যেন চিবুকও মাটিতে মিশিয়ে ফেলে কিংবা কেবল চেহারায় সিজদা করার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

(١١٠) قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۭ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۚ
وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○

১১০. বল, আল্লাহ্ বলে ডাক কিংবা রহমান বলে, যা বলেই ডাক, উৎকৃষ্ট সব নাম তো তাঁরই।[১৬৩] তুমি উচ্চ রবে সালাত আদায় করো না এবং নীরবেও নয়। এর মাঝামাঝি পন্থা খুঁজে নাও।[১৬৪]

'রহমান' নাম নিয়ে ইয়াহূদী-মুশরিকদের পরস্পরবিরোধী আপত্তি ও তার জওয়াব

১৬৩. সিজদা, বিনয় ইত্যাদির বর্ণনা প্রসংগে এখানে দু'আ (আল্লাহ্কে ডাকা)-র এবং দু'আর কথা বলতে গিয়ে পরবর্তী আয়াতে সালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরব মুশরিকদের মাঝে সৃষ্টিকর্তার নামসমূহের মধ্যে 'আল্লাহ্' নামটিরই প্রচলন বেশী ছিল। 'রহমান' নামের সংগে তারা পরিচিতই ছিল না। তবে ইয়াহূদীদের মাঝে 'রহমান' নামটির বহুল ব্যবহার ছিল। হিব্রু ভাষায়ও এ নাম 'আরবীরই মত ছিল। অপরদিকে 'মুসায়লিমা কায্যাব' গ্রহণ করেছিল 'রহমানুল ইয়ামামা' উপাধি। মোটকথা, মুশরিকরা আল্লাহ্র জন্য 'রহমান' নাম আরোপে ভড়কে যেত। যখন প্রিয়নবী (সা.)-এর মুখে এ নাম উচ্চারিত হতে শুনল, তখন বলেই বসল, মুহাম্মদ আমাদেরকে দুই আল্লাহ্র পূজা করতে নিষেধ করে, অথচ নিজেই আল্লাহ্ ছাড়া আরও একজনকে (রহমানকে) ডাকে। ইয়াহূদীদের অভিযোগ ছিল মুহাম্মদের দীনে আমাদের মত 'রহমান' নামের প্রচলন বেশী নয় কেন? এ আয়াতে উভয়ের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। সারকথা এই যে, 'আল্লাহ্' ও 'রহমান' একই সত্তার– যিনি সকল গুণ-গৌরবের আকর– দুই নাম। গুণ ও নামের বহুত্ব দ্বারা সত্তা বহু হয়ে যায় না যে, এটাকে তাওহীদের পরিপন্থী মনে করা হবে। বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, কোন বিশেষ নামকে অধিক ব্যবহার কেন করা হচ্ছে না! আসলে তো ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ্র যতগুলো মহান নাম রয়েছে, তাঁর যে নাম নিয়েই ডাক, উদ্দেশ্য একই। নাম ও প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য দ্বারা লক্ষ্য বদলে যায় না। হাঁ, একথা সত্য যে, প্রত্যেক কথার একটি সময় ও প্রতি ব্যঞ্জনার একটি জায়গা আছে। কবি সুন্দর বলেছেন,

عبار اتنا شتى وحسنك واحد * وكل الى ذاك الجمال يُشير

'আমাদের ভাষা বিচিত্র, তোমার সৌন্দর্য এক।
সবার লক্ষ্য সেই একই অপরূপের মহিমা কীর্তন।

কুরআন তিলাওয়াতে কণ্ঠস্বরের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ

১৬৪. অর্থাৎ যেসব নামাযে উচ্চ-স্বরে কিরাআত পড়া হয়, তাতে এবং দু'আ ইত্যাদিতে তীব্র আওয়াযও ঠিক নয়, আবার বিলকুল ক্ষীণকণ্ঠ হওয়াও উচিত নয়। মধ্যম পন্থাই শ্রেয় (মূযিহুল-কুরআন)।

হাদীছে আছে, মক্কায় যখন উচ্চস্বরে কুরআন পড়া হত, তখন মুশরিকরা তা শুনে কুরআন, তার প্রেরক ও বাহকের সম্বন্ধে কটুবাক্য উচ্চারণ করত। তাই তিনি খুব

(১১১) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ٥

১১১. বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি কোন সন্তান রাখেন না, রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই এবং তাঁর নেই কোন সাহায্যকারী, নেই কোন দুর্দশাকাল। সুতরাং তুমি তাঁর মহিমা ঘোষণা কর, মহিমাময় জেনে।[১৬৫]

আস্তে পড়া শুরু করে দিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। বলা হয়েছে যে, এতটা জোরেও পড়ো না, যাতে মুশরিকরা তাদের মজলিসে বসে শুনে ফেলে (অবশ্য প্রচার উদ্দেশ্য হলে ভিন্ন কথা, কেননা, সেক্ষেত্রে তো শোনানই কাম্য) আর না এত ক্ষীণ কণ্ঠে পড়বে, যা তোমার সংগী-সাথীও শুনতে পায় না। তখন তো তারা উপকার লাভ হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। উভয় প্রান্তিকতা ছেড়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। এরূপ পাঠ যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি ঝঞ্ঝাটমুক্ত।

১৬৫. সালাত সম্পর্কে আলোচনার পর সূরার উপসংহার টানা হচ্ছে বিশুদ্ধ তাওহীদের বর্ণনা দ্বারা। বলা হচ্ছে, সমস্ত প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি আল্লাহ্‌রই জন্য, যিনি যাবতীয় গুণ-গৌরবে একক। সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি ও অভাব-অক্ষমতা হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর সত্তায় কোন রকমের দুর্বলতা নেই, যার প্রতিকারার্থে অপরের কোনরূপ মুখাপেক্ষিতা তাঁর থাকবে।

অপরের সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী গ্রহীতা অপেক্ষা ছোট হয়, যেমন পিতা সন্তানের সাহায্য গ্রহণ করে, অথবা সমকক্ষ হয়, যেমন এক শরীক অপর শরীকের সাহায্য লাভ করে কিংবা বড় হয়, যেমন দুর্বল ব্যক্তি বিপদ-আপদকালে বড়দের সাহায্য নেয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে এ তিনটি সম্ভাবনার প্রত্যেকটিকে নাকচ করা হয়েছে। لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا দ্বারা প্রথমটিকে لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ দ্বারা দ্বিতীয়টিকে এবং لَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ দ্বারা তৃতীয়টিকে। তারপর كبره تكبيرا - দ্বারা তাঁর গৌরব ও মহিমার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য অন্তরে ও মুখে আল্লাহ্‌র গৌরব-গরিমা স্বীকার করা এবং সর্বপ্রকার দুর্বলতা হতে তাঁকে পূত-পবিত্র জ্ঞান করা। কৌতূহলের কথা হচ্ছে- لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا -এর মাঝে খৃস্টান সম্প্রাদয়ের لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ -এর মাঝে মুশরিকদের এবং وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ দ্বারা সেই সব ইয়াহূদীরও রদ হয়ে গেছে, যাদের বিশ্বাস হল, কুস্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াকূব (আ.)-এর সাথে টিকতে পারেন নি (নাউযুবিল্লাহ্)।

হযরত শাহ্ সাহেব লেখেন, আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'দুর্দশাকালে তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই'–এর অর্থ, তিনি কখনও দুর্দশাগ্রস্তই হন না যে, সাহায্যকারীর দরকার পড়বে। রাজা-বাদশাহ্‌দের ক্ষেত্রে আমীর-উমারার একটা বিরাট দল থাকে, কারণ বিপদকালে তারা কাজে লাগে। আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এসবের কোন প্রশ্নই নেই।

সূরা কাহ্ফ

১১০ আয়াত, ১২ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ॥

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ○

(২) قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْ

نَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ○

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি।[১]

২. সরল-সঠিকভাবে অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এক প্রচণ্ড বিপদের সতর্কবাণী শুনিয়ে দেয়[২] এবং মু'মিনদেরকে, যারা সৎকর্ম করে, সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

---

১. অর্থাৎ সর্বোচ্চ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত সেই আল্লাহ্ হতে পারেন, যিনি তাঁর বিশিষ্ট ও প্রিয়তম বান্দা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব নাযিল করে বিশ্ববাসীকে ভূষিত করেছেন সর্ববৃহৎ নিআমতে। এ কিতাবে কোনরূপ বাঁকা কথা নেই। ভাষা অত্যন্ত সাবলীল ও অলংকারপূর্ণ। বর্ণনাভঙ্গি মনোজ্ঞ, দীপ্তিময়। শিক্ষা নেহায়েত ভারসাম্যপূর্ণ, যা সর্বযুগ ও সর্বস্তরের মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য এবং সুস্থ-স্বচ্ছন্দ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত। এতে কোনরূপ শৈথিল্য ও বাড়াবাড়িজাত প্রান্তিকতার লেশমাত্র নেই।

২. অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি ইহলোক বা পরলোকে অবশ্যম্ভাবী– সে সম্বন্ধে এ কিতাব সাবধান করে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ قيما শব্দটিকে অনেকে مستقيما (সরল) অর্থে গ্রহণ করে বলেন, এর দ্বারা পূর্বের বিষয়বস্তুকে আরও জোরদার করা হয়েছে, অর্থাৎ যত অনুসন্ধানই কর, এতে লেশমাত্র বক্রতা পাবে না।

কিন্তু ইমাম ফার্‌রা (র.)-এর অর্থ করেছেন فيما على سائر الكتب السماوية অর্থাৎ সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা প্রত্যয়নকারী এবং তার মৌলিক শিক্ষামালাকে

(৩) مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۝

(৪) وَّ يُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۝

(৫) مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۝

৩. যাতে তারা অবস্থান করবে হামেশা।[৩]
৪. এবং যাতে সতর্কবাণী শুনিয়ে দেয় তাদেরকে, যারা বলে আল্লাহ্র রয়েছে সন্তান।[৪]
৫. এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের বাপ-দাদাদেরও নয়। কী সাংঘাতিক কথা তাদের মুখ থেকে বের হয়। তারা যা বলে সবই মিথ্যা।[৫]

দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠাদানকারী। আবূ মুসলিম বলেন, এর অর্থ **قيما بمصالح العباد** অর্থাৎ মানুষের এবং তাদের দো-জাহানের সুখ-সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠাতা। মোদ্দা কথা, যে অর্থই গ্রহণ করা হোক, তার সত্যতায় কোন সন্দেহ নেই।

৩. বাহ্যত এর দ্বারা আখিরাতের প্রতিদান বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ জান্নাত, যেখানে অনুগত ও মু'মিন বান্দাগণ স্থায়ী আনন্দ ও অফুরান আরাম-আয়েশ লাভ করবে।

৪. যদিও আল্লাহ্র প্রতি সন্তান আরোপ করার ব্যাপারে খৃস্টান সম্প্রদায়ই সবচেয়ে বেশী খ্যাত ও অগ্রগামী এবং হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের ধারক-বাহকগণকে কিয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী মুখোমুখি হতে হবে তাদেরই, তথাপি আলোচ্য আয়াতের মাঝে সেই সব ইয়াহূদীও দাখিল, যারা 'উযায়র (আ.)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলত এবং সেই সব মুশরিকও, যারা মনে করত ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা। যেন এখানে আল্লাহ্র প্রতি সন্তান আরোপকারী কাফিরদেরকে বিশেষভাবে এবং খৃস্টান সম্প্রদায়কে অতি বিশেষ রূপে সাবধান করা হয়েছে।

৫. কোন গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত বা জ্ঞানগত মূলনীতি তাদের হাতে নেই এবং না তাদের বাপ-দাদাদের কাছে ছিল। যাদের অন্ধ অনুকরণে এরূপ জঘন্য কথাবার্তা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে। যেন আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমার শান সম্পর্কে কোন খবরই তাদের নেই, যে কারণে তাঁর সম্পর্কে এরূপ ন্যক্কারজনক উক্তি করতে তাদের শরম লাগে না। দলীল-প্রমাণের স্থলে তাদের ভাঁড়ারে কেবল এটাই বাকি আছে যে, ডাহা মিথ্যা ও স্পষ্টত বাতিল এক কথা তারা বলে যাবে এবং প্রমাণ চাইলে বলে দেবে, এটা ধর্মের এক নিগূঢ় রহস্য, যা উপলব্ধি করার মত যোগ্যতা মানব-বুদ্ধির নেই।

(٦) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝

(٧) اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝

(٨) وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝

৬. তারা যদি এ বিষয়ে বিশ্বাস না করে, তবে তাদের পেছনে মনস্তাপ করতে করতে হয়ত তুমি প্রাণপাত করবে।[৬]

৭. আমি পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তাকে করেছি তার শোভা, তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে।[৭]

৮. এবং আমি অবশ্যই এর উপর যা কিছু আছে ছেঁটে শূন্য প্রান্তরে পরিণত করব।[৮]

---

৬. অর্থাৎ এই কাফিররা যদি কুরআনের কথা না মানে, তো আপনি তাদের দুঃখে বিলকুল পেরেশান হবেন না। আপনি দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আদায় করেছেন ও করে যাচ্ছেন, কেউ না মানলে আপনার এতটা মর্মাহত ও চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই ভেবে অনুতাপ করাও সমীচীন নয় যে, আমি এমন মেহনত কেন করলাম যা সফল হল না? আপনি সর্বাবস্থায় সাফল্যমণ্ডিত। দাওয়াত ও তাবলীগ এবং মানবতার প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার যে কাজ আপনি করছেন তা আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক। হতভাগার দল কবূল না করলে ক্ষতি তাদেরই।

৭. অর্থাৎ দেখব, কে এর চাকচিক্যের পেছনে দৌড়ায়, আর কে একে উপেক্ষা করে আখিরাতকে আঁকড়ে ধরে।

রিওয়ায়াতে আছে, হযরত ইব্‌ন 'উমর (রা.) প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! احسن عملا (কর্মে শ্রেষ্ঠ) কারা? তিনি বললেন, احسنكم عقلا واورعكم عن محارم الله واسرعكم فى طاعته سبحانه 'যার জ্ঞান-বুদ্ধি ভাল, হারাম কার্য পরিহারে যে বেশী যত্নবান এবং আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে যে বেশী বেগবান।'

প্রকৃত মুক্তি ও স্থায়ী সাফল্য কোন্ পথে?

৮. অর্থাৎ একদিন সমস্ত বৃক্ষ-লতা কেটে-ছেঁটে ভূ-পৃষ্ঠকে উদ্ভিদশূন্য ময়দান বানিয়ে ফেলা হবে। যারা এর রং-চং দেখে মত্ত-মাতাল, তাদের বুঝা উচিত এ চাকচিক্য দু'দিনের খেলা– স্থায়ী কিছু নয়। পার্থিব আসবাব-উপকরণ যতই সঞ্চয় কর না কেন, বস্তুগত উন্নতিতে সারাটা পৃথিবীকে করে ফেল না গুলে-গুলযার, মনে রেখ আসমানী দিক-নির্দেশ ও আত্মিক উৎকর্ষ হতে যতদিন খালিহাত থাকবে, প্রকৃত সুখ

(৯) اَمۡ حَسِبۡتَ اَنَّ اَصۡحٰبَ الۡكَهۡفِ وَ الرَّقِیۡمِ ۙ كَانُوۡا مِنۡ اٰیٰتِنَا عَجَبًا ○

৯. তুমি কি মনে কর গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে কিছু অদ্ভুত-বিস্ময়কর ছিল?[৯]

এবং স্থায়ী মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবে না। সর্বশেষ ও স্থায়ী সফলতা কেবল তাদেরই জন্য, যারা পরম প্রভুর সন্তুষ্টির আশায় দুনিয়ার সর্বপ্রকার ক্ষণস্থায়ী আনন্দ কুরবানী করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার পথ-পরিক্রমায় তারা কোন সংকট দেখে ঘাবড়ায় না, কেঁপে ওঠে না তাদের কদম দুনিয়ার কোন শক্তি মদমত্তের সন্ত্রাসী তৎপরতায়। এরই প্রসঙ্গে সামনে 'আসহাবে কাহ্ফ'-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রিয়নবী (সা.)-কে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে যে, আপনি এসব হতভাগার দুঃখে নিজেকে পেরেশান করবেন না। এরা যেই পার্থিব জীবনের বাহারি আয়েশে বুঁদ হয়ে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছে, তা সব কেটে-কুটে সাফ করে ফেলা হবে। শেষ পর্যন্ত সবাইকে আল্লাহ্রই কাছে যেতে হবে। তখন সব ঝগড়ার মীমাংসা হয়ে যাবে।

'আসহাবে কাহ্ফ'-লাখো বিস্ময়ের সাথে গাঁথা একটি গুটিকা

৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তি দৃষ্টে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা, যা সামনে বর্ণিত হচ্ছে অদ্ভুত কিছু নয় যে, তাকে মাত্রাতিরিক্ত আশ্চর্যকর মনে করা হবে। আসমান, যমীন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিকে সৃষ্টি করা, এগুলোর সুদৃঢ় নিয়ম-নিগড় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা, দুর্বল কাঠামোর মানুষকে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া, মানুষের মাঝে নবী পাঠানো, তাদের মুষ্টিমেয় নিঃসম্বল অনুসারীকে বৃহৎ শক্তিসমূহের উপর বিজয়ী করা, আখিরী নবী (সা.) ও তাঁর গুহা-বন্ধু আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে দুশমনের ভীড়ের মধ্য হতে বের করে তিন দিন ছাওর গুহায় অবস্থান করানো, গুহা-মুখ পর্যন্ত কাফিরদের উপস্থিতি, তারপর তাদেরকে ব্যর্থ মনোরথ অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া, পরিশেষে ঘর-বাড়ী ত্যাগকারী মুষ্টিমেয় নিঃসম্বল মানুষকে সমস্ত জাযীরাতুল-আরব, এমন কি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে একটি সফল ও পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত করা, এরূপ অসংখ্য বিষয় 'আসহাবে কাহ্ফ' অপেক্ষা কি কম বিস্ময়কর?

কুরআনে এ ঘটনার অবতারণা কেন?

ইয়াহূদীরা কুরায়শদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল, তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে পরীক্ষা করার জন্য যেন তিনটি প্রশ্ন করে।

১. রূহ কী?

২. আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা কী?

৩. যুল-কারনায়নের সফরকাহিনী কী?

আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাটি আশ্চর্যজনক হওয়ায় তারা একে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। এজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে, এ ঘটনা তোমরা যেমন মনে কর অতটা

আশ্চর্যজনক নয়। আল্লাহ্র কুদরতের এর চেয়েও বিস্ময়কর বহু নিদর্শন আছে। তারপর আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা প্রথমে সংক্ষেপে এবং পরে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রকাশ, এরা একদল যুবক ছিল রোমের কোন অত্যাচারী দাম্ভিক রাজার আমলে। কেউ কেউ তার নাম বলেছেন 'দাকিয়ানুস'। রাজা ছিল ঘোর পৌত্তলিক। অত্যাচার-নিপীড়নের মাধ্যমে সে পৌত্তলিকতার প্রচার করত। সাধারণ লোক শাস্তির ভয়ে এবং দু'দিনের পার্থিব স্বার্থে নিজ নিজ ধর্মমত ছেড়ে পৌত্তলিকতা গ্রহণ করতে লাগল। রাজ-পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত ক'জন যুবক চিন্তা করল, একজন মাখলুকের কারণে সৃষ্টিকর্তাকে নারায করা কিছুতেই সমীচীন নয়। বস্তুত তাদের হৃদয়, আল্লাহ্ভীতি ও তাকওয়ার নূরে ছিল পরিপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধৈর্য-স্থৈর্য, তাওয়াক্কুল ও মোহ-মুক্তির অমূল্য সম্পদ দান করেছিলেন। তারা রাজার সম্মুখে গিয়েও তাওহীদের শ্লোগান দিল এবং ঈমানী সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দর্শকদেরকে অভিভূত করে ফেলল। তারা ঘোষণা করল- لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا 'আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহকে ডাকব না। যদি তা করি, তবে তা অতিশয় গর্হিত হবে' (১৮ : ১৪)।

তারা ছিল তরুণ যুবক। তাই রাজার কিছুটা দয়া হল। তা ছাড়া, অন্যান্য ব্যতিব্যস্ততা ও বিবেচনাও তাদেরকে তাৎক্ষণিক হত্যা করার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করার জন্য কয়েক দিনের সুযোগ দেওয়া হল। তারা পরামর্শ করে স্থির করল, এরূপ ভয়ানক পরিস্থিতিতে, যখন যুলুম-নির্যাতনের মুখে অতিষ্ঠ হয়ে পা টালমাটাল হয়ে যাওয়ার অন্তত আশংকা অবশ্যই আছে, তাই আমাদের জন্য সমীচীন হবে শহরের কাছাকাছি কোন পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া (এবং ফিরে আসার জন্য অনুকূল পরিস্থিতির অপেক্ষায় থাকা)। তারা দু'আ করল, হে আল্লাহ! তুমি তোমার বিশেষ রহমতে আমাদের কাজ সমাধা করে দাও এবং হিদায়াতের পথ-পরিক্রমায় আমাদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে দাও। এরপর তারা নগর ছেড়ে নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিল। নিজেদের মধ্য হতে একজনকে ঠিক করে নিল, সে বেশ-ভূষা পাল্টে নিয়ে দরকার মত শহরে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কিনে আনবে এবং শহরের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করবে। এক দিন সে এসে জানাল, আজ শহরে সরকারীভাবে আমাদের অনুসন্ধান করা হচ্ছে এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজনকে আমাদের সন্ধান দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। তারা এ আলোচনায় লিপ্ত ছিল– সহসা তাদেরকে নিদ্রাচ্ছন্ন করে দেওয়া হল। বলা হয় যে, সরকারী লোক অনেক তত্ত্ব-তালাশ নিয়েও তাদের কোন হদিস পেল না। শেষমেশ হতাশ হয়ে ক্ষান্ত দিল। রাজার নির্দেশে একটি ফলকে যুবকদের নাম ও প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে গুদামে ফেলে রাখা হল, যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের লোক জানতে পারে যে, একদল যুবক আশ্চর্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে

(١٠) اِذۡ اَوَى الۡفِتۡيَةُ اِلَى الۡكَهۡفِ فَقَالُوۡا رَبَّنَاۤ اٰتِنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ رَحۡمَةً وَّهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ اَمۡرِنَا رَشَدًا ○

১০. যখন সে যুবক দল পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিল, তারপর বলল, হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে নিজের পক্ষ হতে রহমত দান কর এবং পূর্ণ কর আমাদের কাজের বিশোধন।

গেছে। অসম্ভব নয়, ভবিষ্যতে এর কোন হদিস মিলবে এবং ঐতিহাসিক কোন বিস্ময় উদ্ঘাটিত হবে।

এ যুবকদল কোন্ ধর্মের অনুসারী ছিল? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, নাসারা, অর্থাৎ আসল খৃস্টধর্মের অনুসারী ছিল, কিন্তু ইব্ন কাছীর (র.) বিভিন্ন ইংগিত-আলামত দ্বারা এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা হযরত ‘ঈসা (আ.)-এর পূর্বে ঘটেছিল।

‘আসহাবে কাহ্ফ’ ও ‘আসহাবে রাকীম’-এর ঘটনা এক না ভিন্ন?

رقيم - যেমন পাহাড়ের গুহাকে বলে, তেমনি এটা مرقوم ‘লিখিত বস্তু’ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মুসনাদে ‘আব্দ ইব্ন হুমায়দের একটি রিওয়ায়াত, যাকে হাফিয ইব্ন হাজার (র.) বুখারীর শর্ত অনুযায়ী সহীহ্ বলেছেন, তাতে হযরত ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) হতে الرقيم -এর দ্বিতীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ ‘আসহাকে কাহ্ফ’ ও ‘আসহাবে রাকীম’ একই দলের দুই উপাধি। গুহায় অবস্থানের কারণে আসহাবে কাহ্ফ বলা হয় এবং যেহেতু এক ফলকে তাদের নাম-ধাম লিখে রাখা হয়েছিল, তাই তারা ‘আসহাবে রাকীম’-ও বটে। তবে অনুবাদক (র.) প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন, যদিও তিনিও উভয়কে একই দল সাব্যস্ত করেছেন। কোন কোন আলিমের মত হল, কুরআন মাজীদে ‘আসহাবে রাকীম’-এর ঘটনা বর্ণিত হয়নি। কেবল বিস্ময়কর হওয়ার কারণে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে তার বরাত দেওয়া হয়েছে। নয়ত ‘আসহাবে রাকীম’ (গুহাবাসী) হচ্ছে সেই তিন ব্যক্তি, যারা প্রবল বৃষ্টিকালে একটি গর্তে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর উপর থেকে একটি পাথর গড়িয়ে এসে গর্তের ঠিক মুখে পড়ে এবং মুখটি বন্ধ হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে তারা প্রত্যেকে জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্মের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে ফরিয়াদ করে। ক্রমে গর্তের মুখ খুলে যায়।

ইমাম বুখারী (র.) ‘আসহাবে কাহ্ফ’ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র শিরোনাযুমে হাদীছ বর্ণনার পর গর্তের বৃত্তান্ত সম্পর্কে একটি পৃথক শিরোনাম দিয়েছেন এবং তার অধীনে উপযুক্ত তিন ব্যক্তির ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এতদদ্বারা তিনি ইংগিত করেছেন যে, আসহাবে রাকীম বলতে এই তিন ব্যক্তিকেই বুঝায়।

(১১) فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝

(১২) ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ۝

(১৩) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْ

نٰهُمْ هُدًى ۝

১১. তারপর সে গুহায় আমি তাদের কানে হাত বুলিয়ে দিলাম নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য।[১০]

১২. এরপর আমি তাদেরকে উত্থিত করলাম, একথা জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন, দল তাদের অবস্থানকাল স্মরণ রেখেছে।[১১]

১৩. আমি তোমাকে তাদের প্রকৃত অবস্থা শুনিয়ে দিচ্ছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা স্বীয় প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের উপলব্ধি বৃদ্ধি করে দেই।[১২]

ইমাম তাবারানী (র.) ও বায্‌যার (র.) একটি সঠিক (حسن) সনদে নু'মান ইবন বাশীর (রা.)-এর সূত্রে হাদীছ উদ্‌ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) 'আসহাবে রাকীম'-এর বর্ণনা দিতে গিয়ে এই তিন ব্যক্তির ঘটনাই বর্ণনা করেছেন।

১০. অর্থাৎ এমন ঘুমপাড়ানি চাপড় লাগালেন যে, বছরের পর বছর গুহায় ঘুমিয়ে থাকল, চারদিকের কোনই খবর তাদের কানে যেত না।

এ বিস্ময়কর ঘটনা কেন ঘটানো হল?

১১. বহু বছর পর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে জাগ্রত করলেন, যাতে করে স্পষ্ট হয়ে যায় মতবিরোধকারীদের মধ্যে কে তাদের নিদ্রাকালের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করতে পারে? বলার অপেক্ষা রাখে না, এত দীর্ঘ নিদ্রার পর যখন জাগ্রত হল, তখন স্বাভাবিকভাবে খোদ তাদের মধ্যে এবং অপরাপর দর্শকদের মধ্যে মতবিরোধ ও নানা রকম কথাবার্তা শুরু হয়ে থাকবে। কেউ সময় কম বলবে, কেউ বেশী। কেউ স্বীকার করবে, কেউ অসম্ভব মনে করে প্রত্যাখ্যান করবে। সুতরাং তাদেরকে জাগ্রত করে দেখবার ছিল কোন্‌ দল ঠিক সত্যটি উদঘাটন করতে পারে এবং সে সত্যের আলোকে 'বা'ছ বা'দাল মাওত' অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের গ্রন্থি মোচনে সক্ষম হয়। তখন এ বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ চলছিল।

১২. অর্থাৎ ঈমানের উপরে তাদেরকে 'আউলিয়া' তথা আল্লাহ্‌র পরম সান্নিধ্য-প্রাপ্তদের মর্যাদা দান করি।

(١٤) وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ○
(١٥) هٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۚ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ
بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ○
(١٦) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ
مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ○

১৪. আমি তাদের অন্তরে গ্রন্থি এঁটে দেই,[১৩] যখন তারা উঠে দাঁড়ায় এবং বলে, আমাদের রব্ব তো আসমান ও যমীনের রব্ব। আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন মা'বূদকে ডাকব না। অন্যথায় আমরা বলে বসব অযৌক্তিক কথা।[১৪]

১৫. এই আমাদের কওম, এরা আল্লাহ্ ছাড়া অপরাপর মা'বূদ স্থির করে নিয়েছে। কেন তারা এ সম্বন্ধে প্রকাশ্য কোন সনদ উপস্থিত করে না? অতএব, তার চেয়ে বড় পাপী আর কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে?[১৫]

১৬. যখন তোমরা পৃথক হয়ে গেলে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের পূজা করে তাদের থেকেও, তখন এবার তোমরা ওই গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও। তোমাদের রব্ব তোমাদের প্রতি স্বীয় রহমত থেকে কিছু বিস্তার করবেন। এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজে আরামের ব্যবস্থা করবেন।[১৬]

---

১৩. অর্থাৎ তাদেরকে অটল-অবিচল ও দৃঢ় রাখি, যে কারণে তারা তাদের বিশ্বাসের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিতে সক্ষম হয়।

১৪. অর্থাৎ তিনিই যখন রব্ব, তখন অন্য কাউকে মা'বূদ স্থির করাটা চরম নির্বুদ্ধিতা। রাবূবিয়াত ও উলুহিয়াত কেবল তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট।

১৫. অর্থাৎ তাওহীদপন্থিগণ যেমন তাওহীদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলীল প্রদান করে, তেমনি মুশরিকরা যদি তাদের দাবীতে সত্যের উপর থাকে, তবে স্পষ্ট কোন দলীল কেন পেশ করছে না? কিন্তু পেশ করবে কোত্থেকে? মিথ্যার তো কোন ভিত থাকে না। আল্লাহ্‌র সংগে শরীক স্থাপন করার চেয়ে জঘন্য মিথ্যা আর কী হতে পারে?

১৬. আমরা যখন মুশরিকদের ধর্মমত থেকে পৃথক, তখন বাহ্যিকভাবেও তাদের থেকে আলাদা থাকা উচিত। যখন তাদের বাতিল উপাস্যদেরকে উপেক্ষা করেছি, তখন সবকিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে এক মা'বূদের দিকে ঝুঁকে পড়া এবং তাঁরই রহমত ও দয়ার আশায় বুক বাঁধা উচিত। আপসে এই পরামর্শ করে তারা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

(১৭) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ
تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَن
يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ○

(১৮) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ
الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا
وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ○

১৭. তুমি দেখবে যখন রোদের উদয় হয়, তখন তা তাদের গুহা হতে পাশ কাটিয়ে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন ডুবে যায়, তখন তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় বাম দিকে, অথচ তারা তার চত্বরে অবস্থানরত। এটা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।[১৭] আল্লাহ্ যাকে পথে আনেন, সে-ই পথপ্রাপ্ত। আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন, তুমি তার জন্য পাবে না কোন বন্ধু ও পথ-প্রদর্শক।[১৮]

১৮. তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডান ও বাম দিকে। তাদের কুকুর গুহাদ্বারে বাহু বিস্তার করে রয়েছে। তুমি যদি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে, তবে পেছন ফিরে পালিয়ে যেতে এবং তাদের ভয়ে তোমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলত।[১৯]

---

১৭. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতে তাদেরকে এমন আশ্রয়ের পথ দেখালেন, যেখানে তারা নিরাপদে নিশ্চিন্তে আরাম করতে লাগল। না স্থানের সংকীর্ণতার কারণে তাদের মন খারাপ হল, না তারা কখনও রোদে কষ্ট পেল। গুহা ভেতর থেকে প্রশস্ত ছিল ও তাতে বাতাস চলাচল করত। ইব্ন কাছীর (র.) লেখেন, উত্তরমুখো হওয়ার কারণে তার অবস্থানটা এমন ছিল যে, তাতে প্রয়োজনীয় আলো পৌঁছতে কোনরূপ কষ্ট হত না।

১৮. অর্থাৎ প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পথ-প্রদর্শন তাঁরই ইখতিয়ারে। লক্ষ্য করে দেখ, সারাটা দুনিয়া যখন বিপথগামী হচ্ছিল, তখন আসহাবে কাহ্ফকে তিনি কিভাবে হিদায়াতের পথে অবিচলিত রাখলেন এবং বাহ্যদিক থেকেও কী আশ্চর্যজনক গুহার পথ দেখালেন।

অভিনব নিদ্রা। সাহচর্যের প্রভাব

১৯. বলা হয় যে, তাদের চোখ খোলা ছিল। এত দীর্ঘ ঘুমের কোন ছাপ তাদের দেহে প্রকাশ পায়নি। তাই কেউ দেখলে মনে করত জাগ্রত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা

(১৯) وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا
يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿۱۹﴾

(২০) اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ
تُفْلِحُوْۤا اِذًا اَبَدًا ۝

১৯. এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করি, যাতে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে। তাদের মধ্যে একজন বলল, তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করলে? তারা বলল, আমরা অবস্থান করেছি এক দিন, কি একদিনের কম। তারা বলল, তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন তোমরা কতক্ষণ থেকেছ। এখন নিজেদের মধ্য হতে একজনকে তোমাদের এই মুদ্রা দিয়ে এই শহরে পাঠাও। সে গিয়ে দেখুক কোন্ খাদ্য পবিত্র। তারপর তা থেকে কিছু খাদ্য তোমাদের জন্য নিয়ে আসুক। সে যেন নম্রতা সহকারে যায় এবং কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়।

২০. তারা যদি তোমাদের খবর পেয়ে যায়, তবে পাথর মেরে তোমাদের হত্যা করবে কিংবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তখন আর তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে না কিছুতেই।[২০]

যুবক দলের মাঝে এক বিশেষ ভীতিকর ও রুদ্র প্রকৃতির ছাপ রেখেছিলেন, জায়গাটিকেও করেছিলেন ভীতিপূর্ণ, যাতে করে মানুষ সেখানে গিয়ে তামাশা করে তাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটায়। একটি কুকুরও তাদের সংগী হয়েছিল। তাদের সুমহান সাহচর্যের প্রভাব তার উপরও পড়েছিল এবং কয়েক শ' বছর পর্যন্ত সে জীবিত ছিল। সত্য বটে কুকুর রাখা ভাল নয়। কিন্তু লক্ষ অধমের মাঝে উত্তমও একটা না একটা থাকে। কবি শেখ সা'দী শিরাজী কী সুন্দর বলেছেন,

پسر نوح بابداں بنشست * خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کهف روزے چند * پئے نیکان گرفت مردم شد

হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র (কিনান) অসৎ সংগ গ্রহণ করেছিল,
ফলে তার নবূওয়াতী খান্দানের (পরিচিতি) হয় বিলুপ্ত।
আসহাবে কাহ্ফের কুকুরটি কিছুকাল
সৎসংগ গ্রহণের ফলে পেয়ে গেল মানুষের মর্যাদা।

নিদ্রা ভংগ ও বাজারে প্রেরণ

২০. আল্লাহ্ তা'আলা যেমন দীর্ঘ নিদ্রায় তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন, তেমনি সময় মত আবার জাগ্রত করলেন। জেগে উঠার পর তারা পরস্পরে বলাবলি

(২১) وَكَذٰلِكَ اَعۡثَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ لِيَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ
لَا رَيۡبَ فِيۡهَا ۚۤ اِذۡ يَتَنَازَعُوۡنَ بَيۡنَهُمۡ اَمۡرَهُمۡ فَقَالُوا ابۡنُوۡا عَلَيۡهِمۡ بُنۡيَانًا ؕ رَبُّهُمۡ
اَعۡلَمُ بِهِمۡ ؕ قَالَ الَّذِيۡنَ غَلَبُوۡا عَلٰۤى اَمۡرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيۡهِمۡ مَّسۡجِدًا ۝

২১. এভাবেই আমি তাদের সংবাদ প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জানতে পারে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের আগমন নয় মিথ্যা।[২১] যখন তারা আপসে বিতর্ক করছিল নিজেদের বিষয় নিয়ে, তারপর বলতে লাগল, তাদের উপর একটি সৌধ নির্মাণ কর। তাদের রব্ব তাদের অবস্থা সম্যক জানেন। তাদের বিষয়ে যাদের মত প্রবল ছিল তারা বলল, আমরা তাদের স্থানে একটি ইবাদতখানা তৈরি করব।[২২]

করতে লাগল, আমরা কতক্ষণ ঘুমে ছিলাম? কেউ বলল, এক কি আধা দিন অর্থাৎ খুবই অল্প সময়। অন্য একজন বলল, (এই অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত হওয়ায় কী ফায়দা?) আমরা কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম, তা তো আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। তার চেয়ে এখন তোমরা নিজেদের কাজ কর। একজনকে এই মুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাও। সে কোন দোকান থেকে হালাল ও পবিত্র খাবার দেখে কিনে আনুক। তবে তাকে খুব সাবধানে যাওয়া-আসা এবং খুব নম্রতার সংগে লেনদেন ও আচার-আচরণ করতে হবে, যাতে শহরের কেউ আমাদের পাত্তা না পায়। তা না হলে বিপদের শেষ থাকবে না। অত্যাচারী রাজা জানতে পারলে আমাদেরকে পাথর মেরে মেরে হত্যা করা হবে, কিংবা জোর-যবরদস্তি করে সত্য দীন থেকে করা হবে বিচ্যুত। আল্লাহ্‌ পানাহ, এ রকম যদি হয়েই যায়, তবে যে মহা সাফল্যের আমরা আশাবাদী, তা কখনই লাভ হবে না। কেননা, সত্য দীন হতে ফিরে যাওয়া, তা চাপের মুখেই হোক না কেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কোন মু'মিনের কাজ হতে পারে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আমার মতে يَوۡمًا اَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٍ দ্বারা কেবল সময়, স্বল্পতার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। ঘুম থেকে জাগার পর এত দীর্ঘ সময়ও তাদের কাছে কম মনে হল। সত্য বটে, নিদ্রা ও মৃত্যু যমজ ভাই।

يَوۡمًا اَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٍ-এর মাঝে اَوۡ অব্যয়ের ব্যবহার ঠিক সেই রকমের যেমনটি ব্যবহৃত হয়েছে সূরা মু'মিনূন-এর এই আয়াতে- كَمۡ لَبِثۡتُمۡ فِى الۡاَرۡضِ عَدَدَ سِنِيۡنَ قَالُوۡا لَبِثۡنَا يَوۡمًا اَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٍ فَسۡـَٔلِ الۡعَآدِّيۡنَ 'আল্লাহ্‌ বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে, আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ। আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন' (২৩ ঃ ১১২-১১৩)।

তাদের বৃত্তান্ত প্রকাশ এবং চাক্ষুস প্রমাণে এক মস্ত বিতর্কের মীমাংসা

২১. তাদের মধ্যে একজন মুদ্রা নিয়ে বাজারে গেল। দেখল সব জিনিসেরই প্রচণ্ড দাম। ইতোমধ্যে কত যুগের পরিবর্তন হয়েছে। নগরবাসী মুদ্রা দেখে বিস্মিত হয়ে

গেল! এ কোন্ রাজার নাম! এটা কোন্ যুগের ? তারা মনে করল, লোকটি পুরানো কালের কোন গচ্ছিত ধন পেয়েছে। ক্রমে এ সংবাদ রাজার কানে গিয়ে পৌঁছল। তিনি সেই পুরানো ফলকগুলো বের করে আনতে বললেন, যাতে কয়েক ব্যক্তির নাম-ধাম লেখা আছে এবং লেখা আছে যে, অমুক বছর তারা সহসা কিভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় তা কেউ জানে না। অনুসন্ধান করে জানা গেল এরাই সেই হারিয়ে যাওয়া দল। এ সময় নগরে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের আকীদা নিয়ে ভীষণ বাদ-বিসংবাদ চলছিল। কেউ বলছিল, মৃত্যুর পর আর জীবন নেই। কেউ বলছিল, রূহানী বা আত্মিক পুনরুত্থান আছে, দৈহিক নয়। কেউ ছিল দৈহিক ও আত্মিক উভয় রকমের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে। রাজা ছিলেন সত্যাশ্রয়ী ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি চাচ্ছিলেন কোনও উপায়ে যদি এমন এক দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত, যা দিয়ে মানুষকে বিষয়টি বুঝানো সহজ হয় এবং বিষয়টি যে অসম্ভব নয় তা চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এই দৃষ্টান্ত যাহির করে দিলেন। পরিশেষে আখিরাতে অবিশ্বাসীরাও এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখা ও শোনার পর আখিরাতে প্রত্যয়ী হয়ে গেল। তাদের মনমানসে এ দৃশ্য বিশেষভাবে রেখাপাত করল। তারা উপলব্ধি করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের চেতনা জাগ্রত করার জন্যই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন। এটা পুনরুজ্জীবিত হওয়া অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ -এর ব্যাখ্যা কেউ এরূপ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা 'আসহাবে কাহ্ফ'-এর অবস্থা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করলেন সেই সময়, যখন তাদের সম্পর্কে বিতর্ক চলছিল যে, পুরুষানুক্রমে শুনে আসা সেই যুবক দল, যারা সহসা নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল এবং তারপর আর তাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। তা তারা কোথায় গিয়ে থাকবে? কোথায় তাদের ঘটে থাকবে বংশ বিস্তার? এখনও কি তারা জীবিত আছে, না মরে গলে মাটিতে মিশে গেছে? এ সম্পর্কে নানা জন নানা মত প্রকাশ করত। এমনই সময় আল্লাহ্ তা'আলা রহস্যের আবরণ সরিয়ে দিলেন। মুহূর্তে সব বিতর্কের অবসান ঘটল।

পরবর্তী ঘটনা অজানার অন্তরালে

২২. তারপর কী হল? আসহাবে কাহ্ফ বেঁচে থাকে, না তাদের ইন্তিকাল হয়ে যায়? ইন্তিকাল হলে তা কখন হয়? জীবিত থাকলে তা কতদিন ছিল বা কতকাল থাকবে? এ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। যা হোক, নগরবাসী তাদের বিরল বিস্ময়কর বৃত্তান্ত শুনে তাদের মস্ত ভক্ত হয়ে গেল। তারা চাইল গুহার পাশে স্মৃতিসৌধের মত কিছু নির্মাণ করবে, যাতে পর্যটকদের জন্য সুবিধা হয়। এ ব্যাপারে আবার মতভেদ দেখা দিল যে, ভবনটি কী প্রকৃতির হবে? মতবিরোধের বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ্ই জানেন এবং এ তথ্যও তিনি ছাড়া কেউ জানে না যে, এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তাদের মৃত্যুর পরে, না তার আগে পুনর্বার নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়া অবস্থায়? অনুরূপ নগরবাসী গুহা পর্যন্ত পৌঁছে তাদের সাক্ষাত লাভ করতে পেরেছিল কি না, তাও

(২২) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ○

২২. এখন তো এটাই বলবে, তারা তিনজন, চতুর্থ তাদের কুকুর। এবং এটাও বলবে, তারা পাঁচজন, ষষ্ঠ তাদের কুকুর– আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মত।[২৩] এটাও বলবে যে, তারা সাতজন, অষ্টম তাদের কুকুর। বল, আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। অল্প লোকই তাদের খবর রাখে। সুতরাং তুমি তাদের সংগে বিতর্ক করো না, তবে ভাসা ভাসাভাবে এবং তাদের অবস্থা জানতে চেও না তাদের মধ্যে কারও কাছে।[২৪]

অজ্ঞাত। তবে তাদের মধ্যে যারা বিচক্ষণ ও প্রভাবশালী লোক ছিল, তাদের মত ছিল গুহার পাশে ইবাদতখানা তৈরি করা।

আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে এতটুকুই জানা যায়, তারা পাক্কা তাওহীদপন্থী ছিল, কিন্তু তারা কোন্ নবীর অনুসারী তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। হাঁ, যারা ভক্তির আতিশয্যে সেখানে একটি ভবন নির্মাণ করেছিল, তারা ছিল খৃস্টান।

আসহাবে কাহ্ফের স্থান নির্ণয় প্রসংগে আবূ হ্যায়ান (র.) তাঁর 'বাহরে মুহীত' তাফসীর গ্রন্থে বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন। আগ্রহী পাঠক তা দেখতে পারেন।

তারা কতজন ছিল?

২৩. অর্থাৎ শ্রোতাগণ সাধারণ মানুষের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা শোনার পর আন্দাজে ঢিল ছুঁড়বে। কেউ বলবে তারা ছিল তিনজন, চতুর্থ ছিল কুকুর। কেউ পাঁচ জন বলে ছয় নম্বরে গণ্য করবে কুকুরকে। কিন্তু এসবই হল অদৃশ্য লক্ষ্যে তীর ছোঁড়ার মত। হয়ত নানা মতের বর্ণনা দ্বারা নিজেদের অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে পরীক্ষা করাও উদ্দেশ্য ছিল যে, দেখা যাক ইনি এ ব্যাপারে কী বলেন। কেননা, ইয়াহূদীরা খুব সম্ভব সাত সংখ্যাকেই সঠিক মনে করত, যেমন সামনে কুরআন মাজীদে ইশারা করা হয়েছে।

২৪. অর্থাৎ এ ধরনের গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়ার কোন অর্থ নেই। সংখ্যা জানার উপর বিশেষ কোন ফায়দা নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যতটুকু জানিয়েছেন, তার বেশী জানতে চাওয়া বা যতটুকু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আল্লাহ্ তা'আলা করেছেন, তার বেশী আরও করতে যাওয়া ও সে নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া অর্থহীন কাজ।

(২৩) وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَاْىْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝

(২৪) اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۫ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۝

২৩. কোন কাজ সম্পর্কে বলো না যে, আমি এটা আগামী কাল করব।

২৪. তবে এভাবে যে, আল্লাহ্ চাইলে। এবং স্বীয় রব্বকে স্মরণ কর, যখন ভুলে যাও এবং বল, আশা করি আমার রব্ব এর চেয়েও নিকটবর্তী পুণ্যের পথ দেখাবেন।[২৫]

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, আমিও সেই স্বল্পসংখ্যক লোকদের একজন, যারা কুরআনের বর্ণনাভংগী দ্বারা জানতে সক্ষম হয়েছে যে, তারা কতজন ছিল। বস্তুত আসহাবে কাহ্ফ সাতজনই ছিল। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম দুই মতকে رَجْمًا بِالْغَيْبِ 'অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া' সাব্যস্ত করেছেন। তৃতীয় মত সম্পর্কে এটা করেননি। তা ছাড়া বাক্য বিন্যাসের মধ্যেও পার্থক্য আছে। প্রথম দুই বাক্যের মধ্যে সংযোজক অব্যয় ' و ' ছিল না। তৃতীয় বারে ' و ' -এর সংগে وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ বলার দ্বারা যেন এ বিষয়ে জোর দেওয়া উদ্দেশ্য যে, এই মতের প্রবক্তা অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি ও পূর্ণ আস্থার সংগে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। কেউ কেউ এর সমর্থনে এরূপও বলেন যে, قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ (তাদের মধ্যে একজন বলল, তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করলে?)-এর দ্বারা একজন বক্তা, এরপর قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا (তারা বলল একদিন অবস্থান করেছি)-এর বহুবচন দ্বারা অন্তত আরও তিনজন বক্তা এবং পরবর্তী قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ (তারা বলল, তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন)-এর দ্বারা আরও তিনজন বক্তার প্রমাণ মেলে। এভাবে সর্বমোট সাতজন হয় এবং কুকুর তাদের বাইরে।

'ইনশাআল্লাহ' না বলা

২৫. ঐতিহাসিক কিছু গ্রন্থে বিরল বিস্ময়কর বর্ণনায় 'আসহাবে কাহ্ফ'-এর ঘটনা লেখা ছিল, যা সকলের পক্ষে জানার প্রশ্নই আসে না। মুশরিকরা ইয়াহুদীদের পরামর্শে হযরতকে জিজ্ঞাসা করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে পরীক্ষা করা। তিনি ওয়াদা করলেন, 'আগামীকাল বলব'। ভরসা ছিল জিবরাঈল আসলে জিজ্ঞাসা করে নেব। কিন্তু পনের দিনের মধ্যে আর জিবরাঈলের আগমন হল না। হযরত ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। মুশরিকরা হাসাহাসি শুরু করে দিল। পরিশেষে জিবরাঈল ওহী মারফত এই ঘটনা ও সেই সংগে উপদেশ নিয়ে আসলেন যে, ভবিষ্যতের কোন বিষয়ে 'ইনশাআল্লাহ' ব্যতিরেকে ওয়াদা করা উচিত নয়। ভুলে গেলে পরে মনে করে বলে নেওয়া চাই। তারপর বলা হয়েছে যে, আশা রাখ যে, আল্লাহ্ তোমার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করবেন, অর্থাৎ কখনও ভুলবে না (মূযিহুল-কুরআন)। অথবা আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা অপেক্ষা

(٢٥) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝

(٢٦) قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ۭ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۡ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ۝

২৫. তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছিল তিনশ' বছর এবং তার উপর আরও নয় বছর।[২৬]

২৬. বল, আল্লাহ্ই ভাল জানেন তারা কতকাল অবস্থান করেছিল। আসমান ও যমীনের গুপ্ত রহস্য তাঁরই কাছে। কি বিস্ময়কর দ্রষ্টা ও শ্রোতা তিনি![২৭] তিনি ছাড়া বান্দাদের উপর কোন অভিভাবক নেই এবং স্বীয় কর্তৃত্বে তিনি শরীক করেন না কাউকে।[২৮]

আরও আশ্চর্য পন্থায় আল্লাহ্ তোমাকে হিফাযত ও সাফল্যমণ্ডিত করবেন। যেমন ছাওর পাহাড়ের গুহায় করেছিলেন। কিংবা আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা অপেক্ষা আরও বেশী বিস্ময়কর ঘটনা তোমার মুখে বর্ণনা করাবেন।

আসহাবে কাহ্ফ কতকাল ঘুমে ছিলেন?

২৬. তারা সৌর বছরের গণনা অনুযায়ী পূর্ণ তিনশ' বছর গুহায় নিদ্রিত থাকে। আর চান্দ্রবর্ষ হিসাবে নয় বছর বেশী। (দিন-মাসের ভাংতি হিসাব করা হয়নি। কিংবা তিনশ' বছরের পর ঘুম থেকে খানিকটা চৈতন্য ফিরে এসেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিদ্রায় ঢলে পড়ে। এভাবে আরও নয় বছর কেটে যায়। কোন কোন 'আলিমের মত, এ তিনশ' নয় বছর দ্বারা তাদের জাগ্রত হওয়ার পর প্রিয়নবী (সা.)-এর যুগ পর্যন্ত সময়কালকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের সংগে দেখা-সাক্ষাতের পর আবার ঘুমিয়ে পড়ে, যার মেয়াদকাল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় পর্যন্ত এই পরিমাণ দাঁড়ায়।

একটি রসাত্মক ঘটনা

আমাদেরই কালে 'জায়শোয়ান' প্রদেশের এক ব্যক্তির বর্তমান বয়স দু'শ বাহান্ন বছর। হালে সে চব্বিশতম শাদী করেছে।

২৭. ঘুমের ভেতর কতকাল কাটিয়েছিল এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন কথা বলেন। সঠিক কথা সেটাই যা আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। আসমান-যমীনের যাবতীয় গুপ্ত রহস্য তিনিই জানেন। কোন জিনিসই তাঁর দৃষ্টির অগোচর নয়।

২৮. অর্থাৎ যেমন তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী, তেমনি তাঁর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আসমান-যমীনের অলক্ষ্য জ্ঞানে যেমন তাঁর শরীক নেই, তেমনি তাঁর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারেও হতে পারে না কেউ হিস্সাদার।

(٢٧) وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ○

(٢٨) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ○

২৭. তুমি পাঠ কর তোমার প্রতি তোমার রব্বের কিতাব হতে যা ওহী হয়েছে। তাঁর কথাকে পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁকে ভিন্ন তুমি কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।[২৯]

২৮. তুমি নিজেকে তাদের সংগে বেঁধে রাখ, যারা তাদের রব্বকে ডাকে সকাল-সন্ধ্যায়, তাঁর সন্তুষ্টির কামনায়[৩০] এবং তোমার চোখ যেন তাদের ছেড়ে ছুটে না যায় পার্থিব জীবনের শোভা সন্ধানে।[৩১] এবং তুমি তার কথা শুনো না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ হতে গাফিল করে দিয়েছি এবং যে নিজ খেয়াল-খুশীর পিছু ধাওয়া করে। তার কাজই হচ্ছে সীমালংঘন করা।[৩২]

---

২৯. পূর্বে আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল- فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا (সাধারণ আলোচনা ছাড়া তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করো না এবং এদের কাউকে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করো না) অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে বেশী মাথা ঘামানো উচিত নয়। তুমি স্বীয় পদমর্যাদাগত কর্তব্য আদায়ে মশগুল থাক। অর্থাৎ যেই পূর্ণাঙ্গ, অনর্থক-বিষয়-রহিত, প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ও সন্তোষজনক কিতাব তোমার প্রতিপালক তোমাকে দান করেছেন তা পড়ে শোনাতে থাক। আল্লাহ্ এতে যেসব কথা বলেছেন এবং যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা বদলাতে বা টলাতে কিংবা ভুল প্রমাণ করতে পারে এমন কোন শক্তি নেই। যদি কেউ এসব কথা বদলানোর চেষ্টা করে বা কিতাবের হক আদায়ে অবহেলা করে, তবে সে যেন মনে রাখে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে বাঁচার জন্য অপরাধীর আশ্রয় গ্রহণের কোন জায়গা নেই। হাঁ, অনুগত বান্দাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাঁর রহমত অতি প্রশস্ত। লক্ষ্য করে দেখ, আসহাবে কাহ্‌ফ আল্লাহ্‌র কথার উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থেকেছিল। ফলে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে কেমন ভাল জায়গা তাদেরকে দান করলেন।

সাহাবায়ে কিরামের মাহাত্ম্য

৩০. অর্থাৎ তার দর্শন ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় পরম নিষ্ঠার সংগে সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকে। যিকির-আযকার করে, কুরআন তিলাওয়াত করে, সালাত আদায়ে যত্নবান থাকে, হালাল-হারাম বেছে চলে এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ের হক আদায়ে সচেষ্ট

থাকে, যদিও পার্থিব বিচারে তারা মর্যাদাবান ও অর্থশালী নয়। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত ছিলেন হযরত 'আম্মার (রা.), সুহায়ব (রা.), বিলাল (রা.), ইব্ন মাসঊদ (রা.) প্রমুখ। এরূপ নিষ্ঠাবান মু'মিনদেরকে স্বীয় সাহচর্য ও সান্নিধ্য-সুধা আহরণ করতে দিন। কারও কথায় যেন তাদেরকে স্বীয় মজলিস হতে পৃথক করে না দেন।

৩১. অর্থাৎ এই নিরীহ দুর্দশাগ্রস্ত মুখলিসদেরকে ছেড়ে এইসব দাম্ভিক বড় বড় দুনিয়াদারদের দিকে এই উদ্দেশ্যে তাকাবেন না যে, তারা মুসলিম হয়ে গেলে দীন ইসলামের শোভা খুব বৃদ্ধি পেত। ইসলামের প্রকৃত ইয্যত ও শোভা বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য ও সোনা-রূপার ছড়াছড়িতে নয়, বরং মযবূত ঈমান ও তাকওয়া এবং সুমহান চরিত্রের মাঝে নিহিত। দুনিয়ার টিপটপ অবস্থা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, ছায়ার মত তার বিলুপ্তি অনিবার্য। তাকওয়া ও আল্লাহ্র সংগে সম্পর্কই হচ্ছে সেই পরম ধন, যার কোন লয়-ক্ষয় নেই। সুতরাং আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা দ্বারা আল্লাহ্-প্রেমিক ও দুনিয়া-সন্ধানী উভয়ের পরিণাম স্পষ্ট হয়ে গেছে।

ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধনী-গরীবের পার্থক্য নেই

৩২. অর্থাৎ যাদের অন্তর পার্থিব ভোগ-বিলাসের নেশায় মত্ত হয়ে আল্লাহ্র স্মরণ হতে গাফিল এবং সবসময় প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশীর অনুসরণে মশগুল থাকে, আল্লাহ্র আনুগত্যে পশ্চাৎপদতা ও প্রবৃত্তি পূজার ক্ষেত্রে অগ্রগামিতাই যাদের চরিত্র, এরূপ মাতাল গাফিলদের কথায় আপনি কান দেবেন না, তা বাহ্যত তারা যত বিত্তবান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালীই হোক না কেন।

বর্ণিত আছে, কুরায়শ বংশীয় কতিপয় মোড়ল প্রিয়নবী (সা.)-এর কাছে প্রস্তাব রেখেছিলা যে, এই নীচ শ্রেণীর লোকগুলোকে দূর করে দিন, যাতে মান্যগণ্য লোক আপনার কাছে বসতে পারে। নীচ বলেছিল দরিদ্র মুসলিমগণকে এবং মান্যগণ্য বলেছিল বিত্তবান কাফিরদেরকে। হয়ত প্রিয়নবী (সা.)-এর মনে খেয়াল এসে থাকবে, কিছুক্ষণের জন্য দরিদ্র মুসলিমগণকে আলাদ করে দিলে অসুবিধা কী? তারা তো পাক্কা মুসলিম। কিয়ামতের দিকে লক্ষ্য করে ব্যথিত হবে না। অথচ এ অবস্থায় এই ঐশ্বর্য-মত্ত শ্রেণী দীনে ইসলাম কবূল করে নেবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। বলা হয়েছে যে, আপনি কখনো ওই দাম্ভিক শ্রেণীর কথা শোনবেন না। তাদের এই বেহুদা ফরমায়েশই প্রমাণ করে তাদের মধ্যে প্রকৃত ঈমান গ্রহণের যোগ্যতা নেই। কাজেই কাল্পনিক লাভের খাতিরে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের মর্যাদা উপেক্ষা করা হবে কেন? তাছাড়া, ধনী-নির্ধনের সংগে এই ব্যবহারিক প্রভেদ দেখে সাধারণ লোকের অন্তরে নবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধা ও সন্দেহ সৃষ্টিও অসম্ভব নয়। আর সেক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী হবে যে, এই গুটিকতক উন্নাসিক লোকের ইসলাম গ্রহণ না করার ক্ষতি তার সামনে কিছুই নয়।

(২৯) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۗ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ ۗ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ○

(৩০) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ○

(৩১) اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۗ نِعْمَ الثَّوَابُ ۗ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ○

২৯. বল, তোমাদের রব্বের পক্ষ হতে এটা সত্য। সুতরাং যার ইচ্ছা মানুক এবং যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।[৩৩] আমি অপরাধীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি আগুন, যার বেষ্টনী[৩৪] তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। তারা পানি চাইলে পাবে পুঁজের মত পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে ফেলবে। কী নিকৃষ্ট পানীয় এবং কী নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।[৩৫]

৩০. নিশ্চয়ই যারা ইয়াকীন-বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তো আমি নষ্ট করি না তার কর্মফল, যে ভাল কাজ করে।[৩৬]

৩১. এমন লোকদের জন্য রয়েছে বসবাসের উদ্যান, যার তলদেশে বয়ে চলে নদী-নালা। তাদেরকে সেখানে পরানো হবে সোনার কাঁকন[৩৭] আর পরিধান করবে পাতলা ও মোটা সবুজ রেশমী বস্ত্র[৩৮] –এই অবস্থায় যে, তার ভেতর তারা আসীন থাকবে সিংহাসনে। কী উৎকৃষ্ট প্রতিদান এবং কত সুন্দর আরাম![৩৯]

---

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সত্য কথা শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। কে মানল, কে মানল না তার কোন পরোয়া আল্লাহ্‌র নেই। না মানলে যে ক্ষতি হবে, সে তোমাদেরই হবে। মান্য ও অমান্যকারী উভয় শ্রেণী নিজ নিজ পরিণাম যেন ভেবে দেখে, যা সামনে বর্ণিত হচ্ছে। দুনিয়ার ঠাট-বাট নিতান্তই তুচ্ছ ও দু'দিনের খেলা। এর সার্থকতা কেবল তখনই, যখন এটা আখিরাতে সাফল্য লাভের উপায় হবে। সেখানে পার্থিব মান-মর্যাদা কোন কাজে আসবে না। বরং যারা এখানে দুরবস্থায় ছিল, তাদের অনেকেই সেখানে আরাম-আয়েশে থাকবে।

৩৪. সেসব বেষ্টনীও হবে আগুনের।

৩৫. অর্থাৎ আগুনের প্রচণ্ড তাপে যখন পিপাসা লাগবে, পানি পানি বলে চিৎকার করবে। আর তাদেরকে তেলের গাদ কিংবা পুঁজের মত পানীয় পান করতে দেওয়া হবে। তা এতই গরম থাকবে যে, মুখে নেওয়া মাত্র সারাটা চেহারা ঝলসে যাবে।

(৩২) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
أَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ○

৩২. এবং তাদের কাছে বর্ণনা কর দু'জন লোকের দৃষ্টান্ত,[৪০] যাদের একজনকে দিয়েছি খেজুর-বীথি বেষ্টিত দু'টি আংগুরের বাগান। তার মাঝখানে রেখেছি শস্যক্ষেত্র।[৪১]

---

৩৬. অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম পুণ্য ও বিফল যাবে না। পুরাপুরি বদলা দেওয়া হবে।

৩৭. এভাবে দেখিয়ে দেওয়া হবে প্রকৃত ধনী ও স্থায়ী ঐশ্বর্যমণ্ডিত কারা। কঙ্কণ, রেশমী বস্ত্র এবং জান্নাতের অপরাপর নিআমতের যথাযত ধারণা আমরা দুনিয়ায় বসে লাভ করতে পারবনা, কেননা সেখানকার পূর্ণাঙ্গ কোন দৃষ্টান্ত আমাদের মানসলোকে উপস্থিত নেই।

৩৮. সম্ভবত অন্তর্বাস হবে মোটা রেশমের এবং বহির্বাস হবে পাতলা রেশমের। কুরআন মাজীদের এক আয়াত দ্বারাও এর ইংগিত পাওয়া যায়, ইরশাদ হয়েছে– وَبَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ 'তার অন্তর্ভাগ হবে পুরু রেশমের' (৫৫ ঃ ৫৪)। অথবা উভয় প্রকার পোশাক পৃথকভাবে ব্যবহৃত হবে।

মূযিহুল-কুরআনে আছে, হযরত বলেন, স্বর্ণালংকার ও রেশমী বস্ত্র পুরুষদের জন্য জান্নাতে প্রস্তুত আছে। যদি কেউ দুনিয়ায় এগুলো ব্যবহার কর, তবে সেখানে পাবে না।

৩৯. অর্থাৎ পালঙ্কের উপর তাকিয়া মসনদ লাগিয়ে অত্যন্ত ইয্যত ও আরামের সংগে বসা থাকবে।

ধনী কাফির ও গরীব মু'মিনের একটি দৃষ্টান্ত

৪০. এখানে ধনী কাফির ও গরীব মু'মিনের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা দুনিয়ার অস্থায়িত্ব, কুফর ও অহংকারের অশুভ পরিণাম এবং ঈমান ও তাকওয়ার সুফল তুলে ধরা হয়েছে। যে দু'জন লোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, তারা কি আসলেই ছিল, না কি কেবল বুঝানোর জন্য একটা উদাহরণ পেশ করা হয়েছে? উলামায়ে কিরাম থেকে দুটো মতই পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা যাই হোক, দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য সর্বাবস্থায়ই সাধিত হয়।

৪১. অর্থাৎ তার আংগুরের দুটো বাগান ছিল। তার চারপাশের বেষ্টনী দেওয়া হয়েছিল খেজুর গাছ লাগিয়ে। উভয় বাগানের মাঝখানে খোলা জমি ছিল। তাতে ফসলের চাষ করা হত, যাতে এভাবে শস্য ও ফল উভয়ই ঘরে তুলতে পারে।

(٣٣) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ۙ
(٣٤) وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ۙ
(٣٥) وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ۙ

৩৩. উভয় বাগানই ফলবান হয় ও তা থেকে কিছুই হ্রাস করে না।[৪২] আমি সে দুটোর ফাঁকে ফাঁকে নহর প্রবাহিত করে[৪৩] দিয়েছি।
৩৪. সে ফল লাভ করল।[৪৪] তারপর নিজ সাথীকে কথা প্রসঙ্গে বলল, তোমার চেয়ে আমার ধন-সম্পদ ও সম্মানী লোক বেশী।[৪৫]
৩৫. সে তার বাগানে গেল এমতাবস্থায় যে, সে তার নিজের উপর যুলুম করছিল। সে বলল, আমার মনে হয় না এ বাগান কখনও ধ্বংস হবে।[৪৬]

---

৪২. অর্থাৎ এমন নয় যে, একটিতে ফল ধরল অন্যটিতে ধরল না বা একটি গাছে প্রচুর ফল আসল, অন্যটিতে কম।

৪৩. অর্থাৎ বাগানের ফাঁকে ফাঁকে নালা দিয়ে নদীর পানি প্রবাহিত হচ্ছিল, যাতে দৃশ্য থাকে মনোরম এবং বৃষ্টি না হলে পানির অভাবে গাছ শুকিয়ে না যায়।

৪৪. অর্থাৎ যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করল তার আশাতীত ফল পেল। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যাবতীয় উপকরণ তার হস্তগত হল। সেই সংগে বিয়ে-শাদী করে প্রচুর সন্তান-সন্ততি লাভ করল। এভাবে তার সমৃদ্ধি পরিপূর্ণ হল ষোল আনায়।

ধনজন-মদে মত্ত কাফির যা বলে

৪৫. অর্থাৎ তোমার চেয়ে আমার ধন ও জনশক্তি ঢের বেশী। আমার অনুসৃত শিরকের পথ যদি ভ্রান্ত হত, তবে কি এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমি লাভ করতাম? লোকটি যে মুশরিক ছিল তার প্রমাণ এই খেদোক্তি, যা মুসীবত আসার পর তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল। সে বলেছিল- يَا لَيْتَنِىْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّىْ اَحَدًا 'হায়! আমি যদি আমার রব্বের সংগে কাউকে শরীক না করতাম'। বুঝা যাচ্ছে তার গরীব সংগী, যিনি পাক্কা তাওহীদপন্থী ছিলেন, তাকে শিরক ছেড়ে তওবা করার উপদেশ দিচ্ছিলেন এবং দাবী করেছিলেন যে, শির্‌ক বাতিল। তার জওয়াবে এ কাফির বলল, ধন-জন সবদিক থেকেই তো আমি তোমার উপরে। এটা কী করে বিশ্বাস করতে পারি যে, আমি বাতিল আর তোমার মত পথের ফকীর সত্য-সঠিক পথের অনুসারী?

৪৬. অর্থাৎ সে শিরকে লিপ্ত ছিল। অহংকার-অহমিকার নেশায় সে বুঁদ হয়ে ছিল, অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করত। আল্লাহ্‌র কুদরত ও মহিমা- গৌরবের উপর তার চোখ

(٣٦) وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۝
(٣٧) قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ۝
(٣٨) لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا ۝

৩৬. আমি মনে করি না কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর যদি কখনও আমি আমার রব্বের কাছে প্রত্যানীত হইও, তবে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট পুরস্কার সেখানে গিয়েও পাব।[৪৭]

৩৭. অন্যজন তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল, তুমি কি অস্বীকার করছ তাঁকে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর বীর্য থেকে, এরপর তোমাকে পরিণত করেছেন পূর্ণাঙ্গ মানবে?

৩৮. কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহ্‌ই আমার রব্ব, এবং আমি কাউকে আমার রব্বের শরীক বলে স্বীকার করি না।[৪৮]

পড়ত না। আগামীতে কী পরিণাম হবে তা সে বুঝতেই চেষ্টা করত না। এই বাগানই ছিল তার জান্নাত। মনে করত এ সুখ তার চিরস্থায়ী।

৪৭. অর্থাৎ এখন তো সুখেই কেটে যাচ্ছে। আমি এমন সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গ্রহণ করে রেখেছি যে, আমি আমার জীবনে এ বাগান ধ্বংস হওয়ার কোন আশংকা বোধ করি না। বাকি থাকল মৃত্যুর পরের ব্যাপার। তা আমি তো বিশ্বাস করি না মৃত্যুর পর ছিন্নভিন্ন হাড়গোড় পুনরায় জীবন লাভ করবে এবং আমাদেরকে আল্লাহ্‌র আদালতে হাযিরা দিতে হবে। যদি এমন হয়ই, তবে এখানকার চেয়ে আরও উত্তম জীবন সেখানে আমারই হবে নিঃসন্দেহে। কেননা, আমার কর্মপন্থা আল্লাহ্‌র পসন্দ না হলে তিনি এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমাকে দেবেন কেন? আমার এই প্রাচুর্যই প্রমাণ করছে সেখানেও 'আয়েশী জীবন আমারই হবে।

মু'মিন ব্যক্তির উত্তর

৪৮. অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌ তোমার আদি পিতা আদমকে নিষ্প্রাণ মাটি দ্বারা তারপর তোমাকে ভূমিজ ফল-ফসলের সারাংশ ও এক ফোঁটা নাপাক পানি দ্বারা সৃষ্টি করে জীবাত্মা ও রূহানী শক্তি সঞ্চারণের মাধ্যমে এক শক্ত-সমর্থ মানুষে পরিণত করেছেন, তাঁরই সম্বন্ধে তোমার বিশ্বাস তোমার মৃত্যুর পর তিনি তোমাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন না? অথবা কেড়ে নিতে পারবেন না প্রদত্ত নিআমত? আমার বিশ্বাস এটা নয়। বরং আমার এ প্রত্যয় আছে যে, তিনি একাই আমাদের রব্ব। তাঁর কোন শরীক নেই। কাজেই তাঁর আদেশ ও ইখতিয়ারের সামনে কেউ টুঁ শব্দটিও করতে পারবে না।

(৩৯) وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ۝

(৪০) فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۝

(৪১) اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ۝

(৪২) وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ۝

৩৯. তুমি যখন নিজ বাগানে আসলে, তখন কেন বললে না আল্লাহ্ যা চান তাই হয়, আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি ছাড়া কারও কোন শক্তি নেই[৪৯] –যদিও তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চেয়ে নীচেই দেখ।

৪০. আশা করি আমার রব্ব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম কিছু আমাকে দান করবেন[৫০] এবং ওই তোমার বাগানের উপর আকাশ থেকে পাঠাবেন এক ঝাপটা লু', ফলে সকাল বেলা তা পরিণত হবে এক শূন্য প্রান্তরে।

৪১. অথবা সকালে তার পানি হয়ে থাকবে শুষ্ক, এরপর তুমি আর তা খুঁজে আনতে পারবে না।[৫১]

৪২. তারপর তার সমুদয় ফল গুটিয়ে নেওয়া হল, পরে সে তাতে যে অর্থ ব্যয় করেছিল সেজন্য হাত কচলাতে লাগল।[৫২] আর তা মাচানসহ থুবড়ে পড়ে রয়েছিল।[৫৩] সে বলতে লাগল, হায়। আমি যদি কাউকে স্বীয় রব্বের শরীক না বানাতাম।[৫৪]

---

৪৯. অর্থাৎ ধন-সম্পদ তো আল্লাহ্‌র নিআমত। অহঙ্কার করে কুফরী করলে বিপদ আসে। উচিত তো ছিল বাগানে প্রবেশকালে- مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا -এর স্থলে مَاشَاءَ اللّٰهُ لَاقُوَّةَ الاَّ بِاللّٰه বলা। অর্থাৎ আল্লাহ্ যা চান তাই দান করেন। আমাদের যা-কিছু শক্তি-সামর্থ্য তা তাঁরই দেওয়া। তিনি ইচ্ছা করলে নিমিষে সব কেড়ে নিতে পারেন। হাদীছে আছে, সংসারে সচ্ছলতা পরিলক্ষিত হলে তখন বলা উচিত– مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰه

৫০. তা দুনিয়াতেই হোক কিংবা আখিরাতে।

৫১. অর্থাৎ খরতপ্ত লু হাওয়ার এক ঝাপটা আসবে কিংবা আসমান হতে অবতীর্ণ হবে অন্য কোন মুসীবত, তোমার দর্প-অহংকারের শাস্তিস্বরূপ যা বাগানকে লণ্ডভণ্ড করে খাঁ খাঁ মাঠে পরিণত করবে। কিংবা নদী-নালার পানি যাবে শুকিয়ে। পরে শত চেষ্টায়ও তা জারী হবে না।

৫২. অর্থাৎ আক্ষেপে হাত কচলাতে থাকল।

(٤٣) وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ
مُنْتَصِرًا ۝
(٤٤) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ۝
(٤٥) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

৪৩. আল্লাহ্ ছাড়া সাহায্য করার মত কোন দল তার হল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হল না।[৫৫]

৪৪. এক্ষেত্রে সমস্ত ইখতিয়ার পরম সত্য আল্লাহ্র। তাঁরই পুরস্কার উত্তম এবং তাঁরই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রেয়।[৫৬]

৪৫. তাদের কাছে বর্ণনা কর পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত, যেমন আমি পানি বর্ষণ করি আকাশ থেকে। পরে তার কারণে মিলেমিশে গজিয়ে উঠে ভূমিজ উদ্ভিদ। পরবর্তীতে তা হয়ে যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ, যা উড়িয়ে নেয় বাতাসে।[৫৭] আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।[৫৮]

---

৫৩. হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, শেষ পর্যন্ত পুণ্যবান লোকটির মুখ থেকে যা বের হয়েছিল, তার বাগানের সে দশাই ঘটল। রাত্রে আগুন আকারে আসমানী গযব নাযিল হল। গোটা বাগান পুড়ে ভস্মস্তূপে পরিণত হল। লাভের আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল, কিন্তু আম তো গেলই ছালাও গেল।

৫৪. কিন্তু এখন আক্ষেপে কী লাভ। যখন হাতে আর কিছুই নেই। তা ছাড়া, এ আফসোস আদৌ আল্লাহ্র ভয়ে ছিল না, বরং পার্থিব ক্ষতি হয়ে গেল এটাই ছিল মূল কথা।

৫৫. অর্থাৎ না পার্টি কাজে আসল, না সন্তান-সন্ততি। যেই কাল্পনিক দেব-দেবীদেরকে আল্লাহ্র শরীক স্থির করেছিল, তারাও কোন উপকার করতে পারল না। তার নিজেরও সেই শক্তি ছিল না, যা দিয়ে আল্লাহ্র আযাব প্রতিহত করতে কিংবা কোনরূপ প্রতিশোধ নিতে পারত।

৫৬. অর্থাৎ তিনি যে কাজের যে বদলা কাউকে দান করেন সেটাই ঠিক।

ইহকালে, পরকালে সর্বত্র নিরঙ্কুশ শক্তি তাঁরই। তাঁর ইচ্ছাই চলে। তাঁর ফয়সালায় হস্তক্ষেপ করার সাধ্য নেই কারও।

পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত

৫৭. অর্থাৎ দুনিয়ার অস্থায়ী বাহার এবং নশ্বর ও দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু চাকচিক্যের দৃষ্টান্ত এরূপ মনে কর যে, শুকনো মরা জমিতে বৃষ্টির পানি পড়ল, সহসা তাতে প্রাণ সঞ্চার হল। বিভিন্ন রকমের তরুলতা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হল। সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখে মানুষের চোখ জুড়াল। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই হলুদ হয়ে গেল। ক্রমে

(٤٦) اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ○

(٤٧) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ○

৪৬. সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং তোমার প্রতিপালকের কাছে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ প্রতিদান হিসাবে উত্তম এবং আশা-ভরসা হিসাবে শ্রেষ্ঠ।[৫৯]

৪৭. এবং যেদিন আমি পাহাড় পরিচালিত করব এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত প্রান্তর[৬০] এবং আমি তাদেরকে একত্রে ডাকব, তারপর তাদের মধ্য থেকে একজনকেও ছাড়ব না।[৬১]

শুকিয়ে যেতে লাগল। শেষমেশ এমন এক সময় আসল, যখন তা কেটেছেঁটে সমান করে ফেলা হল। তারপর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বাতাসে উড়ে যেতে লাগল। পার্থিব জীবনের এই যে নয়ন-ভোলানো, চিত্তহারীরূপ, সে তো এরই মত। কিছুদিনের জন্য বেশ সবুজ-সজীব মনে হয়। পরিশেষে সব চূর্ণ হয়ে বাতাসে উড়ে যায়। এবং একদিন এমন আসবে যখন সব কেটে-কুটে শূন্য প্রান্তর বানিয়ে ফেলা হবে। যেমন সামনে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً 'এবং স্মরণ কর, যেদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত প্রান্তর।"

৫৮. অর্থাৎ আবার যখন ইচ্ছা সজীব করতেও পারেন (মূযিহুল-কুরআন) কিংবা গজিয়ে তোলা ও চূর্ণ করে উড়িয়ে দেওয়া সব তাঁরই ইখতিয়ারাধীন।

স্থায়ী সৎকর্ম

৫৯. অর্থাৎ মৃত্যুর পর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসে না। সেখানে শুধু সেই সৎকর্মই উপকার দেয়, যার ক্রিয়া ও ছওয়াব ভবিষ্যতে স্থায়ী থাকে। হাদীছে বলা হয়েছে- **سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولاقوة الا بالله** -এ শব্দগুলো স্থায়ী সৎকর্ম। এর দ্বারা কেবল একটা উদাহরণ দেওয়াই উদ্দেশ্য। নতুবা সর্বপ্রকার সৎকর্মই এর অন্তর্ভুক্ত।

মূযিহুল-কুরআনে আছে, স্থায়ী সৎকর্ম হচ্ছে, 'ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া, যা জারী থাকে, কোন উৎকৃষ্ট প্রথা চালু করা, মসজিদ, পানির কুয়া, সরাইখানা ইত্যাদি নির্মাণ, ক্ষেত-খামার, বাগান ইত্যাদি ওয়াক্‌ফ করা, আদব-কায়দা শিখিয়ে সুসন্তান রেখে যাওয়া। এগুলো এমন কর্ম, যার কারণে আল্লাহ্‌র কাছে উৎকৃষ্ট বদলা পাওয়া যেতে পারে।

(৪৮) وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ۖ لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ
بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۝
(৪৯) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ
يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا
أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

৪৮. তারা উপস্থিত হল তোমার রব্বের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে। তোমরা তো আমার কাছে এসে গেছ, যেমন আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম প্রথমবার। না, তোমরা তো বলতে, আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুতি নির্ধারিত করব না।[৬২]

৪৯. আর সামনে রাখা হবে নথি-পত্র। তাতে যা আছে সে জন্যে তুমি তাদেরকে দেখবে ভীত-সন্ত্রস্ত।[৬৩] এবং তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ! এ কেমন দস্তাবেয। এমন কোন ছোট-বড় বিষয় নেই যা এতে এসে যায়নি! তারা যা কিছু করেছিল, তা সামনে পেয়ে যাবে।[৬৪] এবং তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি যুলুম করবেন না।[৬৫]

এবং মানুষ পারে এর ভিত্তিতে অন্তরে ভাল আশা পোষণ করতে। দুনিয়ার নশ্বর ও ক্ষয়িষ্ণু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর ভিত্তি করে লম্বা-চওড়া আশা করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়।

৬০. অর্থাৎ যখন কিয়ামত আসবে, তখন পাহাড়ের মত মযবূত ও কঠিন সৃষ্টিকেও স্থানচ্যুত ও সঞ্চালিত করা হবে। এমন কি তার বিশালাকার পাথরের টুকরাগুলো ধুনো তুলোর মত শূন্যে উড়তে থাকবে। মোদ্দা কথা, উঁচু সবকিছু ধূলিসাৎ করে ভূ-পৃষ্ঠকে খোলা সমতলে পরিণত করা হবে।

৬১. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদালতে কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

৬২. পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদেরকে ভর্ৎসনা করে বলা হবে, তোমরা তো কিয়ামত ইত্যাদিকে অসম্ভব মনে করতে। আজ দলবল, সাজসরঞ্জাম সব ছেড়ে-ছুঁড়ে নিঃসম্বল ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় এ কোথায় এসেছ?

'যেমন সৃষ্টি করেছিলাম প্রথমবার'-এর দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, দেহে কোন যখম বা অংগের কমতি ইত্যাদি থাকবে না। হাদীছে আছে, হাশরের ময়দানে মোট একশ' বিশটি সারি হবে। তার মধ্যে আশিটি হবে উম্মতে মুহাম্মাদীর।

৬৩. অর্থাৎ প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দিয়ে দেওয়া হবে। তাতে গুনাহের ফিরিস্তি পড়ে অপরাধীরা ভয়ে কেঁপে উঠবে যে, না জানি আজ কী রকম শাস্তি ভোগ করতে হয়।

(৫০) وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۭ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَاۗءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۭ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ۝

৫০. এবং যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল, এক ইবলীস ছাড়া। সে ছিল জিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত। সে স্বীয় রব্বের আদেশ লংঘন করল। তবে কি এখন তোমরা আমাকে ছেড়ে তাকে ও তার আওলাদকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ, অথচ সে তোমাদের শত্রু? যালিমরা নিকৃষ্ট বদলাই পেল।[৬৬]

---

৬৪. অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি কর্ম চোখের সামনে দেখা যাবে। ছোট-বড় পাপ-পুণ্য সমস্তই আমলনামায় লিপিবদ্ধ পাবে।

৬৫. 'অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ' এ অর্থে তো আল্লাহ্‌র দরবারে যুলুমের প্রশ্নই আসে না। কারণ, সমস্ত মাখলুক তাঁরই মালিকানাধীন। এমনকি বাহ্য দৃষ্টিতে যাকে যুলুম ও অনুচিত মনে করা হয় সেটাও তাঁর দ্বারা হয় না। তিনি কাউকে অন্যায়ভাবে ধর-পাকড় করেন না এবং কারও মামুলী পুণ্যও নিষ্ফল যেতে দেন না। বরং স্বীয় অপার হিকমত অনুযায়ী পাপ-পুণ্যের প্রতিটি বৃক্ষে তিনি এমন ফলই ধরান, যা তার জাতিগত প্রকৃতির চাহিদা।

گندم از گندم بروید جوز جو * از مکافات عمل غافل مشو

'গম থেকে গম ও যব থেকে যবই জন্মায়, সুতরাং 'যেমন কর্ম তেমন ফল' নীতিকে ভুলে যেয়ো না।

নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টা কুফ্‌র ও ঈমান এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার মাঝে ঠিক সেই রকমের স্বভাবধর্ম ও ক্রিয়াই নিহিত রেখেছেন, যেমনটি রেখেছেন বিষ ও বিষ নাশকের মাঝে। আখিরাতে ভাল-মন্দের এসব স্বভাবধর্ম ও ক্রিয়া প্রকাশ্যভাবে সামনে এসে যাবে।

আজন্ম শত্রু শয়তানকে মানুষের কী চোখে দেখা উচিত

৬৬. এটাই সঠিক যে, ইবলীস ছিল জিন্ন জাতির। ইবাদত-বন্দেগী করতে করতে ফেরেশতাদের মধ্যে শামিল হয়ে গিয়েছিল। এ জন্যই ফেরেশতাদের প্রতি লক্ষ্য করে যে আদেশ দেওয়া হয় সেটা তার উপরও বর্তায়। এ সময় তার আসল চরিত্র ফুটে উঠে। অহংকার বশে সে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-আনুগত্যের সীমা হতে বের হয়ে যায়। সে আদমের সামনে সিজদা করাকে নিজের জন্য অবমাননাকর মনে করেছিল। তাজ্জবের কথা, আজ আদমের আওলাদ স্বীয় প্রতিপালকের স্থলে আজন্ম শত্রু ও তার

(৫১) مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ○

৫১. আমি তাদেরকে আসমান-যমীনের সৃজন দেখাইনি এবং তাদের নিজেদের সৃজনও নয়। আমি এমন নই যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে স্বীয় সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করব।[৬৭]

আওলাদ-অনুগামীদেরকে নিজ বন্ধু ও শুভাকাংক্ষীরূপে গ্রহণ করছে। তাদেরকে মনে করছে আসল সাহায্যকারী। এর চেয়ে বড় যুলুম ও অবিচার কী হতে পারে? পূর্বে এ ঘটনা কয়েক জায়গায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখানে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, নশ্বর দুনিয়ায় ঠাটবাটে আত্মহারা হয়ে আখিরাতকে ভুলে বসা শয়তানের ধোঁকা ও প্ররোচনারই ফল। তার ইচ্ছা, যাতে আমরা আমাদের আসল পৈতৃক ভিটা জান্নাতে ফিরে যেতে না পারি। দোস্ত বনে দুশমনী করাই তার লক্ষ্য। মানুষের উচিত এমন ধূর্ত দুশমন সম্পর্কে সতর্ক থাকা। যে সব লোক পার্থিব ভোগ-সামগ্রী পেয়ে অহংকারী হয়ে দুর্বলদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং নিজেদেরকে ভাবে অনেক উপরের সারির, আসলে তারা অহংকার-অহমিকায় অভিশপ্ত শয়তানেরই পদাঙ্কানুসরণ করছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কোন কোন রিওয়ায়াতে ইবলীসকে ফেরেশতাদের জাতিভুক্ত দেখানো হয়েছে। ইব্‌ন কাছীর (র.) সেগুলো উদ্ধৃত করে বলেছেন, এসব রিওয়ায়াতের অধিকাংশই ইসরাঈলী, যেগুলো ভাল করে যাচাই-বাছাইয়ের পরই গ্রহণ করা উচিত। এর মধ্যে কিছু কিছু বিষয় তো নিঃসন্দেহে মিথ্যা। কেননা, কুরআন স্পষ্টতই তা অস্বীকার করে। এরপর ইব্‌ন কাছীর (র.) অত্যন্ত ওজস্বী ভাষায় ইসরাঈলী রিওয়ায়াত সম্পর্কে যে পর্যালোচনা করেছেন, তা পড়বার ও মনে রাখবার মত বিষয় বটে। দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়ার ভয়ে এস্থলে তা আমরা উদ্ধৃত করতে পারছি না।

৬৭. অর্থাৎ আসমান-যমীন সৃষ্টিকালে আমি এসব শয়তানকে ডাকিনি যে, একটু এসে দেখে যাও, ঠিকঠাক হয়েছে কি না। না বিশ্ব সৃষ্টিতে তাদের কোন পরামর্শ নেওয়া হয়েছে, আর না সাহায্য চাওয়া হয়েছে। বরং আসমান-যমীন সৃষ্টিকালে তো এদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তাদের নিজেদেরকেও সৃষ্টি করার সময় মতামত চাওয়া হয়নি যে, তোমাদেরকে কিভাবে বানাব এবং তোমাদের স্বজাতীয় অন্যদেরকে কী গঠন-প্রকৃতি দান করব। একটু এসে আমার সাহায্য করে যাও। আর অসম্ভবকে ধরে নিয়ে বলা যায়, যদি সাহায্য-সহযোগিতা নিতামও, তবে তা কি ওই দুর্ভাগাদের থেকে, যাদের সম্পর্কে আমি জানি যে, এরা মানুষকে আমার পথ হতে বিচ্যুত করবে? এই যখন অবস্থা, তখন মানুষ কিভাবে তাদেরকে রাবূবিয়াতের মর্যাদা দেয় এবং আসল রব্বকে ছেড়ে কী করে তাদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে? سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا 'যালিমরা যা বলে তা হতে আল্লাহ্ সমুচ্চ ও মহা মহিম।'

(٥٢) وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ
يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ○

(٥٣) وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا
عَنْهَا مَصْرِفًا ○

(٥٤) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ
اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ○

(٥٥) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ
اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ○

৫২. এবং যে দিন বলবেন, যাদেরকে আমার শরীক[৬৮] মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা ডাকবে, কিন্তু তারা তাদেরকে কোন জওয়াব দেবে না এবং আমি তাদের উভয়ের মাঝখানে করে দেব মরণস্থল[৬৯] বা মৃত্যুর সামান।

৫৩. পাপিষ্ঠরা দেখতে পাবে আগুন। তারা বুঝতে পারবে, সেখানে তাদের নিপতিত হতে হবে এবং সক্ষম হবে না তা থেকে পথ পরিবর্তন করতে।[৭০]

৫৪. নিশ্চয়ই আমি এ কুরআনে প্রতিটি দৃষ্টান্ত নানা রকম ভঙ্গিতে মানুষকে বুঝিয়েছি। বস্তুত মানুষ সব কিছু অপেক্ষা বেশী তর্কপ্রিয়।[৭১]

৫৫. মানুষের কাছে হিদায়াত এসে যাওয়ার পর কেবল এ প্রতীক্ষা তাদেরকে ঈমান আনা থেকে ও স্বীয় প্রতিপালকের কাছে পাপ মাফ করিয়ে নেওয়া থেকে বিরত রেখেছে যে, তাদের কাছে এসে পৌঁছুবে পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি কিংবা তাদের উপর আপতিত হবে সম্মুখ শাস্তি।[৭২]

---

৬৮. অর্থাৎ যাদেরকে আমার শরীক স্থির করেছিলে তাদেরকে ডাক, যাতে এই বিপদের সময় তোমাদের সাহায্য করতে পারে।

৬৯. তখন বন্ধুত্বের আসল চেহারা বের হয়ে পড়বে। সাহায্য করা তো দূরের কথা কেউ কারও কাছেই আসতে পারবে না। উভয়ের মাঝখানে বিশাল-ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ড অন্তরায়ের সৃষ্টি করবে (আল্লাহ্ আমাদেরকে তা হতে নিষ্কৃতি দিন)।

৭০. অর্থাৎ প্রথম দিকে হয়ত মার্জনা লাভের কিছুটা আশা থাকবে, কিন্তু জাহান্নাম দেখা মাত্রই সব আশা উবে যাবে। বুঝে ফেলবে এখন তাতে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। পালানোর কোন রাস্তা নেই।

৭১. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ কত রকম ভঙ্গি, দলীল-প্রমাণ ও উপমা-উদাহরণ দ্বারা সত্য কথা বুঝায়, কিন্তু মানুষ এতই হুজ্জতী যে, সে সহজ-সরল কথা নিয়েও তর্কে

(৫৬) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ
لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾
(৫৭) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّ
مَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ
وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ○

৫৬. আমি রাসূলগণকে কেবল সুসংবাদ দান ও ভীতি প্রদর্শনের জন্যই প্রেরণ করি।[৭৩] আর কাফিররা মেতে ওঠে মিথ্যা হুজ্জতে, তা দিয়ে সত্যকে টলিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।[৭৪] তারা আমার বাণীকে এবং যে ভীতি তাদেরকে প্রদর্শন করা হয়, তাকে পরিহাস রূপে গ্রহণ করেছে।[৭৫]

৫৭. তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যাকে বুঝানো হয়েছে তার রব্বের বাণী দ্বারা, কিন্তু সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং এর পূর্বে তার হাত যা-কিছু করেছে তা ভুলে গেছে?[৭৬] আমি তাদের মনের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যাতে তারা তা বুঝতে না পারে। আর তাদের কানে আছে কুলুপ। যদি তাদেরকে পথের দিকে ডাক, তবে কিছুতেই তারা আর কখনও পথে আসবে না।[৭৭]

মেতে ওঠে। যখন দলীল-প্রমাণের কোন জওয়াব দিতে পারে না, তখন শুরু করে দেয় আজব-অবান্তর ফরমায়েশ যে, অমুক জিনিস দেখাও তা হলে মানব।

৭২. অর্থাৎ এদের যিদ ও হঠকারিতা দৃষ্টে বলা যায় যে, কুরআনের মত মহিমান্বিত পথ-নির্দেশ পৌঁছে যাওয়ার পর ঈমান না আনা ও তাওবা না করার কোন যুক্তিসংগত কারণ তাদের কাছে নেই। এখন সত্য গ্রহণে এ ছাড়া আর কিসের অপেক্ষা থাকতে পারে যে, হয় আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মত এদেরকেও সমূলে ধ্বংস করে দেবেন কিংবা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করলেও তাদের চোখের সামনে নানা রকমের আযাব খাড়া করে দেবেন (ইবন কাছীর ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ থেকে এ রকমই বুঝা যায়)। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, তাদের এ ছাড়া আর কোন অপেক্ষা নেই যে, পূর্ববর্তীদের মত ধ্বংস হয়ে যাবে কিংবা কিয়ামতের আযাব চাক্ষুষ দেখবে।

৭৩. তাদের এ ক্ষমতা নেই যে, তোমরা চাইলেই বা তাদের ইচ্ছা হলেই আযাব এনে হাযির করবে।

৭৪. অর্থাৎ তারা চায় মিথ্যা তর্ক ও হুজ্জতবাজি করে সত্যের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেবে, মিথ্যার দাপট দিয়ে সত্যের কদমকে করে দেবে টলায়মান। কিন্তু এটা কখনই হবার নয়।

(৫৮) وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ
الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ○
(৫৯) وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم
مَّوْ

৫৮. তোমার রব্ব অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়াময়। তাদের কৃতকর্মের কারণে যদি তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তবে ত্বরান্বিত করতেন তাদের শাস্তি।[৭৮] কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুতি। তা থেকে সরে পড়ার কোন জায়গা তারা পাবে না।[৭৯]
৫৯. আর এই সব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা হয়ে গেছে যালিম। আর তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য নির্ধারিত করেছিলাম এক প্রতিশ্রুতি।[৮০]

---

৭৫. আল্লাহ্‌র কালাম নিয়ে ঠাট্টা করে এবং যেই আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়, তা নিয়ে পরিহাস করে।

৭৬. অর্থাৎ ভুলেও কখনও চিন্তা করে না, সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের যে সঞ্চয় তারা পরলোকে পাঠাচ্ছে তার শাস্তি কী?

৭৭. অর্থাৎ বাতিলের পক্ষে তাদের তর্ক-বিতর্ক এবং সত্যকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে আমি তাদের অন্তরে আবরণ ফেলে দিয়েছি এবং কানে ঢুকিয়ে দিয়েছি ছিপি। এখন সত্য শোনেও না, বোঝেও না। বিলকুল বিকৃত হয়ে গেছে তাদের প্রকৃতি। এখন কিভাবে সত্যের দিকে মনোযোগী হবে কিংবা পরিণতির চিন্তা করবে? এমন হতচ্ছাড়াদের পথে আসার কোন সম্ভাবনাই নেই।

৭৮. অর্থাৎ তাদের যা কার্যকলাপ তাতে শাস্তি আসতে এক মুহূর্তও বিলম্ব ঘটার কথা নয়। কিন্তু অন্তরায় হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম দয়া ও সহনশীলতা, যে কারণে তাদেরকে ধ্বংস করা হচ্ছে না। সর্বব্যাপী করুণার নির্দিষ্ট সময়-সীমা পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমা করে যাচ্ছেন। সুযোগ দিচ্ছেন-ঘোর পাপিষ্ঠকেও যেন এখনও তওবা করে মোচন করিয়ে নেয় পেছনের সব অপরাধ এবং ঈমান এনে নিজেকে উপযুক্ত বানিয়ে নেয় মহা অনুগ্রহ লাভের।

৭৯. অর্থাৎ শাস্তি স্থগিত রাখা হয়েছে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। সে সময় এসে যাওয়ার আগে আগে এদিক-সেদিক সটকে পড়ার সাধ্য নেই কোন অপরাধীর। যখন সময় আসবে সকল বন্দীকে হাযির করা হবে। আত্মগোপন করতে পারবে না কেউ।

৮০. অর্থাৎ 'আদ, ছামূদ প্রভৃতি কওমের বসতি, যাদের ঘটনা সুবিদিত ও প্রসিদ্ধ। দেখ, তারা যখন যুলুমে লিপ্ত হল, তখন নির্দিষ্ট সময়ে তাদেরকে কিভাবে বিনাশ করে

(٦٠) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ○

৬০. মূসা যখন তার যুবকটিকে বলল, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি হটব না কিংবা আমি চলতে থাকব যুগ যুগ।[৮১]

দেওয়া হল। সুতরাং তোমাদেরও ভয় করা উচিত যে, সময় এসে গেলে তখন আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে বাঁচার কোন আশ্রয় পাওয়া যাবে না।

হযরত মূসা (আ.) ও খিযর (আ.)[১]-কে দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে যাওয়ার নির্দেশ

৮১. উপরে বলা হয়েছিল, দাম্ভিক কাফিররা দরিদ্র মুসলিমদেরকে নীচ জ্ঞান করে প্রিয়নবী (সা.)-কে বলত, এদেরকে পাশে বসতে না দিলে আমরা আপনার কাছে বসতে পারি। এর জওয়াবে দুই ব্যক্তির ঘটনা শোনানো হয়। তারপর পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এবং অহংকার-অহমিকার কারণে ইবলীসের অধঃপতিত হওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়।

এবার হযরত মূসা ও খিযর (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। এর মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌ওয়ালা ব্যক্তি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েও নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে না। ভুলবশত বলে ফেললে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সতর্ক করা হয়। হাদীছে আছে, হযরত মূসা (আ.) তাঁর কওমকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মূল্যবান নসীহত করছিলেন। এক ব্যক্তি উঠে জিজ্ঞাসা করল, হে মূসা! ভূ-পৃষ্ঠে কি আপনি আপনার চেয়ে বেশী জ্ঞানী কাউকে জানেন? তিনি বললেন, না। উত্তর বাস্তবে সঠিক ছিল। কেননা হযরত মূসা (আ.) ছিলেন একজন মহান নবী। বলা বাহুল্য, তাঁর সময়ে শরী'আত বিষয়ক জ্ঞান তাঁর চেয়ে বেশী কার থাকতে পারে? কিন্তু তাঁর শব্দচয়ন আল্লাহ্‌র পসন্দ হল না। যদিও অর্থ ঠিক ছিল। কেননা, উত্তরের ধরন-ধারণ দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছিল যে, তিনি সার্বিকভাবে নিজেকে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মনে করেন। আল্লাহ্‌র কাম্য ছিল, উত্তরটি তাঁর অনন্ত-অসীম জ্ঞানের উপর ন্যস্ত করা হোক। যেমন তিনি বলতে পারতেন, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দা দুনিয়ায় বহু আছেন। সকলের সম্পর্কে তিনিই খবর রাখেন।

যা হোক, ওহী নাযিল হল— দু'টি সমুদ্র যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখানে আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানবান। এখানে কোন্ সাগর দু'টিকে বুঝানো হয়েছে? কেউ বলেন, লোহিত ও ভূ-মধ্যসাগর। কিন্তু এ দু'টি পরস্পর মিলিত

---

১. خضر (আ.)-এর নামের বিভিন্ন উচ্চারণ রয়েছে— খিযর, খিযির, খিদর, আবার খাযির, খাদির।

(٦١) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ○

৬১. যখন তারা উভয়ে সমুদ্র-সঙ্গমে পৌঁছল, ভুলে গেল তাদের মাছের কথা। তারপর মাছটি সাগরে নিজের পথ করে নিল সুড়ঙ্গ আকারে।[৮২]

নয়। সম্ভবত সঙ্গমস্থল দ্বারা নিকটবর্তী স্থানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে উভয়ের দূরত্ব সবচেয়ে কম। কেউ আফ্রিকার দু'টি নদীর কথা বলেছেন। কারও মতে مجمع البحرين হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে পৌঁছে দিজলা ও ফুরাত (তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস) নদীদ্বয় পারস্য উপসাগরে পতিত হয়েছে (প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

যাত্রা শুরু ও গন্তব্যস্থলের নিদর্শনরূপে একটি ভাজা মাছ

যা হোক, মূসা (আ.) আরয করলেন, আমাকে সে জায়গার পুরা ঠিকানা ও চিহ্নাদি বলে দিন, যাতে সেখানে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারি। আদেশ হল, তার সন্ধানে যদি বের হও, তবে একটি মাছ ভেজে সংগে নিয়ে নাও। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে, বুঝবে সে ব্যক্তি সেখানেই আছে। এভাবে مجمع البحرين দ্বারা যে এক বিস্তৃত ভূ-খণ্ড বুঝা যেতে পারত, তার মধ্যে বাঞ্ছিত স্থানটি নির্ণয়ের জন্য যেন একটি আলামত বলে দেওয়া হল। নির্দেশমত মূসা (আ.) তাঁর বিশিষ্ট খাদিম হযরত ইউশা (আ.)-কে সংগে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। তিনি ইউশাকে বললেন, মাছটির দিকে লক্ষ্য রেখ। আমি একাধারে চলতে থাকব– যতক্ষণ না গন্তব্যস্থলে পৌঁছি। এতে মনে কর, যদি বছর কি যুগ-যুগও লেগে যায়, তবু লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আমি সফর হতে হটব না বা সরে দাঁড়াব না। উল্লেখ্য, এখানে যুবক বলতে হযরত ইউশাকে বুঝানো হয়েছে, যিনি প্রথমদিকে হযরত মূসা (আ.)-এর বিশিষ্ট খাদিম ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি নবূওয়াত লাভ করেন এবং ইন্তিকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

বিস্ময়কর পন্থায় মাছটির অন্তর্ধান ও একটি মূল্যবান শিক্ষা

৮২. সেখানে পৌঁছার পর মূসা (আ.) একটি বৃহৎ পাথরের পাশে শুয়ে ছিলেন। এ পাথরের নীচে প্রবাহিত আবে হায়াত বা অমৃত-নির্ঝর। ইউশা (আ.) দেখলেন, ভাজা মাছটি আল্লাহ্র হুকুমে জীবিত হয় থলে থেকে বের হয়ে গেল এবং আশ্চর্যভাবে সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করে সাগরে চলে গেল। সেখানে পানির ভেতর আল্লাহ্র কুদরতে একটি থাক মত রয়ে গেল। ইউশা (আ.) বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন মূসা (আ.) জেগে উঠলে বিষয়টি তাঁকে জানাবেন।

(٦٢) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۡ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ٥

(٦٣) قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۡ وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ٥

(٦٤) قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ٥

(٦٥) فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ٥

৬২. তারপর যখন সে স্থানটি অতিক্রম করে গেল, মূসা তার যুবককে বলল, আমাদের খাবার লও। এ সফরে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।[৮৩]

৬৩. সে বলল, আপনি কি দেখেছেন, আমরা যখন পাথরটির কাছে বিশ্রাম নেই, তখন আমি ভুলে যাই মাছটির কথা। আসলে শয়তানই আমাকে তার কথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছে।[৮৪] আর সেটি আশ্চর্য রকমে সাগরে নিজ পথ তৈরি করে নিয়েছে।

৬৪. সে বলল, ওই জায়গাই তো আমরা খুঁজছিলাম। তারপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল।[৮৫]

৬৫. তারপর তারা আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দার সাক্ষাত পেল, যাকে আমি নিজের কাছ থেকে রহমত দান করেছিলাম এবং শিক্ষা দিয়েছিলাম নিজের কাছ থেকে এক জ্ঞান।[৮৬]

মূসা (আ.) ঘুম থেকে জাগার পর উভয়ে আবার পথ চলা শুরু করলেন। কে জানে ইউশা (আ.) কী খেয়ালে ছিলেন। মাছের কথা বলতে তাঁর আর মনে থাকল না। রিওয়ায়াতে আছে, মূসা (আ.) যখন তাঁকে মাছটির দিকে খেয়াল রাখতে বলেছিলেন, তখন তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল যে, এ তো কিছু বড় কাজ নয়। সুতরাং এভাবে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হল যে, যত মামুলী কাজই হোক না কেন, কেবল নিজ মনের উপর ভরসা করা উচিত নয় (সব কিছুতেই নির্ভর থাকবে আল্লাহ্‌র প্রতি)।

৮৩. হযরত মূসা (আ.) এর পূর্বে ক্লান্ত হননি, কিন্তু যখনই ঈপ্সিত বস্তু হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল, তখন থেকেই ক্লান্তি বোধ করতে লাগলেন।

৮৪. অর্থাৎ মনের ইচ্ছা ভুলে যাওয়া এবং যেখানে স্মরণ হওয়ার কথা, সেখানে স্মরণ না হওয়া–এটা শয়তানের কারসাজিতেই ঘটেছে।

৮৫. হয়ত সেখানে নির্দিষ্ট কোন পথ ছিল না। তাই পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে ফিরতে হয়েছে।

(٦٦) قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝

৬৬. মূসা তাকে বলল, আমি কি এই শর্তে আপনার সাহচর্যে থাকতে পারি যে, সৎপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা হতে আমাকে কিছু শিক্ষা দান করবেন?[৮৭]

হযরত খিযর (আ.) কি নবী ছিলেন?

৮৬. সে বান্দা ছিলেন হযরত খিযর (আ.)। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিশেষ রহমতে ভূষিত করেছিলেন এবং সৃষ্টি ও প্রকৃতির গোপন রহস্য সংক্রান্ত জ্ঞানে করেছিলেন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তবে তিনি রাসূল ছিলেন, না নবী, নাকি তাঁকে একজন ওয়ালী হিসাবেই মর্যাদা দেওয়া হবে, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এ সব বিষয়ের মীমাংসা ইহলোকে সম্ভব নয়। এ অধমের ঝোঁক এ দিকেই যে, তাঁকে একজন নবী মনে করা হবে এবং বিদগ্ধ উলামায়ে কিরামের মধ্যে অনেকের যেমন ধারণা, যে সব নবী নতুন শরীআত নিয়ে আসেন না, তাঁদেরও এতটুকু ইখতিয়ার ও ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা প্রচলিত শরী'আতের কোন সাধারণ বিধানকে সীমাবদ্ধ, বা নিঃশর্ত বিধানকে শর্তযুক্ত কিংবা সাধারণ মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত শাখা-প্রশাখাসমূহ হতে কোন কোন শাখাকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করতে পারেন, এ রকমেরই কিছু ইখতিয়ার ও ক্ষমতা হযরত খিযর (আ.)-কেও দেওয়া হয়েছিল।

হযরত খিযর (আ.)-এর সংগে সাক্ষাত এবং আল্লাহ্র ও বান্দার জ্ঞানের প্রভেদ সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত দৃষ্টান্ত

যা হোক, হযরত খিযর (আ.)-এর সংগে মূসা (আ.)-এর সাক্ষাত লাভ হল। সালাম-কালামের পর হযরত খিযর (আ.) উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। মূসা (আ.) আগমনের কারণ ব্যক্ত করলেন। খিযর (আ.) বললেন, হে মূসা! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে জ্ঞান-গরিমা দিয়ে গড়ে তুলেছেন। তবে তাঁর পক্ষ হতে এক বিশেষ জ্ঞান (সৃষ্টি ও প্রকৃতির গোপন রহস্য) আমি লাভ করেছি, যা (এ পরিমাণে) আপনাকে দেওয়া হয়নি, ঠিক যেমন অন্য এক জ্ঞান (শরী'আত বিষয়ক) আপনি লাভ করেছেন, যা (অতটা পরিমাণে) আমাকে দেওয়া হয়নি। একটি পাখি সাগর থেকে পানি খাচ্ছিল। খিযর (আ.) সেটিকে দেখিয়ে বললেন, ওই বিশাল সাগরের অথৈ জলরাশি হতে পাখিটি যে এক কাতরা পানি মুখে তুলল, আল্লাহ্র জ্ঞান-সাগর হতে আপনি, আমি, বরং নিখিল সৃষ্টি যে জ্ঞান লাভ করেছে তা ঠিক অতটুকু। এ উদাহরণও কেবল বুঝানোর জন্য, না হয় অসীমের সংগে সসীমের তুলনা ওই বিন্দু ও সিন্ধু দিয়ে চলে না।

(٦٧) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ○

(٦٨) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًا ○

(٦٩) قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ○

(٧٠) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْـَٔلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ○

৬৭. সে বলল, আপনি তো আমার সংগে থাকতে পারবেন না।

৬৮. আর কী করেই বা থাকতে পারবেন এমন জিনিস দেখে, যা উপলব্ধি করার সাধ্য আপনার নেই?[৮৮]

৬৯. সে বলল, আল্লাহ্ চাহে তো আপনি আমাকে অবিচলিত পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না।[৮৯]

৭০. সে বলল, যদি আমার সংগে থাকেন, তবে কোন বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না যতক্ষণ না– আমি নিজেই তা আপনাকে বলতে শুরু করি।[৯০]

সাহচর্যে থাকার অনুমতি প্রার্থনা ও খিযর (আ.)-এর উত্তর

৮৭. মূসা (আ.) বললেন, অনুমতি দিলে আমি কিছু দিন আপনার সংগে থেকে সেই বিশেষ জ্ঞানের কিছুটা আহরণ করি।

৮৮. মূসা (আ.)-এর মেযাজ-মরযী আন্দায করে হযরত খিযর (আ.) বুঝে ফেললেন, আমার সংগে তাঁর বনবে না। কেননা, খিযর (আ.)-এর প্রতি আদেশ ছিল প্রাকৃতিক জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করার, অন্যদিকে মূসা (আ.) ছিলেন শরী'আতী জ্ঞান ও নীতি-নিয়মের ধারক-বাহক। এর ভিত্তিতে অবিবার্য কারণবশত যেসব ক্ষেত্রে শরী'আতের সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা হবে না, স্বাভাবিকভাবেই মূসা (আ.) স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী তাতে আপত্তি তুলবেন। বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। শেষ ফল হবে ছাড়াছাড়ি।

নীরবতা অবলম্বনের শর্তে মূসা (আ.)-এর সম্মতি ও তার ভিত্তি

৮৯. হযরত মূসা (আ.) যে চুপ থাকার ওয়াদা করলেন এর কারণ তাঁর কল্পনায়ও আসেনি যে, এরূপ মহান মকবূল বান্দার পক্ষ হতে এমন কোন আচার-আচরণ পরিলক্ষিত হবে, যা প্রকাশ্যভাবে তাঁর ও অপরাপর সকল নবীর শরী'আতে গর্হিত, বরং স্বাভাবিক নৈতিকতারও পরিপন্থী। সৌভাগ্যের বিষয় তিনি 'ইনশাআল্লাহ্' বলে নিয়েছিলেন। নতুবা এক দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি ভংগ করা একজন নবীর পক্ষে বড়ই অশোভন হত।

(৭১) فَانْطَلَقَا ٝ حَتّٰۤى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ○

(৭২) قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ○

(৭৩) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ○

(৭৪) فَانْطَلَقَا ٝ حَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ○

৭১. তারপর তারা চলতে থাকল। অবশেষে যখন তারা একটি নৌকায় আরোহণ করল, নৌকাটিকে সে ফুটো করে দিল। মূসা বলল, আপনি কি এর যাত্রীদেরকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্যই এটাকে ফুটো করলেন? আপনি তো একটা গুরুতর কাজ করলেন।[৯১]

৭২. সে বলল, আমি কি বলিনি আপনি আমার সংগে থাকতে পারবেন না?

৭৩. সে বলল, আমার ভুলের উপর আমাকে ধরবেন না এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন না।[৯২]

৭৪. তারপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাত পেল, সে তাকে হত্যা করল।[৯৩] মূসা বলল, আপনি কোন প্রাণের বিনিময় ব্যতিরেকে একটি পবিত্র জীবন[৯৪] নাশ করলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি অন্যায় কাজ করেছেন।[৯৫]

---

৯০. অর্থাৎ কোন বিষয় যদি আপাতদৃষ্টিতে অনুচিত মনে না হয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজে কিছু বলা শুরু না করব।

নৌকা-বিদারণ ও মূসা ('আ.)-এর আপত্তি

৯১. নৌকাওয়ালারা হযরত খিযর ('আ.)-কে চিনত, যে কারণে তারা তাঁকে বিনা ভাড়ায় তুলে নেয়। এই অনুগ্রহের বদলে তিনি যে আচরণ করলেন তাতে মূসা (আ.)-এর তাজ্জব লাগল। তবে খিযর (আ.) নৌকাটি ভেঙ্গেছিলেন তীরের কাছা-কাছি পৌঁছার পর। ফলে যাত্রীরা বেঁচে গেল। কেউ নিমজ্জিত হল না। নৌকাটি ভাঙ্গার অর্থ তিনি একটা তক্তা খুলে ফেলেছিলেন। যেন এভাবে সেটাকে ত্রুটিযুক্ত করে দিলেন।

৯২. খিযর (আ.)-এর তিরস্কারে মূসা (আ.) আরয করলেন, আমার ভুলচুকও যদি আপনি ধরে বসেন, তবে আপনার সংগে থাকা আমার পক্ষে কঠিন হবে। মূসা (আ.)-এর এই প্রথম জিজ্ঞাসাটি ছিল ভুলক্রমে। দ্বিতীয়টি ছিল একরার করার জন্য এবং তৃতীয়টি বিদায় গ্রহণের উদ্দেশ্যে।

(৭৫) قَالَ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّكَ اِنَّكَ لَنۡ تَسۡتَطِيۡعَ مَعِىَ صَبۡرًا ۝

(৭৬) قَالَ اِنۡ سَاَلۡتُكَ عَنۡ شَىۡءٍۢ بَعۡدَهَا فَلَا تُصٰحِبۡنِىۡ‌ۚ قَدۡ بَلَغۡتَ مِنۡ لَّدُنِّىۡ عُذۡرًا ۝

৭৫. সে বলল, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে থাকতে পারবেন না?৯৬

৭৬. সে বলল, এরপর যদি আমি আপনার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করি, তা হলে আপনি আর আমাকে আপনার সাথে রাখবেন না। আমার দিক থেকে আপনি ওজুহাত-আপত্তি নিঃশেষ করে দিয়েছেন।৯৭

একটি বালককে হত্যা ও মূসা (আ.)-এর আপত্তি

৯৩. একটি গ্রামের মাঠে একদল বালক খেলাধুলা করছিল। তাদের মধ্যে একটি বালক ছিল সবচেয়ে সুদর্শন ও চতুর। খিযর (আ.) তাকে ধরে মেরে ফেললেন। পরক্ষণেই আবার সামনে চলতে লাগলেন।

কোন কোন রিওয়ায়াতে ছেলেটির নাম বলা হয়েছে জায়সূর। সে প্রাপ্তবয়স্ক ছিল কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কারও মতে বালেগ হয়েছিল। তারা বলেন, গুলাম (বালক) শব্দটি অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদ তাকে নাবালেগই সাব্যস্ত করেছেন।

৯৪. অর্থাৎ নিষ্পাপ। শিশু বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তার কোন গুনাহ্ নেই। এ শব্দটি তার না বালেগ হওয়াকে সমর্থন করে। যদিও অন্যপক্ষে এর জবাবও আছে।

৯৫. অর্থাৎ যদি কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) হত, সে ক্ষেত্রেও তো একে হত্যা করা যেত না। যেহেতু সে নাবালেগ। তাছাড়া, কিসাসের কোন ব্যাপারও এখানে ছিল না। কাজেই এ প্রাণনাশের চেয়ে বড় অন্যায় ও অযৌক্তিক কাজ আর কী হতে পারে?

৯৬. কেননা, এমন সব কান্ড-কারখানা দেখতে পাবেন, যে ক্ষেত্রে চুপ করে সয়ে যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। শেষ পর্যন্ত তাই হল।

৯৭. হযরত মূসা (আ.)-ও উপলব্ধি করতে পারলেন খিযর (আ.)-এর এসব বিস্ময়কর কাণ্ড-কারখানা নীরবে দেখে যাওয়া সত্যিই কঠিন। তাই শেষ কথা বলে দিলেন, এবার যদি কোন প্রশ্ন করি, তা হলে আর আপনি আমাকে সংগে রাখবেন না। সে ক্ষেত্রে আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ বিবেচিত হবেন। আমার পক্ষ হতে আপনার প্রতি কোন অভিযোগ তোলারও সুযোগ থাকবে না। কেননা, তিন তিনবার সুযোগ দিয়ে আপনি সব রকমের ওজুহাতের দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছেন।

CamScanner

(৭৭) فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۣاسْتَطْعَمَاۤ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۝

৭৭. এরপর উভয়ে চলতে লাগল। যখন এক গ্রামবাসীর কাছে পৌঁছল, তখন তারা সেখানকার লোকদের কাছে খাদ্য চাইল, কিন্তু তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অনন্তর তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল। সে সেটি সোজা করে দিল।[৯৮] মূসা বলল, আপনি ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।[৯৯]

---

৯৮. অর্থাৎ একটি জনপদে পৌঁছে সেখানকার লোকদের সংগে সাক্ষাত করলেন এবং এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যেন তারা অতিথি মনে করে তাদেরকে খানা খাওয়ায়। কিন্তু সে সৌভাগ্য তাদের নসীবে ছিল না। তারা মূসা (আ.) ও খিযর (আ.)-এর ন্যায় মহান অতিথিরও সেবা করতে অস্বীকৃতি জানাল। উচিত তো ছিল তাদের এই দুরাচরণে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হওয়া, কিন্তু হযরত খিযর (আ.) রাগ করবেন কি, উল্টো তাদের উপর অনুগ্রহ করলেন। তাদের একটি সুবৃহৎ প্রাচীর ঝুঁকে পড়েছিল। যে কোন সময় ভূমিসাৎ হওয়ার আশংকা ছিল। তার নীচ দিয়ে চলাচল করতে হত উদ্বিগ্ন মনে। খিযর (আ.) হাত লাগিয়ে সেটা সোজা করে দিলেন। ভূমিসাৎ হওয়ার আর কোন আশংকা থাকল না।

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهْلَ قَرْيَةِ -বাক্যে اهل শব্দটি ব্যবহারে সম্ভবত ইংগিত করা হয়েছে যে, গ্রামটিতে তাদের গমন ছিল উদ্দেশ্যমূলক, কেবল এই সুবাদে নয় যে, এ পথ দিয়ে তারা যাচ্ছিলেন। জনপদবাসীদের থেকে পৃথক কোন সরাইখানা ইত্যাদিতে উঠেছিলেন, তাও নয়।

اسْتَطْعَمَاۤ اَهْلَهَا -এর মাঝে اهل শব্দটির পুনরাবৃত্তি দ্বারা তাদের নিন্দা জ্ঞাপনকেই জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ যাদের আতিথেয়তা কামনা করেছিলেন, তারা ছিল সেই গ্রামেরই লোক, বহিরাগত কেউ নয় যে, এই বলে ওযর দেখাবে, আমাদের বাড়ীতো এখানে নয়– আপনাদের মেহমানী কিভাবে করি?

৯৯. অর্থাৎ গ্রামের লোকগুলো বিদেশী মুসাফিরদের প্রতি নিজেদের দায়-দায়িত্ব বোধ করল না। একটু মেহমানী পর্যন্ত করল না। মুফ্তে তাদের প্রাচীর মেরামত করে দেওয়ার কী দরকার ছিল? কিছু পারিশ্রমিক নিয়ে প্রাচীরটি সোজা করলে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার কাজ চলে যেত এবং এই সংকীর্ণমনা কঞ্জুসদের একটা শিক্ষাও হয়ে যেত। এমন কি তারা তাদের দুর্ব্যবহার ও অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে লজ্জিতও হতে পারত।

(৭৮) قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ○

(৭৯) اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ○

(৮০) وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ○

৭৮. সে বলল, এবার আপনার–আমার মাঝে বিচ্ছেদের পালা। যে সব বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি তার রহস্য বলে দিচ্ছি।১০০

৭৯. ওই যে নৌকাটি, সে ছিল কতিপয় গরীবের, যারা সাগরে শ্রম ব্যয় করত।১০১ আমি চাইলাম সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে। তাদের পেছনে ছিল এক রাজা। সে কেড়ে নিত সব নৌকা।১০২

৮০. আর ওই যে বালক– তার পিতামাতা ছিল মু'মিন। আমার আশংকা হল, সে জোর-যবরদস্তি ও কুফরী করে তাদেরকে দুর্বল করে ফেলবে।১০৩

---

১০০. অর্থাৎ ওয়াদা মাফিক এবার আপনি আমার কাছ থেকে সরে পড়ুন। আমার সংগে আপনার বনিবনাও হবে না। তবে বিদায়ের আগে আমি ওইসব ঘটনার রহস্য উন্মোচন করে দিতে চাই, যার চক্করে পড়ে আপনি ধৈর্য বজায় রাখতে পারেননি।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, এই শেষ বার মূসা (আ.) বিদায় হওয়ার জন্যই ইচ্ছাকৃত প্রশ্ন করেছেন। তিনি বুঝে ফেলেন যে, এ বিষয়ক জ্ঞান আমার ধাতের নয়। হযরত মূসা (আ.) তো সেই জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যার অনুসরণের মাঝে মানুষের কল্যাণ নিহিত। পক্ষান্তরে হযরত খিযর (আ.)-এর জ্ঞান অন্যের অনুসরণ করার মত ছিল না।

নৌকা ছিদ্র করার রহস্য

১০১. অর্থাৎ নৌকাটি ছিল কতিপয় জেলের। তারা সাগরে মেহনত করে নিজেদের অন্ন সংস্থান করত।

১০২. অন্যদিকে তাদের নৌকাটি যে দিকে যাচ্ছিল, সেদিকে ছিল এক অত্যাচারী রাজা। ভাল ভাল সব নৌকা সে কেড়ে নিত বা বেগার খাটাত। আমি চাইলাম নৌকাটিকে দোষযুক্ত করে দেই, যাতে সে যালিমের হাত থেকে এটা বেঁচে যায় এবং ভাঙ্গা নৌকা দেখে কেউ এতে হাত না বাড়ায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে, বিপজ্জনক জায়গা পার হওয়ার পর খিযর (আ.) নিজ হাতে আবার নৌকাটি মেরামত করে দিয়েছিলেন।

বালকটিকে হত্যার তাৎপর্য ও বহুবিধ সংশয়ের নিরসন

১০৩. স্বভাবগতভাবে যদিও সব শিশুই মুসলিম হয়ে জন্মলাভ করে, কিন্তু ভবিষ্যতে পারিপার্শ্বিক প্রভাবে শৈশবেই অনেকের বুনিয়াদ খারাপ হয়ে যায়, যে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান তো আল্লাহ্রই থাকে, কিন্তু অনেক সময় তার কিছু লক্ষণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও দেখতে পান। উক্ত বালকটি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খিযরকে অবহিত করেছিলেন যে, এর বুনিয়াদ খারাপ, বড় হলে সে বিপথগামী ও কষ্টদায়ক হবে। বাপ-মাকেও সাথে নিয়ে ডুববে। এর অন্ধ ভালবাসায় তারা বেদীন হয়ে যাবে। সুতরাং এখনই তাকে বধ করলে সেটা তার পিতামাতার পক্ষে রহমত ও নিরাপত্তার কারণ হবে। আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল তার পিতামাতাকে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা। সুতরাং তাদের পথ থেকে কাঁটা সরিয়ে দেওয়াই হল আল্লাহ্র অপার প্রজ্ঞার চাহিদা। খিযরকে আদেশ করা হল, বালকটিকে হত্যা কর। আল্লাহ্র আদেশ তিনি তামীল করলেন।

বাকি আল্লাহ্ তা'আলা বালকটির জন্মই না দিতেন? দিলেনই যদি, তো এতটা দুষ্ট না বানাতেন? কিংবা যেখানে দুনিয়ায় লাখো কোটি কাফির বিরাজ করছে, সেখানে তার পিতামাতা কাফির হয়ে গেলে এমন কি আসত-যেত? অথবা এই প্রকৃতির সমস্ত শিশুর একটি ফিরিস্তি অন্তপক্ষে নবীদের হাতে দিয়ে দেওয়া হত, যাতে তারা শুরুতেই এদের কম্ম সাবাড় করে দেন? এবংবিধ সব প্রশ্নের সংক্ষেপ উত্তর তো এই– لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ 'তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না, বরং প্রশ্ন করা হবে তাদেরকেই' (২১ঃ২৩)।

বিস্তারিত জওয়াবের জন্য 'ভাল-মন্দের সৃষ্টি' সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন। এই সংক্ষিপ্ত টীকায় তার অবকাশ কোথায়? হাঁ, এতটুকু মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে 'সবস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' বলে বিশ্বাস করে এমন প্রত্যেকের কাছে সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে এতাদৃশ হাজারও প্রশ্ন করা যেতে পারে। কারও নিকট নিজ অক্ষমতা স্বীকার ব্যতীত এর কোন উত্তর নেই। খিযর (আ.)-কে দিয়ে এরই এক নমুনা দেখানো উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও সৃষ্টিগত রহস্য-তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান কারও নেই। অনেক সময় ঘটনার বাহ্য দিক খারাপ ও অন্যায় মনে হয়, কিন্তু ঘটনার গভীরে কী আছে না আছে, তা যে জানে সে ঠিকই বোঝে এত কত হিকমত ও কল্যাণ নিহিত। খিযর (আ.) গরীব লোকগুলোর নৌকাটি ফুটো করে দিলেন। অথচ তারা তাঁর প্রতি করেছিল অনুগ্রহ। বিনা ভাড়ায় তাঁকে নৌকায় তুলে নিয়েছিল। তিনি ক্রীড়ারত একটি বালককে খুন করলেন। সন্দেহ কি আপাতদৃষ্টিতে সেটা নেহাত মন্দ কাজ ছিল। প্রাচীর সোজা করে দিয়ে গ্রামবাসীর প্রতি অনুগ্রহ করলেন, যেখানে তারা দেখিয়েছিল চরম অভদ্রতা। শেষ পর্যন্ত খিযর (আ.) নিজে যদি এসব কাজের বিশ্লেষণ করে না দিতেন, তবে অদ্যাবধি দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এর কোন

(৮১) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا ○

(৮২) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا
وَكَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً
مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْ ۚ ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ○

৮১. সুতরাং আমি ইচ্ছা করলাম তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পবিত্রতায় তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর বদল দান করুন।[১০৪]

৮২. আর ওই যে প্রাচীরটি– সেটি ছিল উক্ত শহরের দু'টি ইয়াতীম বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গচ্ছিত সম্পদ। তাদের পিতা ছিল একজন সৎ লোক। আপনার প্রতিপালক চাইলেন তারা পরিণত বয়সে পৌঁছবে এবং তাদের গচ্ছিত ধন বের করে নেবে[১০৫] –আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে। আমি এটা নিজের তরফ থেকে[১০৬] করিনি। এই হচ্ছে সেই সব বিষয়ের রহস্য, যাতে আপনি ধৈর্য রাখতে পারেননি।

কূল-কিনারা করতে পারত না। এমনও হতে পারত যে, হযরত খাযির (আ.)-এর উপর (নাউযুবিল্লাহ্) নিন্দার ঝড় বইত। এসব দৃষ্টান্ত দ্বারাই আল্লাহ্ তা'আলার কাজ ও তাঁর হিকমত সম্পর্কে একটা ধারণা নেওয়া যেতে পারে।

১০৪. অর্থাৎ বালকটি হত্যা করার দ্বারা তার পিতামাতার ঈমান নিরাপদ হয়ে গেল। বাকি এতে তারা যে আঘাত পেল, আল্লাহ্র ইচ্ছা তার প্রতিকারার্থে তাদেরকে এমন সন্তান দেবেন, যে চরিত্র-মাধুরীতে নিহত সন্তানের চেয়ে ভাল হবে। পিতামাতার স্নেহ বাড়বে তার উপর। সেও তাদের সাথে পরম ভক্তি ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করবে।

প্রকাশ, এরপর তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্মাল। একজন নবীর সংগে তার বিবাহ হল। তাদের থেকে জন্ম নিল আরেকজন নবী। সৃষ্টি হল নতুন উম্মতের।

মুফতে প্রাচীরটি সোজা করে দেওয়ার রহস্য

১০৫. প্রাচীরটির নীচে ছিল দুই ইয়াতীম শিশুর গচ্ছিত সম্পদ। প্রাচীরটি পড়ে গেলে সে সম্পদ প্রকাশ হয়ে যেত এবং দুষ্ট লোকে তা তুলে নিয়ে যেত। ছেলে দু'টির পিতা একজন পুণ্যবান লোক ছিল। তাঁর পুণ্যের খাতিরে আল্লাহ্ তা'আলা বাচ্চাদের সম্পদ হিফাযত করতে চাইলেন। তাঁর নির্দেশে আমি প্রাচীরটি সোজা করে দিলাম, যাতে তারা বড় হয়ে পিতার রেখে যাওয়া ধন উদ্ধার করতে পারে।

প্রকাশ, সে গচ্ছিত সম্পদে অন্যান্য মালের সংগে একটি সোনার ফলক ছিল এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্' (সা.) অঙ্কিত ছিল।

(٨٣) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ○

(٨٤) اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ○

৮৩. তারা তোমাকে যুল-কারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, এখনই আমি তার কিছু বৃত্তান্ত তোমাদের সামনে পাঠ করব।

৮৪. আমি তাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম সর্ব বিষয়ের উপকরণ।[১০৭]

---

১০৬. অর্থাৎ যে কাজ আল্লাহ্‌র হুকুম তামীলের জন্য করতে হয়েছে, তার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের পক্ষে শোভা পায় না। এ ঘটনার শুরুতে আমরা হযরত খিযর (আ.)-এর নবূওয়াত সম্পর্কে যা লিখে এসেছি পাঠক সেখানে আরেকবার চোখ বুলিয়ে আসুন।

সামনে যুল-কারনায়নের ঘটনা। এটাও সেই তিন প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত, যা ইয়াহূদীদের পরামর্শে কুরায়শরা প্রিয়নবী (সা.)-এর নিকট উত্থাপন করেছিল। 'রূহ' সম্পর্কিত জওয়াব সূরা বনী ইসরাঈলে চলে গেছে। 'আসহাবে কাহফ'-এর ঘটনা আলোচ্য সূরায় ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর তৃতীয়টি এখনই বর্ণিত হচ্ছে।

বাদশাহ্ যুল-কারনায়নের পরিচয়

১০৭. এ বাদশাহর নাম 'যুল-কারনায়ন' (অর্থাৎ দুই শৃংগ বা দুই প্রান্তধারী) এই কারণে যে, তিনি পৃথিবীর দুই প্রান্তে (পূর্ব ও পশ্চিম) পদচারণা করেছিলেন। এ উপাধিটি কার? কেউ বলেন, রোম সম্রাট আলেকজাণ্ডারের। কারও মতে, আরও আগের কোন আল্লাহ্‌ভক্ত দীনদার বাদশাহর। হাফিয ইব্‌ন হাজার (র.) 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা দ্বিতীয় মতকেই সঠিক সাব্যস্ত করেছেন।

বর্ণনা-সমষ্টি দ্বারা বুঝা যায়, বাদশাহ্ 'যুল-কারনায়ন' হযরত ইবরাহীম ('আ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁর দু'আর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অলৌকিক উপায়-উপকরণ দান করেছিলেন। তারই বদৌলতে তিনি বিশ্বভ্রমণ ও বিস্ময়কর বিজয় অর্জনে সমর্থ হন। খিযর (আ.) ছিলেন তাঁর মন্ত্রী। সম্ভবত এ কারণেই খিযর (আ.)-এর ঘটনার পরপরই তাঁর বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

প্রাচীন আরব কবিগণ তাদের কবিতায় অত্যন্ত সম্মানের সংগে তাঁর নাম স্মরণ করেছেন এবং একজন আরব সম্রাট হিসাবে তাঁকে নিয়ে গর্ব করেছেন। এতদদ্বারা প্রতীয়মান হয়, 'যুল-কারনায়ন' ছিলেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন আরব নৃপতি। অসম্ভব নয়, তাঁরই সংগে কোন সাদৃশ্য থাকার কারণে আলেকজাণ্ডারকেও 'যুল-কারনায়ন' বলা হত।

(৮৫) فَاَتْبَعَ سَبَبًا ○
(৮৬) حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِیْ عَیْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ؕ۬ قُلْنَا یٰذَا الْقَرْنَیْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِیْهِمْ حُسْنًا ○

৮৫. সুতরাং সে একটি উপকরণ অবলম্বন করল।১০৮

৮৬. অবশেষে যখন সে সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছল, তখন দেখতে পেল তা অস্ত যাচ্ছে এক কাদার সাগরে।১০৯ আর সেখানে পেল এক কওমকে। আমি বললাম, হে যুল-কারনায়ন! হয় তুমি মানুষকে শাস্তি দেবে, নয়ত রাখবে তাদের মাঝে সুকীর্তি।১১০

সাম্প্রতিককালে ইউরোপের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাচীন সেমিটিক আরবদের কয়েকটি বিশাল সাম্রাজ্যের সন্ধান পেয়েছেন, ইতিহাসে যার বিস্তারিত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এমনকি বিশিষ্ট ও বিখ্যাত কতক নৃপতির নাম পর্যন্ত ইতিহাস-গ্রন্থে লা-পাত্তা। যেমন বাদশাহ্ 'হামূরাবী'। খুব সম্ভব হযরত ইবরাহীম ('আ.)-এর সমসাময়িক তিনি। বলা হয়ে থাকে, তিনি পৃথিবীর সর্বপ্রথম আইন প্রণেতা। তাঁর প্রণীত আইন-কানূন ব্যবিলনের 'গম্বুজে' খোদাইকৃত পাওয়া গেছে। ইংরাজীতে তার তরজমাও প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন শিলালিপিতে তাঁর অসাধারণ জৌলুস ও গৌরবের প্রমাণ পাওয়া যায়। যা হোক, 'যুল-কারনায়ন' তাদের মধ্যকার কোন বাদশাহ্ হবেন।

১০৮. অর্থাৎ একটি সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করল।

পশ্চিম দিগন্তে সফর

১০৯. 'যুল-কারনায়ন' পশ্চিম দিগন্তে পৌঁছে দেখলেন সূর্য পানির ভেতর থেকে উদিত হচ্ছে এবং পানিতেই অস্ত যাচ্ছে, যেমন সাগর সফরকারীদের কাছে মনে হয়।

হ্যরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, দুনিয়ায় জনবসতি কতদূর পর্যন্ত তা দেখার একটা আগ্রহ যুলকারনায়নের মনে জাগল। সুতরাং তিনি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন। যেতে যেতে এমন এক জায়গায় পৌঁছলেন, যেখানে সেটা ছিল এক কর্দমাক্ত জলাভূমি। মানুষ কি নৌকা, কোন কিছুই তাতে চলতে পারে না। সুতরাং তিনি আল্লাহ্র রাজ্যের সীমানা বার করতে পারলেন না।

১১০. অর্থাৎ যুল-কারনায়নকে আমি তাদের সংগে উভয় রকম আচরণ করার শক্তি দিলাম, যেমন সকল বাদশাহ্ ও নরপতিই ভাল-মন্দ উভয় করারই শক্তি লাভ করে থাকে। ইচ্ছা হলে প্রজাপীড়ন করে কুখ্যাত হতে পারে, আর ইচ্ছা হলে ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসনের মাধ্যমে সুনাম-সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

(٨٧) قَالَ اَمَّا مَنۡ ظَلَمَ فَسَوۡفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكۡرًا ○

(٨٨) وَاَمَّا مَنۡ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالۡحُسۡنٰى‌ ۚ وَسَنَقُوۡلُ لَهٗ مِنۡ اَمۡرِنَا يُسۡرًا ○

(٨٩) ثُمَّ اَتۡبَعَ سَبَبًا ○

(٩٠) حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَطۡلِعَ الشَّمۡسِ وَجَدَهَا تَطۡلُعُ عَلٰى قَوۡمٍ لَّمۡ نَجۡعَلْ لَّهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهَا سِتۡرًا ○

৮৭. সে বলল, তবে যে অন্যায়কারী হবে তাকে আমি শাস্তি দেব। এরপর সে ফিরে যাবে স্বীয় রব্বের কাছে। তিনি তাকে শাস্তি দেবেন– কঠোর শাস্তি।

৮৮. আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে, তো তার প্রতিদান উৎকৃষ্ট। এবং আমি আমার কাজে তাকে দেব সহজ আদেশ।[১১১]

৮৯. এরপর সে আরেকটি উপকরণ অবলম্বন করল।[১১২]

৯০. যখন সে সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছল, দেখতে পেল উদিত হচ্ছে এমন এক কওমের উপর, যাদের জন্য রোদ থেকে বাঁচার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি।[১১৩]

কিংবা অর্থ এই যে, সে কওম কাফির ছিল। আমি যুল-কারনায়নকে ইখতিয়ার দিলাম, ইচ্ছা হলে তাদেরকে হত্যা করতে পারে, আর ইচ্ছা হলে ইসলামের দাওয়াত দিতেও পারে। যুল-কারনায়ন দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করলো।

১১১. অর্থাৎ আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে আর দুনিয়াতে আমি তার উপর কঠোরতা আরোপ করব না। বরং আমার কাজের জন্য যখন কোন কথা তাকে বলব, তখন নম্রতা ও সহানুভূতির সাথে বলব। প্রকৃতপক্ষে এটাই ন্যায়পরায়ণ শাসকের নীতি। তিনি দুষ্টকে দমন করেন, শিষ্টকে লালন করেন। যুল-কারনায়নও সেই নীতি অবলম্বন করলেন।

প্রাচ্যের সফর

১১২. অর্থাৎ পাশ্চাত্যের সফর শেষ করার পর প্রাচ্যে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। কুরআন-হাদীছে একথা স্পষ্ট নেই যে, তাঁর এসব সফর দিগ্বিজয় ও রাজ্য বিস্তারের জন্য ছিল। কেবল পর্যটনের উদ্দেশ্যেও এ সফর হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সফরের মাঝে এমন সব সম্প্রদায়ের সংগেও তাঁর সাক্ষাত ঘটেছিল, যারা তাঁর শাসনাধীন ছিল। কোন কোন কওম একজন পরাক্রান্ত সম্রাট মনে করে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। তিনি তাঁর অসাধারণ শক্তিবলে তাদের অত্যাচারের দুয়ার বন্ধ করে দেন। যেমন সামনে ইয়াজূজ-মাজূজের ঘটনায় আসছে।

(৯১) كَذٰلِكَ ۖ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝

(৯২) ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۝

(৯৩) حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝

৯১. এমনই। তার বৃত্তান্ত আমার আয়ত্তাধীনে এসে গেছে।[১১৪]

৯২. এরপর সে আরেকটি উপকরণ অবলম্বন করল।[১১৫]

৯৩. অবশেষে যখন সে দুই পাহাড়ের মাঝখানে পৌঁছল, সেখানে পেল এক জাতিকে, যারা একটি কথাও বুঝতে পারছিল না।[১১৬]

---

১১৩. অর্থাৎ পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে এমন এক কওমকে তিনি দেখতে পেলেন, যাদের উপর সূর্যের প্রখর তাপ পড়ত সরাসরি। তারা অসভ্য কোন বন্য জাতি হয়ে থাকবে, তখনও পর্যন্ত যারা ঘর-বাড়ী বানাতে শেখেনি। এখনও কিছু অসভ্য বেদিয়া শ্রেণীর লোক আছে, যাদের মাঝে গৃহ-নির্মাণ এবং ছাদ ও চালার নীচে বাস করার রেওয়াজ পড়েনি।

১১৪. অর্থাৎ মাশরিক ও মাগরিবে যুল-কারনায়নের যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হল, ঘটনা বাস্তবে এমনই ছিল। যে সব উপায়-উপকরণ তার হাতে ছিল এবং যে সব পরিস্থিতি তার সফরে দেখা দেয়, সেসব আমার জ্ঞান-বেষ্টিত। ঐতিহাসিকরা এ ক্ষেত্রে অন্য কিছু বলে থাকবে। কিন্তু যা বর্ণিত হল তাই বাস্তব।

কোন কোন মুফাস্‌সির كذلك -এর অর্থ করেছেন যে, যুল-কারনায়ন পাশ্চাত্যবাসীদের সংগে যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তেমনই করেছিলেন এই প্রাচ্যবাসীদের সংগে।

যুল-কারনায়নের তৃতীয় সফর

১১৫. পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে যে সফর তিনি করেছিলেন, এই তৃতীয় সফরটি ছিল তার বাইরে অন্য কোথাও। সাধারণত তাফসীরবিদগণ একে দক্ষিণ দিকের সফর বলে থাকেন। কুরআন-হাদীছে এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু নেই।

১১৬. অর্থাৎ তারা যুল-কারনায়ন ও তার সংগীদের ভাষা বুঝত না। সামনে যে কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে সেটা কোন দোভাষীর মাধ্যমে হয়ে থাকবে, যে অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক হবে।

(٩٤) قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝

৯৪. তারা বলল, হে যুল-কারনায়ন! ইয়াজূজ ও মাজূজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আপনি বললে, আমরা এই শর্তে আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করি যে, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি বাঁধ নির্মাণ করে দেবেন?[১১৭]

এই কওম ও ইয়াজূজ-মাজূজের মাঝখানে দু'টি দুর্লংঘ পাহাড় ছিল। মাঝখানে ছিল একটি গিরিপথ। সেখান থেকেই ইয়াজূজ-মাজূজ এসে এদের উপর লুট-তরায ও খুন-খারাবী চালাত।

ইয়াজূজ-মাজূজ ও যুল-কারনায়নের প্রাচীর

১১৭. যুল-কারনায়নের অসাধারণ সাজ-সরঞ্জাম ও অসম শক্তি-সামর্থ্য দেখে তাদের মনে হল, আমাদের দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার এর দ্বারা সম্ভব। তাই আরয করল, ইয়াজূজ-মাজূজ আমাদের দেশে বিভীষিকা সৃষ্টি করে রেখেছে। এখানে এসে লুট-তরায ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। আপনি যদি তাদের ও আমাদের মাঝখানে সুদৃঢ় কোন অন্তরাল বানিয়ে দিতেন, তবে আমরা তাদের উপদ্রব থেকে নিরাপদ থাকতে পারতাম। এজন্য যে খরচ পড়বে আমরা তা জোগাতে প্রস্তুত আছি। ইচ্ছা করলে আপনি কর বসিয়েও আমাদের থেকে তা উসূল করতে পারেন।

ইয়াজূজ-মাজূজ কারা? কোন্ দেশে বাস করে? এবং যুল-কারনায়ন নির্মিত লৌহ প্রাচীরটি কোথায় অবস্থিত?

এসব প্রশ্নের উত্তরে মুফাসসিরদের মতামত নানা রকম। আমার মতে, ইয়াজূজ-মাজূজের জাতি মানুষ ও জিন্ন জাতির মাঝামাঝি এক দোআঁশলা বিশেষ। কা'ব আহবার (র.) হতে বর্ণিত এবং ইমাম নববী (র.) কর্তৃক তাঁর 'ফাতাওয়া'-য় অধিকাংশ উলামার বরাতে উদ্ধৃত আছে যে, তাদের বংশ-লতিকা পিতার দিক থেকে হযরত আদম পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়, কিন্তু মায়ের দিক থেকে হযরত হাওয়া (আ.) পর্যন্ত পৌঁছায় না। তো তারা যেন মানব জাতির বৈমাত্রেয় ভাই (পিতা এক, কিন্তু মা ভিন্ন)। অসম্ভব কি যে, মহা দাজ্জাল, যাকে তামীম দারী (রা.) কোন এক দ্বীপে বন্দী দেখেছিলেন, এ জাতিরই অন্তর্ভুক্ত? আদম-কন্যা মহীয়সী মরিয়মের গর্ভে ফেরেশতার ফুঁকের মাধ্যমে জন্মলাভকারী ঈসা মাসীহ্ (আ.) আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে দাজ্জালকে বধ করবেন। সে সময় এই ইয়াজূজ-মাজূজ সম্প্রদায় দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। পরিশেষে হযরত মাসীহের দু'আয় অস্বাভাবিকভাবে তাদের মৃত্যু ঘটবে। বাকি এখন তারা কোথায় আছে এবং যুল-কারনায়নের লৌহ প্রাচীরই বা কোথায়?

CamScanner

কুরআন-হাদীছে উক্ত জাতি ও লৌহ প্রাচীরের যে বৈশিষ্টাবলী বর্ণিত হয়েছে যে ব্যক্তি সেগুলো সামনে রাখবে, সে বলতে বাধ্য হবে যে, যে সব দেশ ও জাতি এবং প্রাচীর সম্পর্কে বিভিন্ন জন অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার কোনওটির মাঝে সবগুলো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। কাজেই সে সব অভিমত সঠিক মনে হয় না। মনে রাখতে হবে, বিশুদ্ধ হাদীছকে অস্বীকার করা বা কুরআন-হাদীছের বক্তব্যে দূর-দূরান্তের ব্যাখ্যা দেওয়া বদ-দীনী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

বিরুদ্ধবাদীরা বলে থাকে, আমরা সারাটা পৃথিবী তন্নতন্ন করে খুঁজেছি কোথাও তো তার হদিস মেলে না। আর এরই জওয়াবে আমাদের লেখক-গবেষকগণ হদিস বর্ণনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সঠিক জওয়াব আল্লামা আলূসী বাগদাদী যা দিয়েছেন তাই-ই। তিনি বলেন, তার অবস্থান কোথায় আমাদের জানা নেই। হতে পারে তাদের ও আমাদের মাঝে বড় বড় সাগর অন্তরায় হয়ে আছে। আমরা স্থলভাগের সবটাই মুঠোয় পুরে ফেলেছি–এ দাবী অবশ্য গ্রহণীয় নয়। এটা অসম্ভব নয় যে, আজ থেকে পাঁচশ' বছর আগে যেমন আমেরিকা মহাদেশের অস্তিত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তেমনি কোনও মহাদেশ এখনও এমন আছে, যে পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে সক্ষম হইনি। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আমরা সেখানে পৌঁছে যাব কিংবা সেখানকার অধিবাসীরা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হবে।

অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব তীর ধরে সমুদ্রের যে মহা প্রাচীর অবস্থিত ইদানীং সে সম্পর্কে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ড. সি. এম. ইয়েং-এর পৃষ্ঠপোষকতায় গবেষণা চলছে। এ প্রাচীরটি সহস্রাধিক মাইল দীর্ঘ এবং কোন কোন স্থানে বার মাইল পর্যন্ত চওড়া ও হাজার ফুট উঁচু। এর উপর অগণিত সৃষ্টি বসবাস করে। যে অভিযাত্রী দল এ কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছিল, হালে তারা তাদের এক বছরের অনুসন্ধান কার্য সমাপ্ত করেছে। তা দ্বারা সমুদ্র জগতের নানা রকম বিস্ময়কর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। মানুষের সামনে খুলে যায় মহাবিস্ময় ও জ্ঞানের নতুন দিগন্ত। এমতাবস্থায় কী করে দাবী করা যায় যে, আমরা জল-স্থলের তাবত সৃষ্টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছি? মোদ্দা কথা, যেই সত্যবাদী সংবাদদাতার সত্যতা ও বিশ্বস্ততা অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তিনি যখন উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাচীরটির সংবাদ দিয়েছেন, তখন আমাদের কর্তব্য তা বিশ্বাস করা এবং সেই সব ঘটনার অপেক্ষায় থাকা, যা সব অবিশ্বাসী ও সন্দেহবাদীর নাকে ধুলো দিয়ে প্রকাশলাভ করবে।

ستبدى لك الايام ماكنت جاهلا - ويأتيك بالاخبار مالم تزود

'তুমি যে সম্পর্কে অজ্ঞ কালচক্র তা তোমার সামনে তুলে ধরবে সত্বর। সংবাদ নিয়ে আসবে তোমার কাছে সেই বাহক, যার পথ-খরচা তুমি জোগাওনি।'

CamScanner

(৯৫) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
رَدْمًا ○

(৯৬) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ
حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ○

(৯৭) فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ○

৯৫. সে বলল, আমার রব্ব আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন সে-ই ঢের। তোমরা বরং শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি মযবূত প্রাচীর বানিয়ে দেই।[১১৮]

৯৬. তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান ভরাট হয়ে গেল, তখন বলল, তোমরা বাতাস দাও। যখন তা আগুনে পরিণত হল, বলল, আমার কাছে নিয়ে এসে গলিত তামা, এর উপর ঢেলে দেই।[১১৯]

৯৭. এরপর তারা তার উপর আরোহণ করতে পারল না এবং পারল না তাতে ছিদ্র করতে।[১২০]

---

১১৮. অর্থাৎ আমার যথেষ্ট আছে। তবে হাত-পা দিয়ে তোমরাও আমার সংগে কাজ কর।

১১৯. প্রথমে বড় বড় লোহার পাত থরে থরে সাজানো হল। যখন তা পাহাড়ের চূড়া বরাবর উঁচু হল, তখন যুল-কারনায়ন নির্দেশ দিলেন, এবার ভাল করে আগুন জ্বালাও ও বাতাস দিয়ে তা তীব্র করে তোল। লোহা পুড়ে আগুনের মত লাল হয়ে গেল। এরপর তিনি উপর থেকে গলিত তামা ঢেলে দিলেন। ফলে, গোটা লোহার স্তূপটা পরস্পর জুড়ে জমে পাহাড়ের মত হয়ে গেল। সে সময়ের দৃষ্টিতে এসব কাজ দৃশ্যত অলৌকিক পন্থায়ই সাধিত হয়ে থাকবে, যাকে যুল-কারনায়নের কারামত মনে করা উচিত। এটাও সম্ভব যে, সেকালে এরূপ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ছিল, যা এখন আমাদের জানা নেই।

১২০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজূজ-মাজূজকে প্রাচীর ভেঙ্গে বা টপকে এপার চলে আসার শক্তি এক্ষণে দান করেন নাই।

(৯৮) قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۝

(৯৯) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ۝

(১০০) وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ۝

৯৮. সে বলল, এটা আমার রব্বের এক অনুগ্রহ। যখন আমার রব্বের প্রতিশ্রুতি আসবে, একে ফেলে দেবে উপড়ে। আর আমার রব্বের প্রতিশ্রুতি সত্য।[১২১]

৯৯. সেদিন আমি সৃষ্টিকে ছেড়ে দেব পরস্পর সন্নিবিষ্ট অবস্থায় এবং ফুৎকার দেওয়া হবে শিংগায়। অনন্তর আমি তাদের সকলকে করব সমবেত।

১০০. এবং সেদিন আমি জাহান্নাম উপস্থাপিত করব কাফিরদের সামনে।[১২২]

---

১২১. অর্থাৎ এই বাঁধ নির্মাণ কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছে। নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এটা টিকে থাকবে। সহীহ্ হাদীছ দ্বারা জানা যায়, হযরত মাসীহ্ ('আ.)-এর অবতরণ ও দাজ্জাল বধের পর কিয়ামতের আগে আগে ইয়াজূজ-মাজূজ বের হয়ে আসবে। তখন এই অন্তরায় সরিয়ে দেওয়া হবে। প্রাচীর ভেঙ্গে তারা এত বিপুল সংখ্যক বের হয়ে আসবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ সে হিসাব জানে না। তাদের মুকাবিলা করতে গোটা বিশ্ব অপারগ হয়ে যাবে। হযরত মাসীহ্‌কে নির্দেশ দেওয়া হবে, আমার বিশিষ্ট বান্দাদেরকে নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে যাও। তারপর মাসীহ্ (আ.) আল্লাহ্‌র কাছে হাত তুলে দু'আ করবেন। ফলে, তাদের উপর এক অদৃশ্য মহামারী দেখা দেবে এবং এক সংগে তারা সব খতম হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত হাদীছ-গ্রন্থসমূহের 'কিয়ামতের আলামত' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১২২. অর্থাৎ ইয়াজূজ-মাজূজ সাগরের তরঙ্গমালার মত অগণিত সংখ্যায় গর্জন করতে করতে বের হয়ে আসবে। কিংবা এর অর্থ, ভয়-ত্রাসের তীব্রতায় সমস্ত মাখলুক এক জায়গায় জড়ো হয়ে যাবে। জিন্ন-ইনসান একে অন্যের মাঝে সেঁধিয়ে যাবে। এরপর কিয়ামতের বিউগল বেজে উঠবে অর্থাৎ শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। তারপর হাশরের ময়দানে সকলকে আল্লাহ্‌র সামনে সমবেত করা হবে। জাহান্নাম কাফিরদের চোখের সামনে দেখা দেবে। কাফিরদের কথা বিশেষভাবে বলার কারণ সম্ভবত এই যে, জাহান্নাম মূলত তাদেরই জন্য তৈরী হয়েছে। দুনিয়ায় তাদের চোখের উপর পর্দা পড়ে রয়েছিল। এবার তা সরে গেল।

(١٠١) الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ○
(١٠٢) اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ○
(١٠٣) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ○
(١٠٤) اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ○

১০১. যাদের চোখের উপর পড়ে রয়েছিল পর্দা—আমার স্মরণ হতে আর তারা শুনতেও পেত না।[১২৩]

১০২. অবিশ্বাসীরা কি ভাবছে যে, আমাকে ছাড়া আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে?[১২৪] আমি জাহান্নামকে কাফিরদের আপ্যায়নের জন্য তৈরি করছি।[১২৫]

১০৩. বল, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব কাদের কৃতকর্ম বেশী নিষ্ফল?

১০৪. যাদের চেষ্টা পার্থিব জীবনে হয় বিভ্রান্ত, অথচ তারা মনে করে যে, তারা খুব ভাল কাজ করছে।[১২৬]

---

১২৩. অর্থাৎ বিবেকের দৃষ্টিশক্তি মুক্ত ছিল না কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখে ঈমান আনবে ও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। এতই যিদী ছিল, কারও কথাই শুনত না যে, বুঝালে বুঝবে।

১২৪. অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা কি মনে করছে যে, আমার বিশিষ্ট বান্দাদের (মাসীহ্, ‘উযায়র, রূহুল-কুদ্স, ফেরেশতা প্রভৃতির) পূজা-অর্চনা করে নিজেদের পক্ষে সাহায্য করার জন্য তাদেরকে দাঁড় করিয়ে নেবে? كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ‘কখনও নয়। তারা তাদের ‘ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে’ (১৯ ঃ ৮২)।

১২৫. অর্থাৎ এই ধোঁকায় পড়ে থেক না। সেখানে কেউ তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না। হাঁ, আমি তোমাদেরকে আতিথেয়তা করব। এ জন্য জাহান্নামের আগুন ও নানা রকমের আযাব তৈরী করে রেখেছি (আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদেরকে রক্ষা করুন)।

১২৬. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সবচে’ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই সব লোক, যাদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্র ছিল দুনিয়ার জন্য। কখনও আখিরাতের কথা চিন্তাই করেনি।

(١٠٥) أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ
لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا ○

(١٠٦) ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا۟ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَٰتِى وَرُسُلِى هُزُوًا ○

(١٠٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ○

(١٠٨) خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ○

১০৫. তারাই সেই লোক, যারা তাদের রব্বের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাক্ষাতকারকে অবিশ্বাস করে।[১২৭] সুতরাং তাদের কৃতকর্ম পণ্ড হয়ে গেছে। কাজেই কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য তুলাদণ্ড খাড়া করব না।[১২৮]

১০৬. এই তাদের প্রতিদান জাহান্নাম। কারণ, তারা অবিশ্বাসী হয়েছে এবং আমার কথা ও আমার রাসূলগণকে উপহাসের বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে।[১২৯]

১০৭. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে শীতল ছায়াঘেরা উদ্যানের আতিথেয়তা।

১০৮. সেথায় তারা থাকবে স্থায়ীভাবে। সেখান থেকে তারা স্থান পরিবর্তন করতে চাবে না।[১৩০]

পার্থিব উন্নতি ও বৈষয়িক সাফল্যকে পরম পাওয়া মনে করত (মূযিহুল-কুরআন দ্বারা এমনই বুঝে আসে)। কিংবা এর অর্থ এই যে, পার্থিব জীবনে তারা যে কাজ নিজেদের দৃষ্টিতে ভাল মনে করে করেছিল, তা বাস্তবে ভাল হোক কি মন্দ, কুফরীর কুফলে সব নিষ্ফল হয়ে গেছে। সবই প্রমাণিত হয়েছে পণ্ডশ্রম।

১২৭. অর্থাৎ না আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী মেনেছে, না করেছে এই চিন্তা যে, একদিন আল্লাহ্‌র সামনে হাযির হতে হবে।

১২৮. কাফিরের সৎকর্ম প্রাণহীন, স্থায়ী জীবনের জন্য তা কোন কাজেরই নয়। এখন থেকে গেল কেবল কুফরী কর্ম ও পাপাচার। সুতরাং দাঁড়িপাল্লা তোলার কী প্রয়োজন? তার দরকার তো ছিল পাপ-পুণ্যের তুলনা করার জন্য! তুলনা হয় বিপরীত দুই জিনিসের মধ্যে। এখানে পাপের বিপরীতে তো পুণ্যের কোন অস্তিত্বই নেই। সুতরাং দাঁড়িপাল্লা স্থাপন অর্থহীন।

১২৯. যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে এখন তার মজা ভোগ কর।

১৩০. অর্থাৎ স্থায়ী থাকার কারণে বিতৃষ্ণ হয়ে যাবে না। নিত্য নতুন নিআমত পেতে থাকবে। কাজেই কখনও অন্যত্র জায়গা বদলের ইচ্ছাই করবে না।

(১০৯) قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝

(১১০) قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝

১০৯. বল, আমার রব্বের কথা লেখার জন্য যদি সাগর কালি হয়ে যায়, তবে সাগর শেষ হয়ে যাবে, অথচ পূর্ণ হবে না আমার রব্বের কথা, যদিও তার সাহায্যার্থে এনে দেই অনুরূপ আরও একটি।[১৩১]

১১০. বল, আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ। সুতরাং স্বীয় রব্বের সংগে সাক্ষাতকারের আশা যার আছে, সে যেন কিছু সৎকর্ম করে নেয়। আর যেন শরীক না করে তার রব্বের ইবাদতে অন্য কাউকে।[১৩২]

---

১৩১. ইয়াহূদীদের ইংগিতে কুরায়শরা রূহ, আসহাবে কাহ্‌ফ ও যুল-কারনায়ন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। আলোচ্য সূরার শুরুতে আসহাবে কাহ্‌ফের ও শেষ দিকে যুল-কারনায়নের ঘটনা প্রয়োজনমাফিক বর্ণনা করা হয়েছে। রূহ সম্পর্কে সূরা বনী ইসরাঈলে বলে দেওয়া হয়েছে- وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا (তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সামান্যই)। সূরার উপসংহারে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও হিকমতের কথা সীমাহীন। তোমাদের যোগ্যতা ও পাত্র অনুযায়ী যতটুকু কথা বলা হয়েছে, তা সিন্ধু হতে একটি বিন্দু তুল্যও নয়। মনে কর গোটা সাগরের পানি যদি কালি হয়ে যায় এবং তাদ্বারা আল্লাহ্‌র কথা লেখা শুরু করা হয়, এরপর অনুরূপ একটি করে সাগর তার সংগে মেলানো হতে থাকে, তবে সাগরের পানি তো ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী (প্রশংসা হবে নাকো শেষ। এতদদ্বারা বুঝে নাও, কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে যত বিপুলায়তন জ্ঞানই তোমাদের কাউকে দেওয়া হোক না কেন, আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সামনে তা বিন্দুর বেশী নয়- এমনিতে তার পরিমাণ যত বেশীই হোক।

প্রিয়নবী (সা.)-এর মানবত্বের ঘোষণা ও তাওহীদের ডাক

১৩২. অর্থাৎ আমিও তোমাদেরই মত মানুষ- আল্লাহ্ নই যে, স্বয়ং সত্তাগতভাবে সমস্ত জ্ঞান-গরিমার অধিকারী হয়ে যাব। হাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমাকে সত্য-সাধন জ্ঞান ও নির্মল, পবিত্র উপলব্ধি আমাকে দান করেন, যার প্রধান কথা হচ্ছে

তাওহীদ। আমি সেদিকেই সকলকে ডাক দিই। আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাত লাভের অভিলাষ বা তাঁর সম্মুখে হাযিরা দেওয়ার ভয় যার আছে, তার উচিত শরী'আত অনুযায়ী কিছু ভাল কাজ করে যাওয়া। আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীতে প্রকাশ্য-গোপন কোনও প্রকার শিরকে কোনও পর্যায়েই তার লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। প্রকাশ্য শিরকের ন্যায় রিয়া (লোক-দেখানোর মনোবৃত্তিতে আমল করা) ইত্যাদি সূক্ষ্ম শিরক হতেও তার বেঁচে থাকা অপরিহার্য। কেননা, যে 'ইবাদতে গায়রুল্লাহ্র অংশীদারিত্ব থাকবে, তা মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হবে। (হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আমাদের কু-প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে রক্ষা কর)।

এ আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে যে, নবীর জ্ঞানও সীমিত ও আল্লাহ্ প্রদত্ত। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের মত অসীম ও স্বকীয় নয়।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা/(উ.)/১৯৯৬-৯৭/অঃ সঃ/৪৪২৮ - ৫২৫০

CHITTAGONG,
BANGLADESH.
CHITTAGONG UNIVERSITY LIBRARY.

তাফসীরে উসমানী

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)

মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ